[illegible] 2/226

[illegible]

(দ্বিতীয় খণ্ড)

(পৃ: ১০২৩ – ২০৫২)

LIBRARY
No.........
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

LIBRARY
SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM
BHADAINI, VARANASI-1

No. 2/226

Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 Paise daily shall have to be paid.

69/88

LIBRARY
No. 2/226
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

PRESENTED

Rs. 35/=

2/226

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ
প্রবর্ত্তিত

LIBRARY
No.
Shri Ma
Ashram
BANARAS
PRESENTED
by Sri Jagann
Ro

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ ২৫।১।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
মা, মা, মা !

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

হে ভারত! যে যে কালে হয়—ধর্ম্মের হানি, আর অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, তখন তখন করি আমি আমারে সৃজন! সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতের বিনাশের তরে, আর ধর্মসংস্থাপন করিবারে হই আবির্ভূত—আমি প্রতি যুগে যুগে।

মনসা বচসা দৃষ্ট্যা গৃহ্যতেঽন্যৈরপীন্দ্রিয়ৈঃ।
অহমেব ন মত্তোঽন্যদিতি বুধ্যধ্বমঞ্জসা ॥

[মহাভারত—ত্রয়োদশ

[অষ্টমবর্ষ, আষাঢ় মাস, ১৩৭৬]
[প্রথম সংখ্যা—রথ যাত্রা]

[illegible]
2/226

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

মহাভারতম্

PRESENTED

শ্রীনিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

---

* * *

LIBRARY
No...2/226
Shri

যুগ্ম-সম্পূজক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫'০০ টাকা]
[প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা]

স্বত্বাধিকারী ঃ—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীদিলীপকুমার:মুখোপাধ্যায় এম্. এ

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর ঃ—
কিঙ্কর বিমলানন্দ।
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্র নাথ দে, এম্. বি., ডি. ও. এম্. এস্.
ডি. পি. এইচ. ডি. টি. এম্. এণ্ড
এইচ. (লণ্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতার
বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ.
রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত
৯এ, হরি পাল লেন, কলিকাতা-
আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপি
১৫ই আষাঢ়, ১৩৭৬।

কার্য্যালয় ঃ—
৩৮সি, বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৪-৪৪০৮

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, বাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তারপর আর্য্যশাস্ত্রে অপ্রকাশিত যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫·০০, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০, প্রতি সংখ্যা ২·০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭/২, পি. ডব্লউ. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুণ্ড
গোঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্য সত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন—

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

আর্য্যশাস্ত্রে পূর্ব্বপ্রকাশিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি এখনও পাওয়া যায়।

১।	মনুসংহিতা	৩.০০ টাকা
২।	বিংশতিসংহিতা ও স্মৃতি	২২.৫০ ,,

(সংহিতা—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনঃ, অঙ্গিরঃ, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বসিষ্ঠ।

স্মৃতি—প্রজাপতি, লঘুশঙ্খ, শঙ্খ-লিখিত, ঔশনস, বৃহদ্‌যম, লঘুযম, অরুণ, অত্রি, আঙ্গিরস, কপিল, লঘ্বাশ্বলায়ন, বাধূল, বৃদ্ধহারীত, লোহিত, দাল্‌ভ্য, কণ্ব, বৃহৎপরাশর, নারদ।)

৩।	শ্রীবাল্মীকি রামায়ণ	৩০.০০ টাকা
৪।	শ্রীবিষ্ণুপুরাণ	৯.০০ ,,
৫।	শ্রীমদ্‌ভাগবত	৪২.০০ ,,

(ডাক মাশুল স্বতন্ত্র)

No. ...
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ন চ কিঞ্চিদথোচুস্তং হ্রিয়া সন্না যুধিষ্ঠিরম্।
মনোভিরেব কল্যাণং দধ্যুস্তে তস্য ধীমতঃ ॥৪
বিদুর উবাচ।
আর্য্যা পৃথা রাজপুত্রী নারণ্যং গন্তুমর্হতি।
সুকুমারী চ বৃদ্ধা চ নিত্যঞ্চৈব সুখোচিতা ॥৫
ইহ বৎস্যতি কল্যাণী সৎকৃতা মম বেশ্মনি।
ইতি পার্থা বিজানীধ্বমগদং বোঽস্তু সর্বশঃ ॥৬
পাণ্ডবা ঊচুঃ।
তথেত্যুক্ত্বাব্রুবন্ সর্বে যথা নো বদসেঽনঘ।
ত্বং পিতৃব্যঃ পিতৃসমো বয়ঞ্চ ত্বৎপরায়ণাঃ ॥৭

যথাজ্ঞাপয়সে বিদ্বংস্ত্বং হি নঃ পরমো গুরুঃ।
যচ্চান্যদপি কর্ত্তব্যং তদ্ বিধৎস্ব মহামতে ॥৮
বিদুর উবাচ।
যুধিষ্ঠির বিজানীহি মমেদং ভরতর্ষভ।
নাধর্মেণ জিতঃ কশ্চিদ্ ব্যথতে বৈ পরাজয়ে ॥৯
ত্বং বৈ ধর্মং বিজানীষে যুদ্ধে জেতা ধনঞ্জয়ঃ।
হন্তারীণাং ভীমসেনো নকুলস্ত্বর্থসংগ্রহী ॥১০
সংযন্তা সহদেবস্তু ধৌম্যো ব্রহ্মবিদুত্তমঃ।
ধর্মার্থকুশলা চৈব দ্রৌপদী ধর্মচারিণী ॥১১
অন্যোন্যস্য প্রিয়াঃ সর্বে তথৈব প্রিয়দর্শনাঃ।
পরৈরভেদ্যাঃ সন্তুষ্টাঃ কো বো ন স্পৃহয়েদিহ ॥১২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—যুধিষ্ঠিরের আমন্ত্রণের উত্তরে সভাসদ্‌গণ লজ্জাবশতঃ কেহই তাঁহাকে মুখে কিছু বলিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু মনে মনে সকলেই ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের কল্যাণ কামনা করিলেন।৪

বিদুর বলিলেন,—এই আর্য্যা কুন্তী রাজনন্দিনী, সুকুমারী ও বৃদ্ধা, আজন্ম সুখে লালিতা পালিতা হইয়াছেন, তিনি বনে গমন করিতে পারিবেন না।৫

তিনি সৎকৃতা হইয়া আমার গৃহেই বাস করিবেন। হে পার্থগণ! তোমরা সকলেই ইহা অবগত হও (তোমরা অন্যান্য কার্য্যগুলির ব্যবস্থা কর, কুন্তীর জন্য চিন্তা করিও না)। আমার এই শুভকামনা রহিল যে, তোমরা সর্ব্বদা নীরোগ হইয়া সুখে থাকিবে।৬

পাণ্ডবগণ বলিলে,—'আচ্ছা' তাহই হইবে'। এই কথা বলিয়া তাঁহারা আরও বলিলেন, হে নিষ্পাপ! আপনি আমাদের পিতৃতুল্য পিতৃব্য (পিতার কনিষ্ঠভ্রাতা), তাই আমরা সর্ব্বদা আপনার শরণাগত।।৭

হে বিজ্ঞ! আপনি যাহা আদেশ করিবেন, তাহাই আমাদের পালনীয়; কারণ, আপনি আমাদের পরম গুরু। হে মহামতে! ইহা ছাড়া আর কি করণীয়, তাহা আপনি বলুন।৮

বিদুর বলিলেন,—হে ভরতর্ষভ যুধিষ্ঠির! আমার এই উপদেশ মনে রাখিবে যে, অধর্ম্মের দ্বারা পরাজিত হইয়া কেহ চিত্তে ব্যথা অনুভব করে না।৯

তুমি ধর্ম্মকে জান (সুতরাং ধর্ম্মে অটল থাকিবে), যুদ্ধে ধনঞ্জয় জয়লাভ করিবে, ভীম শত্রুগণের বিনাশসাধন করিবে এবং নকুল অর্থসংগ্রহ করিবে।১০

সহদেব সমস্ত কার্য্যের পরিচালনা করিবে, বেদবেদাঙ্গপারদর্শী ধৌম্য এবং ধর্ম্ম ও অর্থনীতিতে নিপুণা ধর্ম্মচারিণী দ্রৌপদী সর্ব্বদা তোমাদের ধর্ম্মকার্য্যে সহায়তা করিবে।১১

তোমরা সকলেই প্রিয়দর্শন, পরস্পর পরমপ্রীতিসম্পন্ন, শত্রুগণকর্ত্তৃক অভেদ্য এবং সর্ব্বদা নিজ ভাগ্যে সন্তুষ্ট। সুতরাং এই জগতে তোমাদিগকে কোন ব্যক্তি না অভিলাষ করিবে?১২

এষ বৈ সর্বকলাণঃ সমাধিস্তব ভারত।
নৈনং শত্রু বিষহতে শক্রেণাপি সমোঽপ্যুত ॥১৩
হিমবত্যনুশিষ্টোঽসি মেরুসাবর্ণিনা পুরা।
দ্বৈপায়নেন কৃষ্ণেন নগরে বারণাবতে ॥১৪
ভৃগুতুঙ্গে চ রামেণ দৃষদ্বত্যাঞ্চ শম্ভুনা।
অশ্রৌষীরসিতস্যাপি মহর্ষেরঞ্জনং প্রতি ॥১৫
কল্মাষীতীরসংস্থস্য গতস্ত্বং শিষ্যতাং ভৃগোঃ।
দ্রষ্টা সদা নারদস্তে ধৌম্যস্তেঽয়ং পুরোহিতঃ ॥১৬
মা হাসীঃ সাম্পরায়ে ত্বং বুদ্ধিং তামৃষিপূজিতাম্।
পুরূরবসমৈলং ত্বং বুদ্ধ্যা জয়সি পাণ্ডব ॥১৭
শক্ত্যা জয়সি রাজ্ঞোঽন্যানৃষীন্ ধর্মোপসেবয়া।
ঐন্দ্রে জয়ে ধৃতমনা যাম্যে কোপবিধারণে ॥১৮

তথা বিসর্গে কৌবেরে বারুণে চৈব সংযমে।
আত্মপ্রদানং সৌম্যত্বমদ্ভ্যশ্চৈবোপজীবনম্ ॥১৯
ভূমেঃ ক্ষমা চ তেজশ্চ সমগ্রং সূর্য্যমণ্ডলাৎ।
বায়োর্বলং প্রাপ্নুহি ত্বং ভূতেভ্যশ্চাত্মসম্পদম্ ॥২০

অগদং বোঽস্তু ভদ্রং বো দ্রষ্টাস্মি পুনরাগতান্।
আপদ্ধর্মার্থকৃচ্ছ্রেষু সর্বকার্য্যেষু বা পুনঃ ॥২১

যথাবৎ প্রতিপদ্যেথাঃ কালে কালে যুধিষ্ঠির।
আপৃষ্টোঽসীহ কৌন্তেয় স্বস্তি প্রাপ্নুহি ভারত ॥২২

কৃতার্থং স্বস্তিমন্তং ত্বাং দ্রক্ষ্যামঃ পুনরাগতম্।
ন হি বো বৃজিনং কিঞ্চিদ্ বেদ কশ্চিৎ পুরা কৃতম্ ॥২৩

হে ভারত! তোমার এই যে সমাধি অর্থাৎ ক্ষমাশীলতাদি নিয়মবিশেষ, ইহা সর্ব্বপ্রকার কল্যাণের জনক। এইরূপ শুভনিয়মবিশিষ্ট রাজাকে ইন্দ্রতুল্য শত্রুও কখনও পরাভূত করিতে পারে না।১৩

তুমি পূর্ব্বে হিমালয়ে অবস্থানকালে মেরুসাবর্ণির নিকট বিভিন্ন শাস্ত্রবিষয়ে উপদেশ পাইয়াছ। বারণাবতনগরে শ্রীমন্মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন তোমাকে উপদেশ করিয়াছেন। এইরূপ ভৃগতুঙ্গনামক পর্ব্বতে পরশুরাম, দৃষদ্বতী নদীর তীরে স্বয়ং ভগবান্ শঙ্কর এবং অঞ্জননামক পর্ব্বতে মহর্ষি অসিতের উপদেশও তুমি শুনিয়াছ।১৪-১৫

তা ছাড়া কল্মাষী নদীর তীরে অবস্থিত মহর্ষি ভৃগুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছ। স্বয়ং দেবর্ষি নারদ তোমার পরিদর্শক এবং এই ধৌম্য তোমার পুরোহিত।১৬

পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত ঋষিগণপূজিত যে পরলোকবিষয় বুদ্ধি, ইহা কখনও পরিত্যাগ করিও না। হে পাণ্ডব! তুমি বুদ্ধিবলে ইলাপুত্র পুরূরবাকেও জয় করিতে সমর্থ।১৭

তুমি নিজের শক্তিতে সমস্ত রাজাকে এবং ধর্মোপাসনাদ্বারা ঋষিগণকেও জয় করিবে। ইন্দ্রের ন্যায় জয়শক্তি, যমের ন্যায় ক্রোধসংযমন শক্তি তুমি লাভ কর।১৮

কুবেরের ন্যায় দানশক্তি এবং বরুণের ন্যায় সংযমশক্তি, চন্দ্রের ন্যায় আত্মপ্রদান শক্তি ও জলের ন্যায় জীবন শক্তি তুমি লাভ কর।১৯

ভূমির ন্যায় ক্ষমাশক্তি, সূর্য্যমণ্ডল হইতে সমস্ত তেজঃশক্তি, বায়ুর ন্যায় বল এবং সমস্ত প্রাণীর নিকট হইতে আত্মসম্পদ তুমি লাভ কর।২০

তোমরা সকলে ব্যাধিশূন্য হও, তোমাদের কল্যাণ হউক, পুনরায় তোমাদিগকে এখানে প্রত্যাগত দেখিব। আপদকাল, ধর্ম্ম, অর্থকৃচ্ছ্রতা প্রভৃতি সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বকার্য্যেই যথাকালে বুদ্ধিবলে তুমি কল্যাণ লাভ করিবে। হে ভারত! তোমাকে আমন্ত্রণ জানাইতেছি; হে কৌন্তেয়! তোমার কল্যাণ হউক।২১-২২

তোমরা কখনও কোন পাপ করিয়াছ বলিয়া

LIBRARY
No..........
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্তথেত্যুক্ত্বা পাণ্ডবঃ সত্যবিক্রমঃ।
ভীষ্ম-দ্রোণৌ নমস্কৃত্য প্রাতিষ্ঠত যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্ব্বণি অনুদ্যূতপর্ব্বণি যুধিষ্ঠিরবনপ্রস্থানেঽষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৮

আজ পর্য্যন্ত জানিনা। সুতরাং কৃতার্থ ও স্বস্তিমান্ অবস্থায় তোমাকে পুনরায় দর্শন করিব—ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস।২৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বিদুর এইরূপ উপদেশ করিলে সত্যবিক্রম পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির ভীষ্ম ও দ্রোণকে প্রণাম করিয়া বনে প্রস্থান করিলেন।২৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত অনুদ্যূতপর্ব্বে
যুধিষ্ঠিরপ্রস্থানে অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৭৮

একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[কুন্তীসমীপে কৃষ্ণায়া বনগমনস্যানুমতিপ্রার্থনা, কুন্ত্যা বিলাপঃ, নগরবাসিনাং শোকোচ্ছ্বাসশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্মিন্ সম্প্রস্থিতে কৃষ্ণা পৃথাং প্রাপ্য যশস্বিনীম্।
অপৃচ্ছদ্ ভৃশদুঃখার্ত্তা যাশ্চান্যাস্তত্র যোষিতঃ ॥১

যথার্হং বন্দনাশ্লেষান্ কৃত্বা গন্তুমিয়েষ সা।
ততো নিনাদঃ সুমহান্ পাণ্ডবান্তঃপুরেঽভবৎ ॥২

কুন্তী চ ভৃশসন্তপ্তা দ্রৌপদীং প্রেক্ষ্য গচ্ছতীম্।
শোকবিহ্বলয়া বাচা কৃচ্ছ্রাদ্ বচনমব্রবীৎ ॥৩

বৎসে শোকো ন তে কার্য্যঃ প্রাপ্যেদং ব্যসনং মহৎ।
স্ত্রীধর্ম্মাণামভিজ্ঞাসি শীলাচারবতী তথা ॥৪

ন ত্বাং সন্দেষ্টুমর্হামি ভর্ত্তৄন্ প্রতি শুচিস্মিতে।
সাধ্বীগুণসমাপন্না ভূষিতং তে কুলদ্বয়ম্ ॥৫

একোনাশীতিতম অধ্যায়।

[কৃষ্ণাকর্ত্তৃক কুন্তীর নিকট বনগমনের অনুমতি প্রার্থনা, কুন্তীর বিলাপ ও নগরবাসিগণের শোকোচ্ছ্বাস]

বৈশম্পায়ম বলিলেন,—যুধিষ্ঠির যখন প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন, তখন কৃষ্ণা যশস্বিনী পৃথার (কুন্তীর) নিকট যাইয়া এবং অন্যান্য অন্তঃপুরনারীগণের নিকট অত্যন্ত দুঃখার্ত্তা হইয়া বিদায় প্রার্থনা করিলেন।১

তাঁহাদের সকলকে যথাযোগ্য প্রণাম ও আলিঙ্গন করত যখন তিনি বনে যাইতে উদ্যতা হইলেন, তখন পাণ্ডবান্তঃপুরে নারীগণের মধ্যে অতিশয় ক্রন্দনের রোল উত্থিত হইল।২

দ্রৌপদীকে বনে যাইতে উদ্যতা দেখিয়া কুন্তী শোকে অত্যন্ত সন্তপ্তা ও বিহ্বলা হইয়া পড়িলেন; পরে অতিকষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন।৩

হে বৎসে। এইরূপ মহাবিপদ দেখিয়াও শোক করিও না; স্ত্রীলোকের কি ধর্ম্ম ইহা তুমি বিশেষভাবে জান, কারণ তুমি চরিত্র ও সদাচারসম্পন্না।৪

সুতরাং হে শুচিস্মিতে। তোমাকে পতিগণের প্রতি আচরণ সম্বন্ধে উপদেশ করার প্রয়োজন বোধ করি না। তুমি সাধ্বী ও গুণসম্পন্না, তোমার দ্বারা পিতৃকুল ও শ্বশুরকুল উভয়কুলই অলঙ্কৃত হইয়াছে।৫

হে নিষ্পাপে। যাহাদিগকে তুমি দৃষ্টি দ্বারা দগ্ধ কর নাই, সেই এই কৌরবগণ ভাগ্যবান্।

সভাগ্যাঃ কুরবশ্চেমে যে ন দগ্ধাস্ত্বয়ানঘে।
অরিষ্টং ব্রজ পন্থানং মদনুধ্যানবৃংহিতা ॥৬
ভাবিন্যর্থে হি সৎস্ত্রীণাং বৈকৃতং নোপজায়তে।
গুরুধর্ম্মাভিগুপ্তা চ শ্রেয়ঃ ক্ষিপ্রমবাপ্স্যসি ॥৭
সহদেবশ্চ মে পুত্রঃ সদাবেক্ষ্যো বনে বসন্।
যথেদং ব্যসনং প্রাপ্য নায়ং সীদেন্মহামতিঃ ॥৮
তথেত্যুক্ত্বা তু সা দেবী স্রবন্নেত্রজলাবিলা।
শোণিতাক্তৈকবসনা মুক্তকেশী বিনির্যযৌ ॥৯
তাং ক্রোশন্তীং পৃথা দুঃখাদনুবব্রাজ গচ্ছতীম্।
অথাপশ্যৎ সুতান্ সর্বান্ হৃতাভরণবাসসঃ ॥১০
রুরুচর্ম্মাবৃততনূন্ হ্রিয়া কিঞ্চিদবাঙ্মুখান্।
পরৈঃ পরীতান্ সংহৃষ্টৈঃ সুহৃদ্ভিশ্চানু
শোচিতান্ ॥১১

তদবস্থান্ সুতান্ সর্বানুপসৃত্যাতিবৎসলা।
স্বজমানাবদচ্ছোকাৎ তত্তদ্ বিলপতী বহু ॥১২
কুন্ত্যুবাচ।
কথং সদ্ধর্মচারিত্রান্ বৃত্তস্থিতিবিভূষিতান্।
অক্ষুদ্রান্ দৃঢ়ভক্তাংশ্চ দৈবতেজ্যাপরান্ সদা ॥১৩
ব্যসনং বঃ সমভ্যাগাৎ কোহয়ং বিধিবিপর্য্যয়ঃ।
কস্যাপধ্যানজং চেদং ধিয়া পশ্যামি নৈব তৎ ॥১৪
স্যাৎ তু মদ্ভাগ্যদোষোহয়ং যাহং যুষ্মানজীজনম্।
দুঃখায়াসভুজোহত্যর্থং যুক্তানপ্যুত্তমৈর্গুণৈঃ ॥১৫
কথং বৎস্যথ দুর্গেষু বনে ঋদ্ধিবিনাকৃতাঃ।
বীর্য্য-সত্ত্ব-বলোৎসাহ-তেজোভিরকৃশাঃ কৃশাঃ ॥১৬
যদ্যেতদেবমজ্ঞাস্যং বনে বাসো হি বো ধ্রুবম্।
শতশৃঙ্গান্মৃতে পাণ্ডৌ নাগমিষ্যং গজাহ্বয়ম্ ॥১৭

যাহা হউক, আমার মঙ্গলচিন্তায় রক্ষিত হইয়া তুমি নির্বিঘ্নে পথে গমন কর।৬

সতীনারীগণ অবশ্যম্ভাবী বিপদে কখনও বিকার প্রাপ্ত হন না। গুরুজনের আশীর্ব্বাদ ও ধর্ম্মের দ্বারা রক্ষিতা হইয়া তুমি শীঘ্রই কল্যাণ লাভ করিবে।৭

বনে বাস অবস্থায় আমার কনিষ্ঠপুত্র সহদেবের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। মহামতি আমার সেই পুত্র যেন এই বিপদে পতিত হইয়া অবসাদ প্রাপ্ত না হয়।৮

"তাহাই হইবে" এই বলিয়া অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতে করিতে শোণিতলিপ্ত একটীমাত্র বস্ত্রধারিণী দ্রৌপদী উন্মুক্ত কেশেই অন্তঃপুর হইতে বহির্গতা হইলেন।৯

ক্রন্দনরতা দ্রৌপদীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ পৃথা অগ্রসর হইতেই দেখিলেন যে, তাঁহার পুত্রগণ দাঁড়াইয়া আছে। তাঁহাদের সকলেরই শরীর হইতে বস্ত্র ও আভরণসমূহ অপহৃত হইয়াছে। সকলেরই শরীর রুরু মৃগের চর্ম্মদ্বারা আবৃত, সকলেই লজ্জায় কথঞ্চিৎ অধোমুখ এবং তাঁহাদিগকে হৃষ্ট শত্রুগণ ও শোকার্ত্ত সুহৃদ্‌গণ ঘিরিয়া আছেন।১০-১১

তাঁহাদিগকে সেই অবস্থায় দেখিয়া অতীব বাৎসল্যময়ী জননী কুন্তী তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং আলিঙ্গন করত শোকে পুনঃ পুনঃ বিলাপ করিতে করিতে বলিলেন।১২

কুন্তী বলিলেন,—তোমরা সকলেই সদ্ধর্ম্ম, সচ্চরিত্র, সদাচার ও সৎস্থিতি প্রভৃতি গুণে ভূষিত, সকলেই উদারহৃদয়, ঈশ্বরে দৃঢ়ভক্ত, দেবগণের যজ্ঞপরায়ণ, তোমাদের এই বিপদ ও দৈববিপর্য্যয় কি করিয়া হইল? কাহার কুৎসিত চিন্তন হইতে এইরূপ হইল—ইহা চিন্তা করিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না।১৩-১৪

ইহা আমরই ভাগ্যদোষ; আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করাতেই তোমরা উত্তমগুণসম্পন্ন হইয়াও

ধন্যং বঃ পিতরং মন্যে তপোমেধান্বিতং তথা।
যঃ পুত্রাধিমসম্প্রাপ্য স্বর্গেচ্ছামকরোৎ প্রিয়াম্ ॥১৮

ধন্যাং চাতীন্দ্রিয়জ্ঞানামিমাং প্রাপ্তাং পরাং গতিম্।
মন্যে তু মাদ্রীং ধর্মজ্ঞাং কল্যাণীং সর্বথৈব তু ॥১৯

রত্যা মত্যা চ গত্যা চ যয়াহমভিসন্ধিতা।
জীবিতপ্রিয়তাং মহ্যং ধিঙ্ মাং সংক্লেশভাগিনীম্ ॥২০

পুত্রকা ন বিহাস্যে বঃ কৃচ্ছ্রলব্ধান্ প্রিয়ান্ সতঃ।
সাহং যাস্যামি হি বনং হা কৃষ্ণে কিং জহাসি মাম্ ॥২১

অন্তবত্যসুধর্মেঽস্মিন্ ধাত্রা কিং নু প্রমাদতঃ।
মমান্তো নৈব বিহিতস্তেনায়ুর্ন জহাতি মাম্ ॥২২

হা কৃষ্ণ দ্বারকাবাসিন্ ক্বাসি সঙ্কর্ষণানুজ।
কস্মান্ন ত্রায়সে দুঃখান্মাং চেমাংশ্চ নরোত্তমান্ ॥২৩

অনাদিনিধনং যে ত্বামনুধ্যায়ন্তি বৈ নরাঃ।
তাংস্ত্বং পাসীত্যয়ং বাদঃ স গতো ব্যর্থতাং কথম্ ॥২৪

ইমে সদ্ধর্মমাহাত্ম্যযশোবীর্য্যানুবর্ত্তিনঃ।
নার্হন্তি ব্যসনং ভোক্তুং নন্বেষাং ক্রিয়তাং দয়া ॥২৫

সেয়ং নীত্যর্থবিজ্ঞেষু ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপাদিষু।
স্থিতেষু কুলনাথেষু কথমাপদুপাগতা ॥২৬

হা পাণ্ডো হা মহারাজ ক্বাসি কিং সমুপেক্ষসে।
পুত্রান্ বিবাস্যতঃ সাধূনরিভির্দ্যূতনির্জ্জিতান্ ॥২৭

এইরূপ দুঃখ ও আয়াসের (কষ্টের) ভাগী হইলে।১৫

তোমরা বীর্য্য, সত্ত্ব, বল, উৎসাহ ও তেজে সমৃদ্ধ হইলেও ধন ও ঐশ্বর্য্যশূন্য হইয়া কৃশশরীরে দুর্গম বনে কি করিয়া বাস করিবে ? ১৬

আমি যদি পূর্ব্বে জানিতে পারিতাম যে, তোমাদের এইরূপে বনবাস করিতে হইবে, তাহা হইলে রাজা পাণ্ডুর মৃত্যুর পর শতশৃঙ্গ পর্ব্বত পরিত্যাগ করিয়া এই হস্তিনাপুরে আসিতামই না।১৭

তোমাদের পিতৃদেবই ধন্য, যিনি তপস্বী ও মেধাবী ছিলেন এবং পুত্রদুঃখপ্রাপ্ত না হইয়া স্বর্গলাভের অভিলাষকে প্রিয় বোধ করিয়াছেন।১৮

ধর্ম্মজ্ঞা সর্ব্বথা কল্যাণময়ী সতীরমণী মাদ্রীই ধন্যা, যিনি অতীন্দ্রিয়জ্ঞানসম্পন্না ছিলেন। অতএব পতির সহিত সহমৃতা হইয়া পরমা গতি প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং যিনি রতি (অনুরাগ), মতি ও গতির (সদ্ব্যবহারের) দ্বারা আমাকে বাঁচিয়া থাকিতে বলিয়াছিলেন, তিনি আমার প্রাণ হইতেও প্রিয়া হইয়াছিলেন ; সুতরাং দুঃখভাগিনী আমাকেই ধিক্।১৯-২০

হে পুত্রগণ। অতিদুঃখে লব্ধ তোমাদের ন্যায় প্রিয় সৎপুত্রগণকে আমি পরিত্যাগ করিতে পারিব না, আমিও তোমাদের সঙ্গে যাইব ; হে কৃষ্ণে। তুমি কি আমাকে পারত্যাগ করিয়া যাইতেছ ?২১

আমার প্রাণ নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে, বিধাতার কি চোখ নাই ; বিধাতা কি আমার ভালে মৃত্যু লিখেন নাই ; এইজন্যই কি আয়ু আমাকে পরিত্যাগ করিতেছে না ?২২

হে কৃষ্ণ। হে দ্বারকাবাসিন্। হে সংকর্ষণানুজ। তুমি আমাকে এবং আমার এই নরোত্তম পুত্রগণকে কেন দুঃখ হইতে ত্রাণ করিতেছ না ?২৩

“অনাদিনিধন (তোমার আদি ও অন্ত নাই) জানিয়া যে মনুষ্যগণ তোমার অনুধ্যান করে, তুমি তাহাদিগকে রক্ষা কর” এই যে সিদ্ধান্ত—ইহা কেন ব্যর্থ হইল ? ২৪

আমার এই পুত্রগণ উত্তমধর্ম্ম, মাহাত্মাগণের শীল-স্বভাব ও যশ এবং পরাক্রমের অনুবর্ত্তী ইহারা এইরূপ দুঃখ পাওয়ার অযোগ্য, তুমি ইহাদের প্রতি কেন দয়া করিতেছ না ? ২৫

নীতি ও অর্থবিদ্যায় নিপুণ এই ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি কুলপতিগণ বর্ত্তমান থাকিতে এইরূপ আপদ কি করিয়া হইল ? ২৬

সহদেব নিবর্ত্তস্ব নন্নু ত্বমসি মে প্রিয়ঃ ।
শরীরাদপি মাদ্রেয় মা মা ত্যাক্ষীঃ কুপুত্রবৎ ॥২৮
ব্রজন্তু ভ্রাতরস্তেঽমী যদি সত্যাভিসন্ধিনঃ ।
মৎপরিত্রাণজং ধর্ম্মমিহৈব ত্বমবাপ্নুহি ॥২৯

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবং বিলপতীং কুন্তীমভিবাদ্য প্রণম্য চ ।
পাণ্ডবা বিগতানন্দা বনায়ৈব প্রবব্রজুঃ ॥৩০
বিদুরশ্চাপি তামার্ত্তাং কুন্তীমাশ্বাস্য হেতুভিঃ ।
প্রাবেশয়দ্ গৃহং ক্ষত্তা স্বয়মার্ত্ততরঃ শনৈঃ ॥৩১
(ততঃ সম্প্রস্থিতে তত্র ধর্ম্মরাজে তদা নৃপে ।
জনাঃ সমস্তাস্তং দ্রষ্টুং সমারুরুহুরাতুরাঃ ॥১

হা পাণ্ডো! হা মহারাজ! তুমি কোথায় আছ? তুমি কি দেখিতেছ না যে তোমার পুত্রগণ শত্রুগণ কর্ত্তৃক কপটদ্যূতে নির্জ্জিত হইয়া বনে গমন করিতেছে? কি করিয়া তুমি ইহা উপেক্ষা করিতেছ? ২৭

হে সহদেব! তুমি ফিরিয়া আইস; তুমি আমার শরীর হইতেও অধিক প্রিয়; হে মাদ্রীনন্দন! তুমি কুপুত্রের ন্যায় আমাকে ত্যাগ করিও না।২৮

সত্যধর্ম্মপালনবুদ্ধিবশতঃ অন্যান্য ভাইগণ বনে যায় যাউক, তুমি আমার নিকটেই থাক, আমার রক্ষণাবেক্ষণের দ্বারা যে ধর্ম্ম অর্জ্জিত হইবে, তুমি সেই ধর্ম্ম লাভ কর।২৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—কুন্তী এইরূপ বিলাপ করিতে থাকিলে তাহা দেখিয়া নিরানন্দ পাণ্ডবগণ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বনে প্রস্থান করিলেন।৩০

বিদুর বহুপ্রকার শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা শোকাকুলা কুন্তীদেবীকে আশ্বাস প্রদান করত ধীরে ধীরে নিজ গৃহে প্রবেশ করাইলেন এবং নিজেও অত্যন্ত শোকার্ত্ত অবস্থায় প্রবেশ করিলেন।৩১

ততঃ প্রাসাদবর্য্যাণি বিমানশিখরাণি চ ।
গোপুরাণি চ সর্বাণি বৃক্ষানন্যাংশ্চ সর্ব্বশঃ ॥
অধিরুহ্য জনঃ শ্রীমানুদাসীনো ব্যলোকয়ৎ ॥২
ন হি রথ্যাস্ততঃ শক্যা গন্তুং বহুজনাকুলাঃ ।
আরুহ্য তে স্ম তান্যত্র দীনাঃ পশ্যন্তি পাণ্ডবম্ ॥৩
পদাতিং বর্জিতচ্ছত্রং চেলভূষণবর্জিতম্ ।
বল্কলাজিনসংবীতং পার্থং দৃষ্ট্বা জনাস্তদা ।
উচুর্বহুবিধা বাচো ভৃশোপহতচেতসঃ ॥৪

জনা উচুঃ ।

যং যান্তমনুযাতি স্ম চতুরঙ্গবলং মহৎ ।
তমেবং কৃষ্ণয়া সার্ধমনুযান্তি স্ম পাণ্ডবাঃ ॥

(অনন্তর ধর্ম্মরাজ বনে প্রস্থান করিলে পুরবাসিজনগণ আর্ত্ত হইয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য শ্রেষ্ঠ অট্টালিকা, গোপুর, বিমানের শিখরদেশ এবং উচ্চ বৃক্ষসমূহে আরোহণ করিলেন এবং উদাসীন দৃষ্টিতে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।১-২

বহুসংখ্যক মানুষে পরিপূর্ণ হওয়ায় রাজপথসমূহে চলাচল করাই অসম্ভব হইল। তাঁহারা দীনভাবে পথিমধ্যেও উচ্চ উচ্চ স্থানে অবস্থান করত পাণ্ডুপুত্রকে দেখিতে লাগিলেন।৩

মস্তকে ছত্রশূন্য, উত্তমবসনভূষণ বর্জ্জিত, বল্কল ও অজিন পরিধান করিয়া পার্থ হাঁটিয়া চলিয়াছেন। তাহা দেখিয়া জনগণ অত্যন্ত শোকার্ত্তভাবে নানা কথা বলিতে লাগিলেন।৪

জনগণ বলিলেন,—যাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে চতুরঙ্গিনী সেনা অনুগমন করিত, আজ কৃষ্ণার সহিত অনুজ চারি পাণ্ডব ও পুরোহিত মাত্র সেই রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিতেছেন।৫

চত্বারো ভ্রাতরশ্চৈব পুরোধাশ্চ বিশাম্পতিম্ ॥৫
যা ন শক্যা পুরা দ্রষ্টুং ভূতৈরাকাশগৈরপি।
তামদ্য কৃষ্ণাং পশ্যন্তি রাজমার্গগতা জনাঃ ॥৬
অঙ্গরাগোচিতাং কৃষ্ণাং রক্তচন্দনসেবিনীম্।
বর্ষমুষ্ণঞ্চ শীতঞ্চ নেষ্যত্যাশু বিবর্ণতাম্ ॥৭
অদ্য নূনং পৃথা দেবী সত্ত্বমাবিশ্য ভাষতে।
পুত্রান্ স্নুষাঞ্চ দেবী তু দ্রষ্টুমদ্যাথ নার্হতি ॥৮
নির্গুণস্যাপি পুত্রস্য কথং স্যাদ্ দুঃখদর্শনম্।
কিং পুনর্যস্য লোকোঽয়ং জিতো বৃত্তেন কেবলম্ ॥৯
আনৃশংস্যমনুক্রোশো ধৃতিঃ শীলং দমঃ শমঃ।
পাণ্ডবং শোভয়ন্ত্যেতে ষড়্গুণাঃ পুরুষোত্তমম্ ॥১০
তস্মাৎ তস্যোপঘাতেন প্রজাঃ পরমপীড়িতাঃ।
ঔদকানীব সত্ত্বানি গ্রীষ্মে সলিলসংক্ষয়াৎ ॥১১

পীড়য়া পীড়িতং সর্বং জগৎ তস্য জগৎপতেঃ।
মূলস্যৈবোপঘাতেন বৃক্ষঃ পুষ্পফলোপগঃ ॥১২
মূলং হ্যেষ মনুষ্যাণাং ধর্মরাজো মহাদ্যুতিঃ।
পুষ্পং ফলঞ্চ পত্রঞ্চ শাখাস্তস্যেতরে জনাঃ ॥১৩
তে ভ্রাতর ইব ক্ষিপ্রং সপুত্রাঃ সহবান্ধবাঃ।
গচ্ছন্তমনুগচ্ছামো যেন গচ্ছতি পাণ্ডবঃ ॥১৪
উদ্যানানি পরিত্যজ্য ক্ষেত্রাণি চ গৃহাণি চ।
একদুঃখসুখাঃ পার্থমনুযাম সুধার্মিকম্ ॥১৫
সমুদ্ধৃতনিধানানি পরিধ্বস্তাজিরাণি চ।
উপাত্তধনধান্যানি হৃতসারাণি সর্বশঃ ॥১৬
রজসাপ্যবকীর্ণানি পরিত্যক্তানি দৈবতৈঃ।
মূষিকৈঃ পরিধাবদ্ভিরুদ্বিলৈরাবৃতানি চ ॥১৭

যাঁহাকে আকাশগামী ভূতগণও দেখিতে পাইত না, সেই কৃষ্ণাকেই আজ রাজমার্গস্থ জনগণও দর্শন করিতেছেন।৬

যিনি অঙ্গরাগে রঞ্জিতা ও রক্তচন্দনে সর্ব্বদা আলিপ্তা হইবার যোগ্যা, বর্ষা, গ্রীষ্ম ও শীতঋতু বনে তাঁহাকে বিবর্ণা করিবে।৭

আজ নিশ্চিতই কুন্তীদেবী ওজঃশক্তি (ধৈর্য্যশক্তি) বশতই কথা বলিতেছেন। তিনি পুত্রবধূ ও পুত্রগণকে এইরূপে চোখেও দেখিতে সমর্থ হইতেন না।৮

কেননা পুত্র নির্গুণ হইলেও জননী তাহার দুঃখ কি করিয়া দেখিতে পারেন? আর যাঁহার পুত্রগণ নিজ চরিত্রগুণে ত্রিলোককে জয় করিয়াছেন, তিনি তাঁহদের দুঃখ কি করিয়া দেখিবেন?৯

অনিষ্ঠুরতা, দয়া, ধৈর্য্য, চরিত্র, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ও মনোনিগ্রহ—এই ছয়টী গুণ সর্ব্বদা পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণকে শোভিত করে।১০

জলজাত প্রাণিগণ গ্রীষ্মকালে জল শুকাইয়া গেলে যেমন অত্যন্ত পীড়িত হয়, মূল নষ্ট হইলে পুষ্পফলান্বিত বৃক্ষও যেমন বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তেমনই যুধিষ্ঠিরের রাজ্যনাশে সমস্ত প্রজাই অত্যন্ত পীড়িত হইতেছে, বস্তুতঃ পক্ষে যুধিষ্ঠির জগৎপতি (সম্রাট্), সুতরাং তাঁহার দুঃখে সমস্ত জগৎই আজ অত্যন্ত দুঃখিত।১১-১২

মহাতেজস্বী এই ধর্ম্মরাজ সকল মনুষ্যের মূলস্বরূপ, আর প্রজাগণ শাখা, পুষ্প ও পত্রস্বরূপ।১৩

ধর্ম্মরাজের ভীমাদি ভ্রাতৃগণের ন্যায় আমরা পুত্র, মিত্র ও বান্ধবগণসহ শীঘ্রই ধর্ম্মরাজের অনুগমন করিব।১৪

উদ্যান, ক্ষেত্র ও গৃহসমূহ পরিত্যাগ করিয়া আমরা তাঁহার সুখ-দুঃখে সুখী-দুঃখী হইয়া সুধার্ম্মিক ধর্ম্মরাজের অনুগমন করিব।১৫

যে সকল গৃহ হইতে ধনরত্নসমূহ গৃহীত হইয়াছে এবং যথায় প্রাঙ্গণসমূহ পরিধ্বস্ত হইয়াছে, যে সকল গৃহ হইতে ধন, ধান্যসমূহ গ্রহণপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকারে সারশূন্য করা হইয়াছে, যে সকল

অপেতোদকধূমানি হীনসম্মার্জ্জনানি চ।
প্রনষ্টবলিকর্ম্মেজ্যামন্ত্রহোমজপানি চ ॥১৮

দুষ্কালেনেব ভগ্নানি ভিন্নভাজনবন্তি চ।
অস্মৎত্যক্তানি বেশ্মানি সৌবলঃ প্রতিপদ্যতাম্ ॥১৯

বনং নগরমদ্যাস্তু যত্র গচ্ছন্তি পাণ্ডবাঃ।
অস্মাভিশ্চ পরিত্যক্তং পুরং সম্পদ্যতাং বনম্ ॥২০

বিলানি দংষ্ট্রিণঃ সর্বে বনানি মৃগপক্ষিণঃ।
ত্যজন্ত্বস্মদ্ভয়াদ্ ভীতা গজাঃ সিংহা বনান্যপি ॥২১

অনাক্রান্তং প্রপদ্যন্তু সেব্যমানং ত্যজন্তু চ।
তৃণমাষফলাদানাং দেশাংস্ত্যক্ত্বা মৃগদ্বিজাঃ ॥
বয়ং পার্থৈর্বনে সম্যক্ সহ বৎস্যাম নির্বৃতাঃ ॥২২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যেবং বিবিধা বাচো নানাজনসমীরিতাঃ।
শুশ্রাব পার্থঃ শ্রুত্বা চ ন বিচক্রেঽস্য মানসম্ ॥২৩
ততঃ প্রাসাদসংস্থাস্তু সমন্তাদ্ বৈ গৃহে গৃহে।
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং শূদ্রাণাং চৈব যোষিতঃ ॥২৪
ততঃ প্রাসাদজালানামুৎপাট্যাবরণানি চ।
দদৃশুঃ পাণ্ডবান্ দীনান্ রৌরবাজিনবাসসঃ ॥২৫
কৃষ্ণাং ত্বদৃষ্টপূর্বাং তাং ব্রজন্তীং পদ্ভিরেব চ।
একবস্ত্রাং রুদন্তীং তাং মুক্তকেশীং রজস্বলাম্ ॥২৬
দৃষ্ট্বা তদা স্ত্রিয়ঃ সর্বা বিবর্ণবদনা ভৃশম্।
বিলপ্য বহুধা মোহাদ্ দুঃখশোকেন পীড়িতাঃ ॥
হা হা ধিগ্ ধিগ্ ধিগিত্যুক্ত্বা নেত্রৈরশ্রূণ্য-
বর্ত্তয়ন্ ২৭)।

গৃহ ধূলিধূসরিত এবং দেবগণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে যে সকল গৃহ গর্ত্ত হইতে নিষ্ক্রান্ত ইতস্ততঃ ধাবমান মূষিকসমূহের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াছে, যথায় জল, ধূম সম্মার্জ্জন দেখিতে পাওয়া যায় না, যে সকল গৃহে বলিবৈশ্যাদি কর্ম্ম, যাগ-যজ্ঞ, হোম ও জপসমূহ আর অনুষ্ঠিত হয় না, পরন্তু দুষ্কালকবলিতের ন্যায় দেখা যাইতেছে এবং যথায় ইতস্ততঃ ভাঙ্গা বাসনপত্র পড়িয়া আছে, এইরূপ আমাদের পরিত্যক্ত গৃহসমূহ সুবলতনয় শকুনি গ্রহণ করুক।১৬-১৯

যে বনে পাণ্ডবগণ গমন করিতেছেন, সেই বনই আজ নগর হউক, আমাদের পরিত্যক্ত এই নগরই আজ হইতে বনে পরিণত হউক।২০

আমাদের ভয়ে সর্পসমূহ গর্ত্ত, মৃগপক্ষিগণ বনসমূহ, হস্তী ও সিংহগণ অরণ্যসমূহ পরিত্যাগ করুক।২১

আমাদের পরিত্যক্ত (নগরাদি) স্থানসমূহ মৃগপক্ষিগণ গ্রহণ করুক এবং তাহাদের তৃণ, মাষ ও ফলপূর্ণ নিবাসস্থান বনাদি তাহারা পরিত্যাগ করুক। আমরা নগরজীবনে বিরক্ত হইয়া পার্থগণের সহিত বনেই বাস করিব।২২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পৃথাতনয় যুধিষ্ঠির চলিতে চলিতে নানা জনগণের এই কথাগুলি শ্রবণ করিলেন, কিন্তু তাঁহার মনে কোন বিকার উৎপন্ন হইল না।২৩

অনন্তর প্রতিগৃহে প্রাসাদের উপরিস্থিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের সকল পত্নী প্রাসাদের জানালার পর্দাগুলি উত্তোলন করিয়া রুরু মৃগের অজিন (চর্ম)পরিহিত দীনভাবাপন্ন পাণ্ডবগণকে দর্শন করিতে লাগিলেন।২৪-২৫

যে কৃষ্ণাকে পূর্ব্বে কেহ কখনও দেখে নাই, সেই কৃষ্ণা আজ পায়ে হাটিয়া রজস্বলা অবস্থায় একবস্ত্রে মুক্তকেশে রোদন করিতে করিতে যাইতেছেন —ইহা দেখিয়া নগরস্ত্রীগণ বিবর্ণবদনা হইয়া মোহিতচিত্তে দুঃখ ও শোকে বহু বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং কৌরবগণকে বার বার ধিক্কার দিতে দিতে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।২৬-২৭)

PRESENTED

ধার্ত্তরাষ্ট্রস্ত্রিয়স্তাশ্চ নিখিলেনোপলভ্য তৎ।
গমনং পরিকর্ষঞ্চ কৃষ্ণায়া দ্যূতমণ্ডলে ॥৩২

রুরুদুঃ সুস্বনং সর্বা বিনিন্দন্ত্যঃ কুরূন্ ভৃশম্।
দধ্যুশ্চ সুচিরং কালং করাসক্তমুখাম্বুজাঃ ॥৩৩

রাজা চ ধৃতরাষ্ট্রস্তু পুত্রাণামনয়ং তদা।
ধ্যায়ন্নুদ্বিগ্নহৃদয়ো ন শান্তিমধিজগ্মিবান্ ॥৩৪

স চিন্তয়ন্ননেকাগ্রঃ শোকব্যাকুলচেতনঃ।
ক্ষত্তুঃ সম্প্রেষয়ামাস শীঘ্রমাগম্যতামিতি ॥৩৫
ততো জগাম বিদুরো ধৃতরাষ্ট্রনিবেশনম্।
তং পর্য্যপৃচ্ছৎ সংবিগ্নো ধৃতরাষ্ট্রো জনাধিপঃ ॥৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি অনুদ্যূতপর্বণি দ্রৌপদীকুন্তীসংবাদে একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৯

দ্রৌপদীর বনগমনের সময় কৌরবস্ত্রীগণ দ্যূতসভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রাকর্ষণ ও বনগমনের সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া কৌরবগণের অত্যন্ত নিন্দা করত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন এবং নিজ নিজ হস্তদ্বারা মুখকমল ঢাকিয়া অনেকক্ষণ চিন্তামগ্ন রহিলেন।৩২-৩৩

রাজা ধৃতরাষ্ট্রও পুত্রগণের অন্যায় আচরণের কথা চিন্তা করিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্নহৃদয়ে একটুও শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না।৩৪

শোকব্যাকুলিত চিত্তে উদ্বিগ্নভাবে চিন্তা করিতে করিতে তিনি বিদুরের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন যে, তুমি অতি সত্বর আগমন কর।৩৫

তারপর বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের ভবনে গমন করিলে রাজা ধৃতরাষ্ট্র উদ্বিগ্নমনে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।৩৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত অনুদ্যূতপর্ব্বে দ্রৌপদীকুন্তীসংবাদে একোনাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৭৯

অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[বনগমনকালে পাণ্ডবানাং বিবিধপ্রকারচেষ্টা, প্রজানাং শোকাতুরতাবিষয়ে বিদুর-ধৃতরাষ্ট্রয়োঃ সংবাদঃ, শরণাগতকৌরবেভ্যো দ্রোণাচার্য্যস্যাশ্বাস-দানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তমাগতমথো রাজা বিদুরং দীর্ঘদর্শিনম্।
সাশঙ্ক ইব পপ্রচ্ছ ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকাসুতঃ ॥১

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
কথং গচ্ছতি কৌন্তেয়ো ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
ভীমসেনঃ সব্যসাচী মাদ্রীপুত্রৌ চ পাণ্ডবৌ ॥২

অশীতিতম অধ্যায়।

[বন গমনকালে পাণ্ডবগণের বিবিধ প্রকার চেষ্টা, প্রজাগণের শোকাতুরতা বিষয়ে বিদুর-ধৃতরাষ্ট্র-সংবাদ এবং শরণাগত কৌরবগণের প্রতি দ্রোণাচার্য্যের আশ্বাসদান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অম্বিকানন্দন রাজা ধৃতরাষ্ট্র দূরদর্শী বিদুরকে আসিতে দেখিয়া যেন আশঙ্কিতচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন।১

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—বিদুর! কুন্তীনন্দন ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির প্রস্থানের সময় কিরূপ চেষ্টা করিতেছিলেন

ধৌম্যশ্চৈব কথং ক্ষত্তর্দ্রৌপদী চ যশস্বিনী।
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং সর্বং তেষাং শংস বিচেষ্টিতম্ ॥৩

বিদুর উবাচ।

বস্ত্রেণ সংবৃত্য মুখং কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
বাহূ বিশালৌ সম্পশ্যন্ ভীমো গচ্ছতি পাণ্ডবঃ ॥৪
সিকতা বপন্ সব্যসাচী রাজানমনুগচ্ছতি।
মাদ্রীপুত্রঃ সহদেবো মুখমালিপ্য গচ্ছতি ॥৫
পাংসূপলিপ্তসর্বাঙ্গো নকুলশ্চিত্তবিহ্বলঃ।
দর্শনীয়তমো লোকে রাজানমনুগচ্ছতি ॥৬
কৃষ্ণা তু কেশৈঃ প্রচ্ছাদ্য মুখমায়তলোচনা।
দর্শনীয়া প্ররুদতী রাজানমনুগচ্ছতি ॥৭
ধৌম্যো রৌদ্রাণি সামানি যাম্যানি চ বিশাম্পতে।
গায়ন্ গচ্ছতি মার্গেষু কুশানাদায় পাণিনা ॥৮

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

বিবিধানীহ রূপাণি কৃত্বা গচ্ছন্তি পাণ্ডবাঃ।
তন্মমাচক্ষ্ব বিদুর কস্মাদেবং ব্রজন্তি তে ॥৯

বিদুর উবাচ।

নিকৃতস্যাপি তে পুত্রৈর্হৃতে রাজ্যে ধনেষু চ।
ন ধর্মাচ্চলতে বুদ্ধির্ধর্মরাজস্য ধীমতঃ ॥১০

যোহসৌ রাজা ঘৃণী নিত্যং ধার্ত্তরাষ্ট্রেষু ভারত।
নিকৃত্যা ভ্রংশিতঃ ক্রোধান্নোন্মীলয়তি লোচনে ॥১১
নাহং জনং নির্দহেয়ং দৃষ্ট্বা ঘোরেণ চক্ষুষা।
স পিধায় মুখং রাজা তস্মাদ্ গচ্ছতি পাণ্ডবঃ ॥১২

যথা চ ভীমো ব্রজতি তন্মে নিগদতঃ শৃণু।
বাহ্বোর্বলে নাস্তি সমো মমেতি ভরতর্ষভ ॥১৩

এইরূপ ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, পুরোহিত ধৌম্য এবং যশস্বিনী দ্রৌপদীই বা কিরূপ চেষ্টা করিতে করিতে বনে গমন করিতেছিলেন? তুমি তাহা বল, আমি শুনিতে চাই ২-৩

বিদুর বলিলেন,—কুন্তিপুত্র যুধিষ্ঠির বস্ত্রে মুখ আচ্ছাদন করত গমন করিতেছিলেন এবং পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন দুইটী বিশাল বাহু সন্দর্শন করিতে করিতে গমন করিতেছিলেন।৪

সব্যসাচী অর্জ্জুন ধূলি উড়াইতে উড়াইতে রাজা যুধিষ্ঠিরের পিছনে যাইতেছেন। মাদ্রীপুত্র সহদেব দুইহাতে মুখ ঢাকিয়া যাইতেছেন।৫

অতি রমণীয়দর্শন নকুল বিহ্বলচিত্তে সর্ব্বাঙ্গ ধূলিধূসরিত করিয়া রাজার পশ্চাতে গমন করিতেছিলেন।৬

আয়তলোচনা সুন্দরী কৃষ্ণা কেশে মুখ আচ্ছাদন করিয়া রোদন করিতে করিতে রাজার অনুগমন করিতেছিলেন।৭

রাজন্! পুরোহিত ধৌম্য কুশহস্তে রুদ্র ও যম দেবতার স্তুতিরূপ সামমন্ত্র গান করিতে করিতে যাইতেছিলেন।৮

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—বিদুর! পাণ্ডবগণ বিবিধপ্রকার চেষ্টাকে অবলম্বন করিয়া গমন করিতেছিল। কেন তাহারা এইভাবে গমন করিতেছিল, তাহা আমাকে খুলিয়া বল।৯

বিদুর বলিলেন,—আপনার পুত্রগণ কপট পাশায় কৌশলে রাজ্য ও ধন হরণ করিলেও বুদ্ধিমান্ ধর্ম্মরাজের বুদ্ধি ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হয় নাই।১০

রাজা যুধিষ্ঠির আপন পুত্রগণের প্রতি সর্ব্বদাই স্নেহপরায়ণ ছিলেন; ভারত! কিন্তু কপট পাশায় রাজ্য হরণ এবং আপনার পুত্রগণের দুর্ব্বাক্যে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া চক্ষু উন্মীলিত করেন নাই।১১

আমি ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধনয়নে (নির্দোষ) প্রজাগণকে দর্শন করিয়া দগ্ধ করিব না। সেইজন্য তিনি চক্ষুদ্বয় উন্মীলন না করিয়া বস্ত্রে মুখ ঢাকিয়া চলিতেছিলেন।১২

বাহূ বিশালৌ কৃত্বাসৌ তেন ভীমোঽপি গচ্ছতি।
বাহূ বিদর্শয়ন্ রাজন্ বাহুদ্রবিণদর্পিতঃ ॥১৪
চিকীর্ষন্ কর্ম শত্রুভ্যো বাহুদ্রব্যানুরূপতঃ।
প্রদিশঞ্ছরসম্পাতান্ কুন্তীপুত্রোঽর্জুনস্তদা ॥১৫
সিকতা বপন্ সব্যসাচী রাজানমনুগচ্ছতি।
অসক্তাঃ সিকতাস্তস্য যথা সম্প্রতি ভারত।
অসক্তং শরবর্ষাণি তথা মোক্ষ্যতি শত্রুষু ॥১৬
ন মে কশ্চিদ্ বিজানীয়ান্মুখমদ্যেতি ভারত।
মুখমালিপ্য তেনাসৌ সহদেবোঽপি গচ্ছতি ॥১৭
নাহং মনাংস্যাদদেয়ং মার্গে স্ত্রীণামিতি প্রভো।
পাংসূপলিপ্তসর্বাঙ্গো নকুলস্তেন গচ্ছতি ॥১৮

একবস্ত্রা প্ররুদতী মুক্তকেশী রজস্বলা।
শোণিতেনাক্তবসনা দ্রৌপদী বাক্যমব্রবীৎ ॥১৯
যৎকৃতেঽহমিদং প্রাপ্তা তেষাং বর্ষে চতুর্দশে।
হতপত্যো হতসুতা হতবন্ধুজনপ্রিয়াঃ ॥২০
বহুশোণিতদিগ্ধাঙ্গ্যো মুক্তকেশ্যো রজস্বলাঃ।
এবং কৃতোদকা ভার্য্যাঃ প্রবেক্ষ্যন্তি গজাহ্বয়ম্ ॥২১
কৃত্বা তু নৈর্ঋতান্ দর্ভান্ ধীরো ধৌম্যঃ পুরোহিতঃ।
সামানি গায়ন্ যাম্যানি পুরতো যাতি ভারত ॥২২
হতেষু ভারতেষ্বাজৌ কুরূণাং গুরবস্তদা।
এবং সামানি গাস্যন্তীত্যুক্ত্বা ধৌম্যোঽপি
গচ্ছতি ॥২৩

ভরতর্ষভ! ভীম কেন ঐরূপে গমন করিতেছিলেন তাহার কারণ শুনুন, বাহুবলে আমার সমান জগতে দ্বিতীয় কোন পুরুষ নাই—এই অভিমান ভীমের ছিল।১৩

সেইজন্য তিনি উহা সকলকে বুঝাইবার জন্যই বিশাল বাহুদ্বয় সন্দর্শন করিতে করিতে যাইতেছিলেন। হে রাজন্! বাহুধনে দর্পিত ভীম ইহাই জনগণকে বুঝাইতেছিলেন যে, এই বাহুধনের অনুরূপ কর্ম্ম বাহুবলে শত্রুগণকে নিধন করিয়াই সম্পাদন করিব।

কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন ধূলি উড়াইয়া রাজার পশ্চাতে যাইতেছিলেন। তাহাতে তিনি ইহাই প্রমাণ করিতেছিলেন যে, তিনি ধূলির ন্যায় শর বর্ষণ করত শত্রুগণকে ধূলির ন্যায় উড়াইবেন। ভারত! ধূলিসমূহ যেমন পরস্পর অসংলগ্ন অবস্থায় পতিত হয়, তেমনই আমার শরসমূহও পরস্পর অসংলগ্ন অবস্থায় প্রত্যেকটিই শত্রুকে বিদ্ধ করিবে—ইহাই তাঁহার মনের ভাব ছিল।১৪-১৬

হে ভারত! কেহ যেন আজ আমার মুখ দেখিয়া চিনিতে না পারে—এইরূপ বুদ্ধিতেই সহদেব মুখ ঢাকিয়া চলিতেছিলেন।১৭

প্রভো! নকুল ভাবিতেছিলেন,—আমার এই অনিন্দ্যসুন্দর রূপদর্শনে কোন নারী যেন পথে আকৃষ্টা না হয়। এই ভাবিয়া তিনি সর্ব্বাঙ্গে ধূলিলেপন করিয়া চলিতেছিলেন।১৮

রজস্বলাবস্থায় একবস্ত্রধারিণী দ্রৌপদী শোণিতলিপ্তবসনে রোদন করিতে করিতে বলিতেছিলেন,—যাহাদের জন্য আমি এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি, আজ হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষে তাহাদের পত্নীগণ পতি, পুত্র ও জ্ঞাতিগণকে হারাইয়া বহু শোণিতে লিপ্তাঙ্গ হইবে এবং মুক্তকেশে রজস্বলা অবস্থায় পতিপুত্রগণের উদ্দেশ্যে জলাঞ্জলি দিয়া হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিবে।১৯-২১

ভারত! ধীরবুদ্ধি পুরোহিত ধৌম্য ব্রাহ্মণোচিত কুশসমূহ নৈর্ঋতকোণাভিমুখে ধারণ করিয়া যমদেবতাসম্বন্ধীয় সামমন্ত্রসমূহ গান গান করিতে করিতে অগ্রে যাইতেছিলেন।২২

তাঁহার হৃদ্গত ভাব এইরূপ ছিল—ভবিষ্যৎ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে কৌরবগণের বিনাশের পর তাহাদের পুরোহিতগণও এইরূপে সাম গান করিতে করিতে যাইবেন।২৩

হা হা গচ্ছন্তি নো নাথাঃ সমবেক্ষধ্বমীদৃশম্ ।
অহো ধিক্ কুরুবৃদ্ধানাং বালানামিব চেষ্টিতম্ ॥২৪
রাষ্ট্রেভ্যঃ পাণ্ডুদায়াদাঁল্লোভান্নির্বাসয়ন্তি যে ।
অনাথাঃ স্ম বয়ং সর্বে বিযুক্তাঃ পাণ্ডুনন্দনৈঃ ॥২৫
দুর্বিনীতেষু লুব্ধেষু কা প্রীতিঃ কৌরবেষু নঃ ।
ইতি পৌরাঃ সুদুঃখার্ত্তাঃ ক্রোশন্তি স্ম পুনঃ পুনঃ ॥২৬
এবমাকারলিঙ্গৈস্তে ব্যবসায়ং মনোগতম্ ।
কথয়ন্তশ্চ কৌন্তেয়া বনং জগ্মুর্মনস্বিনঃ ॥২৭
এবং তেষু নরাগ্র্যেষু নির্যৎসু গজসাহ্বয়াৎ ।
অনভ্রে বিদ্যুতশ্চাসন্ ভূমিশ্চ সমকম্পত ॥২৮
রাহুরগ্রসদাদিত্যমপর্বণি বিশাম্পতে ।
উল্কা চাপসব্যেন পুরং কৃত্বা ব্যশীর্য্যত ॥২৯
প্রত্যাহরন্তি ক্রব্যাদা গৃধ্র-গোমায়ু-বায়সাঃ ।
দেবায়তনচৈত্ত্যেষু প্রাকারাট্টালকেষু চ ॥৩০
এবমেতে মহোৎপাতাঃ প্রাদুরাসন্ দুরাসদাঃ ।
ভরতানামভাবায় রাজন্ দুর্মন্ত্রিতে তব ॥৩১

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবং প্রবদতোরেব তয়োস্তত্র বিশাম্পতে ।
ধৃতরাষ্ট্রস্য রাজ্ঞশ্চ বিদুরস্য চ ধীমতঃ ॥৩২
নারদশ্চ সভামধ্যে কুরূণামগ্রতঃ স্থিতঃ ।
মহর্ষিভিঃ পরিবৃতো রৌদ্রং বাক্যমুবাচ হ ॥৩৩
ইতশ্চতুর্দশে বর্ষে বিনঙ্ক্ষ্যন্তীহ কৌরবাঃ ।
দুর্য্যোধনাপরাধেন ভীমার্জুনবলেন চ ॥৩৪
ইত্যুক্ত্বা দিবমাক্রম্য ক্ষিপ্রমন্তরধীয়ত ।
ব্রাহ্মীং শ্রিয়ং সুবিপুলাং বিভ্রদ্ দেবর্ষিসত্তমঃ ॥৩৫

তোমরা সকলে দেখ—আমাদের প্রভু পাণ্ডবগণ আজ বনগমন করিতেছেন। কুরুবৃদ্ধগণের এই বালকোচিত কার্য্যকে ধিক্। তাঁহারা রাজ্যলোভে পাণ্ডুপুত্রগণকে কপটের দ্বারা নির্ব্বাসিত করিতেছেন। পাণ্ডুনন্দনের বিয়োগে আমরা আজ অনাথ হইলাম। দুর্ব্বিনীত লোভী কৌরবগণের প্রতি কাহার প্রীতি থাকিতে পারে—এইভাবে দুঃখার্ত্ত হইয়া পুরবাসিগণ উচ্চৈঃস্বরে পুনঃপুনঃ রোদন করিতে লাগিল।২৪-২৬

এইরূপে আকার ও ইঙ্গিতের দ্বারা মনোগত অভিপ্রায়সমূহ ব্যক্ত করিয়া মহাত্মা কুন্তীপুত্রগণ বনে গমন করিলেন।২৭

যখন এই নরশ্রেষ্ঠগণ হস্তিনাপুর হইতে নির্গত হইতেছিলেন, তখন বিনামেঘে বিদ্যুৎসমূহ চমকাইতেছিল এবং ভূমি পুনঃ পুনঃ কম্পিত হইতেছিল।২৮

হে বিশাম্পতে! অমাবস্যাশূন্য কালেই রাহু সূর্য্যকে গ্রাস করিল এবং হস্তিনাপুরীর ডানদিক্ হইতে বেষ্টন করিয়া উল্কাপাত হইতেছিল।২৯

মাংসাশী শকুনি, শৃগাল, কাক প্রভৃতি পশুপক্ষিগণ বিকট চীৎকার করত দেবমন্দির, চৈত্য (দেববৃক্ষ), প্রাচীর ও অট্টালিকাসমূহে মাংস ও অস্থি ফেলিতেছিল।৩০

হে রাজন্! আপনারই দুষ্ট মন্ত্রণার ফলে কৌরবকুলের বিনাশের জন্যই এই সকল দুর্দ্দর্শন মহোৎপাত প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল।৩১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে বিশাম্পতে! এইরূপে ধীমান্ বিদুর ও রাজা ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যে যখন কথোপকথন হইতেছিল, তখন মহর্ষিগণে পরিবৃত দেবর্ষি নারদ সভামধ্যে কৌরবগণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া এইরূপ ভয়ানক বাক্য বলিলেন।৩২-৩৩

“আজ হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষে কৌরবগণ সকলেই দুর্য্যোধনের অপরাধে এবং ভীম ও অর্জ্জুনের বাহুবলে বিনাশপ্রাপ্ত হইবেন”।৩৪

এই কথা বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানজনিত সুবিপুল শ্রীধারণপূর্ব্বক দেবর্ষিশ্রেষ্ঠ নারদ আকাশে উত্থিত

(ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
কিমব্রুবন্ নাগরিকাঃ কিং বৈ জানপদা জনাঃ।
মহ্যং তত্ত্বেন চাচক্ষ্ব ক্ষত্তঃ সর্বমশেষতঃ ॥১
বিদুর উবাচ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা যেঽন্যে বদন্ত্যথ।
তচ্ছৃণুষ্ব মহারাজ বক্ষ্যতে চ ময়া তব ॥২
হা হা গচ্ছন্তি নো নাথাঃ সমবেক্ষধ্বমীদৃশম্।
ইতি পৌরাঃ সুদুঃখার্ত্তা শোচন্তি স্ম সমন্ততঃ ॥৩
তদহৃষ্টমিবাকূজং গতোৎসবমিবাভবৎ।
নগরং হাস্তিনপুরং সস্ত্রীবৃদ্ধকুমারকম্ ॥
সর্বে চাসন্ নিরুৎসাহা ব্যাধিনা বাধিতা যথা ॥৪
পার্থান্ প্রতি নরা নিত্যং চিন্তাশোকপরায়ণাঃ।
তত্র তত্র কথাং চক্রুঃ সমাসাদ্য পরস্পরম্ ॥৫
বনং গতে ধর্মরাজে দুঃখশোকপরায়ণাঃ।
বভূবুঃ কৌরবা বৃদ্ধা ভৃশং শোকেন পীড়িতাঃ ॥৬
ততঃ পৌরজনঃ সর্বঃ শোচন্নাস্তে জনাধিপম্।
কুর্বাণাশ্চ কথাস্তত্র ব্রাহ্মণাঃ পার্থিবং প্রতি ॥৭
ব্রাহ্মণাঃ উচুঃ।
কথং নু রাজা ধর্মাত্মা বনে বসতি নির্জনে।
তস্যানুজাশ্চ তে নিত্যং কৃষ্ণা চ দ্রুপদাত্মজা ॥
সুখার্হাপি চ দুঃখার্ত্তা কথং বসতি সা বনে ॥৮
বিদুর উবাচ।
এবং পৌরাশ্চ বিপ্রাশ্চ সদারাঃ সহপুত্রকাঃ।
স্মরন্তঃ পাণ্ডবান্ সর্বে বভূবুর্ভৃশদুঃখিতাঃ ॥৯
আবিদ্ধা ইব শস্ত্রেণ নাভ্যনন্দন্ কথঞ্চন।
সম্ভাষ্যমাণা অপি তে ন কঞ্চিৎ প্রত্যপূজয়ন্ ॥১০

হইয়া সত্বর অন্তর্হিত হইলেন।৩৫

(ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—হে বিদুর! নগর ও জনপদবাসী প্রজাগণ কি বলিলেন, তুমি আমার নিকট তাহাই বিশেষ করিয়া বল।১

বিদুর বলিলেন,—মহারাজ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের প্রজাগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা তত্ত্বতঃ বলিতেছি, আপনি অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন।২

"হা হা আমাদের প্রভু পাণ্ডবগণ আজ বনে চলিয়া যাইতেছে, তোমরা সকলে দেখ"—এই বলিয়া পুরবাসিগণ পাণ্ডবগণের দুঃখে শোক করিতে লাগিলেন।৩

পাণ্ডবগণ চলিয়া গেলে হস্তিনাপুরস্থিত স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ সকলেই হর্ষশূন্য হইল, উৎসবাদির আনন্দ পরিত্যাগ করিল এবং ব্যাধিপীড়িত মানুষের ন্যায় উৎসাহশূন্য হইল এবং বৃদ্ধ কৌরবগণ শোকে ও দুঃখে পীড়িত হইলেন।৪

প্রজাগণ পার্থগণের দুঃখে চিন্তা ও শোকে আকুল হইয়া অন্য কার্য্য পরিত্যাগ করত সকলে একত্রিত হইয়া কেবল তাহাদেরই কথা আলোচনা করিতে লাগিল।৫-৬

পুরবাসী সাধারণ জনতা যেমন রাজা যুধিষ্ঠিরের জন্য শোক করিতেছিল, তেমনই ব্রাহ্মণগণও যুধিষ্ঠিরের কথাই আলোচনা করিতে লাগিলেন।৭

ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—সুখভোগযোগ্য ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির ও তাহার ভ্রাতৃবৃন্দ কেমন করিয়া নির্জ্জন বনে বাস করিবেন? সুখভোগযোগ্যা দ্রৌপদীই বা কি করিয়া বনে দুঃখভোগ করত সেখানে বাস করিবেন?৮

এইরূপে পুরবাসী সাধারণ মানুষ এবং ব্রাহ্মণগণ স্ত্রীপুত্রগণের সহিত পাণ্ডবগণকে স্মরণ করত অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন।৯

তাঁহারা শস্ত্রবিদ্ধ মানুষের ন্যায় হৃদয়ে আনন্দ অনুভব করিলেন না এবং পরস্পর বার্ত্তালাপের সময় কেহ কাহাকেও অভিনন্দন জানাইলেন না।১০

ন ভুক্ত্বা ন শয়িত্বা তে দিবা বা যদি বা নিশি ।
শোকোপহতবিজ্ঞানা নষ্টসংজ্ঞা ইবাভবন্ ॥১১
যদবস্থা বভূবার্ত্তা হ্যযোধ্যা নগরী পুরা ।
রামে বনং গতে দুঃখাদ্ধৃতরাজ্যে সলক্ষ্মণে ॥১২
তদবস্থং বভূবার্ত্তমদ্যেদং গজসাহ্বয়ম্ ।
গতে পার্থে বনং দুঃখাদ্ধৃতরাজ্যে সহানুজৈঃ ॥১৩

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

বিদুরস্য বচঃ শ্রুত্বা নাগরস্য গিরঞ্চ বৈ ।
ভূয়ো মুমোহ শোকাচ্চ ধৃতরাষ্ট্রঃ সবান্ধবঃ ॥১৪)
ততো দুর্য্যোধনঃ কর্ণঃ শকুনিশ্চাপি সৌবলঃ ।
দ্রোণং দ্বীপমমন্যন্ত রাজ্যং চাস্মৈ ন্যবেদয়ন্ ॥৩৬
অথাব্রবীৎ ততো দ্রোণো দুর্য্যোধনমমর্ষণম্ ।
দুঃশাসনঞ্চ কর্ণঞ্চ সর্বানেব চ ভারতান্ ॥৩৭

অবধ্যান্ পাণ্ডবান্ প্রাহুর্দেবপুত্রান্ দ্বিজাতয়ঃ ।
অহং বৈ শরণং প্রাপ্তান্ বর্ত্তমানো যথাবলম্ ॥৩৮
গন্তা সর্বাত্মনা ভক্ত্যা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সরাজকান্ ।
নোৎসহেয়ং পরিত্যক্তুং দৈবং হি বলবত্তরম্ ॥৩৯
ধর্মতঃ পাণ্ডুপুত্রা বৈ বনং গচ্ছন্তি নির্জিতাঃ ।
তে চ দ্বাদশ বর্ষাণি বনে বৎস্যন্তি পাণ্ডবাঃ ॥৪০
চরিতব্রহ্মচর্য্যাশ্চ ক্রোধামর্ষবশানুগাঃ ।
বৈরং নির্য্যাতয়িষ্যন্তি মহদ্ দুঃখায় পাণ্ডবাঃ ॥৪১
ময়া চ ভ্রংশিতো রাজন্ দ্রুপদঃ সখিবিগ্রহে ।
পুত্রার্থমযজদ্ রাজা বধায় মম ভারত ॥৪২
যাজোপযাজতপসা পুত্রং লেভে স পাবকাৎ
ধৃষ্টদ্যুম্নং দ্রৌপদীঞ্চ বেদীমধ্যাৎ সুমধ্যমাম্ ॥৪৩

তাহারা দিবারাত্র আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করত পাণ্ডবগণের জন্য শোক করিতে করিতে অচেতন প্রায় হইলেন ।১১

হে রাজন্ ! পূর্ব্বে রাজ্য হারাইয়া লক্ষ্মণের সহিত শ্রীরামচন্দ্র বনে গেলে অযোধ্যাপুরী যেরূপ দুঃখার্ত্তা হইয়াছিল, রাজ্য হারাইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত যুধিষ্ঠির বনে যাওয়ায় হস্তিনাপুরীরও আজ সেইরূপ দশাই হইয়াছে ।১২-১৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বিদুর এবং নাগরিকগণের কথা শুনিয়া বান্ধবগণের সহিত ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় শোকে মুহ্যমান হইলেন ।১৪)

(বনপ্রস্থানের সময় পাণ্ডবগণের বিবিধ চেষ্টা, নাগরিকগণের যুধিষ্ঠিরের অতিশয় অনুরাগ এবং মহোৎপাতসমূহদর্শনে ভীত) দুর্য্যোধন, কর্ণ এবং সুবলতনয় শকুনি—এই তিনজনে দ্রোণকেই জলমধ্যস্থ দ্বীপের ন্যায় মনে করিয়া সমস্ত কুরুরাজ্য তাঁহাকে সমর্পণ করিলেন ।৩৬

অনন্তর দ্রোণ পাণ্ডবগণের অভ্যুদয়ে অসহিষ্ণু দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ প্রভৃতি সকল ভরতবংশধরগণকে বলিলেন ।৩৭

ব্রাহ্মণগণ বলেন,—"পাণ্ডুপুত্রগণ দেবপুত্র, সুতরাং মনুষ্যের অবধ্য" । কিন্তু আমি এ সব জানিয়াও এবং পাণ্ডব ও কৌরব উভয়ের বলাবল জ্ঞাত হইয়াও সর্ব্বপ্রকারে আমার শরণাগত ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণকে পরিত্যাগ করিতে উৎসাহ বোধ করিতেছি না ; এজন্য দৈবকেই বলবত্তর মনে হইতেছে ।৩৮-৩৯

পাণ্ডুপুত্রগণ কপটে নির্জ্জিত হইলেও ধর্ম্মানুগামিত্বহেতুই বনে গমন করিয়াছেন । পাণ্ডবগণ দ্বাদশ বৎসর বনে বাস করিবেন ।৪০

তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে বনবাস করত ক্রোধ ও অক্ষমার বশীভূত হইয়া তাহারা ফিরিয়া আসিবেন এবং তখন তাঁহারা পূর্ব্ব বৈরিতার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন ; তাহা তোমাদের পক্ষে মহাদুঃখেরই কারণ হইবে ।৪১

হে রাজন্ । আমি সখা দ্রুপদের সহিত যুদ্ধ

ধৃষ্টদ্যুম্নস্তু পার্থানাং শ্যালঃ সম্বন্ধতো মতঃ।
পাণ্ডবানাং প্রিয়স্তস্তস্মান্মাং ভয়মাবিশৎ ॥৪৪

জ্বালাবর্ণো দেবদত্তো ধনুষ্মান্ কবচী শরী।
মর্ত্ত্যধর্মতয়া তস্মাদদ্য মে সাধ্বসো মহান্ ॥৪৫

গতো হি পক্ষতাং তেষাং পার্ষতঃ পরবীরহা।
রথাতিরথসংখ্যায়াং যোঽগ্রণীরর্জ্জুনো যুবা ॥৪৬

সৃষ্টপ্রাণো ভৃশতরং তেন চেৎ সঙ্গমো মম।
কিমন্যদ্ দুঃখমধিকং পরমং ভুবি কৌরবাঃ ॥৪৭

ধৃষ্টদ্যুম্নো দ্রোণমৃত্যুরিতি বিপ্রথিতং বচঃ।
মদ্বধায় শ্রুতোঽপ্যেষ লোকে চাপ্যতিবিশ্রুতঃ ॥৪৮

সোঽয়ং নূনমনুপ্রাপ্তস্ত্বৎকৃতে কাল উত্তমঃ।
ত্বরিতং কুরুত শ্রেয়ো নৈতদেতাবতা কৃতম্ ॥৪৯

মুহূর্ত্তং সুখমেবৈতৎ তালচ্ছায়েব হৈমনী।
যজধ্বঞ্চ মহাযজ্ঞৈর্ভোগানশ্নীত দত্ত চ ॥৫০

ইতশ্চতুর্দশে বর্ষে মহৎ প্রাপ্স্যথ বৈশসম্।
দ্রোণস্য বচনং শ্রুত্বা ধৃতরাষ্ট্রোঽব্রবীদিদম্ ॥৫১

করিয়া তাহাকে রাজ্য হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছিলাম। ভারত! তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য রাজা দ্রুপদ আমার বধের জন্য পুত্রকামনা করত যজ্ঞ করিয়াছিলেন।৪২

যাজ ও উপযাজের তপস্যাবলে তিনি অগ্নির নিকট হইতে ধৃষ্টদ্যুম্নরূপ পুত্র এবং বেদিমধ্য হইতে সুমধ্যমা দ্রৌপদীকে প্রাপ্ত হইয়াছেন।৪৩

ধৃষ্টদ্যুম্ন সম্বন্ধানুসারে পাণ্ডবগণের শ্যালক এবং তাহাদের অত্যন্ত প্রিয়, এজন্য আমার মধ্যেও ভয় প্রবেশ করিয়াছে।৪৪

দেবতাপ্রদত্ত ধৃষ্টদ্যুম্নের বর্ণ অগ্নিশিখার ন্যায় এবং সে ধনু, কবচ ও শরধারণ করিয়াই জন্মিয়াছে আমি মরণধর্মশীল মনুষ্য, সুতরাং তাহাকে দেখিয়া আমার মহাভয় উৎপন্ন হইয়াছে।৪৫

পৃষতবংশধর ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবপক্ষে গমন করিয়াছে, সে পাণ্ডবপক্ষের মূলস্থানীয় ও শত্রুবীরগণের হন্তা। যদি আমার তাহার সহিত যুদ্ধ হয়, তবে রথী ও অতিরথগণের অগ্রণী যুবক অর্জ্জুন ধৃষ্টদ্যুম্নের জন্য প্রাণ ত্যাগ করিয়াও যুদ্ধ করিবে। হে কৌরবগণ! সেই অর্জ্জুনের সহিত যদি আমাকে যুদ্ধ করিতে হয়, তবে তাহার চেয়ে অধিক দুঃখ ভূতলে আর কিছুই নাই।৪৬-৪৭

ধৃষ্টদ্যুম্ন যে দ্রোণের মৃত্যুস্বরূপ, আমার বধের জন্যই যে তাহার সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা শুধু আমিই শুনি নাই, সমস্ত পৃথিবীই তাহা জানে।৪৮

সুতরাং তোমার পক্ষে এই উত্তম কাল সমাগত; এই সময় তুমি সত্বর তোমার শ্রেয়োলাভের জন্য যত্ন কর, যাহা এতকাল কর নাই।৪৯

তোমার এই সুখসম্পন্ন সুবর্ণময় তালবৃক্ষের ছায়ার ন্যায় মুহূর্ত্তকালস্থায়ী, সুতরাং তুমি মহাযজ্ঞ-সমূহের দ্বারা দেবতাদিগের উপাসনা কর, যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন কর এবং উপযুক্ত পাত্রে দান কর।৫০

অদ্য হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষে তুমি মহাভয় প্রাপ্ত হইবে—সন্দেহ নাই। দ্রোণের কথা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র এই কথা বলিলেন।৫১

"আচার্য্য ঠিকই বলিয়াছেন। হে বিদুর! তুমি পাণ্ডবগণকে ফিরাইয়া আন। যদি পাণ্ডবগণ ফিরিয়া না আসেন, তবে তাহাদের সৎকার করত বনে প্রেরণ কর। হে পুত্রগণ! এমন ব্যবস্থা কর, যাহাতে তাহারা রথ, শস্ত্র ও

সম্যগাহ গুরুঃ ক্ষত্তরুপাবর্ত্তয় পাণ্ডবান্ ।
যদি তে ন নিবর্ত্তন্তে সংকৃতা যান্তু পাণ্ডবাঃ ।
সশস্ত্ররথপাদাতা ভোগবন্তশ্চ পুত্রকাঃ ॥৫২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি অনুদ্যুতপর্বণি বিদুর-ধৃতরাষ্ট্র-দ্রোণবাক্যে অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮০

পদাতি পরিচারকবর্গের সহিত ভোগসম্পন্ন হইয়া বনে গমন করিতে পারে ।৫২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত অনুদ্যুতপর্ব্বে বিদুর-ধৃতরাষ্ট্রসংবাদে অশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।৮০

একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ

[ধৃতরাষ্ট্রস্য চিন্তা, সঞ্জয়েন সহ তস্য বার্ত্তালাপশ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

বনং গতেষু পার্থেষু নির্জ্জিতেষু দুরোদরে ।
ধৃতরাষ্ট্রং মহারাজ তদা চিন্তা সমাবিশৎ ॥১
তং চিন্তয়ানমাসীনং ধৃতরাষ্ট্রং জনেশ্বরম্ ॥২
নিঃশ্বসন্তমনেকাগ্রমিতি হোবাচ সঞ্জয়ঃ ।

সঞ্জয় উবাচ ।

অবাপ্য বসুসম্পূর্ণাং বসুধাং বসুধাধিপ ।
প্রব্রাজ্য পাণ্ডবান্ রাজ্যাদ্ রাজন্
কিমনুশোচসি ॥৩

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

অশোচ্যত্বং কুতস্তেষাং যেষাং বৈরং ভবিষ্যতি ।
পাণ্ডবৈর্যুদ্ধশৌণ্ডৈর্হি বলবদ্ভির্মহারথৈঃ ॥৪

সঞ্জয় উবাচ ।

তবেদং স্বকৃতং রাজন্ মহদ্ বৈরমুপস্থিতম্ ।
বিনাশো যেন লোকস্য সানুবন্ধো ভবিষ্যতি ॥৫
বার্য্যমাণো হি ভীষ্মেণ দ্রোণেন বিদুরেণ চ ।
পাণ্ডবানাং প্রিয়াং ভার্য্যাং দ্রৌপদীং
ধর্মচারিণীম্ ॥৬

একাশীতিতম অধ্যায় ।

[ধৃতরাষ্ট্রের চিন্তা এবং সঞ্জয়ের সহিত বার্ত্তালাপ ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ ! পাশায় পরাজিত হইয়া পার্থগণ বনে গমন করিলে (মহারাজ) ধৃতরাষ্ট্রের মধ্যে দুশ্চিন্তা প্রবেশ করিল ।১

উদ্বিগ্নচিত্তে চিন্তা করিতে করিতে ধৃতরাষ্ট্র যখন ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছিলেন, তখন সঞ্জয় তাহাকে বলিলেন ।২

সঞ্জয় বলিলেন,—হে বসুধাধিপ ! আপনি পাণ্ডবগণকে কৌশলে রাজ্যচ্যুত করিয়া ধনরত্নে পরিপূর্ণ বসুধার অধীশ্বর হইয়াছেন ; রাজন্ ! তথাপি কিসের জন্য অনুতাপ করিতেছেন ?৩

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—হে সঞ্জয় ! যুদ্ধোন্মত্ত, বলবান্ ও মহারথ পাণ্ডবগণের সহিত যাহাদের শত্রুতা হইয়াছে, তাহারা শোক করিবে না কেন ?৪

সঞ্জয় বলিলেন,—হে রাজন্ ! পাণ্ডবগণের সহিত এইরূপ মহাশত্রুতা তো আপনারই স্বকৃত কর্ম্ম । যাহার ফলে সবংশে এই লোকের নাশ হইবে ।৫

ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর বারণ করিলেও আপনার পুত্র মূঢ় দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের প্রিয়পত্নী ধর্ম্মচারিণী

প্রাহিণোদানয়েহেতি পুত্রো দুর্য্যোধনস্তব ।
সূতপুত্রং সুমন্দাত্মা নির্লজ্জঃ প্রাতিকামিনম্ ॥৭

যস্মৈ দেবাঃ প্রযচ্ছন্তি পুরুষায় পরাভবম্ ।
বুদ্ধিং তস্যাপকর্ষন্তি সোহবাচীনানি পশ্যতি ॥৮

বুদ্ধৌ কলুষভূতায়াং বিনাশে সমুপস্থিতে ।
অনয়ো নয়সঙ্কাশো হৃদয়ান্নাপসর্পতি ॥৯

অনর্থাশ্চার্থরূপেণ অর্থাশ্চানর্থরূপিণঃ ।
উত্তিষ্ঠন্তি বিনাশায় নূনং তচ্চাস্য রোচতে ॥১০

ন কালো দণ্ডমুদ্যম্য শিরঃ কৃন্ততি কস্যচিৎ ।
কালস্য বলমেতাবদ্ বিপরীতার্থদর্শনম্ ॥১১

আসাদিতমিদং ঘোরং তুমুলং লোমহর্ষণম্ ।
পাঞ্চালীমপকর্ষদ্ভিঃ সভামধ্যে তপস্বিনীম্ ॥১২

অযোনিজাং রূপবতীং কুলে জাতাং বিভাবসোঃ ।
কো নু তাং সর্বধর্মজ্ঞাং পরিভূয় যশস্বিনীম্ ॥১৩

পর্য্যানয়েৎ সভামধ্যে বিনা দুর্দ্যূতদেবিনম্ ।
স্ত্রীধর্মিণী বরারোহা শোণিতেন পরিপ্লুতা ॥১৪

একবস্ত্রাথ পাঞ্চালী পাণ্ডবানভ্যবৈক্ষত ।
হৃতস্বান্ হৃতরাজ্যাংশ্চ হৃতবস্ত্রান্ হৃতশ্রিয়ঃ ॥১৫

বিহীনান্ সর্বকামেভ্যো দাসভাবমুপাগতান্ ।
ধর্মপাশপরিক্ষিপ্তানশক্তানিব বিক্রমে ॥১৬

ক্রুদ্ধাং চানর্হতীং কৃষ্ণাং দুঃখিতাং কুরুসংসদি ।
দুর্য্যোধনশ্চ কর্ণশ্চ কটুকান্যভ্যভাষতাম্ ॥১৭

দ্রৌপদীকে সভায় আনিবার জন্য নির্লজ্জভাবে সূতপুত্র প্রাতিকামীকে প্রেরণ করিল (অথচ আপনি তখন একেবারে নীরব রহিলেন)।৬-৭

দেবগণ যাহাকে পরাভব প্রদান করিতে ইচ্ছা করেন, প্রথমে তাহার কল্যাণময়ী বুদ্ধিকে হরণ করেন, তাহার ফলে তাহার বুদ্ধি নীচতা প্রাপ্ত হয়।৮

বিনাশ কাল উপস্থিত হইলে বুদ্ধি কলুষিত হয়; তখন সেই বুদ্ধিতে অন্যায়ও ন্যায় বলিয়া প্রতীয়মান হয় এবং উহা মন হইতে কিছুতেই যায় না।৯

বিনাশকাল উপস্থিত হইলে অনর্থ অর্থরূপে এবং অর্থও অনর্থরূপে প্রতিভাত হয় এবং অনর্থই তাহার পক্ষে রুচিকর হয়।১০

কাল দণ্ড উদ্যত করিয়া কাহারও শিরশ্ছেদ করে না; কালের বলই হইতেছে যে, প্রতি বস্তুর বিপরীত দর্শন অর্থাৎ যে বস্তু যেরূপ নহে, তাহাকে সেইরূপে দেখান।১১

অযোনিজা, রূপবতী, অগ্নিদেবের কুলে জাতা তপস্বিনী পাঞ্চালীকে যাহারা সভামধ্যে আনিয়া বস্ত্রাকর্ষণ করিয়াছে, তাহারা যে অতি ভয়ানক রোমহর্ষণ তুমুল কাণ্ড করিয়াছে—ইহাতে কোন সন্দেহ আছে কি? সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞা যশস্বিনী দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণে সভামধ্যে আনয়ন করত সভামধ্যে অপমান করিবার চেষ্টা দুষ্ট অক্ষক্রীড়াকারী ব্যতীত কে করিতে পারে?

স্ত্রীধর্ম্মবশতঃ ঐ সময় পাঞ্চালী রক্তাপ্লুত অবস্থায় একমাত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া অবস্থান করিয়াছিলেন; তিনি দুঃশাসনের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য পাণ্ডবগণের দিকে তাকাইলেন; কিন্তু হায়, দেখিলেন—পাণ্ডবগণ পাশায় ধন, রাজ্য, বস্ত্র, শ্রী এবং সমস্ত ভোগ হইতে বিচ্যুত হইয়া দাসত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহারা তখন ধর্ম্মপাশে বদ্ধ ছিলেন, সুতরাং বিক্রম প্রকাশ করিতে যেন অক্ষম বোধ হইতে লাগিল।১২-১৬

পাণ্ডবগণের এইরূপ অক্ষমতার সুযোগ লইয়া দুর্য্যোধন ও কর্ণ কুরুসভায় দুঃখভোগের অযোগ্যা

ইতি সর্বমিদং রাজন্নাকুলং প্রতিভাতি মে।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

তস্যাঃ কৃপণচক্ষুর্ভ্যাং প্রদহ্যেতাপি মেদিনী ॥১৮

অপি শেষং ভবেদস্য পুত্রাণাং মম সঞ্জয়।
ভরতানাং স্ত্রিয়ঃ সর্বা গান্ধার্য্যা সহ সঙ্গতাঃ ॥১৯

প্রাক্রোশন্ ভৈরবং তত্র দৃষ্ট্বা কৃষ্ণাং সভাগতাম্ ॥
ধর্মিষ্ঠাং ধর্মপত্নীঞ্চ রূপযৌবনশালিনীম্ ॥২০

প্রজাভিঃ সহ সঙ্গম্য হ্যনুশোচন্তি নিত্যশঃ।
অগ্নিহোত্রাণি সায়াহ্নে ন চাহুয়ন্ত সর্বশঃ ॥২১

ব্রাহ্মণাঃ কুপিতাশ্চাসন্ দ্রৌপদ্যাঃ পরিকর্ষণে।
আসীন্নিষ্ঠানকো ঘোরো নির্ঘাতশ্চ মহানভূৎ ॥২২

দিব উল্কাশ্চাপতন্ত রাহুশ্চার্কমুপাগ্রসৎ।
অপর্বণি মহাঘোরং প্রজানাং জনয়ন্ ভয়ম্ ॥২৩

তথৈব রথশালাসু প্রাদুরাসীদ্ধুতাশনঃ।
ধ্বজাশ্চাপি ব্যশীর্য্যন্ত ভরতানামভূতয়ে ॥২৪

দুর্য্যোধনস্যাগ্নিহোত্রে প্রাক্রোশন্ ভৈরবং শিবাঃ।
তাস্তদা প্রত্যভাষন্ত রাসভাঃ সর্বতো দিশঃ ॥২৫

প্রাতিষ্ঠত ততো ভীষ্মো দ্রোণেন সহ সঞ্জয়।
কৃপশ্চ সোমদত্তশ্চ বাহ্লীকশ্চ মহামনাঃ ॥২৬

ততোঽহমব্রুবং তত্র বিদুরেণ প্রচোদিতঃ।
বরং দদানি কৃষ্ণায়ৈ কাঙ্ক্ষিতং যদ্ যদিচ্ছতি ॥২৭

অবৃণোৎ তত্র পাঞ্চালী পাণ্ডবানামদাসতাম্।
সরথান্ সধনুষ্কাংশ্চাপ্যনুজ্ঞাসিষমপ্যহম্ ॥২৮

হইয়াও দুঃখিতা ও ক্রুদ্ধা দ্রৌপদীকে বহু কুৎসিত কটুবাক্যসমূহ বলিয়াছেন।১৭

হে রাজন্! এই সব কিছু মিলিয়া ব্যাপারটী আমার নিকট (অত্যুৎকট পাপে) আকুল অর্থাৎ অত্যন্ত অনর্থকর বলিয়া মনে হইতেছে।

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সেই দ্রৌপদীর করুণ-চক্ষুদ্বয় পৃথিবীকে দগ্ধ করিতে পারিত বলিয়া আমি মনে করি।১৮

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—হে সঞ্জয়! আমার মনে হয় আজ আমার পুত্রগণের নিঃশেষ হইবার সূত্রপাত হইল। হে সঞ্জয়! ভরতবংশীয় সকল অন্তঃপুরচারিণী নারীগণ যখন দেখিলেন যে, রূপযৌবনশালিনী ধর্ম্মিষ্ঠা পাণ্ডবগণের ধর্ম্মপত্নী কৃষ্ণাকে সভায় বলপূর্ব্বক আনয়ন করা হইতেছে, তখন তাঁহারা গান্ধারীর সহিত একত্রে উচ্চৈঃস্বরে ভয়ানক ক্রন্দন করিতেছিলেন।১৯-২০

সাধারণ প্রজাগণের সহিত তাঁহারাও সর্ব্বদাই এই কুৎসিত কর্ম্মের জন্য অনুশোচনা করিতেছেন। দ্রৌপদীর বস্ত্রাকর্ষণে অত্যন্ত কুপিত হইয়া ব্রাহ্মণগণ সায়ংকালে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন নাই এবং সেই সময় বিনা মেঘে আকাশে বিদ্যুৎ স্ফুরণ, বজ্রপাত ও উল্কাপাত হইতে লাগিল এবং রাহু অমাবস্যাব্যতিরেকেই সূর্য্যকে গ্রাস করিল, এই স দেখিয়া প্রজাগণের মহাভয় উপস্থিত হইল।২১-২৩।

ভারতবংশীয়গণের অচিরে বিনাশের সূচনা করিয়া রথাশালাসমূহে আগুন লাগিয়া গেল এব ধ্বজসমূহ দগ্ধ হইয়া যাইল। ২৪।

দুর্য্যোধনের অগ্নিহোত্র গৃহের সম্মুখে শৃগালসমূ ভয়ঙ্কর চীৎকার করিতে লাগিল এবং চারিদিকে গর্দ্দভগণও সেই চীৎকারের প্রতিধ্বনিতে নিজেরাও বিকট চীৎকার করিতে লাগিল। ২৫।

হে সঞ্জয়! ঐ সকল মহোৎপাতদর্শনে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, সোমদত্ত প্রভৃতি মহাত্মাগণ সভাস্থল হইতে প্রস্থান করিলেন। ২৬।

আমি তখন বিদুর কর্ত্তৃক প্ররোচিত হইয়া কৃষ্ণাকে তাহার অভিলষিত বর যাহা যাহা চাহিবে, তাহাই দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলাম। ২৭।

পাঞ্চালী তখন রথ, ধনু প্রভৃতি অস্ত্র-শস্ত্র সহি

অথাব্রবীন্মহাপ্রাজ্ঞো বিদুরঃ সর্বধর্মবিৎ ।
এতদন্তাস্ত ভরতা যদ্ বঃ কৃষ্ণা-সভাং গতা ॥২৯
যৈষা পাঞ্চালরাজস্য সুতা সা শ্রীরনুত্তমা ।
পাঞ্চালী পাণ্ডবানেতান্ দৈবসৃষ্টোপসর্পতি ॥৩০
তস্যাঃ পার্থাঃ পরিক্লেশং ন ক্ষংস্যন্তে হ্যমর্ষণাঃ ।
বৃষ্ণয়ো বা মহেষ্বাসাঃ পাঞ্চালা বা মহারথাঃ ॥৩১
তেন সত্যাভিসন্ধেন বাসুদেবেন রক্ষিতাঃ ।
আগমিষ্যতি বীভৎসুঃ পাঞ্চালৈঃ পরিবারিতঃ ॥৩২
তেষাং মধ্যে মহেষ্বাসো ভীমসেনো মহাবলঃ ।
আগমষ্যতি ধুন্বানো গদাং দণ্ডমিবান্তকঃ ॥৩৩
ততো গাণ্ডীবনির্ঘোষং শ্রুত্বা পার্থস্য ধীমতঃ ।
গদাবেগঞ্চ ভীমস্য নালং সোঢুং নরাধিপাঃ ॥৩৪
তত্র মে রোচতে নিত্যং পার্থৈঃ সাম ন বিগ্রহঃ ।
কুরুভ্যো হি সদা মন্যে পাণ্ডবান্ বলবত্তরান্ ॥৩৫
তথা হি বলবান্ রাজা জরাসন্ধো মহাদ্যুতিঃ ।
বাহুপ্রহরণেনৈব ভীমেন নিহতো যুধি ॥৩৬
তস্য তে শম এবাস্তু পাণ্ডবৈর্ভরতর্ষভ ।
উভয়োঃ পক্ষয়োর্যুক্তং ক্রিয়তামবিশঙ্কয়া ॥৩৭
এবং কৃতে মহারাজ পরং শ্রেয়স্ত্বমাপ্স্যসি ।
এবং গাবল্‌গণে ক্ষত্তা ধর্মার্থসহিতং বচঃ ॥৩৮
উক্তবান্ ন গৃহীতং বৈ ময়া পুত্রহিতৈষিণা ॥৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি অনুদ্যূতপর্বণি ধৃতরাষ্ট্র-
সঞ্জয়সংবাদে একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮১
সভাপর্ব্ব সম্পূর্ণম্ ।

পাণ্ডবগণের দাসত্বমোচন প্রার্থনা করিল এবং আমিও তাহা অনুমোদন করিলাম । ২৮ ।

তখন সর্ব্বধর্ম্মবিদ্ মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর আমাকে বলিল—মহারাজ কৃষ্ণাকে যে কেশাকর্ষণ করিয়া আপনাদের এই কুরু সভায় আনা হইয়াছে, ইহাতেই ভরতকুলের বিনাশ হইবে । ২৯ ।

এই যে পাঞ্চালরাজের কন্যা অনুত্তমা শ্রীস্বরূপিণী পাঞ্চালী, ইনি দেবগণকর্ত্তৃক সৃষ্টা হইয়া পাণ্ডবগণের অঙ্কশায়িনী হইয়াছেন। তাঁহার যে ক্লেশ এই সভাতে দেওয়া হইয়াছে, ইহা অসহিষ্ণু পাণ্ডবগণ, মহারথ বৃষ্ণিবংশীয়গণ এবং মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চালগণ কেহই ক্ষমা করিবেন না । ৩০-৩১ ।

সত্যপ্রতিজ্ঞ ভগবান্ বাসুদেব কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া বীভৎসু (অর্জ্জুন) পাঞ্চালগণের সহিত এখানে আগমন করিবেন । ৩২ ।

তাঁহাদের মধ্যে বিশেষতঃ মহাধনুর্দ্ধর মহাবল ভীমসেন দণ্ডহস্ত যমের ন্যায় উদ্যত গদাও ঘুরাইতে ঘুরাইতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবেন । ৩৩ ।

অনন্তর ধীমান্ অর্জ্জুনের গাণ্ডীবধনুর নির্ঘোষ (টঙ্কার) এবং ভীমের গদাবেগকে সহ্য করিতে পারে, এমন কোন নরপতি পৃথিবীতে নাই । ৩৪ ।

সুতরাং এ বিষয়ে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ না করিয়া সামনীতি অবলম্বন করাই শ্রেয়স্কর বলিয়া আমার অভিপ্রেত। কৌরবগণ অপেক্ষা পাণ্ডবগণকে সর্ব্বদাই অধিক বলবান্ বলিয়া মনে করি । ৩৫ ।

মহারাজ ! আপনি তো জানেন—মহাতেজস্বী ও বলবান্ রাজা জরাসন্ধ ভীমের সহিত বাহুযুদ্ধেই সংগ্রামস্থলে নিহত হইয়াছেন । ৩৬ ।

হে ভরতর্ষভ ! আমার মতে পাণ্ডবগণের সহিত সামনীতির প্রয়োগই উত্তম পন্থা। সুতরাং আপনি নিশঙ্কচিত্তে কৌরব ও পাণ্ডবপক্ষের যাহাতে মিলন হয়—এইরূপ কার্য্যই করুন ।৩৭

হে মহারাজ ! এইরূপ করিলে পরম শ্রেয় লাভ হইবে । হে পাণ্ডবগণ ! বিদুর আমাকে এইরূপ ধর্ম্মযুক্ত বাক্য বলিয়াছিল বটে ; কিন্তু পুত্রের হিত ইচ্ছা করিয়া আমি তাহা গ্রহণ করি নাই।৩৮-৩৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের সভাপর্ব্বান্তর্গত অনুদ্যূতপর্ব্বে
ধৃতরাষ্ট্র-সঞ্জয়সংবাদে একাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।৮১
সভাপর্ব্ব সম্পূর্ণ

শ্রীশ্রীঠাকুরশ্রীমৎসীতারামদাস ওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত-
আর্য্যশাস্ত্রে

মহাভারতম্

শ্রীনিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থকৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

বনপর্ব্ব।

শ্রীহরিঃ
শ্রীগণেশায় নমঃঃ
শ্রীবেদব্যাসায় নমঃ

শ্রীমহাভারতম্॥

বনপর্ব্ব

(অরণ্যযাত্রাপর্ব)

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

[হস্তিনাপুরবাসিনাং শোকবর্ণনম্।]

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

জনমেজয় উবাচ।

এবং দ্যূতজিতাঃ পার্থাঃ কোপিতাশ্চ দুরাত্মভিঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রৈঃ সহামাত্যৈর্নিকৃত্যা দ্বিজসত্তম ॥১

শ্রাবিতাঃ পরুষা বাচঃ সৃজদ্ভির্বৈরমুত্তমম্।
কিমকুর্বত কৌরব্যা মম পূর্বপিতামহাঃ ॥২

কথং চৈশ্বর্য্যবিভ্রষ্টাঃ সহসা দুঃখমেয়ুষঃ।
বনে বিজহ্রিরে পার্থাঃ শক্রপ্রতিমতেজসঃ ॥৩

কে বৈ তানন্ববর্ত্তন্ত প্রাপ্তান্ ব্যসনমুত্তমম্।
কিমাচারাঃ কিমাহারাঃ ক্ব চ বাসো মহাত্মনাম্ ॥৪

কথঞ্চ দ্বাদশ সমা বনে তেষাং মহামুনে।
ব্যতীয়ুর্ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ শূরাণামরিঘাতিনাম্ ॥৫

কথঞ্চ রাজপুত্রী সা প্রবরা সর্বযোষিতাম্।
পতিব্রতা মহাভাগা সততং সত্যবাদিনী ॥৬

বনপর্ব্ব

(অরণ্যযাত্রাপর্ব্ব।)

প্রথম অধ্যায়।

[হস্তিনাপুরবাসিগণের শোকবর্ণন।]

নারায়ণ ঋষি, নর ঋষি, দেবী সরস্বতী এবং মহামুনিবেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া জয় (মহাভারত চণ্ডী, গীতা প্রভৃতি) শাস্ত্র পাঠ করিবে।

জনমেজয় বলিলেন—হে বিপ্রপ্রবর। এইরূপে অমাত্যগণের সহিত দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধনাদি যখন কপটতাপূর্ব্বক দ্যূতক্রীড়ায় কুন্তীনন্দনগণকে পরাজিত করিলেন এবং অত্যন্ত কর্কশ বাক্যের দ্বারা তাঁহাদের ক্রোধের উদ্রেক বৃদ্ধি করত শত্রুতা সৃষ্টি করিলেন, তখন আমার পূর্ব্বপিতামহ যুধিষ্ঠিরাদি কুরুবংশীয়গণ কিরূপ আচরণ করিলেন ? ১-২

ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী সেই কুন্তীতনয়গণ অকস্মাৎ ঐশ্বর্য্য হইতে বঞ্চিত হওয়ায় দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইয়া কি প্রকারে বনে বিচরণ করিলেন ? ৩।

এইরূপ বিপদে পতিত অবস্থায় কোন কোন পুরুষ তাঁহাদের অনুগমন করিলেন এবং তাঁহারা কিরূপ আচরণ ও আহার করত কোথায় বাস করিতে লাগিলেন ? ৪।

হে বিপ্রবর। হে মহামুনি। সেই শত্রুবিমর্দ্দনকারী বীরগণের বনে দ্বাদশ বৎসর কিভাবে অতীত হইল ? ৫

হে তপোধন। সর্ব্বনারীশ্রেষ্ঠা মহাভাগ্যবতী সদা সত্যবাদিনী পতিব্রতা সেই দ্রুপদরাজনন্দিনী, তিনি দুঃখভোগের অযোগ্যা হইয়াও কিভাবে বনবাস

বনবাসমদুঃখার্হা দারুণং প্রত্যপদ্যত।
এতদাচক্ষ্ব মে সর্বং বিস্তরেণ তপোধন ॥৭
শ্রোতুমিচ্ছামি চরিতং ভূরিদ্রবিণতেজসাম্।
কথ্যমানং ত্বয়া বিপ্র পরং কৌতূহলং হি মে ॥৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং দ্যূতজিতাঃ পার্থাঃ কোপিতাশ্চ দুরাত্মভিঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রৈঃ সহামাত্যৈর্নির্যযুর্গজসাহ্বয়াৎ ॥৯
বর্ধমানপুরদ্বারাদভিনিষ্ক্রম্য পাণ্ডবাঃ।
উদঙ্‌মুখাঃ শস্ত্রভৃতঃ প্রযযুঃ সহ কৃষ্ণয়া ॥১০
ইন্দ্রসেনাদয়শ্চৈব ভৃত্যাঃ পরি চতুর্দশ।
রথৈরনুযযুঃ শীঘ্রৈঃ স্ত্রিয় আদায় সর্বশঃ ॥১১
গতানেতান্ বিদিত্বা তু পৌরাঃ শোকাভিপীড়িতাঃ।
গর্হয়ন্তোঽসকৃদ্ ভীষ্ম-বিদুর-দ্রোণ-গৌতমান্ ॥
উচুর্বিগতসন্ত্রাসাঃ সমাগম্য পরস্পরম্ ॥১২

পৌরা উচুঃ।

নেদমস্তি কুলং সর্বং ন বয়ং ন চ নো গৃহাঃ ॥১৩
যত্র দুর্য্যোধনঃ পাপঃ সৌবলেনাভিপালিতঃ।
কর্ণ-দুঃশাসনাভ্যাঞ্চ রাজ্যমেতচ্চিকীর্ষতি ॥১৪
ন তৎ কুলং ন চাচারো ন ধর্মোঽর্থঃ কুতঃ সুখম্।
যত্র পাপসহায়োঽয়ং পাপো রাজ্যং চিকীর্ষতি ॥১৫
দুর্য্যোধনো গুরুদ্বেষী ত্যক্তাচারসুহৃজ্জনঃ।
অর্থলুব্ধোঽভিমানী চ নীচঃ প্রকৃতিনির্ঘৃণঃ ॥১৬
নেয়মস্তি মহী কৃৎস্না যত্র দুর্য্যোধনো নৃপঃ।
সাধু গচ্ছামহে সর্বে যত্র গচ্ছন্তি পাণ্ডবাঃ ॥১৭
সানুক্রোশা মহাত্মানো বিজিতেন্দ্রিয়শত্রবঃ।
হ্রীমন্তঃ কীর্ত্তিমন্তশ্চ ধর্মাচারপরায়ণাঃ ॥১৮

করিলেন ? এই সকল বৃত্তান্ত আপনি বিস্তারপূর্ব্বক আমার নিকট বর্ণনা করুন। ৬-৭।

হে দ্বিজবর! প্রভূত ধন ও তেজের অধিকারী সেই পাণ্ডুতনয়গণের চরিত্র আপনি বর্ণনা করুন, উহা শুনিতে আমার বড়ই কৌতূহল হইতেছে। ৮।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইরূপে অমাত্যবৃন্দের সহিত দুরাত্মা ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ কর্ত্তৃক দ্যূতক্রীড়ায় পরাজিত ও কুপিত কুন্তীপুত্রগণ হস্তিনাপুর হইতে বনোদ্দেশে নির্গত হইলেন। ৯।

হে নিষ্পাপ! সেই নগরী হইতে বৃহৎ দ্বার দ্বারা নির্গত হইয়া অস্ত্রধারী পাণ্ডবগণ কৃষ্ণার (দ্রৌপদীর) সহিত উত্তর দিকে প্রস্থান করিলেন।১০

ইন্দ্রসেন প্রভৃতি চৌদ্দজন ভৃত্য নিজ নিজ পত্নীগণকে শীঘ্রগামী রথে বসাইয়া পাণ্ডবগণের অনুগমন করিতে লাগিলেন। ১১

পাণ্ডবগণ বনে চলিয়া গিয়াছেন জানিতে পারিয়া হস্তিনাপুরবাসিগণ শোকাকুল হইলেন এবং নির্ভয়ে ভীষ্ম, বিদুর, দ্রোণাচার্য্য এবং কৃপাচার্য্য প্রভৃতি দুর্য্যোধনের মন্ত্রিগণকে নিন্দা করিতে করিতে একত্রিত হইয়া পরস্পর এইরূপ আলাপ করিতে লাগিলেন। ১২।

পুরবাসিগণ বলিলেন,—যেহেতু কর্ণ, দুঃশাসন ও সুবলতনয় শকুনির পরামর্শে প্রভাবিত হইয়া পাপিষ্ঠ দুর্য্যোধন এই রাজ্য ভোগ করিতে ইচ্ছা করিতেছে, সেইহেতু এই রাজ্যে আমাদের বাড়ী ঘর, কুলমান এবং আমাদের পরিবার পর্য্যন্ত নিরাপদ নয়। ১৩-১৪।

যে রাজ্যে এই পাপিষ্ঠ রাজত্ব করিতে চায়, সেই রাজ্যে কুল, ধর্ম্ম, আচার কিছুই থাকিতে পারে না, সুতরাং সুখ কি করিয়া হইবে ? ১৫।

দুর্য্যোধন গুরুজনের দ্বেষকারী, আচার ও সুহৃজ্জনের পরিত্যাগকারী, অত্যন্ত অর্থলোভী, অভিমানী, নীচ এবং স্বভাবতঃ নির্দ্দয়। ১৬।

এই দুর্য্যোধন যেখানকার রাজা, সেই সমগ্র ভূমণ্ডল নষ্ট হইয়াগিয়াছে, সুতরাং যে স্থানে পাণ্ডবগণ যাইতেছেন, চল—আমরাও সেই স্থানে যাই। ১৭

পাণ্ডবগণ দয়ালু, উদারচিত্ত মহাত্মা, জিতেন্দ্রিয়, জিতশত্রু এবং লজ্জাশীল, যশস্বী, ধার্মিক ও সদাচারপরায়ণ। ১৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বানুজগ্মুস্তে পাণ্ডবাংস্তান্ সমেত্য চ।
উচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে কৌন্তেয়ান্ মাদ্রিনন্দনান্ ॥১৯
ক্ব গমিষ্যথ ভদ্রং বস্ত্যক্ত্বাস্মান্ দুঃখভাগিনঃ।
বয়মপ্যনুযাস্যামো যত্র যূয়ং গমিষ্যথ ॥২০
অধর্ম্মেণ জিতান্ শ্রুত্বা যুষ্মাংস্ত্যক্তঘৃণৈঃ পরৈঃ।
উদ্বিগ্নাঃ স্মো ভৃশং সর্ব্বে নাস্মান্ হাতুমিহার্হথ ॥২১
ভক্তানুরক্তান্ সুহৃদঃ সদা প্রিয়হিতে রতান্।
কুরাজাধিষ্ঠিতে রাজ্যে ন বিনশ্যেম সর্ব্বশঃ ॥২২
শ্রূয়তাং চাভিধাস্যামো গুণদোষান্ নরর্ষভাঃ।
শুভাশুভাধিবাসেন সংসর্গঃ কুরুতে যথা ॥২৩
বস্ত্রমপস্তিলান্ ভূমিং গন্ধো বাসয়তে যথা।
পুষ্পাণামধিবাসেন তথা সংসর্গজা গুণাঃ ॥২৪

মোহজালস্য যোনির্হি মূঢ়ৈরেব সমাগমঃ।
অহন্যহনি ধর্ম্মস্য যোনিঃ সাধুসমাগমঃ ॥২৫
তস্মাৎ প্রাজ্ঞৈশ্চ বৃদ্ধৈশ্চ সুস্বভাবৈস্তপস্বিভিঃ।
সদ্ভিশ্চ সহ সংসর্গঃ কার্য্যঃ শমপরায়ণৈঃ ॥২৬
যেষাং ত্রীণ্যবদাতানি বিদ্যা যোনিশ্চ কর্ম্ম চ।
তে সেব্যাস্তৈঃ সমাস্যা হি শাস্ত্রেভ্যোঽপি গরীয়সী ॥
নিরারম্ভা হ্যপি বয়ং পুণ্যশীলেষু সাধুষু।
পুণ্যমেবাপ্নুয়ামেহ পাপং পাপোপসেবনাৎ ॥২৮
অসতাং দর্শনাৎ স্পর্শাৎ সঞ্জল্পাচ্চ সহাসনাৎ।
ধর্ম্মাচারাঃ প্রহীয়ন্তে সিধ্যন্তি চ ন মানবাঃ ॥২৯
বুদ্ধিশ্চ হীয়তে পুংসাং নীচৈঃ সহ সমাগমাৎ।
মধ্যমৈর্মধ্যতাং যাতি শ্রেষ্ঠতাং যাতি চোত্তমৈঃ ॥৩০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইরূপ বলিয়া তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া পাণ্ডবগণের অনুগমন করত কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন এবং মাদ্রীপুত্র নকুল-সহদেবকে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিতে লাগিলেন।১৯।

আমাদিগকে পরিত্যাগ করত দুঃখভাগী করিয়া আপনারা কোথায় যাইতেছেন? আপনারা যেখানে যাইবেন, আমরাও তথায়ই আপনাদের অনুগমন করিব। ২০।

নির্দ্দয় শত্রুগণ আপনাদিগকে অধর্ম্মের দ্বারা জয় করিয়াছে—ইহা শুনিয়া আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া আপনাদের অনুগমন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, সুতরাং আমাদিগকে পরিত্যাগ করা আপনাদের উচিত নহে; আমরা আপনাদের অনুরক্ত ভক্ত, সুহৃদ এবং আপনাদের প্রিয়কার্য্যে নিরত: এই পাপিষ্ঠ রাজার রাজ্যে বাস করিয়া আমরা সর্ব্বতোভাবে বিনষ্ট হইতে চাহি না। ২১-২২।

নরশ্রেষ্ঠগণ! শুভ অশুভ বস্তুর সংসর্গে কিরূপে গুণ ও দোষ উৎপন্ন হয়, তাহা আপনাদিগকে বলিতেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। ২৩।

যেমন পুষ্পের সংসর্গবশতঃ বস্ত্র, জল, তিল এবং ভূমি সুগন্ধযুক্ত হয়, সেইরূপ পাপিষ্ঠ ও পুণ্যবানের সংসর্গে দোষ ও গুণ সংসর্গকারীতে সংক্রমিত হয়। ২৪

মূঢ় ব্যক্তিগণের সংসর্গ যেমন মোহোৎপত্তির প্রতি কারণ, তেমনই প্রতিদিন সাধুসমাগমও ধর্ম্মোৎপত্তির প্রতি কারণ।২৫।

এজন্য সকলেরই বিদ্বান্, বয়োবৃদ্ধ, সৎস্বভাব, তপস্বী এবং শমগুণসম্পন্ন সজ্জনগণের সঙ্গ করা উচিত।২৬

যাঁহাদের বিদ্যা, জাতি ও কর্ম্ম অবদাত অর্থাৎ দোষশূন্য, তাঁহাদের সহিত একত্র অবস্থান বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন হইতেও শ্রেষ্ঠ। ২৭।

আমরা নিরারম্ভ অর্থাৎ বৈদিক যাগযজ্ঞ কর্ম্মশূন্য হইলেও যদি পুণ্যবান্ সাধুপুরুষগণের সংসর্গ করি, তবে পুণ্যলাভ করিব, পক্ষান্তরে পাপিষ্ঠের সংসর্গে পাপই অর্জ্জন করিব। ২৮।

অনীচৈর্নাপ্যবিষমৈর্নাধর্মিষ্ঠৈর্বিশেষতঃ।
যে গুণাঃ কীর্ত্তিতা লোকে ধর্মকামার্থসম্ভবাঃ।
লোকাচারেষু সম্ভূতা বেদোঽক্তাঃ শিষ্টসম্মতাঃ ॥৩১
তে যুষ্মাসু সমস্তাশ্চ ব্যস্তাশ্চৈবেহ সদ্‌গুণাঃ।
ইচ্ছামো গুণবন্মধ্যে বস্তুং শ্রেয়োঽভিকাঙ্ক্ষিণঃ ॥৩২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ধন্যা বয়ং যদস্মাকং স্নেহকারুণ্যযন্ত্রিতাঃ।
অসতোঽপি গুণানাহুর্ব্রাহ্মণপ্রমুখাঃ প্রজাঃ ॥৩৩
তদহং ভ্রাতৃসহিতঃ সর্বান্ বিজ্ঞাপয়ামি বঃ।
নান্যথা তদ্ধি কর্ত্তব্যমস্মৎস্নেহানুকম্পয়া ॥৩৪
ভীষ্মঃ পিতামহো রাজা বিদুরো জননী চ মে।
সুহৃজ্জনশ্চ প্রায়ো মে নগরে নাগসাহ্বয়ে ॥৩৫
তে ত্বস্মদ্ধিতকামার্থং পালনীয়াঃ প্রযত্নতঃ।
যুষ্মাভিঃ সহিতাঃ সর্বে শোকসন্তাপবিহ্বলাঃ ॥৩৬
নিবর্ত্ততাগতা দূরং সমাগমনশাপিতাঃ।
স্বজনে ন্যাসভূতে মে কার্য্যা স্নেহান্বিতা মতিঃ ॥৩৭
এতদ্ধি মম কার্য্যাণাং পরমং হৃদি সংস্থিতম্।
কৃতা তেন তু তুষ্টির্মে সৎকারশ্চ ভবিষ্যতি ॥৩৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তথানুমন্ত্রিতাস্তেন ধর্মরাজেন তাঃ প্রজাঃ।
চক্রুরার্ত্তস্বরং ঘোরং হা রাজন্নিতি সংহতাঃ ॥৩৯
গুণান্ পার্থস্য সংস্মৃত্য দুঃখার্ত্তাঃ পরমাতুরাঃ।
অকামাঃ সংন্যবর্ত্তন্ত সমাগম্যাথ পাণ্ডবান্ ॥৪০

অসৎ ব্যক্তিগণের দর্শন, স্পর্শন, আলাপ ও সহাবস্থান হইতে ধার্ম্মিক আচারসমূহ নষ্ট হয় সুতরাং মানব সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না।২৯

মানুষের বুদ্ধি নীচের সংসর্গে নীচতা, মধ্যম অর্থাৎ নীচও নয় এবং উচ্চও নয়—এইরূপ লোকের সংসর্গে মধ্যমতা এবং উত্তম পুরুষের সংসর্গে উত্তমতাপ্রাপ্ত হয়।৩০

নীচ জাতিতে উৎপন্ন নহে, লোকে অপ্রসিদ্ধ নহে এবং অধার্ম্মিক নহে, এইরূপ পুরুষগণ ধর্ম্ম অর্থ ও কাম হইতে সম্ভূত যে সকল গুণ জগতে প্রচার করিয়াছেন, ঐ সকল গুণই লোকের আচরণে প্রকটিত হয় এবং বেদে বর্ণিত শিষ্ট পুরুষগণ উহারই আচরণ করেন।৩১

সেই সকল গুণই আপনাদিগের মধ্যে মিলিতভাবে ও পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবস্থিত, সুতরাং আমরা আমাদের শ্রেয় আকাঙ্ক্ষা করত আপনাদের ন্যায় গুণবান্ পুরুষগণের মধ্যে বাস করিতে ইচ্ছা করি।৩২

যুধিষ্ঠির বলিলেন, আমরা ধন্য, যেহেতু ব্রাহ্মণপ্রমুখ প্রজাবৃন্দ আমাদের উপর এত স্নেহ ও করুণাপরায়ণ যে, যে সকল গুণ আমাদের মধ্যে বর্ত্তমান নাই, তাঁহারা আমাদের সেই সকল গুণও কীর্ত্তন করিতেছেন।৩৩

সুতরাং আমি ভ্রাতৃগণের সহিত আপনাদে নিকট ইহাই নিবেদন করিতেছি যে, আমাদে প্রতি স্নেহ ও অনুকম্পাবশতঃ অপনারা ঐ সকল গুণের আচরণ হইতে বিরত হইবেন না।৩৪

আমাদের পিতামহ ভীষ্ম, রাজা ধৃতরাষ্ট্র, পিতৃব্য বিদুর, আমার জননী কুন্তীদেবী এবং অন্যান্য সুহৃদ্‌গণ প্রায় সকলেই এই হস্তিনাপুর রাজধানীতেই অবস্থান করিতেছেন—(ইহা বোধ হয় আপনারা জানেন)।৩৫

তাঁহারা সকলেই আপনাদের ন্যায় শোক ও সন্তাপে বিহ্বল হইয়াছেন; সুতরাং আপনাদের কর্ত্তব্য হইতেছে, আমাদের হিতের জন্য ইঁহাদিগকে যত্নের সহিত পালন করা।৩৬

আপনারা বহু দূর চলিয়া আসিয়াছেন, আমি আমার শপথ প্রদান করত আপনাদিগকে অনুরোধ

নিবৃত্তেষু তু পৌরেষু রথানাস্থায় পাণ্ডবাঃ।
আজগ্মুর্জাহ্নবীতীরে প্রমাণাখ্যং মহাবটম্ ॥৪১
তে তং দিবসশেষেণ বটং গত্বা তু পাণ্ডবাঃ।
ঊষুস্তাং রজনীং বীরাঃ সংস্পৃশ্য সলিলং শুচি ॥৪২
উদকেনৈব তাং রাত্রিমূষুস্তে দুঃখকর্ষিতাঃ।
অনুজগ্মুশ্চ তত্রৈতান্ স্নেহাৎ কেচিদ্ দ্বিজাতয়ঃ ॥
সাগ্নয়োঽনগ্নয়শ্চৈব সশিষ্যগণ-বান্ধবাঃ।
স তৈঃ পরিবৃতো রাজা শুশুভে ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥৪৪
তেষাং প্রাদুষ্কৃতাগ্নীনাং মুহূর্ত্তে রম্যদারুণে।
ব্রহ্মঘোষপুরস্কারঃ সঞ্জল্পঃ সমজায়ত ॥৪৫
রাজানং তু কুরুশ্রেষ্ঠং তে হংসমধুরস্বরাঃ।
আশ্বাসয়ন্তো বিপ্রাগ্র্যাঃ ক্ষপাং সর্বাং ব্যনোদয়ন্ ॥৪৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি অরণ্যযাত্রাপর্বণি
পৌরপ্রত্যাগমনে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥১

করিতেছি যে, আপনারা নিবৃত্ত হউন; আমাদের আত্মীয় স্বজনকে আপনাদের নিকটেই গচ্ছিত রাখিয়া যাইতেছি; আপনারা স্নেহান্বিত হইয়া তাঁহাদিগকে পালন করুন।৩৭

আমার হৃদয়ে অবস্থিত সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম; এই কার্য্য করিলেই আমার পরম সন্তোষ ও সৎকার করা হইবে।৩৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইরূপে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক বিনয়পূর্ব্বক অনুরুদ্ধ হইয়া সকল প্রজা একত্রে "হা মহারাজ" বলিয়া দুঃখিতচিত্তে ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন।৩৯

দুঃখার্ত্ত ও অত্যন্ত অবসন্ন ঐ সকল প্রজা পৃথাতনয় যুধিষ্ঠিরের গুণসমূহ স্মরণ করত পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও ফিরিয়া আসিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে যাইলেন না।৪০

পুরবাসিগণ নিবৃত্ত হইলে পাণ্ডবগণ রথে আরোহণ করিয়া গঙ্গাতীরে প্রমাণনামক বিশাল বটবৃক্ষের নিকটে উপস্থিত হইলেন।৪১

দিবাশেষে তাঁহারা সকলে উক্ত বনমধ্যস্থ বটবৃক্ষের নীচে অবস্থান করত গঙ্গার পবিত্র জল স্পর্শ করিয়া তথায় রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।৪২

তাঁহারা তথায় জলমাত্র পান করিয়াই উক্ত রাত্রি যাপন করিলেন; কোন কোন দ্বিজ (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) তাঁহাদের প্রতি স্নেহাধিক্যবশতঃ তথায় তাঁহাদের অনুগমন করত উপস্থিত হইলেন।৪৩

ঐ দ্বিজাতিগণ মধ্যে বহু সাগ্নিক ও নিরগ্নিক ব্রাহ্মণ নিজ নিজ শিষ্য ও বান্ধবগণের সহিত বিদ্যমান ছিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির ঐ ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণগণ পরিবৃত হইয়া অতিশয় শোভা ধারণ করিলেন।৪৪

সন্ধ্যাকালীন নৈসর্গিক শোভাতে পরম রমণীয় ও রাক্ষস পিশাচদির পদসঞ্চরণের সময় হওয়ায় অত্যন্ত ভয়ঙ্কররূপে প্রতীত সেই মুহূর্ত্তে (সময়ে) সেই ব্রাহ্মণগণ অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া বেদমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক অগ্নিহোত্র যজ্ঞ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া পরস্পর সদালাপে প্রবৃত্ত হইলেন।৪৫

দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ হংসের ন্যায় মধুর স্বরে কুরুশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস প্রদান করিতে করিতে সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।৪৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অরণ্যযাত্রাপর্ব্বে
পৌরপ্রত্যাগমনে প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[ধনদোষস্য অতিথিসৎকারমহত্ত্বস্য কল্যাণলাভোপায়সমূহস্য চ বিষয়মতিকৃত্য যুধিষ্ঠিরস্য ব্রাহ্মণানাঞ্চ উক্তি-প্রত্যুক্তী।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

প্রভাতায়ান্তু শর্বর্য্যাং তেষামক্লিষ্টকর্ম্মণাম্।
বনং যিযাসতাং বিপ্রাস্তস্থুর্ভিক্ষাভুজোঽগ্রতঃ ॥১

তানুবাচ ততো রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
বয়ং হি হৃতসর্ব্বস্বা হৃতরাজ্যা হৃতশ্রিয়ঃ ॥২

ফলমূলাশনাহারা বনং গচ্ছাম দুঃখিতাঃ।
বনঞ্চ দোষবহুলং বহুব্যাল-সরীসৃপম্ ॥৩

পরিক্লেশশ্চ বো মন্যে ধ্রুবং তত্র ভবিষ্যতি।
ব্রাহ্মণানাং পরিক্লেশো দৈবতান্যপি সাদয়েৎ।
কং পুনর্মামিতো বিপ্রা নিবর্তধ্বং যথেষ্টতঃ ॥৪-

ব্রাহ্মণা উচুঃ

গতির্যা ভবতাং রাজংস্তাং বয়ং গন্তুমুদ্যতাঃ।
নার্হস্তস্মান্ পরিত্যক্তুং ভক্তান্ সদ্ধর্মদর্শিনঃ ॥৫
অনুকম্পাং হি ভক্তেষু দেবতা হ্যপি কুর্বতে।
বিশেষতো ব্রাহ্মণেষু সদাচারাবলম্বিষু ॥৬

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মমাপি পরমা ভক্তির্ব্রাহ্মণেষু সদা দ্বিজাঃ।
সহায়বিপরিভ্রংশস্ত্বয়ং সাদয়তীব মাম্ ॥৭
আহরেয়ুরিমে যেঽপি ফল-মূল-মধূনি চ।
ত ইমে শোকজৈর্দুঃখৈর্ভ্রাতরো মে বিমোহিতাঃ ॥৮
দ্রৌপদ্যা বিপ্রকর্ষেণ রাজ্যাপহরণেন চ।
দুঃখার্দিতানিমান্ ক্লেশৈর্নাহং যোক্তুমিহোৎসহে ॥৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

[ধনের দোষ, অতিথিসৎকারের মহত্ত্ব এবং কল্যাণ লাভের সমুদয় উপায় সম্বন্ধে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ও ব্রাহ্মণগণের উক্তি প্রত্যুক্তি।]

রাত্রি প্রভাত হইলে সেই অনায়াসে মহৎকর্ম্মশীল পাণ্ডবগণ যখন বনে গমন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, তখন ভিক্ষোপজীবী ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের অগ্রভাগে উপস্থিত হইলেন।১

তখন কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে বলিলেন—আমাদের রাজ্য, ধন, এমন কি সর্ব্বস্বই শত্রুগণ হরণ করিয়াছে। এজন্য ফলমূলমাত্র আহার করিয়া দুঃখিত-হৃদয়ে আমাদিগকে বনে যাইতে হইতেছে।

এতদ্ব্যতীত বন দুঃখবহুল এবং বহু হিংস্র জন্তু ও সর্পাদিতে পরিপূর্ণ।৩-২

আপনারা আমাদের সঙ্গে বনে গেলে অপনাদের ভয়ানক কষ্ট হইবে। ব্রাহ্মণগণের কষ্ট দেবতাগণকেও ব্যথিত করে, সুতরাং আমাকে ব্যথিত করিবে—ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? হে বিপ্রগণ! আপনারা এখান হইতে অভীষ্ট স্থানে ফিরিয়া যান।৪

ব্রাহ্মণগণ বলিলেন, হে রাজন্! আপনাদের যেরূপ গতি হইবে, আমাদেরও সেইরূপ গতিই হইবে। সুতরাং আপনাদের প্রতি অনুরক্ত এবং সদ্ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে ইচ্ছুক আমাদিগকে পরিত্যাগ করা আপনার উচিত নহে।৫

ভক্তগণের প্রতি দেবতাগণও অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, বিশেষতঃ সেই ভক্তগণ যদি সদাচার-পরায়ণ ব্রাহ্মণ হন।৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে বিপ্রগণ! আমারও ব্রাহ্মণগণের প্রতি পরমা সদা ভক্তি আছে। কিন্তু সহায়সম্পদ্‌হীনতা যেন আমাকে বড়ই কষ্ট দিতেছে। এই আমার ভ্রাতৃবৃন্দ, যাহারা বনে ফলমূলাদি আহরণ করিতে সমর্থ, তাহারাও শোক ও দুঃখের দ্বারা বিমোহিত।৭-৮

বিশেষতঃ দ্রৌপদীর অপমান ও রাজ্যের অপহরণ প্রভৃতি দুঃখে ইহারা অত্যন্ত পীড়িত; সুতরাং

No......
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

ব্রাহ্মণা উচুঃ।

অস্মৎপোষণজা চিন্তা মা ভূৎ তে হৃদি পার্থিব।
স্বয়মাহৃত্য চান্নানি ত্বানুযাস্যামহে বয়ম্ ॥১০
অনুধ্যানেন জপ্যেন বিধাস্যামঃ শিবং তব।
কথাভিশ্চাভিরম্যাভিঃ সহ রংস্যামহে বয়ম্ ॥১১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

এবমেতন্ন সন্দেহো রমেঽহং সততং দ্বিজৈঃ।
ন্যূনভাবাৎ তু পশ্যামি প্রত্যাদেশমিবাত্মনঃ ॥১২
কথং দ্রক্ষ্যামি বঃ সর্বান্ স্বয়মাহৃতভোজনান্।
মদ্ভক্ত্যা ক্লিশ্যতোঽনর্হান্ ধিক্ পাপান্
ধৃতরাষ্ট্রজান্ ॥১৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা স নৃপঃ শোচন্ নিষসাদ মহীতলে।
তমধ্যাত্মরতো বিদ্বাঞ্ছৌনকো নাম বৈ দ্বিজঃ ॥১৪

যোগে সাংখ্যে চ কুশলো রাজানমিদমব্রবীৎ ॥১৫
শোকস্থানসহস্রাণি ভয়স্থানশতানি চ।
দিবসে দিবসে মূঢ়মাবিশন্তি ন পণ্ডিতম্ ॥১৬

ন হি জ্ঞানবিরুদ্ধেষু বহুদোষেষু কর্ম্মসু।
শ্রেয়োঘাতিষু সজ্জন্তে বুদ্ধিমন্তো ভবদ্‌বিধাঃ ॥১৭

অষ্টাঙ্গাং বুদ্ধিমাহুর্যাং সর্বাশ্রেয়োঽভিঘাতিনীম্।
শ্রুতি-স্মৃতিসমাযুক্তাং রাজন্ সা ত্বয্যবস্থিতা ॥১৮

আরও অধিকতর ফলাহরণাদিতে ক্লেশ দিতে আমি ইচ্ছুক নহি।৯

ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—আমাদিগকে পোষণ করিবার জন্য কোন চিন্তা আপনাকে করিতে হইবে না। হে রাজন্! আমরা স্বয়ংই অন্নাদি আহরণ করিয়া জীবন ধারণ করত আপনাদের অনুগমন করিব।১০

আমরা ইষ্টচিন্তা ও ইষ্টমন্ত্র জপের দ্বারা অপনার মঙ্গল বিধান করিব এবং রমণীয় ভগবৎকথার দ্বারা আপনাদিগকে আনন্দিত করিব এবং নিজেরাও আনন্দ লাভ করিব।১১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ইহাতে কোনই সন্দেহ নাই যে, সর্ব্বদা ব্রাহ্মণগণের সহিত বাস করিয়া আমি পরম আনন্দ লাভ করিব। কিন্তু আমি আপনাদিগকে পালন করিতে না পারায় আমার ন্যূনতা প্রকাশ পাইবে এবং ইহা একপ্রকার অবশেরই কারণ হইবে।১২

আমার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ আপনারা বনের মধ্যে কষ্ট করিয়া স্বয়ং অন্ন সংগ্রহ করিয়া জীবন ধারণ করিবেন—ইহা আমি স্বচক্ষে কেমন করিয়া দেখিব? আপনারা ক্লেশভোগের যোগ্য নহেন। যাহারা আমার এইরূপ দুঃখের কারণ, সেই পাপী ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে ধিক্।১৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই কথা বলিয়া রাজা যুধিষ্ঠির শোকতপ্ত চিত্তে ভূমিতে বসিয়া পড়িলেন। তখন আত্ম-তত্ত্ববিশারদ, শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, যোগ ও সাংখ্য-দর্শনে বিশেষ নিপুণ দ্বিজবর শৌনক রাজাকে বলিলেন।১৪-১৫

সহস্র সহস্র শোকের ও শত শত ভয়ের কারণ প্রতিদিনই মানুষের জীবনে আসিয়া উপস্থিত হয়, কিন্তু উহারা মূঢ়কে অভিভূত করিলেও পণ্ডিতকে অভিভূত করিতে পারে না।১৬

আপনার মত বুদ্ধিমান্ পুরুষগণ কখনও শ্রেয়োবিঘাতক জ্ঞানবিরোধী যাবতীয় কর্ম্মে কদাপি আসক্ত হন না।১৭

রাজন্! সকল প্রকার অমঙ্গলের নাশকারিণী যে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই অষ্টাঙ্গ* যোগসাধনের অনুকূল শ্রুতি ও স্মৃতি প্রযুক্ত উত্তম যে বুদ্ধি, উহা আপনাতে বর্ত্তমান।১৮

---

*কেহ কেহ নিম্নরূপ অষ্টাঙ্গ বলেন,—
মৈত্রী, করুণা; মুদিতা, উপেক্ষা, শান্তি, নিবৃত্তি, তিতিক্ষা ও উপরতি।

PRESENTED

অর্থকৃচ্ছ্রেষু দুর্গেষু ব্যাপৎসু স্বজনস্য চ।
শারীরমানসৈর্দুঃখৈর্ন সীদন্তি ভবদ্বিধাঃ ॥১৯
শ্রূয়তাং চাভিধাস্যামি জনকেন যথা পুরা।
আত্মব্যবস্থানকরা গীতাঃ শ্লোকা মহাত্মনা ॥২০
মনোদেহসমুত্থাভ্যাং দুঃখাভ্যামর্দিতং জগৎ।
তয়োর্ব্যাসসমাসাভ্যাং শমোপায়মিমং শৃণু ॥২১
ব্যাধেরনিষ্টসংস্পর্শাচ্ছ্রমাদিষ্টবিবর্জনাৎ।
দুঃখং চতুর্ভিঃ শারীরং কারণৈঃ সম্প্রবর্ত্ততে ॥২২
তদা তৎপ্রতিকারাচ্চ সততং চাবিচিন্তনাৎ।
আধি-ব্যাধিপ্রশমনং ক্রিয়াযোগদ্বয়েন তু ॥২৩
মতিমন্তো হ্যতো বৈদ্যাঃ শমং প্রাগেব কুর্বতে।
মানসস্য প্রিয়াখ্যানৈঃ সম্ভোগোপনয়ৈর্নৃণাম্ ॥২৪
মানসেন হি দুঃখেন শরীরমুপতপ্যতে।
অয়ঃপিণ্ডেন তপ্তেন কুম্ভসংস্থমিবোদকম্ ॥২৫
মানসং শময়েৎ তস্মাজ্‌ জ্ঞানেনাগ্নিমিবাম্বুনা।
প্রশান্তে মানসে হ্যস্য শারীরমুপশাম্যতি ॥২৬
মনসো দুঃখমূলং তু স্নেহ ইত্যুপলভ্যতে।
স্নেহাৎ তু সজ্জতে জন্তুর্দুঃখযোগমুপৈতি চ ॥২৭
স্নেহমূলানি দুঃখানি স্নেহজানি ভয়ানি চ।
শোক-হর্ষৌ তথায়াসঃ সর্বং স্নেহাৎ প্রবর্ত্ততে ॥২৮
স্নেহাদ্ ভাবোঽনুরাগশ্চ প্রজজ্ঞে বিষয়ে তথা।
অশ্রেয়স্কাবুভাবেতৌ পূর্বস্তত্র গুরুঃ স্মৃতঃ ॥২৯
কোটরাগ্নির্যথাশেষং সমূলং পাদপং দহেৎ।
ধর্মার্থৌ তু তথাল্পোঽপি রাগদোষো বিনাশয়েৎ ॥৩০

অর্থের অত্যন্ত অভাব এবং স্বজনগণের বিপদ উপস্থিত হইলেও আপনার মত সজ্জনগণ কখনও শারীরিক বা মানসিক দুঃখে অবসন্ন হন না।১৯

(তাহা হইলে) আপনি এ বিষয়ে এক পুরাবৃত্ত শুনুন, আপনাকে মহাত্মা রাজর্ষি জনকের দ্বারা গীত উত্তমশ্লোকগুলি শুনাইতেছি, যাহা তিনি আত্মব্যবস্থার কারণরূপে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।২০

শারীরিক ও মানসিক দুঃখের দ্বারা সমস্ত জীবজগৎ পীড়িত; সংক্ষিপ্তভাবে ও বিস্তৃতভাবে ঐ উভয়বিধ দুঃখের প্রশমনের উপায় শ্রবণ কর।২১

ব্যাধি, অনিষ্ট বস্তুর সংস্পর্শ, পরিশ্রম এবং ইষ্ট বস্তুর বিয়োগ—এই চারিপ্রকার কারণ হইতে শারীরিক দুঃখ মানুষের উপস্থিত হয়।২২

যথাসময়ে উহার প্রতীকার এবং সর্বদা উহার চিন্তা বর্জন করা—এই দুইটি ক্রিয়াযোগই আধি (মানস দুঃখ) এবং ব্যাধির (শারীরিক দুঃখ) প্রশমনের উপায়।২৩

বুদ্ধিমান্ বৈদ্য অর্থাৎ বিদ্বান্‌পুরুষগণ প্রথমেই প্রিয়বস্তুর বর্ণনা, সম্ভোগ এবং মিলনের দ্বারা মানস দুঃখ অর্থাৎ আধির উপশম করিয়া থাকেন।২৪

তপ্ত লৌহপিণ্ডের সংস্পর্শে যেমন কুম্ভমধ্যস্থ জল পর্য্যন্ত তপ্ত হয়, তেমনই মানস দুঃখের দ্বারা শরীরও উপতপ্ত অর্থাৎ পীড়িত হয়।২৫

এজন্য বস্তুর গুণদোষের বিচাররূপ জ্ঞানের দ্বারা জলের দ্বারা অগ্নির ন্যায় প্রথমে মানস দুঃখেরই উপশম করিবে।২৬

মানস দুঃখের মূল হইতেছে স্নেহ, স্নেহের দ্বারাই প্রাণিমাত্রই বিষয়ে আসক্ত হয় এবং বিষয়ের বিয়োগের সম্ভাবনায় দুঃখ অনুভব করে।২৭

সকল দুঃখ ও ভয়ই স্নেহমূলক; অর্থাৎ স্নেহ হইতেই দুঃখ ও ভয় জন্মে। শোক, হর্ষ ও আয়াস অর্থাৎ কায়িক পরিশ্রমজনিত দুঃখসমূহও স্নেহ হইতে উৎপন্ন হয়।২৮

স্নেহ হইতেই বিষয়ে ভাব (ভাবনা অর্থাৎ প্রিয় বস্তুর প্রাপ্তির জন্য সঙ্কল্প) এবং অনুরাগ (প্রিয় বস্তুতে অত্যন্ত আসক্তি) উৎপন্ন হয়; এই উভয়ই অমঙ্গলকর, তার মধ্যে আবার পূর্ব্বটী (ভাব) উত্তরটীর (দ্বিতীয়টির) অপেক্ষা গুরু অর্থাৎ

বিপ্রযোগে ন তু ত্যাগী দোষদর্শী সমাগমে।
বিরাগং ভজতে জন্তুর্নির্বৈরো নিষ্পরিগ্রহঃ ॥৩১
তস্মাৎ স্নেহং ন লিপ্সেত মিত্রেভ্যো ধনসঞ্চয়াৎ।
স্বশরীরসমুত্থঞ্চ জ্ঞানেন বিনিবর্ত্তয়েৎ ॥৩২

জ্ঞানান্বিতেষু যুক্তেষু শাস্ত্রজ্ঞেষু কৃতাত্মসু।
ন তেষু সজ্জতে স্নেহঃ পদ্মপত্রেষ্বিবোদকম্ ॥৩৩

রাগাভিভূতঃ পুরুষঃ কামেন পরিকৃষ্যতে।
ইচ্ছা সঞ্জায়তে তস্য ততস্তৃষ্ণা বিবর্ধতে ॥৩৪

তৃষ্ণা হি সর্ব্বপাপিষ্ঠা নিত্যোদ্বেগকরী স্মৃতা।
অধর্মবহুলা চৈব ঘোরা পাপানুবন্ধিনী ॥৩৫

যা দুস্ত্যজা দুর্মতিভির্যা ন জীর্য্যতি জীর্য্যতঃ।
যোঽসৌ প্রাণান্তিকো রোগস্তাং তৃষ্ণাং ত্যজতঃ সুখম্ ॥৩৬
অনাদ্যন্তা তু সা তৃষ্ণা অন্তর্দেহগতা নৃণাম্।
বিনাশয়তি ভূতানি অযোনিজ ইবানলঃ ॥৩৭
যথৈধঃ স্বসমুত্থেন বহ্নিনা নাশমৃচ্ছতি।
তথাকৃতাত্মা লোভেন সহজেন বিনশ্যতি ॥৩৮
রাজতঃ সলিলাদগ্নেশ্চোরতঃ স্বজনাদপি।
ভয়মর্থবতাং নিত্যং মৃত্যোঃ প্রাণভৃতামিব ॥৩৯
যথা হ্যামিষমাকাশে পক্ষিভিঃ শ্বাপদৈর্ভুবি।
ভক্ষ্যতে সলিলে মৎস্যৈস্তথা সর্বত্র বিত্তবান্ ॥৪০

অতীব অনর্থকর।২৯

বৃক্ষের কোটর হইতে নির্গত অগ্নি যেমন সমগ্র বৃক্ষটীকেই দগ্ধ করে, তেমনই অল্প রাগরূপ দোষই সমস্ত ধর্ম্ম ও অর্থকে বিনাশ করিতে পারে।৩০

কোন কারণে বিষয় হইতে বিযুক্ত ব্যক্তিকে ত্যাগী বলা যায় না, যে ব্যক্তি সন্নিহিত বিষয়েও অর্থাৎ বিষয়ের সংস্রবে থাকিয়াও উহার দোষদর্শন পূর্ব্বক বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে পারে, সেই প্রকৃত ত্যাগী। এইরূপ ব্যক্তিই নির্ব্বৈর (দ্বেষহীন) এবং বন্ধনমুক্ত।৩১

সুতরাং বিবেকী ব্যক্তি ধনসঞ্চয় করিয়া মিত্রগণের নিকট হইতে স্নেহ লাভের আশা করিবে না; যদি নিজ শরীরের প্রতি মমতাবশতঃ উহা (স্নেহ) উৎপন্নও হয়, তাহা হইলেও বিচাররূপ জ্ঞানের দ্বারা তাহা নিবারিত করিবে।৩২

পদ্মপত্রে জল যেমন সংলগ্ন হয় না, তেমনই জ্ঞানী, যোগী, শাস্ত্রজ্ঞ ও বিচারশীল কৃতার্থ পুরুষকে স্নেহ অর্থাৎ আসক্তির প্রভাব কখনও স্পর্শ করে না।৩৩

আসক্তির বশীভূত হইয়া পুরুষ তীব্র কামনার দ্বারা আকৃষ্ট হয়; ঐ তীব্র কামনা হইতে মানুষের ভোগে স্পৃহা জাগে, তারপর সেই তৃষ্ণাও বর্দ্ধিত হয়।৩৪

ভয়ঙ্করী তৃষ্ণাই হইতেছে সকলের চেয়ে পাপিষ্ঠা অর্থাৎ পাপ উৎপত্তির শ্রেষ্ঠ কারণ; কেননা উহা বিষয়-প্রাপ্তির জন্য সর্ব্বদা উদ্বেগ উৎপাদন করে এবং প্রায়শই অধর্ম্মের দ্বারা বিষয় লাভ করাইয়া পাপের সৃষ্টি করে।৩৫

দুর্ম্মতি পুরুষের পক্ষে যাহাকে পরিত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন, শরীর জীর্ণ (নষ্ট) হইলেও যাহা জীর্ণ (নষ্ট) হয় না এবং যাহা প্রাণান্তকর রোগতুল্য, সেই তৃষ্ণাকে যে ত্যাগ করিতে পারে, সেই সুখী।৩৬

এই তৃষ্ণার আদিও নাই এবং অন্তও নাই। শরীরের অভ্যন্তরে হৃদয়ে অবস্থিত এই তৃষ্ণা লৌহপিণ্ডাশ্রিত অগ্নির ন্যায় প্রাণীকে বিনাশ করে।৩৭

যেমন কাষ্ঠ স্বোত্থিত অগ্নির দ্বারা নাশ প্রাপ্ত হয়, তেমনই অসংযতমনা পুরুষ নিজ দেহের সহিত উৎপন্ন লোভের দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়।৩৮

যেমন প্রাণিমাত্রেরই মৃত্যু হইতে সর্ব্বদা ভয় থাকে, তেমনই বিত্তশালী ব্যক্তির রাজা, জল, অগ্নি, চৌর এবং আত্মীয়স্বজন হইতে সর্ব্বদা (ধনাপহরণের) ভয় থাকে।৩৯

অর্থ এব হি কেষাঞ্চিদনর্থং ভজতে নৃণাম্।
অর্থশ্রেয়সি চাসক্তো ন শ্রেয়ো বিন্দতে নরঃ ॥৪১

তস্মাদর্থাগমাঃ সর্ব্বে মনোমোহবিবর্ধনাঃ।
কার্পণ্যং দর্প-মানৌ চ ভয়মুদ্বেগ এব চ ॥৪২

অর্থজানি বিদুঃ প্রাজ্ঞা দুঃখান্যেতানি দেহিনাম্।
অর্থস্যোৎপাদনে চৈব পালনে চ তথা ক্ষয়ে ॥৪৩

সহন্তি চ মহদ্ দুঃখং ঘ্নন্তি চৈবার্থকারণাৎ।
অর্থা দুঃখং পরিত্যক্তুং পালিতাশ্চৈব শত্রবঃ ॥৪৪

দুঃখেন চাধিগম্যন্তে তস্মান্নাশং ন চিন্তয়েৎ।
অসন্তোষপরা মূঢ়াঃ সন্তোষং যান্তি পণ্ডিতাঃ ॥৪৫

অন্তো নাস্তি পিপাসায়াঃ সন্তোষঃ পরমং সুখম্।
তস্মাৎ সন্তোষমেবেহ পরং পশ্যন্তি পণ্ডিতাঃ ॥৪

অনিত্যং যৌবনং রূপং জীবিতং রত্নসঞ্চয়ঃ।
ঐশ্বর্য্যং প্রিয়সংবাসো গৃধ্যেৎ তত্র ন পণ্ডিতঃ ॥৪৭

ত্যজেৎ সঞ্চয়াংস্তস্মাত্তজ্জান্ ক্লেশান্ সহেত চ।
ন হি সঞ্চয়বান্ কশ্চিদ্ দৃশ্যতে নিরুপদ্রবঃ।
অতশ্চ ধার্মিকৈঃ পুম্ভিরনীহার্থঃ প্রশস্যতে ॥৪৮

ধর্মার্থং যস্য বিত্তেহা বরং তস্য নিরীহতা।
প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য শ্রেয়ো নস্পর্শনং নৃণাম্ ॥৪৯

যেমন আমিষ আকাশে পক্ষীগণের দ্বারা, ভূমিতে চতুষ্পদ সিংহাদি জন্তুগণের দ্বারা এবং জলে মৎস্যগণের দ্বারা ভক্ষিত হয়, তেমনই বিত্তবান্ পুরুষও রাজা প্রভৃতি সকলের দ্বারাই সর্ব্বদা ভক্ষিত বিনষ্ট অর্থাৎ অপহৃতবিত্ত হইতে পারে।৪০

কোন কোন্ মানুষের পক্ষে অর্থ অনর্থেরই কারণ হয়, অর্থদ্বারা লব্ধব্য শ্রেয়োবস্তু প্রবৃত্ত যাগাদি কর্ম্মে পুরুষ অবশেষে অর্থেতেই আসক্ত হইয়া শ্রেয়োলাভ করিতে পারে না।৪১

সেইহেতু সর্ব্বোপায়ে অর্থাগমই মনের মোহবর্দ্ধক। প্রাজ্ঞ পুরুষগণ নির্ণয় করিয়াছেন—কার্পণ্য, দর্প, অভিমান, ভয় ও উদ্বেগ—প্রাণিগণের এই পাঁচ প্রকার দুঃখ অর্থ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। অর্থাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি অর্থের অর্জ্জনে, রক্ষণে ও নাশে মহৎ দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। এমন কি, অর্থের জন্য অন্যকে হত্যা পর্য্যন্ত করে। (অর্থগৃধ্নু) ব্যক্তি অর্থকে ত্যাগ করিতে দুঃখ অনুভব করে, তথা উহাকে রক্ষা করিলে, উহা তাহার পক্ষে শত্রু হইয়া দাঁড়ায়।৪২-৪৪

ধন হইতে পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বপ্রকার দুঃখ উৎপন্ন হয়, সুতরাং অর্থের চিন্তা করিবে না, কারণ অর্থের চিন্তা করা আর নিজের বিনাশের চিন্তা করা—একই কথা। মূঢ় ব্যক্তিগণই অর্থের অলাভে অসন্তুষ্ট হয়, কিন্তু পণ্ডিত উহাতে সন্তোষই লাভ করেন।৪৫

পিপাসা অর্থাৎ বিষয়তৃষ্ণার কোন অন্ত নাই, সুতরাং সন্তোষই পরম সুখের কারণ। অতএব পণ্ডিতগণ সন্তোষকেই উত্তম বস্তু (পরম অবলম্বনীয়) মনে করেন।৪৬

রূপ যৌবন, জীবন, সঞ্চিত ধন, ঐশ্বর্য্য, প্রিয়জনগণের সহিত বাস—এ সকলই অনিত্য, সুতরাং বিদ্বান্ পুরুষ উহাদের অভিলাষ পরিত্যাগ করিবেন।৪৭

ধনসঞ্চয় পরিত্যাগ করিবে এবং ধনসঞ্চয়প্রযুক্ত উৎপন্ন দুঃখ বিবেকের দ্বারা সহন করিবে। কারণ, ধনসঞ্চয়কারী পুরুষকে কখনও নিরুপদ্রব দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব ধার্ম্মিক পুরুষগণ অদৃষ্টপ্রাপ্ত ধনের অধিক লাভের জন্য যত্ন করেন না।৪৮

ধর্ম্মের জন্যও যে অর্থলাভের প্রচেষ্টা, উহা হইতে নিরীহতা অর্থাৎ ধনলাভের জন্য চেষ্টা না করাই প্রশংসনীয়; কারণ, পায়ে পাঁক লাগাইয়া উহা পরে ধুইয়া ফেলার চেয়ে পাঁক না লাগানোই ভাল।৪৯

যুধিষ্ঠিরৈবং সর্বেষু ন স্পৃহাং কর্ত্তুমর্হসি।
ধর্ম্মেণ যদি তে কার্য্যং বিমুক্তেচ্ছো ভবার্থতঃ ॥৫০

যুধিষ্ঠির উবাচ।

নার্থোপভোগলিপ্সার্থমিয়মর্থেপ্সুতা মম।
ভরণার্থং তু বিপ্রাণাং ব্রহ্মন্ কাঙ্ক্ষে ন লোভতঃ ॥৫১
কথং হ্যস্মদ্বিধো ব্রহ্মন্ বর্ত্তমানো গৃহাশ্রমে।
ভরণং পালনং চাপি ন কুর্য্যদনুযায়িনাম্ ॥৫২
সংবিভাগো হি ভূতানাং সর্বেষামেব দৃশ্যতে।
তথৈবাপচমানেভ্যঃ প্রদেয়ং গৃহমেধিনা ॥৫৩
তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্ চতুর্থী চ সূনৃতা।
সতামেতানি গেহেষু নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন ॥৫৪

হে যুধিষ্ঠির। যদি ধর্ম্মলাভ করা তুমি প্রয়োজনীয় কার্য্য মনে কর এবং সংসার হইতে মুক্তি লাভের যদি তোমার ইচ্ছা থাকে, তবে সর্ব্ব বস্তুতে এইরূপ স্পৃহা পরিত্যাগ কর।৫০

যুধিষ্ঠির বলিলেন, ব্রহ্মন্! আমার যে অর্থপ্রাপ্তির ইচ্ছা—ইহা ভোগের জন্য নহে, কিন্তু ব্রাহ্মণগণের ভরণপোষণের জন্যই আমি অর্থের আকাঙ্ক্ষা করি—লোভবশতঃ নহে।৫১

হে ব্রহ্মন্! আমাদের মত গৃহস্থ রাজধর্ম্মানুবর্ত্তী পুরুষগণ অনুয়ায়িগণের পালন ও পোষণ যদি না করে, তবে উহা কি উচিত হইবে?৫২

গৃহস্থের অন্নে সকলেরই অধিকার শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, দেখা যায়, যাঁহারা নিজ হাতে পাক করেন না, এইরূপ ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী প্রভৃতিকে অন্নদান করা গৃহস্থের কর্ত্তব্য।৫৩

কুশাদি তৃণনির্ম্মিত আসন, বসিবার স্থান, হাত-পা ধুইবার জল এবং চতুর্থ যে মিষ্টবাণী—এই চারিটী বস্তু সজ্জনের গৃহ হইতে কদাচ উৎসন্ন (অভাব) হয় না।৫৪

দেয়মার্ত্তস্য শয়নং স্থিতশ্রান্তস্য চাসনম্।
তৃষিতস্য চ পানীয়ং ক্ষুধিতস্য চ ভোজনম্ ॥৫৫
চক্ষুর্দদ্যান্মনো দদ্যাদ্ বাচং দদ্যাৎ সুভাষিতাম্।
উত্থায় চাসনং দদ্যাদেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
প্রত্যুত্থায়াভিগমনং কুর্য্যান্ন্যায়েন চার্চনম্ ॥৫৬
অগ্নিহোত্রমনড্‌বাংশ্চ জ্ঞাতয়োঽতিথিবান্ধবাঃ।
পুত্রা দারাশ্চ ভৃত্যাশ্চ নির্দহেয়ুরপূজিতাঃ ॥৫৭
আত্মার্থং পাচয়েন্নান্নং ন বৃথা ঘাতয়েৎ পশূন্।
ন চ তৎ স্বয়মশ্নীয়াদ্ বিধিবদ্ যন্ন নির্বপেৎ ॥৫৮
শ্বভ্যশ্চ শ্বপচেভ্যশ্চ বয়োভ্যশ্চাবপেদ্ ভুবি।
বৈশ্বদেবং হি নামৈতৎ সায়ং প্রাতশ্চ দীয়তে ॥৫৯

রোগাদির দ্বারা আর্ত্ত পুরুষকে শয্যা, চলিতে অক্ষম এমন শ্রান্তকে আসন, পিপাসার্ত্তকে পানীয় এবং ক্ষুধার্ত্তকে অন্ন দান করা সকলেরই কর্ত্তব্য।৫৫

গৃহাগত পুরুষের প্রতি প্রেমপূর্ণদৃষ্টি রাখিবে, প্রীতিপূর্ণ হৃদয় প্রদর্শন করাইবে এবং মিষ্ট বাক্যে তাহাকে পরিতৃপ্ত করিবে, উঠিয়া আসন দিবে; যখন চলিয়া যাইবে, তখন কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত তাহার অনুগমন করিবে এবং যথোচিত আদর আপ্যায়ন করিবে—ইহাই সনাতন ধর্ম্ম।৫৬

অগ্নিহোত্র, বৃষভ, জ্ঞাতিবর্গ, অতিথি, স্বজন, পুত্র, স্ত্রী এবং ভৃত্যগণ—ইহাদের উপযুক্ত সৎকার না করিলে ইহারা গৃহস্থকে দগ্ধ করে।৫৭

কেবল নিজের উদর পূরণের জন্য অন্ন পাক করাইবে না, বৃথা (দেবতা বা ব্রাহ্মণের উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে) পশুহিংসা করিবে না এবং যাহা বিধি অনুসারে দেবতা, ব্রাহ্মণাদিকে দেওয়া হয় নাই, এমন অন্ন নিজেও আহার করিবে না।৫৮

কুকুর, চণ্ডাল এবং কাকাদিপক্ষিসমূহের জন্য ভূমিতে অন্ন দিবে; ইহার নাম বৈশ্বদেব যজ্ঞ,

বিঘসাশী ভবেৎ তস্মান্নিত্যং চামৃতভোজনঃ।
বিঘসো ভুক্তশেষং তু যজ্ঞশেষং তথামৃতম্ ॥৬০
চক্ষুর্দদ্যান্মনো দদ্যাদ্ বাচং দদ্যাচ্চ সূনৃতাম্।
অনুব্রজেদুপাসীত স যজ্ঞঃ পঞ্চদক্ষিণঃ ॥৬১
যো দদ্যাদপরিক্লিষ্টমন্নমধ্বনি বর্ত্ততে।
শ্রান্তায়াদৃষ্টপূর্বায় তস্য পুণ্যফলং মহৎ ॥৬২
এবং যো বর্ত্ততে বৃত্তিং বর্ত্তমানো গৃহাশ্রমে।
তস্য ধর্ম্মং পরং প্রাহুঃ কথং বা বিপ্র মন্যসে ॥৬৩

শৌনক উবাচ।

অহো বত মহৎ কষ্টং বিপরীতমিদং জগৎ।
যেনাপত্রপতে সাধুরসাধুস্তেন তুষ্যতি ॥৬৪
শিশ্নোদরকৃতেঽপ্রাজ্ঞঃ করোতি বিঘসং বহু।
মোহ-রাগসমাক্রান্ত ইন্দ্রিয়ার্থবশানুগঃ ॥৬৫
হ্রিয়তে বুধ্যমানোঽপি নরো হারিভিরিন্দ্রিয়ৈঃ।
বিমূঢ়সংজ্ঞো দুষ্টাশ্বৈরুদ্ভ্রান্তৈরিব সারথিঃ ॥৬৬
ষড়িন্দ্রিয়াণি বিষয়ং সমাগচ্ছন্তি বৈ যদা।
তদা প্রাদুর্ভবত্যেষাং পূর্বসঙ্কল্পজং মনঃ ॥৬৭
মনো যস্যেন্দ্রিয়স্যেহ বিষয়ান্ যাতি সেবিতুম্।
তস্যৌৎসুক্যং সম্ভবতি প্রবৃত্তিশ্চোপজায়তে ॥৬৮
ততঃ সঙ্কল্পবীজেন কামেন বিষয়েষুভিঃ।
বিদ্ধঃ পততি লোভাগ্নৌ জ্যোতির্লোভাৎ
পতঙ্গবৎ ॥৬৯

প্রাতঃ ও সায়ংকালে ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়।৫৯

সুতরাং নিত্যই বিঘসাশী ও অমৃতভোজী হইবে, গৃহস্থের গৃহে সকলের আহারের পর অবশিষ্ট অন্নকে 'বিঘস' এবং অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ ও বলিবৈশ্বদেবের অনন্তর অবশিষ্ট অন্নকে 'অমৃত' বলে।৬০

অতিথিকে চক্ষুঃ দিবে (অর্থাৎ প্রেমপূর্ণদৃষ্টিতে দেখিবে), মন দিবে (অর্থাৎ প্রীত মনে তাহার হিত চিন্তা করিবে), মিষ্ট বাণী দিবে (অর্থাৎ সত্য, প্রিয় ও হিতবাক্য বলিবে), অতিথি উঠিয়া গেলে কিছুদূর পর্য্যন্ত তাহার অনুগমন করিবে এবং সে বসিয়া থাকিলে, তাহার কাছে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিবে—এই পাঁচপ্রকার পরিচর্য্যার দ্বারা অতিথির সেবাকে পঞ্চদক্ষিণ যজ্ঞ বলা হয়।৬১

যে গৃহস্থ অপরিচিত পরিশ্রান্ত পথিককে প্রসন্নচিত্তে সাদরে অন্ন প্রদান করে, তাহার মহাপুণ্য ফল লাভ হয়।৬২

গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিত পুরুষের পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মসমূহই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন; হে ব্রহ্মন্। ইহাতে আপনার অভিমত কি ? ।৬৩

শৌনক বলিলেন,—অহো। খুবই দুঃখের কথা এই যে, জগতে ইহার বিপরীতই দেখিতে পাওয়া যায়। যে কর্ম্ম করিয়া সাধুগণ লজ্জিত হন, অসাধু ব্যক্তি তাহাতেই তুষ্টি লাভ করে।৬৪

প্রজ্ঞাশূন্য ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহে বশীভূত হইয়া মোহ ও রাগের দ্বারা আক্রান্ত হইয় শিশ্ন ও উদরকে তৃপ্তি দিবার জন্য যজ্ঞাবশে বুদ্ধিতে বহু অন্ন সংগ্রহ করে।৬৫

সারথি যেমন উদ্ভ্রান্ত দুষ্ট অশ্বগণের দ্বারা বিপ বাহির হয়, মানব তেমনি বুঝিয়া সুঝিয়াও হরণশী ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুগণের দ্বারা বিপথে চালিত হয়।৬৬

ছয়টি ইন্দ্রিয় যখন বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, তখন মনে পূর্ব্বভোগজন্য বাসনা জাগরিত হওয়া মন বিচলিত হয়।৬৭

মন যে ইন্দ্রিয়ের বিষয় ভোগ করিতে চায়, তদ্বিষয়ে প্রথমে ঔৎসুক্য মনে উদিত হওয়ায় উহ ভোগ করিতে মন প্রবৃত্ত হয়।৬৮

অগ্নির জ্যোতিদর্শনে প্রলুব্ধ পতঙ্গ যেমন তাহাতে ঝাপাইয়া পড়ে, তেমনই বিজ্ঞ পুরুষও পূর্ব্ব সহজা বাসনার দ্বারা তাড়িত হইয়া বিষয়রূপ বাণের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া লোভরূপ অগ্নিতে পতিত হয়।৬৯

ততো বিহারৈরাহারৈর্মোহিতশ্চ যথেপ্সয়া।
মহামোহে সুখে মগ্নো নাত্মানমববুধ্যতে ॥৭০
এবং পততি সংসারে তাসু তাস্বিহ যোনিষু।
অবিদ্যা কর্মতৃষ্ণাভির্ভ্রাম্যমাণোঽথ চক্রবৎ ॥৭১
ব্রহ্মাদিষু তৃণান্তেষু ভূতেষু পরিবর্ত্ততে।
জলে ভুবি তথাকাশে জায়মানঃ পুনঃ পুনঃ ॥৭২
অবুধানাং গতিস্ত্বেষা বুধানামপি মে শৃণু।
যে ধর্মে শ্রেয়সি রতা বিমোক্ষরতয়ো জনাঃ ॥৭৩
তদিদং বেদবচনং কুরু কর্ম ত্যজেতি চ।
তস্মাদ্ ধর্মানিমান্ সর্বান্ নাভিমানাৎ সমাচরেৎ ॥৭৪
ইজ্যাধ্যয়নদানানি তপঃ সত্যং ক্ষমা দমঃ।
অলোভ ইতি মার্গোঽয়ং ধর্মস্যাষ্টবিধঃ স্মৃতঃ ॥৭৫

অত্র পূর্বশ্চতুর্বর্গঃ পিতৃযানপথে স্থিতঃ।
কর্ত্তব্যমিতি যৎ কার্য্যং নাভিমানাৎ সমাচরেৎ ॥৭৬
উত্তরো দেবযানস্তু সদ্ভিরাচরিতঃ সদা।
অষ্টাঙ্গেনৈব মার্গেণ বিশুদ্ধাত্মা সমাচরেৎ ॥৭৭
সম্যক্ সঙ্কল্পসম্বন্ধাৎ সম্যক্ চেন্দ্রিয়নিগ্রহাৎ।
সম্যগ্ ব্রতবিশেষাচ্চ সম্যক্ চ গুরুসেবনাৎ ॥৭৮
সম্যগাহারযোগাচ্চ সম্যক্ চাধ্যয়নাগমাৎ।
সম্যক্কর্মোপসংন্যাসাৎ সম্যক্ চিত্তনিরোধনাৎ ॥৭৯
এবং কর্মাণি কুর্বন্তি সংসারবিজিগীষবঃ।
রাগদ্বেষবিনির্মুক্তা ঐশ্বর্য্যং দেবতা গতাঃ ॥৮০
রুদ্রাঃ সাধ্যাস্তথাদিত্যা বসবোঽথ তথাশ্বিনৌ।
যোগৈশ্বর্য্যেণ সংযুক্তা ধারয়ন্তি প্রজা ইমাঃ ॥৮১

তৎপরে যথেচ্ছ আহার ও বিহারের দ্বারা মোহিত হইয়া মহামোহকর সুখে নিমগ্ন হয় এবং নিজ আত্মস্বরূপ বুঝিতে পারে না।৭০

এইরূপে অবিদ্যা, কর্ম্ম ও তৃষ্ণার দ্বারা চক্রবৎ ভ্রাম্যমাণ হইয়া সংসারে সেই সেই যোনিতে জন্মগ্রহণ করে।৭১

জল, পৃথিবী ও আকাশে ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত বিভিন্ন প্রাণীর যোনিতে সে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে থাকে।৭২

অজ্ঞানিগণের গতি এইরূপই হয়; যাঁহারা শ্রেয়োরূপ ধর্ম্মে নিরত হইয়া বিমুক্তিলাভে যত্নবান্, তাঁহাদের গতির কথা এখন বলিতেছি, শ্রবণ কর।৭৩

‘কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর’ এবং ‘কর্ম্ম ত্যাগ কর’—এই উভয় বচনই বেদের। সুতরাং শ্রেয়োলাভেচ্ছু কর্ম্মাধিকারী পুরুষ পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মাত্মক ধর্ম্মসমূহ অভিমানশূন্য হইয়া পালন করিবেন।৭৪

যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, তপস্যা (চন্দ্রায়ণাদি), সত্য ক্ষমা, দম (ইন্দ্রিয় নিগ্রহ) এবং লোভশূন্যতা—ধর্মের এই আটটী অঙ্গ।৭৫

উহাদের মধ্যে পূর্ব্ব চারিটী ধর্ম্মের দ্বারা পিতৃযান মার্গে গমন করে। সুতরাং ইহা আমার কর্ত্তব্য, এইরূপমাত্র বুদ্ধি লইয়া অভিমানশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিবে।৭৬

পরবর্ত্তী চারিটী ধর্ম্ম দেবযান মার্গে গমনের প্রতি কারণ, সজ্জনগণই ইহার আচরণ করেন। এইরূপে বিশুদ্ধহৃদয় হইয়া উক্ত অষ্টাঙ্গ ধর্ম্মের আচরণ করিবে।৭৭

সম্যক্ সঙ্কল্পের সহিত সম্বন্ধবশতঃ, সম্যক্‌রূপে ইন্দ্রিয়সমূহের নিগ্রহের দ্বারা, ব্রতবিশেষের সম্যক্ পালনের দ্বারা, গুরুর সম্যক্ সেবার দ্বারা, নিয়মিত আহার, নিয়মিত স্বধ্যায়, এবং সম্যক্ প্রকারে কর্ম্ম ত্যাগের দ্বারা ও যোগের দ্বারা মানুষ শ্রেয়োলাভে সমর্থ হয়।৭৮-৭৯

রাগদ্বেষ বির্নিমুক্ত হইয়া সংসারকে জয় করিতে ইচ্ছুক দেবতাগণ এইরূপে কর্ম্ম অনুষ্ঠান করত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন।৮০

একাদশ রুদ্র, সাধ্য, অষ্টবসু এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় যোগৈশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়া এই সমস্ত প্রজাকে

বিঘসাশী ভবেৎ তস্মান্নিত্যং চামৃতভোজনঃ।
বিঘসো ভুক্তশেষং তু যজ্ঞশেষং তথামৃতম্ ॥৬০
চক্ষুর্দদ্যান্মনো দদ্যাদ্ বাচং দদ্যাচ্চ সূনৃতাম্।
অনুব্রজেদুপাসীত স যজ্ঞঃ পঞ্চদক্ষিণঃ ॥৬১
যো দদ্যাদপরিক্লিষ্টমন্নমধ্বনি বর্ত্ততে।
শ্রান্তায়াদৃষ্টপূর্বায় তস্য পুণ্যফলং মহৎ ॥৬২
এবং যো বর্ত্ততে বৃত্তিং বর্ত্তমানো গৃহাশ্রমে।
তস্য ধর্ম্মং পরং প্রাহুঃ কথং বা বিপ্র মন্যসে ॥৬৩

শৌনক উবাচ।

অহো বত মহৎ কষ্টং বিপরীতমিদং জগৎ।
যেনাপত্রপতে সাধুরসাধুস্তেন তুষ্যতি ॥৬৪

প্রাতঃ ও সায়ংকালে ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়।৫৯

সুতরাং নিত্যই বিঘসাশী ও অমৃতভোজী হইবে, গৃহস্থের গৃহে সকলের আহারের পর অবশিষ্ট অন্নকে 'বিঘস' এবং অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ ও বলিবৈশ্বদেবের অনন্তর অবশিষ্ট অন্নকে 'অমৃত' বলে।৬০

অতিথিকে চক্ষুঃ দিবে (অর্থাৎ প্রেমপূর্ণদৃষ্টিতে দেখিবে), মন দিবে (অর্থাৎ প্রীত মনে তাহার হিত চিন্তা করিবে), মিষ্ট বাণী দিবে (অর্থাৎ সত্য, প্রিয় ও হিতবাক্য বলিবে), অতিথি উঠিয়া গেলে কিছুদূর পর্য্যন্ত তাহার অনুগমন করিবে এবং সে বসিয়া থাকিলে তাহার কাছে বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিবে—এই পাঁচপ্রকার পরিচর্য্যার দ্বারা অতিথির সেবাকে পঞ্চদক্ষিণ যজ্ঞ বলা হয়।৬১

যে গৃহস্থ অপরিচিত পরিশ্রান্ত পথিককে প্রসন্নচিত্তে সাদরে অন্ন প্রদান করে, তাহার মহাপুণ্য ফল লাভ হয়।৬২

গৃহস্থাশ্রমে অবস্থিত পুরুষের পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মসমূহই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন ; হে ব্রহ্মন্। ইহাতে আপনার অভিমত কি ? ।৬৩

শৌনক বলিলেন,—অহো। খুবই দুঃখের কথা। এই যে, জগতে ইহার বিপরীতই দেখিতে পাওয়া যায়। যে কর্ম্ম করিয়া সাধুগণ লজ্জিত হন, অসাধু ব্যক্তি তাহাতেই তুষ্টি লাভ করে।৬৪

শিশ্নোদরকৃতেঽপ্রাজ্ঞঃ করোতি বিঘসং বহু।
মোহ-রাগসমাক্রান্ত ইন্দ্রিয়ার্থবশানুগঃ ॥৬৫
হ্রিয়তে বুধ্যমানোঽপি নরো হারিভিরিন্দ্রিয়ৈঃ।
বিমূঢ়সংজ্ঞো দুষ্টাশ্বৈরুদ্ভ্রান্তৈরিব সারথিঃ ॥৬৬
ষড়িন্দ্রিয়াণি বিষয়ং সমাগচ্ছন্তি বৈ যদা।
তদা প্রাদুর্ভবত্যেষাং পূর্বসঙ্কল্পজং মনঃ ॥৬৭
মনো যস্যেন্দ্রিয়স্যেহ বিষয়ান্ যাতি সেবিতুম্।
তস্যৌৎসুক্যং সম্ভবতি প্রবৃত্তিশ্চোপজায়তে ॥৬৮
ততঃ সঙ্কল্পবীজেন কামেন বিষয়েষুভিঃ।
বিদ্ধঃ পততি লোভাগ্নৌ জ্যোতির্লোভাৎ
পতঙ্গবৎ ॥৬৯

প্রজ্ঞাশূন্য ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সমূহের বশীভূত হইয়া মোহ ও রাগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া শিশ্ন ও উদরকে তৃপ্তি দিবার জন্য যজ্ঞাবশেষ বুদ্ধিতে বহু অন্ন সংগ্রহ করে।৬৫

সারথি যেমন উদ্‌ভ্রান্ত দুষ্ট অশ্বগণের দ্বারা বিপথে বাহির হয়, মানব তেমনি বুঝিয়া সুঝিয়াও হরণশীল ইন্দ্রয়রূপ শত্রুগণের দ্বারা বিপথে চালিত হয়।৬৬

ছয়টি ইন্দ্রয় যখন বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, তখন মনে পূর্ব্বভোগজন্য বাসনা জাগরিত হওয়ায় মন বিচলিত হয়।৬৭

মন যে ইন্দ্রিয়ের বিষয় ভোগ করিতে চায়, তদ্বিষয়ে প্রথমে ঔৎসুক্য মনে উদিত হওয়ায় উহা ভোগ করিতে মন প্রবৃত্ত হয়।৬৮

অগ্নির জ্যোতিদর্শনে প্রলুব্ধ পতঙ্গ যেমন তাহাতে ঝাপাইয়া পড়ে, তেমনই বিজ্ঞ পুরুষও পূর্ব্ব সহজাত বাসনার দ্বারা তাড়িত হইয়া বিষয়রূপ বাণের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া লোভরূপ অগ্নিতে পতিত হয়।৬৯

ততো বিহারৈরাহারৈর্মোহিতশ্চ যথেপ্সয়া।
মহামোহে সুখে মগ্নো নাত্মানমববুধ্যতে ॥৭০
এবং পততি সংসারে তাসু তাস্বিহ যোনিষু।
অবিদ্যা কর্মতৃষ্ণাভির্ভ্রাম্যমাণোঽথ চক্রবৎ ॥৭১
ব্রহ্মাদিষু তৃণান্তেষু ভূতেষু পরিবর্ত্ততে।
জলে ভুবি তথাকাশে জায়মানঃ পুনঃ পুনঃ ॥৭২
অবুধানাং গতিস্ত্বেষা বুধানামপি মে শৃণু।
যে ধর্মে শ্রেয়সি রতা বিমোক্ষরতয়ো জনাঃ ॥৭৩
তদিদং বেদবচনং কুরু কর্ম ত্যজেতি চ।
তস্মাদ্ ধর্মানিমান্ সর্বান্ নাভিমানাৎ সমাচরেৎ ॥৭৪
ইজ্যাধ্যয়নদানানি তপঃ সত্যং ক্ষমা দমঃ।
অলোভ ইতি মার্গোঽয়ং ধর্মস্যাষ্টবিধঃ স্মৃতঃ ॥৭৫

অত্র পূর্বশ্চতুর্বর্গঃ পিতৃযানপথে স্থিতঃ।
কর্ত্তব্যমিতি যৎ কার্য্যং নাভিমানাৎ সমাচরেৎ ॥৭৬
উত্তরো দেবযানস্তু সদ্ভিরাচরিতঃ সদা।
অষ্টাঙ্গেনৈব মার্গেণ বিশুদ্ধাত্মা সমাচরেৎ ॥৭৭
সম্যক্ সঙ্কল্পসম্বন্ধাৎ সম্যক্ চেন্দ্রিয়নিগ্রহাৎ।
সম্যগ্ ব্রতবিশেষাচ্চ সম্যক্ চ গুরুসেবনাৎ ॥৭৮
সম্যগাহারযোগাচ্চ সম্যক্ চাধ্যয়নাগমাৎ।
সম্যক্‌কর্মোপসংন্যাসাৎ সম্যক্ চিত্তনিরোধনাৎ ॥৭৯
এবং কর্মাণি কুর্বন্তি সংসারবিজিগীষবঃ।
রাগদ্বেষবিনির্মুক্তা ঐশ্বর্য্যং দেবতা গতাঃ ॥৮০
রুদ্রাঃ সাধ্যাস্তথাদিত্যা বসবোঽথ তথাশ্বিনৌ।
যোগৈশ্বর্য্যেণ সংযুক্তা ধারয়ন্তি প্রজা ইমাঃ ॥৮১

তৎপরে যথেচ্ছ আহার ও বিহারের দ্বারা মোহিত হইয়া মহামোহকর সুখে নিমগ্ন হয় এবং নিজ আত্মস্বরূপ বুঝিতে পারে না।৭০

এইরূপে অবিদ্যা, কর্ম্ম ও তৃষ্ণার দ্বারা চক্রবৎ ভ্রাম্যমাণ হইয়া সংসারে সেই সেই যোনিতে জন্মগ্রহণ করে।৭১

জল, পৃথিবী ও আকাশে ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত বিভিন্ন প্রাণীর যোনিতে সে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে থাকে।৭২

অজ্ঞানিগণের গতি এইরূপই হয়; যাঁহারা শ্রেয়োরূপ ধর্ম্মে নিরত হইয়া বিমুক্তিলাভে যত্নবান্, তাঁহাদের গতির কথা এখন বলিতেছি, শ্রবণ কর।৭৩

'কর্ম্ম অনুষ্ঠান কর' এবং 'কর্ম্ম ত্যাগ কর'—এই উভয় বচনই বেদের। সুতরাং শ্রেয়োলাভেচ্ছু কর্ম্মাধিকারী পুরুষ পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মাত্মক ধর্ম্মসমূহ অভিমানশূন্য হইয়া পালন করিবেন।৭৪

যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, তপস্যা (চান্দ্রায়ণাদি), সত্য ক্ষমা, দম (ইন্দ্রিয় নিগ্রহ) এবং লোভশূন্যতা—ধর্ম্মের এই আটটী অঙ্গ।৭৫

উহাদের মধ্যে পূর্ব্ব চারিটী ধর্ম্মের দ্বারা পিতৃযান মার্গে গমন করে। সুতরাং ইহা আমার কর্ত্তব্য, এইরূপমাত্র বুদ্ধি লইয়া অভিমানশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিবে।৭৬

পরবর্ত্তী চারিটী ধর্ম্ম দেবযান মার্গে গমনের প্রতি কারণ, সজ্জনগণই ইহার আচরণ করেন। এইরূপে বিশুদ্ধহৃদয় হইয়া উক্ত অষ্টাঙ্গ ধর্ম্মের আচরণ করিবে।৭৭

সম্যক্ সঙ্কল্পের সহিত সম্বন্ধবশতঃ, সম্যক্‌রূপে ইন্দ্রিয়সমূহের নিগ্রহের দ্বারা, ব্রতবিশেষের সম্যক্ পালনের দ্বারা, গুরুর সম্যক্ সেবার দ্বারা, নিয়মিত আহার, নিয়মিত স্বধ্যায়, এবং সম্যক্ প্রকারে কর্ম্ম ত্যাগের দ্বারা ও যোগের দ্বারা মানুষ শ্রেয়োলাভে সমর্থ হয়।৭৮-৭৯

রাগদ্বেষ বিনির্মুক্ত হইয়া সংসারকে জয় করিতে ইচ্ছুক দেবতাগণ এইরূপে কর্ম্ম অনুষ্ঠান করত ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছেন।৮০

একাদশ রুদ্র, সাধ্য, অষ্টবসু এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় যোগৈশ্বর্য্যসম্পন্ন হইয়া এই সমস্ত প্রজাকে

তথা ত্বমপি কৌন্তেয় শমমাস্থায় পুষ্কলম্ ।
তপসা সিদ্ধিমন্বিচ্ছ যোগসিদ্ধিঞ্চ ভারত ॥৮২
পিতৃমাতৃময়ী সিদ্ধিঃ প্রাপ্তা কর্ম্মময়ী চ তে ।
তপসা সিদ্ধিমন্বিচ্ছ দ্বিজানাং ভরণায় বৈ ॥৮৩
সিদ্ধা হি যদ্ যদিচ্ছন্তি কুর্বতে তদনুগ্রহাৎ ।
তস্মাৎ তপঃ সমাস্থায় কুরুষ্বাত্মমনোরথম্ ॥৮৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং সভাপর্বণি অরণ্যযাত্রাপর্বণি
পাণ্ডবানাং প্রব্রজনে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥২

পালন করিতেছেন।৮১

হে ভরতবংশাবতংস কুন্তীনন্দন! তুমিও পর্য্যন্ত উত্তম শমগুণ অবলম্বন করত তপস্যা ও যোগজনিত সিদ্ধিলাভের জন্য যত্নবান্ হও।৮২

পিতৃ-মাতৃময়ী অর্থাৎ পরলোক ও ইহলোক ফলপ্রধানা কর্ম্মময়ী (উত্তমা) সিদ্ধি তুমি প্রাপ্ত হইয়াছ, এখন দ্বিজগণের ভরণপোষণের জন্য তপস্যা দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিতে চেষ্টা কর।৮৩

সিদ্ধ পুরুষগণ যে যে বস্তু ইচ্ছা করেন, তপস্যার অনুগ্রহে তিনি সেই সেই বস্তু লাভ করেন; সুতরাং তুমি নিজ তপস্যা দ্বারা তাহা প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় মনোরথ পূর্ণ কর।৮৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অরণ্যযাত্রাপর্ব্বে
বিদুর-ধৃতরাষ্ট্রসংবাদে দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[অন্নায় যুধিষ্ঠিরেণ ভগবতঃ সূর্য্যদেবস্যারাধনা, অক্ষয়পাত্রপ্রাপ্তিশ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
শৌনকেনৈবমুক্তস্তু কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুরোহিতমুপাগম্য ভ্রাতৃমধ্যেঽব্রবীদিদম্ ॥১
প্রস্থিতং মানুযান্তীমে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
ন চাস্মি পোষণে শক্তো বহুদুঃখসমন্বিতঃ ॥২
পরিত্যক্তুং ন শক্তোঽস্মি দানশক্তিশ্চ নাস্তি মে।
কথমত্র ময়া কার্য্যং তদ্ ব্রূহি ভগবন্ মম ॥৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।
মুহূর্ত্তমিব স ধ্যাত্বা ধর্ম্মেণান্বিষ্য তাং গতিম্ ।
যুধিষ্ঠিরমুবাচেদং ধৌম্যো ধর্ম্মভৃতাং বরঃ ॥৪

তৃতীয় অধ্যায়।

[অন্নের জন্য যুধিষ্ঠির কর্তৃক ভগবান্ সূর্য্যেদেবের আরাধনা ও অক্ষয়পাত্রপ্রাপ্তি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—শৌনক এই কথা বলিলে কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির পুরোহিতের নিকট গমন করত ভ্রাতৃগণের মধ্যে এই কথা বলিলেন।১

বেদপরাগ ব্রাহ্মণগণ বনে প্রস্থিত হইলেও আমার অনুগমন করিতেছে অথচ বহুদুঃখসমন্বিত হওয়ায় আমি ইহাদিগকে পোষণ করিতে সমর্থ নহি।২

ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতেও পারিতেছি না, অথচ আমার দানশক্তিও নাই; ভগবন্! আপনি বলুন—এরূপ অবস্থায় আমার কি কর্ত্তব্য ?৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—যুধিষ্ঠিরের কথা শুনিয়া ধর্ম্মানুসারে এস্থলে কি কর্ত্তব্য—ইহা মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করত ধর্ম্মবিদ্গণের অগ্রগণ্য ধৌম্য এই কথা বলিলেন।৪

ধ্যৌম্য উবাচ।

পুরা সৃষ্টানি ভূতানি পীড্যন্তে ক্ষুধয়া ভৃশম্।
ততোহনুকম্পয়া তেষাং সবিতা স্বপিতা যথা ॥৫
গত্বোত্তরায়ণং তেজো রসানুদ্ধৃত্য রশ্মিভিঃ।
দক্ষিণায়নমাবৃত্তো মহীং নিবিশতে রবিঃ ॥৬
ক্ষেত্রভূতে ততস্তস্মিন্নোষধীরোষধীপতিঃ।
দিবস্তেজঃ সমুদ্ধৃত্য জনয়ামাস বারিণা ॥৭
নিষিক্তশ্চন্দ্রতেজোভিঃ স্বযোনৌ নির্গতে রবিঃ।
ওষধ্যঃ ষড্ রসা মেধ্যাস্তদন্নং প্রাণিনাং ভুবি ॥৮
এবং ভানুময়ং হ্যন্নং ভূতানাং প্রাণধারণম্।
পিতৈষ সর্বভূতানাং তস্মাৎ তং শরণং ব্রজ ॥৯
রাজানো হি মহাত্মানো যোনিকর্মবিশোধিতাঃ।
উদ্ধরন্তি প্রজাঃ সর্বাস্তপ আস্থায় পুষ্কলম্ ॥১০
ভীমেন কার্ত্তবীর্য্যেণ বৈন্যেন নহুষেণ চ।
তপোযোগসমাধিস্থৈরুদ্ধৃতা হ্যাপদঃ প্রজাঃ ॥১১
তথা ত্বমপি ধর্মাত্মন্ কর্মণা চ বিশোধিতঃ।
তপ আস্থায় ধর্মেণ দ্বিজাতীন্ ভর ভারত ॥১২

জনমেজয় উবাচ।

কথং কুরূণামৃষভঃ স তু রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
বিপ্রার্থমারাধিতবান্ সূর্য্যমদ্ভুতদর্শনম্ ॥১৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শৃণুষ্বাবহিতো রাজন্ শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ।
ক্ষণঞ্চ কুরু রাজেন্দ্র সম্প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ ॥১৪

ধৌম্যেন তু যথা পূর্বং পার্থায় সুমহাত্মনে।
নামাষ্টশতমাখ্যাতং তচ্ছৃণুষ্ব মহামতে ॥১৫

ধ্যৌম্য বলিলেন,—পুরাকালে ব্রহ্ম কর্তৃক সৃষ্ট প্রজাবৃন্দ যখন ক্ষুধায় অত্যন্ত পীড়িত হইতে লাগিল, তখন ভগবান্ সূর্য্য নিজ পিতার ন্যায় অনুকম্পাবশতঃ উত্তরায়ণে মহাতেজোময় হইয়া গমন করত নিজ রশ্মিসমূহের দ্বারা পৃথিবীর রস আকর্ষণ করিয়া দক্ষিণায়নে পৃথিবীকে ঐ রসের দ্বারা আপ্লুত করেন।৫-৬

এইরূপে সমস্ত পৃথিবীতে যখন ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়া গেল, তখন চন্দ্রমা সূর্য্যের তেজ গ্রহণ করত মেঘরূপে পৃথিবীতে বারিবর্ষণ করিলেন এবং তাহাতে ওষধিসমূহ (ধান, যব, গম, ডাল প্রভৃতি শস্য) উৎপন্ন হইল।৭

চন্দ্রের তেজের দ্বারা অভিষিক্ত সূর্য্যদেব যখন নিজ যোনিতে অঙ্কুররূপে অবস্থিত হইলেন, তখন ছয় প্রকার রসের দ্বারা পরিপুষ্ট পবিত্র ওষধি (ধান্যাদি শস্য) সমূহ উৎপন্ন হয়। প্রাণিগণের অন্ন এই শস্য হইতেই জগতে সৃষ্টি হয়।৮

এইরূপে সমস্ত প্রাণীর প্রাণধারণের কারণীভূত এই অন্ন সূর্য্যেরই স্বরূপ। সুতরাং তিনি সকল প্রাণীর পিতা, অতএব তাঁহারই শরণাগত হও।৯

পবিত্র যোনিতে জন্মগ্রহণ করত পবিত্র কর্ম্মসমূহে পরম পবিত্র মহাত্মা রাজগণ দুশ্চর তপস্যা অবলম্বন করিয়া প্রাণিগণকে সঙ্কট হইতে উদ্ধার করেন।১০

ভীম, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, বেণপুত্র পৃথু এবং নহুষ প্রভৃতি রাজন্যবৃন্দ তপস্যা, যোগ ও সমাধির দ্বারা প্রজাগণকে সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।১১

হে ভরতবংশাবতংস। তুমি সেইরূপ কর্ম্ম দ্বারা পবিত্র, সুতরাং তুমিও তাঁহাদের ন্যায় ধর্মানুসারে তপস্যার দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে পোষণ কর।১২

জনমেজয় বলিলেন,—কুরুশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির কি প্রকারে বিপ্রগণের পোষণের জন্য অদ্ভুতদর্শন সূর্য্যদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন ?১৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র। শুচিতা অবলম্বন করত ক্ষণকালের জন্য চিত্তকে একাগ্র করিয়া অবধানপূর্ব্বক শ্রবণ কর, আমি সমস্তই সম্যক্প্রকারে বর্ণনা করিব।১৪

মহামুনি ধৌম্য পূর্ব্বে যেরূপে পৃথাতনয় যুধিষ্ঠিরকে সূর্য্যদেবের অষ্টোত্তরশত নাম উপদেশ

ধৌম্য উবাচ ।

সূর্য্যোহর্য্যমা ভগস্ত্বষ্টা পূষার্কঃ সবিতা রবিঃ ।
গভস্তিমানজঃ কালো মৃত্যুর্ধাতা প্রভাকরঃ ॥১৬
পৃথিব্যাপশ্চ তেজশ্চ খং বায়ুশ্চ পরায়ণম্ ।
সোমো বৃহস্পতিঃ শুক্রো বুধোহঙ্গারক এব চ ॥১৭
ইন্দ্রো বিবস্বান্ দীপ্তাংশুঃ শুচিঃ শৌরিঃ
শনৈশ্চরঃ ।
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ স্কন্দো বৈশ্রবণো যমঃ ॥১৮
বৈদ্যুতো জাঠরশ্চাগ্নিরৈন্ধনস্তেজসাং পতিঃ ।
ধর্মধ্বজো বেদকর্ত্তা বেদাঙ্গো বেদবাহনঃ ॥১৯
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরশ্চ কলিঃ সর্বমলাশ্রয়ঃ ।
কলা কাষ্ঠা মুহূর্ত্তাশ্চ ক্ষপা যামস্তথা ক্ষণঃ ॥২০
সংবৎসরকরোহশ্বত্থঃ কালচক্রো বিভাবসুঃ ।
পুরুষঃ শাশ্বতো যোগী ব্যক্তাব্যক্তঃ সনাতনঃ ॥২১
কালাধ্যক্ষঃ প্রজাধ্যক্ষো বিশ্বকর্মা তমোনুদঃ ।
বরুণঃ সাগরোংহশুশ্চ জীমূতো জীবনোহরিহা ॥২২
ভূতাশ্রয়ো ভূতপতিঃ সর্বলোকনমস্কৃতঃ ।
স্রষ্টা সংবর্ত্তকো বহ্নিঃ সর্বস্তাদিরলোলুপঃ ॥২৩
অনন্তঃ কপিলো ভানুঃ কামদঃ সর্বতোমুখঃ ।
জয়ো বিশালো বরদঃ সর্বধাতুনিষেচিতা ॥২৪
মনঃসুপর্ণো ভূতাদিঃ শীঘ্রগঃ প্রাণধারকঃ ।
ধন্বন্তরির্ধূমকেতুরাদিদেবোহদিতেঃ সুতঃ ॥২৫
দ্বাদশাত্মারবিন্দাক্ষঃ পিতা মাতা পিতামহঃ ।
স্বর্গদ্বারং প্রজাদ্বারং মোক্ষদ্বারং ত্রিবিষ্টপম্ ॥২৬
দেহকর্ত্তা প্রশান্তাত্মা মৈত্রেয়ঃ করুণান্বিতঃ ।
চরাচরাত্মা সূক্ষ্মাত্মা বিশ্বাত্মা বিশ্বতোমুখঃ ২৬
এতদ্বৈব কীর্ত্তনীয়স্য সূর্য্যস্যামিততেজসঃ ।
নামাষ্টশতকং চেদং প্রোক্তমেতৎ স্বয়ম্ভুবা ॥২৮

করিয়াছিলেন, হে মহামতে! তুমি তাহা শ্রবণ কর।১৫

ধৌম্য বলিলেন,—১। সূর্য্য, ২। অর্য্যমা, ৩। ভগ, ৪। ত্বষ্টা, ৫। পূষা, ৬। অর্ক, ৭। সবিতা, ৮। রবি, ৯। গভস্তিমান্, ১০। অজ, ১১। কাল, ১২। মৃত্যু, ১৩। ধাতা, ১৪। প্রভাকর, ১৫। পৃথিবী, ১৬। আপ, ১৭। তেজঃ, ১৮। আকাশ, ১৯। বায়ু, ২০। পরায়ণ, ২১। সোম, ২২। বৃহস্পতি, ২৩। শুক্র, ২৪। বুধ, ২৫। অঙ্গারক (মঙ্গল), ২৬। ইন্দ্র, ২৭। বিবস্বান্, ২৮। দীপ্তাংশু, ২৯। শুচি, ৩০। শৌরি, ৩১। শনৈশ্চর, ৩২। ব্রহ্মা, ৩৩। বিষ্ণু, ৩৪। রুদ্র, ৩৫। স্কন্দ, ৩৬। বৈশ্রবণ, ৩৭। যম, ৩৮। বৈদ্যুতাগ্নি, ৩৯। জাঠরাগ্নি, ৪০। ঐন্ধনাগ্নি, ৪১। তেজস্পতি, ৪২। ধর্ম্মধ্বজ, ৪৩। বেদকর্ত্তা, ৪৪। বেদাঙ্গ, ৪৫। বেদবাহন ৪৬। কৃত (সত্য), ৪৭। ত্রেতা, ৪৮। দ্বাপর, ৪৯। সর্ব্বমলাশ্রয় কলি, ৫০। কলা-কাষ্ঠা-মুহূর্ত্তাত্মক সময়, ৫১। ক্ষপা (রাত্রি), ৫২। যাম, ৫৩। ক্ষণ, ৫৪। সংবৎসরকর, ৫৫। অশ্বত্থ, ৫৬। কালচক্র প্রবর্ত্তক বিভাসু, ৫৭। শাশ্বত পুরুষ, ৫৮। যোগী, ৫৯। ব্যক্তাব্যক্ত, ৬০। সনাতন, ৬১। কালাধক্ষ্য, ৬২। প্রজাধক্ষ্য, ৬৩। বিশ্বকর্ম্মা, ৬৪। তমোনুদ, ৬৫। বরুণ, ৬৬। সাগর, ৬৭। অংশু, ৬৮। জীমূত, ৬৯। জীবন, ৭০। অরিহা, ৭১। ভূতাশ্রয়, ৭২। ভূতপতি, ৭৩। সর্ব্বলোকনমস্কৃত, ৭৪। স্রষ্টা, ৭৫। সংবর্ত্তক, ৭৬। বহ্নি, ৭৭। সর্ব্বাদি, ৭৮। অলোলুপ, ৭৯। অনন্ত, ৮০। কপিল, ৮১। ভানু, ৮২। কামদ, ৮৩। সবর্বতোমুখ, ৮৪। জয়, ৮৫। বিশাল, ৮৬। বরদ, ৮৭। সর্ব্বধাতুনিষেচিতা, ৮৮। মনঃসুপর্ণ, ৮৯। ভূতাদি, ৯০। শীঘ্রগ, ৯১। প্রাণধারক, ৯২। ধন্বন্তরি, ৯৩। ধূমকেতু, ৯৪। আদিদেব, ৯৫। অদিতিসুত, ৯৬। দ্বাদশাত্মা, ৯৭। অরবিন্দাক্ষ, ৯৮। পিতা-মাতা-পিতামহ, ৯৯। স্বর্গদ্বার, ১০০। মোক্ষদ্বার ত্রিপিষ্টপ, ১০১। দেহকর্ত্তা, ১০২। প্রশান্তাত্মা, ১০৩। বিশ্বাত্মা, ১০৪। বিশ্বতোমুখ, ১০৫। চরাচরাত্মা, ১০৬। সূক্ষ্মাত্মা, ১০৭। মৈত্রেয়, ১০৮। করুণান্বিত—অমিততেজা স্তবনীয় সূর্য্যদেবের এই

সুরগণ-পিতৃযক্ষসেবিতং
হ্যসুরনিশাচরসিদ্ধবন্দিতম্।
বরকনকহুতাশনপ্রভং
প্রণিপতিতোঽস্মি হিতায় ভাস্করম্ ॥২৯
সূর্য্যোদয়ে যঃ সুসমাহিতঃ পঠেৎ
স পুত্রদারান্ ধনরত্নসঞ্চয়ান্।
লভেত জাতিস্মরতাং নরঃ সদা
ধৃতিঞ্চ মেধাঞ্চ স বিন্দতে পুমান্ ॥৩০
ইমং স্তবং দেববরস্য যো নরঃ
প্রকীর্ত্তয়েচ্ছুচিসুমনাঃ সমাহিতঃ।
বিমুচ্যতে শোকদবাগ্নিসাগরা-
ল্লভেত কামান্ মনসা যথেপ্সিতান্ ॥৩১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্তু ধৌম্যেন তৎকালসদৃশং বচঃ।
বিপ্রত্যাগসমাধিস্থঃ সংযতাত্মা দৃঢ়ব্রতঃ ॥৩২
ধর্ম্মরাজো বিশুদ্ধাত্মা তপ আতিষ্ঠদুত্তমম্।
পুষ্পোপহারৈর্বলিভিরর্চয়িত্বা দিবাকরম্ ॥৩৩

সোঽবগাহ্য জলং রাজা দেবস্যাভিমুখোঽভবৎ।
যোগমাস্থায় ধর্মাত্মা বায়ুভক্ষো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৩৪
গাঙ্গেয়ং বার্য্যুপস্পৃশ্য প্রাণায়ামেন তস্থিবান্।
শুচিঃ প্রযতবাগ্ ভূত্বা স্তোত্রমারব্ধবাংস্ততঃ ॥৩৫

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ত্বং ভানো জগতশ্চক্ষুস্ত্বমাত্মা সর্বদেহিনাম্।
ত্বং যোনিঃ সর্বভূতানাং ত্বমাচারঃ ক্রিয়াবতাম্ ॥৩৬
ত্বং গতিঃ সর্বসাংখ্যানাং যোগিনাং ত্বং পরায়ণম্।
অনাবৃতার্গলদ্বারং ত্বং গতিস্ত্বং মুমুক্ষতাম্ ॥৩৭
ত্বয়া সন্ধার্য্যতে লোকস্ত্বয়া লোকঃ প্রকাশ্যতে।
ত্বয়া পবিত্রীক্রিয়তে নির্ব্যাজং পাল্যতে ত্বয়া ॥৩৮

অষ্টোত্তর শত নাম ব্রহ্মা স্বয়ং বলিয়াছেন।১৬-২৮

দেবতাবৃন্দ পিতৃগণ ও যক্ষ প্রভৃতির দ্বারা সেবিত অসুর, রাক্ষস ও সিদ্ধগণের দ্বারা বন্দিত, উত্তম সুবর্ণ ও অগ্নির ন্যায় প্রভাশালী ভাস্করকে আমি লোকহিতের নিমিত্ত প্রণিপাত করিতেছি।২৯

সূর্য্যোদয়ের সময় যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে এই স্তব পাঠ করে, সে স্ত্রী, পুত্র, ধন, রত্ন, জাতিস্মরতা, ধৃতি এবং মেধা প্রাপ্ত হয়।৩০

যে ব্যক্তি দেববর সূর্য্যদেবের এই স্তব পবিত্র ও একাগ্রচিত্তে পাঠ করে, সে শোকদাবাগ্নিসাগর হইতে মুক্তিলাভ করে এবং নিজের অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হয়।৩১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহর্ষি ধৌম্য এইরূপ তৎকালোচিত উপদেশ প্রদান করিলে ধর্ম্মরাজ ব্রাহ্মণগণকে অন্নদান করিবার জন্য সংযত ও বিশুদ্ধচিত্তে দৃঢ়নিয়ম ধারণপূর্ব্বক উত্তম তপস্যা আরম্ভ করিলেন। প্রতিদিন অবগাহন স্নান করত পুষ্প ও নানাবিধ উপহারের দ্বারা সূর্য্যদেবের পূজা করিয়া বায়ুভক্ষণ পূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় হইয়া সূর্য্যের অভিমুখে অবস্থান করত যোগ অবলম্বনপূর্ব্বক তপস্যা করিতে লাগিলেন।৩২-৩৪

গঙ্গাজলে অবগাহনপূর্ব্বক প্রাণায়ামের দ্বারা শারীরিক ও মানসিক শুচিতা সম্পাদন করিয়া বাক্যসংযমসহকারে স্তোত্রপাঠ করিতে লাগিলেন।৩৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ভানো। তুমি জগতের চক্ষুস্বরূপ, তুমিই সর্ব্বপ্রাণীর আত্মা, তুমিই সর্ব্বভূতের উৎপত্তির কারণ এবং তুমিই শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াবানের আচারস্বরূপ।৩৬

তুমিই সাংখ্যমার্গাবলম্বী ও যোগী পুরুষগণের একমাত্র গতি এবং তুমিই মুক্তির প্রতিবন্ধক অজ্ঞানরূপ অর্গল উন্মোচন করত মুমুক্ষুগণের মুক্তির কারণ হইয়া থাক।৩৭

ত্বামুপস্থায় কালে তু ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ।
স্বশাখাবিহিতৈর্মন্ত্রৈরর্চন্ত্যৃষিগণার্চিতম্ ॥৩৯
তব দিব্যং রথং যান্তমনুযান্তি বরার্থিনঃ।
সিদ্ধচারণগন্ধর্বা যক্ষগুহ্যকপন্নগাঃ ॥৪০
ত্রয়স্ত্রিংশচ্চ বৈ দেবাস্তথা বৈমানিকা গণাঃ।
সোপেন্দ্রাঃ সমহেন্দ্রাশ্চ ত্বামিষ্ট্বা সিদ্ধিমাগতাঃ ॥৪১
উপযান্ত্যর্চয়িত্বা তু ত্বাং বৈ প্রাপ্তমনোরথাঃ।
দিব্যমন্দারমালাভিস্তূর্ণং বিদ্যাধরোত্তমাঃ ॥৪২
গুহ্যাঃ পিতৃগণাঃ সপ্ত যে দিব্যা যে চ মানুষাঃ।
তে পূজয়িত্বা ত্বামেব গচ্ছন্ত্যাশু প্রধানতাম্ ॥৪৩
বসবো মরুতো রুদ্রা যে চ সাধ্যা মরীচিপাঃ।
বালখিল্যাদয়ঃ সিদ্ধাঃ শ্রেষ্ঠত্বং প্রাণিনাং গতাঃ ॥৪৪

তুমিই লোকসকল ধারণ করিয়া আছ; তুমিই প্রকাশ করিতেছ; তুমিই পবিত্র করিতেছ এবং তুমি অকপটে পালন করিতেছ।৩৮

বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ স্বশাখোক্ত বেদমন্ত্রসমূহের দ্বারা তোমার উপস্থানপূর্ব্বক ঋষি ও দেবগণের দ্বারা অর্চ্চিত তোমারই অর্চ্চনা করিতেছেন।৩৯

সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব যক্ষ, গুহ্যক ও সর্পগণ বরার্থী হইয়া তোমারই চলমান দিব্য রথের অনুগমন করিয়া থাকেন।৪০

তেত্রিশটী দেবতা; বিমানে বিচরণকারী সিদ্ধগণ এবং দেবতাগণের ও উপেন্দ্রের সহিত দেবরাজ স্বয়ং তোমার অর্চ্চনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।৪১

দিব্য মন্দারপুষ্পের মাল্যসমূহের দ্বারা তোমারই অর্চ্চনা করত শ্রেষ্ঠ বিদ্যাধরগণ তোমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।৪২

গুহ্যক, পিতৃগণ, স্বর্গ ও মর্ত্ত্যলোকবাসিগণ সকলেই তোমার অর্চ্চনা করিয়াই প্রাধান্য প্রাপ্ত হইয়াছেন।৪৩

সব্রহ্মকেষু লোকেষু সপ্তস্বপ্যখিলেষু চ।
ন তদ্ভূতমহং মন্যে যদর্কাদতিরিচ্যতে ॥৪৫
সন্তি চান্যানি সত্ত্বানি বীর্য্যবন্তি মহান্তি চ।
ন তু তেষাং তথা দীপ্তিঃ প্রভাবো বা যথা তব ॥৪৬
জ্যোতীংষি ত্বয়ি সর্বাণি ত্বং সর্বং জ্যোতিষাং পতিঃ।
ত্বয়ি সত্যঞ্চ সত্ত্বঞ্চ সর্বে ভাবাশ্চ সাত্ত্বিকাঃ ॥৪৭
ত্বত্তেজসা কৃতং চক্রং সুনাভং বিশ্বকর্মণা।
দেবারীণাং মদো যেন নাশিতঃ শার্ঙ্গধন্বনা ॥৪৮
ত্বমাদায়াংশুভিস্তেজো নিদাঘে সর্বদেহিনাম্।
সর্বৌষধিরসানাঞ্চ পুনর্বর্ষাসু মুঞ্চসি ॥৪৯

বসুগণ, মরুদ্গণ, সাধ্য ও সূর্য্যরশ্মিপায়ী বালখিল্যগণ এবং সিদ্ধগণ সকলেই তোমার উপসনা করিয়াই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।৪৪

ব্রহ্মলোকসহিত উপরিতন সপ্তলোক ও অন্য সব লোকে এমন কোন প্রাণী দেখিতে পাইতেছি না; যে সূর্য্য হইতে অতিরিক্ত বা শ্রেষ্ঠ।৪৫

অন্য বহু বীর্য্যবান্ ও বৃহদাকার প্রাণিসমূহ বর্ত্তমান আছে; কিন্তু তাহাদের কাহারও দীপ্তি বা প্রভাব তোমার তুল্য নহে।৪৬

সকল জ্যোতিষ্ক তোমাতেই অবস্থিত এবং তুমিই সকল জ্যোতিষ্কের পতি; তোমাতেই সত্য; সত্ত্বগুণ এবং সকল সাত্ত্বিক ভাব বিদ্যমান আছে।৪৭

তোমার তেজকে অবলম্বন করিয়াই বিশ্বকর্ম্মা সুনাভ চক্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যে চক্রের দ্বারা বিষ্ণু অসুরগণের অহঙ্কার নাশ করিয়াছেন।৪৮

তুমিই গ্রীষ্মকালে নিজ রশ্মির দ্বারা সর্ব্ব প্রাণীর তেজ গ্রহণ করত বর্ষাকালে সকল ওষধির রসরূপে তাহা বর্ষণ কর।৪৯

তপন্ত্যন্যে দহন্ত্যন্যে গর্জন্ত্যন্যে যথা ঘনাঃ।
বিদ্যোতন্তে প্রবর্ষন্তি তব প্রাবৃষি রশ্ময়ঃ ॥৫০
ন তথা সুখয়ত্যগ্নির্ন প্রাবারা ন কম্বলাঃ।
শীতবাতার্দিতং লোকং যথা তব মরীচয়ঃ ॥৫১
ত্রয়োদশদ্বীপবতীং গোভির্ভাসয়সে মহীম্।
ত্রয়াণামপি লোকানাং হিতায়ৈকঃ প্রবর্ত্তসে ॥৫২
তব যদ্যুদয়ো ন স্যাদন্ধং জগদিদং ভবেৎ
ন চ ধর্মার্থকামেষু প্রবর্ত্তেরন্ মনীষিণঃ ॥৫৩
আধানপশুবন্ধেষ্টিমন্ত্রযজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
ত্বৎপ্রসাদাদবাপ্যন্তে ব্রহ্ম-ক্ষত্র-বিশাং গণৈঃ ॥৫৪
যদহর্ব্রহ্মণঃ প্রোক্তং সহস্রযুগসম্মিতম্।
তস্য ত্বমাদিরন্তশ্চ কালজ্ঞৈঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥৫৫

মনূনাং মনুপুত্রাণাং জগতোঽমানবস্য চ।
মন্বন্তরাণাং সর্বেষামীশ্বরাণাং ত্বমীশ্বরঃ ॥৫৬
সংহারকালে সম্প্রাপ্তে তব ক্রোধবিনিঃসৃতঃ।
সংবর্তকাগ্নিস্ত্রৈলোক্যং ভস্মীকৃত্যাবতিষ্ঠতে ॥৫৭
ত্বদ্দীধিতিসমুৎপন্না নানাবর্ণা মহাঘনাঃ।
সৈরাবতাঃ সাশনয়ঃ কুর্বন্ত্যাভূতসম্প্লবম্ ॥৫৮
কৃত্বা দ্বাদশধাত্মানং দ্বাদশাদিত্যতাং গতঃ।
সংহৃত্যৈকার্ণবং সর্বং ত্বং শোষয়সি রশ্মিভিঃ ॥৫৯
ত্বামিন্দ্রমাহুস্ত্বং রুদ্রস্ত্বং বিষ্ণুস্ত্বং প্রজাপতিঃ।
ত্বমগ্নিস্ত্বং মনঃ সূক্ষ্মং প্রভুস্ত্বং ব্রহ্ম শাশ্বতম্ ॥৬০
ত্বং হংসঃ সবিতা ভানুরংশুমালী বৃষাকপিঃ।
বিবস্বান্ মিহিরঃ পুষা মিত্রো ধর্মস্তথৈব চ ॥৬১

তোমারই কিছু সংখ্যক রশ্মি তাপ প্রদান করে, কিছু দাহ করে, কিছু বিদ্যুৎ হইয়া মেঘসমূহের মধ্যে চমকাইতে থাকে এবং কিছু মেঘ হইয়া গর্জ্জন করত বর্ষাকালে বর্ষণ করে।৫০

শীতকালের শীতল বায়ুর দ্বারা পীড়িত মানুষকে অগ্নি, বস্ত্র এবং কম্বলও তত আনন্দ দেয় না, তোমার রশ্মিসমূহ যত আনন্দ দেয়।৫১

* তেরটী দ্বীপের সহিত সমস্ত পৃথিবীকে তুমি সমুদ্ভাসিত কর এবং তুমি এককই স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও অন্তরিক্ষ এই তিন লোকের হিতের জন্য প্রবৃত্ত হও।৫২

তুমি উদিত না হইলে জগৎ অন্ধকারে আবৃত হইত এবং বেদবিদ্ মনীষিগণ ধর্ম্ম, অর্থ ও কামরূপ পুরুষার্থলাভে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন না।৫৩

তোমার প্রসাদেই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ অগ্ন্যাধান; পশুবধ, ইষ্টি (পূজা), মন্ত্র, যজ্ঞ, তপস্যা এবং অন্যান্য কর্ম্মসমূহ অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হন।৫৪

সহস্রচতুর্যুগরূপ ব্রহ্মার যে দিনের কথা শাস্ত্রে আছে, কালজ্ঞ পুরুষগণ তোমাকেই তাহার আদি ও অন্তরূপে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ৫৫

মনুগণ, মনুপুত্রগণ, সমস্ত জগৎ, (ব্রহ্মলোকাদি গমনকারী) অমানব পুরুষগণ, (মন্বন্তর সমূহ) এবং ইন্দ্রাদি ঐশ্বর্য্যশালী সকল পুরুষের তুমিই ঈশ্বর।৫৬

প্রলয়কালে তোমার ক্রোধ হইতে সমুত্থিত সংবর্ত্তকনামক অগ্নি ত্রৈলোক্যকে ভস্মীভূত করিয়া অবস্থান করে।৫৭

তোমার রশ্মিসমূহ হইতে সমুৎপন্ন নানাবর্ণের মহামেঘসমূহ ঐরাবত এবং বিদ্যুদ্গণের সহিত সমস্ত জগৎকে প্লাবিত করে।৫৮

তুমি নিজেকে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া দ্বাদশ আদিত্যের রূপ ধারণ করত জগৎকে সংহার করিয়া একমাত্র সমুদ্রে পরিণত জগতের সমস্ত জল রশ্মিসমূহের দ্বারা শোষণ কর।৫৯

তুমিই ইন্দ্র, তুমিই রুদ্র. তুমিই বিষ্ণু, তুমিই প্রজাপতি, তুমিই অগ্নি, তুমিই সূক্ষ্ম মন, তুমিই প্রভু

---

* জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর – এই সপ্তদ্বীপা পৃথিবী ; কিন্তু এখানে ত্রয়োদশদ্বীপা পৃথিবী বলা হইয়াছে। লঙ্কা. সুদর্শন প্রভৃতি ছয়টি উপদ্বীপ এই স্থলে গণনা করিতে হইবে।

সহস্ররশ্মিরাদিত্যস্তপনস্ত্বং গবাম্পতিঃ।
মার্ত্তণ্ডোঽর্কো রবিঃ সূর্য্যঃ শরণ্যো দিনকৃৎ
তথা ॥৬২

দিবাকরঃ সপ্তসপ্তির্ধামকেশী বিরোচনঃ।
আশুগামী তমোঘ্নশ্চ হরিতাশ্বশ্চ কীর্ত্ত্যসে ॥৬৩
সপ্তম্যামথবা ষষ্ঠ্যাং ভক্ত্যা পূজাং করোতি যঃ।
অনির্বিণ্ণোঽনহঙ্কারী তং লক্ষ্মীর্ভজতে নরম্ ॥৬৪
ন তেষামাপদঃ সন্তি নাধয়ো ব্যাধয়স্তথা।
যে তবানন্যমনসঃ কুর্বন্ত্যর্চনবন্দনম্ ॥৬৫
সর্বরোগৈর্বিরহিতাঃ সর্বপাপবিবর্জ্জিতাঃ।
ত্বদ্ভাবভক্তাঃ সুখিনো ভবন্তি চিরজীবিনঃ ॥৬৬
ত্বং মমাপন্নকামস্য সর্বাতিথ্যং চিকীর্ষতঃ।
অন্নমন্নপতে দাতুমভিতঃ শ্রদ্ধয়ার্হসি ॥৬৭

যে চ তেঽনুচরাঃ সর্বে পাদোপান্তং সমাশ্রিতাঃ।
মাঠরারুণদণ্ডাদ্যাস্তাংস্তান্ বন্দেঽশনিক্ষুভান্ ॥৬৮
ক্ষুভয়া সহিতা মৈত্রী যাশ্চান্যা ভূতমাতরঃ।
তাশ্চ সর্বা নমস্যামি পান্তু মাং শরণাগতম্ ॥৬৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং স্তুতো মহারাজ ভাস্করো লোকভাবনঃ।
ততো দিবাকরঃ প্রীতো দর্শয়ামাস পাণ্ডবম্!
দীপ্যমানঃ স্ববপুষা জ্বলন্নিব হুতাশনঃ ॥৭০

বিবস্বানুবাচ।

যত্তেঽভিলষিতং কিঞ্চিৎ তৎ ত্বং সর্বমবাপ্স্যসি।
অহমন্নং প্রদাস্যামি সপ্ত পঞ্চ চ তে সমাঃ ॥৭১
গৃহ্ণীষ্ব পিঠরং তাম্রং ময়া দত্তং নরাধিপ।
যাবদ্ বৎস্যতি পাঞ্চালী পাত্রেণানেন সুব্রত ॥৭২

এবং তুমিই শাশ্বত ব্রহ্ম।৬০

তুমিই হংস (শুদ্ধস্বরূপ), সবিতা (জগতের উৎপাদক), ভানু, অংশুমালী, বৃষাকপি (ধর্মরক্ষক), বিবস্বান্, মিহির (জলবর্ষী), পূষা, মিত্র, ধর্ম্ম, সহস্ররশ্মি, আদিত্য, তপন, গবাম্পতি, মার্ত্তণ্ড, অর্ক, রবি, সূর্য্য, শরণ্য, দিনকৃৎ, দিবাকর, সপ্তসপ্তি (সপ্তাশ্ববাহন), ধামকেশী (জ্যোতির্ময় কিরণযুক্ত), বিরোচন, আশুগামী, তমোঘ্ন (অন্ধকারনাশক) ও হরিতাশ্ব প্রভৃতি নামে কীর্ত্তিত হও।৬১-৬৩

যে ব্যক্তি নির্ব্বেদশূন্য ও অহঙ্কাররহিত হইয়া ষষ্ঠী বা সপ্তমী তিথিতে ভক্তিভরে তোমার পূজা করে, লক্ষ্মী তাহাকে আশ্রয় করে।৬৪

যে অনন্যচিত্ত হইয়া তোমার অর্চ্চনা ও বন্দনা করে, তাহার আপদ-বিপদ, আধি (মানস দুঃখ) ও ব্যাধি অর্থাৎ শারীর দুঃখ কখনও হয় না।৬৫

সর্ব্ব রোগ ও সর্ব্ব পাপশূন্য হইয়া তোমার প্রেমপূর্ণ ভক্তগণ সুখী এবং চিরজীবী হয়।৬৬

আমি সকলের আতিথ্য করিবার জন্য অন্নপ্রার্থী হইয়া শ্রদ্ধার সহিত তোমার শরণাগত হইয়াছি, হে অন্নপতে। আমাকে কৃপা করিয়া অন্ন দান করুন।৬৭

মাঠর, আরুণ এবং দণ্ড প্রভৃতি তোমার যে সকল অনুচর তোমার চরণকমলে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে, যাহারা বিদ্যুৎকেই ক্ষুভিত করিতে সমর্থ, আমি তাহাদিগকে বন্দনা করিতেছি।৬৮

ক্ষুভার সহিত মৈত্রী এবং গৌরী প্রভৃতি অন্যান্য ভূতমাতাগণকে আমি নমস্কার করিতেছি, তাঁহারা শরণাগত আমাকে রক্ষা করুন।৬৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে মহারাজ। যুধিষ্ঠির এইরূপে লোকভাবন ভাস্করের স্তব করিলে, দিবাকর প্রজ্বলিত হুতাশনের ন্যায় স্বতেজে দেদীপ্যমান হইয়া পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে দর্শন দিলেন।৭০

সূর্য্য বলিলেন,—যাহা তোমার অভিলষিত বস্তু,

ফলমূলামিষং শাকং সংস্কৃতং যন্মহানসে।
চতুর্বিধং তদন্নাদ্যমক্ষয্যং তে ভবিষ্যতি ॥৭৩
ইতশ্চতুর্দশে বর্ষে ভূয়ো রাজ্যমবাপ্স্যসি।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা তু ভগবাংস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥৭৪
ইমং স্তবং প্রযতমনাঃ সমাধিনা
পঠেদিহান্যোঽপি বরং সমর্থয়ন্।
তৎ তস্য দদ্যাচ্চ রবির্মনীষিতং
তদাপ্নুয়াদ্ যদ্যপি তৎ সুদুর্লভম্ ॥৭৫
যশ্চেদং ধারয়েন্নিত্যং শৃণুয়াদ্ বাপ্যভীক্ষ্ণশঃ।
পুত্রার্থী লভতে পুত্রং ধনার্থী লভতে ধনম্।
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং পুরুষোঽপ্যথবা স্ত্রিয়ঃ ॥৭৬

উভে সন্ধ্যে পঠেন্নিত্যং নারী বা পুরুষো যদি।
আপদং প্রাপ্য মুচ্যেত বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥৭৭
এতদ্ ব্রহ্মা দদৌ পূর্বং শক্রায় সুমহাত্মনে।
শক্রাচ্চ নারদঃ প্রাপ্তো ধৌম্যস্তু তদনন্তরম্।
ধৌম্যাদ্ যুধিষ্ঠিরঃ প্রাপ্য সর্বান্ কামানবাপ্তবান্ ॥৭৮
সংগ্রামে চ জয়েন্নিত্যং বিপুলং চাপ্নুয়াদ্ বসু।
মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যঃ সূর্য্যলোকং স গচ্ছতি ॥৭৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

লব্ধ্বা বরং তু কৌন্তেয়ো জলাদুত্তীর্য্য ধর্মবিৎ।
জগ্রাহ পাদৌ ধৌম্যস্য ভ্রাতৄংশ্চ পরিষস্বজে ॥৮০

তাৎসকলই তুমি প্রাপ্ত হইবে। তোমার বনবাসের বার বৎসরব্যাপী আমি তোমাকে অন্ন প্রদান করিব।৭১

আমার প্রদত্ত এই তামার হাঁড়িটী গ্রহণ কর। যে পর্য্যন্ত পাঞ্চালী (দ্রৌপদী) এই পাত্র লইয়া রন্ধনগৃহে অবস্থান করিবে অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত দ্রৌপদী স্বয়ং ভোজন না করিয়া পরিবেশন করিতে থাকিবে, সে পর্য্যন্ত এই পাত্রে ফল, মূল, শাক এবং মহানসে (চুল্লীতে) পাককরা মৎস্য, মাংসাদি আমিষরূপ চতুর্বিধ অন্নই অক্ষয় হইয়া অবস্থান করিবে।৭২-৭৩

এখন হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষে তুমি পুনরায় রাজ্য প্রাপ্ত হইবে। বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই বলিয়া ভগবান্ সূর্য্যদেব সেই স্থানেই অন্তর্ধান করিলেন।৭৪

যদি অন্য কেহও সংযত-চিত্তে একাগ্রতা-সহকারে বর প্রার্থনা করিয়া এই স্তব পাঠ করে, তাহার প্রার্থনীয় বস্তু সুদুর্ল্লভ হইলেও সূর্য্যদেব তাহার অভিলষিত পূর্ণ করিবেন।৭৫

যদি কেহ এই স্তোত্রকে প্রতিদিন ধারণ করে অথবা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করে, সে স্ত্রীই হউক অথবা পুরুষই হউক; পুত্রার্থী হইলে পুত্র, ধনার্থী হইলে ধন এবং বিদ্যার্থী হইলে বিদ্যা লাভ করিবে।৭৬

স্ত্রীই হউক অথবা পুরুষই হউক, যদি কেহ উভয় সন্ধ্যায় এই স্তব পাঠ করে, তবে বিপদে পতিত হইলে ও বন্ধনাদি প্রাপ্ত হইলে সে 'তাহা হইতে মুক্ত হয়।৭৭

এই স্তব প্রথমে ব্রহ্মা ইন্দ্রকে উপদেশ করিয়াছিলেন, ইন্দ্র নারদকে এবং নারদ ধৌম্যকে উপদেশ করিয়াছিলেন; ধৌম্যের নিকট হইতে যুধিষ্ঠির প্রাপ্ত হইয়া সকল অভীষ্ট প্রাপ্ত হইলেন।৭৮

এই স্তোত্র পাঠের ফলে যুদ্ধে জয়লাভ করা যায়, বিপুল ধন লাভ করা যায় এবং অবশেষে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া সূর্য্যলোক পর্য্যন্ত লাভ করা যায়।৭৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—উক্ত বর প্রাপ্ত হইয়া ধর্মজ্ঞ কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির জল হইতে উঠিয়া পুরোহিত

দ্রৌপদ্যা সহ সঙ্গম্য বন্দ্যমানস্তয়া প্রভুঃ।
মহানসে তদানীং তু সাধয়ামাস পাণ্ডবঃ ॥৮১
সংস্কৃতং প্রসবং যাতি স্বল্পমন্নং চতুর্বিধম্।
অক্ষয্যং বর্ধতে চান্নং তেন ভোজয়তে দ্বিজান্ ॥৮২
ভুক্তবৎসু চ বিপ্রেষু ভোজয়িত্বানুজানপি।
শেষং বিঘসসংজ্ঞং তু পশ্চাদ্ ভুঙ্‌ক্তে যুধিষ্ঠিরঃ ॥৮৩
যুধিষ্ঠিরং ভোজয়িত্বা শেষমশ্নাতি পার্ষতী।
দ্রৌপদ্যাং ভুজ্যমানায়াং তদন্নং ক্ষয়মেতি চ।
এবং দিবাকরাৎ প্রাপ্য দিবাকরসমপ্রভঃ ॥৮৪
কামান্ মনোঽভিলষিতান্ ব্রাহ্মণেভ্যোঽদদাৎ প্রভুঃ।
পুরোহিতপুরোগাশ্চ তিথিনক্ষত্রপর্বসু।
যজ্ঞিয়ার্থঃ প্রবর্ত্তন্তে বিধিমন্ত্রপ্রমাণতঃ ॥৮৫
ততঃ কৃতস্বস্ত্যয়না ধৌম্যেন সহ পাণ্ডবাঃ।
দ্বিজসঙ্ঘৈঃ পরিবৃতাঃ প্রযযুঃ কাম্যকং বনম্ ॥৮৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি অরণ্যযাত্রাপর্বণি
কাম্যকবনপ্রবেশে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥৩

ধৌম্যের পাদবন্দনা করিলেন এবং ভ্রাতৃগণকে আলিঙ্গন করিলেন।৮০

যুধিষ্ঠির ঐ পাত্র লইয়া দ্রৌপদীর সহিত মিলিত হইলেন এবং দ্রৌপদী তাঁহাকে প্রণাম করিলে পর তিনি তাহার দ্বারা চুল্লীতে ঐ পাত্র চড়াইয়া পূর্বোক্ত চতুর্বিধ অন্ন প্রস্তুত করাইলেন।৮১

ঐ পাত্রে প্রস্তুত অন্ন স্বল্প হইলেও বর্দ্ধিত হইয়া অক্ষয়তা প্রাপ্ত হইত এবং যুধিষ্ঠির সেই অন্নের দ্বারা দ্বিজগণকে ভোজন করাইতেন।৮২

ব্রাহ্মণগণের ভোজন শেষ হইলে যুধিষ্ঠির অনুজ ভ্রাতৃগণকে ভোজন করাইয়া অবশেষে বিঘসাখ্য সেই অন্ন ভোজন করিতেন।৮৩

যুধিষ্ঠিরকে ভোজন করাইয়া দ্রৌপদী স্বয়ং ভোজন করিতেন ; দ্রৌপদী ভোজনের পর সেই অ ক্ষয় প্রাপ্ত হইত। এইরূপে সূর্য্যদেবের নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হইয়া সূর্যসদৃশপ্রভাসম্পন্ন ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সকল অভীষ্ট অন্ন ব্রাহ্মণগণকে দিতে লাগিলেন এবং বিশেষ বিশেষ তিথি, নক্ষত্র ও পর্বকালে (চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমাদি) পুরোহিতকে অগ্রে লইয়া যজ্ঞিয় অন্ন প্রস্তুত করাইয়া বিধিপূর্বক মন্ত্র দ্বারা অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতেন।৮৪-৮৫

তৎপরে স্বস্তিবাচন করাইয়া পাণ্ডবগণ বিপ্রগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া ধৌম্যের সহিত কাম্যক বনে গমন করিলেন।৮৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অরণ্যযাত্রাপর্ব্বে
কাম্যকবনপ্রবেশনামক তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

[ধৃতরাষ্ট্রায় বিদুরস্য হিতোপদেশঃ, তেন ক্রুদ্ধস্য ধৃতরাষ্ট্রস্য অন্তঃপুরে গমনঞ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বনং প্রবিষ্টেষ্বথ পাণ্ডবেষু
প্রজ্ঞাচক্ষুস্তপ্যমানোঽম্বিকেয়ঃ।
ধর্ম্মাত্মানং বিদুরমগাধবুদ্ধিং
সুখাসীনো বাক্যমুবাচ রাজা ॥১

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

প্রজ্ঞা চ তে ভার্গবস্যেব শুদ্ধা
ধর্ম্মঞ্চ ত্বং পরমং বেত্থ সূক্ষ্মম্।
সমশ্চ ত্বং সম্মতঃ কৌরবাণাং
পথ্যং চৈষাং মম চৈব ব্রবীহি ॥২
এবংগতে বিদুর যদদ্য কার্য্যং
পৌরাশ্চেমে কথমস্মান্ ভজেরন্।
তে চাত্যস্মান্ নোদ্ধরেয়ুঃ সমূলাং-
স্তত্ত্বং ব্রূয়াঃ সাধুকার্য্যাণি বেৎসি ॥৩

বিদুর উবাচ।

ত্রিবর্গোঽয়ং ধর্ম্মমূলো নরেন্দ্র
রাজ্যং চেদং ধর্ম্মমূলং বদন্তি।
ধর্ম্মে রাজন্ বর্ত্তমানঃ স্বশক্ত্যা
পুত্রান্ সর্বান্ পাহি পাণ্ডোঃ সুতাংশ্চ ॥৪

স বৈ ধর্ম্মো বিপ্রলব্ধঃ সভায়াং
পাপাত্মভিঃ সৌবলেয়প্রধানৈঃ।
আহূয় কুন্তীসুতমক্ষবত্যাং
পরাজৈষীৎ সত্যসন্ধং সুতস্তে ॥৫

চতুর্থ অধ্যায়।

[বিদুর কর্ত্তৃক রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে হিতোপদেশ এবং রুষ্ট হইয়া ধৃতরাষ্ট্রের অন্তঃপুরে গমন]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পাণ্ডবগণ বনে গমন করিলে প্রজ্ঞাচক্ষু অম্বিকানন্দন রাজা ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে অনুতপ্ত হইলেন। তিনি অগাধবুদ্ধি ধর্ম্মাত্মা বিদুরকে আহ্বান করত নিজে সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে এইরূপ বাক্য বলিলেন।১

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—বিদুর! তোমার বুদ্ধি ভৃগুতনয় শুক্রাচার্য্যের ন্যায় বিশুদ্ধ, তুমি ধর্ম্মের পরম সূক্ষ্ম তত্ত্ব জান, তুমি সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন এবং কৌরবগণ ও পাণ্ডবগণ উভয় পক্ষই তোমাকে সম্মান দেয়, সুতরাং যাহা আমার এবং পাণ্ডবগণের পক্ষে হিতকর, তাহাই বল।২

বিদুর! এইরূপ অবস্থায় আমার পক্ষে যাহা কর্ত্তব্য তাহাই বল। এই পুরবাসিগণ কি প্রকারে আমাদের প্রতি অনুরক্ত থাকিবে? এমন কোন উপায় বল, যাহাতে পাণ্ডবগণ আমাদিগকে সমূলে উৎপাটন করিতে না পারে। তুমি সাধু কার্য্যের স্বরূপ জান, সুতরাং তুমি আমাকে সাধু কর্ত্তব্যের উপদেশ কর।৩

বিদুর বলিলেন,—ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গের মূল ধর্ম্ম এবং রাজ্যেরও মূল ধর্ম্মই, ইহা ধর্ম্মবিদ্গণ বলিয়া থাকেন। সুতরাং মহারাজ! আপনি নিজ শক্তি অনুসারে ধর্ম্মরক্ষাপূর্ব্বক সমস্ত নিজপুত্র এবং পাণ্ডুপুত্রগণকে পালন করুন।৪

শকুনিমুখ্য পাপাত্মাগণ দ্যূতসভায় সেই ধর্ম্মের সহিত প্রবঞ্চনা করিয়াছে। সত্যসন্ধ কুন্তীপুত্রকে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করিয়া কপট পাশায় তাহাদিগকে অন্যায়পূর্ব্বক পরাজিত করিয়াছে।৫

এতস্য তে দুষ্প্রণীতস্য রাজ-
ন্নেষস্যাহং পরিপশ্যাম্যুপায়ম্।
যথা পুত্রস্তব কৌরব্য পাপা-
ন্মুক্তো লোকে প্রতিতিষ্ঠেত সাধু ॥৬

তদ্ বৈ সর্বং পাণ্ডুপুত্রা লভন্তাং
যৎ তদ্ রাজন্নভিসৃষ্টং ত্বয়াসীৎ।
এষ ধর্ম্মঃ পরমো যৎ স্বকেন
রাজা তুষ্যেন্ন পরস্বেষু গৃধ্যেৎ ॥৭

যশো ন নশ্যেজ্‌জ্ঞাতিভেদশ্চ ন স্যাদ্
ধর্ম্মো ন স্যান্নৈব চৈবং কৃতে ত্বাম্।
এতৎ কার্য্যং তব সর্বপ্রধানং
তেষাং তুষ্টিঃ শকুনেশ্চাবমানঃ ॥৮

এবং শেষং যদি পুত্রেষু তে স্যা-
দেতদ্ রাজংস্ত্বরমাণঃ কুরুষ্ব।
তথৈতদেবং ন করোষি রাজন্
ধ্রুবং কুরূণাং ভবিতা বিনাশঃ ॥৯

ন হি ক্রুদ্ধো ভীমসেনোঽর্জ্জুনো বা
শেষং কুর্য্যাচ্ছাত্রবাণামনীকে।
যেষাং যোদ্ধা সব্যসাচী কৃতাস্ত্রো
ধনুর্যেষাং গাণ্ডিবং লোকসারম্ ॥১০

যেষাং ভীমো বাহুশালী চ যোদ্ধা
তেষাং লোকে কিন্নু নপ্রাপ্যমস্তি।
উক্তং পূর্বং জাতমাত্রে সুতে তে
ময়া যৎ তে হিতমাসীৎ তদানীম্ ॥১১

পুত্রং ত্যজেমমহিতং কুলস্য
হিতং পরং ন চ তৎ ত্বং চকর্থ।
ইদঞ্চ রাজন্ হিতমুক্তং ন চেৎ ত্ব-
মেবং কর্ত্তা পরিতপ্তাসি পশ্চাৎ ॥১২

যদ্যেতদেবমনুমন্তা সুতস্তে
সম্প্রীয়মাণঃ পাণ্ডবৈরেকরাজ্যম্।
তাপো ন তে ভবিতা প্রীতিযোগা-
ন্ন চেন্নিগৃহ্ণীষ্ব সুতং সুখায় ॥১৩

হে রাজন্। কৌরব! এই দুষ্কর্ম্মের শান্তির উপায় আমি জানি, যাহার দ্বারা আপনার পুত্র ঐ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।৬

হে রাজন্। যে (ইন্দ্রপ্রস্থ) রাজ্য আপনি পাণ্ডবগণকে দিয়াছিলেন, তাহারা তাহা পুনরায় প্রাপ্ত হউক। রাজার ইহাই পরম ধর্ম্ম যে, সে নিজের রাজ্যেই সন্তুষ্ট থাকিবে, অন্যের ধনে লোভ করিবে না।৭

এইরূপ করিলে আপনার যশ নষ্ট হইবে না, জ্ঞাতির সহিত বিচ্ছেদ হইবে না এবং আপনার ধর্ম্মও নষ্ট হইবে না। সর্ব পাণ্ডবগণের তুষ্টি বিধান এবং শকুনির অবমান—ইহাই এখন আপনার সর্বপ্রধান কার্য্য।৮

এইরূপ করিলে আপনার পুত্রগণের ভাগ্যে অবশিষ্ট রাজ্য থাকিয়া যাইতে পারে; সুতরাং আপনি খুব শীঘ্রই এই কাজটী করিয়া ফেলুন; হে হে রাজন্। যদি আপনি এই কাজ না করেন, তবে নিশ্চিত জানিবেন কৌরবগণের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী ৯

(আপনি ইহা কখনই ধারণা করিবেন না যে,) ক্রুদ্ধ ভীম ও অর্জ্জুন যুদ্ধে শত্রুসৈন্যের শেষ রাখিবে। যে পাণ্ডবগণের মধ্যে কৃতাস্ত্র (অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ) সব্যসাচী অর্জ্জুনের ন্যায় যোদ্ধা বিদ্যমান, গাণ্ডীবের ন্যায় ত্রীলোকের শ্রেষ্ঠ ধনু যাহার আছে এবং বাহুবলে অমিতবীর্য্যসম্পন্ন ভীমসেন যাহাদের যোদ্ধা, এজগতে তাহাদের অপ্রাপ্য কিছুই নাই। আপনার পুত্র দুর্য্যোধন জন্মিবামাত্রই তৎকালীন হিতের কথা ভাবিয়া আমি আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম।১০-১১

আপনি কুলের ধ্বংসকারী এই পুত্রকে পরিত্যাগ করুন, আপনি তখন আমার কথা শুনেন নাই।

দুর্য্যোধনং ত্বহিতং বৈ নিগৃহ্য
পাণ্ডোঃ পুত্রং কুরুম্বাধিপত্যে।
অজাতশত্রুর্হি বিমুক্তরাগো
ধর্ম্মেণেমাং পৃথিবীং শাস্তু রাজন্ ॥১৪
ততো রাজন্ পার্থিবাঃ সর্ব্ব এব
বৈশ্যা ইবাস্মানুপতিষ্ঠন্তু সদ্যঃ।
দুর্য্যোধনঃ শকুনিঃ সূতপুত্রঃ
প্রীত্যা রাজন্ পাণ্ডুপুত্রান্ ভজন্তু ॥১৫
দুঃশাসনো যাচতু ভীমসেনং
সভামধ্যে দ্রুপদস্যাত্মজাঞ্চ।
যুধিষ্ঠিরং ত্বং পরিসান্ত্বয়স্ব
রাজ্যে চৈনং স্থাপয়স্বাভিপূজ্য ॥১৬

ত্বয়া পৃষ্টঃ কিমহমন্যদ্ বদেয়-
মেতৎ কৃত্বা কৃতকৃত্যোঽসি রাজন্ ॥১৭

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

এতদ্ বাক্যং বিদুর যত্তে সভায়া-
মিহ প্রোক্তং পাণ্ডবান্ প্রাপ্য মাঞ্চ।
হিতং তেষামহিতং মামকানা-
মেতৎ সর্ব্বং মম নাবৈতি চেতঃ ॥১৮

ইদং ত্বিদানীং গত এব নিশ্চিতং
তেষামর্থে পাণ্ডবানাং যদাত্থ।
তেনাদ্য মন্যে নাসি হিতো মমেতি
কথং হি পুত্রং পাণ্ডবার্থে ত্যজেয়ম্ ॥১৯

রাজন্! এখনও আপনার পক্ষে যাহা হিতকর, তাহা বলিলাম, ইহাও যদি না করেন, তবে পরে আপনাকে অনুতাপ করিতে হইবে।১২

আপনার .পুত্র যদি সন্তুষ্টচিত্তে পাণ্ডবগণের সহিত একরাষ্ট্রে পরিণত করিবার এই ব্যবস্থা অনুমোদন করে, তবে কুরু ও পাণ্ডবগণের পরস্পর প্রীতি হওয়ায় আপনার মনে আর কোন দুঃখ থাকিবে না। উহার বিপরীত করিলে আপনি নিজ পুত্রকে নিগৃহীত অর্থাৎ শাসন করুন।১৩

কুলশত্রু দুর্য্যোধনকে নিগৃহীত করিয়া পাণ্ডুর জেষ্ঠ পুত্র যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য প্রদান করুন; অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির রাগমুক্ত হইয়া ধর্মানুসারে পৃথিবীর শাসন করিবে।১৪

হে মহারাজ! এইরূপ করিলে সমস্ত রাজগণ বৈশ্যগণের মত উপহার লইয়া তৎক্ষণাৎ আমাদের নিকট উপস্থিত হইবে। দুর্য্যোধন, শকুনি এবং সূতপুত্র কর্ণ প্রীতির সহিত পাণ্ডুপুত্রগণকে ভজনা করুক।১৫

দুঃশাসন সভার মধ্যে সকলের সম্মুখে ভীমসেন ও দ্রৌপদীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করুক এবং আপনি যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক সসম্মানে রাজ্যের রাজারূপে অধিষ্ঠিত করার ব্যবস্থা করুন।১৬

আপনি যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তখন আপনাকে ইহা ছাড়া অন্য কি বলিব? রাজন্! আপনি এইরূপ করিলে কৃতকৃত্য হইবেন।১৭

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—হে বিদুর! যাহা তুমি এখন আমাকে বলিতেছ, ইহা তুমি সভাতেও বলিয়াছিলে, ইহা পাণ্ডবগণের পক্ষাবলম্বন করিয়াই বলা হইয়াছে। ইহাতে তাহাদের হিত এবং আমার পুত্রদের অহিতই হইবে, সুতরাং তোমার এই পরামর্শ আমার হৃদয় মানিয়া লইতেছে না।১৮

এখন তুমি আমাকে যাহা বলিতেছ, ইহা পাণ্ডবগণের অনুকূল হওয়ায় বুঝিতেছি, তুমি পাণ্ডবগণেরই হিতকারী, আমাদের পুত্রদের নহে। আমার পুত্রদিগকে পরিত্যাগ করিয়া পাণ্ডবগণের পক্ষাবলম্বন করা আমার পক্ষে কি করিয়া সম্ভবপর হইবে?১৯

অসংশয়ং তেঽপি মমৈব পুত্রা
দুর্য্যোধনস্তু মম দেহাৎ প্রসূতঃ।
স্বং বৈ দেহং পরহেতোস্ত্যজেত
কো নু ব্রূয়াৎ সমতামন্ববেক্ষ্য ॥২০
স মাং জিহ্মং বিদুর সর্ব্বং ব্রবীষি
মানঞ্চ তেঽহমধিকং ধারয়ামি।
যথেচ্ছকং গচ্ছ বা তিষ্ঠ বা ত্বং
সুসান্ত্ব্যমানাপ্যসতী স্ত্রী জহাতি ॥২১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতাবদুক্ত্বা ধৃতরাষ্ট্রোঽন্বপদ্য-
দন্তর্বেশ্ম সহসোত্থায় রাজন্।
নেদমস্তীত্যথ বিদুরো ভাষমাণঃ
সম্প্রাদ্রবদ্ যত্র পার্থা বভূবুঃ ॥২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি অরণ্যযাত্রাপর্বণি বিদুর-বাক্যপ্রত্যাখ্যানে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥৪

ইহাতে সন্দেহ নাই যে, পাণ্ডবগণ আমার নিকট পুত্রতুল্য। কিন্তু দুর্য্যোধন আমার শরীর হইতে উৎপন্ন; সুতরাং যে ব্যক্তি উভয়কে সমান চক্ষে দেখে, তাহার পক্ষে পরের জন্য নিজ পুত্রকে ত্যাগ করিবার পরামর্শ দেওয়া কি সম্ভবপর ? ।২০

হে বিদুর! তুমি যাহা কিছু পরামর্শ আমাকে দিয়াছ, সবই কুটিলতাপূর্ণ, অথচ আমি তোমাকে অধিক সম্মান দিয়া থাকি। সুতরাং তুমি এখানে থাকিতেও পার কিংবা যথেচ্ছ গমনও করিতে পার, আমার কোনটাতেই আপত্তি নাই। পুনঃ পুনঃ বুঝাইলেও কুলটা স্ত্রী স্বামীকে পরিত্যাগই করে।২১

এই কথা বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র সহসা গাত্রোত্থান করিয়া অন্তঃপুরে গমন করিলেন এবং বিদুরও ঐ কথা বলিয়া বুঝিলেন যে, এ কুলের নাশ অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং যে স্থানে পাণ্ডবগণ আছেন, সেইখানে চলিয়া গেলেন।২২

শ্রীমম্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অরণ্যযাত্রাপর্ব্বে বিদুর-বাক্যপ্রত্যাখানে চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৪

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

[পাণ্ডবানাং কাম্যকবনে প্রবেশঃ, তত্র গত্বা পাণ্ডবৈঃ সহ বিদুরস্য মিলনম্, বার্ত্তালাপশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

পাণ্ডবাস্তু বনে বাসমুদ্দিশ্য ভরতর্ষভাঃ।
প্রযযুর্জাহ্নবীকূলাৎ কুরুক্ষেত্রং সহানুগাঃ ॥১
সরস্বতী-দৃষদ্বত্যৌ যমুনাঞ্চ নিষেব্য তে।
যযুর্বনেনৈব বনং সততং পশ্চিমাং দিশম্ ॥২
ততঃ সরস্বতীকূলে সমেষু মরুধন্বসু।
কাম্যকং নাম দদৃশুর্বনং মুনিজনপ্রিয়ম্ ॥৩

পঞ্চম অধ্যায়।

[পাণ্ডবগণের কাম্যকবনে প্রবেশ, বিদুরের সহিত উহাদের মিলন এবং আলাপ]

বৈশম্পায়ন বলিলে,—রাজন্! ভরতর্ষভ পাণ্ডবগণ বনে বাস করিবার উদ্দেশ্য অনুবর্ত্তিগণের সহিত গঙ্গাতীর হইতে কুরুক্ষেত্রে প্রস্থান করিলেন।১

উহারা সরস্বতী, দৃষদ্বতী ও যমুনা নদীর জলে স্নান ও পূজা করিয়া বনে বনে ক্রমশঃ পশ্চিমদিকে যাইতে লাগিলেন।২

তত্র তে ন্যবসন্ বীরা বনে বহুমৃগদ্বিজে ।
অন্বাস্যমানা মুনিভিঃ সান্ত্ব্যমানাশ্চ ভারত ॥৪

বিদুরস্ত্বথ পাণ্ডূনাং সদা দর্শনলালসঃ ।
জগামৈকরথেনৈব কাম্যকং বনমৃদ্ধিমৎ ॥৫

ততো গত্বা বিদুরঃ কাম্যকং ত-
চ্ছীঘ্রৈরশ্বৈর্বাহিনা স্যন্দনেন ।
দদর্শাসীনং ধর্মাত্মানং বিবিক্তে
সার্ধং দ্রৌপদ্যা ভ্রাতৃভির্ব্রাহ্মণৈশ্চ ॥৬

ততোঽপশ্যদ্ বিদুরং তূর্ণমারা-
দভ্যায়ান্তং সত্যসন্ধঃ স রাজা ।
অথাব্রবীদ্ ভ্রাতরং ভীমসেনং
কিন্নু ক্ষত্তা বক্ষ্যতি নঃ সমেত্য ॥৭

কচ্চিন্নায়ং বচনাৎ সৌবলস্য
সমাহ্বাতা দেবনায়োপযাতঃ ।
কচ্চিৎ ক্ষুদ্রঃ শকুনির্নায়ুধানি
জেষ্যত্যস্মান্ পুনরেবাক্ষবত্যাম্ ॥৮

সমাহূতঃ কেনচিদাদ্রবেতি
নাহং শক্তো ভীমসেনাপযাতুম্ ।
গাণ্ডীবে চ সংশয়িতে কথং নু
রাজ্যপ্রাপ্তিঃ সংশয়িতা ভবেন্নঃ ॥৯

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তত উত্থায় বিদুরং পাণ্ডবেয়াঃ
প্রত্যগৃহ্নন্ নৃপতে সর্ব এব ।
তৈঃ সৎকৃতঃ স চ তানাজমীঢ়ো
যথোচিতং পাণ্ডুপুত্রান্ সমেয়াৎ ॥১০

অনন্তর সরস্বতীর তীরভূমি ও মরুভূমি অতিক্রম করত তাঁহারা মুনিগণের প্রিয় কাম্যকবন দেখিতে পাইলেন ।৩

হে ভরতবংশাবতংস! বহুমৃগ ও সিদ্ধগণে পরিপূর্ণ সেই কাম্যকবনে মুনিগণের দ্বারা আপ্যায়িত হইয়া এবং তাঁহাদের সান্ত্বনাবাক্যে পরিতৃপ্ত হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন ।৪

অনন্তর বিদুর সদা পাণ্ডবগণের দর্শনলালসায় তপস্যাজনিত ঋদ্ধিসম্পন্ন সেই কাম্যকবনে এক রথেই গিয়া উপস্থিত হইলেন ।৫

তারপর বিদুর শীঘ্রগামী অশ্বগণের দ্বারা বাহিত রথে আরোহণ করিয়া (কাম্যকবনে) দ্রৌপদী, ভ্রাতৃবৃন্দ এবং ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত হইয়া নির্জ্জনে অবস্থিত ধর্ম্মরাজকে দর্শন করিলেন ।৬

অনন্তর সত্যপ্রতিজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির বিদুরকে ব্যস্ততার সহিত অভিমুখে অগ্রসর হইয়া নিকটস্থ হইতে দেখিয়া ভীমসেনকে বলিলেন—দেখ দেখি, মহাত্মা বিদুর বোধ হয় আমাদের নিকট কিছু আবশ্যকীয় কথা বলিতে আসিতেছেন ?৭

ইনি হয়ত শকুনির পরামর্শে পুনরায় দ্যূতক্রীড়ায় আমাদিগকে আহ্বান করিতে আসিয়াছেন। অথবা এমনও হইতে পারে যে, আমাদের অস্ত্রশস্ত্রগুলিও জয় করিবার উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্রহৃদয় শকুনি পুনরায় আমাদিগকে দ্যূতে আহ্বান করিয়াছে ।৮

ভীমসেন! কেহ যদি আমাকে 'আইস' বলিয়া আহ্বান করে, আমি তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিব না। কিন্তু হায় পুনরায় দ্যূতক্রীড়ায় যদি আমরা গাণ্ডীবকেও হারাইয়া ফেলি, তবে পুনরায় আমাদের রাজ্যপ্রাপ্তি বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইবে ?৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন;—হে রাজন্! তারপর পাণ্ডবগণ সকলে মিলিয়া উত্থিত হইয়া বিদুরের প্রত্যুদ্গমন করত অভ্যর্থনা করিলেন। অজমীঢ়-বংশীয় বিদুরও তাহাদের দ্বারা সৎকৃত হইয়া পাণ্ডুপুত্রগণের সহিত মিলিত হইলেন ।১০

সমাশ্বস্তং বিদুরং তে নরর্ষভা-
স্ততোঽপৃচ্ছন্নাগমনায় হেতুম্।
স চাপি তেভ্যো বিস্তরতঃ শশংস
যথাবৃত্তো ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকেয়ঃ ॥১১

বিদুর উবাচ।

অবোচন্মাং ধৃতরাষ্ট্রোঽনুগুপ্ত-
মজাতশত্রো পরিগৃহ্যাভিপূজ্য।
এবং গতে সমতামভ্যুপেত্য
পথ্যং তেষাং মম চৈব ব্রবীহি ॥১২

ময়াপ্যুক্তং যৎ ক্ষেমং কৌরবাণাং
হিতং পথ্যং ধৃতরাষ্ট্রস্য চৈব।
তদ্ বৈ তস্মৈ ন রুচামভ্যুপৈতি
ততশ্চাহং ক্ষেমমন্যন্ন মন্যে ॥১৩

পরং শ্রেয়ঃ পাণ্ডবেয়া ময়োক্তং
ন মে তচ্চ শ্রুতবানাম্বিকেয়ঃ।
যথাতুরস্যেব হি পথ্যমন্নং
ন রোচতে স্মাস্য তদুচ্যমানম্ ॥১৪

ন শ্রেয়সে নীয়তেঽজাতশত্রো
স্ত্রী শ্রোত্রিয়স্যেব গৃহে প্রদুষ্টা।
ধ্রুবং ন রোচেদ্ ভরতর্ষভস্য
পতিঃ কুমার্য্যাঃ ইব ষষ্টিবর্ষঃ ॥১৫

ধ্রুবং বিনাশো নৃপ কৌরবাণাং
ন বৈ শ্রেয়ো ধৃতরাষ্ট্রঃ পরৈতি।
যথা চ পর্ণে পুষ্করস্যাবসিক্তং
জলং ন তিষ্ঠেৎ পথ্যমুক্তং তথাস্মিন্ ॥১৬

ততঃ ক্রুদ্ধো ধৃতরাষ্ট্রোঽব্রবীন্মাং
যস্মিন্ শ্রদ্ধা ভারত তত্র যাহি।
নাহং ভূয়ঃ কাময়ে ত্বাং সহায়ং
মহীমিমাং পালয়িতুং পুরং বা ॥১৭

সমাশ্বস্ত বিদুরকে সেই রাজপুত্রগণ তথায় আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের ও তাঁহার যে আলাপ হইয়াছিল, তাহা যথাযথভাবে সবিস্তরে বর্ণনা করিতে লাগিলেন।১১

বিদুর বলিলেন,—হে অজাতশত্রো। তুমি বনে চলিয়া আসিলে ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে কতকটা অনুতপ্ত হইয়া আমাকে আদর ও সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক বলিলেন—বিদুর। কৌরব ও পাণ্ডব উভয়পক্ষের উপর সমান দৃষ্টি রাখিয়া এমন একটী পরামর্শ দাও যাহা আমাদের উভয়ের পক্ষেই কল্যাণজনক হয়।১২

আমিও কৌরব ও পাণ্ডব উভয় পক্ষের কল্যাণকর পরামর্শ প্রদান করিলাম। কিন্তু তাহা ধৃতরাষ্ট্রের মনঃপূত হইল না। কিন্তু আমিও উহা ভিন্ন অন্য কিছু উভয়পক্ষের হিতকর বলিয়া মনে করিতে পারিলাম না।১৩

হে পাণ্ডবগণ। আমি উভয় পক্ষের পরম শ্রেয়স্ক
পরামর্শই দিয়াছিলাম, কিন্তু অম্বিকাতনয় ধৃতরা
তাহা শুনিলেন না। যেমন রোগাতুরের নিকট পথ
অন্ন (হিতকর ভোজন) কখনই রুচিকর হয় ন
সেইরূপ আমার কথাও তাঁহার রুচিকর হইল না।১

হে অজাতশত্রো। যেমন অত্যন্ত দুষ্টা স্ত্রী শ্রোত্রি
ব্রাহ্মণের শ্রেয়ঃসম্পাদন করিতে পারে না এ
যেমন কুমারী স্ত্রীর নিকট ষাট বছরের বৃদ্ধ প
কখনও প্রিয় হয় না, তেমনই ভরতশ্রেষ্ঠ ধৃতরা
নিকট আমার হিত পরামর্শ রুচিকর হয় নাই।১৫

হে রাজন্। সুতরাং কৌরবগণের বিন
অবশ্যম্ভাবী এবং এই অবস্থায় ধৃতরাষ্ট্রও শ্রেয়োল
করিতে পারিবে না। যেমন পদ্মপুষ্পের পা
রক্ষিত জল থাকে না, সেইরূপ ধৃতরাষ্ট্রের নি
আমার এই হিতকর বচন স্থান পাইল না।১৬

সোঽহং ত্যক্তো ধৃতরাষ্ট্রেণ রাজ্ঞা
প্রশাসিতুং ত্বামুপযাতো নরেন্দ্র।
তদ্ বৈ সর্বং যন্ময়োক্তং সভায়াং
তদ্ ধার্য্যতাং যৎ প্রবক্ষ্যামি ভূয়ঃ ॥১৮

ক্লেশৈস্তীব্রৈর্যুজ্যমানঃ সপত্নৈঃ
ক্ষমাং কুর্বন্ কালমুপাসতে যঃ।
সংবর্ধয়ন্ স্তোকমিবাগ্নিমাত্মবান্
স বৈ ভুঙ্‌ক্তে পৃথিবীমেক এব ॥১৯

যস্যাবিভক্তং বসু রাজন্ সহায়ৈ-
স্তস্য দুঃখেঽপ্যংশভাজঃ সহায়াঃ।
সহায়ানামেষ সংগ্রহণেঽভ্যুপায়ঃ
সহায়াপ্তৌ পৃথিবীপ্রাপ্তিমাহুঃ ॥২০

সত্যং শ্রেষ্ঠং পাণ্ডব বিপ্রলাপং
তুল্যং চান্নং সহ ভোজ্যং সহায়ৈঃ।
আত্মা চৈষামগ্রতো ন স্ম পূজ্য
এবং বৃত্তির্বর্ধতে ভূমিপালঃ ॥২১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

এবং করিষ্যামি যথা ব্রবীষি
পরাং বুদ্ধিমুপগম্যাপ্রমত্তঃ।
যচ্চাপ্যন্যদ্দেশকালোপপন্নং
তদ্ বৈ বাচ্যং তৎ করিষ্যামি কৃৎস্নম্ ॥২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসক্যাং বনপর্বণি অরণ্যযাত্রাপর্বণি
বিদুরনির্বাসে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥৫

তারপর ধৃতরাষ্ট্র ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে বলিলেন—ভারত। তুমি যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইতে পার, এই রাজ্য বা নগরকে পালন করিতে আমি আর তোমার সাহায্য চাই না।১৭

হে রাজন্। সেই আমি ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তোমাকে হিতোপদেশ প্রদান করিতে আসিয়াছি। সভার মধ্যে আমি যে সকল উপদেশ তোমাকে দিয়াছি তাহা এবং পুনরায় এখন যাহা বলিব তাহা, তুমি স্মরণ করিয়া রাখিবে।১৮

শত্রুগণের দ্বারা তীব্র ক্লেশ প্রাপ্ত হইলেও কাল অপেক্ষা করিয়া উহাকে যে রাজা সহ্য করে এবং যে স্বল্প অগ্নি হইতে অগ্নির ক্রমবর্দ্ধনের ন্যায় নিজের অল্প শক্তিকে ঐ সময়ে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত করিতে পারে, সেই রাজা একাই সমস্ত পৃথিবীকে ভোগ করিতে পারে।১৯

রাজন্। যে রাজা নিজ ধনের দ্বারা সহায়কারীকে পোষণ করে অর্থাৎ সহায়ককে নিজ হইতে ভিন্ন মনে করে না, সহায়কগণ তাহার দুঃখে দুঃখী হয়। সহায়ককে সংগ্রহ করিবার ইহাই শ্রেষ্ঠ উপায়। সহায়ক প্রাপ্ত হইলে পৃথিবীর আধিপত্যও লাভ করা যায়,—ইহা নীতিজ্ঞগণ বলেন।২০

পাণ্ডুনন্দন। প্রলাপশূন্য সত্য কথা বলাই শ্রেষ্ঠ। সহায়কগণের সহিত একত্রে একই অন্ন ভোজন করিবে এবং তাহাদের সম্মুখে নিজের শ্রেষ্ঠতা বা পূজনীয়তা খ্যাপন করিবে না। এইভাবে যে রাজা চলে, সে-ই উন্নতি লাভ করে।২১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—আপনি যেরূপ উপদেশ করিলেন, আমি তাহা প্রমাদশূন্য হইয়া উত্তম বুদ্ধি অবলম্বন পূর্ব্বক পালন করিতে চেষ্টা করিব। দেশকালোচিত আরও যদি কিছু বক্তব্য থাকে, আপনি বলুন, আমি সে সমস্তও মনে রাখিয়া পালন করিতে চেষ্টা করিব।২২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অরণ্যযাত্রাপর্ব্বে
বিদুরনির্বাসনে পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৫

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ।

[বিদুরমানেতুং ধৃতরাষ্ট্রেণ প্রেষিতস্য সঞ্জয়স্য গমনম্, বিদুরস্যাগমনম্, তস্য সমীপে ধৃতরাষ্ট্রস্য ক্ষমাপ্রার্থনা চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

গতে তু বিদুরে রাজন্নাশ্রমং পাণ্ডবান্ প্রতি ।
ধৃতরাষ্ট্রো মহাপ্রাজ্ঞঃ পর্য্যতপ্যত ভারত ॥১
বিদুরস্য প্রভাবঞ্চ সন্ধিবিগ্রহকারিতম্ ।
বিবৃদ্ধিঞ্চ পরাং মত্বা পাণ্ডবানাং ভবিষ্যতি ॥২
স সভাদ্বারমাগম্য বিদুরস্মারমোহিতঃ ।
সমক্ষং পার্থিবেন্দ্রাণাং পপাতাবিষ্টচেতনঃ ॥৩
স তু লব্ধ্বা পুনঃ সংজ্ঞাং সমুত্থায় মহীতলাৎ ।
সমীপোপস্থিতং রাজা সঞ্জয়ং বাক্যমব্রবীৎ ॥৪
ভ্রাতা মম সুহৃচ্চৈব সাক্ষাদ্ ধর্ম ইবাপরঃ ।
তস্য স্মৃত্যাদ্য সুভৃশং হৃদয়ং দীর্য্যতীব মে ॥৫
তমানয়স্ব ধর্মজ্ঞং মম ভ্রাতরমাশু বৈ ।
ইতি ব্রুবন্ স নৃপতিঃ কৃপণং পর্য্যদেবয়ৎ ॥৬
পশ্চাত্তাপাভিসন্তপ্তো বিদুরস্মারমোহিতঃ ।
ভ্রাতৃস্নেহাদিদং রাজা সঞ্জয়ং বাক্যমব্রবীৎ ॥৭
গচ্ছ সঞ্জয় জানীহি ভ্রাতরং বিদুরং মম ।
যদি জীবতি রোষেণ ময়া পাপেন নির্ধুতঃ ॥৮
ন হি তেন মম ভ্রাতা সুসূক্ষ্মমপি কিঞ্চন ।
ব্যলীকং কৃতপূর্ব্বং বৈ প্রাজ্ঞেনামিতবুদ্ধিনা ॥৯
স ব্যলীকং পরং প্রাপ্তো মত্তঃ পরমবুদ্ধিমান্ ।
ত্যক্ষ্যামি জীবিতং প্রাজ্ঞ তং গচ্ছানয় সঞ্জয় ॥১০

ষষ্ঠ অধ্যায়

[বিদুরকে আনিতে ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সঞ্জয়ের গমন, বিদুরের আগমন এবং তাঁহার নিকট ধৃতরাষ্ট্রের ক্ষমা প্রার্থনা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে রাজন্ ভারত। বিদুর পাণ্ডবগণের উদ্দেশ্যে বহির্গত হইয়া তাহাদের কাম্যকবনস্থিত আশ্রমে গেলে মহাপ্রাজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র অনুতপ্ত হইলেন ।১

সন্ধি, বিগ্রহ প্রভৃতি বিষয়ে বিদুরের প্রভাব এবং তাঁহার পরমসূক্ষ্ম বুদ্ধির কথা চিন্তা করিয়া ভবিষ্যতে পাণ্ডবগণের অভ্যুদয়ের সম্ভাবনায় পরম চিন্তিত হইলেন ।২

ধৃতরাষ্ট্র বিদুরের কথা স্মরণ করত তাহার বিরহে মূর্চ্ছাগতপ্রায় হইয়া সভাগৃহের দ্বারে আগমনপূর্ব্বক অধীনস্থ রাজগণকে দর্শন করিতে করিতে চৈতন্য হারাইলেন ।৩

রাজা পুনরায় সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া ভূমি হইতে উঠিয়া সমীপস্থ সঞ্জয়কে এইরূপ বাক্য বলিতে লাগিলেন ।৪

বিদুর আমার ভাই, বিদুর আমার সুহৃদ্, বিদুর সাক্ষাৎ দ্বিতীয় ধর্ম্মস্বরূপ, সুতরাং আ তাহার পুনঃ পুনঃ স্মরণে আমার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছে ।৫

তুমি আমার ধর্ম্মজ্ঞ সেই ভাইকে শীঘ্র লইয়া আইস, এই কথা বলিয়া রাজা করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন ।৬

বিদুরের স্মরণে মোহ প্রাপ্ত এবং অনুতাপে দগ্ধ রাজা ভ্রাতৃস্নেহবশতঃ সঞ্জয়কে এই কথা বলিতে লাগিলেন ।৭

হে সঞ্জয় ! আমার ভাই বিদুর কোথায় আছে তাহা জানিবার জন্য শীঘ্র গমন কর, পাপী আমা দ্বারা তিরস্কৃত হইয়া অভিমানজনিত ক্রোধে এখনও জীবিত আছে কিনা জানি না ।৮

আমার সেই ভ্রাতা প্রাজ্ঞ অমিতপ্রতিভাসম্প কখনও অতিসূক্ষ্ম অপরাধও করে নাই ।৯

কিন্তু আমিই তাহার নিকট ভয়ানক অপরা

LIBRARY No. ....
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

তস্য তদ্‌বচনং শ্রুত্বা রাজ্ঞস্তমনুমান্য চ ।
সঞ্জয়ো বাঢ়মিত্যুক্ত্বা প্রাদ্রবৎ কাম্যকং প্রতি ॥১১
সোঽচিরেণ সমাসাদ্য তদ্ বনং যত্র পাণ্ডবাঃ ।
রৌরবাজিনসংবীতং দদর্শাথ যুধিষ্ঠিরম্ ॥১২
বিদুরেণ সহাসীনং ব্রাহ্মণৈশ্চ সহস্রশঃ ।
ভ্রাতৃভিশ্চাভিসংগুপ্তং দেবৈরিব পুরন্দরম্ ॥১৩
যুধিষ্ঠিরমুপাগম্য পূজয়ামাস সঞ্জয়ঃ ।
ভীমার্জ্জুনযমাশ্চাপি তদ্‌যুক্তং প্রতিপেদিরে ॥১৪
রাজ্ঞা পৃষ্টঃ স কুশলং সুখাসীনশ্চ সঞ্জয়ঃ ।
শশংসাগমনে হেতুমিদং চৈবাব্রবীদ্ বচঃ ॥১৫

সঞ্জয় উবাচ ।

রাজা স্মরতি তে ক্ষত্তর্ধ্ৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকাসুতঃ ।
তং পশ্য গত্বা ত্বং ক্ষিপ্রং সঞ্জীবয় চ পার্থিবম্ ॥১৬

সোঽনুমান্য নরশ্রেষ্ঠান্ পাণ্ডবান্ কুরুনন্দনান্ ।
নিয়োগাদ্ রাজসিংহস্য গন্তুমর্হসি সত্তম ॥১৭

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তস্তু বিদুরো ধীমান্ স্বজনবল্লভঃ ।
যুধিষ্ঠিরস্যানুমতে পুনরায়াদ্ গজাহ্বয়ম্ ॥১৮

তমব্রবীন্মহাতেজা ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকাসুতঃ ।
দিষ্ট্যা প্রাপ্তোঽসি ধর্মজ্ঞ দিষ্ট্যা স্মরসি মেঽনঘ ॥১৯

অদ্য রাত্রৌ দিবা চাহং ত্বৎকৃতে ভরতর্ষভ ।
প্রজাগরে প্রপশ্যামি বিচিত্রং দেহমাত্মনঃ ॥২০

সোঽঙ্কমানীয় বিদুরং মূর্দ্ধন্যাঘ্রায় চৈব হ ।
ক্ষম্যতামিতি চোবাচ যদুক্তোঽসি ময়ানঘ ॥২১

করিয়াছি। হে সঞ্জয়! তুমি শীঘ্র যাও এবং তাহাকে লইয়া আইস নতুবা আমি প্রাণ পরিত্যাগ করিব।১০

সঞ্জয় রাজার বচন শ্রবণে 'যথা আজ্ঞা' বলিয়া অচিরেই কাম্যকবনের প্রতি ধাবিত হইল এবং শীঘ্রই তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিল যে, রাজা যুধিষ্ঠির রুরুনামক মৃগচর্ম্ম ধারণ করত ভ্রাতৃগণের দ্বারা সুরক্ষিত এবং বিদুর ও ব্রাহ্মণগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া সুখাসনে উপবেশন করত দেবতাগণের দ্বারা সুরক্ষিত ও পরিবৃত ইন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছেন।১১-১৩

সঞ্জয় যুধিষ্ঠিরের নিকটস্থ হইয়া যুধিষ্ঠিরকে যথারীতি সম্মান প্রদর্শন করিল। ভীম, অর্জ্জুন, সহদেব ও নকুল সকলেই সেই সঞ্জয়কে তাহার উপযুক্ত আচরণ করিয়া সৎকার করিল।১৪

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের দ্বারা কুশল জিজ্ঞাসিত হইয়া সঞ্জয় সুখে উপবেশন করত নিজের আগমনের কারণ সকলকে এইরূপে বলিতে লাগিল।১৫

সঞ্জয় বলিল,—বিদুর! অম্বিকাতনয় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তোমাকে স্মরণ করিতেছেন এবং তুমি তাঁহাকে দর্শন না দিলে তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন, সুতরাং তুমি শীঘ্র গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে বাঁচাও।১৬

সজ্জনশ্রেষ্ঠ! আপনি কুরুবংশীয় নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণের নিকট হইতে অনুমতি গ্রহণ করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ অনুসারে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করুন।১৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সঞ্জয় এইরূপ বলিলে স্বজনগণের পরমবল্লভ বিদুর ধীমান্ যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লইয়া পুনরায় হস্তিনাপুরে ফিরিয়া আসিলেন।১৮

তাঁহাকে পাইয়া অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে বলিলেন—হে ধর্মজ্ঞ! আমার ভাগ্যবশতঃ তোমাকে ফিরিয়া পাইয়াছি, হে নিষ্পাপ! ভাগ্যবশতঃই তুমি আমাকে এখনও মনে রাখিয়াছ।১৯

ভরতকুলভূষণ! আজ দিন রাত তোমার চিন্তায় জাগরণ করায় আমি আমার শরীরের বিচিত্র অবস্থা দর্শন করিয়াছি।২০

বিদুর উবাচ।

ক্ষান্তমেব ময়া রাজন্ গুরুর্মে পরমো ভবান্।
এষোহহমাগতঃ শীঘ্রং ত্বদ্দর্শনপরায়ণঃ ॥২২
ভবন্তি হি নরব্যাঘ্র পুরুষা ধর্মচেতসঃ।
দীনাভিপাতিনো রাজন্ নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥২৩
পাণ্ডোঃ সুতা যাদৃশা মে তাদৃশস্তব ভারত।
দীনা ইতীব মে বুদ্ধিরভিপন্নাদ্য তান্ প্রতি ॥২৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অন্যোন্যমনুনীয়ৈবং ভ্রাতারৌ দ্বৌ মহাদ্যুতী।
বিদুরো ধৃতরাষ্ট্রশ্চ লেভাতে পরমাং মুদম্ ॥২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি অরণ্যযাত্রাপর্ব্বণি
বিদুরপ্রত্যাগমনে ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥৬

তিনি বিদুরকে ক্রোড়ে লইয়া মস্তক আঘ্রাণ করত তাহাকে বলিলেন—হে নিষ্পাপ। আমি যে কটূক্তি তোমাকে করিয়াছি, তাহার জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা কর।২১

বিদুর বলিলেন,—হে রাজন্। আপনি আমার গুরুজন, এজন্য আপানার সকল কটূক্তিকেই ক্ষমা করিয়াছি এবং সেইকারণেই আপনার দর্শনলালসায় শীঘ্রই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।২২

হে নরশ্রেষ্ঠ! ধর্ম্মাত্মা পুরুষগণ দীনজনের পক্ষপাতী হইয়া থাকেন, রাজন্। ইহাতে আপনার বিচার করিবার কিছুই নাই।২৩

ভারত। পাণ্ডুপুত্রগণ আমার নিকট যেমন, আপনার পুত্রগণও তেমনই: কিন্তু তাহারা এখন অত্যন্ত দীনভাবাপন্ন, এজন্য আমার হৃদয় তাহাদের পক্ষপাতী।২৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পরস্পরের প্রতি বিনয় ও দীনতা প্রকাশ করত মহাতেজা ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর উভয় ভ্রাতা পরম আনন্দ লাভ করিলেন।২৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অরণ্যযাত্রাপর্ব্বে
বিদুরপ্রত্যাগমনে ষষ্ঠ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৬

সপ্তমোহধ্যায়ঃ।

[কর্ণ-শকুনি-দুর্য্যোধন-দুঃশাসনানাং পরামর্শঃ, পাণ্ডবান্ হন্তুং বনগমনায়োদ্যোগঃ,
ব্যাসদেবেন তেষাং প্রতিরোধশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শ্রুত্বা চ বিদুরং প্রাপ্তং রাজ্ঞা চ পরিসান্ত্বিতম্।
ধৃতরাষ্ট্রাত্মজো রাজা পর্য্যতপ্যত দুর্মতিঃ ॥১
স সৌবলেয়মানায্য কর্ণ-দুঃশাসনৌ তথা।
অব্রবীদ্ বচনং রাজা প্রবিশ্যাবুদ্ধিজং তমঃ ॥২

সপ্তম অধ্যায়।

[দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি ও কর্ণের পরামর্শ, পাণ্ডবগণকে বধ করিবার জন্য বনগমনের উদ্যোগ এবং ব্যাসদেব কর্ত্তৃক তাহার প্রতিরোধ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে আনাইয়া তাহাকে সান্ত্বনাপূর্ব্বক ক্ষমা প্রর্থনা করত পুনরায় তাহার সহিত মিলিত হইয়াছেন—ইহা শুনিয়া দুর্ম্মতি ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধন অনুতপ্ত হইলেন।১

তিনি সুবলনন্দন শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসনকে আনাইয়া অজ্ঞানজনিত মোহরূপ অন্ধকারে আবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বলিলেন।২

এষ প্রত্যাগতো মন্ত্রী ধৃতরাষ্ট্রস্য ধীমতঃ।
বিদুরঃ পাণ্ডুপুত্রাণাং সুহৃদ্ বিদ্বান্ হিতে রতঃ ॥৩
যাবদস্য পুনর্বুদ্ধিং বিদুরো নাপকর্ষতি।
পাণ্ডবানয়নে তাবন্মন্ত্রয়ধ্বং হিতং মম ॥৪
অথ পশ্যাম্যহং পার্থান্ প্রাপ্তানিহ কথঞ্চন।
পুনঃ শোষং গমিষ্যামি নিরম্বুর্নিরবগ্রহঃ ॥৫
বিষমুদ্বন্ধনং চৈব শস্ত্রমগ্নিপ্রবেশনম্।
করিষ্যে ন হি তানৃদ্ধান্ পুনর্দ্রষ্টুমিহোৎসহে ॥৬

শকুনিরুবাচ।

কিং বালিশমতিং রাজন্নাস্থিতোঽসি বিশাম্পতে।
গতাস্তে সময়ং কৃত্বা নৈতদেবং ভবিষ্যতি ॥৭
সত্যবাক্যস্থিতাঃ সর্বে পাণ্ডবা ভরতর্ষভ।
পিতুস্তে বচনং তাত ন গ্রহীষ্যন্তি কর্হিচিৎ ॥৮
অথবা তে গ্রহীষ্যন্তি পুনরেষ্যন্তি বা পুরম্।
নিরস্য সময়ং সর্বে পণোঽস্মাকং ভবিষ্যতি ॥৯
সর্বে ভবামো মধ্যস্থা রাজ্ঞশ্ছন্দানুবর্তিনঃ।
ছিদ্রং বহু প্রপশ্যন্তঃ পাণ্ডবানাং সুসংবৃতাঃ ॥১৫

দুঃশাসন উবাচ।

এবমেতন্মহাপ্রাজ্ঞ যথা বদসি মাতুল।
নিত্যং হি মে কথয়তস্তব বুদ্ধির্বিরোচতে ॥১১

কর্ণ উবাচ।

কামমীক্ষামহে সর্বে দুর্য্যোধন তবেপ্সিতম্।
ঐকমত্যং হি নো রাজন্ সর্বেষামেব লক্ষয়ে ॥১২

ধীমান্ ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রী অথচ পাণ্ডবগণের পরম সুহৃদ্ এই বিদ্বান্ বিদুর পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছে।৩

যাহাতে বিদুর তাঁহার বুদ্ধিকে পাণ্ডবগণের ফিরাইয়া আনিবার ব্যাপারে আকৃষ্ট না করিতে পারে, তোমরা আমার হিতকর সেইরূপ মন্ত্রণাই কর।৪

যদি আমি দেখিতে পাই যে, পাণ্ডুপুত্রগণ ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহা হইলে আমি পুনরায় অন্ন ও জল পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া শরীরকে বিশুষ্ক করিব।৫

আমি বিষ ভক্ষণে, উদ্বন্ধনে, শস্ত্র বা অগ্নিপ্রবেশের দ্বারা প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিব, তথাপি পাণ্ডবগণকে রাজ্যলাভে সমৃদ্ধ দেখিতে পারিব না।৬

শকুনি বলিল,—হে রাজন্। হে ভূপতে। তুমি মূর্খের ন্যায় বুদ্ধি প্রদর্শন করিতেছ কেন? পাণ্ডবগণ বনগমনের কথা স্বীকার করিয়া বনে গিয়াছে, সুতরাং তাহারা ফিরিয়া আসিবে—ইহা হইতেই পারে না।৭

ভরতশ্রেষ্ঠ। পাণ্ডবগণ সকলেই সত্যপ্রতিজ্ঞ; তাত। তোমার পিতা তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিতে চাহিলেও তাহারা প্রতিজ্ঞার সত্যতা রক্ষার জন্য তোমার পিতার কথা গ্রহণ করিবে না।৮

যদি মানিয়াও লওয়া যায় যে, তাহারা তোমার পিতার বাক্য গ্রহণ করত শপথ ভঙ্গ করিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহা হইলে তখন তাহাদের প্রতি আমাদের ব্যবহার এইরূপ হইবে।৯

আমরা সকলে তখন রাজার অভিপ্রায়ের অনুবর্ত্তন করত মধ্যস্থভাব অবলম্বন করিব এবং সুগূঢ়ভাবে অবস্থান করিয়া পাণ্ডবগণের অসংখ্য ছিদ্র অন্বেষণ করিতে থাকিব।১০

দুঃশাসন বলিল,—মহাপ্রাজ্ঞ মাতুল। আপনি যাহা বলিলেন—উহা আমার নিকটও ঠিক বলিয়াই মনে হইতেছে। আপনি যখনই যে পরামর্শ দেন, উহা আমার কাছে ভালই লাগে।১১

কর্ণ বলিলেন,—হে রাজন্ দুর্য্যোধন। আমরা সবাই আপনার অভিলষিত পূরণে সর্ব্বদাই সচেষ্ট। এবিষয়ে আমরা সকলেই একমত ইহা লক্ষ্য করিতেছি।১২

নাগমিষ্যন্তি তে ধীরা অকৃত্বা কালসংবিদম্ ।
আগমিষ্যন্তি চেন্মোহাৎ পুনর্দ্যূতেন তান্ জয় ॥১৩

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তস্তু কর্ণেন রাজা দুর্য্যোধনস্তদা ।
নাতিহৃষ্টমনাঃ ক্ষিপ্রমভবৎ স পরাঙ্‌মুখঃ ॥১৪
উপলভ্য ততঃ কর্ণো বিবৃত্য নয়নে শুভে ।
রোষাদ্ দুঃশাসনং চৈব সৌবলঞ্চ তমেব চ ॥১৫
উবাচ পরমক্রুদ্ধ উদ্যম্যাত্মানমাত্মনা ।
অথো মম মতং যৎ তু তন্নিবোধত ভূমিপাঃ ॥১৬
প্রিয়ং সর্বে করিষ্যামো রাজ্ঞঃ কিঙ্করপাণয়ঃ ।
ন চাস্য শক্নুমঃ স্থাতুং প্রিয়ে সর্বে হ্যতন্দ্রিতাঃ ॥১৭
বয়ন্তু শস্ত্রাণ্যাদায় রথানাস্থায় দংশিতাঃ ।
গচ্ছামঃ সহিতা হন্তুং পাণ্ডবান্ বনগোচরান্ ॥১৮
তেষু সর্বেষু শান্তেষু গতেষ্ববিদিতাং গতিম্ ।
নির্বিবাদা ভবিষ্যন্তি ধার্ত্তরাষ্ট্রাস্তথা বয়ম্ ॥১৯

যাবদেব পরিদ্যূনা যাবচ্ছোকপরায়ণাঃ ।
যাবন্মিত্রবিহীনাশ্চ তাবচ্ছক্যা মতং মম ॥২০

তস্য তদ্‌বচনং শ্রুত্বা পূজয়ন্তঃ পুনঃ পুনঃ ।
বাঢ়মিত্যেব তে সর্বে প্রত্যূচুঃ সূতজং তদা ॥২১

এবমুক্ত্বা সুসংরব্ধা রথৈঃ সর্বে পৃথক্ পৃথক্ ।
নির্যযুঃ পাণ্ডবান্ হন্তুং সহিতাঃ কৃতনিশ্চয়াঃ ॥২২

তান্ প্রস্থিতান্ পরিজ্ঞায় কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ প্রভুঃ ।
আজগাম বিশুদ্ধাত্মা দৃষ্ট্বা দিব্যেন চক্ষুষা ॥২৩

পাণ্ডবগণ দ্বাদশ বৎসর-বনবাসের প্রতিজ্ঞা পালন না করিয়া ফিরিয়া আসিবে বলিয়াই মনে করি না। যদি মোহবশতঃ ফিরিয়াই আসে, তবে পুনরায় পাশাখেলায় তাহাদিগকে জয় করিবে।১৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—কর্ণ দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিলে দুর্য্যোধন বিশেষ প্রসন্ন হইলেন না, তিনি সহসাই মুখ ফিরাইয়া লইলেন।১৪

দুর্য্যোধনের বিমুখতাদর্শনে তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া কর্ণ নয়নদ্বয় বিস্ফারিত করত শকুনি ও দুঃশাসনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ক্রোধে নিজের উদ্যম প্রকাশপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন—হে ভূমিপালগণ। আপনারা আমার যথার্থ অভিমত শ্রবণ করুন।১৫-১৬

আমরা সকলে রাজা দুর্য্যোধনের কিঙ্কর ও হস্তস্বরূপ, অতএব আজ আমরা সকলে মিলিয়া ইঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন করিব। কিন্তু আমরা আলস্য পরিত্যাগ করত তাঁহার যাহা প্রয়োজন, তাহা করিতে পারিতেছি না।১৭

আমরা সকলেই কবচ ধারণপূর্ব্বক অস্ত্রশস্ত্র লইয়া রথে আরোহণ করত পাণ্ডবগণকে বধ করিবার জন্য যুগপৎ তাহাদিগকে আক্রমণ করিব।১৮

যখন তাহারা মরিয়া অজ্ঞাতগতি (পরলোক) প্রাপ্ত হইবে, তখনই ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ নির্ব্বিবাদ হইবেন এবং আমরাও নিশ্চিন্ত হইব।১৯

যে পর্যন্ত তাহারা দুঃখার্দিত, শোকার্ত্ত এবং মিত্রশূন্য হইয়া অবস্থান করিবে, সেই সময়ের মধ্যেই আমরা তাহাদিগকে জয় করিতে সমর্থ হইব, অন্য সময় তাহাদিগকে জয় করা দুঃসাধ্য হইবে।২০

কর্ণের ঐ কথা শুনিয়া শকুনি প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে প্রশংসা করিল এবং তাঁহার অভিমতকেই সকলে স্বীকার করিয়া লইল।২১

এইরূপ পরামর্শ করিয়া অস্ত্রশস্ত্রাদিতে সুসজ্জিত হইয়া প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ রথে আরোহণ করত পাণ্ডবগণকে বধ করিবার জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়া একত্রে প্রস্থান করিলেন।২২

বিশুদ্ধহৃদয় মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জ্ঞানচক্ষুর

প্রতিষিধ্যাথ তান্ সর্বান্ ভগবাঁল্লোকপূজিতঃ।
প্রজ্ঞাচক্ষুষমাসীনমুবাচাভ্যেত্য সত্বরম্ ॥২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি অরণ্যযাত্রাপর্বণি
ব্যাসাগমনে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৭

দ্বারা তাহাদের এই অভিযান জানিতে পারিয়া তাহাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ২৩

সর্ব্বলোকপূজিত ভগবান্ বেদব্যাস তাহাদিগকে ঐ কার্য্য হইতে নিবৃত্তি করিলেন এবং উপবিষ্ট প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্রের নিকট আসিয়া বলিলেন।২৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অরণ্যযাত্রাপর্ব্বে
ব্যাসাগমননামক সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৭

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

[অন্যায়কার্য্যতো দুর্য্যোধনস্য নিবর্ত্তনায় ধৃতরাষ্ট্রসমীপে ব্যাসদেবস্যানুরোধঃ।]

ব্যাস উবাচ।

ধৃতরাষ্ট্র মহাপ্রাজ্ঞ নিবোধ বচনং মম।
বক্ষ্যামি ত্বাং কৌরবাণাং সর্বেষাং হিতমুত্তমম্ ॥১

ন মে প্রিয়ং মহাবাহো যদ্ গতাঃ পাণ্ডবা বনম্।
নিকৃত্যা নিকৃতাশ্চৈব দুর্য্যোধনপুরোগমৈঃ ॥২

তে স্মরন্তঃ পরিক্লেশান্ বর্ষে পূর্ণে ত্রয়োদশে।
বিমোক্ষ্যন্তি বিষং ক্রুদ্ধাঃ কৌরবেয়েষু ভারত ॥৩

তদয়ং কিন্নু পাপাত্মা তব পুত্রঃ সুমন্দধীঃ।
পাণ্ডবান্ নিত্যসংক্রুদ্ধো রাজ্যহেতোর্জিঘাংসতি ॥৪

বার্য্যতাং সাধ্বয়ং মূঢ়ঃ শময়ং গচ্ছতু তে সুতঃ।
বনস্থাংস্তানয়ং হন্তুমিচ্ছন্ প্রাণান্ বিমোক্ষ্যতি ॥৫

অষ্টম অধ্যায়।

[অন্যায় কার্য্য হইতে দুর্য্যোধনকে নিবৃত্ত করাইতে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট ব্যাসদেবের অনুরোধ।]

ব্যাসদেব বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র! সকল কৌরবগণের পক্ষে যাহা পরম হিতকর, আমি তোমাকে তাহাই বলিতেছি, শ্রবণ কর।১

মহাবাহো।! দুর্য্যোধনপ্রমুখ কৌরবগণের দ্বারা যে ছলপূর্ব্বক পাণ্ডবগণকে বনে প্রেরণ করা হইয়াছে, ইহা আমার মোটেই প্রিয় হয় নাই।২

হে ভরতবংশাবতংস। তাহাদের প্রতিজ্ঞাত ত্রয়োদশ বৎসর উত্তীর্ণ হইলে তাহারা নিজেদের কষ্টের কথা স্মরণ করত ক্রুদ্ধ হইয়া কৌরবগণের উপর তাহাদের প্রতিহিংসা বিষ নিক্ষেপ করিবে।৩

তোমার এই পাপাত্মা অতি মন্দবুদ্ধি পুত্র দুর্য্যোধন রাজ্যের নিমিত্ত নিত্যই ক্রুদ্ধ হইয়া পাণ্ডবগণকে বধ করিতে চাহে কেন? ৪

তোমার এই মূঢ় পুত্রকে বারণ কর। সে শান্ত হউক; যদি বনবাসী পাণ্ডবগণকে বধ করিতে চায়, তবে সে নিজের প্রাণকেই পরিত্যাগ করিতে

যথা হি বিদুরঃ প্রাজ্ঞো যথা ভীষ্মো যথা বয়ম্।
যথা কৃপশ্চ দ্রোণশ্চ তথা সাধুর্ভবানপি ॥৬

বিগ্রহো হি মহাপ্রাজ্ঞ স্বজনেন বিগর্হিতঃ।
অধর্ম্ম্যমযশস্যঞ্চ মা রাজন্ প্রতিপদ্যতাম্ ॥৭

সমীক্ষা যাদৃশী হ্যস্য পাণ্ডবান্ প্রতি ভারত।
উপেক্ষ্যমাণা সা রাজন্ মহান্তমনয়ং স্পৃশেৎ ॥৮

অথবায়ং সুমন্দাত্মা বনং গচ্ছতু তে সুতঃ।
পাণ্ডবৈঃ সহিতো রাজন্নেক এবাসহায়বান্ ॥৯

ততঃ সংসর্গজঃ স্নেহঃ পুত্রস্য তব পাণ্ডবৈঃ।
যদি স্যাৎ কৃতকার্য্যোঽদ্য ভবেস্ত্বং মনুজেশ্বর ॥১০

অথবা জায়মানস্য যচ্ছীলমনুজায়তে।
শ্রূয়তে তন্মহারাজ নামৃতস্যাপসর্পতি ॥১১

কথং বা মন্যতে ভীষ্মো দ্রোণোঽথ বিদুরোঽপি বা।
ভবান্ বাত্র ক্ষমং কার্য্যং পুরা বোঽর্থোঽভিবর্ধতে ॥১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি অরণ্যযাত্রাপর্ব্বণি
ব্যাসবাক্যে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥৮

চাহিতেছে বুঝিতে হইবে।৫

জ্ঞানী বিদুর, ভীষ্ম, কৃপাচার্য্য, দ্রোণাচার্য্য ও আমরা যেমন প্রাজ্ঞ ও সাধুস্বভাব, তুমিও সেইরূপ সাধুস্বভাব।৬

হে মহাপ্রাজ্ঞ! স্বজনের সহিত কলহ নিন্দনীয়, অধর্ম্মজনক ও অযশস্কর, সুতরাং হে রাজন্! তুমি এইরূপ কলহের পথ অবলম্বন করিও না।৭

ভারত! পাণ্ডবগণের প্রতি দুর্য্যোধনের যে দুষ্ট মনোবৃত্তি, উহা যদি উপেক্ষা করা হয়, তবে ভবিষ্যতে উহা মহা অনর্থের সৃষ্টি করিবে।৮

অথবা হে রাজন্! তোমার এই মন্দহৃদয় পুত্রও একক কাহাকেও সহায় না লইয়া পাণ্ডবগণের সহিত বনে গমন করুক।৯

হে নরপতে! তোমার এই পুত্র বনে পাণ্ডবগণের সঙ্গে বাস করিয়া যদি তাহাদের সংসর্গে স্নেহপূর্ণ মনোভাব সৃষ্টি করিতে পারে, তবে তুমি কৃতকার্য্য হইবে।১০

অথবা জন্ম হইতে যে স্বভাব মানুষের অনুবর্ত্তন করে, মহারাজ! উহা মৃত্যু না হইলে পরিবর্ত্তিত হয় না।১১

অথবা ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর এবং তুমি সকলে মিলিয়া যাহা সমুচিত মনে কর, তাহাই করিবে, তাহা হইলে প্রয়োজনের সিদ্ধি হইবে (নতুবা নহে)।১২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অরণ্যযাত্রাপর্ব্বে
ব্যাস-বাক্যে অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৪

নবমোঽধ্যায়ঃ

[ব্যাসদেবেন সুরভেরিন্দ্রস্য চ উপাখ্যানস্য বর্ণনম্, পাণ্ডবান্ প্রতি তস্য দয়াপ্রদর্শনঞ্চ ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

ভগবান্ নাহমপ্যেতদ্ রোচয়ে দ্যূতসস্তবম্ ।
মন্যে তদবিধিনাকৃষ্য কারিতোঽস্মীতি বৈ মুনে ॥১
নৈতদ্ রোচয়তে ভীষ্মো ন দ্রোণো বিদুরো ন চ ।
গান্ধারী নেচ্ছতি দ্যূতং তত্র মোহাৎ প্রবর্ত্তিতম্ ॥২
পরিত্যক্তুং ন শক্নোমি দুর্য্যোধনমচেতনম্ ।
পুত্রস্নেহেন ভগবন্ জানন্নপি প্রিয়ব্রত ॥৩

ব্যাস উবাচ ।

বৈচিত্রবীর্য্য নৃপতে সত্যমাহ যথা ভবান্ ।
দৃঢ়ং বিদ্মঃ পরং পুত্রং পরং পুত্রান্ন বিদ্যতে ॥৪
ইন্দ্রোঽপ্যশ্রুনিপাতেন সুরভ্যা প্রতিবোধিতঃ ।
অন্যৈঃ সমৃদ্ধৈরপ্যর্থৈর্ন সুতান্মন্যতে পরম্ ॥৫
অত্র তে কীর্ত্তয়িষ্যামি মহদাখ্যানমুত্তমম্ ।
সুরভ্যাশ্চৈব সংবাদমিন্দ্রস্য চ বিশাম্পতে ॥৬
ত্রিবিষ্টপগতা রাজন্ সুরভী প্রারুদৎ কিল ।
গবাং মাতা পুরা তাত তামিন্দ্রোঽন্বকৃপায়ত ॥৭

ইন্দ্র উবাচ ।

কিমিদং রোদিষি শুভে কশ্চিৎ ক্ষেমং দিবৌকসাম্ ।
মানুষেষ্বথ বা গোষু নৈতদল্পং ভবিষ্যতি ॥৮

সুরভিরুবাচ ।

বিনপাতো ন বঃ কশ্চিদ্ দৃশ্যতে ত্রিদশাধিপ ।
অহন্তু পুত্রং শোচামি তেন রোদিমি কৌশিক ॥৯
পশ্যৈনং কর্ষকং ক্ষুদ্রং দুর্বলং মম পুত্রকম্ ।
প্রতোদেনাভিনিঘ্নন্তং লাঙ্গলেন চ পীড়িতম্ ॥১০

নবম অধ্যায় ।

[ব্যাসদেব কর্তৃক সুরভি ও ইন্দ্রের উপাখ্যান বর্ণন এবং তাঁহার পাণ্ডবগণের প্রতি দয়াপ্রদর্শন ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—হে ভগবন্ ! দ্যূতক্রীড়া হইতে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা আমারও রুচিকর হই নাই। হে মুনে! মনে হয়—বিধি বলপূর্ব্বক এই কার্য্য করাইয়াছেন ।১

এই দ্যূতক্রীড়াকে ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর এবং গান্ধারী কেহই চাহে নাই; সুতরাং উহা মোহবশতই অনুষ্ঠিত হইয়াছে ।২

হে প্রিয়ব্রত ভগবন্ ! দুর্য্যোধনকে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য জানিয়াও পুত্রস্নেহবশতঃ উহাকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ নহি ।৩

ব্যাসদেব বলিলেন,—হে বিচিত্রবীর্য্যতনয় ! হে নৃপতে ! ইহা সত্যই বলিয়াছ যে, পুত্রস্নেহ সর্ব্বোপরি; পুত্র হইতে অধিক প্রিয় পিতার নিকট আর কিছুই নয় ।৪

সুরভি নিজ পুত্রের জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে ইন্দ্রকেও এইরূপ বুঝাইয়াছিলেন, যাহাতে সে-ও অর্থাদির দ্বারা সমৃদ্ধ হইলেও পুত্র হইতে অন্য কোন বস্তুকে প্রিয় মনে করিতে পারে নাই ।৫

হে রাজন্ ! এখানে আমি তোমাকে ইন্দ্র-সুরভি সংবাদরূপ মহৎ উপাখ্যান বর্ণনা করিতেছি ।৬

তাত ! স্বর্গে অবস্থান করিয়া গোমাতা সুরভি ক্রন্দন করিতেছিলেন, তাহা দেখিয়া ইন্দ্রের তাঁহার উপর কৃপা হইল ।৭

ইন্দ্র বলিলেন,—হে শুভে ! তুমি এত ক্রন্দন করিতেছ কেন ? তোমার ক্রন্দন দেখিয়া মনে হইতেছে, গোসকল অথবা মনুষ্যগণের মধ্যে হউক একটা কিছু মহান্ অনিষ্টপাত হইয়াছে; কারণ অল্প অশুভে এরূপ ক্রন্দন সম্ভব নয় ।৮

সুরভি বলিলেন,—দেবরাজ ! তুমি যেরূপ আশঙ্কা করিতেছ, এরূপ কোনও অনিষ্টপাত তোমাদের মধ্যে

নিষীদমানং সোৎকণ্ঠং বধ্যমানং সুরাধিপ।
কৃপাবিষ্টাস্মি দেবেন্দ্র মনশ্চোদ্বিজতে মম।
একস্তত্র বলোপেতো ধুরমুদ্বহতেঽধিকম্ ॥১১
অপরোঽপ্যবলপ্রাণঃ কৃশো ধমনিসন্ততঃ।
কৃচ্ছ্রাদুদ্বহতে ভারং তং বৈ শোচামি বাসব ॥১২
বধ্যমানঃ প্রতোদেন তুদ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ।
নৈব শক্নোতি তং ভারমুদ্বোঢ়ুং পশ্য বাসব ॥১৩
ততোঽহং তস্য শোকার্ত্তা বিরৌমি ভৃশদুঃখিতা।
অশ্রূণ্যাবর্তয়ন্তী চ নেত্রাভ্যাং করুণায়তী ॥১৪
শক্র উবাচ।
তব পুত্রসহস্রেষু পীড্যমানেষু শোভনে।
কিং কৃপায়িতমত্যত্র পুত্র একত্র হন্যতি ॥১৫

সুরভিরুবাচ।
যদি পুত্রসহস্রাণি সর্বত্র সমতৈব মে।
দীনস্য তু সতঃ শক্র পুত্রস্যাভ্যধিকা কৃপা ॥১৬
ব্যাস উবাচ।
তদিন্দ্রঃ সুরভীবাক্যং নিশম্য ভৃশবিস্মিতঃ।
জীবিতেনাপি কৌরব্য মেনেঽভ্যাধকমাত্মজম্ ॥১৭
প্রববর্ষ চ তত্রৈব সহসা তোয়মুল্বণম্।
কর্ষকস্যাচরন্ বিঘ্নং ভগবান্ পাকশাসনঃ ॥১৮
তদ্ যথা সুরভিঃ প্রাহ সমবেতাস্তু তে তথা।
সুতেষু রাজন্ সর্বেষু হীনেষ্বভ্যধিকা কৃপা ॥১৯
যাদৃশো মে সুতঃ পাণ্ডুস্তাদৃশো মেঽসি পুত্রক।
বিদুরশ্চ মহাপ্রাজ্ঞঃ স্নেহাদেতদ্ ব্রবীম্যহম্ ॥২০

হয় নাই। আমি পুত্রের জন্য শোক করিতেছি এবং সেইজন্যই রোদন করিতেছি।৯

ঐ দেখ, এক নীচ কৃষক আমার দুর্ব্বল পুত্রকে লাঙ্গল ও লাগামের দ্বারা পীড়িত করিয়া আমার পুত্রকে প্রহার করিতেছে। সে উৎকণ্ঠিত ও বিশ্রামের জন্য উপবিষ্ট, কিন্তু তথাপি তাহাকে ঐ কৃষক প্রহার করিতেছে। দেবরাজ! ইহা দেখিয়া আমার মনে কষ্ট এবং উদ্বেগ উৎপন্ন হইতেছে। আমার একটী পুত্র বলবান্, সে অনায়াসে ভার বহন করিতেছে, কিন্তু অপরটী অত্যন্ত দুর্ব্বল, সে অতিকষ্টে ভারবহন করিতেছে, হে বাসব! তাহার জন্যই আমি শোক করিতেছি।১০-১২

লাগামের দ্বারা পুনঃ পুনঃ আহত হইয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া সে ভার বহন করিতে পারিতেছে না। হে বাসব! তুমি লক্ষ্য করিয়া দেখ।১৩

সুতরাং দয়াপরবশ হইয়া তাহার জন্য শোকার্ত্তবেগে ক্রন্দন করিতেছি এবং সেইজন্যই দুই নয়নে আমার অজস্র অশ্রুপাত হইতেছে। ১৪

ইন্দ্র বলিলেন,—কল্যাণি! তোমার সহস্র সহস্র পুত্র নিত্যই এরূপ ভাবে পীড়িত হইতেছে, কিন্তু একটী মাত্র পীড্যমান পুত্রের উপর তোমার এত কৃপা কেন?১৫

সুরভি বলিলেন,—আমার সহস্র সহস্র পুত্রের প্রত্যেকের প্রতিই আমার সমান স্নেহ আছে। কিন্তু যে পুত্রটী অধিকতর দীন, হে শক্র! তাহার উপর অধিকতর স্নেহ ও কৃপা হয়।১৬

ব্যাস বলিলেন,—হে কুরুবংশধর! তখন ইন্দ্র সুরভির কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন এবং নিজের প্রাণের চেয়েও পুত্রকে অধিকতর প্রিয় মনে করিলেন।১৭

তখন ভগবান্ পাকশাসন (ইন্দ্র) কর্ষকগণের কর্ষণে বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রবল বারি বর্ষণ করিলেন।১৮

এই প্রসঙ্গে সুরভি যেরূপ বলিলেন, উহা ঠিকই। কিন্তু পাণ্ডব ও কৌরব উভয়েই তো তোমার পুত্র। রাজন্! সেস্থলে দীন পাণ্ডবগণের উপর তোমার অধিক স্নেহ না হইয়া সমৃদ্ধ ও হীনস্বভাব দুর্য্যোধনাদি পুত্রের উপর তোমার অধিক স্নেহ কেন হইতেছে?১৯

বৎস! পাণ্ডুও যেমন আমার পুত্র, তুমিও তেমনই আমার পুত্র। বিদুর মহাজ্ঞানী, এজন্য তাহার উপর অধিকতর স্নেহ না হইয়া তোমার

চিরায় তব পুত্রাণাং শতমেকশ্চ ভারত।
পাণ্ডোঃ পঞ্চৈব লক্ষ্যন্তে তেঽপি মন্দাঃ
সুদুঃখিতাঃ ॥২১
কথং জীবেয়ুরত্যন্তং কথং বর্ধেয়ুরিত্যপি।
ইতি দীনেষু পার্থেষু মনো মে পরিতপ্যতে ॥২২

যদি পার্থিব কৌরব্যান্ জীবমানানিহেচ্ছসি।
দুর্য্যোধনস্তব সুতঃ শমং গচ্ছতু পাণ্ডবৈঃ ॥২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি অরণ্যযাত্রাপর্বণি
সুরভ্যুপাখ্যানে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥৯

উপরেই আমার অধিক স্নেহ, এজন্যই তোমাকে এত কথা বলিলাম।২০

হে ভারত। তোমার তো চিরদিন এক শত একটী পুত্র আছে, কিন্তু পাণ্ডুর তো মাত্র পাঁচটী পুত্র, তাও তাহারা দীন ও দুঃখিত।২১

'কেমন করিয়া তাহারা জীবিত থাকিয়া বর্দ্ধিত হইবে' এই কথা চিন্তা করিয়া আমার মন পৃথা-পুত্রগণের জন্য অধিকতর পরিতপ্ত হইতেছে।২২

হে পার্থিব। যদি কৌরবগণকে জীবিত অবস্থায় দেখিতে চাও, তবে যেন তোমার পুত্র দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের সহিত সামনীতি অবলম্বনপূর্ব্বক সদ্ ব্যবহার করে।২৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অরণ্যযাত্রাপর্ব্বে
সুরভিউপাখ্যানে নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত। ৯

দশমোঽধ্যায়ঃ।

[ব্যাসদেবস্য গমনম্, ধৃতরাষ্ট্রং দুর্য্যোধনঞ্চ প্রবোধ্য পাণ্ডবৈঃ সহ সদ্ভাবং রক্ষিতুং মৈত্রেয়মুনেরনুরোধঃ, দুর্য্যোধনস্যানিষ্ট ব্যবহারেণ রুষ্টস্য তস্য দুর্য্যোধনায় শাপদানঞ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
এবমেতন্মহাপ্রাজ্ঞ যথা বদসি নো মুনে।
অহঞ্চৈব বিজানামি সর্বে চেমে নরাধিপাঃ ॥১
ভবাংশ্চ মন্যতে সাধু যৎ কুরূণাং মহোদয়ম্।
তদেব বিদুরোঽপ্যাহ ভীষ্মো দ্রোণশ্চ মাং মুনে ॥২
যদি ত্বহমনুগ্রাহ্যঃ কৌরব্যেষু দয়া যদি।
অন্বশাধি দুরাত্মানং পুত্রং দুর্য্যোধনং মম ॥৩

ব্যাস উবাচ।
অয়মায়াতি বৈ রাজন্ মৈত্রেয়ো ভগবানৃষিঃ
অন্বিষ্য পাণ্ডবান্ ভ্রাতৄনিহৈত্যস্মদ্দিদৃক্ষয়া ॥৪

দশম অধ্যায়।

[ব্যাসদেবের গমন, মৈত্রেয় মুনি কর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধনকে বুঝাইয়া পাণ্ডবগণের সহিত সদ্ভাব রাখিতে অনুরোধ এবং দুর্য্যোধনের অনিষ্ট ব্যবহারে রুষ্ট হইয়া দুর্য্যোধনকে শাপদান।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ মুনে। আপনি যাহা বলিতেছেন তাহা যথার্থ, এবং আমি ও এই রাজবৃন্দ সকলেই তাহা জানি।১

মুনে। আপনি কৌরবগণের পক্ষে যাহা অভ্যুদয়-জনক বলিয়া মনে করেন, ভীষ্ম, দ্রোণ এবং বিদুরও তাহাই আমাকে বলিয়াছে।২

যদি আপনি আমাকে অনুগ্রহের যোগ্য মনে করেন এবং কুরুবংশধরগণের প্রতি যদি আপনার দয়া থাকে, তবে আমার পুত্র দুরাত্মা দুর্য্যোধনকে আপনি অনুশাসন করুন।৩

ব্যাসদেব বলিলেন,—রাজন্। ভগবান্ মৈত্রেয় ঋষি পাণ্ডবগণ ও তাহাদের সুহৃদ্গণের সহিত মিলিত

LIBRARY
No.

এষ দুর্য্যোধনং পুত্রং তব রাজন্ মহানৃষিঃ ।
অনুশাস্তা যথান্যায়ং শমায়াস্য কুলস্য চ ॥৫
ব্রূয়াদ্ যদেষ কৌরব্য তৎ কার্য্যমবিশঙ্কয়া ।
অক্রিয়ায়াস্তু কার্য্যস্য পুত্রং তে শপ্স্যতে রুষা ॥৬

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্ত্বা যযৌ ব্যাসো মৈত্রেয়ঃ প্রত্যদৃশ্যত ।
পূজয়া প্রতিজগ্রাহ সপুত্রস্তং নরাধিপঃ ॥৭
অর্ঘ্যাদ্যাভিঃ ক্রিয়াভির্বৈ বিশ্রান্তং মুনিসত্তমম্ ।
প্রশ্রয়েণাব্রবীদ্ রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকাসুতঃ ॥৮
সুখেনাগমনং কচ্চিদ্ ভগবন্ কুরুজাঙ্গলান্ ।
কচ্চিৎ কুশলিনো বীরা ভ্রাতরঃ পঞ্চ পাণ্ডবাঃ ॥৯
সময়ে স্থাতুমিচ্ছন্তি কচ্চিচ্চ ভরতর্ষভাঃ ।
কচ্চিৎ কুরূণাং সৌভ্রাত্রমব্যুচ্ছিন্নং ভবিষ্যতি ॥১০

মৈত্রেয় উবাচ ।

তীর্থযাত্রামনুক্রামন্ প্রাপ্তোঽস্মি কুরুজাঙ্গলান্ ।
যদৃচ্ছয়া ধর্ম্মরাজং দৃষ্টবান্ কাম্যকে বনে ॥১১
তং জটাজনসংবীতং তপোবননিবাসিনম্ ।
সমাজগ্মুর্মহাত্মানং দ্রষ্টুং মুনিগণাঃ প্রভো ॥১২
তত্রাশ্রৌষং মহারাজ পুত্রাণাং তব বিভ্রমম্ ।
অনয়ং দ্যূতরূপেণ মহাভয়মুপস্থিতম্ ॥১৩
ততোঽহং ত্বামনুপ্রাপ্তঃ কৌরবাণামবেক্ষয়া ।
সদা হ্যভ্যধিকঃ স্নেহঃ প্রীতিশ্চ ত্বয়ি মে প্রভো ॥১৪

হইয়া আমাদের সহিত দেখা করিবার জন্য এখানে আসিতেছেন।৪

রাজন্! সেই মহর্ষিই তোমার পুত্র দুর্য্যোধনকে ন্যায়ানুসারে এমন ভাবে অনুশাসন করিবেন, যাহাতে তাহার ও এই কুরুবংশের সকলের কল্যাণ হয়।৫

হে কুরুবংশাবতংস! তিনি যাহা উপদেশ করিবেন, তাহাই যেন তোমার পুত্র আচরণ করে, নতুবা তিনি ক্রোধে তোমার পুত্রকে অভিশাপ প্রদান করিবেন।৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই বলিয়া ব্যাসদেব চলিয়া গেলেন এবং তাহার অল্পক্ষণের মধ্যেই মৈত্রেয় ঋষি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রাজাও পুত্রগণের সহিত তাহাকে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন।৭

পাদ্য, অর্ঘ প্রভৃতির দ্বারা তাঁহার পূজা করিবার পর যখন তাঁহার শ্রান্তি দূর হইল, তখন অম্বিকানন্দন রাজা ধৃতরাষ্ট্র বিনয়পূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন।৮

হে ভগবন্! কুরুদেশের মধ্য দিয়া আপনার আগমন নির্ব্বিঘ্নে হইয়াছে তো? পাণ্ডুপুত্র পাঁচ বীর ভাই কুশলে আছে তো? ।৯

ভরতবংশীয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই পাণ্ডবগণ নিজ প্রতিজ্ঞায় অটল থাকিতে ইচ্ছুক আছে তো? কৌরবগণের সহিত তাহাদের ভ্রাতৃভাব অবিচ্ছিন্ন থাকিবে তো? ১০

মহর্ষি মৈত্রেয় বলিলেন,—তীর্থযাত্রার উদ্দেশে বাহির হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে কুরুদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি এবং পথিমধ্যে কাম্যক বনে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করিয়াছি।১১

হে প্রভো! জটাধারণপূর্ব্বক অজিন (মৃগচর্ম্ম) পরিধান করিয়া পাণ্ডবগণ তপোবনে বাস করিতেছে জানিতে পারিয়া মুনিগণ তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন দেখিলাম।১২

মহারাজ! সেইখানেই তোমার পুত্রগণের বিভ্রান্তির কথা শুনিলাম। তাহারা অন্যায়পূর্ব্বক পাশাখেলায় তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া নির্ব্বাসিত করিয়াছে, ইহা মহাভয়জনক বিপদ উপস্থিত হইয়াছে বুঝিলাম।১৩

এজন্য কৌরবগণের অধিপতি তোমাকে দেখিতে আসিলাম। হে প্রভো! তোমার প্রতি আমার

নৈতদৌপয়িকং রাজংস্ত্বয়ি ভীষ্মে চ জীবতি।
যদন্যোন্যেন তে পুত্রা বিরুধ্যন্তে কথঞ্চন ॥১৫
মেঢ়ীভূতঃ স্বয়ং রাজন্ নিগ্রহে প্রগ্রহে ভবান্।
কিমর্থমনয়ং ঘোরমুৎপদ্যন্তমুপেক্ষসে ॥১৬
দস্যূনামিব যদ্ বৃত্তং সভায়াং কুরুনন্দন।
তেন ন ভ্রাজসে রাজংস্তাপসানাং সমাগমে ॥১৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো ব্যাবৃত্য রাজানং দুর্য্যোধনমমর্ষণম্।
উবাচ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা মৈত্রেয়ো ভগবানৃষিঃ ॥১৮

মৈত্রেয় উবাচ।

দুর্য্যোধন মহাবাহো নিবোধ বদতাং বর।
বচনং মে মহাভাগ ব্রুবতো যদ্ধিতং তব ॥১৯
মা দ্রুহঃ পাণ্ডবান্ রাজন্ কুরুষ্ব প্রিয়মাত্মনঃ।
পাণ্ডবানাং কুরূণাঞ্চ লোকস্য চ নরর্ষভ ॥২০

তে হি সর্বে নরব্যাঘ্রাঃ শূরা বিক্রান্তযোধিনঃ।
সর্বে নাগাযুতপ্রাণা বজ্রসংহননা দৃঢ়াঃ ॥২১

সত্যব্রতধরাঃ সর্বে সর্বে পুরুষমানিনঃ।
হন্তারো দেবশত্রূণাং রক্ষসাং কামরূপিণাম্ ॥২২

হিড়িম্ব-বকমুখ্যানাং কির্মীরস্য চ রক্ষসঃ।
ইতঃ প্রদ্রবতাং রাত্রৌ যঃ স তেষাং মহাত্মনাম্ ॥২৩

আবৃত্য মার্গং রৌদ্রাত্মা তস্থৌ গিরিরিবাচলঃ।
তং ভীমঃ সমরশ্লাঘী বলেন বলিনাং বরঃ ॥২৪

জঘান পশুমারেণ ব্যাঘ্রঃ ক্ষুদ্রমৃগং যথা।
পশ্য দিগ্বিজয়ে রাজন্ যথা ভীমেন পাতিতঃ ॥২৫

জরাসন্ধো মহেষ্বাসো নাগাযুতবলো যুধি।
সম্বন্ধী বাসুদেবশ্চ শ্যালাঃ সর্বে চ পার্ষতাঃ ॥২৬

অধিক প্রীতি ও স্নেহ থাকায় (তোমার কল্যাণের জন্যই) এখানে আসিয়াছি।১৪

রাজন্! তুমি ও (উহাদের পিতামহ) ভীষ্ম জীবিত থাকিতে কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পর বিরোধ করিবে—ইহা হইতে দেওয়া তোমাদের পক্ষে সমুচিত কার্য্য হয় নাই।১৫

হে মহারাজ! সকলকে বন্ধন করিয়া নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য তুমিই স্তম্ভসদৃশ। সুতরাং এইরকম একটা ঘোর অন্যায় কার্য্য তোমার সম্মুখে উৎপন্ন হইবে দেখিয়াও তুমি উহা উপেক্ষা করিলে কেমন করিয়া? ১৬

হে রাজন্! সভার মধ্যে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনাদিরূপ দস্যুর ন্যায় যে আচরণ তোমার পুত্রগণ করিয়াছে, তাহাতে তাপস সমাজে তোমার অখ্যাতি ছড়াইয়া পড়ায় তোমার পূর্ব্ববৎ শোভা এখন আর নাই।১৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর মহর্ষি ভগবান্ মৈত্রেয় ধৃতরাষ্ট্রের দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া অসহনশীলপ্রকৃতির দুর্য্যোধনকে লক্ষ্য করিয়া মধুর ভাষায় বলিতে লাগিলেন।১৮

মৈত্রেয় বলিলেন,—হে মহাবাহো দুর্য্যোধন! তুমি বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। হে মহাভাগ! তোমার হিতের জন্য যে কথা আমি এখন বলিতেছি, তাহা তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।১৯

হে রাজন্! যাহা কৌরব ও পাণ্ডব এবং তোমার নিজের পক্ষে ও সম্পূর্ণ জগতের পক্ষে হিতকর, তাহাই কর। নরশ্রেষ্ঠ! পাণ্ডবগণের দ্রোহ করিও না।২০

যেহেতু তাহারা সকলেই মানবশ্রেষ্ঠ, বীর, যুদ্ধে পরাক্রমশীল, তাহাদের সকলেরই শরীরে দশ হাজার হাতীর বল আছে এবং তাহাদের সকলেরই শরীর বজ্রের ন্যায় দৃঢ়।২১

পাণ্ডবগণ সকলেই সত্যব্রতপরায়ণ, সকলেই পুরুষাকারের অভিমানী, কামরূপী হিড়িম্বপ্রমুখ রাক্ষসাদি দেবশত্রুগণের বিনাশকারী এবং কির্ম্মীর-নামক রাক্ষসেরও হত্যাকারী।

এস্থান হইতে বহির্গত হইয়া মহাত্মা পাণ্ডবগণ

এষ দুর্য্যোধনং পুত্রং তব রাজন্ মহানৃষিঃ ।
অনুশাস্তা যথান্যায়ং শমায়াস্য কুলস্য চ ॥৫
ক্রূয়াদ্ যদেষ কৌরব্য তৎ কার্য্যমবিশঙ্কয়া ।
অক্রিয়ায়ান্তু কার্য্যস্য পুত্রং তে শপ্স্যতে রুষা ॥৬

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্ত্বা যযৌ ব্যাসো মৈত্রেয়ঃ প্রত্যদৃশ্যত ।
পূজয়া প্রতিজগ্রাহ সপুত্রস্তং নরাধিপঃ ॥৭
অর্ঘ্যাদ্যাভিঃ ক্রিয়াভির্বৈ বিশ্রান্তং মুনিসত্তমম্ ।
প্রশ্রয়েণাব্রবীদ্ রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকাসুতঃ ॥৮
সুখেনাগমনং কচ্চিদ্ ভগবন্ কুরুজাঙ্গলান্ ।
কচ্চিৎ কুশলিনো বীরা ভ্রাতরঃ পঞ্চ পাণ্ডবাঃ ॥৯
সময়ে স্থাতুমিচ্ছন্তি কচ্চিচ্চ ভরতর্ষভাঃ ।
কচ্চিৎ কুরূণাং সৌভ্রাত্রমব্যুচ্ছিন্নং ভবিষ্যতি ॥১০

মৈত্রেয় উবাচ ।

তীর্থযাত্রামনুক্রামন্ প্রাপ্তোঽস্মি কুরুজাঙ্গলান্ ।
যদৃচ্ছয়া ধর্মরাজং দৃষ্টবান্ কাম্যকে বনে ॥১১
তং জটাজিনসংবীতং তপোবননিবাসিনম্ ।
সমাজগ্মুর্মহাত্মানং দ্রষ্টুং মুনিগণাঃ প্রভো ॥১২
তত্রাশ্রৌষং মহারাজ পুত্রাণাং তব বিভ্রমম্ ।
অনয়ং দ্যূতরূপেণ মহাভয়মুপস্থিতম্ ॥১৩
ততোঽহং ত্বামনুপ্রাপ্তঃ কৌরবাণামবেক্ষয়া ।
সদা হ্যভ্যধিকঃ স্নেহঃ প্রীতিশ্চ ত্বয়ি মে প্রভো ॥১৪

হইয়া আমাদের সহিত দেখা করিবার জন্য এখানে আসিতেছেন ।৪

রাজন্ । সেই মহর্ষিই তোমার পুত্র দুর্য্যোধনকে ন্যায়ানুসারে এমন ভাবে অনুশাসন করিবেন, যাহাতে তাহার ও এই কুরুবংশের সকলের কল্যাণ হয় ।৫

হে কুরুবংশাবতংস । তিনি যাহা উপদেশ করিবেন, তাহাই যেন তোমার পুত্র আচরণ করে, নতুবা তিনি ক্রোধে তোমার পুত্রকে অভিশাপ প্রদান করিবেন ।৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই বলিয়া ব্যাসদেব চলিয়া গেলেন এবং তাহার অল্পক্ষণের মধ্যেই মৈত্রেয় ঋষি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রাজাও পুত্রগণের সহিত তাহাকে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন ।৭

পাদ্য, অর্ঘ প্রভৃতির দ্বারা তাঁহার পূজা করিবার পর যখন তাঁহার শ্রান্তি দূর হইল, তখন অম্বিকানন্দন রাজা ধৃতরাষ্ট্র বিনয়পূর্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ।৮

হে ভগবন্ । কুরুদেশের মধ্য দিয়া আপনার আগমন নির্ব্বিঘ্নে হইয়াছে তো ? পাণ্ডুপুত্র পাঁচ বীর ভাই কুশলে আছে তো ? ।৯

ভরতবংশীয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সেই পাণ্ডবগণ নিজ প্রতিজ্ঞায় অটল থাকিতে ইচ্ছুক আছে তো ? কৌরবগণের সহিত তাহাদের ভ্রাতৃভাব অবিচ্ছিন্ন থাকিবে তো ? ১০

মহর্ষি মৈত্রেয় বলিলেন,—তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে কুরুদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি এবং পথিমধ্যে কাম্যক বনে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করিয়াছি ।১১

হে প্রভো ! জটাধারণপূর্ব্বক অজিন (মৃগচর্ম্ম) পরিধান করিয়া পাণ্ডবগণ তপোবনে বাস করিতেছে জানিতে পারিয়া মুনিগণ তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে আসিয়াছেন দেখিলাম ।১২

মহারাজ ! সেইখানেই তোমার পুত্রগণের বিভ্রান্তির কথা শুনিলাম । তাহারা অন্যায়পূর্ব্বক পাশাখেলায় তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া নির্ব্বাসিত করিয়াছে, ইহা মহাভয়জনক বিপদ উপস্থিত হইয়াছে বুঝিলাম ।১৩

এজন্য কৌরবগণের অধিপতি তোমাকে দেখিতে আসিলাম । হে প্রভো । তোমার প্রতি আমার

নৈতদৌপয়িকং রাজংস্ত্বয়ি ভীষ্মে চ জীবাত।
যদন্যোন্যেন তে পুত্রা বিরুধ্যন্তে কথঞ্চন ॥১৫
মেঢ়ীভূতঃ স্বয়ং রাজন্ নিগ্রহে প্রগ্রহে ভবান্।
কিমর্থমনয়ং ঘোরমুৎপন্নমুপেক্ষসে ॥১৬
দস্যূনামিব যদ্ বৃত্তং সভায়াং কুরুনন্দন।
তেন ন ভ্রাজসে রাজংস্তাপসানাং সমাগমে ॥১৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো ব্যাবৃত্য রাজানং দুর্য্যোধনমমর্ষণম্।
উবাচ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা মৈত্রেয়ো ভগবানৃষিঃ ॥১৮

মৈত্রেয় উবাচ।

দুর্য্যোধন মহাবাহো নিবোধ বদতাং বর।
বচনং মে মহাভাগ ব্রুবতো যদ্ধিতং তব ॥১৯
মা দ্রুহঃ পাণ্ডবান্ রাজন্ কুরুষ্ব প্রিয়মাত্মনঃ।
পাণ্ডবানাং কুরূণাঞ্চ লোকস্য চ নরর্ষভ ॥২০

তে হি সর্বে নরব্যাঘ্রাঃ শূরা বিক্রান্তযোধিনঃ।
সর্বে নাগাযুতপ্রাণা বজ্রসংহননা দৃঢ়াঃ ॥২১

সত্যব্রতধরাঃ সর্বে সর্বে পুরুষমাননঃ।
হন্তারো দেবশত্রূণাং রক্ষসাং কামরূপিণাম্ ॥২২

হিড়িম্ব-বকমুখ্যানাং কির্মীরস্য চ রক্ষসঃ।
ইতঃ প্রদ্রবতাং রাত্রৌ যঃ স তেষাং মহাত্মনাম্ ॥২৩

আবৃত্য মার্গং রৌদ্রাত্মা তস্থৌ গিরিরিবাচলঃ।
তং ভীমঃ সমরশ্লাঘী বলেন বলিনাং বরঃ ॥২৪

জঘান পশুমারেণ ব্যাঘ্রঃ ক্ষুদ্রমৃগঃ যথা।
পশ্য দিগ্বিজয়ে রাজন্ যথা ভীমেন পাতিতঃ ॥২৫

জরাসন্ধো মহেষ্বাসো নাগাযুতবলো যুধি।
সম্বন্ধী বাসুদেবশ্চ শ্যালাঃ সর্বে চ পার্ষতাঃ ॥২৬

অধিক প্রীতি ও স্নেহ থাকায় (তোমার কল্যাণের জন্যই) এখানে আসিয়াছি।১৪

রাজন্! তুমি ও (উহাদের পিতামহ) ভীষ্ম জীবিত থাকিতে কৌরব ও পাণ্ডবগণ পরস্পর বিরোধ করিবে—ইহা হইতে দেওয়া তোমাদের পক্ষে সমুচিত কার্য্য হয় নাই।১৫

হে মহারাজ! সকলকে বন্ধন করিয়া নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য তুমিই স্তম্ভসদৃশ! সুতরাং এইরকম একটা ঘোর অন্যায় কার্য্য তোমার সম্মুখে উৎপন্ন হইবে দেখিয়াও তুমি উহা উপেক্ষা করিলে কেমন করিয়া? ১৬

হে রাজন্! সভাম মধ্যে দ্রৌপদীর লাঞ্ছনাদিরূপ দস্যুর ন্যায় যে আচরণ তোমার পুত্রগণ করিয়াছে, তাহাতে তাপস সমাজে তোমার অখ্যাতি ছড়াইয়া পড়ায় তোমার পূর্ব্ববৎ শোভা এখন আর নাই।১৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর মহর্ষি ভগবান্ মৈত্রেয় ধৃতরাষ্ট্রের দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া অসহনশীলপ্রকৃতির দুর্য্যোধনকে লক্ষ্য করিয়া মধুর ভাষায় বলিতে লাগিলেন।১৮

মৈত্রেয় বলিলেন,—হে মহাবাহো দুর্য্যোধন! তুমি বক্তাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। হে মহাভাগ! তোমার হিতের জন্য যে কথা আমি এখন বলিতেছি, তাহা তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।১৯

হে রাজন্! যাহা কৌরব ও পাণ্ডব এবং তোমার নিজের পক্ষে ও সম্পূর্ণ জগতের পক্ষে হিতকর, তাহাই কর। নরশ্রেষ্ঠ! পাণ্ডবগণের দ্রোহ করিও না।২০

যেহেতু তাহারা সকলেই মানবশ্রেষ্ঠ, বীর, যুদ্ধে পরাক্রমশীল, তাহাদের সকলেরই শরীরে দশ হাজার হাতীর বল আছে এবং তাহাদের সকলেরই শরীর বজ্রের ন্যায় দৃঢ়।২১

পাণ্ডবগণ সকলেই সত্যব্রতপরায়ণ, সকলেই পুরুষাকারের অভিমানী, কামরূপী হিড়িম্বপ্রমুখ রাক্ষসাদি দেবশত্রুগণের বিনাশকারী এবং কির্ম্মীর-নামক রাক্ষসেরও হত্যাকারী।

এস্থান হইতে বহির্গত হইয়া মহাত্মা পাণ্ডবগণ

কস্তান্ যুধি সমাসীত জরামরণবান্ নরঃ ।
তস্য তে শম এবাস্তু পাণ্ডবৈর্ভরতর্ষভ ॥২৭

কুরু মে বচনং রাজন্ মা মন্যুবশমন্বগাঃ ।
বৈশম্পায়ন উবাচ ।
এবং তু ব্রুবতস্তস্য মৈত্রেয়স্য বিশাম্পতে ॥২৮

উরুং গজকরাকারং করেণাভিজঘান সঃ ।
দুর্য্যোধনঃ স্মিতং কৃত্বা চরণেনোল্লিখন্ মহীম্ ॥২৯

ন কিঞ্চিদুক্ত্বা দুর্মেধাস্তস্থৌ কিঞ্চিদবাঙ্‌মুখঃ ।
তমশুশ্রূষমাণন্তু বিলিখন্তং বসুন্ধরাম্ ॥৩০

দৃষ্ট্বা দুর্য্যোধনং রাজন্ মৈত্রেয়ং কোপ আবিশৎ ।
স কোপবশমাপন্নো মৈত্রেয়ো মুনিসত্তমঃ ॥৩১
বিধিনা সম্প্রণুদিতঃ শাপায়াস্য মনো দধে ।
ততঃ স বার্য্যুপস্পৃশ্য কোপসংরক্তলোচনঃ ।
মৈত্রেয়ো ধার্ত্তরাষ্ট্রং তমশপদ্ দুষ্টচেতসম্ ॥৩২
যস্মাৎ ত্বং মামনাদৃত্য নেমাং বাচং চিকীর্ষসি ।
তস্মাদস্যাভিমানস্য সদ্যঃ ফলমবাপ্নুহি ॥৩৩
ত্বদভিদ্রোহসংযুক্তং যুদ্ধমুৎপৎস্যতে মহৎ ।
তত্র ভীমো গদাঘাতৈস্তবোরুং ভেৎস্যতে বলী ॥৩৪
ইত্যেবমুক্তে বচনে ধৃতরাষ্ট্রো মহীপতিঃ ।
প্রসাদয়ামাস মুনিং নৈতদেবং ভবেদিতি ॥৩৫

যখন রাত্রিতে গমন করিতেছিলেন, তখন অচল পর্ব্বতের ন্যায় মহাকায় রৌদ্ররূপধারী কির্ম্মীর ইহাদের পথ অবরুদ্ধ করিয়া অবস্থান করে। তখন যুদ্ধপ্রিয় বলিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীম ব্যাঘ্র যেমন ক্ষুদ্রমৃগকে বধ করে, তেমনই তাহাকে পশুর মত বধ করে। তাছাড়া রাজন্। দেখ, দিগ্বিজয়ের সময় অযুত হস্তীর বলধারী মহাধনুর্দ্ধর জরাসন্ধকে ভীম বধ করিয়াছে; এতদ্ব্যতীত বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ ইহাদের আত্মীয় ও হিতকারী এবং দ্রুপদপুত্রগণ সকলেই ইহাদের শ্যালক।২২-২৬

জরামরণশীল এমন কোন্ মানুষ আছে, যে নাকি পাণ্ডবগণের সম্মুখে যুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারে? সুতরাং ভরতশ্রেষ্ঠ। তুমি ইহাদের সহিত ব্যবহারে সামনীতি অবলম্বন কর।২৭

রাজন্। তুমি আমার কথা শুন, ক্রোধের বশীভূত হইয়া অন্যথা আচরণ করিও না। বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে বিশাম্পতে। মৈত্রেয় ঋষি এই কথা বলিলে দুর্য্যোধন হস্তিশুণ্ডসদৃশ নিজ উরুর উপর করাঘাত করত ঈষৎ হাস্য করিয়া চরণের দ্বারা ভূমি উল্লিখন করিতে লাগিলেন।২৮-২৯

দুর্য্যোধন মুখে কিছুই না বলিয়া কিঞ্চিৎ অধোমুখ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন, দুর্য্যোধনের ঐরূপ আচরণে মৈত্রেয় মুনি মনে করিলেন, সে তাঁহার কথা গ্রাহ্য না করিয়া চরণের দ্বারা ভূমি খনন করিতেছে। রাজন্। ইহাতে তাঁহার মধ্যে ক্রোধের আবির্ভাব হইল; তখন মুনিশ্রেষ্ঠ মৈত্রেয় ক্রোধের বশীভূত এবং যেন বিধির দ্বারা প্রেরিত হইয়াই তাহাকে অভিশাপ দেবার জন্য মনঃস্থির করিলেন। অনন্তর ক্রোধে আরক্তলোচন সেই ঋষি হাতে জল লইয়া ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুষ্টহৃদয় দুর্য্যোধনকে অভিশাপ প্রদান করিলেন।৩০-৩২

যেহেতু আমাকে অগ্রাহ্য করিয়া আমার উপদেশ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিতেছে না, সেইহেতু তুমি এই দুরভিমানের সদ্য ফল প্রাপ্ত হও।৩৩

যখন পাণ্ডবগণের প্রতি তোমার দ্রোহ হইতে ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ হইবে, তখন বলবান্ ভীমসেন গদাঘাতের দ্বারা তোমার ঐ উরু ভঙ্গ করিবে।৩৪

মৈত্রয় এইরূপ বলিলে, ভূপতি ধৃতরাষ্ট্র অনুনয় বিনয়ের দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন এবং যাহাতে ঐ শাপ কার্য্যক্ষম না হয়, তাহার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।৩৫

মৈত্রেয় উবাচ।

শমং যাস্যতি চেৎ পুত্রস্তব রাজন্ যদা তদা।
শাপো ন ভবিতা তাত বিপরীতে ভবিষ্যতি ॥৩৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বিলক্ষয়ংস্তু রাজেন্দ্রো দুর্য্যোধনপিতা তদা।
মৈত্রেয়ং প্রাহ কির্ম্মীরঃ কথং ভীমেন পাতিতঃ ॥৩৭

মৈত্রেয় উবাচ।

নাহং বক্ষ্যামি তে ভূয়ো ন তে শুশ্রূষতে সুতঃ।
এষ তে বিদুরঃ সর্ব্বমাখ্যাস্যতি গতে ময়ি ॥৩৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ইত্যেবমুক্ত্বা মৈত্রেয়ঃ প্রাতিষ্ঠত যথাগতম্।
কির্ম্মীরবধ-সংবিগ্নো বহির্দুর্য্যোধনো যযৌ ॥৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি অরণ্যযাত্রাপর্ব্বণি
মৈত্রেয়শাপে দশমোঽধ্যায়ঃ ॥১০

মৈত্রেয় বলিলেন,—তাত! যদি তোমার পুত্র দুর্য্যোধন পাণ্ডবগণের প্রতি সামনীতি অবলম্বন করে. তাহা হইলে এই শাপ ফলবান্ হইবে না, কিন্তু বিপরীত আচরণ করিলে শাপ অবশ্যই ফল প্রদান করিবে।৩৬

দুর্য্যোধনের পিতা রাজেন্দ্র ধৃতরাষ্ট্র (দুর্য্যোধনের উপর হইতে মৈত্রেয় ঋষির দৃষ্টি অন্যত্র সরাইবার অভিপ্রায়ে এবং) ভীমসেনের বল জানিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন; "কিরূপে ভীম কির্ম্মীর রাক্ষসকে বধ করিল ?৩

মৈত্রেয় বলিলেন,—তোমার এই দুষ্টপুত্র আমার কথা শুনিতে ইচ্ছুক নহে, সুতরাং আমি এ বিষয়ে কিছুই বলিব না। আমি চলিয়া গেলে, এই তোমার বিদুরই সব কথা বলিবে।৩৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই বলিয়া মৈত্রেয় ঋষি যেভাবে আসিয়াছিলেন, সেইভাবে প্রস্থান করিলেন। দুর্য্যোধনও ভীমকর্ত্তৃক কির্ম্মীর বধ বৃত্তান্ত শ্রবণে উদ্বিগ্ন হইয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।৩৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অরণ্যযাত্রাপর্ব্বে
মৈত্রয়শাপদানে দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১০

(কির্ম্মীরবধপর্ব্ব ।)

একাদশোঽধ্যায়ঃ ।

[ভীমসেনেন কির্ম্মীররাক্ষসস্য বধঃ ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

কির্ম্মীরস্য বধং ক্ষত্তঃ শ্রোতুমিচ্ছামি কথ্যতাম্ ।
রক্ষসা ভীমসেনস্য কথমাসীৎ সমাগমঃ ॥১

বিদুর উবাচ ।

শৃণু ভীমস্য কর্ম্মেদমতিমানুষকর্ম্মণঃ ।
শ্রুতপূর্ব্বং ময়া তেষাং কথাস্তেষু পুনঃ পুনঃ ॥২

ইতঃ প্রয়াতা রাজেন্দ্র পাণ্ডবা দ্যূতনির্জ্জিতাঃ ।
জগ্মুস্ত্রিভিরহোরাত্রৈঃ কাম্যকং নাম তদ্ বনম্ ॥৩

রাত্রৌ নিশীথে স্বাভীলে গতেঽর্দ্ধসময়ে নৃপ ।
প্রচারে পুরুষাদানং রক্ষসাং ঘোরকর্ম্মণাম্ ॥৪

তদ্ বনং তাপসা নিত্যং গোপাশ্চ বনচারিণঃ ।
দূরাৎ পরিহরন্তি স্ম পুরুষাদভয়াৎ কিল ॥৫

তেষাং প্রবিশতাং তত্র মার্গমাবৃত্য ভারত ।
দীপ্তাক্ষং ভীষণং রক্ষঃ সোল্মুকং প্রত্যপদ্যত ॥৬

বাহূ মহান্তৌ কৃত্বা তু তথাস্যঞ্চ ভয়ানকম্ ।
স্থিতমাবৃত্য পন্থানং যেন যান্তি কুরূদ্বহাঃ ॥৭

স্পষ্টাষ্টদংষ্ট্রং তাম্রাক্ষং প্রদীপ্তোর্দ্ধশিরোরুহম্।
সার্করশ্মিতড়িচ্চক্রং সবলাকমিবাম্বুদম্ ॥৮

সৃজন্তং রাক্ষসীং মায়াং মহানাদাননাদিতম্ ।
মুঞ্চন্তং বিপুলান্ নাদান্ সতোয়মিব তোয়দম্ ॥৯

অস্য নাদেন সন্ত্রস্তাঃ পক্ষিণঃ সর্ব্বতোদিশম্ ।
বিমুক্তনাদাঃ সম্পেতুঃ স্থলজা জলজৈঃ সহ ॥১০

(কির্ম্মীরবধপর্ব্ব)

একাদশ অধ্যায়

[ভীমসেন কর্তৃক কির্ম্মীর রাক্ষস বধ ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—হে বিদুর। ভীমসেনের সহিত কির্ম্মীরের সমাগম এবং ভীমসেনকর্তৃক তাহার বধের বৃত্তান্ত বল, আমার শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।১

বিদুর বলিলেন,—ভীমসেনের সেই অতিমানুষ কর্ম্মের কথা, যাহা আমি ইতঃপূর্ব্বে অন্যান্য বনবাসী ব্রাহ্মণগণের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে শুনিয়াছি, তাহা আমি বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন।২

হে রাজেন্দ্র। পাণ্ডবগণ পাশাখেলায় পরাজিত হইয়া এস্থান হইতে নির্গত হইয়া তিন দিন তিন রাত্রির পর কাম্যকনামে সেই প্রখ্যাত বনে উপস্থিত হইল।৩

রাজন্। অর্দ্ধরাত্রির ভয়ঙ্কর নিশীথ সময়ে, যখন ঘোরকর্ম্মা নরখাদক রাক্ষসগণ বিচরণ করিয়া থাকে, সেই সময় তাপসগণ এবং বনবাসী গোপালগণ নরখাদক রাক্ষসের ভয়ে দূর হইতেই এই বনকে বর্জ্জন করিয়া থাকেন ৪-৫

ভারত। তাহারা সেই বনের মধ্যে প্রবেশ করিতেই দীপ্তচক্ষু ভয়ঙ্কর এক রাক্ষস একটী মশা হস্তে লইয়া পথরোধ করত দণ্ডায়মান হইল।৬

দুইটী দীর্ঘ বাহু প্রসারিত করিয়া এবং ভয়ঙ্ক মুখ ব্যাদান করত কুরুবংশধরগণ যে পথে যাইতেছি সেই গমনের পথকে অবরোধ করিয়া অবস্থি রহিল।৭

তাহার মুখ হইতে স্পষ্টভাবে আটটী দাঁত নির্গ হইয়াছে, দুইটী চক্ষু তাম্রবর্ণ, মস্তকে অগ্নিবর্ণ ঊ কেশ বিরাজিত, ইহাতে সূর্য্যকিরণ, বিদ্যুন্মণ্ডল বলাকাসমন্বিত মেঘের ন্যায় তাহার শরীর দেখাই

সম্প্রদ্রুতমৃগ-দ্বীপি-মহিষর্ক্ষসমাকুলম্ ।
তদ্ বনং তস্য নাদেন সম্প্রস্থিতমিবাভবৎ ॥১১
তস্যোরুবাতাভিহতাস্তাম্রপল্লববাহবঃ ।
বিদূরজাতাশ্চ লতাঃ সমাশ্লিষ্যন্তি পাদপান্ ॥১২
তস্মিন্ ক্ষণেঽথ প্রববৌ মারুতো ভৃশদারুণঃ ।
রজসা সংবৃতং তেন নষ্টজ্যোতিরভূন্নভঃ ॥১৩
পঞ্চানাং পাণ্ডুপুত্রাণামবিজ্ঞাতো মহারিপুঃ ।
পঞ্চানামিন্দ্রিয়াণান্তু শোকাবেশ ইবাতুলঃ ॥১৪
স দৃষ্ট্বা পাণ্ডবান্ দূরাৎ কৃষ্ণাজিনসমাবৃতান্ ।
আবৃণোৎ তদ্বনদ্বারং মৈনাক ইব পর্বতঃ ॥১৫
তং সমাসাদ্য বিত্রস্তা কৃষ্ণা কমললোচনা ।
অদৃষ্টপূর্বং সন্ত্রাসান্ন্যমীলয়ত লোচনে ॥১৬

দুঃশাসনকরোৎসৃষ্ট-বিপ্রকীর্ণশিরোরুহা ।
পঞ্চপর্বতমধ্যস্থা নদীবাকুলতাং গতা ॥১৭

মোমুহ্যমানাং তাং তত্র জগৃহুঃ পঞ্চ পাণ্ডবাঃ ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রসক্তানি বিষয়েষু যথা রতিম্ ॥১৮
অথ তাং রাক্ষসীং মায়ামুত্থিতাং ঘোরদর্শনাম্ ।
রক্ষোঘ্নৈর্বিবিধৈর্মন্ত্রৈর্ধৌম্যঃ সম্যক্
প্রযোজিতৈঃ ॥১৯
পশ্যতাং পাণ্ডুপুত্রাণাং নাশয়ামাস বীর্য্যবান্ ।
স নষ্টমায়োঽতিবলঃ ক্রোধবিস্ফারিতেক্ষণঃ ॥২০
কামমূর্ত্তিধরঃ ক্রূরঃ কালকল্পো ব্যদৃশ্যত ।
তমুবাচ ততো রাজা দীর্ঘপ্রজ্ঞো যুধিষ্ঠিরঃ ॥২১

ছিল। সেই রাক্ষস নিজ রাক্ষসী মায়া বিস্তার করত জলবর্ষী সকল মেঘের ন্যায় ভয়ানক শব্দ করিতেছিল।৮-৯

তাহার ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণে ভীত হইয়া পক্ষিগণ চারিদিকে উড়িয়া যাইতেছিল এবং স্থলস্থিত জন্তুগণ জলজন্তুসমূহের সহিত ভয়ানক চীৎকার করিতে করিতে চারিদিকে পলায়ন করিতেছিল।১০

মৃগ, ব্যাঘ্র, মহিষ, ভল্লুক প্রভৃতি জন্তুসমূহ রাক্ষসের গর্জনে এমনভাবে চারিদিকে ছুটিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া মনে হইল যেন বনটাই ভয়ে পলায়ন করিতেছে।১১

তাহার উরুদেশের বায়ুবেগের আঘাতে দূরস্থিত লতাসমূহ তাম্রবর্ণ পল্লবসমূহ হইতে ছিটকাইয়া বৃক্ষগণকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল।১২

সেইক্ষণে এমন প্রবল বায়ু বহিতে লাগিল যে, তাহার দ্বারা উর্দ্ধোত্থিত ধূলি আকাশ সমাচ্ছন্ন হওয়ায় জ্যোতিঃশূন্য হইল।১৩

অজ্ঞাতভাবে পাঁচটী ইন্দ্রিয়ের অতুলনীয় শোকাবেশের ন্যায় পঞ্চ পাণ্ডুপুত্রের অতুলনীয় সেই মহাশত্রু তাহাদের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, অথচ তাহারা কিছুই জানে না।১৪

সে দূর হইতে কৃষ্ণাজিনপরিহিত পাণ্ডুপুত্রগণকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া মৈনাকে পর্ব্বতের ন্যায় তাহাদের বনপথকে রুদ্ধ করিল।১৫

অদৃষ্টপূর্ব্ব তাহাকে নিকটে দেখিয়া কমলনয়না দ্রৌপদী অত্যন্ত ভীতা হইয়া লোচনদ্বয় নিমীলিত করিলেন।১৬

দুঃশাসনকরের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া যাঁহার কেশরাশি বিশৃঙ্খল (আলুলায়িত) অবস্থায় বিরাজমান ছিল, সেই দ্রৌপদী পাঁচটী পর্ব্বতের মধ্যস্থিত নদীর ন্যায় পঞ্চ পাণ্ডবের মধ্যে থাকিয়াও আকুলতা প্রাপ্ত হইলেন।১৭

পঞ্চ ইন্দ্রিয় যেমন স্ব স্ব বিষয়ের আসক্তিকে আঁকড়াইয়া ধরে, সেইরূপ পঞ্চ পাণ্ডব মোমুহ্যমানা দ্রৌপদীকে ধরিয়া ফেলিলেন।১৮

মহাতেজস্বী পুরোহিত ধৌম্য সেই রাক্ষসী মায়াকে রক্ষোঘ্ন মন্ত্রসমূহে আবৃত করত পাণ্ডুপুত্রগণের সমক্ষেই অপহরণ করিলেন। মায়া নষ্ট হইলে অতীব বলশালী ক্রোধে বিস্ফারিতনয়ন স্বেচ্ছামূর্ত্তিধারী সেই রাক্ষস কালসদৃশ মূর্ত্তিতে তাহাদের সম্মুখে প্রকটিত

কো ভবান্ কস্য বা কিং তে ক্রিয়তাং
কার্য্যমুচ্যতাম্ ।
প্রত্যুবাচাথ তদ্ রক্ষো ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্ ॥২২
অহং বকস্য বৈ ভ্রাতা কির্ম্মীর ইতি বিশ্রুতঃ ।
বনেঽস্মিন্ কাম্যকে শূন্যে নিবসামি গতজ্বরঃ ॥২৩
যুধি নির্জিত্য পুরুষানাহারং নিত্যমাচরন্ ।
কে যূয়মভিসম্প্রাপ্তা ভক্ষ্যভূতা মমান্তিকম্ ।
যুধি নির্জিত্য বঃ সর্বান্ ভক্ষয়িষ্যে গতজ্বরঃ ॥২৪

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

যুধিষ্ঠিরস্তু তচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য দুরাত্মনঃ ।
আচচক্ষে ততঃ সর্বং গোত্রনামাদি ভারত ॥২৫

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

পাণ্ডবো ধর্মরাজোঽহং যদি তে শ্রোত্রমাগতঃ ।
সহিতো ভ্রাতৃভিঃ সর্বৈর্ভীমসেনার্জুনাদিভিঃ ॥২৬
হৃতরাজ্যো বনে বাসং বস্তুং কৃতমতিস্ততঃ ।
বনমভ্যাগতো ঘোরমিদং তব পরিগ্রহম্ ॥২৭

বিদুর উবাচ ।

কির্ম্মীরস্ত্বব্রবীদেনং দিষ্ট্যা দেবৈরিদং মম ।
উপপাদিতমদ্যেহ চিরকালান্মনোগতম্ ॥২৮
ভীমসেনবধার্থং হি নিত্যমভ্যুদ্যতায়ুধঃ ।
চরামি পৃথিবীং কৃৎস্নাং নৈনং চাসাদয়াম্যহম্ ॥২৯
সোঽয়মাসাদিতো দিষ্ট্যা ভ্রাতৃহা কাঙ্ক্ষিতশ্চিরম্ ।
অনেন হি মম ভ্রাতা বকো বিনিহতঃ প্রিয়ঃ ॥৩০
বৈত্রকীয়বনে রাজন্ ব্রাহ্মণচ্ছদ্মরূপিণা ।
বিদ্যাবলমুপাশ্রিত্য ন হ্যস্তস্ত্যৌরসং বলম্ ॥৩১
হিড়িম্বশ্চ সখা মহ্যং দয়িতো বনগোচরঃ ।
হতো দুরাত্মনানেন স্বসা চাস্য হৃতা পুরা ॥৩২

হইল। মহাপ্রাজ্ঞ রাজা যুধিষ্ঠির তখন তাহাকে বলিলেন ১৯-২১

আপনি কে? কাহার তনয় এবং এখানে আপনার কাজই বা কি? তাহা বলুন। তাহা শুনিয়া সেই রাক্ষস ধর্ম্মরাজ যুষ্ঠিধিরকে প্রত্যুত্তরে বলিল ।২২

আমি বকের ভাই কির্ম্মীর নামে প্রসিদ্ধ রাক্ষস; এই জনশূন্য কাম্যকবনে নিরুপদ্রবে বাস করিতেছি ।২৩

যুদ্ধে পুরুষগণকে পরাজিত করিয়া তাহাদের আমি নিত্য ভক্ষ্যরূপে গ্রহণ করি। কে তোমরা আমার ভক্ষরূপে আসিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছ? তোমাদের সকলকে পরাজিত করিয়া আমি নিরুপদ্রবে আমার ভক্ষ্যরূপে গ্রহণ করিব ।২৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভরতবংশাবতংস! সেই দুরাত্মার কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির নিজের গোত্রনাম প্রভৃতি বলিয়া পরিচয় দিলেন ।২৫

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—আমি পাণ্ডুতনয় ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, হয়ত আপনি 'আমার নাম পূর্ব্বে শুনিয়া থাকিবেন। ভীমসেন-অর্জ্জুনাদি এই ভাইগণের সহিত বনে আসিয়াছি ।২৬

শত্রুগণ আমাদের রাজ্য হরণ করায় বনে বা করিবার ইচ্ছায় এই বনে আসিয়াছি। কি আসিয়াই ঘোররূপধারী তোমার কবলে পড়িলাম।২

বিদুর বলিলেন,—তখন কির্ম্মীর বলিল, অহো ভাগ্য। সৌভাগ্যবশতই দেবতারা তোমাদে সকলকে আমার নিকট আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। দীর্ঘকালের পর এতদিনে মনোরথ সিদ্ধ হই বসিয়াছে ।২৮

ভীমসেনকে বধ করিবার জন্য আমি অস্ত্র উদ্য করিয়া সমগ্র পৃথিবীতে তাহাকে খুজিয়া বেড়াইয়াছি কিন্তু কোথাও তাহাকে পাই নাই ।২৯

আমার ভাই বকের হত্যাকারী সেই ভী ভাগ্যবশতঃ আজ আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। এ-ই আমার প্রিয় ভাই বককে বধ করিয়াছে ।৩০

হে রাজন্। একচক্রানগরীর নিকট বেত্রকীবনে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ইহারা অবস্থান করিতেছিল

PRESENTED

সোঽয়মভ্যাগতো মূঢ়ো মমেদং গহনং বনম্ ।
প্রচারসময়েঽস্মাকমর্ধরাত্রে স্থিতে স মে ॥৩৩
অদ্যাস্য যাতয়িষ্যামি তদ্ বৈরং চিরসম্ভৃতম্ ।
তর্পয়িষ্যামি চ বকং রুধিরেণাস্য ভূরিণা ॥৩৪
অদ্যাহমনৃণো ভূত্বা ভ্রাতুঃ সখ্যুস্তথৈব চ ।
শান্তিং লব্ধাস্মি পরমাং হত্বা রাক্ষসকণ্টকম্ ॥৩৫
যদি তেন পুরা মুক্তো ভীমসেনো বকেন বৈ ।
অদ্যৈনং ভক্ষয়িষ্যামি পশ্যতস্তে যুধিষ্ঠির ॥৩৬
এনং হি বিপুলপ্রাণমদ্য হত্বা বৃকোদরম্ ।
সম্ভক্ষ্য জরয়িষ্যামি যথাগস্ত্যো মহাসুরম্ ॥৩৭
এবমুক্তস্তু ধর্মাত্মা সত্যসন্ধো যুধিষ্ঠিরঃ ।
নৈতদস্তীতি সক্রোধো ভর্ৎসয়ামাস রাক্ষসম্ ॥৩৮

ততো ভীমো মহাবাহুরারুজ্য তরসা দ্রুমম্ ।
দশব্যামমথোদ্বিদ্ধং নিষ্পত্রমকরোৎ তদা ॥৩৯
চকার সজ্যং গাণ্ডীবং বজ্রনিষ্পেষগৌরবম্ ।
নিমেষান্তরমাত্রেণ তথৈব বিজয়োঽর্জুনঃ ॥৪০
নিবার্য্য ভীমো জিষ্ণুং তং তদ্ রক্ষো মেঘনিঃস্বনম্ ।
অভিদ্রুত্যাব্রবীদ্ বাক্যং তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ভারত ॥৪১
ইত্যুক্ত্বৈনমভিক্রুদ্ধঃ কক্ষ্যামুৎপীড্য পাণ্ডবঃ ।
নিষ্পিষ্য পাণিনা পাণিং সন্দষ্টৌষ্ঠপুটোবলী ॥৪২
তমভ্যধাবদ্ বেগেন ভীমো বৃক্ষায়ুধস্তদা ।
যমদণ্ডপ্রতীকাশং ততস্তং তস্য মূর্ধনি ॥৪৩
পাতয়ামাস বেগেন কুলিশং মঘবানিব ।
অসম্ভ্রান্তং তু তদ্ রক্ষঃ সমরে প্রত্যদৃশ্যত ॥৪৪

ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত মন্ত্রবলে বলীয়ান্ হইয়াই বককে বধ করিতে সক্ষম হইয়াছে; তাহা নিজের বলে নহে ।৩১

বনবাসী হিড়িম্বও আমার পরম প্রিয় সখা ছিল। এই দুরাত্মা ভীম তাহাকেও বধ করিয়া তাহার ভগিনীকে হরণ করিয়াছে ।৩২

সেই মূঢ় ভীম এখন অর্দ্ধরাত্র সময়ে আমাদের বিচরণের সময় এই গহন বনে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে ।৩৩

আজ আমি সেই চিরসঞ্চিত সকল শত্রুতার প্রতিশোধ লইব। ইহাকে বধ করিয়া ইহার প্রচুর রক্তে বকের তর্পণ করিব ।৩৪

আমি রাক্ষসগণের কণ্টকস্বরূপ ইহাকে বধ করিয়া ভ্রাতা ও সখা উভয়ের নিকটেই ঋণ মুক্ত হইয়া পরম শান্তিলাভ করিব ।৩৫

যুধিষ্ঠির! বকাসুর ইহাকে পূর্ব্বে উপেক্ষা করিয়া ছাড়িয়া দিলেও আমি আজ ইহাকে ছাড়িব না। তোমার সমক্ষেই ইহাকে ভক্ষণ করিব ।৩৬

অগস্ত্যমুনি যেমন মহাসুর বাতাপিকে ভক্ষণ করিয়া পরিপাক করিয়াছিলেন, তেমনই আমিও এই মহাপ্রাণ বৃকোদরকে ভক্ষণ করিয়া পরিপাক করিয়া ফেলিব ।৩৭

কির্ম্মীর এই কথা বলিলে সত্যপ্রতিজ্ঞ ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠির তাহাকে 'ইহা হইতেই পারে না'—এই কথা বলিয়া ক্রোধে রাক্ষসকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন।৩৮

তখন মহাবাহু ভীমসেন অতি বেগে দশব্যাম (৪০ হস্ত পরিমিত পরিধিবিশিষ্ট) পরিমাণ এক বৃক্ষকে জোরে হেলাইয়া উপড়াইয়া ফেলিল এবং উহাকে পত্রশূন্য করিল ।৩৯

ইত্যবসরে অর্জ্জুন পর্ব্বতের ন্যায় অত্যন্ত ভারী গাণ্ডীব ধনুতে নিমিষের মধ্যে গুণ প্রদান করিয়া উহাকে সজ্জিত করিল ।৪০

হে ভরতবংশাবতংস! ভীম অর্জ্জুনকে নিবারণ করত সেই মেঘবৎ গম্ভীর গর্জনকারী রাক্ষসের অভিমুখে অগ্রসর হইয়া বলিল, "একটু দাঁড়াও", "একটু দাঁড়াও" ।৪১

তাহাকে এই কথা বলিয়া ভীম কোমরে কাপড় কষিয়া বাঁধিল এবং হাতে হাত রগড়াইয়া ও দাঁতে দাঁত চাপিয়া যমদণ্ডতুল্য সেই বৃক্ষ লইয়া তাহার

চিক্ষেপ চোল্মুকং দীপ্তমশনিং জ্বলিতামিব।
তদুদস্তমলাতং তু ভীমঃ প্রহরতাং বরঃ ॥৪৫
পদা সব্যেন চিক্ষেপ তদ্ রক্ষঃ পুনরাব্রজৎ।
কির্ম্মীরশ্চাপি সহসা বৃক্ষমুৎপাট্য পাণ্ডবম্ ॥৪৬
দণ্ডপাণিরিব ক্রুদ্ধঃ সমরে প্রত্যধাবত।
তদ্ বৃক্ষযুদ্ধমভবন্মহীরুহবিনাশনম্ ॥৪৭
বালি-সুগ্রীবয়োর্ভ্রাত্রোর্যথা স্ত্রীকাঙ্ক্ষিণোঃ পুরা।
শীর্ষয়োঃ পতিতা বৃক্ষা বিভিদুর্নৈকধা তয়োঃ ॥৪৮
যথৈবোৎপলপত্রাণি মত্তয়োর্দ্বিপয়োস্তথা।
মুঞ্জবজ্জর্জ্জরীভূতা বহবস্তত্র পাদপাঃ ॥৪৯
চীরাণীব ব্যুদস্তানি রেজুস্তত্র মহাবনে।
তদ্ বৃক্ষযুদ্ধমভবন্মুহূর্ত্তং ভরতর্ষভ।
রাক্ষসানাঞ্চ মুখ্যস্ত নরাণামুত্তমস্ত চ ॥৫০

ততঃ শিলাং সমুৎক্ষিপ্য ভীমস্ত যুধি তিষ্ঠতঃ।
প্রাহিণোদ্ রাক্ষসঃ ক্রুদ্ধো ভীমশ্চ ন চচাল হ ॥৫১
তং শিলাতাড়নজড়ং পর্য্যধাবত রাক্ষসঃ।
বাহুবিক্ষিপ্তকিরণঃ স্বর্ভানুরিব ভাস্করম্ ॥৫২
তাবন্যোন্যং সমাশ্লিষ্য প্রকর্ষন্তৌ পরস্পরম্।
উভাবপি চকাশেতে প্রবৃদ্ধৌ বৃষভাবিব ॥৫৩
তয়োরাসীৎ সুতুমুলঃ সম্প্রহারঃ সুদারুণঃ।
নখদংষ্ট্রায়ুধবতোর্ব্যাঘ্রয়োরিব দৃপ্তয়োঃ ॥৫৪

দুর্য্যোধননিকারাচ্চ বাহুবীর্য্যাচ্চ দর্পিতঃ।
কৃষ্ণানয়নদৃষ্টশ্চ ব্যবর্ধত বৃকোদরঃ ॥৫৫
অভিপদ্য চ বাহুভ্যাং প্রত্যগৃহ্নাদমর্ষিতঃ।
মাতঙ্গমিব মাতঙ্গঃ প্রভিন্নকরটামুখম্ ॥৫৬

দিকে ধাধিত হইল এবং সবেগে সহসাই তাহার মস্তকে ইন্দ্র যেমন বজ্র নিক্ষেপ করে, তেমনই সেই বৃক্ষ আঘাত করিল। কিন্তু তথাপি সেই রাক্ষসকে অবিচলিত অবস্থায় দণ্ডায়মান থাকিতে দেখা যাইল।৪২-৪৪

সেই রাক্ষস তখন ভীমের উপর প্রজ্বলিত কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিল, কিন্তু যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ ভীম উহাকে বাম পাদের এমন আঘাত করিল যে, উহা ফিরিয়া পুনরায় রাক্ষসের দিকেই ধাবিত হইল। কির্ম্মীরও সহসা একটী বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া দণ্ডধর যমের ন্যায় ভীমের অভিমুখে ধাবিত হইল। তখন স্ত্রীর আকাঙ্ক্ষায় বালি ও সুগ্রীবের যেমন যুদ্ধ হইয়াছিল, তেমনই ভীম ও কির্ম্মীরের মধ্যে বৃক্ষযুদ্ধ আরম্ভ হইল। ফলে বনে বৃক্ষরাশি বিনষ্ট হইতে লাগিল।

মত্ত হস্তীদ্বয়ের মস্তকে পাতিত হইয়া পদ্মপত্রসমূহ যেমন বহুধা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, তেমনই ভীম ও কির্ম্মীরের মস্তকে পরস্পরের দ্বারা পাতিত বৃক্ষসমূহও বহুধা বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

পরস্পরের প্রতি নিক্ষিপ্ত বৃক্ষসমূহ মুঞ্জতৃণের ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া সেই মহাবন মধ্যে নিক্ষিপ্ত কৌপীনসমূহের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ভরতর্ষভ! এইভাবে মুহূর্ত্তকাল ব্যাপী নরশ্রেষ্ঠ ভীম ও রাক্ষসশ্রেষ্ঠ কির্ম্মীরের মধ্যে বৃক্ষযুদ্ধ চালিত থাকিল।৪৫-৫০

অনন্তর রাক্ষস একখানা পাথর উঠাইয়া যুদ্ধে দণ্ডায়মান ভীমের উপর আঘাত করিল; কিন্তু ভীম সে আঘাতে জড়বৎ হইয়া অবস্থান করিল।৫১

শিলাঘাতে ভীমকে জড়বৎ অবস্থান করিতে দেখিয়া রাক্ষস বাহুর দ্বারা সূর্য্যকিরণ বিক্ষিপ্ত করিতে করিতে সূর্য্যের প্রতি ধাবমান রাহুর ন্যায় ভীমের প্রতি ধাবমান হইল।৫২

তাহারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করত পরস্পরের দিকে আকর্ষণ করিতে থাকায় প্রবল বৃষদ্বয়ের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।৫৩

নখ ও দন্তরূপ অস্ত্রবিশিষ্ট দুইটী গর্ব্বিত ব্যাঘ্রের

স চাপ্যেনং ততো রক্ষঃ প্রতিজগ্রাহ বীর্য্যবান্ ।
তমাক্ষিপদ্ ভীমসেনো বলেন বলিনাং বরঃ ॥৫৭
তয়োর্ভুজবিনিষ্পেষাদুভয়োর্বলিনোস্তদা ।
শব্দঃ সমভবদ্ ঘোরো বেণুস্ফোটসমো যুধি ॥৫৮
অথৈনমাক্ষিপ্য বলাদ্ গৃহ্য মধ্যে বৃকোদরঃ ।
ধূনয়ামাস বেগেন বায়ুশ্চণ্ড ইব দ্রুমম্ ॥৫৯
স ভীমেন পরামৃষ্টো দুর্বলো বলিনা রণে ।
ব্যস্পন্দত যথাপ্রাণং বিচকর্ষ চ পাণ্ডবম্ ॥৬০
তত এনং পরিশ্রান্তমুপলক্ষ্য বৃকোদরঃ ।
যোক্ত্রয়ামাস বাহুভ্যাং পশুং রশনয়া যথা ॥৬১

বিনদন্তং মহানাদং ভিন্নভেরীস্বনং বলী ।
ভ্রাময়ামাস সুচিরং বিস্ফুরন্তমচেতসম্ ॥৬২
তং বিষীদন্তমাজ্ঞায় রাক্ষসং পাণ্ডুনন্দনঃ ।
প্রগৃহ্য তরসা দোর্ভ্যাং পশুমারমমারয়ৎ ॥৬৩
আক্রম্য চ কটীদেশে জানুনা রাক্ষসাধমম্ ।
পীড়য়ামাস পাণিভ্যাং কণ্ঠং তস্য বৃকোদরঃ ॥৬৪
অথ জর্জরসর্বাঙ্গং ব্যাবৃত্তনয়নোল্বণম্ ।
ভূতলে ভ্রাময়ামাস বাক্যং চেদমুবাচ হ ॥৬৫
হিড়িম্ব-বকয়োঃ পাপ ন ত্বমশ্রুপ্রমার্জনম্ ।
করিষ্যসি গতশ্চাপি যমস্য সদনং প্রতি ॥৬৬

ন্যায় তাহাদের উভয়ের পরস্পরের প্রতি তুমুল ও ভয়ঙ্কর প্রহার চলিতে লাগিল ।৫৪

দুর্য্যোধনের তিরস্কার, নিজের বাহুবলের অভিমান এবং দ্রৌপদীর সপ্রেম সাগ্রহ দৃষ্টি ভীমকে অধিকতর উৎসাহিত করায় ভীমের বল ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল ।৫৫

ভীম অসহনশীল হইয়া এক মত্ত হস্তী যেমন গণ্ডস্থল হইতে মদস্রাবী অপর মত্ত হস্তীকে শুণ্ডদ্বারা আঁকড়াইয়া ধরে, তেমনই দুই বাহু দ্বারা কির্ম্মীরকে ধরিল ।৫৬

সেই বীর্য্যবান্ রাক্ষসও ভীমকে ধরিল; ধরিবামাত্র বলিশ্রেষ্ঠ ভীম তাহাকে বলপূর্বক দূরে নিক্ষেপ করিল ।৫৭

মহাবলবান্ উভয়ে যুদ্ধে পরস্পর পরস্পরকে বাহুদ্বারা নিষ্পেষণ করিতে থাকায় বাঁশের গিঁট ফাটার শব্দের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল ।৫৯

অনন্তর প্রচণ্ড বায়ু যেমন বৃক্ষকে কম্পিত করে, তেমনই বৃকোদর ভীমও উহাকে বলপূর্ব্বক উঠাইয়া উহার কোমর ধরিয়া ফেলিল এবং উহাকে বেগে ঘুরাইতে লাগিল ।৫৯

বলবান্ ভীমের দ্বারা যুদ্ধে দুর্ব্বল সেই রাক্ষস ধৃত হইয়া ভীমের হাত হইতে ছুটিয়া যাইতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু অসমর্থ হইয়া তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে লাগিল ।৬০

তারপর তাহাকে দুর্ব্বল বুঝিতে পারিয়া ভীম তাহাকে দুই বাহুদ্বারা এমনই জোরে কষিত লাগিল যে, মনে হইল যেন পশুকে দড়ির দ্বারা কষা হইতেছে ।৬১

তাহাতে কির্ম্মীরের চক্ষুদ্বয় বহির্গত হইল এবং সে ভগ্নভেরীর শব্দের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিল। ভীম তখন তাহাকে বেগে বহুক্ষণ ধরিয়া এমন ঘুরাইতে লাগিল যে, সে অচেতন হইয়া গেল ।৬২

তাহাকে বিষণ্ণ ও নিবীর্য্য দেখিয়া পাণ্ডুপুত্র ভীম দুই হাতে তাহাকে বেগে ধরিয়া তাহাকে পশুর ন্যায় মারিতে লাগিল ।৬৩

জানুর দ্বারা রাক্ষসাধমের কোমরে চাপিয়া ধরিয়া বৃকোদর ভীম দুই হাতে তাহার গলদেশ নিষ্পেষণ করিতে লাগিল ।৬৪

তখন কির্ম্মীরের সমস্ত শরীর জর্জ্জরিত হওয়ায় এবং চোখ ঘূর্ণিত হইতে থাকায় অতি বিকট দেখাইয়াছিল। ভীম তখন তাহাকে মাটীর উপরই ঘুরাইতে ঘুরাইতে এই কথা বলিতে লাগিল ।৬৫

রে পাপিষ্ঠ! তুই এখন যমলোকে গিয়াও বক

ইত্যেবমুক্ত্বা পুরুষপ্রবীর-
স্তং রাক্ষসং ক্রোধপরীতচেতাঃ।
বিস্রস্তবস্ত্রাভরণং স্ফুরন্ত-
মুদ্ভ্রান্তচিত্তং ব্যসুমুৎসসর্জ ॥৬৭

তস্মিন্ হতে তোয়দতুল্যরূপে
কৃষ্ণাং পুরস্কৃত্য নরেন্দ্রপুত্রাঃ।
ভীমং প্রশস্যাথ গুণৈরনেকৈ-
র্হৃষ্টাস্ততো দ্বৈতবনায় জগ্মুঃ ॥৬৮

বিদুর উবাচ।

এবং বিনিহতঃ সংখ্যে কির্ম্মীরো মনুজাধিপ।
ভীমেন বচনাৎ তস্য ধর্ম্মরাজস্য কৌরব ॥৬৯

ততো নিষ্কণ্টকং কৃত্বা বনং তদপরাজিতঃ।
দ্রৌপদ্যা সহ ধর্ম্মজ্ঞো বসতিং তামুবাস হ ॥৭০

সমাশ্বাস্য চ তে সর্বে দ্রৌপদীং ভরতর্ষভাঃ।
প্রহৃষ্টমনসঃ প্রীত্যা প্রশশংসুর্বৃকোদরম্ ॥৭১
ভীমবাহুবলোৎপিষ্টে বিনষ্টে রাক্ষসে ততঃ।
বিবিশুস্তে বনং বীরাঃ ক্ষেমং নিহতকণ্টকম্ ॥৭২
স ময়া গচ্ছতা মার্গে বিনিকীর্ণো ভয়াবহঃ।
বনে মহতি দুষ্টাত্মা দৃষ্টো ভীমবলাদ্ধতঃ ॥৭৩
তত্রাশ্রৌষমহং চৈতৎ কর্ম্ম ভীমস্য ভারত।
ব্রাহ্মণানাং কথয়তাং যে তত্রাসন্ সমাগতাঃ ॥৭৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং বিনিহতং সংখ্যে কির্ম্মীরং রক্ষসাং বরম্।
শ্রুত্বা ধ্যানপরো রাজা নিশশ্বাসার্তবৎ তদা ॥৭৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি কির্ম্মীরবধপর্বণি
বিদুরবাক্যে একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১১

ও হিড়িম্বের চোখের জল মুছাইতে পারিবি না।৬৬

এই কথা বলিয়া ক্রুদ্ধচিত্ত পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীম রাক্ষসের বস্ত্র ও আভরণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, চক্ষু বহির্গত এবং চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইলে বুঝিল যে, সে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন তাহাকে ছাড়িয়া দিল।৬৭

মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ সেই রাক্ষস নিহত হইলে রাজপুত্র পাণ্ডবগণ ভীমসেনের অনেক গুণের প্রশংসা করিতে করিতে হৃষ্টচিত্তে দ্রৌপদীকে অগ্রভাগে রাখিয়া দ্বৈতবনের অভিমুখে প্রস্থান করিল।৬৮

বিদুর বলিলেন,—হে কুরুনন্দন! নৃপতে! এইরূপে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের কথায় ভীম কির্ম্মীরকে যুদ্ধে বধ করিল।৬৯

অনন্তর বনকে নিষ্কণ্টক করিয়া অপরাজিত ধর্ম্মরাজ ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর সহিত সেই স্থানেই কিছুদিন বাস করিতে লাগিলেন।৭০

হে ভরতর্ষভ! তাহারা সকলে দ্রৌপদীকে আশ্বাস প্রদান করত প্রসন্নহৃদয়ে প্রীতির সহিত সকলে ভীমকে পুনঃ পুনঃ প্রশংসা করিতে লাগিল।৭১

ভীমের বাহুবলে নিষ্পিষ্ট হইয়া সেই রাক্ষস বিনষ্ট হইলে বীর পাণ্ডবগণ নিষ্কণ্টক সেই বনে প্রবেশ করিল।৭২

আমি কাম্যক বনে যাইবার সময়েই ভীমের বলে নিহত, পথে বিস্রস্ত অবস্থায় পতিত ও দেখিতে ভয়ঙ্কর সেই দুষ্ট রাক্ষসকে দেখিয়াছি।৭৩

হে ভারত! সেখানে যে সকল ব্রাহ্মণ সমাগত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মুখেই আমি ভীমের সেই (অলৌকিক) কর্ম্মের কথা শুনিয়াছি।৭৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইরূপে ভীমকর্ত্তৃক রাক্ষসপ্রবর কির্ম্মীরের বধের কথা শুনিয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র চিন্তান্বিত হইলেন এবং আর্তব্যক্তির ন্যায় দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।৭৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত কির্ম্মীরবধপর্ব্বে বিদুরবাক্যে একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১১

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

[অর্জুনেন দ্রৌপদ্যা চ ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য স্তুতিঃ, শ্রীকৃষ্ণসমীপে দ্রৌপদ্যাঃ কুরুসভায়াং কৃতসর্ব্ববিধাপমানবিষয়কথনম্, তস্মৈ ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য, অর্জুনস্য, ধৃষ্টদ্যুম্নস্য চ আশ্বাসপ্রদানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ভোজাঃ প্রব্রজিতান্ শ্রুত্বা বৃষ্ণয়শ্চান্ধকৈঃ সহ।
পাণ্ডবান্ দুঃখসন্তপ্তান্ সমাজগ্মুর্মহাবনে ॥১
পাঞ্চালস্য চ দায়াদো ধৃষ্টকেতুশ্চ চেদিপঃ।
কেকয়াশ্চ মহাবীর্য্যা ভ্রাতরো লোকবিশ্রুতাঃ ॥২
বনে দ্রষ্টুং যযুঃ পার্থান্ ক্রোধামর্ষসমন্বিতাঃ।
গর্হয়ন্তো ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কিং কুর্ম ইতি চাব্রুবন্ ॥৩
বাসুদেবং পুরস্কৃত্য সর্বে তে ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ।
পরিবার্য্যোপবিবিশুর্ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্।
অভিবাদ্য কুরুশ্রেষ্ঠং বিষণ্ণঃ কেশবোঽব্রবীৎ ॥৪

বাসুদেব উবাচ।

দুর্য্যোধনস্য কর্ণস্য শকুনেশ্চ দুরাত্মনঃ।
দুঃশাসনচতুর্থানাং ভূমিঃ পাস্যতি শোণিতম্ ॥৫

এতান্ নিহত্য সমরে যে চ তস্য পদানুগাঃ।
তাংশ্চ সর্বান্ বিনির্জিত্য সহিতান্ সনরাধিপান্ ॥৬

ততঃ সর্বেঽভিষিঞ্চামো ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্।
নিকৃত্যোপচরন্ বধ্য এষ ধর্মঃ সনাতনঃ ॥৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

পার্থানামভিষঙ্গেণ তথা ক্রুদ্ধং জনার্দনম্।
অর্জুনঃ শময়ামাস দিধক্ষন্তমিব প্রজাঃ ॥৮

সংক্রুদ্ধং কেশবং দৃষ্ট্বা পুর্বদেহেষু ফাল্গুনঃ।
কীর্ত্তয়ামাস কর্মাণি সত্যকীর্ত্তের্মহাত্মনঃ ॥৯

পুরুষস্যাপ্রমেয়স্য সত্যস্যামিততেজসঃ।
প্রজাপতিপতের্বিষ্ণোর্লোকনাথস্য ধীমতঃ ॥১০

দ্বাদশ অধ্যায়।

[অর্জ্জুন এবং দৌপদীকর্ত্তৃক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি, শ্রীকৃষ্ণের নিকট দ্রৌপদীর কুরুসভায় কৃত সব অবমাননার বিষয় কথন এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভোজ, বৃষ্ণি এবং অন্ধকবংশীয় বীরগণ পাণ্ডবগণের বনগমন এবং দুঃখসন্তাপের কথা শুনিয়া সেই বনে তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবার জন্য আগমন করিলেন।১

পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন, চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু এবং মহাপরাক্রমশালী লোকবিখ্যাত কেকয়রাজকুমারগণ, সকলে ক্রোধ ও অমর্ষবিশিষ্ট হইয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে নিন্দা করিতে করিতে এবং আমরা এখন পাণ্ডবগণের কি উপকার সাধন করিতে পারি, এই কথা আলোচনা করিতে করিতে কুন্তীনন্দনগণের নিকট আগমন করিলেন।২-৩

বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে রাখিয়া সেই শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়গণ সকলেই ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে ঘিরিয়া বসিলেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বিষণ্ণমনে কুরুশ্রেষ্ঠকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন।৪

বাসুদেব বলিলেন,—হে রাজগণ! দুর্য্যোধন কর্ণ, দুরাত্মা শকুনি এবং দুঃশাসন—এই চারিজনের রক্ত পৃথিবী পান করিবে (—এইরূপ মনে হইতেছে)।৫

ইহারা চারিজন, ইহাদের পদানুসরণকারী (ভ্রাতৃবৃন্দ) এবং ইহাদের সহায়ক রাজন্যবৃন্দ—ইহাদের সকলকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া আমরা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিব। যাহারা অধর্ম্ম অবলম্বনে সুখ ভোগ করিতে চায়,

অর্জুন উবাচ।

দশ বর্ষসহস্রাণি যত্রসায়ংগৃহো মুনিঃ।
ব্যচরস্ত্বং পুরা কৃষ্ণ পর্বতে গন্ধমাদনে ॥১১
দশ বর্ষসহস্রাণি দশ বর্ষশতানি চ।
পুষ্করেষ্ববসঃ কৃষ্ণ ত্বমপো ভক্ষয়ন্ পুরা ॥১২
ঊর্ধ্ববাহুর্বিশালায়াং বদর্য্যাং মধুসূদন।
অতিষ্ঠ একপাদেন বায়ুভক্ষঃ শতং সমাঃ ॥১৩
অবকৃষ্টোত্তরাসঙ্গঃ কৃশো ধমনিসন্ততঃ।
আসীঃ কৃষ্ণ সরস্বত্যাং সত্রে দ্বাদশবার্ষিকে ॥১৪
প্রভাসমপ্যথাসাদ্য তীর্থং পুণ্যজনোচিতম্।
তথা কৃষ্ণ মহাতেজা দিব্যং বর্ষসহস্রকম্ ॥১৫
অতিষ্ঠস্ত্বমথৈকেন পাদেন নিয়মস্থিতঃ।
লোকপ্রবৃত্তিহেতুস্ত্বমিতি ব্যাসো মমাব্রবীৎ ॥১৬
ক্ষেত্রজ্ঞঃ সর্বভূতানামাদিরন্তশ্চ কেশব।
নিধানং তপসাং কৃষ্ণ যজ্ঞস্ত্বঞ্চ সনাতনঃ ॥১৭
নিহত্য নরকং ভৌমমাহৃত্য মণিকুণ্ডলে।
প্রথমোৎপতিতং কৃষ্ণ মেধ্যমশ্বমবাসৃজঃ ॥১৮
কৃত্বা তৎ কর্ম লোকানামৃষভঃ সর্বলোকজিৎ।
অবধীস্ত্বং রণে সর্বান্ সমেতান্ দৈত্যদানবান্ ॥১৯

ততঃ সর্বেশ্বরত্বঞ্চ সম্প্রদায় শচীপতেঃ।
মানুষেষু মহাবাহো প্রাদুর্ভূতোঽসি কেশব ॥২০

তাহাদের বধ করাই সনাতন ধর্ম্ম।৬-৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—কুন্তীনন্দনগণের অপমানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এমন ক্রুদ্ধ হইলেন, তাহাতে মনে হইল—তিনি যেন সমস্ত প্রজাধ্বংস করিয়া ফেলিবেন। অর্জ্জুন তখন তাঁহাকে শান্ত করিলেন।৮

কেশবকে অতিশয় ক্রুদ্ধ দেখিয়া অর্জ্জুন সত্যকীর্ত্তি, মহাত্মা, সত্যস্বরূপ, অমিততেজা, প্রজাপতিগণেরও পতি, সমস্ত লোকের ঈশ্বর, অপ্রমেয় পুরুষ ভগবান্ বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ব পূর্ব্ব দেহে কৃত কর্ম্মসমূহ কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।৯-১০

অর্জুন বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! তুমি পূর্বকালে গন্ধমাদন পর্ব্বতে ‘যত্রসায়ংগৃহ’ * মুনিরূপে অর্থাৎ নারায়ণ ঋষিরূপে দশ হাজার বৎসর বিচরণ করিয়াছিলে।১১

কৃষ্ণ! পূর্বকালে তুমি মর্ত্যধামে অবতীর্ণ হইয়া এগার হাজার বৎসর পুষ্করতীর্থে শুধু জল পান করিয়া অবস্থান করিয়াছিলে।১২

মধুসূদন! তুমি বিশাল নগরীর বদরিকাশ্রমে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া শত বৎসর এক পায়ে দাঁড়াইয়া তপস্যা করিয়াছিলে।১৩

কৃষ্ণ! তুমি উত্তরীয় পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করত সরস্বতী নদীর তীরে ধমনিসার কৃশ শরীরে দ্বাদশবর্ষ ব্যাপী যজ্ঞ করিয়াছিলে।১৪

হে মহাতেজস্বিন্ কৃষ্ণ! তুমি পুণ্যপুরুষগণের নিবাসস্থান প্রভাসতীর্থে নিয়ম অবলম্বনপূর্বক এ পায়ে দাড়াইয়া দিব্য সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়াছিলে। তুমিই লোকসকলের প্রবৃত্তির হেতু—ইহা ব্যাসদেব আমাকে বলিয়াছেন।১৫-১৬

হে কেশব! তুমি সর্ব্ব প্রাণীর হৃদয়ে ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপ; তুমিই সর্বভূতের আদি ও অন্ত, তুমিই সকল তপস্যার নিধান এবং কৃষ্ণ! তুমিই সনাতন যজ্ঞস্বরূপ।১৭

কৃষ্ণ! তুমি ভূমিপুত্র নরকাসুরকে বধ করিয়া অদিতির মণিময় কুণ্ডলদ্বয় আহরণ করিয়াছিলে এব স্বষ্টির আদিতে উৎপন্ন যজ্ঞের নিমিত্ত পবিত্র অ তুমি সৃষ্টি করিয়াছিলে।১৮

সর্বলোকজিৎ তুমি সর্ব্বলোকের হিতের জ অলৌকিক কর্ম্ম করিতে গিয়া যে সকল দৈত্য ও

---

* যেখানেই সন্ধ্যা হইবে, সেইখানেই যিনি বাস করেন তিনি ‘যত্রসায়ংগৃহ’ মুনি।

স ত্বং নারায়ণো ভূত্বা হরিরাসীঃ পরন্তপ।
ব্রহ্মা সোমশ্চ সূর্য্যশ্চ ধর্মো ধাতা যমোঽনলঃ ॥২১
বায়ুর্বৈশ্রবণো রুদ্রঃ কালঃ খং পৃথিবী দিশঃ।
অজশ্চরাচরগুরুঃ স্রষ্টা ত্বং পুরুষোত্তম ॥২২
পরায়ণং দেবমূর্ধা ক্রতুভির্মধুসূদন।
অযজো ভূরিতেজা বৈ কৃষ্ণ চৈত্ররথে বনে ॥২৩
শতং শতসহস্রাণি সুবর্ণস্য জনার্দন।
একৈকস্মিংস্তদা যজ্ঞে পরিপূর্ণানি ভাগশঃ ॥২৪
অদিতেরপি পুত্রত্বমেত্য যাদবনন্দন।
ত্বং বিষ্ণুরিতি বিখ্যাত ইন্দ্রাদবরজো বিভুঃ ॥২৫
শিশুর্ভূত্বা দিবং খঞ্চ পৃথিবীঞ্চ পরন্তপ।
ত্রিভির্বিক্রমণৈঃ কৃষ্ণ ক্রান্তবানসি তেজসা ॥২৬

সম্প্রাপ্য দিবমাকাশমাদিত্যস্যন্দনে স্থিতঃ।
অত্যরোচশ্চ ভূতাত্মন্ ভাস্করং স্বেন তেজসা ॥২৭
প্রাদুর্ভাবসহস্রেষু তেষু তেষু ত্বয়া বিভো।
অধর্মরুচয়ঃ কৃষ্ণ নিহতাঃ শতশোঽসুরাঃ ॥২৮
সাদিতা মৌরবাঃ পাশা নিসুন্দ-নরকৌ হতৌ।
কৃতঃ ক্ষেমঃ পুনঃ পন্থাঃ পুরং প্রাগ্‌জ্যোতিষং
প্রতি ॥২৯
জারুথ্যামাহুতিঃ ক্রাথঃ শিশুপালো জনৈঃ সহ।
জরাসন্ধশ্চ শৈব্যশ্চ শতধন্বা চ নির্জিতঃ ॥৩০
তথা পর্জন্যঘোষেণ রথেনাদিত্যবর্চসা।
অবাপ্সীর্মহিষীং ভোজ্যাং রণে নির্জিত্য
রুক্মিণম্ ॥৩১

দানবগণের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছ, তুমি তাহাদিগকেই বধ করিয়াছ।১৯

হে মহাবাহো কেশব। তারপর তুমি তোমার সর্বেশ্বরত্ব ইন্দ্রকে প্রদান করিয়া এই মর্ত্যলোকে আসিয়া আবির্ভূত হইয়াছ।২০

হে পরন্তপ। হে পুরুষোত্তম। তুমিই প্রথমে নারায়ণরূপ ধারণ করত পরে হরিরূপ ধারণ করিয়াছিলে। ব্রহ্মা, চন্দ্র, সূর্য্য, ধর্ম্ম, ধাতা, যম, অনল, বায়ু, কুবের, রুদ্র, কাল, আকাশ, পৃথিবী, দিক্‌সমূহ, অজ এবং চরাচর জগতের গুরু ও সৃষ্টিকর্ত্তা—এ সকলই তুমি ২১-২২

হে মধুসূদন কৃষ্ণ। তুমি দেবগণের শিরোমণি ও সকল লোকের আশ্রয় এবং মহাতেজস্বী হইয়াও চৈত্ররথ-বনে লোকশিক্ষার জন্য অনেক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছ।২৩

জনার্দ্দন। তুমি সেই সময় প্রত্যেক যজ্ঞে এক কোটি সুবর্ণ মুদ্রা দক্ষিণাস্বরূপ দান করিয়াছ।২৪

হে যাদবনন্দন। তুমি ইন্দ্রের কনিষ্ঠ হইয়া অদিতির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করত সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুনামে বিখ্যাত হইয়াছ।২৫

পরন্তপ কৃষ্ণ। তুমি বামনাবতারে শিশু হইয়াও নিজ তেজে তিনটি মাত্র পাদক্ষেপে স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও অন্তরিক্ষকে আক্রমণ (পরিব্যাপ্ত) করিয়াছ।২৬

ভূতাত্মন্। তুমি সূর্য্যের রথে অবস্থান করত সূর্য্যকেও নিজ তেজের দ্বারা আলোকিত করিয়া আকাশে শোভা পাইতেছ।২৭

বিভো। তুমি সহস্র সহস্র বার এইভাবে মর্ত্ত্যলোকে আবির্ভূত হইয়াছ, কিন্তু প্রত্যেক অবতারেই তুমি অধর্ম্মে আসক্ত শত শত অসুরকে বিনাশ করিয়াছ।২৮

তুমি মুর অসুরের লৌহময় পাশ ছেদন করিয়াছ, নিসুন্দ ও নরকাসুরকে বধ করিয়াছ। তাহার ফলে প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরগমনের পথ নিষ্কণ্টক হইয়াছে।২৯

তুমি জারুথী নগরীতে আহুতি, ক্রাথ, সহায়কগণের সহিত শিশুপাল, জরাসন্ধ, শৈব্য এবং শতধন্বাকে পরাজিত করিয়াছ।৩০

ইন্দ্রদ্যুম্নো হতঃ কোপাদ্ যবনশ্চ কসেরুমান্ ।
হতঃ সৌভপতিঃ শাল্বস্ত্বয়া সৌভঞ্চ পাতিতম্ ॥৩২
এবমেতে যুধি হতা ভূয়শ্চান্যান্ শৃণুষ্ব হ ।
ইরাবত্যাং হতো ভোজঃ কার্ত্তবীর্য্যসমো যুধি ॥৩৩
গোপতিস্তালকেতুশ্চ ত্বয়া বিনিহতাবুভৌ ।
তাঞ্চ ভোগবতীং পুণ্যামৃষিকান্তাং জনার্দন ॥৩৪
দ্বারকামাত্মসাৎ কৃত্বা সমুদ্রং গময়িষ্যসি ।
ন ক্রোধো ন চ মাৎসর্য্যং নানৃতং মধুসূদন ।
ত্বয়ি তিষ্ঠতি দাশার্হ ন নৃশংস্যং কুতোঽনৃজু ॥৩৫
আসীনং চৈত্যমধ্যে ত্বাং দীপ্যমানং স্বতেজসা ।
আগম্য ঋষয়ঃ সর্ব্বেঽযাচন্তাভয়মচ্যুত ॥৩৬
যুগান্তে সর্বভূতানি সংক্ষিপ্য মধুসূদন ।
আত্মনৈবাত্মসাৎ কৃত্বা জগদাসীঃ পরন্তপ ॥৩৭

যুগাদৌ তব বার্ষ্ণেয় নাভিপদ্মাদজায়ত ।
ব্রহ্মা চরাচরগুরুর্যস্যেদং সকলং জগৎ ॥৩৮
তং হন্তুমুদ্যতৌ ঘোরৌ দানবৌ মধু-কৈটভৌ ।
তয়োর্ব্যতিক্রমং দৃষ্ট্বা ক্রুদ্ধস্য ভবতো হরেঃ ॥৩৯
ললাটাজ্জাতবাঞ্ছম্ভুঃ শূলপাণিস্ত্রিলোচনঃ ।
ইত্থং তাবপি দেবেশৌ ত্বচ্ছরীরসমুদ্ভবৌ ॥৪০
ত্বন্নিয়োগকরাবেতাবিতি মে নারদোঽব্রবীৎ ।
তথা নারায়ণ পুরা ক্রতুভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ ॥৪১
ইষ্টবাংস্ত্বং মহাসত্রং কৃষ্ণ চৈত্ররথে বনে ।
নৈবং পরে নাপরে বা করিষ্যন্তি কৃতানি বা ॥৪২
যানি কর্ম্মাণি দেব ত্বং বাল এব মহাবলঃ ।
কৃতবান্ পুণ্ডরীকাক্ষ বলদেবসহায়বান্ ।
কৈলাসভবনে চাপি ব্রাহ্মণৈর্ন্যবসঃ সহ ॥৪৩

এইরূপে তুমি মেঘতুল্য গর্জ্জনকারী আদিত্য-সদৃশ তেজস্বী রথে আরোহণ করত যুদ্ধে রুক্মীকে পরাজিত করিয়া ভোজবংশীয়া রুক্মিণীকে ভার্য্যারূপে লাভ করিয়াছ।৩১

তুমি ক্রোধবশতঃ ইন্দ্রদ্যুম্নকে বধ করিয়াছ, যবনজাতীয় কসেরুমান্‌কেও তুমি বধ করিয়াছ এবং অবশেষে সৌভপতি শাল্বের সৌভবিমান ভূতলে পাতিত করিয়া তাহাকে বধ করিয়াছ।৩২

তুমি এইভাবে ইহাদের ছাড়াও আরও অনেক অসুরভাবাপন্ন রাজন্যবৃন্দকে বধ করিয়াছ, তাহাও শুন। তুমি ইরাবতী নগরীতে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের ন্যায় বীর ভোজকে বধ করিয়াছ।৩৩

এরূপ গোপতি ও তালকেতুকেও তুমি বধ করিয়াছ। জনার্দন! আমি ইহাও জানি যে, সকল ভোগসামগ্রীতে পরিপূর্ণা ঋষিদিগের প্রিয় পুণ্যময়ী দ্বারকানগরী যখন ঋষিগণকে অপমান করিবে, তখন তুমি এই দ্বারকানগরীকে সমুদ্রে ডুবাইয়া দিয়া ইহলোক হইতে অন্তর্ধান করিবে। হে মধুসূদন! তোমাতে ক্রোধ, মাৎসর্য্য, মিথ্যা কখনও অবস্থান করে না। হে দাশার্হ! কুটিলতা ও নৃশংসতাও তোমাকে কখনও আশ্রয় করে না।৩৩-৩৫

হে অচ্যুত! তুমি যখন তোমার প্রাসাদে নিজতেজে দেদীপ্যমান হইয়া অবস্থান কর, তখন ঋষিগণ তোমার নিকট আসিয়া অভয় প্রার্থনা করেন।৩৬

হে পরন্তপ মধুসূদন! তুমি যুগান্তে সমস্ত প্রাণী সংহার করত তোমার মধ্যে লীন করিয়া (যোগনিদ্রাবলম্বনে) অবস্থান কর।৩৭

বৃষ্ণিবংশধর! চরাচরের গুরু যে ব্রহ্মা এই জগতের প্রাণিসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং যাঁহার সৃষ্ট এই সম্পূর্ণ জগৎ, তিনিও সৃষ্টির প্রাক্‌কালে তোমার নাভিপদ্ম হইতে উৎপন্ন হন।৩৮

সেই ব্রহ্মাকে বধ করিবার জন্য (তোমার কর্ণমূল হইতে) মধু ও কেটভ নামক দুই দৈত্য যখন উৎপন্ন হয়, তখন তাহাদের ধর্ম্মব্যতিক্রম দর্শনে তোমার

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা মহাত্মানমাত্মা কৃষ্ণস্য পাণ্ডবঃ।
তূষ্ণীমাসীৎ ততঃ পার্থমিত্যুবাচ জনার্দনঃ ॥৪৪
মমৈব ত্বং তবৈবাহং যে মদীয়াস্তবৈব তে।
যস্ত্বাং দ্বেষ্টি স মাং দ্বেষ্টি যস্ত্বামনু স মামনু ॥৪৫
নরস্ত্বমসি দুর্ধর্ষ হরির্নারায়ণো হ্যহম্।
কালে লোকমিমং প্রাপ্তৌ নর-নারায়ণাবৃষী ॥৪৬
অনন্যঃ পার্থ মত্তস্ত্বং ত্বত্তশ্চাহং তথৈব চ।
নাবয়োরন্তরং শক্যং বেদিতুং ভরতর্ষভ ॥৪৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তে তু বচনে কেশবেন মহাত্মনা।
তস্মিন্ বীরসমাবায়ে সংরব্ধেষ্বথ রাজসু ॥৪৮
ধৃষ্টদ্যুম্নমুখৈর্বীরৈর্ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতা।
পাঞ্চালী পুণ্ডরীকাক্ষমাসীনং ভ্রাতৃভিঃ সহ।
অভিগম্যাব্রবীৎ ক্রুদ্ধা শরণ্যং শরণৈষিণী ॥৪৯

দ্রৌপদ্যুবাচ।

পূর্বে প্রজাভিসর্গে ত্বামাহুরেকং প্রজাপতিম্।
স্রষ্টারং সর্বলোকানামসিতো দেবলোঽব্রবীৎ ॥৫০
বিষ্ণুস্ত্বমসি দুর্ধর্ষ ত্বং যজ্ঞো মধুসূদন।
যষ্টা ত্বমসি যষ্টব্যো জামদগ্ন্যো যথাব্রবীৎ ॥৫১
ঋষয়স্ত্বাং ক্ষমামাহুঃ সত্যঞ্চ পুরুষোত্তম।
সত্যাদ্ যজ্ঞোঽসি সম্ভূতঃ কশ্যপস্ত্বাং যথাব্রবীৎ ॥৫২
সাধ্যানামপি দেবানাং শিবানামীশ্বরেশ্বর।
ভূতভাবন ভূতেশ যথা ত্বাং নারদোঽব্রবীৎ ॥৫৩

মধ্যে যে ক্রোধের আবির্ভাব হয়, তাহা হইতে তোমার ললাটদেশে শূলপাণি, ত্রিলোচন শঙ্কর উৎপন্ন হন। সুতরাং এই উভয় দেবেশ্বর তোমার শরীর হইতে উৎপন্ন হওয়ায় ইঁহারা তোমার নির্দ্দেশেরই অনুবর্ত্তন করেন—এ কথা দেবর্ষি নারদ আমাকে বলিয়াছেন

নারায়ণ! তুমি যে চৈত্ররথবনে প্রচুর দক্ষিণা-সমন্বিত বহু মহাযজ্ঞ করিয়াছ—ইহাও দেবর্ষি নারদের মুখেই শুনিয়াছি। কৃষ্ণ! ইহা ছাড়া বাল্যবয়সে বলদেবের সহিত (বৃন্দাবনে) যে সব অলৌকিক কর্ম্ম করিয়াছ, তাহা কেহ কখনও করে নাই বা করিতেও পারে না। হে কমললোচন কৃষ্ণ! তুমি ব্রাহ্মণগণের সহিত কৈলাসপর্ব্বতেও কিছুদিন বাস করিয়াছিলে।৩৯-৪৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আত্মস্বরূপ পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন এই পর্য্যন্ত বলিয়া তূষ্ণীম্ভাব (মৌন) অবলম্বন করিলেন। তখন জনার্দ্দন স্বয়ং পৃথানন্দন অর্জ্জুনকে বলিতে লাগিলেন।৪৪

তুমি আমারই, আমিও তোমারই; যাহারা আমার অনুগামী, তাহারাও তোমারই। সুতরাং যাহারা তোমাকে দ্বেষ করে, তাহারা আমাকেই দ্বেষ করে, যাহারা তোমার অনুকূল, তাহারা আমারও অনুকূল—ইহাই নিশ্চয় জানিবে।৪৫

হে দুর্দ্ধর্ষ বীর! আমি যেমন নারায়ণ, তুমিও তেমনি নর। আমরা উভয়েই পূর্বে নর ও নারায়ণ ঋষিরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলাম।৪৬

হে পার্থ! আমি যেমন তোমা হইতে অনন্য, তেমনই তুমিও আমা হইতে অনন্য। হে ভরতর্ষভ! আমাদের উভয়ের মধ্যে ভেদ ঘটানো কাহার সাধ্যায়ত্ত নহে।৪৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পাণ্ডবগণের দুঃখে ব্যথিত ও দুর্য্যোধনাদির প্রতি অন্তরে ক্রুদ্ধ রাজগণের মধ্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন এই কথা বলিয়াছেন, তখন ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীর ভ্রাতৃগণের দ্বারা পরিবৃতা হইয়া পাঞ্চালী ভ্রাতৃগণের সহিত সমাসীন ভগবান্

ব্রহ্মা-শঙ্কর-শক্রাদ্যৈর্দেববৃন্দৈঃ পুনঃ পুনঃ ।
ক্রীড়সে ত্বং নরব্যাঘ্র বালঃ ক্রীড়নকৈরিব ॥৫৪
দ্যৌশ্চ তে শিরসা ব্যাপ্তা পদ্ভ্যাঞ্চ পৃথিবী প্রভো ।
জঠরং ত ইমে লোকাঃ পুরুষোঽসি সনাতনঃ ॥৫৫

বিদ্যাতপোঽভিতপ্তানাং তপসা ভাবিতাত্মনাম্ ।
আত্মদর্শনতৃপ্তানামৃষীণামসি সত্তমঃ ॥৫৬
রাজর্ষীণাং পুণ্যকৃতামাহবেষ্বনিবর্ত্তিনাম্ ।
সর্বধর্মোপপন্নানাং ত্বং গতিঃ পুরুষর্ষভ ॥
ত্বং প্রভুস্ত্বং বিভুশ্চ ত্বং ভূতাত্মা ত্বং বিচেষ্টসে ॥৫৭
লোকপালাশ্চ লোকাশ্চ নক্ষত্রাণি দিশো দশ ।
নভশ্চন্দ্রশ্চ সূর্য্যশ্চ ত্বয়ি সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥৫৮

মর্ত্যতা চৈব ভূতানামমরত্বং দিবৌকসাম্ ।
ত্বয়ি সর্বং মহাবাহো লোককার্য্যং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥৫
সা তেঽহং দুঃখমাখ্যাস্যে প্রণয়ান্মধুসূদন ।
ঈশস্ত্বং সর্বভূতানাং যে দিব্যা যে চ মানুষাঃ ॥৬০

কথং নু ভার্য্যা পার্থানাং তব কৃষ্ণ সখী বিভো ।
ধৃষ্টদ্যুম্নস্য ভগিনী সভাং কৃষ্যেত মাদৃশী ॥৬১
স্ত্রীধর্মিণী বেপমানা শোণিতেন সমুক্ষিতা ।
একবস্ত্রা বিকৃষ্টাস্মি দুঃখিতা কুরুসংসদি ॥৬২

রাজ্ঞাং মধ্যে সভায়াস্তু রজসাতিপরিপ্লুতা ।
দৃষ্ট্বা চ মাং ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ প্রাহসন্ পাপচেতসঃ ॥৬

শ্রীকৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং অন্তরের দুঃখ ও ক্রোধে অভিভূতা হওয়ায় শরণার্থিনী হইয়া শরণ্য শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন ।৪৮-৪৯

দ্রৌপদী বলিলেন,—প্রজাসৃষ্টির প্রারম্ভে সর্ব্বলোকের স্রষ্টা তুমি একমাত্র প্রজাপতি ছিলে,—ইহা অসিত ও দেবল মুনি বলিয়াছেন ।৫০

জামদগ্ন্যমুনি বলিয়াছেন—"হে দুর্দ্ধর্ষ ! তুমিই বিষ্ণু, হে মধুসূদন ! তুমিই যজ্ঞ, যষ্টা (যজ্ঞকারী) এবং যষ্টব্য (যজ্ঞে যজনীয়) ।৫১

পুরুষোত্তম ! ঋষিগণ তোমাকে ক্ষমা ও সত্যস্বরূপ বলিয়াছেন । কশ্যপমুনি বলেন—সত্য হইতে যজ্ঞরূপে তুমিই আবির্ভূত হইয়াছ ।৫২

তুমি দেবতা, সাধ্য এবং ভূতেশ ও ভূতভাবন ! কল্যাণকারী রুদ্রগণেরও অধীশ্বর, তোমার বিষয়ে ইহা দেবর্ষি নারদ বলিয়াছেন ।৫৩

নরোত্তম ! বালক যেমন খেলনাসমূহ লইয়া খেলা করে,তুমিই তেমনই ব্রহ্মা, শঙ্কর, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে লইয়া বারংবার খেলা করিয়া থাক ।৫৪

প্রভো ! তুমিই সেই সনাতন পুরুষ, যাঁহার মস্তকের দ্বারা স্বর্গ, পাদসমূহের দ্বারা পৃথিবী এবং জঠরের দ্বারা এই লোকসমূহ পরিব্যাপ্ত ।৫৫

বিদ্যার্জনের কষ্ট ও তপস্যার কষ্টে অভিতপ্ত, তপস্যার দ্বারা পরিপূতহৃদয় এবং আত্মতত্ত্বদর্শ পরিতৃপ্ত ঋষিগণের মধ্যে তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ ।৫৬

পুরুষোত্তম ! যাঁহারা যুদ্ধে কখনও পরাঙ্মু হন না এবং যাঁহারা সকল ধর্ম্মের রক্ষাকারী এমন পুণ্যবান্ রাজর্ষিগণের তুমিই একমাত্র গতিস্বরূপ। তুমিই সর্ব্বব্যাপক, সর্বজীবের প্রভু এবং আত্মা এব তুমিই নানা প্রকারের নানা কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছ ।৫৭

সমস্ত লোক, লোকপালগণ, দশ দিক্, নক্ষত্রসমূ আকাশ, চন্দ্র এবং সূর্য্য—এ সকলই তোমাতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে ।৫৮

মহাবাহো ! মরণশীল প্রাণিসমূহের মরণশীলতা দেবগণের অমরত্ব—এই উভয় লোকের কার্য্য তোমার মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত ।৫৯

দিব্য ও মানুষ সকল জীবের তুমিই একমা প্রভু। তথাপি তুমি আমাকে স্নেহ কর, এজন্য হে মধুসূদন ! তোমার নিকট আমার দুঃখের ক বলিতেছি ।৬০

দাসীভাবেন মাং ভোক্তুমীষুস্তে মধুসূদন ।
জীবৎসু পাণ্ডুপুত্রেষু পঞ্চালেষু চ বৃষ্ণিষু ॥৬৪
নন্বহং কৃষ্ণ ভীষ্মস্য ধৃতরাষ্ট্রস্য চোভয়োঃ ।
স্নুষা ভবামি ধর্ম্মেণ সাহং দাসীকৃতা বলাৎ ॥৬৫
গর্হয়ে পাণ্ডবাংস্ত্বেব যুধি শ্রেষ্ঠান্ মহাবলান্ ।
যৎ ক্লিশ্যমানাং প্রেক্ষন্তে ধর্ম্মপত্নীং যশস্বিনীম্ ॥৬৬
ধিগ্ বলং ভীমসেনস্য ধিক্ পার্থস্য চ গাণ্ডিবম্ ।
যৌ মাং বিপ্রকৃতাং ক্ষুদ্রৈর্মর্ষয়েতাং জনার্দন ॥৬৭
শাশ্বতোহয়ং ধর্ম্মপথঃ সদ্ভিরাচরিতঃ সদা ।
যদ্ ভার্য্যাং পরিরক্ষন্তি ভর্ত্তারোহল্পবলা অপি ॥৬৮

ভার্য্যায়াং রক্ষ্যমাণায়াং প্রজা ভবতি রক্ষিতা ।
প্রজায়াং রক্ষ্যমাণায়ামাত্মা ভবতি রক্ষিতঃ ॥৬৯
আত্মা হি জায়তে তস্যাং তস্মাজ্জায়া ভবত্যুত ।
ভর্ত্তা চ ভার্য্যয়া রক্ষঃ কথং জায়াম্মমোদরে ॥৭০
নন্বিমে শরণং প্রাপ্তং ন ত্যজন্তি কদাচন ।
তে মাং শরণমাপন্নাং নান্বপদ্যন্ত পাণ্ডবাঃ ॥৭১
পঞ্চভিঃ পতিভির্জাতাঃ কুমারা মে মহৌজসঃ ।
এতেষামপ্যবেক্ষার্থং ত্রাতব্যাস্মি জনার্দ্দন ॥৭২
প্রতিবিন্ধ্যো যুধিষ্ঠিরাৎ সুতসোমো বৃকোদরাৎ ।
অর্জ্জুনাচ্ছ্রুতকীর্ত্তিশ্চ শতানীকস্তু নাকুলিঃ ॥৭৩

হে বিভো ! ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী, পাণ্ডবগণের পত্নী এবং তোমার সখী আমার ন্যায় মহিলাকে সভায় কেমন করিয়া কেশাকর্ষণ করত আনা সম্ভব হইল ?৬১

রজস্বলারক্তদূষিত একমাত্র বস্ত্রপরিহিতা, ভয়ে কম্পমানা ও দুঃখে অভিভূতা আমাকে কেন আকর্ষণ করা হইল ?৬২

রাজগণের সভামধ্যে রক্তপরিপ্লুতা আমাকে দেখিয়া পাপিষ্ঠ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ উপহাস করিতেছিল ।৬৩

মধুসূদন ! পাণ্ডুপুত্রগণ, পাঞ্চালরাজপুত্রগণ এবং বৃষ্ণিবংশীয়গণ জীবিত থাকিতেই তাহারা দাসীভাবে আমাকে ভোগ করিতে চাহিল ।৬৪

কৃষ্ণ ! আমি ধর্ম্মতঃ ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্র উভয়েরই পুত্রবধূ, তথাপি আমাকে তাঁহাদের সম্মুখেই বলপূর্ব্বক দাসী করা হইল ।৬৫

যুদ্ধে মহাবলশালী ও শ্রেষ্ঠ হইলে কি হইবে, আমি পাণ্ডবগণের নিন্দা না করিয়া পারিতেছি না, কেননা, তাহারা তাহাদেরই যশস্বিনী ধর্ম্মপত্নী আমাকে ঐরূপে অপমানিতা হইয়া কষ্ট পাইতে দেখিয়াও কোন প্রতিকারের চেষ্টা করে নাই ।৬৬

হে জনার্দ্দন ! ভীমের বাহুবল ও অর্জ্জুনের গাণ্ডীবকে ধিক্, কেননা তাহারা ঐরূপে আমাকে নরাধমগণ কর্ত্তৃক অপমানিতা হইতে দেখিয়াও তাহা সহ্য করিতেছে ।৬৭

অল্প বলসম্পন্ন হইলেও স্বামী নিজের ধর্ম্মপত্নীকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবে—ইহাই সনাতন ধর্ম্মপথ এবং সজ্জনগণ ইহাই করিয়া থাকেন ।৬৮

ধর্ম্মপত্নীকে রক্ষা করিলে প্রজা রক্ষিত হয় এবং প্রজা রক্ষিত হইলে সকলে নিজের আত্মাই রক্ষিত হয় ।৬৯

যেহেতু পতির আত্মাই পত্নীতে জন্মগ্রহণ করে, সেইহেতু তাহাকে জায়া বলে। ভার্য্যাও ভর্ত্তাকে রক্ষা করে, এই জন্যই সে তাহার উদরে জন্মগ্রহণ করে ?৭০

ইহারা শরণাগতকে কখনও ত্যাগ করে না, কিন্তু আমি ঐ অবস্থায় ইহাদের শরণাগতা হইলে ইহারা আমাকে কেন রক্ষা করে নাই ।৭১

হে জনার্দ্দন ! আমার পাঁচটী পতির দ্বারা আমার গর্ভে মহাবলবান্ অনুরূপ পাঁচটী পুত্র জন্মিয়াছে। উহাদের পালনের জন্যও আমাকে রক্ষা করা উচিত ছিল ।৭২

কনিষ্ঠাচ্ছ্রুতকর্ম্মা চ সর্বে সত্যপরাক্রমাঃ।
প্রদ্যুম্নো যাদৃশঃ কৃষ্ণ তাদৃশাস্তে মহারথাঃ ॥৭৪
নস্বিমে ধনুষি শ্রেষ্ঠা অজেয়া যুধি শাত্রবৈঃ।
কিমর্থং ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং সহন্তে দুর্বলীয়সাম্ ॥৭৫
অধর্মেণ হৃতং রাজ্যং সর্বে দাসাঃ কৃতাস্তথা।
সভায়াং পরিকৃষ্টাহমেকবস্ত্রা রজস্বলা ॥৭৬
নাধিজ্যমপি যচ্ছক্যং কর্ত্তুমন্যেন গাণ্ডিবম্।
অন্যত্রার্জুন-ভীমাভ্যাং ত্বয়া বা মধুসূদন ॥৭৭
ধিগ্ বলং ভীমসেনস্য ধিক্ পার্থস্য চ পৌরুষম্।
যত্র দুর্য্যোধনঃ কৃষ্ণ মুহূর্ত্তমপি জীবতি ॥৭৮
য এতানাক্ষিপদ্ রাষ্ট্রাৎ সহ মাত্রাবিহিংসকান্।
অধীয়ানান্ পুরা বালান্ ব্রতস্থান্ মধুসূদন ॥৭৯

ভোজনে ভীমসেনস্য পাপঃ প্রাক্ষেপয়দ্ বিষম্।
কালকূটং নবং তীক্ষ্ণং সম্ভূতং লোমহর্ষণম্ ॥৮০

তজ্জীর্ণমবিকারেণ সহান্নেন জনার্দন।
সশেষত্বান্মহাবাহো ভীমস্য পুরুষোত্তম ॥৮১

প্রমাণকোট্যাং বিশ্বস্তং তথা সুপ্তং বৃকোদরম্।
বদ্ধ্বৈনং কৃষ্ণ গঙ্গায়াং প্রক্ষিপ্য পুরমাব্রজৎ ॥৮২

যদা বিবুদ্ধঃ কৌন্তেয়স্তদা সংছিদ্য বন্ধনম্।
উদতিষ্ঠন্মহাবাহুর্ভীমসেনো মহাবলঃ ॥৮৩

আশীবিষৈঃ কৃষ্ণসর্পৈর্ভীমসেনমদংশয়ৎ।
সর্বেষ্বেবাঙ্গদেশেষু ন মমার চ শত্রুহা ॥৮৪

যুধিষ্ঠির হইতে প্রতিবিন্ধ্য, ভীম হইতে সুতসোম, অর্জ্জুন হইতে শ্রুতকীর্ত্তি, নকুল হইতে শতানীক এবং সহদেব হইতে শ্রুতকর্ম্মা উৎপন্ন হইয়াছে—ইহারা সকলেই সত্যপ্ররাক্রম। হে কৃষ্ণ। প্রদ্যুম্ন যেমন তোমার পুত্র, মহারথ ইহারাও তেমনই তোমার পুত্র।৭৩-৭৪

ইহারা ধনুর্যুদ্ধে শ্রেষ্ঠ ও যুদ্ধে সকলের অজেয়, সুতরাং কেন বলীয়ান্ হইয়াও দুর্বল (অথচ অত্যাচারী) ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে সহ্য করে?৭৫

শত্রুগণ অধর্ম্মের দ্বারা ইহাদিগকে পরাজিত করিয়া দাস করিয়াছে এবং একবস্ত্রা রজস্বলা আমাকে সভাতে অপমানিতা করিয়াছে।৭৬

অর্জ্জুনের নিকট সেই গাণ্ডীবধনু ছিল, যে গাণ্ডীবে তুমি ভীম ও অর্জ্জুন ভিন্ন অন্য কেহ গুণ অর্পণ করিতে পারে না (তথাপি সে আমাকে রক্ষা করে নাই)।৭৭

কৃষ্ণ! যাহারা জীবিত থাকিতে (অত্যাচারী) দুর্য্যোধন মুহূর্ত্তকালও জীবিত থাকে, সেই ভীমের বাহুবল এবং অর্জ্জুনের অস্ত্রবলরূপ পুরুষার্থকে ধিক্।৭৮

মধুসূদন। ইহারা যখন বাল্যবস্থায় ব্রহ্মচর্য্যব্রত ধারণপূর্বক অধ্যয়ন করিতেছিল, তখন দুষ্ট দুর্য্যোধন ইহাদের মাতার সহিত ইহাদিগকে রাজ্য হইতে বহির্গত করিয়াছিল।৭৯

সেই পাপিষ্ঠ ভোজনকালে বিশ্বস্ত সরল ভীমকে নূতন তীক্ষ্ণ লোমহর্ষণজনক উগ্র কালকূট বিষ প্রদান করিয়াছিল।৮০

হে পুরুষোত্তম। মহাবাহো। জনার্দ্দন! ভীমের আয়ু ছিল, তাই নির্বিকারে অন্নের সহিত সেই বিষকে জীর্ণ করিতে পারিয়াছিল।৮১

সেই দুষ্ট প্রমাণকোটি তীর্থে বিশ্বস্ত ও নিদ্রিত বৃকোদরের হাত পা বাঁধিয়া গঙ্গায় নিঃক্ষেপ করত নগরে ফিরিয়া আসিয়াছিল। ৮২

ভীমসেন মহাবলবান্ ছিল, এজন্যই যখন তাহার চৈতন্য হইয়াছে, তখনই সে বন্ধন ছেদন করিয়া জল হইতে উত্থিত হইয়াছে।৮৩

অসংখ্য বিষধর সর্প ইহার শরীরে ছিদ্র না করিয়া দংশন করিয়াছে, তথাপি শত্রুহননকারী ভীম মরে নাই—ইহাই আশ্চর্য্য।৮৪

প্রতিবুদ্ধস্তু কৌন্তেয়ঃ সর্বান্ সর্পানপোথয়ৎ।
সারথিং চাস্য দয়িতমপহস্তেন জঘ্নিবান্ ॥৮৫
পুনঃ সুপ্তানুপাধাক্ষীদ্ বালকান্ বারণাবতে।
শয়ানানার্যয়া সার্ধং কো নু তৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥৮৬
যত্রার্য্যা রুদতি ভীতা পাণ্ডবানিদমব্রবীৎ।
মহদ্ ব্যসনমাপন্না শিখিনা পরিবারিতা ॥৮৭
হা হতাস্মি কুতো ন্বদ্য ভবেচ্ছান্তিরিহানলাৎ।
অনাথা বিনশিষ্যামি বালকৈঃ পুত্রকৈঃ সহ ॥৮৮
তত্র ভীমো মহাবাহুর্বায়ুবেগপরাক্রমঃ।
আর্য্যামাশ্বাসয়ামাস ভ্রাতৄংশ্চাপ বৃকোদরঃ ॥৮৯
বৈনতেয়ো যথা পক্ষী গরুত্মান্ পততাং বরঃ।
তথৈবাভিপাতয়িষ্যামি ভয়ং বো নেহ বিদ্যতে ॥৯০

আর্য্যামঙ্কেন বামেন রাজানং দক্ষিণেন চ।
অংসয়োশ্চ যমৌ কৃত্বা পৃষ্ঠে বীভৎসুমেব চ ॥৯১
সহসোৎপত্য বেগেন সর্বানাদায় বীর্য্যবান্।
ভ্রাতৄনার্য্যাঞ্চ বলবান্ মোক্ষয়ামাস পাবকাৎ ॥৯২
তে রাত্রৌ প্রস্থিতাঃ সর্বে সহ মাত্রা যশস্বিনঃ।
অভ্যগচ্ছন্মহারণ্যে হিড়িম্ববনমন্তিকাৎ ॥৯৩
শ্রান্তাঃ প্রসুপ্তাস্তত্রেমে মাত্রা সহ সুদুঃখিতাঃ।
সুপ্তাংশ্চৈনানভ্যগচ্ছদ্ধিড়িম্বা নাম রাক্ষসী ॥৯৪
সা দৃষ্ট্বা পাণ্ডবাংস্তত্র সুপ্তান্ মাত্রা সহ ক্ষিতৌ।
হৃচ্ছয়েনাভিভূতাত্মা ভীমসেনমকাময়ৎ ॥৯৫
ভীমস্য পাদৌ কৃত্বা তু স্ব উৎসঙ্গে ততোঽবলা।
পর্য্যমর্দত সংহৃষ্টা কল্যাণী মৃদুপাণিনা ॥৯৬

ভীমসেন জাগরিত হইয়া সব সর্পকে বিনাশ করিয়াছে। (এদিকে সারথি যদি কোনরূপে ভীমের সংবাদ সংগ্রহ করত প্রচার করিয়া দেয়, এই ভয়ে) দুর্য্যোধন ভীমের প্রিয় সারথিকে উল্টা হাতে বধ করিয়াছে।৮৫

শুধু ইহাই নহে, দেখ পুনরায় বারণাবতে যখন ইহারা জননী কুন্তীর সহিত বাল্যাবস্থায় নিদ্রিত ছিল, তখন ইহাদিগের গৃহে আগুন লাগাইয়াছে। দুর্য্যোধন ছাড়া কেইবা এরূপ করিতে পারে ?৮৬

সে সময় আর্য্যা কুন্তী ভীতা হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পাণ্ডবদিগকে বলিয়াছিলেন—আজ আমরা অগ্নির দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া কি বিপদেই পড়িলাম।৮৭

হা ভগবান্। এই অগ্নির শান্তি কেমন করিয়া হইবে ? আজ অনাথা অবস্থায় বালক পুত্রগণসহ বিনিষ্ট হইতে হইবে।৮৮

তখন বায়ুর ন্যায় বেগ ও পরাক্রমশালী মহাবাহু ভীম মাতা ও ভ্রাতৃগণকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছিল, তোমাদের কোন ভয় নাই, গরুড় যেমন শিকার লইয়া পলাইয়া যায়, আমিও তেমনিই তোমাদের সকলকে লইয়া দ্রুত পলায়ন করিব।৮৯-৯০

মাতাকে বাম অঙ্গে ও রাজাকে দক্ষিণ অঙ্গে যমজ দুই ভাইকে দুই স্কন্ধে এবং অর্জ্জুনকে পৃষ্ঠে লইয়া বীর্য্যবান্ মহাবল ভীম সহসা ধাবিত হইয়া সকলকে অগ্নির হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল।৯১-৯২

সেই যশস্বী পাণ্ডবগণ রাত্রিতে মায়ের সঙ্গে গোপনে মহারণ্যের মধ্য দিয়া পলায়ন করিতে করিতে হিড়িম্বরাক্ষসের বনের নিকট দিয়া যাইতেছিল।৯৩

মায়ের সঙ্গে তাহারা শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইয়া গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিল; এমন সময় হিড়িম্বা নামক এক রাক্ষসী তাহাদের দিকে অগ্রসর হইল।৯৪

সেই রাক্ষসী মাতার সহিত নিদ্রিত পাণ্ডবগণের মধ্যে ভীমসেনকে দেখিয়া অত্যন্তা কামার্ত্তা হইয়া

তামবুধ্যদমেয়াত্মা বলবান্ সত্যবিক্রমঃ।
পর্য্যপৃচ্ছত তাং ভীমঃ কিমিহেচ্ছস্যনিন্দিতে ॥৯৭
এবমুক্তা তু ভীমেন রাক্ষসী কামরূপিণী।
ভীমসেনং মহাত্মানমাহ চৈবমনিন্দিতা ॥৯৮
পলায়ধ্বমিতঃ ক্ষিপ্রং মম ভ্রাতৈষ বীর্য্যবান্।
আগমিষ্যতি বো হন্তুং তস্মাদ্ গচ্ছত মা চিরম্ ॥৯৯
অথ ভীমোঽভ্যুবাচৈনাং সাভিমানমিদং বচঃ।
নোদ্বিজেয়মহং তস্মাদিহনিষ্যেঽহমাগতম্ ॥১০০
তয়োঃ শ্রুত্বা তু সঞ্জল্পমাগচ্ছদ্ রাক্ষসাধমঃ।
ভীমরূপো মহানাদান্ বিসৃজন্ ভীমদর্শনঃ ॥১০১

রাক্ষস উবাচ।

কেন সার্দ্ধং কথয়সি আনয়ৈনং মমান্তিকম্।
হিড়িম্বে ভক্ষয়িষ্যামো ন চিরং কর্ত্তুমর্হসি ॥১০২

সা কৃপাসংগৃহীতেন হৃদয়েন মনস্বিনী।
নৈনমৈচ্ছৎ তদাখ্যাতুমনুক্রোশাদনিন্দিতা ॥১০৩
স নাদান্ বিনদন্ ঘোরান্ রাক্ষসঃ পুরুষাদকঃ।
অভ্যদ্রবত বেগেন ভীমসেনং তদা কিল ॥১০৪
তমভিদ্রুত্য সংক্রুদ্ধো বেগেন মহতা বলী।
অগৃহ্লাৎ পাণিনা পাণিং ভীমসেনস্য রাক্ষসঃ ॥১০
ইন্দ্রাশনিসমস্পর্শং বজ্রসংহননং দৃঢ়ম্।
সংহত্য ভীমসেনায় ব্যাক্ষিপৎ সহসা করম্ ॥১০৬
গৃহীতং পাণিনা পাণিং ভীমসেনস্য রক্ষসা।
নামৃষ্যত মহাবাহুস্তত্রাক্রুধ্যদ্ বৃকোদরঃ ॥১০৭
তদাসীৎ তুমুলং যুদ্ধং ভীমসেন-হিড়িম্বয়োঃ।
সর্বাস্ত্রবিদুষোর্ঘোরং বৃত্র-বাসবয়োরিব ॥১০৮

পড়িল এবং মনে মনে ভীমসেনকেই পতিরূপে কামনা করিল।৯৫

তারপর ভীমের পা দুইটী নিজের কোলে তুলিয়া কল্যাণী অবলা আনন্দে কোমল করের দ্বারা মর্দ্দন করিতে লাগিল।৯৬

তাহাতে জাগরিত হইয়া বলবান্ সত্যপরাক্রম অপ্রমেয়াত্মা ভীম তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—হে অনিন্দিতে। তুমি এখানে কি চাও?৯৭

ভীমের কথা শুনিয়া অনিন্দিতা ইচ্ছাবিগ্রহধারিণী সেই রাক্ষসী মহাত্মা ভীমসেনকে বলিতে লাগিল।৯৮

তোমরা শীঘ্র পলায়ন কর, আমার বলশালী ভ্রাতা শীঘ্রই এখানে তোমাদিগকে বধ করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইবে; সুতরাং তোমরা বিলম্ব না করিয়া পলায়ন কর।৯৯

তখন ভীম অভিমানের সহিত তাহাকে বলিল—তোমার ভাইয়ের ভয়ে আমি উদ্‌বিগ্ন নই। যদি সে এখানে আসে, তবে আমি তাহাকে তৎক্ষণাৎ বধ করিব।১০০

তাহাদের উভয়ের আলাপ শ্রবণ করিয়া ভী
দর্শন ভীমাকৃতি সেই রাক্ষসাধম হিড়িম্ব ভয়ান
মহাশব্দ করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপস্থি
হইল।১০১

রাক্ষস বলিল,—হে হিড়িম্বে। তুমি কাহা
সহিত কথা বলিতেছ? বিলম্ব না করিয়া উহা
আমার নিকট লইয়া আইস, আমি এখনই ভ
করিব।১০২

সেই যশস্বিনী রাক্ষসী ভীমসেনের প্রতি অত্য
অনুরক্তা হওয়ায় তাহাকে হিড়িম্বের রাক্ষসস্বভা
প্রযুক্ত ক্রূরতাপূর্ণ মনোবৃত্তির কথা বলিতে চা
নাই।১০৩

সেই নরমাংসভোজী রাক্ষস ভয়ানক শব্দ করি
করিতে ভীমসেনের দিকে বেগে অগ্রসর হইল।১০

তখন বলবান্ সেই ক্রুদ্ধ রাক্ষস অতি দ্রুতবে
গিয়া ভীমসেনের হাত ধরিয়া ফেলিল; কিন্তু ভী

বিক্রীড্য সুচিরং ভীমো রাক্ষসেন সহানঘ ।
নিজঘান মহাবীর্য্যস্তং তদা নির্বলং বলী ॥১০৯
হত্বা হিড়িম্বং ভীমোঽথ প্রস্থিতো ভ্রাতৃভিঃ সহ ।
হিড়িম্বামগ্রতঃ কৃত্বা যস্যাং জাতো ঘটোৎকচঃ ॥১১০
ততঃ সম্প্রাদ্রবন্ সর্বে সহ মাত্রা পরন্তপাঃ ।
একচক্রামভিমুখাঃ সংবৃতা ব্রাহ্মণব্রজৈঃ ॥১১১
প্রস্থানে ব্যাস এষাঞ্চ মন্ত্রী প্রিয়হিতে রতঃ ।
ততোঽগচ্ছন্নেকচক্রাং পাণ্ডবাঃ সংশিতব্রতাঃ ॥১১২
তত্রাপ্যাসাদয়ামাসুর্বকং নাম মহাবলম্ ।
পুরুষাদং প্রতিভয়ং হিড়িম্বেনৈব সম্মিতম্ ॥১১৩
তঞ্চাপি বিনিহত্যোগ্রং ভীমঃ প্রহরতাং বরঃ ।
সহিতো ভ্রাতৃভিঃ সর্বৈর্দ্রুপদস্য পুরং যযৌ ॥১১৪

লব্ধাহমপি তত্রৈব বসতা সব্যসাচিনা ।
যথা ত্বয়া জিতা কৃষ্ণ রুক্মিণী ভীষ্মকাত্মজা ॥১১৫

এবং সুযুদ্ধে পার্থেন জিতাহং মধুসূদন ।
স্বয়ংবরে মহৎ কর্ম কৃত্বা ন সুকরং পরৈঃ ॥১১৬

এবং ক্লেশৈঃ সুবহুভিঃ ক্লিশ্যমানা সুদুঃখিতাঃ ।
নিবসাম্যার্যয়া হীনা কৃষ্ণ ধৌম্যপুরঃসরাঃ ॥১১৭

ত ইমে সিংহবিক্রান্তা বীর্য্যেণাভ্যধিকাঃ পরৈঃ ।
বিহীনৈঃ পরিক্লিশ্যন্তীং সমুপৈক্ষন্ত মাং কথম্ ॥১১৮

এতাদৃশানি দুঃখানি সহন্তী দুর্বলীয়সাম্ ।
দীর্ঘকালং প্রদীপ্তাস্মি পাপানাং পাপকর্মণাম্ ॥১১৯

হাত বজ্রের ন্যায় সুসংহত ও দৃঢ় ছিল; তথাপি (ভীমের বল বুঝিবার জন্য) তাহার হাত সজোরে বাঁকাইয়া দিল।১০৫-১০৬

রাক্ষস হস্ত দিয়া তাহার হস্ত ধরিয়া ফেলিল—ইহা ভীমসেন সহ্য করিতে পারিল না, সুতরাং তাহার প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল।১০৭

তখন সর্ব্বাস্ত্রবিদ্ হিড়িম্ব ও ভীমের মধ্যে বৃত্রাসুর ও ইন্দ্রের ন্যায় তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল।১০৮

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রাক্ষসকে খেলাইয়া বলবান্ ভীম যখন বুঝিল যে, রাক্ষস পরিশ্রান্ত হইয়া দুর্ব্বল হইয়াছে, তখন উহাকে মারিয়া ফেলিল।১০৯

হিড়িম্বকে বধ করিয়া মাতার সহিত ভ্রাতৃগণ হিড়িম্বাকে অগ্রভাগে রাখিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিল। সেই হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচের জন্ম।১১০

তারপর মাতার সহিত শত্রুমর্দ্দনকারী পাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণগণকে সঙ্গে লইয়া একসঙ্গে একচক্রা নগরীর অভিমুখে চলিতে লাগিল।১১১

ঐ সময়ে উহাদের প্রিয় ও হিতকারী কঠোর-ব্রতপালক ব্যাসদেবের সঙ্গে দেখা হয় এবং তাঁহারই পরামর্শ-অনুসারে তাহারা এক চক্রাতে গমন করে।১১২

সেখানে বকনামে এক মহাবল রাক্ষসের সহিত তাহাদের কলহ হয়, সে-ও হিড়িম্বের ন্যায়ই ভয়ঙ্কর ও নরভোজী ছিল।১১৩

এই যোদ্ধাশ্রেষ্ঠ ভীমসেনই তথায়ও উগ্র বককে বধ করে এবং তৎপর দ্রুপদরাজার পুরীর দিকে গমন করে। ১১৪

হে কৃষ্ণ! তুমি যেমন ভীষ্মকদুহিতা রুক্মিণীকে লাভ করিয়াছিলে, সেই সময় অর্জ্জুনও আমাকে লক্ষ্যভেদ করত লাভ করে।১১৫

এইরূপ অন্যের দুঃসাধ্য মহৎ কর্ম্ম সম্পাদন করত স্বয়ংবর সভায় পার্থ আমাকে জয় করিয়াছিল এবং সেস্থলেও রাজগণ বলপূর্ব্বক আমাকে হরণ করিতে চাহিলে তাহাদিগকেও পরাজিত করিয়া পাণ্ডবগণ আমাকে লইয়া গিয়াছিল।১১৬

এইরূপে বহু ক্লেশ ভোগ করিয়াও দুঃখের শেষ হয় নাই; অবশেষে হে কৃষ্ণ! মাতা কুন্তীকে

কুলে মহতি জাতাস্মি দিব্যেন বিধিনা কিল।
পাণ্ডবানাং প্রিয়া ভার্য্যা স্নুষা পাণ্ডোর্মহাত্মনঃ ॥১২০

কচগ্রহমনুপ্রাপ্তা সাস্মি কৃষ্ণ বরা সতী।
পঞ্চানাং পাণ্ডুপুত্রাণাং প্রেক্ষতাং মধুসূদন ॥১২১

ইত্যুক্ত্বা প্রারুদৎ কৃষ্ণা মুখং প্রচ্ছাদ্য পাণিনা।
পদ্মকোশপ্রকাশেন মৃদুনা মৃদুভাষিণী ॥১২২

স্তনাবপতিতৌ পীনৌ সুজাতৌ শুভ-লক্ষণৌ।
অভ্যবর্ষত পাঞ্চালী দুঃখজৈরশ্রুবিন্দুভিঃ ॥১২৩

চক্ষুষী পরিমার্জন্তী নিঃশ্বসন্তী পুনঃ পুনঃ।
বাষ্পপূর্ণেন কণ্ঠেন ক্রুদ্ধা বচনমব্রবীৎ ॥১২৪

নৈব মে পতয়ঃ সন্তি ন পুত্রা ন চ বান্ধবাঃ।
ন ভ্রাতরো ন চ পিতা নৈব ত্বং মধুসূদন ॥১২৫
যে মাং বিপ্রকৃতাং ক্ষুদ্রৈরুপেক্ষধ্বং বিশোকবৎ
ন চ মে শাম্যতে দুঃখং কর্ণো যৎ প্রাহসৎ
তদা ॥১২৬

চতুর্ভিঃ কারণৈঃ কৃষ্ণ ত্বয়া রক্ষ্যাস্মি নিত্যশঃ।
সম্বন্ধাদ্ গৌরবাৎ সখ্যাৎ প্রভুত্বেনৈব কেশব ॥১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথ তামব্রবীৎ কৃষ্ণস্তস্মিন্ বীরসমাগমে।

বাসুদেব উবাচ।

রোদিষ্যন্তি স্ত্রিয়ো হ্যেবং যেষাং ক্রুদ্ধাসি ভাবিনি
বীভৎসুশরসংচ্ছন্নাঞ্ছোণিতৌঘপরিপ্লুতান্ ॥১২৮

পরিত্যাগ করত ধৌম্যকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া আজ বনবাস দুঃখ ভোগ করিতেছি।১১৭

সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী দুর্য্যোধনাদির চেয়ে অধিক বীর্য্যসম্পন্ন হইয়াও সেই ইহারা শত্রুগণকর্তৃক অপমানিতা আমাকে কেন উপেক্ষা করিল ?১১৮

পাপকর্ম্মকারী অত্যন্ত দুর্ব্বল পাপিগণের (বলবানের উপর) প্রদত্ত এই সমস্ত দুঃখ সহন করিতে করিতে আমি দীর্ঘকাল চিন্তাগ্নিতে অভিতপ্ত হইতেছি।১১৯

দৈবের বিধানে আমি মহাকুলে জন্মলাভ করিয়াছি এবং আমি পাণ্ডবগণের প্রিয়তমা পত্নী ও মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রবধূ।১২০

হে কৃষ্ণ মধুসুদন! নারীগণের বরণীয়া সতী হইয়াও আমি মহাত্মা পাণ্ডুপুত্রগণের সমক্ষেই দুঃশাসনকর্ত্তৃক কেশাকৃষ্টা হইলাম।১২১

এই বলিয়া পদ্মের ন্যায় কোমলকরযুগলে নিজের মুখ আচ্ছাদন করত মৃদুভাষিণী কৃষ্ণা (দ্রৌপদী) অত্যন্ত কাঁদিতে লাগিলেন।১২২

পাঞ্চালরাজকুমারী দ্রৌপদী তাহার পীনোন্নত গোলাকার শুভলক্ষণ স্তনদ্বয়কে দুঃখজন্য অশ্রুবি সমূহের দ্বারা অভিষিক্ত করিলেন।১২৩

চোখ দুইটী মুছিতে মুছিতে এবং পুনঃ পু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বাষ্পপূর্ণ কণ্ঠে ক্রো সহিত এই কথা বলিলেন।১২৪

আমার পতিও নাই, পুত্রও নাই, বান্ধবও না এবং ভ্রাতাও নাই। হে মধুসুদন! তুমিও আমা নও।১২৫

নীচ ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ কর্ত্তৃক অপমানিতা হই দেখিয়াও যাহারা উপেক্ষা করিয়াছে, বুঝিতে হই তাহাদের আমার জন্য বিন্দুমাত্রও দুঃখ হয় নাই কর্ণ যে আমাকে দেখিয়া উচ্চ হাস্য করত উপহা করিয়াছিল, সে দুঃখ আমার কোনপ্রকারেই শা হইবে না।১২৬

হে কৃষ্ণ! যেহেতু তোমার সহিত আম আত্মীয়তা আছে, যেহেতু আমার যজ্ঞ হইতে উৎ হওয়ার গৌরব আছে, যেহেতু আমি তোম চিরসখী এবং যেহেতু তুমি আমাকে রক্ষা করি সমর্থ—কেশব! সেইহেতু সম্পর্ক, গুরুত্ব, সখি প্রভুত্ব এই চারিটী কারণে আমি তোমা কর্ত্তৃ

নিহতান্ বল্লভান্ বীক্ষ্য শয়ানান্ বসুধাতলে।
যৎ সমর্থং পাণ্ডবানাং তৎ করিষ্যামি মা শুচঃ ॥১২৯
সত্যং তে প্রতিজানামি রাজ্ঞাং রাজ্ঞী ভবিষ্যসি।
পতেদ্ দ্যৌহিমবাঞ্ছীর্য্যেৎ পৃথিবী শকলীভবেৎ॥১৩০
শুষ্যেৎ তোয়নিধিঃ কৃষ্ণে ন মে মোঘং বচো ভবেৎ।
তচ্ছ্রুত্বা দ্রৌপদী বাক্যং প্রতিবাক্য-
মথাচ্যুতাৎ ॥১৩১
সাচীকৃতমবেক্ষৎ সা পাঞ্চালী মধ্যমং পতিম্।
আবভাষে মহারাজ দ্রৌপদীমর্জুনস্তদা ॥১৩২
মা রোদীঃ শুভতাম্রাক্ষি যদাহ মধুসূদনঃ।
তথা তদ্ ভবিতা দেবি নান্যথা বরবর্ণিনি ॥১৩৩

ধৃষ্টদ্যুম্ন উবাচ।
অহং দ্রোণং হনিষ্যামি শিখণ্ডী তু পিতামহম্।
দুর্য্যোধনং ভীমসেনঃ কর্ণং হন্তা ধনঞ্জয়ঃ ॥১৩৪
রাম-কৃষ্ণৌ ব্যপাশ্রিত্য অজেয়াঃ স্ম রণে স্বসঃ।
অপি বৃত্রহণা যুদ্ধে কিং পুনর্ধৃতরাষ্ট্রজে ॥১৩৫
বৈশম্পায়ন উবাচ।
ইত্যুক্তেঽভিমুখা বীরা বাসুদেবমুপাস্থিতাঃ।
তেষাং মধ্যে মহাবাহুঃ কেশবো বাক্যমব্রবীৎ ॥১৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি অর্জুনাভিগমনপর্বণি
দ্রৌপদ্যাশ্বাসনে দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১২

রক্ষিতা হওয়ার যোগ্যা।১২৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই বীরগণের সম্মুখে দ্রৌপদীকে বলিলেন—হে ভাবিনি! যাহাদের উপর তুমি ক্রুদ্ধ হইয়াছ, তাহাদের পত্নীগণও স্বীয় পতিগণকে যুদ্ধে অর্জ্জুনের শরাঘাতে ভূমিতলে শয়ান ও নিহত দেখিয়া তোমার মতই ক্রন্দন করিবে। পাণ্ডবগণের হিতের জন্য আমার পক্ষে যাহা করা সম্ভব, তাহা সকলই আমি করিব।১২৮-১২৯

হে দ্রৌপদি! আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি—তুমি সাম্রাজ্ঞী হইবে। হে কৃষ্ণে! যদি স্বর্গও ভূমিতলে পতিত হয়, যদি হিমালয়ও বিদীর্ণ হয়, যদি পৃথিবীও খণ্ড খণ্ড হইয়া যায় এবং সমুদ্রও শুকাইয়া যায়, তথাপি আমার বাক্য কখনও মিথ্যা হইবে না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মুখ হইতে এই বাক্য শুনিয়া দ্রৌপদী অর্জ্জুনের দিকে বক্রভাবে তাকাইলেন; হে মহারাজ! তখন অর্জ্জুন দ্রৌপদীকে বলিতে লাগিলেন।১৩০-১৩২

হে সুনয়নে! হে বরবর্ণিনি! তুমি রোদন করিও না, দেবি! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা কখনও মিথ্যা হইবে না।১৩৩

ধৃষ্টদ্যুম্ন বলিলেন,—আমি দ্রোণকে বধ করিব, শিখণ্ডী পিতামহ ভীষ্মকে, ভীম দুর্য্যোধনকে এবং অর্জ্জুন কর্ণকে বধ করিবে।১৩৪

হে ভগিনি! শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামকে আশ্রয় করিয়া আমরা যুদ্ধে ইন্দ্রেরও অজেয়। সুতরাং ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের দ্বারা যে আমরা অজেয়—ইহাতে আর বলিবার কি আছে?১৩৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ধৃষ্টদ্যুম্ন এই কথা বলিলে রাজগণ সকলেই ভগবান্ বাসুদেবের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলেন। তখন তাঁহাদের মধ্যে উপবিষ্ট আজানুলম্বিতবাহু ভগবান্ কেশব এই কথা বলিতে লাগিলেন।১৩৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জুনাভিগমনপর্ব্বে
দ্রৌপদীআশ্বাসনে দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১০

LIBRARY
No.........
Shri Shri ... mayee Ashram

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

[মমানুপস্থিতিহেতোর্ভবতামেতাদৃশমনিষ্টং সঞ্জাতমিতি পাণ্ডবগণসমীপে
ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য কথনম্।]

বাসুদেব উবাচ।

নৈতৎ কৃচ্ছ্রমনুপ্রাপ্তো ভবান্ স্যাদ্ বসুধাধিপ।
যদ্যহং দ্বারকায়াং স্যাং রাজন্ সন্নিহিতঃ পুরা ॥১

আগচ্ছেয়মহং দ্যূতমনাহূতোঽপি কৌরবৈঃ।
আম্বিকেয়েন দুর্দ্ধর্ষ রাজ্ঞা দুর্য্যোধনেন চ।
বারয়েয়মহং দ্যূতং বহূন্ দোষান্ প্রদর্শয়ন্ ॥২

ভীষ্ম-দ্রোণৌ সমানায্য কৃপং বাহ্লীকমেব চ।
বৈচিত্রবীর্য্যং রাজানমলং দূত্যেন কৌরব ॥৩

পুত্রাণাং তব রাজেন্দ্র ত্বন্নিমিত্তমিতি প্রভো।
তত্রাচক্ষমহং দোষান্ যৈর্ভবান্ ব্যতিরোপিতঃ ॥৪

বীরসেনসুতো যৈস্তু রাজ্যাৎ প্রভ্রংশিতঃ পুরা।
অতর্কিতবিনাশশ্চ দেবনেন বিশাম্পতে ॥৫

সাতত্যঞ্চ প্রসঙ্গস্য বর্ণয়েয়ং যথাতথম্ ॥৬

স্ত্রিয়োঽক্ষা মৃগয়া পানমেতৎ কামসমুত্থিতম্।
দুঃখং চতুষ্টয়ং প্রোক্তং যৈর্নরো ভ্রশ্যতে শ্রিয়ঃ ॥৭

তত্র সর্বত্র বক্তব্যং মন্যন্তে শাস্ত্রকোবিদাঃ।
বিশেষতশ্চ বক্তব্যং দ্যূতে পশ্যন্তি তদ্বিদঃ ॥৮

একাহাদ্ দ্রব্যনাশোঽত্র ধ্রুবং ব্যসনমেব চ।
অভুক্তনাশশ্চার্থানাং বাক্পারুষ্যঞ্চ কেবলম্ ।৯

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

[আমার অনুপস্থিতির ফলে আপনাদের এই অনিষ্ট আসিয়াছে—পাণ্ডবগণের নিকট ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কথন।]

বাসুদেব বলিলেন,—হে রাজন্! আপনাদের এই সঙ্কট হইত না, যদি আমি তখন দ্বারকায় বা নিকটে কোথাও থাকিতাম।১

হে দুর্দ্ধর্ষ! পাশাখেলার কথা জানিলে আমি অনাহুত হইয়াও তখন আসিতাম এবং অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র ও রাজা দুর্য্যোধনের দ্বারা পাশাখেলায় অনেক দোষ প্রদর্শন করত উহা হইতে তাহাদিগকে নিবারিত করিতাম।২

হে প্রভো! আমি ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, বাহ্লীক এবং রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে ডাকাইয়া একত্রিত করিয়া বলিতাম—"কুরুবংশধর ধৃতরাষ্ট্র! আপনার পুত্রদের পাশাখেলায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নয়।" রাজেন্দ্র! এই বলিয়া আপনার সহিত তাহাদের পাশাখেলার বহু দোষ স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করিতাম; যাহার কারণে আপনাকে আজ এইরূপে রাজ্যচ্যুত হইতে হইয়াছে।৩-৪

বীরসেনের পুত্র রাজা নল পূর্ব্বে এই পাশাখেলায় নিজ রাজ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিল।—হে নরপতে! পাশাখেলা দ্বারা অতর্কিতভাবে সর্ব্বনাশ দুঃখ মানুষের হইতে পারে (যাহা পূর্ব্বে কল্পনা করাই সম্ভবপর নয়)।৫

তাহা ছাড়া পাশাখেলায় এমন নেশা হয়, যাহা (মানুষের সর্ব্বনাশ করে) সতত চলিতে থাকে—আমি সেই সকল দোষও যথাযথ বলিতাম।৬

রমণীর প্রতি আসক্তি, পাশাখেলা, মৃগয়ার নেশা এবং মদ্যপান—এই চারিটিকেই দুঃখস্বরূপ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। ইহাদের দ্বারা মানুষ শ্রীভ্রষ্ট হয়।৭

যদিও উহাদের সবগুলিই দোষণীয়, তবে তাহার মধ্যে পাশাখেলাই সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দোষ—ইহা শাস্ত্রজ্ঞগণ বলেন।৮

এতচ্চান্যচ্চ কৌরব্য প্রসাঙ্গকটুকোদয়ম্ ।
দ্যূতে ব্রূয়াং মহাবাহো সমাসাদ্যাম্বিকাসুতম্ ॥১০
এবমুক্তো যদি ময়া গৃহ্লীয়াদ্ বচনং মম ।
অনাময়ং স্যাদ্ ধর্ম্মশ্চ কুরূণাং কুরুবর্ধন ॥১১
ন চেৎ স মম রাজেন্দ্র গৃহ্লীয়ান্মধুরং বচঃ ।
পথ্যঞ্চ ভরতশ্রেষ্ঠ নিগৃহ্লীয়াং বলেন তম্ ॥১২
অথৈনমপনীতেন সুহৃদো নাম দুর্হৃদঃ ।
সভাসদোঽনুবর্ত্তেরংস্তাংশ্চ হন্যাং দুরোদরান্ ॥১৩
অসান্নিধ্যন্তু কৌরব্য মমানর্ত্তেষ্বভূৎ তদা ।
যেনেদং ব্যসনং প্রাপ্তা ভবন্তো দ্যূতকারিতম্ ॥১৪
সোঽহমেত্য কুরুশ্রেষ্ঠ দ্বারকাং পাণ্ডুনন্দন ।
অশ্রৌষং ত্বাং ব্যসনিনং যুযুধানাদ্ যথাতথম্ ॥১৫
শ্রুত্বৈব চাহং রাজেন্দ্র পরমোদ্বিগ্নমানসঃ ।
তূর্ণমভ্যাগতোঽস্মি ত্বাং দ্রষ্টুকামো বিশাম্পতে॥১৬
অহো কৃচ্ছ্রমনুপ্রাপ্তাঃ সর্ব্বে স্ম ভরতর্ষভ ।
সোঽহং ত্বাং ব্যসনে মগ্নং পশ্যামি সহ সোদরৈঃ ॥১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি অর্জুনাভিগমনপর্ব্বণি
বাসুদেববাক্যে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৩

পাশাখেলায় একদিনেই সকল ধনের নাশ হইতে পারে, পাশাখেলায় নেশা অশ্যম্ভাবী, ভোগ না করিয়া সকল অর্থের নাশ এবং কটুকথা শ্রবণ উহার ফল। হে কৌরব! ইহা ছাড়া প্রাসঙ্গিক আরও অনেক অনিষ্টও উহা হইতে উৎপন্ন হয়—মহাবাহো! এ সকল কথাই আমি সংক্ষেপে অম্বিকাপুত্রকে বুঝাইয়া বলিতাম।৯-১০

হে কুরুবংশবর্ধন! আমি এইরূপ বলিলে তিনি যদি শুনিতেন, তাহা হইলে এই সকল অনর্থ হইত না; কৌরবগণের ধর্ম্মও রক্ষিত হইত।১১

হে রাজেন্দ্র! যদি সে আমার মধুর কথা না শুনিত; হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি বলপূর্ব্বক তাহাকে নিগ্রহ করিতাম।১২

যদি সুহৃদ্‌নামধারী শত্রুগণ সপুত্র ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপ অন্যায় কর্ম্মে সহায়তা করিত, তাহা হইলে আমি দূত্যের সমর্থনকারী সেই সভাসদ্‌দিগকেও সংহার করিতাম।১৩

হে কৌরব্য! আনর্ত্তদেশে অর্থাৎ দ্বারকায় তখন আমার অনুপস্থিতির ফলেই দ্যূতক্রীড়াজনিত আপনার এই বিপদ সম্ভব হইয়াছে।১৪

হে পাণ্ডুনন্দন! আমি দ্বারকায় ফিরিয়া আসিয়া যুযুধানের (সাত্যকির) নিকট আপনাদের এই বিপদের কথা যথাযথরূপে শুনিলাম।১৫

হে নরপতে! আমি সব শুনিয়াই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলাম। হে রাজেন্দ্র! এজন্যই আমি আপনাদের সাক্ষাৎ করিবার জন্য এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।১৬

হে ভরতর্ষভ! আপনারা বড়ই সঙ্কটে পড়িয়াছেন! আমি তো আপনাকে ভ্রাতৃগণের সহিত বিপদসাগরে মগ্ন অবস্থায় দেখিতে পাইতেছি।১৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জুনাভিগমনপর্ব্বে
বিদুরবাক্যে একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১১

চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ।

[দ্যূতসভায়ামনাগমনকারণরূপেণ শ্রীকৃষ্ণেন শাল্বেন সহ যুদ্ধস্য সৌভবিমানসহিতস্য
তস্য নাশস্য চ বর্ণনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অসান্নিধ্যং কথং কৃষ্ণ তবাসীদ্ বৃষ্ণিনন্দন।
ক্ব চাসীদ্ বিপ্রবাসস্তে কিং চাকার্ষীঃ প্রবাসতঃ ॥১

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

শাল্বস্য নগরং সৌভং গতোঽহং ভরতর্ষভ।
নিহন্তুং কৌরবশ্রেষ্ঠ তত্র মে শৃণু কারণম্ ॥২
মহাতেজা মহাবাহুর্যঃ স রাজা মহাযশাঃ।
দমঘোষাত্মজো বীরঃ শিশুপালো ময়া হতঃ ॥৩
যজ্ঞে তে ভরতশ্রেষ্ঠ রাজসূয়েঽর্হণাং প্রতি।
স রোষবশমাপন্নো নামৃষ্যত দুরাত্মবান্ ॥৪
শ্রুত্বা তং নিহতং শাল্বস্তীব্ররোষসমন্বিতঃ।
উপায়াদ্ দ্বারকাং শূন্যামিহস্থে ময়ি ভারত ॥৫
স তত্র যোধিতো রাজন্ কুমারৈর্বৃষ্ণিপুঙ্গবৈঃ।
আগতঃ কামগং সৌভমারুহ্যৈব নৃশংসবৎ ॥৬
ততো বৃষ্ণিপ্রবীরাংস্তান্ বালান্ হত্বা বহূংস্তদা।
পুরোদ্যানানি সর্বাণি ভেদয়ামাস দুর্মতিঃ ॥৭
উক্তবাংশ্চ মহাবাহো কাসৌ বৃষ্ণিকুলাধমঃ।
বাসুদেবঃ স মন্দাত্মা বসুদেবসুতো গতঃ ॥৮
তস্য যুদ্ধার্থিনো দর্পং যুদ্ধে নাশয়িতাস্ম্যহম্।
আনর্তাঃ সত্যমাখ্যাত তত্র গন্তাস্মি যত্র সঃ ॥৯

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

[পাশাখেলার সময় অনুপস্থিতির কারণরূপে
শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শাল্বের সহিত যুদ্ধ এবং
সৌভবিমানের সহিত তাহার বিনাশকে
কারণরূপে বর্ণনা।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে বৃষ্ণিনন্দন কৃষ্ণ। আনর্ত্তদেশে তোমার অসান্নিধ্য কেন ছিল? ঐ সময় তুমি কেন প্রবাসে গিয়াছিলে এবং তথায় কি করিয়াছিলে?১

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি শাল্বকে বধ করিবার জন্য তাহার সৌভনামক নগরে গিয়াছিলাম। হে কৌরবশ্রেষ্ঠ। কেন গিয়াছিলাম—তাহার কারণ বলিতেছি শ্রবণ করুন।২

আপনি তো জানেন যে, আপনার রাজসূয় যজ্ঞে আপনি যখন আমাকে শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য প্রদান করিয়াছিলেন, তখন দমঘোষতনয় মহাবাহু মহাযশা শিশুপাল উহা সহ্য করিতে না পারিয়া আমাকে অপমানিত করায় আমি সেই সভাতেই তাহাকে বধ করিয়াছিলাম। হে ভারত। আমা কর্ত্তৃক তাহার বধের কথা শুনিয়া শাল্ব অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া আমি হস্তিনাপুরে থাকায় আমার অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া দ্বারকাপুরীতে গিয়া উপস্থিত হয়।২-৫

হে রাজন্। সে সেখানে কামগামী সৌভনামক বিমানে আরোহণ করিয়া বৃষ্ণিবংশীয় কুমারগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং নৃশংসের ন্যায় বহু বালক যাদবকে বধ করে।

তারপর সে বৃষ্ণিবংশীয় বালক বীরগণকে হত্যা নগর ও উদ্যান সমূহ ছিন্ন ভিন্ন করে।৬-৭

এবং সেখানে বলিতে থাকে—"বৃষ্ণিকুলাধম বাসুদেবনন্দন মহাবাহু সেই বাসুদেব কোথায় গেল? আমি যুদ্ধে যুদ্ধার্থী সেই বাসুদেবের দর্প নাশ করিব।" তখন যাদবগণ আমি যে হস্তিনাপুরে গিয়াছি,—এই সত্য কথা তাহাকে বলিলে সে তখন বলিতে লাগিল—"সে যেখানে আছে, আমি সেখানেই যাইব। আমি আমার অস্ত্রশস্ত্র স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি যে, আমি কংস ও কেশীর

তং হত্বা বিনিবর্ত্তিষ্যে কংসকেশিনিদষূনম্ ।
অহত্বা ন নিবর্ত্তিষ্যে সত্যেনায়ুধমালভে ॥১০
ক্বাসৌ ক্বাসাবিতি পুনস্তত্র তত্র প্রধাবতি ।
ময়া কিল রণে যোদ্ধুং কাঙ্ক্ষমাণঃ স সৌভরাট্ ॥১১
অদ্য তং পাপকর্ম্মাণং ক্ষুদ্রং বিশ্বাসঘাতিনম্ ।
শিশুপালবধামর্ষাদ্ গময়িষ্যে যমক্ষয়ম্ ॥১২
মম পাপস্বভাবেন ভ্রাতা যেন নিপাতিতঃ ।
শিশুপালো মহীপালস্তং বধিষ্যে মহীপতে ॥১৩
ভ্রাতা বালশ্চ রাজা চ ন চ সংগ্রামমূর্ধনি ।
প্রমত্তশ্চ হতো বীরস্তং হনিষ্যে জনার্দনম্ ॥১৪
এবমাদি মহারাজ বিলপ্য দিবমাস্থিতঃ ।
কামগেন স সৌভেন ক্ষিপ্ত্বা মাং কুরুনন্দন ॥১৫

হন্তা আমি সেই বাসুদেবকে বধ করিয়াই ফিরিব, না বধ করিয়া ফিরিব না" ।৮-১০

সৌভরাজ সেই শাল্ব আমার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়া 'সে কোথায়? সে, কোথায়?' এইরূপ বলিতে বলিতে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতে লাগিল ।১১

রাজন্! আমার ভাই মহারাজ শিশুপালকে যে পাপিষ্ঠ বধ করিয়াছে, সেই ক্ষুদ্রাশয় বিশ্বাসঘাতক পাপাত্মা বাসুদেবকে শিশুপালবধের প্রতিশোধরূপে বধ করত যমালয়ে প্রেরণ করিব ।১২-১৩

সেই আমার ভাই বীর শিশুপাল রাজা হইলেও বয়সে বালক ছিল, যুদ্ধার্থী হইয়া রণভূমিতেও ছিল না এবং সতর্কও ছিল না; এরূপ অবস্থা যে তাহাকে বধ করিয়াছে, আমি সেই জনার্দ্দনকে বধ করিব ।১৪

হে মহারাজ কুরুনন্দন! এইরূপ ভাবে শাল্ব আমাকে লক্ষ্য করিয়া অনেক প্রলাপোক্তি করিতে করিতে সেই সৌভ বিমানে আরোহণ করিয়া আকাশে উত্থিত হইল ।১৫

তমশ্রৌষমহং গত্বা যথাবৃত্তঃ স দুর্মতিঃ ।
ময়ি কৌরব্য দুষ্টাত্মা মার্ত্তিকাবতকো নৃপঃ ॥১৬
ততোঽহমপি কৌরব্য রোষব্যাকুলমানসঃ ।
নিশ্চিত্য মনসা রাজন্ বধায়াস্য মনো দধে ॥১৭
আনর্ত্তেষু বিমর্দঞ্চ ক্ষেপং চাত্মনি কৌরব ।
প্রবৃদ্ধমবলেপঞ্চ তস্য দুষ্কৃতকর্ম্মণঃ ॥১৮
ততঃ সৌভবধায়াহং প্রতস্থে পৃথিবীপতে ।
স ময়া সাগরাবর্ত্তে দৃষ্ট আসীৎ পরীপ্সতা ॥১৯
ততঃ প্রধ্মাপ্য জলজং পাঞ্চজন্যমহং নৃপ ।
আহূয় শাল্বং সমরে যুদ্ধায় সমবস্থিতঃ ॥২০
তন্মুহূর্ত্তমভূদ্ যুদ্ধং তত্র মে দানবৈঃ সহ ।
বশীভূতাশ্চ মে সর্বে ভূতলে চ নিপাতিতাঃ ॥ ২১

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! আমি হস্তিনাপুর হইতে গিয়া মার্ত্তিকাবতকদেশাধিপতি সেই দুষ্টাত্মা ও দুর্ব্বুদ্ধি শাল্বের সমস্ত বৃত্তান্ত যথাযথ শুনিলাম ।১৬

হে কৌরব্য রাজন্! তারপর আমিও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া মনে মনে চিন্তা করত তাহাকে বধ করিবার জন্য মনঃস্থির করিলাম ।১৭

কৌরব! আনর্ত্তদেশের বিমর্দ্দন, আমার প্রতি তাহার কটূক্তি এবং সেই দুষ্কৃতকারীর অত্যন্ত অহঙ্কার—এই তিন কারণে হে রাজন্! আমি তাহার সৌভনগরকে বিনাশ করিবার জন্য বহির্গত হইলাম। চারিদিকে খোঁজ করিতে করিতে আমি তাহাকে সাগরের মধ্যস্থিত একটী দ্বীপে তাহাকে দেখিতে পাইলাম ।১৮-১৯

তারপর আমি জলজ সেই পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাজাইয়া যুদ্ধে শাল্বকে আহ্বান করত যুদ্ধের জন্য অবস্থান করিলাম ।২০

সেই ক্ষণেই সেই দানবস্বভাব শাল্ব পক্ষীয় বীরগণের সহিত আমার যুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং তাহাদের

এতৎ কার্য্যং মহাবাহো যেনাহং নাগমং তদা।
শ্রুত্বৈব হাস্তিনপুরং দ্যূতং চাবিনয়োত্থিতম্।
দ্রুতমাগতবান্ যুষ্মান্ দ্রষ্টুকামঃ সুদুঃখিতান্ ॥২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি অর্জুনাভিগমনপর্বণি
সৌভবধোপাখ্যানে চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ ॥১৪

মধ্যে কতকগুলি আমার দ্বারা বশীভূত হইল এবং কতকগুলি বিনষ্ট হইয়া ভূতলে নিপাতিত হইল।২১

মহাবাহো। এই কার্য্যের জন্যই আমি তখন আসিতে পারি নাই। আসিয়াই হস্তিনাপুরে আপনাদের প্রতি দুর্য্যোধনের দুর্বিনীত ব্যবহার-জনিত সঙ্কটের কথা শুনিয়াই শীঘ্র অত্যন্ত দুঃখি আপনাদিগকে দেখিবার জন্য এখানে উপস্থি হইয়াছি।২২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জুনাভিগমনপর্ব্বে
সৌভবধ উপাখ্যানে চতুর্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৪

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

[সৌভাধিপতি-শাল্বস্য বিনাশবর্ণনপ্রসঙ্গেন দ্বারকারক্ষায়াঃ প্রস্তুতিবর্ণনম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।
বাসুদেব মহাবাহো বিস্তরেণ মহামতে।
সৌভস্য বধমাচক্ষ্ব ন হি তৃপ্যামি কথ্যতঃ ॥১
বাসুদেব উবাচ।
হতং শ্রুত্বা মহাবাহো ময়া শ্রৌতশ্রবং নৃপ।
উপায়াদ্ ভরতশ্রেষ্ঠ শাল্বো দ্বারবতীং পুরীম্ ॥২
অরুন্ধত্তাং সুদুষ্টাত্মা সর্বতঃ পাণ্ডুনন্দন।
শাল্বো বৈহায়সঞ্চাপি তৎপুরং ব্যূহ্য বিষ্ঠিতঃ ॥৩
তত্রস্থোঽথ মহীপালো যোধয়ামাস তাং পুরীম্।
অভিসারেণ সর্বেণ তত্র যুদ্ধমবর্ত্তত ॥৪
পুরী সমন্তাদ্ বিহিতা সপতাকা সতোরণা।
সচক্রা সহুড়া চৈব সযন্ত্রখনকা তথা ॥৫

পঞ্চদশ অধ্যায়।

[সৌভাধিপতি শাল্বের বিনাশের বর্ণনা প্রসঙ্গে দ্বারকারক্ষার প্রস্তুতি বর্ণনা।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে মহাবাহো বাসুদেব! হে মহামতে! তুমি সৌভের বধের বৃত্তান্ত বিস্তারিত ভাবে বল, তোমার সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় আমি তৃপ্ত হইতেছি না।১

বাসুদেব বলিলেন,—হে মহাবাহো ভরতশ্রেষ্ঠ! হে নৃপতে! শ্রুতশ্রবার পুত্র শিশুপালকে আমি বধ করিয়াছি—ইহা শুনিয়াই শাল্ব দ্বারবতী নগরীতে উপস্থিত হইল।২

হে পাণ্ডুনন্দন! ঐ সুদুষ্টাত্মা শাল্ব নিজ সেনা দ্বারা দ্বারকাপুরীর চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিল এব নিজে গগনচারী সৌভ বিমানে আরোহণ করিয় ব্যূহ রচনাপূর্ব্বক অবস্থান করিতে লাগিল।৩

অনন্তর সে সেই বিমানে অবস্থান করিয়া দ্বারকাপুরীর যোদ্ধাগণের সহিত যুগপৎ চারিদিকে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিল।৪

পুরীর চারিদিকে পতাকা, উচ্চ উচ্চ তোরণ, মধ্যে সেনাবাহিনী, হুড়া (সেনানিবাস), যুদ্ধোপযো

সোপশল্যপ্রতোলীকা সাট্টাট্টালকগোপুরা।
সচক্রগ্রহণী চৈব সোল্কালাতাবপোথিকা ॥৬
সোষ্ট্রিকা ভরতশ্রেষ্ঠ সভেরীপণবানকা।
সতোমরাঙ্কুশা রাজন্ সশতঘ্নীকলাঙ্গলা ॥৭
সভুশুণ্ড্যশ্মগুড়কা সায়ুধা সপরশ্বধা।
লোহচর্মবতী চাপি সাগ্নিঃ সগুড়শৃঙ্গিকা ॥৮
শাস্ত্রদৃষ্টেন বিধিনা সুযুক্তা ভরতর্ষভ।
রথৈরনেকৈর্বিবিধৈর্গদ-সাম্বোদ্ধবাদিভিঃ ॥৯
পুরুষৈঃ কুরুশার্দুল সমর্থৈঃ প্রতিবারণে।
অতিখ্যাতকুলৈর্বীরৈর্দৃষ্টবীর্যৈশ্চ সংযুগে ॥১০
মধ্যমেন চ গুল্মেন রক্ষিভিঃ সা সুরক্ষিতা।
উৎক্ষিপ্তগুল্মৈশ্চ তথা হয়ৈশ্চ সপতাকিভিঃ ॥১১
আঘোষিতঞ্চ নগরে ন পাতব্যা সুরেতি বৈ।
প্রমাদং পরিরক্ষদ্ভিরুগ্রসেনোদ্ধবাদিভিঃ ॥১২
প্রমত্তেষভিঘাতং হি কুর্য্যাচ্ছাল্বো নরাধিপঃ।
ইতি কৃত্বাপ্রমত্তাস্তে সর্বে বৃষ্ণ্যন্ধকাঃ স্থিতাঃ ॥১৩
আনর্ত্তাশ্চ তথা সর্বে নটা নর্ত্তক-গায়নাঃ।
বহির্নির্বাসিতাঃ ক্ষিপ্রং রক্ষদ্ভিবিত্তসঞ্চয়ম্ ॥১৪
সংক্রমা ভেদিতাঃ সর্বে নাবশ্চ প্রতিষেধিতাঃ।
পরিখাশ্চাপি কৌরব্য কালৈঃ সুনিচিতাঃ কৃতাঃ ॥১৫
উদপানাঃ কুরুশ্রেষ্ঠ তথৈবাপ্যম্বরীষকাঃ।
সমন্তাৎ ক্রোশমাত্রঞ্চ কারিতা বিষমা চ ভূঃ ॥১৬
প্রকৃত্যা বিষমং দুর্গং প্রকৃত্যা চ সুরক্ষিতম্।
প্রকৃত্যা চায়ুধোপেতং বিশেষেণ তদানঘ ॥১৭

যন্ত্রসমূহ এবং সুরঙ্গ প্রস্তুত করিবার জন্য বহু লোক নিযুক্ত ছিল।৫

রাস্তার উপর বিষাক্ত লৌহশলাকা বিছান ছিল, অট্টালিকা ও গোপুর (পুরদ্বার) সমূহে যথেষ্ট অন্নের সংগ্রহ ছিল, মাঝে মাঝে সেনাগণের ব্যূহ ছিল এবং শত্রুপক্ষের প্রজ্বলিত উল্কা ও তপ্ত লৌহনির্ম্মিত অস্ত্রসমূহকে প্রতিরোধ করত ভূমিতে ফেলিয়া দিবার উপযোগী শক্তিসমূহ ছিল।৬

অস্ত্রে পরিপূর্ণ বহু মাটী ও চামড়ার পাত্র পুরীতে ছিল; হে ভরতশ্রেষ্ঠ! ভেরী, নাগর, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্য সততই বাজিত। হে রাজন্! তোমর, অঙ্কুশ, শতঘ্নী, লাঙ্গল, ভূশুণ্ডী, পাথরের গোলা, অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্র, কুঠার, অনেক সুদৃঢ় ঢাল এবং গোলা ও বারুদে পরিপূর্ণ কামান প্রভৃতি পুরীতে সুরক্ষিত ছিল।৭-৮

হে ভরতর্ষভ! রণশাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে দ্বারকাপুরীকে উত্তমরূপে সুরক্ষিত করা ছিল, শত্রুগণের সম্মুখে যুদ্ধ করিতে সমর্থ গদ, সাম্ব, উদ্ধব প্রভৃতি যদুবীরগণ নানাপ্রকার অনেক রথের দ্বারা পুরীর রক্ষায় যত্নবান্ ছিল। যাহারা অতি বিখ্যাত বংশে উৎপন্ন এবং যাহাদের শৌর্য্য বীর্য্য পূর্ব পূর্ব যুদ্ধকালে প্রমাণিত হইয়াছে, এমন সব বীর পুরুষগণ পুরীরমধ্যম গুল্মে (দুর্গে) অবস্থান করত পুরীকে পূর্ণরূপে রক্ষা করিতেছিল। মদ্যপানজনিত মত্ততা নিবারণ করিতে সমর্থ উগ্রসেন উদ্ধব প্রভৃতি বীরগণ, শত্রুর গুল্মসমূহ নাশ করিতে সমর্থ অশ্বারোহী সৈন্যগণের হাতে পতাকা দিয়া ঘোষণা করাইতেছিল যে, কেহ যেন মদ না খায়।৯-১২

মদ্যপানে প্রমত্ত থাকিলে রাজা শাল্ব সেই অবসরে আঘাত হানিতে পারে—এই আশঙ্কায় বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ অপ্রমত্ত অবস্থায় অবস্থান করিতেছিল।১৩

ধনসঞ্চয়কে রক্ষা করিবার জন্য যাদবগণ আনর্ত্তদেশীয় নট, নর্ত্তক ও গায়কগণকে নগরের বাহিরে বাস করাইয়াছিল।১৪

হে কৌরব্য! দ্বারকাপুরীর প্রবেশ পথে যে সকল সেতু ছিল, তাহা ধ্বংস করা হইয়াছিল, বাহির হইতে জলপথে কোন নৌকাকে ভিতরে

সুরক্ষিতং সুগুপ্তঞ্চ সর্বায়ুধসমন্বিতম্।
তৎ পুরং ভরতশ্রেষ্ঠ যথেন্দ্রভবনং তথা ॥১৮
ন চামুদ্রোঽভিনির্যাতি ন চামুদ্রঃ প্রবেশ্যতে।
বৃষ্ণ্যন্ধকপুরে রাজংস্তদা সৌভসমাগমে ॥১৯
অনুরথ্যাসু সর্বাসু চত্বরেষু চ কৌরব।
বলং বভূব রাজেন্দ্র প্রভূতগজবাজিমৎ ॥২০
দত্তবেতনভক্তঞ্চ দত্তায়ুধপরিচ্ছদম্।
কৃতোপধানঞ্চ তদা বলমাসীন্মহাভুজ ॥২১
ন কুপ্যবেতনী কশ্চিন্ন চাতিক্রান্তবেতনী।
নানুগ্রহভৃতঃ কশ্চিন্ন চাদৃষ্টপরাক্রমঃ ॥২২
এবং সুবিহিতা রাজন্ দ্বারকা ভূরিদক্ষিণা।
আহুকেন সুগুপ্তা চ রাজ্ঞা রাজীবলোচন ॥২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি অর্জুনা-
ভিগমনপর্বণি সৌভবধোপাখ্যানে
পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৫

আসিতে দেওয়া হইতেছিল না এবং পরিখাসমূহে সুতীক্ষ্ণ লৌহশলাকাসমূহ প্রোথিত করা হইয়াছিল।১৪-১৫

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! দ্বারকার চারিদিকে একক্রোশ পর্য্যন্ত অবস্থিত কূপগুলিকে এমনভাবে জলশূন্য করা হইয়াছিল যে, শুষ্ক লম্বা ভাঁড় বলিয়া মনে হইতেছিল এবং ক্রোশব্যাপিনী ভূমিকেও বন্ধুর করা হইয়াছিল।১৬

যদ্যপি দ্বারকা প্রকৃতি হইতেই দুর্দ্ধর্ষ দুর্গস্বরূপ, প্রকৃতির দ্বারাই সুরক্ষিত এবং প্রাকৃতিক অস্ত্রের দ্বারাই পরিপূর্ণ, তথাপি হে অনঘ! কৃত্রিম উপায়েও বিশেষভাবে সুরক্ষিত করা হইয়াছিল।১৭

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! দ্বারকানগরী ইন্দ্রপুরীর ন্যায় সুরক্ষিত, সুগুপ্ত এবং সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রে পরিপূর্ণ ছিল।১৮

রাজন্! সৌভরাজের সঙ্গে যুদ্ধ চলিবার সময় কাহাকেও রাজমুদ্রা না দেখাইয়া বাহিরে যাইতে অথবা ভিতরে আসিতে দেওয়া হইতেছিল না।১৯

হে কুরুনন্দন! হে রাজেন্দ্র! সেখানে প্রত্যেক রাস্তায় ও প্রত্যেক প্রাঙ্গণে প্রচুর পরিমা হস্ত্যারোহী ও অশ্বারোহী সৈন্যসমূহ যুদ্ধার্থে প্রস্তু ছিল।২০

মহাভুজ! প্রত্যেক সৈনিককে ঐ সময়ে বেত ও ভাতা যথাসময়ে এবং যথোচিত দেও হইত, নব নব অস্ত্র, পোষাক ও পরিচ্ছদও যথোচি এবং পর্য্যাপ্ত দেওয়া হইত। তখন তাহাদের বিশে বিশেষ পুরস্কারও দেওয়া হইত।২১

এমন কোন সৈনিক সেখানে ছিল না, যাহা স্বর্ণ বা রৌপ্য মুদ্রা ব্যতীত তাম্র মুদ্রায় বে দেওয়া হইত, অথবা যাহার বেতন পাইবার সম অতিক্রান্ত হইয়াছে এবং যাহার পরাক্রম পূ কখনও দৃষ্ট হয় নাই, এমন একজনও সৈনি সেনাবাহিনীতে নিযুক্ত ছিল না।২২

হে রাজীবলোচন! এইরূপে রাজা উগ্র প্রচুর বেতনদানে অতিশয় সন্তুষ্ট সৈনিকসমূ সংরক্ষণ করত দ্বারকাপুরীকে সুরক্ষিত করিব সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন।২৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জুনাভিগমনপর্ব্বে
সৌভবধউপাখ্যানে পঞ্চদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৫

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ।

[শাল্বাক্রমণস্য প্রতিরোধঃ, বেগবৎপ্রভৃতীনাং বিনাশঃ, সৈন্যেভ্য আশ্বাসদানঞ্চ ।]

বাসুদেব উবাচ ।

তাং তূপয়াতো রাজেন্দ্র শাল্বঃ সৌভপতিস্তদা ।
প্রভূতনরনাগেন বলেনোপবিবেশ হ ॥১
সমে নিবিষ্টা সা সেনা প্রভূতসলিলাশয়ে ।
চতুরঙ্গবলোপেতা শাল্বরাজাভিপালিতা ॥২
বর্জয়িত্বা শ্মশানানি দেবতায়তনানি চ ।
বল্মীকাংশ্চৈত্যবৃক্ষাংশ্চ তন্নিবিষ্টমভূদ্ বলম্ ॥৩
অনীকানাং বিভাগেন পন্থানঃ সংবৃতাঽভবন্ ।
প্রবণায় চ নৈবাসঞ্ছাল্বস্য শিবিরে নৃপ ॥৪
সর্বায়ুধসমোপেতং সর্বশস্ত্রবিশারদম্ ।
রথনাগাশ্বকলিলং পদাতিধ্বজসঙ্কুলম্ ॥৫
তুষ্টপুষ্টবলোপেতং বীরলক্ষণলক্ষিতম্ ।
বিচিত্রধ্বজসন্নাহং বিচিত্ররথকার্মুকম্ ॥৬
সন্নিবেশ্য চ কৌরব্য দ্বারকায়াং নরর্ষভ ।
অভিসারয়ামাস তদা বেগেন পতগেন্দ্রবৎ ॥৭
তদাপতন্তং সন্দৃশ্য বলং শাল্বপতেস্তদা ।
নির্যায় যোধয়ামাসুঃ কুমারা বৃষ্ণিনন্দনাঃ ॥৮
অসহন্তোঽভিযানং তচ্ছাল্বরাজস্য কৌরব ।
চারুদেষ্ণশ্চ সাম্বশ্চ প্রদ্যুম্নশ্চ মহারথঃ ॥৯
তে রথৈর্দংশিতাঃ সর্বে বিচিত্রাভরণধ্বজাঃ ।
সংসক্তাঃ শাল্বরাজস্য বহুভির্যোধপুঙ্গবৈঃ ॥১০

ষোড়শ অধ্যায় ।

[শাল্বের আক্রমণের প্রতিরোধ, বেগবান প্রভৃতির বিনাশ এবং সৈন্যগণকে আশ্বাস দান ।]

বাসুদেব বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র ! সৌভপতি শাল্ব প্রভূত রথী, হস্ত্যারোহী, অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যের দ্বারা রচিত বিরাট বাহিনী লইয়া সেই দ্বারকাপুরীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল ।১

যে স্থানে বহু গভীর জলাশয় ছিল, তাহারই সন্নিহিত ভূমিতে শাল্ব তাহার বিরাট চতুরঙ্গিনী সেনাবাহিনীকে সন্নিবেশিত করিল এবং উহা স্বয়ং রক্ষা করিতে লাগিল ।২

শ্মশানভূমি, দেবমন্দির, উইঢিবি এবং (বট অশ্বত্থ প্রভৃতি ও) চৈত্যবৃক্ষসমূহকে পরিত্যাগ করত ঐ সৈন্যবাহিনী সন্নিবিষ্ট করা হইল ।৩

সেনাবাহিনীকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া সন্নিবেশিত করায় সকল পথ অবরুদ্ধ হইল ; রাজন্ ! শাল্বের শিবিরে প্রবেশ করিবারও কোন পথ রহিল না ।৪

হে নরশ্রেষ্ঠ ! সকল অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, সর্ব্বাস্ত্রনিপুণ, হস্তীঅশ্বরথসঙ্কুল, ধ্বজসহ পদাতিকবাহিনীর দ্বারা পরিপুষ্ট, যথেষ্ট বেতনাদির দ্বারা তোষিত ও পোষিত, বীরলক্ষণাক্রান্ত, বিচিত্র ধ্বজ, রথ ও ধনুসমূহের পরিশোভিত সেই সৈন্যদলকে দ্বারকার নিকটে সন্নিবেশিত করিয়া শাল্ব গরুড়ের ন্যায় বেগে দ্বারকানগরীর দিকে অভিযান করিল ।৫-৭

সৌভপতির সৈন্যগণকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া বৃষ্ণিবংশীয় কুমারগণ নগর হইতে বহির্গত হইয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল ।৮

হে কৌরব ! শাল্বের দর্পিত অভিযানকে সহ্য করিতে না পারিয়া চারুদেষ্ণ, সাম্ব ও প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি মহারথগণ বিচিত্র আভরণ ও ধ্বজে পরিশোভিত হইয়া বহু যোদ্ধাবৃন্দের সহিত শাল্বরাজের সহিত যুদ্ধেপ্রবৃত্ত হইল ।৯-১০

সেই যুদ্ধে সাম্ব ধনু ধারণ করত শাল্বের সচিব ও সেনাপতি ক্ষেমবুদ্ধির সহিত আনন্দে যুদ্ধ করিতে

গৃহীত্বা কার্মুকং সাম্বঃ শাল্বস্য সচিবং রণে।
যোধয়ামাস সংহৃষ্টঃ ক্ষেমবৃদ্ধিং চমূপতিম্ ॥১১
তস্য বাণময়ং বর্ষং জাম্ববত্যাঃ সুতো মহৎ।
মুমোচ ভরতশ্রেষ্ঠ যথা বর্ষং সহস্রদৃক্ ॥১২
তদ্ বাণবর্ষং তুমুলং বিষেহে স চমূপতিঃ।
ক্ষেমবৃদ্ধির্মহারাজ হিমবানিব নিশ্চলঃ ॥১৩
ততঃ সাম্বায় রাজেন্দ্র ক্ষেমবৃদ্ধিরপি স্বয়ম্।
মুমোচ মায়াবিহিতং শরজালং মহত্তরম্ ॥১৪
ততো মায়াময়ং জালং মায়য়ৈব বিদীর্য্য সঃ।
সাম্বঃ শরসহস্রেণ রথমস্যাভ্যবর্ষত ॥১৫
ততঃ স বিদ্ধঃ সাম্বেন ক্ষেমবৃদ্ধিশ্চমূপতিঃ।
অপায়াজ্জবনৈরশ্বৈঃ সাম্ববাণপ্রপীড়িতঃ ॥১৬
তস্মিন্ বিপ্রদ্রুতে ক্রূরে শাল্বস্যাথ চমূপতৌ।
বেগবান্ নাম দৈতেয়ঃ সুতঃ মেঽভ্যদ্রবদ্ বলী ॥১৭

অভিপন্নস্তু রাজেন্দ্র সাম্বো বৃষ্ণিকুলোদ্বহঃ।
বেগং বেগবতো রাজংস্তস্থৌ বীরো বিধারয়ন্ ॥১৮
স বেগবতি কৌন্তেয় সাম্বো বেগবতীং গদাম্।
চিক্ষেপ তরসা বীরো ব্যাবিধ্য সত্যবিক্রমঃ ॥১৯
তয়া ত্বভিহতো রাজন্ বেগবান্ ন্যপতদ্ ভুবি।
বাতরুগ্ন ইব ক্ষুণ্ণো জীর্ণমূলো বনস্পতিঃ ॥২০
তস্মিন্ বিনিহতে বীরে গদানুন্নে মহাসুরে।
প্রবিশ্য মহতীং সেনাং যোধয়ামাস মে সুতঃ ॥২১
চারুদেষ্ণেন সংসক্তো বিবিন্ধ্যো নাম দানবঃ।
মহারথঃ সমাজ্ঞাতো মহারাজ মহাধনুঃ ॥২২
ততঃ সুতুমুলং যুদ্ধং চারুদেষ্ণ-বিবিন্ধ্যয়োঃ।
বৃত্রবাসবয়ো রাজন্ যথা পূর্ব্বং তথাভবৎ ॥২৩
অন্যোন্যস্যাভিসংক্রুদ্ধাবন্যোন্যং জঘ্নতুঃ শরৈঃ।
বিনদন্তৌ মহারাবান্ সিংহাবিব মহাবলৌ ॥২৪

লাগিল।১১

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! জাম্ববতীতনয় সাম্ব ইন্দ্রের বারিবর্ষণের ন্যায় সেনাপতির উপর প্রবল বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু মহারাজ! সেনাপতি ক্ষেমবুদ্ধি অচল হিমালয় পর্ব্বতের ন্যায় সাম্বের সেই তুমুল বাণবর্ষণকে সহ্য করিল।১২-১৩

রাজেন্দ্র! তখন সাম্বকে লক্ষ্য করিয়া স্বয়ং সেনাপতি ক্ষেমবৃদ্ধি মায়ানির্ম্মিত মহাশরজাল নিক্ষেপ করিল।১৪

তারপর সাম্ব সেনাপতির সেই মায়াময় শরজালকে মায়ার দ্বারাই নাশ করিয়া যুগপৎ সহস্র শরের দ্বারা তাহার রথকে অভিবর্ষিত করিল।১৫

তখন সেই শাল্বসেনাপতি ক্ষেমবুদ্ধি সাম্বশরে প্রপীড়িত হইয়া দ্রুতগামী অশ্বে সেই স্থান হইতে পলায়ন করিল।১৬

শাল্বের সেই ক্রূর সেনাপতি পলায়ন করিলে বেগবান্ নামক এক বলবান্ দৈত্য আমার পুত্রের প্রতি ধাবিত হইল।১৭

হে রাজেন্দ্র! বৃষ্ণিকুলগৌরব সাম্ব বেগবান্ বেগে আসিয়া উপস্থিত হইলেও তাহার বেগকে বীরের মত অনায়াসে ধারণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল।১৮

কৌন্তেয়! বীর সত্যপরাক্রম সাম্ব তখন সেই বেগবানের উপর বেগবতী মহাগদা সবেগে নিক্ষেপ করিল।১৯

রাজন্! সেই গদার আঘাতে অত্যন্ত আহত হইয়া বাতাহত ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল।২০

সেই বীর বেগবান্ গদার দ্বারা নিহত হইল এবং আমার পুত্র শক্রর মহাসেনার মধ্যে বলপূর্ব্বক প্রবৃষ্ট হইয়া ভয়ানক যুদ্ধ করিতে লাগিল।২১

মহারাজ! শাল্বের আদেশে মহাধনুর্দ্ধর ও মহারথ বিবিন্ধ্যনামক দানব চারুদেষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল।২২

তারপর বৃত্রাসুরের সহিত ইন্দ্রের পূর্ব্বে যেমন

রৌক্মিণেয়স্ততো বাণমগ্ন্যর্কোপমবর্চসম্ ।
অভিমন্ত্র্য মহাস্ত্রেণ সন্দধে শত্রুনাশনম্ ॥২৫
স বিবিন্ধ্যায় সক্রোধঃ সমাহূয় মহারথঃ ।
চিক্ষেপ মে সূতো রাজন্ স গতাসুরথাপতৎ ॥২৬

বিবিন্ধ্যং নিহতং দৃষ্ট্বা তাঞ্চ বিক্ষোভিতাং চমূম্ ।
কামগেন স সৌভেন শাল্বঃ পুনরুপাগমৎ ॥২৭
ততো ব্যাকুলিতং সর্বং দ্বারকাবাসি তদ্বলম্ ।
দৃষ্ট্বা শাল্বং মহাবাহো সৌভস্থং নৃপতে তদা ॥২৮
ততো নির্য্যায় কৌরব্য অবস্থাপ্য চ তদ্বলম্ ।
আনর্ত্তানাং মহারাজ প্রদ্যুম্নো বাক্যমব্রবীৎ ॥২৯
সর্বে ভবন্তস্তিষ্ঠন্তু সর্বে পশ্যন্তু মাং যুধি ।
নিবারয়ন্তং সংগ্রামে বলাৎ সৌভং সরাজকম্ ॥৩০
অহং সৌভপতেঃ সেনামায়সৈর্ভুজগৈরিব ।
ধনুর্ভুজবিনির্মুক্তৈর্নাশয়াম্যদ্য যাদবাঃ ॥৩১
আশ্বসধ্বং ন ভীঃ কার্য্যা সৌভরাড়দ্য নশ্যতি ।
ময়াভিপন্নো দুষ্টাত্মা সসৌভো বিনশিষ্যতি ॥৩২
এবং ব্রুবতি সংহৃষ্টে প্রদ্যুম্নে পাণ্ডুনন্দন ।
বিষ্ঠিতং তদ্বলং বীর যুযুধে চ যথাসুখম্ ॥৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বাণ অর্জ্জুনাভিগমনপর্বণি
সৌভবধোপাখ্যানে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥১৬

যুদ্ধ হইয়াছিল, চারুদেষ্ণের সহিত বিবিন্ধ্যের তেমনই ঘোরতর যুদ্ধ হইতে লাগিল ।২৩

মহাবল দুইটী সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে উভয়ে পরস্পরকে শরসমূহের দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল ।২৪

তারপর রুক্মিণীপুত্র চারুদেষ্ণ সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান মহাস্ত্রকে মন্ত্রপূত করিয়া শত্রুকে নাশ করিবার জন্য ধনুতে সেই বাণ সন্ধান করিল ।২৫

হে রাজন্ । ক্রোধের সহিত বিবিন্ধ্যকে সম্যক্ আহ্বান করত ঐ মহাস্ত্র নিক্ষেপ করিল এবং উহার আঘাতে বিবিন্ধ্য প্রাণশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইল ।২৬

বিবিন্ধ্যকে নিহত এবং সেনাবাহিনীকে বিপর্য্যস্ত দেখিয়া শাল্ব কামচারী সেই সৌভ বিমানে আরোহণ করিয়া সেস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইল ।২৭

হে মহাবাহু নরেশ্বর ! বিরাটকায় সৌভ বিমানে আরূঢ় অবস্থায় শাল্বকে দেখিয়া দ্বারকাবাসী সমস্ত সৈন্য ভয়ে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। তাহা দেখিয়া প্রদ্যুম্ন দুর্গ হইতে বাহিরে আসিয়া আনর্ত্তবাসিগণের ঐ সেনাবাহিনীকে আশ্বাস প্রদান করত বলিতে লাগিল ।২৮-২৯

তোমরা স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করিয়া দেখ, আমি সৌভস্থ রাজা শাল্বের সহিত সৌভ বিমানের গতি যুদ্ধে কেমন করিয়া রোধ করিতেছি ।৩০

হে যাদবগণ । আমি আমার ধনু ও হস্ত দ্বারা নিক্ষিপ্ত সর্পসদৃশ লৌহময় শরসমূহের দ্বারা সৌভপতির এই সেনাবাহিনীকে বিনাশ করিতেছি —(তোমরা দাঁড়াইয়া দেখ) ।৩১

তোমরা আশ্বস্ত হও, ভীত হইও না। সৌভরাজ আজ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। আমার কবলে পড়িয়া ঐ দুষ্টাত্মা আজ সৌভবিমানের সহিত বিনষ্ট হইবে ।৩২

হে বীর পাণ্ডুনন্দন ! প্রদ্যুম্ন প্রফুল্লিতবদনে এইরূপ বলিলে দ্বারকাবাসী সেই সেনাবাহিনী ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক সানন্দে যুদ্ধ করিতে লাগিল ।৩৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জুনাভিগমনপর্ব্বে
সৌভউপাখ্যানে ষোড়শঅধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।৯

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

[শাল্বেন সহ প্রদ্যুম্নস্য সুতুমুলং যুদ্ধম্।]

বাসুদেব উবাচ।

এবমুক্ত্বা রৌক্মিণেয়ো যাদবান্ ভরতর্ষভ।
দংশিতৈর্হরিভির্যুক্তং রথমাস্থায় কাঞ্চনম্ ॥১

উচ্ছ্রিত্য মকরং কেতুং ব্যাত্তাননমিবান্তকম্।
উৎপতদ্ভিরিবাকাশং তৈর্হয়ৈরন্বয়াৎ পরান্ ॥২

বিক্ষিপন্ নাদয়ংশ্চাপি ধনুঃ শ্রেষ্ঠং মহাবলঃ।
তূণখড়্গধরঃ শূরো বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রবান্ ॥৩

স বিদ্যুচ্ছুরিতং চাপং বিহরন্ বৈ তলাৎ তলম্।
মোহয়ামাস দৈতেয়ান্ সর্বান্ সৌভনিবাসিনঃ ॥৪

তস্য বিক্ষিপতশ্চাপং সন্দধানস্য চাসকৃৎ।
নান্তরং দদৃশে কশ্চিন্নিঘ্নতঃ শাত্রবান্ রণে ॥৫

মুখস্য বর্ণো ন বিকল্পতেঽস্য
চেলুশ্চ গাত্রাণি ন চাপি তস্য।
সিংহোন্নতং চাপ্যভিগর্জতোঽস্য
শুশ্রাব লোকোঽদ্ভুতবীর্য্যমগ্র্যম্ ॥৬

জলেচরঃ কাঞ্চনযষ্টিসংস্থো
ব্যাত্তাননঃ সর্বতিমিপ্রমাথী।
বিত্রাসয়ন্ রাজতি বাহমুখ্যো
শাল্বস্য সেনাপ্রমুখে ধ্বজাগ্র্যঃ ॥৭

সপ্তদশ অধ্যায়।

[শাল্বের সহিত প্রদ্যুম্নের ঘোরতর যুদ্ধ।]

হে ভারতশ্রেষ্ঠ। যাদবগণকে এইরূপ বলিয়া রুক্মিণীপুত্র প্রদ্যুম্ন এক সুবর্ণময় রথে আরোহণ করিল; ঐ রথের অশ্বগুলি বর্ম্মসদৃশপোষাকে সজ্জিত ছিল। তাহার রথে মকরচিহ্নিত ধ্বজ উন্নীত হইয়া শোভা পাইতেছিল; দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন স্বয়ং মহাকাল মুখ ব্যাদন করিয়া অবস্থান করিতেছে। অশ্বগুলি এত দ্রুত ধাবিত হইতেছিল যে, তাহা দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন তাহারা উড়িয়া যাইতেছে। মহাবলশালী প্রদ্যুম্ন পৃষ্ঠে তূণ, কটিদেশে তলোয়ার এবং হস্তে গোধার চর্ম্মনির্ম্মিত অঙ্গুলিত্র ধারণ করত সিংহনাদ করিতে করিতে শত্রু-সৈন্যের দিকে সেই রথে আরোহণ করিয়া ধাবিত হইল।১-৩

সে এত দ্রুত এক হাত হইতে অন্য হাতে ধনু লইয়া শর নিক্ষেপ করিতেছিল যে, উহা বিদ্যুতের মত চমকাইতেছিল; তাহাতে সৌভনিবাসী দৈত্য সেনাবাহিনী কখন সে শরগ্রহণ ও সন্ধান করিতেছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছিল না। তাহার ফলে তাহারা অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রদ্যুম্নের শরে বিদ্ধ হইয়া মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইল।৪

যুদ্ধের সময় কখন শত্রুহন্তা প্রদ্যুম্ন শরগ্রহণ, বারবার কখন সন্ধান এবং কখন শত্রুগণের উপর নিক্ষেপ করিতেছে, তাহা (যাদবগণের মধ্যেও) কেহই দেখিতে পারিতেছিল না।৫

তাহার মুখের বর্ণ বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই, শরীর সামান্যও কম্পিত হয় নাই। সিংহের ন্যায় গর্জ্জনকারী প্রদ্যুম্নের সেই অদ্ভুত সিংহতুল্য পরাক্রম সকলেই শুনিতে পাইয়া বিস্মিত হইল।৬

শাল্বের সেনার সম্মুখে প্রদ্যুম্নের কাঞ্চনময় রথের ধ্বজায় গ্রথিত সকল প্রকার তিমির এবং মৎস্যেরও মর্দ্দনকারী সেই ব্যাত্তানন (হাঁকরা মুখ) মকর-চিহ্নটী শাল্বের সেনাবাহিনীকে যেন বিত্রাসিত করিয়াই অবস্থান করিতে লাগিল।৭

ততস্তূর্ণং বিনিষ্পত্য প্রদ্যুম্নঃ শত্রুকর্ষণঃ।
শাল্বমেবাভিদুদ্রাব বিধিৎসুঃ কলহং নৃপ ॥৮
অভিযানন্তু বীরেণ প্রদ্যুম্নেন মহারণে।
নামর্ষয়ত সংক্রুদ্ধঃ শাল্বঃ কুরুকুলোদ্বহ ॥৯
স রোষমদমত্তো বৈ কামগাদবরুহ্য চ।
প্রদ্যুম্নং যোধয়ামাস শাল্বঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥১০
তয়োঃ সুতুমুলং যুদ্ধং শাল্ব-বৃষ্ণিপ্রবীরয়োঃ।
সমেতা দদৃশুর্লোকা বলি-বাসবয়োরিব ॥১১
তস্য মায়াময়ো বীর রথো হেমপরিষ্কৃতঃ।
সপতাকঃ সধ্বজশ্চ সানুকর্ষঃ স তূণবান্ ॥১২
স তং রথবরং শ্রীমান্ সমারুহ্য কিল প্রভো।
মুমোচ বাণান্ কৌরব্য প্রদ্যুম্নায় মহাবলঃ ॥১৩

ততো বাণময়ং বর্ষং ব্যসৃজৎ তরসা রণে।
প্রদ্যুম্নো ভুজবেগেন শাল্বং সম্মোহয়ন্নিব ॥১৪
স তৈরভিহতঃ সংখ্যে নামর্ষয়ত সৌভরাট্।
শরান্ দীপ্তাগ্নিসঙ্কাশান্ মুমোচ তনয়ে মম ॥১৫
তমাপতন্তং বাণৌঘং স চিচ্ছেদ মহাবলঃ।
ততশ্চান্যাঞ্ছরান্ দীপ্তান্ প্রচিক্ষেপ সুতে মম ॥১৬
স শাল্ববাণৈ রাজেন্দ্র বিদ্ধো রুক্মিণিনন্দনঃ।
মুমোচ বাণং ত্বরিতো মর্মভেদিনমাহবে ॥১৭
তস্য বর্ম বিভিদ্যাশু স বাণো মৎসুতেরিতঃ।
বিব্যাধ হৃদয়ং পত্রী স মুমোহ পপাত চ ॥১৮
তস্মিন্ নিপতিতে বীরে শাল্বরাজে বিচেতসি।
সম্প্রাদ্রবন্ দানবেন্দ্রা দারয়ন্তো বসুন্ধরাম্ ॥১৯

নৃপ। তারপর শত্রুহন্তা প্রদ্যুম্ন দ্রুত অগ্রসর হইয়া শাল্বের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছায় তাহার প্রতি ধাবিত হইল।৮

হে কুরুকুলশ্রেষ্ঠ! মহাসংগ্রামে বীর প্রদ্যুম্নের এই স্পর্দ্ধিত অভিযানকে ক্রুদ্ধ শাল্ব সহ্য করিতে পারিল না।৯

ক্রোধমদে মত্ত হইয়া শত্রুপুরজয়ী শাল্ব ইচ্ছানুসারে সেই বিমান হইতে অবতীর্ণ হইয়া প্রদ্যুম্নের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল।১০

তখন ইন্দ্র ও বলির পরস্পর ভীষণ যুদ্ধের ন্যায় শাল্ব ও প্রদ্যুম্নের সেই তুমুল যুদ্ধ সকলে আগ্রহের সহিত দর্শন করিতে লাগিল।১১

নিম্নে অবতরণ করিলেও শাল্ব বিরথ ছিল না; সে একটী মায়াময় রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। তাহার রথখানি সুবর্ণখচিত এবং ধ্বজ, পতাকা, তূণ ও অনুকর্ষ (রথের অধোভাগে স্থিত কাষ্ঠবিশেষ) দ্বারা পরিশোভিত ছিল।১২

হে প্রভো! শ্রীমান্ শাল্ব সেই রথে আরোহণ করত প্রদ্যুম্নের প্রতি তীক্ষ্ণ বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল।১৩

তখন প্রদ্যুম্নও যুদ্ধে শাল্বকে যেন মোহিত করিয়াই নিজ ভুজবেগে শাল্বের প্রতি অতি ক্ষিপ্রতাসহকারে বারিধারার ন্যায় বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল।১৪

সেই বাণসমূহের দ্বারা আহত হইয়া সৌভপতি প্রদ্যুম্নের বীর্য্যকে সহ্য করিতে না, পারিয়া তাহার উপর প্রদীপ্ত অগ্নিসদৃশ বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল।১৫

মহাবল প্রদ্যুম্ন সেই বাণজাল ছিন্ন করিয়া ফেলিল। তারপর শাল্ব পুনরায় আমার পুত্রের উপর দীপ্যমান শরসমূহ নিক্ষেপ করিল।১৬

হে রাজেন্দ্র! শাল্বের বাণে বিদ্ধ হইয়া রুক্মিণীনন্দন যুদ্ধে তখন অতি শীঘ্র মর্ম্মভেদী বাণে শত্রুকে আঘাত করিল।১৭

আমার পুত্র প্রদ্যুম্নের নিক্ষিপ্ত সেই বাণ শাল্বের

হাহাকৃতমভূৎ সৈন্যং শাল্বস্য পৃথিবীপতে।
নষ্টসংজ্ঞে নিপতিতে তদা সৌভপতৌ নৃপে ॥২০

তত উত্থায় কৌরব্য প্রতিলভ্য চ চেতনাম্।
মুমোচ বাণান্ সহসা প্রদ্যুম্নায় মহাবলঃ ॥২১
তৈঃ স বিদ্ধো মহাবাহুঃ প্রদ্যুম্নঃ সমরে স্থিতঃ।
জত্রুদেশে ভৃশং বীরো ব্যবসীদদ্ রথে তদা ॥২২
তং স বিদ্ধ্বা মহারাজ শাল্বো রুক্মিণিনন্দনম্।
ননাদ সিংহনাদং বৈ নাদেনাপূরয়ন্ মহীম্ ॥২৩

ততো মোহং সমাপন্নে তনয়ে মম ভারত।
মুমোচ বাণাংস্ত্বরিতঃ পুনরন্যান্ দুরাসদান্ ॥২৪

স তৈরভিহতো বাণৈর্বহুভিস্তেন মোহিতঃ।
নিশ্চেষ্টঃ কৌরবশ্রেষ্ঠ প্রদ্যুম্নোঽভূদ্ রণাজিরে ॥২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি অর্জুনাভিগমনপর্বণি
সৌভবধোপাখ্যানে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৭

হৃদয়কে বিদ্ধ করিল এবং সে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল।১৮

শাল্বরাজ মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলে দানবসৈন্যগণ সমস্ত পৃথিবী বিদারিত করিয়াই দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পলাইতে লাগিল।১৯

হে পৃথিবীপতে। রাজা সৌভপতিকে মূর্চ্ছিত ও নিপতিত দেখিয়া তাহার সৈন্যগণ হাহাকার করিতে লাগিল।২০

হে কৌরব্য। কিছুক্ষণের মধ্যে সংজ্ঞা লাভ করত উত্থিত হইয়া মহাবল শাল্ব প্রদ্যুম্নের প্রতি বাণসমূহ নিক্ষেপ করিতে লাগিল।২১

শাল্বের সেই বাণসমূহের দ্বারা জত্রুদেশে (কণ্ঠের মূলভাগে) অত্যন্ত আহত হইয়া যুদ্ধর মহাবাহু প্রদ্যুম্ন রথের উপর অবসন্ন হইয়া পড়িল।২

হে মহারাজ। রুক্মিণীনন্দনকে ঐরূপে বাণবিদ্ধ দেখিয়া শাল্ব সিংহনাদ করিতে লাগিল এবং সেই নাদে চারিদিক্ পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল।২৩

হে ভারত! তারপর আমার পুত্রকে মোহাবি দেখিয়া সে তদুপরি অতিক্রত অতি দুর্দ্ধর্ষ আরও বাণ সমূহ নিক্ষেপ করিল।২৪

হে কৌরবশ্রেষ্ঠ! সংগ্রামক্ষেত্রে এইভাবে শাল্বে বাণজালে পুনরায় আহত হইয়া প্রদ্যুম্ন রথের উপর নিষ্পন্দ অবস্থায় রহিল।২৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জুনাভিগমনপর্ব্বে
সৌভবধোপাখ্যানে সপ্তদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১১

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ।

[মূর্চ্ছাবস্থায়াং সারথিনা রণভূমিতঃ স্বস্যাপসারণেকৃতে প্রদ্যুম্নস্যানুতাপঃ, সারথেস্তিরস্কারশ্চ ।]

বাসুদেব উবাচ।

শাল্ববাণার্দিতে তস্মিন্ প্রদ্যুম্নে বলিনাং বরে।
বৃষ্ণয়ো ভগ্নসংকল্পা বিব্যথুঃ পৃতনাগতাঃ ॥১
হাহাকৃতমভূৎ সর্বং বৃষ্ণ্যন্ধকবলং ততঃ।
প্রদ্যুম্নে মোহিতে রাজন্ পরে চ মুদিতা ভৃশম্ ॥২
তং তথা মোহিতং দৃষ্ট্বা সারথির্জবনৈর্হয়ৈঃ।
রণাদপাহরৎ তূর্ণং শিক্ষিতো দারুকিস্তদা ॥৩
নাতিদূরাপযাতে তু রথে রথবরপ্রণুৎ।
ধনুর্গৃহীত্বা যন্তারং লব্ধসংজ্ঞোঽব্রবীদিদম্ ॥৪
সৌতি কিং তে ব্যবসিতং কস্মাদ্ যাসি পরাঙ্মুখঃ।
নৈষ বৃষ্ণিপ্রবীরাণামাহবে ধর্ম উচ্যতে ॥৫
কচ্চিৎ সৌতে ন তে মোহঃ শাল্বং দৃষ্ট্বা মহাহবে।
বিষাদো বা রণং দৃষ্ট্বা ব্রূহি মে ত্বং যথাতথম্ ॥৬

সৌতিরুবাচ।

জানার্দনে ন মে মোহো নাপি মাং ভয়মাবিশৎ।
অতিভারস্তু তে মন্যে শাল্বং কেশবনন্দন ॥৭
সোঽপযামি শনৈর্বীর বলবানেষ পাপকৃৎ।
মোহিতশ্চ রণে শূরো রক্ষ্যঃ সারথিনা রথী ॥৮
আয়ুষ্মংস্ত্বং ময়া নিত্যং রক্ষিতব্যস্ত্বয়াপ্যহম্।
রক্ষিতব্যো রথী নিত্যমিতি কৃত্বাপযাম্যহম্ ॥৯
একশ্চাসি মহাবাহো বহবশ্চাপি দানবাঃ।
ন সমং রৌক্মিণেয়াহং রণে মত্বাপযামি বৈ ॥১০

অষ্টাদশ অধ্যায়।

[মূর্চ্ছাবস্থায় সারথিকর্ত্তৃক রণভূমি হইতে অপসারিত হওয়ায় প্রদ্যুম্নের অনুতাপ ও সারথিকে তিরস্কার।]

বাসুদেব বলিলেন,—বলিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রদ্যুম্ন শাল্ববাণে প্রপীড়িত হইলে সেনাস্থিত বৃষ্ণিবংশীয়গণ ভগ্নমনোরথ হইয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইল।১

রাজন্! প্রদ্যুম্ন মূর্চ্ছিত হওয়ায় বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশীয় সৈন্যগণ হাহাকার করিতে লাগিল এবং শত্রুগণ আনন্দিত হইল।২

তাহাকে ঐরূপভাবে মূর্চ্ছিত দেখিয়া তাহার শিক্ষিত সারথি দারুকি তখন দ্রুতগামী অশ্বের দ্বারা প্রদ্যুম্নকে রণস্থল হইতে অপসারিত করিল।৩

বেশী দূর যাইতে না যাইতেই মহারথীকেও জয় করিতে সমর্থ সেই প্রদ্যুম্ন সংজ্ঞালাভ করিল এবং ধনু গ্রহণ করিয়া সারথিকে বলিল।৪

হে সূতপুত্র! তুমি কি নিশ্চয় করিয়াছ? তুমি পরাঙ্মুখ হইয়া পলাইতেছ কেন? ইহা যুদ্ধে বৃষ্ণিবংশীয়গণের ধর্ম্ম নহে।৫

হে সারথি! মহারণে শাল্বকে দেখিয়া কি তোমার মোহ হইয়াছে? অথবা তাহার যুদ্ধ দর্শনে কি তোমার মনে বিষাদ উৎপন্ন হইয়াছে—তুমি ইহা যথাযথভাবে আমাকে বল।৬

সারথি বলিল,—হে জনার্দ্দনকুমার! শাল্বকে দেখিয়া আমার মনে মোহ বা ভয় প্রবেশ করে নাই। কিন্তু হে কেশবনন্দন! আমার নিকট মনে হইয়াছে যে, শাল্ব তোমার পক্ষে বহনের অযোগ্য অতি ভারস্বরূপ হইয়াছে।৭

হে বীর! এই পাপিষ্ঠ অত্যন্ত বলবান্ বলিয়া মনে হওয়ায় আমি ধীরে ধীরে রণস্থল হইতে অপসৃত হইয়াছি। যুদ্ধে রথী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে সারথির কর্ত্তব্য তাহাকে রক্ষা করা।৮

হে আয়ুষ্মন্! তুমি যেমন সারথি আমাকে সতত রক্ষা করিবে, তেমনই আমারও কর্ত্তব্য তোমাকে রক্ষা করা, এই মনে করিয়া আমি রণস্থল হইতে অপগত হইয়াছি।৯

এবং ব্রুবতি সূতে তু তদা মকরকেতুমান্‌।
উবাচ সূতং কৌরব্য নিবর্তয় রথং পুনঃ ॥১১
দারুকাত্মজ নৈবং ত্বং পুনঃ কার্ষীঃ কথঞ্চন।
ব্যপযানং রণং সৌতে জীবতো মম কর্হিচিৎ ॥১২
ন স বৃষ্ণিকুলে জাতো যো বৈ ত্যজতি সংগরম্।
যো বা নিপতিতং হন্তি তবাস্মীতি চ বাদিনম্ ॥১৩
তথা স্ত্রিয়ঞ্চ যো হন্তি বালং বৃদ্ধং তথৈব চ।
বিরথং বিপ্রকীর্ণঞ্চ ভগ্নশস্ত্রায়ুধং তথা ॥১৪
ত্বঞ্চ সূতকুলে জাতো বিনীতঃ সূতকর্ম্মণি।
ধর্ম্মজ্ঞশ্চাসি বৃষ্ণীনামহবেষ্বপি দারুকে ॥১৫
স জানংশ্চরিতং কৃৎস্নং বৃষ্ণীনাং পৃতনামুখে।
অপযানং পুনঃ সৌতে মৈবং কার্ষীঃ কথঞ্চন ॥১৬

অপযাতং হতং পৃষ্ঠে ভ্রান্তং রণপলায়িতম্।
গদাগ্রজো দুরাধর্ষঃ কিং মাং বক্ষ্যতি মাধবঃ ॥১
কেশবস্যাগ্রজো বাপি নীলবাসা মদোৎকটঃ।
কিং বক্ষ্যতি মহাবাহুর্বলদেবঃ সমাগতঃ ॥১৮
কিং বক্ষ্যতি শিনের্নপ্তা নরসিংহো মহাধনুঃ।
অপযাতং রণাৎ সূত সাম্বশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ ॥১৯
চারুদেষ্ণশ্চ দুর্ধর্ষস্তথৈব গদসারণৌ।
অক্রূরশ্চ মহাবাহুঃ কিং মাং বক্ষ্যতি সারথে ॥২
শূরং সম্ভাবিতং শান্তং নিত্যং পুরুষমানিনম্।
স্ত্রিয়শ্চ বৃষ্ণিবীরাণাং কিং মাং বক্ষ্যন্তি সংহতাঃ।
প্রদ্যুম্নোঽয়মুপায়াতি ভীতস্ত্যক্ত্বা মহাহবম্।
ধিগেনমিতি বক্ষ্যন্তি ন তু বক্ষ্যন্তি সাধ্বিতি ॥২২

তুমি একাকী এবং দানবগণ সংখ্যায় বহু ছিল; একাকী তোমাকে বহুর সঙ্গে যুদ্ধে সমান বলিয়া মনে করি নাই। সেইজন্যই আমি অপগত হইয়াছি।১০

হে কৌরব। সারথি এই কথা বলিলে মকরকেতুধারী প্রদ্যুম্ন তাহাকে বলিল—পুনরায় তুমি এখনই রথ ফিরাও। হে দারুকাত্মজ। আর কখনও এরূপ করিও না। আমি প্রাণে জীবিত থাকিতে রণস্থল হইতে আমাকে কখনও অপসরণ করিবে না।১১-১২

বৃষ্ণিবংশে এমন কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই, যে নাকি যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া পলাইয়াছে অথবা 'আমি তোমার' বলিয়া যে শরণাগত হইয়াছে, তাহাকে বধ করিয়াছে।১৩

অথবা এমন কেহ বৃষ্ণিবংশীয় ক্ষত্রিয় নাই, যে স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, রথহীন, ভয়ে উর্দ্ধকেশ অথবা যাহার অস্ত্রশস্ত্র বিনষ্ট হইয়াছে—এমন কাহারও উপর অস্ত্রাঘাত করিয়াছে।১৪

হে দারুকাত্মজ। তুমি সারথিকুলে উৎপন্ন হইয়াছ, সারথির কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ
যুদ্ধে বৃষ্ণিবংশীয়গণের ধর্ম্ম কি—তাহাও তো
জানা আছে।১৫

হে সূতপুত্র। রণমুখে বৃষ্ণিবংশীয়গণের
ধর্ম্ম জানিয়া শুনিয়া পুনরায় এইরূপভাবে রণ
হইতে কাহাকেও অপসারিত করিবে না।১৬

আমি রণস্থল হইতে অপগত হইয়াছি;
আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছি এবং ভ্রান্তচিত্ত হইয়া
হইতে পলায়ন করিয়াছি—ইহা শুনিলে গদা
মাধব আমাকে কি বলিবেন?১৭

কেশবের জ্যেষ্ঠ নীলাম্বরধারী মদমত্ত মহা
বলদেব আসিয়া আমাকে কি বলিবেন?১৮

শিনির নপ্তা (নাতি) নরশ্রেষ্ঠ মহাধানুষ্কি সা
ও সমরবিজয়ী সাম্ব আমাকে কি বলিবেন?১৯

হে সারথে। দুর্দ্ধর্ষ চারুদেষ্ণ, গদ ও
এবং মহাবাহু অক্রূর আমাকে কি বলিবেন?২০

বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণের মধ্যে যাহার বীর
সর্ব্বদিকে পৌরুষের খ্যাতি আছে এবং যাহার
বৃষ্ণিবংশে গৌরব রক্ষা করা সম্ভব, সেই বৃষ্ণি

ধিগ্বাচা পরিহাসোঽপি মম বা মদ্বিধস্য বা ।
মৃত্যুনাভ্যধিকঃ সৌতে স ত্বং মা ব্যপযাঃ পুনঃ ॥২৩

ভারং হি ময়ি সংন্যস্য যাতো মধুনিহা হরিঃ ।
যজ্ঞং ভারতসিংহস্য ন হি শক্যোঽস্য মর্ষিতুম্ ॥২৪

কৃতবর্ম্মা ময়া বীরো নির্যাস্যন্নেব বারিতঃ ।
শাল্বং নিবারয়িষ্যেঽহং তিষ্ঠ ত্বমিতি সূতজ ॥২৫

স চ সম্ভাবয়ন্ মাং বৈ নিবৃত্তো হৃদিকাত্মজঃ ।
তং সমেত্য রণং ত্যক্ত্বা কিং বক্ষ্যামি মহারথম্ ॥২৬

উপযান্তং দুরাধর্ষং শঙ্খ-চক্র-গদাধরম্ ।
পুরুষং পুণ্ডরীকাক্ষং কিং বক্ষ্যামি মহাভুজম্ ॥২৭

সাত্যকিং বলদেবঞ্চ যে চান্যেঽন্ধক-বৃষ্ণয়ঃ ।
ময়া স্পর্ধন্তি সততং কিং নু বক্ষ্যামি তানহম্ ॥২৮

ত্যক্ত্বা রণমিমং সৌতে পৃষ্ঠতোঽভ্যাহতঃ শরৈঃ ।
ত্বয়াপনীতো বিবশো ন জীবেয়ং কথঞ্চন ॥২৯

স নিবর্ত্ত রথেনাশু পুনর্দারুকনন্দন ।
ন চৈতদেবং কর্ত্তব্যমথাপৎসু কথঞ্চন ॥৩০

ন জীবিতমহং সৌতে বহু মন্যে কথঞ্চন ।
অপযাতো রণাদ্ ভীতঃ পৃষ্ঠতোঽভ্যাহতঃ শরৈঃ ॥৩১

কদাপি সূতপুত্র ত্বং জানীষে মাং ভয়ার্দিতম্ ।
অপযাতং রণং হিত্বা যথা কাপুরুষং তথা ॥৩২

দিগের নারীগণ একত্রিত হইয়া আমাকে কি বলিবেন ?২১

এই সেই প্রদ্যুম্ন, যে নাকি ভীত হইয়া মহাযুদ্ধকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। ইহাকে ধিক্—ইহাই সকলে বলিবে, কেহ আমার কর্ম্মে সাধুবাদ দিবে না।২২

আমাকে বা আমার মত বীরপুরুষকে 'ধিক্' শব্দের দ্বারা পরিহাস করিলেও তাহা আমার মৃত্যুর চেয়েও অধিক ; সুতরাং হে সূতনন্দন। তুমি পুনরায় এইরূপ ভাবে কখনও রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিবে না।২৩

আমার উপর দ্বারকারক্ষার ভার দিয়া মধুসূদন হরি ভরতবংশের শিরোমণি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে গিয়াছেন, সুতরাং আমি যুদ্ধ হইতে অপগত হইলে আমাকে তিনি কখনও ক্ষমা করিবেন না।২৪

হে সূতজ। শাল্বের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত কৃতবর্ম্মাকে 'আমি স্বয়ং শাল্বকে নিবারণ করিব, তুমি দাড়াও'—এই বলিয়া বারণ করিয়াছি।২৫

সেই হৃদিকাত্মজ কৃতবর্ম্মা আমার উপর ভরসা করিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়াছে। সেই আমি রণ পরিত্যাগ করিলে তাহার সহিত দেখা হইলে তাহাকে কি বলিব ?২৬

শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী কমললোচন অজেয় মহাবাহু পুরুষোত্তম যখন ফিরিয়া আসিবেন, তখন তাঁহাকে আমি কি বলিব ?২৭

সাত্যকি, বলদেব এবং অন্যান্য অন্ধক ও বৃষ্ণি-বংশীয়গণ, যাঁহারা সর্ব্বদাই আমার সহিত শৌর্য্যের স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন, আমি তাহাদিগকেই বা কি বলিব ?২৮

সূতপুত্র। আমি রণস্থল পরিত্যাগ করত পৃষ্ঠদেশে শরের দ্বারা আহত হইয়া তোমাকর্ত্তৃক অপনীত হইলে আমি কখনও বিবশতাপন্ন সেই প্রাণ রাখিব না।২৯

সুতরাং হে দারুকনন্দন। তুমি শীঘ্র এখনই রথ লইয়া ফিরিয়া চল ; বিপদ হইলেও পুনরায় এরূপে পলায়ন করিও না।৩০

সূতনন্দন। রণস্থল হইতে পৃষ্ঠদেশে শরাহত হইয়া ভীতচিত্তে অপগমন করত আমি সেই জীবন রক্ষাকে গৌরববোধ করিতে ইচ্ছুক নহি।৩১

হে সূতপুত্র। তুমি কি মনে কর আমি ভীত হইয়া যুদ্ধ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়নপর কোন কাপুরুষ ?৩২

ন যুক্তং ভবতা ত্যক্তুং সংগ্রামং দারুকাত্মজ ।
ময়ি যুদ্ধার্থিনি ভৃশং স ত্বং যাহি যতো রণম্ ॥৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি অর্জুনাভিগমনপর্বণি
সৌভবধোপাখ্যানে অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ ॥১৮

হে দারুকাত্মজ! আমি অত্যন্ত যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী পুরুষ, সুতরাং সংগ্রামক্ষেত্র পরিত্যাগ করা তোমার পক্ষে উচিত হয় নাই, তুমি এখনই রথ লইয়া ফিরিয়া চল ।৩৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জুনাভিগমনপর্ব্বে
সৌভবধ-উপাখ্যানে অষ্টাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।১৮

একোনবিংশোহধ্যায়ঃ ।

[প্রদ্যুম্নেন শাল্বস্য পরাজয়ঃ ।

বাসুদেব উবাচ ।

এবমুক্তস্তু কৌন্তেয় সূতপুত্রস্ততোহব্রবীৎ ।
প্রদ্যুম্নং বলিনাং শ্রেষ্ঠং মধুরং শ্লক্ষ্ণমঞ্জসা ॥১
ন মে ভয়ং রৌক্মিণেয় সংগ্রামে যচ্ছতো হয়ান্ ।
যুদ্ধজ্ঞোহস্মি চ বৃষ্ণীনাং নাত্র কিঞ্চিদতোহন্যথা ॥২
আয়ুষ্মন্নুপদেশস্তু সারথ্যে বর্ততাং স্মৃতঃ ।
সর্বার্থেষু রথী রক্ষ্যস্ত্বঞ্চাপি ভৃশপীড়িতঃ ॥৩

ত্বং হি শাল্বপ্রযুক্তেন শরেণাভিহতো ভৃশম্ ।
কশ্মলাভিহতো বীর ততোহহমপযাতবান্ ॥৪

স ত্বং সাত্বতমুখ্যাদ্য লব্ধসংজ্ঞো যদৃচ্ছয়া ।
পশ্য মে হয়সংযানে শিক্ষাং কেশবনন্দন ॥৫

দারুকেণাহমুৎপন্নো যথাবচ্চৈব শিক্ষিতঃ ।
বীতভীঃ প্রবিশাম্যেতাং শাল্বস্য প্রথিতাং চমূম্ ॥৬

একোনবিংশ অধ্যায় ।

[প্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক শাম্বের পরাজয় ।]

বাসুদেব বলিলেন,—হে কুন্তীতনয়! প্রদ্যুম্ন ঐরূপ বলিলে তখন সারথি বলিশ্রেষ্ঠ প্রদ্যুম্নকে সংক্ষিপ্ত মধুর বাক্যে বলিল ।১

হে রৌক্মিণেয়! সংগ্রামক্ষেত্রে অশ্বচালনা করিতে আমি মোটেই ভীত নহি এবং বৃষ্ণিবংশীয় যুদ্ধরীতিও আমার জানা আছে। এ বিষয়ে আপনি যাহা বলিলেন, তাহাও আমার বাক্য হইতে ভিন্ন নহে ।২

হে আয়ুষ্মন্! সারথ্য কর্ম্মে যে উপদেশ শাস্ত্রে দেওয়া আছে, তাহার বিস্মৃতি আমার হয় নাই। সারথি রথীকে সর্ব্বদা রক্ষা করিবে—ইহা আমার স্মরণ ছিল এবং তুমিও তখন শাল্ববাণে অত্যন্ত পীড়িত ছিলে ।৩

যখন দেখিলাম তুমি শাল্বের বাণে অত্যন্ত আহত হইয়া মূর্চ্ছারূপ কশ্মলের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছ, হে বীর! তখনই আমি রথকে রণস্থল হইতে অপসারিত করিয়াছি ।৪

হে সাত্বতপ্রধান! সেই তুমি দৈবকৃপায় পুনরায় জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়াছ। হে কেশবনন্দন! এইবার অশ্ব সঞ্চালনে আমি কিরূপ শিক্ষা লাভ করিয়াছি, তাহাও দেখ ।৫

আমি দারুকের পুত্র এবং যথারীতি শিক্ষাও

বাসুদেব উবাচ।

এবমুক্ত্বা ততো বীর হয়ান্ সঞ্চোদ্য সংগরে।
রশ্মিভিস্তু সমুদ্যম্য জবেনাভ্যপতৎ তদা ॥৭
মণ্ডলানি বিচিত্রাণি যমকানীতরাণি চ।
সব্যানি চ বিচিত্রাণি দক্ষিণানি চ সর্বশঃ ॥৮
প্রতোদেনাহতা রাজন্ রশ্মিভিশ্চ সমুদ্যতাঃ।
উৎপতন্ত ইবাকাশে ব্যচরংস্তে হয়োত্তমাঃ ॥৯
তে হস্তলাঘবোপেতং বিজ্ঞায় নৃপ দারুকিম্।
দহ্যমানা ইব তদা নাস্পৃশংশ্চরণৈর্মহীম্ ॥১০
সোঽপসব্যাং চমূং তস্য শাল্বস্য ভরতর্ষভ।
চকার নাতিযত্নেন তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥১১
অমৃষ্যমাণোঽপসব্যং প্রদ্যুম্নেন চ সৌভরাট্।
যন্তারমস্য সহসা ত্রিভির্বাণৈঃ সমার্দয়ৎ ॥১২

দারুকস্য সুতস্তত্র বাণবেগমচিন্তয়ন্।
ভূয় এব মহাবাহো প্রযযাবপসব্যতঃ ॥১৩

ততো বাণান্ বহুবিধান্ পুনরেব স সৌভরাট্।
মুমোচ তনয়ে বীর মম রুক্মিণিনন্দনে ॥১৪

তানপ্রাপ্তান্ শিতৈর্বাণৈশ্চিচ্ছেদ পরবীরহা।
রৌক্মিণেয়ঃ স্মিতং কৃত্বা দর্শয়ন্ হস্তলাঘবম্ ॥১৫

ছিন্নান্ দৃষ্ট্বা তু তান্ বাণান্ প্রদ্যুম্নেন চ সৌভরাট্।
আসুরীং দারুণাং মায়ামাস্থায় ব্যসৃজচ্ছরান্ ॥১৬

প্রযুজ্যমানমাজ্ঞায় দৈতেয়াস্ত্রং মহাবলম্।
ব্রহ্মাস্ত্রেণান্তরাচ্ছিত্ত্বা মুমোচান্যান্ পতত্রিণঃ ॥১৭

লাভ করিয়াছি, আমি এখন নির্ভয়ে কেমন করিয়া শাল্বের প্রসিদ্ধ সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করি, তাহা তুমি দেখ।৬

বাসুদেব বলিলেন,—হে বীর! এই বলিয়া সারথি সম্যক্ উত্তম সহকারে লাগামের দ্বারা ঘোড়াগুলিকে এমনভাবে চালনা করিল যে, অল্পক্ষণের মধ্যেই যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া উপস্থিত হইল।৭

সে সম, বিষম, বাম দক্ষিণ প্রভৃতি বিচিত্র মণ্ডলাকার গতিতে রথ চালনা করিল।৮

সূত্রপুত্রের চাবুক প্রহারে এবং তাহার হস্তস্থিত লাগামের আকর্ষণ বিকর্ষণে আহত হইয়া শ্রেষ্ঠ অশ্বগুলি এমন দ্রুতবেগে ধাবিত হইল যে, দেখিয়া মনে হইল যেন উহারা আকাশে উড়িয়া যাইতেছে।৯

দারুকের হস্তলাঘব বুঝিতে পারিয়া ঘোড়াগুলি প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় এমন দৌড়িতে লাগিল যে, মনে হইতে লাগিল যেন উহাদের চরণ পৃথিবীকে স্পর্শই করিতেছে না।১০

হে ভরতর্ষভ! দারুকের পুত্র অনায়াসে শাল্বের সেনাবাহিনীকে দক্ষিণে রাখিয়া অগ্রসর হইল; তাহার এই অদ্ভুত কার্য্যে সকলেই বিস্মিত হইল।১১

প্রদ্যুম্ন বামাবর্ত্তে চলিয়া গেল—ইহা দেখিয়া সৌভরাজ দারুকির এই স্পর্দ্ধাকে সহ্য করিতে না পারিয়া তিন বাণে তাহাকে বিদ্ধ করিল।১২

দারুকের পুত্র সেই বাণবেগকে গ্রাহ্য না করিয়া পুনরায় শাল্বকে দক্ষিণে রাখিয়া অগ্রসর হইল।১৩

বীর শাল্ব ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তখন আমার পুত্র প্রদ্যুম্নের উপর বহুবিধ বাণবর্ষণ করিতে লাগিল।১৪

রুক্মিণীপুত্র ঈষৎ হাস্য করত হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক সেই বাণগুলিকে তাহার নিকটে আসিবার পূর্ব্বেই বাণসমূহের আঘাতে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল।১৫

নিজের বাণসমূহ প্রদ্যুম্ন কর্ত্তৃক ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে দেখিয়া সৌভরাজ ভয়ানক আসুরী মায়া বিস্তার করত শরজাল সৃজন করিল।১৬

মহাশক্তিশালী দৈত্যাস্ত্রের প্রয়োগ শাল্ব করিয়াছে ইহা বুঝিতে পারিয়া প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মাস্ত্রের

তে তদস্ত্রং বিধূয়াশু বিব্যধু রুধিরাশনাঃ ।
শিরস্যুরসি বক্ত্রে চ স মুমোহ পপাত চ ॥১৮
তস্মিন্ নিপতিতে ক্ষুদ্রে শাল্বে বাণপ্রপীড়িতে ।
রৌক্মিণেয়োঽপরং বাণং সন্দধে শত্রুনাশনম্ ॥১৯
তমর্চিতং সর্বদশার্হপূগৈ-
রাশীবিষাগ্নিজ্বলনপ্রকাশম্ ।
দৃষ্টা শরং জ্যামভিনীয়মানং
বভূব হাহাকৃতমন্তারক্ষম্ ॥২০
ততো দেবগণাঃ সর্বে সেন্দ্রাঃ সহধনেশ্বরাঃ
নারদং প্রেষয়ামাসুঃ শ্বসনঞ্চ মনোজবম্ ॥২১
তৌ রৌক্মিণেয়মাগম্য বচোঽব্রূতাং দিবৌকসাম্ ।
নৈষ বধ্যস্ত্বয়া বীর শাল্বরাজঃ কথঞ্চন ॥২২
সংহরস্ব পুনর্বাণমবধ্যোঽয়ং ত্বয়া রণে ।
এতস্য চ শরস্যাজৌ নাবধ্যোঽস্তি পুমান্ ক্বচিৎ ॥২
মৃত্যুরস্য মহাবাহো রণে দেবকিনন্দনঃ ।
কৃষ্ণঃ সংকল্পিতো ধাত্রা তন্মিথ্যা ন ভবেদিতি ॥২
ততঃ পরমসংহৃষ্টঃ প্রদ্যুম্নঃ শরমুত্তমম্ ।
সংজহার ধনুঃ শ্রেষ্ঠাৎ তূণে চৈব ন্যবেশয়ৎ ॥২৫
তত উত্থায় রাজেন্দ্র শাল্বঃ পরমদুর্মনাঃ ।
ব্যপায়াৎ সবলস্তূর্ণং প্রদ্যুম্নশরপীড়িতঃ ॥২৬
স দ্বারকাং পরিত্যজ্য ক্রূরো বৃষ্ণিভিরর্দিতঃ ।
সৌভমাস্থায় রাজেন্দ্র দিবমাচক্রমে তদা ॥২৭
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি অর্জুনাভিগমনপর্বণি
সৌভবধোপাখ্যানে একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥১৯

দ্বারা মধ্যপথেই তাহাদিগকে ছেদন করিয়া অপর অসংখ্য বাণ তাহার উপর বর্ষণ করিল ।১৭

শণিতপায়ী সেই বাণসমূহ শাল্বের অস্ত্রসমূহকে খণ্ডন করত তাহার মুখ, মস্তক ও বক্ষদেশ এমন গভীর ভাবে বিদ্ধ করিল যে, শাল্ব তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া রথের উপর পতিত হইল ।১৮

শাল্ব ঐভাবে বাণাঘাতে রথের উপর পড়িয়া গেলে রুক্মিণীপুত্র তখন তাহার মত শত্রুকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে শ্রেষ্ঠ বাণ ধনুকে জুড়িল ।১৯

যাদবগণের দ্বারা পূজিত, বিষধর সর্প ও অগ্নির ন্যায় প্রকাশশীল সেই বাণকে ধনুর গুণেতে আরোপিত হইতে দেখিয়া অন্তরিক্ষে হাহাকার পড়িয়া গেল ।২০

সেই সময় ইন্দ্র ও কুবেরের সহিত মিলিত দেবগণ পরামর্শ করিয়া দেবর্ষি নারদ ও বায়ুকে তখন প্রেরণ করিলেন ।২১

তাঁহারা দুইজন রুক্মিণীপুত্রের নিকট আসিয়া বলিলেন—হে বীর। শাল্বকে বধ করা তোমার পক্ষে কখনই উচিত নহে ।২২

তুমি এই বাণকে সংহার কর। যুদ্ধে শা তোমার বধ্য নহে। তোমার দ্বারা সন্ধানীকৃ এই বাণের অবধ্য এজগতে কেহ নাই ।২৩

বিধাতা দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ইহার মৃত্যুর বিধান করিয়াছেন। বিধাতার বিধানকে মিথ্যা হইতে দেওয়া তোমার উচিত নহে ।২৪

তখন তাঁহাদের কথায় পরম সন্তুষ্ট হইয়া প্রদ্যুম্ন সেই শর তাহার শ্রেষ্ঠ ধনু হইতে সংহার করিয়া তূণের মধ্যে রাখিল ।২৫

অনন্তর প্রদ্যুম্নের শরে প্রপীড়িত হইয়া রাজেন্দ্র শাল্ব অত্যন্ত দুঃখিত মনে সসৈন্যে সেই স্থান হইতে পলায়ন করিল ।২৬

হে রাজেন্দ্র। বৃষ্ণিবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের দ্বারা লাঞ্ছিত হইয়া ক্রূরকর্ম্মা শাল্ব সেই সৌভবিমানে আরোহণপূর্ব্বক দ্বারকা পরিত্যাগ করত আকাশ মার্গে গমন করিল ।২৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জুনাভিগমনপর্ব্বে
সৌভবধোপাখ্যানে একোনবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।২১

সূচীপত্র

মহাভারতম্

সভাপর্ব্ব

অধ্যায় বিষয় পৃষ্ঠা

সভাক্রিয়াপর্ব্ব

১। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আদেশ অনুসারে ময়াসুর কর্ত্তৃক সভাভবনের স্থান নির্ণয়। ... ৯৫৭

২। শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা যাত্রা। ৯৬০

৩। ময়দানব কর্ত্তৃক ভীমার্জুনকে গদা ও শঙ্খ প্রদান এবং ময়াসুরের সুন্দর সভা নির্ম্মাণ। ... ৯৬৩

৪। ময় দ্বারা নির্ম্মিত সভাভবনে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ এবং সভায় অবস্থিত মহর্ষিগণ ও রাজগণের বর্ণনা। ... ৯৬৭

লোকপালসভাখ্যানপর্ব্ব

৫। যুধিষ্ঠিরের সভায় নারদের আগমন এবং প্রশ্নচ্ছলে যুধিষ্ঠিরকে শিক্ষাদান। ... ৯৭১

৬। যুধিষ্ঠিরের দিব্যসভা বিষয়ে জিজ্ঞাসা। ... ৯৮৪

৭। ইন্দ্রসভার বর্ণনা। ... ৯৮৬

৮। যমরাজের সভার বর্ণনা। ... ৯৮৯

৯। বরুণের সভার বর্ণনা। ... ৯৯৩

১০। কুবেরের সভা বর্ণনা। ৯৯৬

১১। ব্রহ্মার সভা বর্ণনা। ... ৯৯৯

১২। হরিশ্চন্দ্রের মাহাত্ম্য ও যুধিষ্ঠিরের নিকট পাণ্ডুর সংবাদ বর্ণনা। ... ১০০৫

অধ্যায় বিষয় পৃষ্ঠ

রাজসূয়ারম্ভপর্ব্ব

১৩। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞ করিবার সংকল্প। ভ্রাতৃগণ, মন্ত্রিবর্গ, মুনিবৃন্দ ও শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার পরামর্শ। ... ১০০
১৪। রাজসূয়যজ্ঞ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের সম্মতি। ... ১০১
১৫। জরাসন্ধকে উপলক্ষ করিয়া যুধিষ্ঠির, ভীম ও শ্রীকৃষ্ণের পরস্পর আলাপ। ... ১০২
১৬। জরাসন্ধকে জয় করিতে উৎসাহহীন যুধিষ্ঠিরের নিকট অর্জুনের উৎসাহপূর্ণ বাক্যকথন। ... ১০২
১৭। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক অর্জুনবাক্যের অনুমোদন এবং প্রসঙ্গক্রমে যুধিষ্ঠিরের নিকট জরাসন্ধের জন্মবৃত্তান্ত কথন। ... ১০২
১৮। জরা রাক্ষসীর নিজ পরিচয় দান এবং তাহার নামানুসারে বালকের নামকরণ। ... ১০
১৯। চণ্ডকৌশিকমুনি কর্ত্তৃক জরাসন্ধের ভবিষ্যদ্‌বৃত্তান্ত কথন এবং জরাসন্ধকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া রাজা বৃহদ্রথের বনগমন। ... ১০

জরাসন্ধবধপর্ব্ব

২০। যুধিষ্ঠিরের অনুমোদনের পর শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অর্জ্জুনের মগধ যাত্রা। ... ১০
২১। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক মগধরাজধানী গিরিব্রজের প্রশংসা। শ্রীকৃষ্ণ, ভীম ও অর্জুনের মগধরাজভবনে প্রবেশ এবং শ্রীকৃষ্ণ ও জরাসন্ধের পরস্পর আলাপ। ... ১০৪
২২। জরাসন্ধের সহিত শ্রীকৃষ্ণের আলাপ, যুদ্ধের জন্য জরাসন্ধের প্রস্তুতি এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত জরাসন্ধের শত্রুতার কারণ বর্ণন। ... ১০৪
২৩। ভীমসেনের সহিত যুদ্ধ করিতে জরাসন্ধের নিশ্চয়, ভীম ও জরাসন্ধের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ এবং যুদ্ধে জরাসন্ধের ক্লান্তি। ... ১০
২৪। ভীমসেন কর্ত্তৃক জরাসন্ধের বিনাশ, বন্দী নৃপগণের মুক্তি, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতির ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন এবং শ্রীকৃষ্ণের দ্বারকা যাত্রা। ... ১০

দিগ্‌বিজয়পর্ব্ব

২৫। অর্জুনাদি চারিভ্রাতার দিগ্‌বিজয় যাত্রা। ... ১০

অধ্যায় বিষয় পৃষ্ঠা

২৬। নানাদেশ বিজয়পূর্ব্বক অর্জুনকর্ত্তৃক প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরাধিপতি ভগদত্তের পরাজয়। ... ১০৬৮

২৭। অর্জুনের উত্তরদিক্‌স্থিত বিভিন্নরাজ্য জয়। ... ১০৭০

২৮। উত্তরদিক্ জয় করিয়া বহু ধন, বাহন ও ভূষণ আহরণ করত অর্জুনের ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাবর্ত্তন। ... ১০৭৩

২৯। পূর্ব্বদিক্ জয় করিতে ভীমসেনের প্রস্থান এবং বিভিন্ন দেশ বিজয়। ... ১০৮০

৩০। ভীম কর্ত্তৃক পূর্ব্বদিক্‌স্থিত দেশ ও রাজগণের জয় এবং বহু ধন, রত্ন, বাহন লাভ করিয়া তাঁহার ইন্দ্রপ্রস্থে প্রত্যাগমন। ... ১০৮২

৩১। সহদেব কর্ত্তৃক দক্ষিণদিক্‌স্থিত রাজগণের বিজয়। ... ১০৮৫

৩২। নকুল কর্ত্তৃক পশ্চিমদিক্‌স্থিত নৃপগণের বিজয়। ... ১১০১

রাজসূয়পর্ব্ব

৩৩। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের শাসনের বৈশিষ্ট্যবর্ণন, শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞায় যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে দীক্ষাগ্রহণ এবং ব্রাহ্মণগণ ও আত্মীয়স্বজনগণকে আহ্বান করিবার জন্য তাঁহাদের নিমন্ত্রণপত্রের প্রেরণ। ... ১১০৪

৩৪। যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞে নৃপবৃন্দ, কৌরব ও যাদবগণের আগমন এবং তাঁহাদের ভোজন-বিশ্রামাদির সুব্যবস্থা। ... ১১০৯

৩৫। রাজসূয়-যজ্ঞের বর্ণন। ... ১১১২

৩৬। রাজসূয়যজ্ঞে ব্রাহ্মণ ও রাজগণের আগমন, দেবর্ষি নারদ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-মাহাত্ম্যবর্ণন এবং ভীষ্মের অনুমতিতে শ্রীকৃষ্ণের অগ্রপূজা ... ১১১৪

৩৭। শিশুপালের কৃষ্ণ নিন্দা। ... ১১১৭

৩৮। শিশুপালকে যুধিষ্ঠিরের প্রবোধ দান ও ভীষ্মের উত্তর দান। ... ১১২০
শ্রীভগবান্ নারায়ণের মহিমা এবং উঁহার দ্বারা মধুকৈটভের বিনাশ। ... ১১২৩

(কৃষ্ণ অবতার—১১৫৫) (কল্কী অবতার—১১৪৬)

৩৯। সহদেবের রাজগণকে তিরস্কার, অনন্তর শিশুপাল প্রভৃতির যুদ্ধের জন্য উদ্যোগ। ... ১১৮২

বিষয়

অধ্যায় পৃ

শিশুপালবধপর্ব্ব

৪০। যুধিষ্ঠিরের চিন্তা ও তাঁহাকে ভীষ্মের সান্ত্বনাদান। ১১৮

৪১। শিশুপাল কর্তৃক ভীষ্মের নিন্দা। ... ১১৮

৪২। শিশুপালের প্রতি ভীষ্মের ক্রোধ এবং ভীষ্ম কর্তৃক তাঁহাকে সান্ত্বনা দান। ... ১১৯

৪৩। ভীষ্ম কর্তৃক শিশুপালের জন্মবৃত্তান্ত কথন। ... ১১৯

৪৪। ভীষ্মবাক্যে ক্রুদ্ধ শিশুপাল কর্তৃক ভীষ্মের তিরস্কার এবং শ্রীকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সকল রাজগণকে ভীষ্মের আহ্বান। ... ১১৯

৪৫। শ্রীকৃষ্ণের শিশুপালবধ, রাজসূয়যজ্ঞের সমাপ্তি এবং সমস্ত ব্রাহ্মণ ও রাজা এবং শ্রীকৃষ্ণের স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন। ... ১১৯

দ্যূতপর্ব্ব

৪৬। ব্যাসদেবের ভবিষ্যদ্‌বাণীতে যুধিষ্ঠিরের চিন্তা এবং সকলের সঙ্গে মহত্ত্বপূর্ণ ব্যবহার করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা। ... ১২০

৪৭ দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক ময়নির্ম্মিত সভাভবন দর্শন, জলস্থলভ্রমে গমনবৈবশ্যবশতঃ তাহার উপহাসের কারণ কথন এবং যুধিষ্ঠিরের বৈভব দেখিয়া দুর্য্যোধনের চিন্তা। ... ১২১

৪৮। পাশাখেলায় পাণ্ডবগণকে জয়ের নিমিত্ত শকুনি ও দুর্য্যোধনের আলাপ। ... ১২

৪৯। ধৃতরাষ্ট্রজিজ্ঞাসিত দুর্য্যোধনের স্বচিন্তাকারণবর্ণন, দ্যূতক্রীড়া করিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে অনুরোধ এবং ইন্দ্রপ্রস্থ গমনের জন্য বিদুরকে ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ দান। ... ১২

৫০। ধৃতরাষ্ট্রের নিকট দুর্য্যোধনের নিজ দুঃখ ও চিন্তার কারণবর্ণন। ১২

৫১। দুর্য্যোধনকর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে প্রদত্ত উপহার প্রভৃতি বস্তুসমূহের বর্ণন। ... ১২

অধ্যায়	বিষয়		পৃষ্ঠা
৫২।	দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরকে উপহাররূপে প্রদত্ত বস্তুসমূহের ঐশ্বর্য্য বর্ণন।	...	১২৩৩
৫৩।	দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের অভিষেকবর্ণন।	...	১২৩৭
৫৪।	ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনকে সান্ত্বনাদান।	...	১২৩৯
৫৫।	ধৃতরাষ্ট্রের নিকট দুর্য্যোধনের আক্ষেপ এবং পাণ্ডবগণের সম্পত্তি হরণের ইচ্ছা প্রকাশ।	...	১২৪১
৫৬।	ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধনের আলাপ, দ্যূতক্রীড়ার জন্য সভাগৃহের নির্ম্মাণ এবং ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরকে আহ্বান করিবার জন্য বিদুরকে আজ্ঞা দান।	....	১২৪৩
৫৭।	বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্রের আলাপ।	...	১২৪৬
৫৮।	বিদুর-যুধিষ্ঠির-সংলাপ, সপরিবারে যুধিষ্ঠিরের হস্তিনাপুরে গমন এবং সকলের সহিত সমাগম।	...	১২৪৭
৫৯।	দ্যূতের অনৌচিত্য সম্বন্ধে শকুনি ও যুধিষ্ঠিরের আলাপ।	....	১২৫৩
৬০।	দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ।	...	১২৫৬
৬১।	শকুনির কপট দ্যূতে প্রতিপণেই পার্থের পরাজয়।	....	১২৫৭
৬২।	ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি বিদুরের সাবধানবাণী।	...	১২৬১
৬৩।	বিদুর কর্ত্তৃক পাশা খেলার ঘোরতর বিরুদ্ধাচরণ।	...	১২৬৩
৬৪।	দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক বিদুরকে ভর্ৎসনা এবং বিদুর কর্ত্তৃক তাহার প্রতি দোষোদ্ঘাটনপূর্ব্বক হিতোপদেশ।	...	১২৬৫
৬৫।	ধন, রাজ্য, ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর সহিত যুধিষ্ঠিরের অক্ষক্রীড়ায় পরাজয়।	...	১২৬৯
৬৬।	বিদুর কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনকে ভর্ৎসনা।	...	১২৭৪
৬৭।	প্রতিকামীকর্ত্তৃক আহূত হইয়া দ্রৌপদীকে না আসিতে দেখিয়া তাহাকে আনিতে দুঃশাসনের গমন, কেশ গ্রহণ করিয়া আকর্ষণ করিতে করিতে তাহাকে সভায় আনয়ন এবং সভাসদ্গণের প্রতি দ্রৌপদীর জিজ্ঞাসা।	...	১২৭৬
৬৮।	যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীমসেনের কোপ, অর্জ্জুন কর্ত্তৃক উহার প্রশমন, বিকর্ণের ধর্ম্মানুরূপ উক্তির কর্ণকর্ত্তৃক প্রতিবাদ, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ও শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক দ্রৌপদীর লজ্জারক্ষা এবং অন্যায়ের প্রতিবাদার্থে বিদুরকর্ত্তৃক সভ্যগণকে প্রেরণা দান।	...	১২৮৫
৬৯।	দ্রৌপদীর বিলাপ এবং ভীষ্মের বচন।	...	১২৯৫

অধ্যায় বিষয় পৃষ্ঠা

৭০। দুর্য্যোধনের ছল ও কপটতাপূর্ণ বচন এবং ভীমসেনের রোষপূর্ণ ভাষণ। ... ১২৯৭

৭১। কর্ণ ও দুর্য্যোধনের কটুবাক্য শ্রবণে ভীমসেনের প্রতিজ্ঞা, ধৃতরাষ্ট্রের অবধানের নিমিত্ত বিদুরের উক্তি ও ধৃতরাষ্ট্রের নিকট হইতে দ্রৌপদীর বরপ্রাপ্তি। ... ১৩০০

৭২। যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক শত্রুবধোদ্যত ভীমের নিবারণ। ... ১৩০৫

৭৩। ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনাদান এবং প্রবোধদানপূর্বক ইন্দ্রপ্রস্থ-গমনের আদেশ। ... ১৩০৭

অনুদ্যূতপর্ব্ব

৭৪। দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের নিকট অর্জ্জুনের বীরত্ব বর্ণনা করিয়া পাণ্ডবগণকে পুনরায় দ্যূতক্রীড়া করিবার জন্য আহ্বানের অনুরোধ এবং ধৃতরাষ্ট্রের উহাতে সম্মতি। ... ১৩০৯

৭৫। গান্ধারী কর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্রকে প্রবোধদান এবং ধৃতরাষ্ট্রের উহাতে অস্বীকৃতি। ... ১৩১৮

৭৬। সকলের নিষেধ সত্ত্বেও ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে যুধিষ্ঠিরের পুনরায় পাশা খেলা আরম্ভ ও পরাজয়। ... ১৩২০

৭৭। দুঃশাসন কর্ত্তৃক পাণ্ডবগণকে উপহাস এবং ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবের শত্রুবধার্থ প্রতিজ্ঞা। ... ১৩২৩

৭৮। ধৃতরাষ্ট্রাদির নিকট বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক যুধিষ্ঠিরের প্রস্থান, কুন্তীকে নিজ গৃহে রাখিতে বিদুরের প্রস্তাব এবং পাণ্ডবগণের প্রতি বিদুরের উপদেশ। ... ১৩২৮

৭৯। কৃষ্ণাকর্ত্তৃক কুন্তীর নিকট বনগমনের অনুমতি প্রার্থনা, কুন্তীর বিলাপ ও নগরবাসিগণের শোকোচ্ছ্বাস। ... ১৩৩১

৮০। বন গমনকালে পাণ্ডবগণের বিবিধ প্রকার চেষ্টা, প্রজাগণের শোকাতুরতা বিষয়ে বিদুর-ধৃতরাষ্ট্র-সংবাদ এবং শরণাগত কৌরবগণের প্রতি দ্রোণাচার্য্যের আশ্বাসদান। ... ১৩৩৭

৮১। ধৃতরাষ্ট্রের চিন্তা এবং সঞ্জয়ের সহিত বার্ত্তালাপ। ... ১৩৪৪

সভাপর্ব্ব সমাপ্ত

মন, বাক্য, দৃষ্টি ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়সকলের দ্বারা যা কিছু গ্রহণ করা হয়, সবই আমি। আমি ভিন্ন আর কিছু নাই—একথা নিশ্চয়রূপে বুঝবে।

সব আমি, সব আমি, সব আমি। আমা হ'তে প্রকৃতি-পুরুষাত্মক কারণরূপ এবং কার্য্যরূপ স্থাবর জঙ্গমাত্মক এ বিশাল জগৎ উৎপন্ন হয়েছে। আমি আনন্দরূপ, আবার অনানন্দরূপ, আমি বিজ্ঞান, আমি জ্ঞান, আমি দেশকালাদি-পরিচ্ছেদশূন্য-পরম-মহান্ পরব্রহ্ম এবং আমি অব্রহ্ম পঞ্চীকৃত মহাভূত, আমি আবার সকলের কারণ, অপঞ্চীকৃত ভূতনিচয়ও আমি, এই সম্পূর্ণ দৃশ্য জগৎ আমি, আমি ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব—এই বেদচতুষ্টয়, আবার আমিই অবেদ। আমা ভিন্ন কিছু নাই। আমি অজ্ঞাননাশক পরমবিদ্যা (জ্ঞান), আবার আমি অজ্ঞানরূপ দুঃখপ্রদ অবিদ্যা, আমি অজ, অনুৎপন্ন-অনন্ত-প্রকৃতি, আবার তা থেকে স্বতন্ত্র, আমি নিম্ন, আমি ঊর্দ্ধ, আমি তির্য্যক্। আমি অজ, একপাদ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, অপরাজিত, ত্র্যম্বক, মহেশ্বর, বৃষাকপি, শম্ভু, হরণ ও ঈশ্বর—এই একাদশ রুদ্র।

আমি আপ, ধ্রুব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রত্যুষ ও প্রভাস—এই অষ্টবসুরূপে বিচরণ করি।

আমি ধাতা, মিত্র, অর্য্যমা, রুদ্র, বরুণ, সূর্য্য, ভগ, বিবস্বান্, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু এবং বিশ্বদেবগণরূপে পরিভ্রমণ করি। আমি মিত্র ও বরুণ উভয়কে এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ভরণপোষণ করি। আমি সোম, ত্বষ্টা, পূষা এবং ভগকে ধারণ করি। ত্রৈলোক্য আক্রমণ করবার জন্য বিস্তীর্ণ পদক্ষেপকারী বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও প্রজাপতিকে আমিই ধারণ করি। আমি সম্পূর্ণ জগতের ঈশ্বর। আমি পরম তত্ত্বরহস্যবক্তা, আমি সর্ব্বজ্ঞ, আমিই সর্ব্বশক্তি, আমিই সর্ব্বাধার, আমিই সর্ব্বস্বরূপ, আমিই সর্ব্বেশ্বর, আমিই সর্ব্বপ্রবর্ত্তক, আমিই সর্ব্বপালক, আমিই সর্ব্বনিবর্ত্তক, আমিই সদসদাত্মক, আমি সদসদ্‌বিলক্ষণ, আমিই অন্তর্বহির্ব্যাপক, আমিই অতিসূক্ষ্মতর, আমিই অতি মহতো মহীয়ান্, আমিই সর্ব্বমূলাবিদ্যানিবর্ত্তক, আমিই অবিদ্যাবিহার, আমিই অবিদ্যাধারক, আমিই বিদ্যাবেদ্য, আমিই বিদ্যাস্বরূপ, আমিই বিদ্যাতীত, আমিই সর্ব্বকারণহেতু, আমিই সর্ব্বকারণসমষ্টি, আমিই সর্ব্বকারণব্যষ্টি, কেবল আছি—আমি, আমি, আমি।

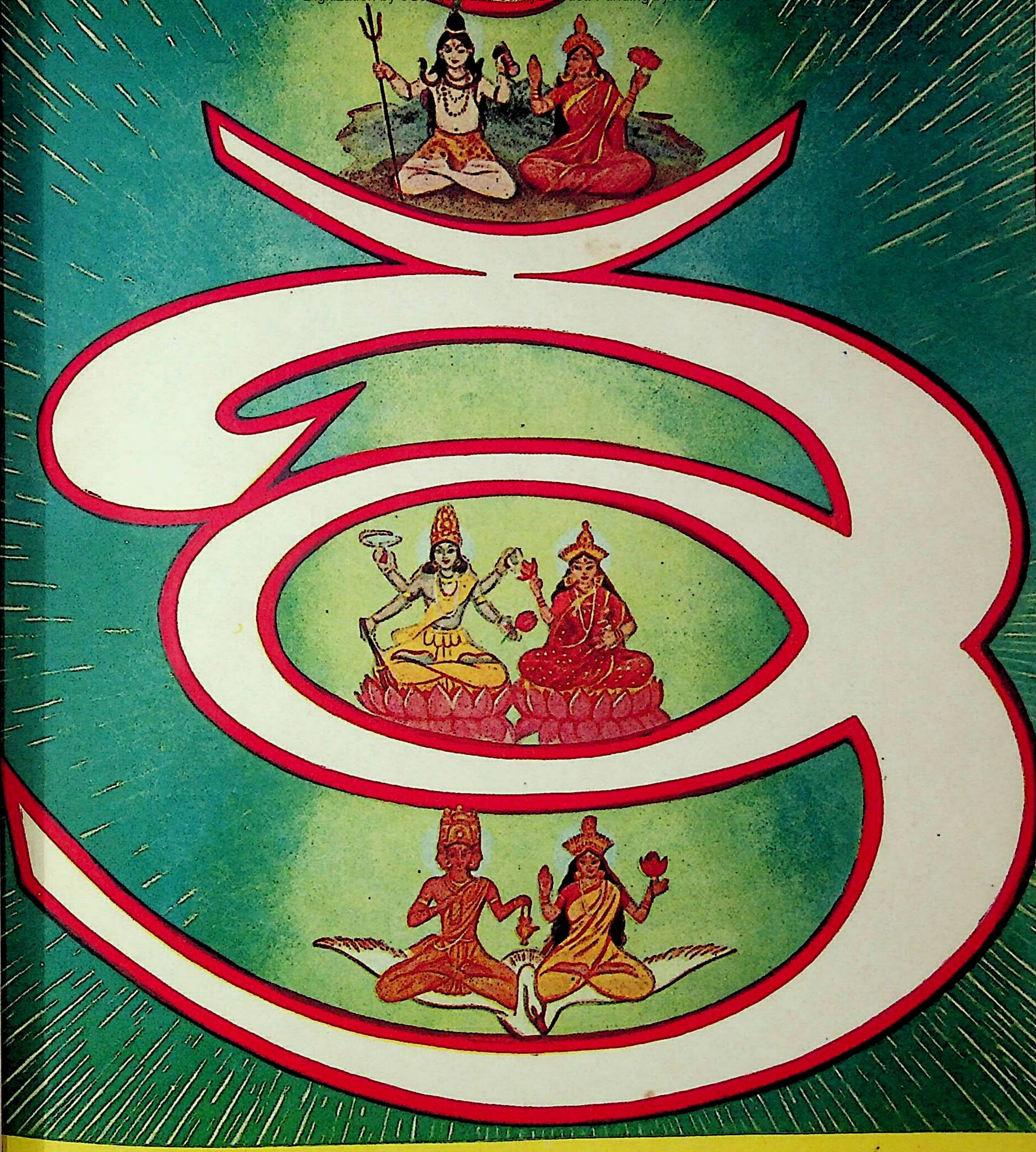

LIBRARY
No.............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

আর্য্যশাস্ত্র

PRESENTED

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ
প্রবর্ত্তিত

ওঁশ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ ২৬।১।৬

ব্রজনাথ-গাথা

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

সদানন্দময়ি মা,   করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা,   করুণাময় গুরুদেব
সদানন্দময়ি মা,   করুণাময় গুরুদেব ।

মা,   মা,   মা !

আঁধারে আতঙ্কে মরি জাগো জাগো হে শঙ্করি !
কাল ঐ ছুটে আসে আর কবে জাগ্‌বি মা ।
হে গুরো করুণাসিন্ধু, বিতরি করুণাবিন্দু
দূর কর ব্যবধান যাচি পদসরোজে ।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ধর্ম্মের গ্লানি, আর অধর্ম্মের উত্থিতি হয়—যেই যেই কালে, হে ভারত ! সেই কালে করি আমি আমারে সৃজন। সাধুগণের রক্ষণ, অসাধুবৃন্দের বিনাশের তরে, আর উত্তমরূপে স্থাপিতে ধরমে, যুগে যুগে আমি হই অবতীর্ণ ধরাধামে ।

[মহভারত—চতুর্দশ

[অষ্টমবর্ষ, শ্রাবণ মাস, ১৩৭৬] [দ্বিতীয় সংখ্যা—শায়নী যাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

মহাভারতম্

LIBRARY
No.…………
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

PRESENTED

শ্রীনিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

---

* * *

যুগ্ম-সম্পূজক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

[বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা] [প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

স্বত্বাধিকারী ঃ—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় এম্. এ

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর ঃ—
কিঙ্কর বিমলানন্দ।
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্র নাথ দে, এম্. বি., ডি. ও. এম্. এস্.
ডি. পি. এইচ. ডি. টি. এম্. এণ্ড
এইচ্. (লণ্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসৌ
বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লি
রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশি
৯এ, হরি পাল লেন, কলিকা
আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রি
১৫ই শ্রাবণ, ১৩৭৬।

কার্য্যালয় ঃ—
৩৮সি, বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৪-৪৪০৮

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, বাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তারপর আর্য্যশাস্ত্রে অপ্রকাশিত যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি. ডব্লউ. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫।

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র

PRESENTED

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুণ্ড
গৌঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্য সত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন—

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

আর্য্যশাস্ত্রে পূর্ব্বপ্রকাশিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি এখনও পাওয়া যায়।

১। মনুসংহিতা ৩·০০ টাকা

২। বিংশতিসংহিতা ও স্মৃতি ২২·৫০ ”

সংহিতা—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনঃ, অঙ্গিরঃ, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বসিষ্ঠ।

স্মৃতি—প্রজাপতি, লঘুশঙ্খ, শঙ্খ-লিখিত, ঔশনস, বৃহদ্‌যম, লঘুযম, অরুণ অত্রি, আঙ্গিরস, কপিল, লঘ্বাশ্বলায়ন, বাধূল, বৃদ্ধহারীত, লোহিত, দাল্‌ভ্য, কণ্ব, বৃহৎপরাশর, নারদ।)

৩। শ্রীবাল্মীকি রামায়ণ ৩০·০০ টাকা

৪। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ৯·০০ ”

৫। শ্রীমদ্‌ভাগবত ৪২·০০ ”

(ডাক মাশুল স্বতন্ত্র)

LIBRARY
No..........
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS
PRESENTED

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণ-শাল্বয়োর্ভয়ঙ্করং যুদ্ধম্।]

বাসুদেব উবাচ।

আনর্তনগরং মুক্তং ততোঽহমগমং তদা।
মহাক্রতৌ রাজসূয়ে নিবৃত্তে নৃপতে তব ॥১

অপশ্যং দ্বারকাং চাহং মহারাজ হতত্বিষম্।
নিঃস্বাধ্যায়বষট্কারাং নির্ভূষণবরস্ত্রিয়ম্ ॥২

অনভিজ্ঞেয়রূপাণি দ্বারকোপবনানি চ।
দৃষ্ট্বা শঙ্কোপপন্নোঽহমপৃচ্ছং হৃদিকাত্মজম্ ॥৩

অস্বস্থনরনারীকমিদং বৃষ্ণিকুলং ভৃশম্।
কিমিদং নরশার্দূল শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥৪

এবমুক্তঃ স তু ময়া বিস্তরেণেদমব্রবীৎ।
রোধং মোক্ষঞ্চ শাল্বেন হার্দিক্যো রাজসত্তম ॥৫

ততোঽহং ভরতশ্রেষ্ঠ শ্রুত্বা সর্বমশেষতঃ।
বিনাশে শাল্বরাজস্য তদৈবাকরবং মতিম্ ॥৬

ততোঽহং ভরতশ্রেষ্ঠ সমাশ্বাস্য পুরে জনম্।
রাজানমাহুকং চৈব তথৈবানকদুন্দুভিম্ ॥৭

সর্বান্ বৃষ্ণিপ্রবীরাংশ্চ হর্ষয়ন্নব্রুবং তদা।
অপ্রমাদঃ সদা কার্য্যো নগরে যাদবর্ষভাঃ ॥৮

শাল্বরাজবিনাশায় প্রয়াতং মাং নিবোধত।
নাহত্বা তং নিবর্তিষ্যে পুরীং দ্বারবতীং প্রতি ॥৯

সশাল্বং সৌভনগরং হত্বা দ্রষ্টাস্মি বঃ পুনঃ।
ত্রিঃ সমাহন্যতামেষা দুন্দুভিঃ শত্রুভীষণা ॥১০

বিংশ অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণ ও শাল্বের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ।]

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—হে নরপতে! আপনার রাজসূয় মহাযজ্ঞ শেষ হইলে সেই সৌভরাজের আক্রমণ হইতে মুক্ত আনর্ত্তনগরে (দ্বারকায়) আমি প্রবেশ করিলাম।১

হে মহারাজ! আমি দ্বারকায় গিয়া দেখিলাম যে, দ্বারকা শ্রীহীন হইয়াছে, পূর্ব্বের মত তথায় বেদাধ্যয়ন ও যাগযজ্ঞের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না এবং সুন্দরী রমণীগণকে অলঙ্কার পরিহিত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না।২

দ্বারকার উপবনসমূহের রূপ দেখিয়া চিনিতে পারা যাইতেছে না। এইরূপ দেখিয়া আমি শঙ্কাগ্রস্ত হইয়া হৃদিকাত্মজ কৃতবর্ম্মাকে জিজ্ঞাসা করিলাম।৩

হে নরব্যাঘ্র! বৃষ্ণিবংশীয় সকল নরনারীকে দেখিয়া ভীষণ অপ্রকৃতিস্থ বোধ হইতেছে। ব্যাপার কি? কি হইয়াছে—আমি যথার্থরূপে তাহা জানিতে চাই।৪

হে রাজসত্তম! আমি এইরূপ বলিলে সে 'আমি যেরূপ আপনাকে বলিলাম' এইরূপে বিস্তারিতভাবে শাল্বকর্ত্তৃক দ্বারকার অবরোধ হইতে দ্বারকার পরিত্যাগ পর্য্যন্ত সকলই বর্ণনা করিল।৫

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! অনন্তর তাহার নিকট সকল কথা শুনিয়া আমি তখনই শাল্বরাজকে বধ করিবার জন্য নিশ্চয় করিয়া ফেলিলাম।৬

তারপর হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি দ্বারকাপুরবাসিগণকে আশ্বাস প্রদান করত রাজা উগ্রসেন, পিতা বসুদেব (আনকদুন্দুভি) এবং সকল বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণকে আনন্দিত করিয়া বলিলাম—হে যাদবশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা অপ্রমত্ত (সাবধান) হইয়া এই নগরে অবস্থান কর।৭-৮

আমি শাল্বরাজকে বিনাশ করিবার জন্য এ স্থান হইতে চলিলাম। তাহাকে বধ না করিয়া আমি দ্বারকা নগরীতে ফিরিব না।৯

শাল্বের সহিত সৌভনগরকে ধ্বংস করিয়া পুনরায়

তে ময়াশ্বাসিতা বীরা যথাবদ্ ভরতর্ষভ ।
সর্বে মামব্রুবন্ হৃষ্টাঃ প্রযাহি জহি শাত্রবান্ ॥১১
তৈঃ প্রহৃষ্টাত্মভির্বীরৈরাশীর্ভিরভিনন্দিতঃ ।
বাচয়িত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠান্ প্রণম্য শিরসা ভবম্ ॥১২
শৈব্যসুগ্রীবযুক্তেন রথেনানাদয়ন্ দিশঃ ।
প্রধ্মাপ্য শঙ্খপ্রবরং পাঞ্চজন্যমহং নৃপ ॥১৩
প্রয়াতোঽস্মি নরব্যাঘ্র বলেন মহতা বৃতঃ ।
কৢপ্তেন চতুরঙ্গেণ যত্তেন জিতকাশিনা ॥১৪
সমতীত্য বহূন্ দেশান্ গিরীংশ্চ বহুপাদপান্ ।
সরাংসি সরিতশ্চৈব মার্ত্তিকাবতমাসদম্ ॥১৫
তত্রাশ্রৌষং নরব্যাঘ্র শাল্বং সাগরমন্তিকাৎ ।
প্রয়ান্তং সৌভমাস্থায় তমহং পৃষ্ঠতোঽন্বয়াম্ ॥১৬

ততঃ সাগরমাসাদ্য কুক্ষৌ তস্য মহোর্ম্মিণঃ ।
সমুদ্রনাভ্যাং শাল্বোঽভূৎ সৌভমাস্থায় শত্রুহন্ ।

স সমালোক্য দূরান্মাং স্ময়ন্নিব যুধিষ্ঠির ।
আহ্বয়ামাস দুষ্টাত্মা যুদ্ধায়ৈব মুহুর্মুহুঃ ॥১৮

তস্য শার্ঙ্গবিনির্মুক্তৈর্বহুভির্মর্মভেদিভিঃ ।
পুরং নাসাদ্যত শরৈস্ততো মাং রোষ আবিশৎ ।

স চাপি পাপপ্রকৃতির্দৈতেয়াপসদো নৃপ ।
ময্যবর্ষত দুর্দ্ধর্ষঃ শরধারাঃ সহস্রশঃ ॥২০

সৈনিকান্ মম সূতঞ্চ হয়াংশ্চ সমবাকিরৎ ।
অচিন্তয়ন্তস্তু শরান্ বয়ং যুধ্যাম ভারত ॥২১

তোমাদের সহিত দেখা করিব। শত্রুর ভয় উৎপাদনকারী এই কথা দুন্দুভি বাজাইয়া তিনবার ঘোষণা করি।১০

হে ভরতর্ষভ। দ্বারকাবাসী বীরগণকে আশ্বাস প্রদান করিলে তাহারা হৃষ্টচিত্তে আমাকে বলিল—আপনি গমন করুন এবং শত্রুগণকে সংহার করিয়া ফিরিয়া আসুন।১১

আনন্দিতচিত্তে বীরগণ আশীর্ব্বাদের দ্বারা আমাকে অভিনন্দিত করিলে আমি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইয়া ভগবান্ শঙ্করকে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিলাম। তারপর হে নৃপ। শৈব্য ও সুগ্রীবনামক অশ্বদ্বয় রথে যোজনা করত তাহার শব্দে দিক্‌সকল মুখরিত করিয়া পাঞ্চজন্যনামক শ্রেষ্ঠ শঙ্খ বাদন করিলাম। হে নরব্যাঘ্র। আমি হৃষ্টচিত্ত চতুরঙ্গিণী (হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক সৈন্য) জয়শীল মহতী সেনাবাহিনী লইয়া শাল্ববধের নিমিত্ত যাত্রা করিলাম।১২-১৪

তৎপর বহু দেশ, পর্ব্বত, বনরাজি, সরোবর ও নদীসকল উত্তীর্ণ হইয়া মার্ত্তিকাবত দেশে উপস্থিত হইলাম।১৫

হে নরপতে। তথায় শুনিলাম যে, শাল্ব সৌ বিমানে আরোহণ করত সাগরের নিকট যাইতে তাহা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার পশ্চাৎ ধা করিলাম।১৬

হে শত্রুহন্। শাল্ব সাগরের নিকট উপস্থিত হই সমুদ্রের কুক্ষি ও নাভিদেশ অবলম্বন করিয়া অর্থা ক্ষুদ্র দ্বীপে অবস্থান করিতেছিল।১৭

হে যুধিষ্ঠির ! সেই দুষ্টাত্মা দূর হইতেই আমা দেখিতে পাইয়া যেন ঈষৎ হাস্য করত আমা পুনঃ পুনঃ যুদ্ধে আহ্বান করিতে লাগিল।১৮

আমি শার্ঙ্গধনু হইতে মর্ম্মভেদী শরজাল নি করিলেও উহা তাহার সৌভপুরকে স্পর্শ না করি পতিত হইল, ইহাতে আমি রোষাবিষ্ট হইলাম।১

হে রাজন্। সেই পাপস্বভাব দৈত্যাধম দু শাল্বও আমার প্রতি সহস্র সহস্র শরধারা নি করিতে লাগিল।২০

হে ভারত। সে আমার সৈনিকগণ, সার

No.....
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

ততঃ শতসহস্রাণি শরাণাং নতপর্বণাম্।
চিক্ষিপুঃ সমরে বীরা ময়ি শাল্বপদানুগাঃ ॥২২
তে হয়াংশ্চ রথঞ্চৈব তদা দারুকমেব চ।
ছাদয়ামাসুরসুরাস্তৈর্বাণৈর্মর্মভেদিভিঃ ॥২৩
ন হয়া ন রথো বীর ন যন্তা মম দারুকঃ।
অদৃশ্যন্ত শরৈশ্ছন্নাস্তথাহং সৈনিকাশ্চ মে ॥২৪
ততোঽহমপি কৌন্তেয় শরাণামযুতান্ বহূন্।
আমন্ত্রিতানাং ধনুষা দিব্যেন বিধিনাক্ষিপম্ ॥২৫
ন তত্র বিষয়স্ত্বাসীন্মম সৈন্যস্য ভারত।
খে বিষক্তং হি তৎ সৌভং ক্রোশমাত্র ইবাভবৎ ॥২৬
ততস্তে প্রেক্ষকাঃ সর্বে রঙ্গবাট ইব স্থিতাঃ।
হর্ষয়ামাসুরুচ্চৈর্মাং সিংহনাদতলস্বনৈঃ ॥২৭
মৎকরাগ্রবিনির্মুক্তা দানবানাং শরাস্তথা।
অঙ্গেষু রুচিরাপাঙ্গা বিবিশুঃ শলভা ইব ॥২৮
ততো হলহলাশব্দঃ সৌভমধ্যে ব্যবর্ধত।
বধ্যতাং বিশিখৈস্তীক্ষ্ণৈঃ পততাঞ্চ মহার্ণবে ॥২৯
তে নিকৃত্তভুজস্কন্ধাঃ কবন্ধাকৃতিদর্শনাঃ।
নদন্তো ভৈরবান্ নাদান্ নিপতন্তি স্ম দানবাঃ ॥৩০
পতিতাস্তেঽপি ভক্ষ্যন্তে সমুদ্রাম্ভোনিবাসিভিঃ।
ততো গোক্ষীরকুন্দেন্দুমৃণালরজতপ্রভম্ ॥৩১
জলজং পাঞ্চজন্যং বৈ প্রাণেনাহমপূরয়ম্।
তান্ দৃষ্ট্বা পতিতাংস্তত্র শাল্বঃ সৌভপতিস্ততঃ ॥৩২
মায়াযুদ্ধেন মহতা যোধয়ামাস মাং যুধি।
ততো গদা হলাঃ প্রাসাঃ শূলশক্তিপরশ্বধাঃ ॥৩৩
অসয়ঃ শক্তিকুলিশপাশর্ষ্টিকনপাঃ শরাঃ।
পট্টিশাশ্চ ভুশুণ্ড্যশ্চ প্রপতন্ত্যনিশং ময়ি ॥৩৪
তামহং মায়য়ৈবাশু প্রতিগৃহ্য ব্যনাশয়ম্।
তস্যাং হতায়াং মায়ায়াং গিরিশৃঙ্গৈরযোধয়ৎ ॥৩৫

অশ্বগণকে শরজালের দ্বারা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল; কিন্তু আমরা উহা গণনা না করিয়াই যুদ্ধ করিতে লাগিলাম।২১

তারপর শাল্বের অনুগামী বীরগণ যুদ্ধে নতপর্ব্ব শতসহস্র শর আমার উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল।২২

তাহারা মর্ম্মভেদী সেই সকল বাণের দ্বারা আমার অশ্ব, রথ ও দারুককেও আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল।২৩

হে বীর! আমার অশ্ব, রথ, সারথি দারুক, সৈনিকগণ এবং আমি স্বয়ং এমন শরাচ্ছন্ন হইলাম যে, কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না।২৪

কুন্তীনন্দন! তখন আমিও যথাবিধি দিব্য ধনু ধারণপূর্ব্বক মন্ত্রপূত লক্ষ লক্ষ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম।২৫

হে ভারত! আমার শরজালের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া আকাশ মার্গে নিকটস্থ সৌভ বিমানকেও আমার সৈন্যগণ দেখিতে পাইতে ছিল না। মনে হইতেছিল উহা একক্রোশ দূরে অবস্থান করিতেছে।২৬

তখন প্রেক্ষক সৈনিকগণ রঙ্গশালায় অবস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে ঘন ঘন সিংহনাদ ও করতলধ্বনি করত আমার উৎসাহ ও আনন্দ বর্দ্ধন করিতে লাগিল।২৭

আমার করের অগ্রভাগ হইতে নিক্ষিপ্ত সুন্দরপক্ষযুক্ত শরসমূহ শলভ (পতঙ্গবিশেষ)—সমূহের ন্যায় দানবগণের অঙ্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইল।২৮

তখন সৌভ বিমান মধ্যস্থিত দানবগণ আমার শরসমূহে বিদ্ধ হইয়া প্রাণপরিত্যাগ করত সমুদ্র মধ্যে পতিত হইতে লাগিল; তাহাতে বিমান মধ্যে ভয়ানক কোলাহল সমুত্থিত হইল।২৯

তাহাদের কাহারও বাহু, কাহারও স্কন্ধ কাটা গিয়াছে; ফলে দেখিতে কবন্ধের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া দানবগণ ভয়ানক শব্দ করিতে করিতে সমুদ্রে পড়িতে লাগিল।৩০

তাহারা যেমন সমুদ্রে পড়িতে লাগিল, অমনই সামুদ্রিক জীবগণ তাহাদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। আমি তখন গোদুগ্ধ, কুন্দ পুষ্প, চন্দ্র, মৃণাল ও

PRESENTED

ততোঽভবৎ তম ইব প্রকাশ ইব চাভবৎ ।
হুর্দিনং সুদিনঞ্চৈব শীতমুষ্ণঞ্চ ভারত ॥৩৬
অঙ্গারপাংশুবর্ষঞ্চ শস্ত্রবর্ষঞ্চ ভারত ।
এবং মায়াং প্রকুর্বাণো যোধয়ামাস মাং রিপুঃ ॥৩৭
বিজ্ঞায় তদহং সর্বং মায়য়ৈব ব্যনাশয়ম্ ।
যথাকালন্তু যুদ্ধেন ব্যধমং সর্বতঃ শরৈঃ ॥৩৮
ততো ব্যোম মহারাজ শতসূর্য্যমিবাভবৎ ।
শতচন্দ্রঞ্চ কৌন্তেয় সহস্রাযুততারকম্ ॥৩৯
ততো নাজ্ঞায়ত তদা দিবারাত্রং তথা দিশঃ ।
ততোঽহং মোহমাপন্নঃ প্রজ্ঞাস্ত্রং সমযোজয়ন্ ।৪
ততস্তদস্ত্রং কৌন্তেয় ধূতং তূলমিবানলৈঃ ।
তথা তদভবদ্ যুদ্ধং তুমুলং লোমহর্ষণম্ ।
লব্ধালোকস্তু রাজেন্দ্র পুনঃ শত্রুমযোধয়ম্ ।৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি অর্জুনাভিগমনপর্বাণ
সৌভবধোপাখ্যানে বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২০

রজতের ন্যায় শুভ্র সেই জলজাত পাঞ্চজন্য শঙ্খ প্রাণপণে বাজাইতে লাগিলাম॥ তখন সৌভপতি শাল্ব নিজের সৈন্যগণকে সমুদ্রে পতিত দেখিয়া আমার সহিত ভীষণ মায়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তখন গদা, লাঙ্গল, প্রাস, শূল, শক্তি, পরশু, অসি, শক্তিপাশ, ঋষ্টি, কনপ, শর, পট্টিশ, ভুশুণ্ডিপ্রভৃতি অস্ত্রসমূহ সর্ব্বদা আমার উপর নিপতিত হইতে লাগিল।৩১-৩৪

আমি তখন তাহার মায়াকে মায়ার দ্বারাই গ্রহণ করত বিনাশ করিলাম। মায়া বিনষ্ট হওয়ায় তখন সে গিরিশৃঙ্গসমূহের দ্বারা যুদ্ধ করিতে লাগিল।৩৫

তখন কখনও মনে হইতে লাগিল ঘোর অন্ধকারে চারিদিক্ আচ্ছন্ন হইয়াছে, আবার কখনও মনে হইতে লাগিল চারিদিক্ আলোকিত হইয়াছে। কখনও মনে হইতে লাগিল দুর্দ্দিন, কখনও সুদিন, কখনও বা শীত, কখনও বা উষ্ণ। হে ভারত! কখনও অঙ্গার অথবা ধূলি বর্ষিত হইতে লাগিল। এইরূপে আমার সেই শত্রু স্বীয়মায়া বিস্তারপূর্বক যুদ্ধ করিতে লাগিল।৩৬-৩৭

আমি তাহার মায়া বুঝিতে পারিয়া মায়া দ্বারাই তাহা বিনাশ করিলাম এবং যথাসময়ে যু বিস্তার করিয়া অসংখ্য শরের দ্বারা শাল্বের সেন বাহিনীকে বিপর্য্যস্ত করিলাম।৩৮

অনন্তর মহারাজ! আকাশে শত সূর্য্য ও শ চন্দ্র যেন যুগপৎ উদিত হইল। হে কৌন্তেয়! ম হইতে লাগিল যেন সহস্র সহস্র অযুত অযুত তার গগনে উদিত হইয়াছে।৩৯

তখন দিবা বা রাত্রি, দশদিক্ কিছুই দৃ যাইতেছিল না। তখন আমি মোহাচ্ছন্নের গ্রা হইয়া ধনুকে প্রজ্ঞাস্ত্র যোজনা করিলাম।৪০

তখন সেই দিব্যাস্ত্র বায়ুতে উড্ডীয়মান তূলা রাশির ন্যায় সেই মায়াকে উড়াইয়া দিল। তারপ লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। হে রাজেন্দ্র আলোক প্রাপ্ত হইয়া তখন আমি অকুতোভ শত্রু সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলাম।৪১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জুনাভিগমনপর্ব্বে
সৌভবধ-উপাখ্যানে বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২০

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[শাল্বস্য মায়য়া শ্রীকৃষ্ণস্য মোহঃ, ততঃ নিষ্কৃতিশ্চ।]

বাসুদেব উবাচ।

এবং স পুরুষব্যাঘ্র শাল্বরাজো মহারিপুঃ।
যুধ্যমানো ময়া সংখ্যে বিয়দভ্যগমৎ পুনঃ ॥১

ততঃ শতঘ্নীশ্চ মহাগদাশ্চ
দীপ্তাংশ্চ শূলান্ মুসলানসীংশ্চ।
চিক্ষেপ রোষান্ময়ি মন্দবুদ্ধিঃ
শাল্বো মহারাজ জয়াভিকাঙ্ক্ষী ॥২

তানাশুগৈরাপততোঽহমাশু
নিবার্য্য হন্তুং খগমান্ খ এব।
দ্বিধা ত্রিধা চাচ্ছিদমাশুমুক্তৈ-
স্ততোঽন্তরিক্ষে নিনদো বভূব ॥৩

ততঃ শতসহস্রেণ শরাণাং নতপর্বণাম্।
দারুকং বাজিনশ্চৈব রথঞ্চ সমবাকিরৎ ॥৪

ততো মামব্রবীদ্ বীর দারুকো বিহ্বলন্নিব।
স্থাতব্যমিতি তিষ্ঠামি শাল্ববাণপ্রপীড়িতঃ।
অবস্থাতুং ন শক্নোমি অঙ্গং মে ব্যবসীদতি ॥৫

ইতি তস্য নিশম্যাহং সারথেঃ করুণং বচঃ।
অবেক্ষমাণো যন্তারমপশ্যং শরপীড়িতম্ ॥৬

ন তস্যোরসি নো মূর্দ্ধ্নি ন কায়ে ন ভুজদ্বয়ে।
অন্তরং পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ পশ্যাম্যনিচিতং শরৈঃ ॥৭

স তু বাণবরোৎপীড়াদ্ বিস্রবত্যসৃগুল্বণম্।
অভিবৃষ্টে যথা মেঘে গিরির্গৈরিকধাতুমান্ ॥৮

অভীষুহস্তং তং দৃষ্ট্বা সীদন্তং সারথিং রণে।
অস্তম্ভয়ং মহাবাহো শাল্ববাণপ্রপীড়িতম্ ॥৯

একবিংশ অধ্যায়।

[শাল্বের মায়ায় শ্রীকৃষ্ণের মোহ এবং তাহা হইতে নিষ্কৃতি।]

বাসুদেব বলিলেন,—হে পুরুষব্যাঘ্র! মহাশত্রু সেই শাল্বরাজ আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে করিতে পুনরায় আকাশে উত্থিত হইল।১

তারপর হে মহারাজ। মন্দবুদ্ধি শাল্ব শতঘ্নী মহাগদা, প্রজ্বলিত শূল, মুসল, অসি প্রভৃতি অস্ত্রসমূহ জয়াভিলাষী হইয়া অতি ক্রোধে নিক্ষেপ করিতে লাগিল।২

তখন আমি ক্ষিপ্রহস্তে বাণসমূহ নিক্ষেপ করত আকাশমার্গেই সেই অস্ত্রসকল দুই দুই তিন তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া শত্রুকে শূন্যেই বধ করিবার ইচ্ছা করিলাম। ইহাতে অন্তরিক্ষে ভয়ানক কোলাহল সমুত্থিত হইল।৩

তারপর শাল্ব নতপর্ব্ব শতসহস্র (লক্ষ) বাণ নিক্ষেপ করিয়া আমার রথ, দারুক এবং অশ্বকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল।৪

হে বীর। তখন দারুক যেন বিহ্বল হইয়াই আমাকে বলিতে লাগিল—'যুদ্ধে অটল ভাবে থাকিতে হয়' এই বুদ্ধিতে আমি এখনও এখানে অবস্থান করিতেছি, কিন্তু শাল্বের বাণাঘাতে আমার সমস্ত অঙ্গ অবসন্ন হইতেছে, সুতরাং আমি স্থির থাকিতে পারিতেছি না।৫

সারথির সেই করুণ বাক্য শুনিয়া আমি তাকাইয়া দেখিলাম—সে শাল্ববাণে অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছে।৬

হে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ। আমি তাহার বক্ষে, মস্তকে, শরীরে এবং বাহুদ্বয়ে—কোথাও এমন শূন্য স্থান দেখিতে পাইলাম না, যেখানে শাল্বের শর বিদ্ধ হয় নাই।৭

গৈরিক ধাতুময় পর্বতে মেঘের বর্ষণে যেমন লাল জলের স্রোত নিম্নে পতিত হয়, তেমনই শাল্বের

অথ মাং পুরুষঃ কশ্চিদ্ দ্বারকানিলয়োহব্রবীৎ।
ত্বরিতো রথমভ্যেত্য সৌহৃদাদিব ভারত ॥১০
আহুকস্য বচো বীর তস্যৈব পরিচারকঃ।
বিষণ্ণঃ সন্নকণ্ঠেন তন্নিবোধ যুধিষ্ঠির ॥১১
দ্বারকাধিপতির্বীর আহ ত্বামাহুকো বচঃ।
কেশবৈহি বিজানীষ্ব যৎ ত্বাং পিতৃসখোহব্রবীৎ ॥১২
উপযায়াদ্য শাল্বেন দ্বারকাং বৃষ্ণিনন্দন।
বিষক্তে ত্বয়ি দুর্দ্ধর্ষ হতঃ শূরসুতো বলাৎ ॥১৩
তদলং সাধু যুদ্ধেন নিবর্তস্ব জনার্দন।
দ্বারকামেব রক্ষস্ব কার্য্যমেতন্মহৎ তব ॥১৪
ইত্যহং তস্য বচনং শ্রুত্বা পরমদুর্মনাঃ।
নিশ্চয়ং নাধিগচ্ছামি কর্ত্তব্যস্যেতরস্য চ ॥১৫

সাত্যকিং বলদেবঞ্চ প্রদ্যুম্নঞ্চ মহারথম্।
জগর্হে মনসা বীর তচ্ছ্রুত্বা মহদপ্রিয়ম্ ॥১৬
অহং হি দ্বারকায়াশ্চ পিতুশ্চ কুরুনন্দন।
তেষু রক্ষাং সমাধায় প্রয়াতঃ সৌভপাতনে ॥১৭
বলদেবো মহাবাহুঃ কচ্চিজ্জীবতি শত্রুহা।
সাত্যকী রৌক্মিণেয়শ্চ চারুদেষ্ণশ্চ বীর্য্যবান্ ॥১৮
সাম্বপ্রভৃতয়শ্চৈবেত্যহমাসং সুদুর্মনাঃ।
এতেষু হি নরব্যাঘ্র জীবৎসু ন কথঞ্চন ॥১৯
শক্যঃ শূরসুতো হন্তুমপি বজ্রভৃতা স্বয়ম্।
হতঃ শূরসুতো ব্যক্তং ব্যক্তং চৈতে পরাসবঃ ॥২০
বলদেবমুখাঃ সর্ব্ব ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ।
সোহহং সর্ববিনাশং তং চিন্তয়ানো মুহুর্মুহুঃ।
অবিহ্বলো মহারাজ পুনঃ শাল্বমযোধয়ম্ ॥২১

বাণাঘাতে তাহার শরীর হইতে রক্তের ধারা বহিতে লাগিল।৮

হে মহাবাহো! অশ্বরশ্মি হস্তে সারথিকে অবসন্ন দেখিয়া আমি শাল্ববাণপ্রপীড়িত তাহাকে স্তম্ভন করিলাম, যাহাতে সে শরীরের যন্ত্রণা অনুভব করিতে না পারে।৯

হে ভারত! ইতিমধ্যে দ্বারকাবাসী একজন পুরুষ শীঘ্রই আমার রথের নিকট আসিয়া পরম-সুহৃদের ন্যায় বলিতে লাগিল, সে উগ্রসেনেরই পরিচালক। হে যুধিষ্ঠির! বিষণ্ণকণ্ঠে সে উগ্রসেনের যে সংবাদ আমাকে বলিল—তাহা শুনুন।১০-১১

হে বীর! দ্বারকাধিপতি আহুক আপনাকে এ সংবাদ দিয়াছেন,—কেশব! আপনি দ্বারকায় আসিয়া জানুন আপনার পিতৃসখা আপনাকে কি বলিতেছেন?১২

হে অপরাজেয় বৃষ্ণিনন্দন! আপনি শাল্বের সহিত যুদ্ধে নিরত অবস্থায় শাল্ব দ্বারকায় আসিয়া আপনার পিতাকে বধ করিয়াছে।১৩

হে জনার্দ্দন! সুতরাং যুদ্ধ করিয়া কি লাভ? আপনি নিবৃত্ত হইয়া দ্বারকাকেই রক্ষা করুন। ইহাই এখন আপনার পক্ষে বড় কাজ।১৪

তাহার কথা শুনিয়া আমি অত্যন্ত দুর্ম্মনা হইয়া তখন আমার কি কর্ত্তব্য এবং কি অকর্ত্তব্য কিছুই নিশ্চয় করিতে পারিলাম না।১৫

পিতৃবধরূপ ভয়ানক অপ্রিয় সংবাদ শুনিয়া আমি সাত্যকি, বলদেব, প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি মহারথগণকে মনে মনে নিন্দা করিতে লাগিলাম।১৬

হে কুরুনন্দন! আমি দ্বারকা ও পিতার রক্ষার ভার তাহাদের উপর অর্পণ করিয়াই সৌভরাজকে বধ করিতে আসিয়াছিলাম।১৭

আমার তখন সন্দেহ হইতে লাগিল মহাবাহু বলদেব, সাত্যকি, প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ, সাম্ব প্রভৃতি প্রাণে বাঁচিয়া আছেন কিনা; কারণ, আমি জানিতাম যে, ইহারা জীবিত থাকিতে স্বয়ং ইন্দ্রেরও সাধ্য নাই যে আমার পিতাকে বধ করিতে পারে। সুতরাং পিতা বসুদেব মরিয়াছেন শুনিয়া আমি বলরাম প্রভৃতি সকলের মৃত্যু হইয়াছে—ইহা নিশ্চয় করিলাম।

ততোঽপশ্যং মহারাজ প্রপতন্তমহং তদা।
সৌভাচ্ছূরসুতং বীর ততো মাং মোহ আবিশৎ ॥২২
তস্য রূপং প্রপততঃ পিতুর্মম নরাধিপ।
যযাতেঃ ক্ষীণপুণ্যস্য স্বর্গাদিব মহীতলম্ ॥২৩
বিশীর্ণমলিনোষ্ণীষঃ প্রকীর্ণাম্বরমূর্ধজঃ।
প্রপতন্ দৃশ্যতে হ স্ম ক্ষীণপুণ্য ইব গ্রহঃ ॥২৪
ততঃ শার্ঙ্গং ধনুঃশ্রেষ্ঠং করাৎ প্রপতিতং মম।
মোহাপন্নশ্চ কৌন্তেয় রথোপস্থ উপাবিশম্ ॥২৫
ততো হাহাকৃতং সর্বং সৈন্যং মে গতচেতনম্।
মাং দৃষ্ট্বা রথনীড়স্থং গতাসুমিব ভারত ॥২৬
প্রসার্য্য বাহূ পততঃ প্রসার্য্য চরণাবপি।
রূপং পিতুর্মে বিবভৌ শকুনেঃ পততো যথা ॥২৭
তং পতন্তং মহাবাহো শূলপট্টিশপাণয়ঃ।
অভিঘ্নন্তো ভৃশং বীর মম চেতো হ্যকম্পয়ন্ ॥২৮
ততো মুহূর্ত্তাৎ প্রতিলভ্য সংজ্ঞা-
মহং তদা বীর মহাবিমর্দে।
ন তত্র সৌমং ন রিপুঞ্চ শাল্বং
পশ্যামি বৃদ্ধং পিতরং ন চাপি ॥২৯
ততো মমাসীন্মনসি মায়েয়মিতি নিশ্চিতম্।
প্রবুদ্ধোঽস্মি ততো ভূয়ঃ শতশোঽবাকিরং
শরান্ ॥৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি অর্জুনাভিগমনপর্বণি
সৌভবধোপাখ্যানে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২১

মহারাজ। পুনঃ পুনঃ সকলের বিনাশের কথা চিন্তা করিয়া আমি বিহ্বলতা পরিত্যাগ করত শাল্বের সঙ্গে পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম।১৮-২১

মহারাজ। তারপর আমি দেখিতে লাগিলাম যে, আমার পিতা বসুদেব শাল্বের রথ হইতে নীচের দিকে পড়িয়া যাইতেছেন। বীর। ইহাতে আমার মন কিছুক্ষণের জন্য মোহাবিষ্ট হইল।২২

হে নরাধিপ। পুণ্য ক্ষীণ হইলে যযাতি যেমন স্বর্গ হইতে মহীতলে পতিত হইয়াছিল, আমার পিতার সেইরূপ রূপও তখন দেখাইতেছিল।২৩

তাঁহার মস্তকে উষ্ণীষ ছিন্ন ও মলিন ছিল, বস্ত্র ও কেশ বিকীর্ণ হইয়াছিল; ইহাতে ক্ষীণপুণ্য গ্রহের ন্যায় দেখাইতেছিল।২৪

হে কৌন্তেয়! তখন শার্ঙ্গ ধনু আমার হাত হইতে খসিয়া পড়িল এবং আমি মোহাচ্ছন্ন হইয়া রথের উপরে বসিয়া পড়িলাম।২৫

হে ভারত। আমাকে রথেরমধ্যে অবস্থিত ও অচেতন দেখিয়া আমার সৈন্যগণ আমাকে মৃতের ন্যায় মনে করিয়া হাহাকার করিয়া উঠিল।২৬

আমার পিতৃদেব হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় প্রসারিত করিয়া পড়িতেছিলেন, সুতরাং পতনশীল পক্ষীর আকৃতির ন্যায় তখন তাঁহার আকৃতি শোভা পাইতেছিল।২৭

হে মহাবাহো। রথ হইতে পতনোন্মুখ আমার পিতাকে শূল ও পট্টিশ হস্তে দানবগণ ভীষণ প্রহার করিতেছে দেখিয়া আমার হৃদয় কম্পিত হইতে লাগিল।২৮

অনন্তর মুহূর্ত্তের মধ্যেই আমি চেতনা ফিরিয়া পাইলাম। হে বীর। তখন দেখিলাম সেই মহাসমরক্ষেত্রে সেই সৌভ নগর, আমার শত্রু শাল্ব অথবা আমার বৃদ্ধ পিতা কেহই নাই।২৯

তখন আমি বুঝিলাম—এ সকলই আসুরী মায়া এবং পুনরায় স্বকর্ত্তব্যে প্রবুদ্ধ হইয়া শত শত শরজাল বিস্তারপূর্ব্বক রণস্থল আচ্ছাদন করিয়া ফেলিলাম।৩০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জুনাভিগমনপর্ব্বে
সৌভবধ-উপাখ্যানে একবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২১

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[শাল্ববধোপাখ্যানসমাপ্তিঃ, যুধিষ্ঠিরস্যানুমতিং গৃহীত্বা শ্রীকৃষ্ণ-ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতীনাং স্ব-স্বনগরমভি প্রস্থানঞ্চ।]

বাসুদেব উবাচ।

ততোঽহং ভরতশ্রেষ্ঠ প্রগৃহ্য রুচিরং ধনুঃ।
শরৈরপাতয়ং সৌভাচ্ছিরাংসি বিবুধদ্বিষাম্ ॥১
শরাংশ্চাশীবিষাকারানূর্ধ্বগাংস্তিগ্মতেজসঃ।
প্রৈষয়ং শাল্বরাজায় শার্ঙ্গমুক্তান্ সুবাসসঃ ॥২
ততো নাদৃশ্যত তদা সৌভং কুরুকুলোদ্বহ।
অন্তর্হিতং মায়য়াভূৎ ততোঽহং বিস্মিতোঽভবম্ ॥৩
অথ দানবসংঘাস্তে বিকৃতাননমূর্ধজাঃ।
উদক্রোশন্ মহারাজ বিষ্ঠিতে ময়ি ভারত ॥৪
ততোঽস্ত্রং শব্দসাহং বৈ ত্বরমাণো মহারণে।
অযোজয়ং তদ্বধায় ততঃ শব্দ উপারমৎ ॥৫

হতাস্তে দানবাঃ সর্বে যৈঃ স শব্দ উদীরিতঃ।
শরৈরাদিত্য-সঙ্কাশৈর্জ্বলিতৈঃ শব্দ-সাধনৈঃ ॥৬

তস্মিন্নুপরতে শব্দে পুনরেবান্যতোঽভবৎ।
শব্দোঽপরো মহারাজ তত্রাপি প্রাহরং শরৈঃ ॥৭
এবং দশ দিশঃ সর্বাস্তির্য্যগূর্ধ্বঞ্চ ভারত।
নাদয়ামাসুরসুরাস্তে চাপি নিহতা ময়া ॥৮

ততঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষং গত্বা পুনরেব ব্যদৃশ্যত।
সৌভং কামগমং বীর মোহয়ন্মম চক্ষুষা ॥৯

ততো লোকান্তকরণো দানবো দারুণাকৃতিঃ।
শিলাবর্ষেণ মহতা সহসা মাং সমাবৃণোৎ ॥১০

দ্বাবিংশ অধ্যায়

[শাল্ববধোপাখ্যান সমাপ্তি এবং যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লইয়া শ্রীকৃষ্ণ ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতির স্ব স্ব নগর অভিমুখে গমন।]

বাসুদেব বলিলেন,—হে ভরতশ্রেষ্ঠ। তারপর আমার প্রিয় ধনুক গ্রহণ করত সৌভ বিমান হইতে সুরদ্বেষিগণের মস্তক বাণজালের দ্বারা কাটিয়া ফেলিতে লাগিলাম।১

আমি আমার শার্ঙ্গধনুনির্ম্মুক্ত বিষধরসর্প সদৃশ তীব্রতেজস্বী সুন্দর পুঙ্খবিশিষ্ট বাণসমূহ শাল্বরাজের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম।২

হে কুরুকুলোজ্জ্বলকারিন্। তারপর সৌভবিমান মায়া দ্বারা অকস্মাৎ অন্তর্হিত হওয়ায় আমি আর দেখিতে না পাইয়া পরম বিস্মিত হইলাম।৩

হে ভারত। কিছুক্ষণ পরেই বিকৃত মুখ ও কেশবিশিষ্ট দানবগণ আমাকে নির্ভয়ে নিশ্চিন্তভাবে অবস্থান করিতে দেখিয়া চারিদিক্ হইতে বিকট চীৎকার করিতে লাগিল।৪

তখন আমি অতি দ্রুততাসহকারে উহাদের বধের জন্য শব্দভেদী অস্ত্র নিক্ষেপ করিলাম; তাহাতে সেই চীৎকার প্রশমিত হইল।৫

যাহারা ঐ শব্দ করিতেছিল সূর্য্যতুল্য তেজস্বী প্রজ্বলিত সেই শব্দভেদী আমার বাণসমূহের দ্বারা সেই দানবগণ প্রাণ হইতে বিযুক্ত হইল।৬

মহারাজ। সেই শব্দ থামিয়া গেলে পুনরায় অন্য দিক হইতে অপর শব্দ হইতে লাগিল, আমি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া পুনরায় সেই শর নিক্ষেপ করিলাম।৭

ভারত। এইরূপে উর্দ্ধ ও অধঃ সহিত দশদিক্ হইতে যে অসুরগণ বিকট শব্দ করিতেছিল, সেই সময় আমার শরাহত হইয়া তাহারা নিহত হইতে লাগিল।৮

হে বীর। সেই স্থান হইতে প্রাগ জ্যোতিষপুর গিয়া তথা হইতে ফিরিয়া আমার চক্ষুর্দ্বয়কে যেন মোহিত করিয়াই সেই কামগামী সৌভ বিমান পুনরায় দেখা দিল।৯

তারপর লোকনাশকারী দারুণাকৃতিবিশিষ্ট সেই দানব সহসা প্রচুর শিলাবর্ষণের দ্বারা আমাকে ঢাকিয়া ফেলিল।১০

সোঽহং পর্বতবর্ষেণ বধ্যমানঃ পুনঃ পুনঃ।
বল্মীক ইব রাজেন্দ্র পর্বতোপচিতোঽভবম্ ॥১১
ততোঽহং পর্বতচিতঃ সহয়ঃ সহসারথিঃ।
অপ্রখ্যাতিমিয়াং রাজন্ সর্বতঃ পর্বতৈশ্চিতঃ ॥১২
ততো বৃষ্ণিপ্রবীরা যে মমাসন্ সৈনিকাস্তদা।
তে ভয়ার্ত্তা দিশঃ সর্বে সহসা বিপ্রদুদ্রুবুঃ ॥১৩
ততো হাহাকৃতমভূৎ সর্বং কিল বিশাম্পতে।
দ্যৌশ্চ ভূমিশ্চ খং চৈবাদৃশ্যমানে তথা ময়ি ॥১৪
ততো বিষণ্ণমনসো মম রাজন্ সুহৃজ্জনাঃ।
রুরুদুশ্চুক্রুশুশ্চৈব দুঃখশোকসমন্বিতাঃ ॥১৫
দ্বিষতাঞ্চ প্রহর্ষোঽভূদার্ত্তিশ্চাদ্বিষতামপি।
এবং বিজিতবান্ বীর পশ্চাদশ্রৌষমচ্যুত ॥১৬

ততোঽহমিন্দ্রসহিতং সর্বপাষাণভেদনম্।
বজ্রমুদ্যম্য তান্ সর্বান্ পর্বতান্ সমশাতয়ম্ ॥১৭
ততঃ পর্বতভারার্ত্তা মন্দপ্রাণবিচেষ্টিতাঃ।
হয়া মম মহারাজ বেপমানা ইবাভবন্ ॥১৮
মেঘজালমিবাকাশে বিদার্য্যাভ্যুদিতং রবিম্।
দৃষ্ট্বা মাং বান্ধবাঃ সর্বে হর্ষমাহারয়ন্ পুনঃ ॥১৯
ততঃ পর্বতভারার্ত্তান্ মন্দপ্রাণবিচেষ্টিতান্।
হয়ান্ সন্দৃশ্য মাং সূতঃ প্রাহ তাৎকালিকং বচঃ ॥২০
সাধু সম্পশ্য বার্ষ্ণেয় শাল্বং সৌভপতিং স্থিতম্।
অলং কৃষ্ণাবমন্যৈনং সাধু যত্নং সমাচর ॥২১
মার্দ্দবং সখিতাঞ্চৈব শাল্বাদস্য ব্যপাহর।
জহি শাল্বং মহাবাহো মৈনং জীবয় কেশব ॥২২

হে রাজেন্দ্র! তখন আমি সেই পুনঃ পুনঃ পর্ব্বতবর্ষণের দ্বারা আহত হইয়া পর্ব্বতসমূহে আচ্ছাদিত উইঢিপির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলাম।১১

রাজন্! অনন্তর আমি, আমার অশ্ব ও সারথি পর্বতসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া সকলের দৃষ্টির অগোচর হইলাম।১২

তখন আমার সহিত অবস্থিত বৃষ্ণিবীরগণ ও সৈনিকগণ সকলেই সহসা ভীত হইয়া চারিদিকে পলাইতে লাগিল।১৩

মহারাজ! স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও অন্তরিক্ষে আমাকে দেখিতে না পাইয়া সকলে হাহাকার করিতে লাগিল।১৪

হে রাজন্! তখন আমার সকল সুহৃদ্‌গণ বিষণ্নমনে দুঃখশোকান্বিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল।১৫

তখন শত্রুগণের আনন্দ ও মিত্রগণের ভয়ানক দুঃখ হইল। স্বমর্য্যাদা হইতে অবিচ্যুত বীর যুধিষ্ঠির! আমি একবার এইভাবে শাল্বকর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছিলাম। আমি জ্ঞানলাভ করিয়া ইহা সারথির মুখ হইতে জানিলাম।১৬

তখন আমি সর্ব্ববিধ প্রস্তর বিদীর্ণকারী দেবরাজের প্রিয় বজ্র অস্ত্র নিক্ষেপ করত সেই সকল পর্ব্বত বিদীর্ণ করিয়া ফেলিয়া দিলাম।১৭

মহারাজ! ঐ সময় পর্ব্বতের ভারে প্রপীড়িত আমার অশ্বসমূহ মৃতপ্রায় হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল। তাহাদের সকল চেষ্টা কমিয়া যাইল।১৮

আকাশে মেঘজালকে বিদীর্ণ করিয়া প্রকাশিত সূর্য্যের ন্যায় আমাকে আকাশে দেখিতে পাইয়া আমার বান্ধবগণ পুনঃ আনন্দিত হইল।১৯

তখন পর্ব্বতভারে প্রপীড়িত ও ধীরে ধীরে প্রাণ কার্য্যের চেষ্টায় ব্যাপৃত অশ্বগণকে দেখিয়া সারথি আমাকে তৎকালোচিত বাক্যে বলিতে লাগিল।২০

হে বৃষ্ণিবংশসম্ভূত কৃষ্ণ! আপনি দেখুন ঐ সৌভপতি শাল্ব সম্মুখে বর্ত্তমান রহিয়াছে, আপনি উহাকে আর উপেক্ষা না করিয়া উহার বধের জন্য সম্যক্ যত্ন করুন।২১

সর্বৈঃ পরাক্রমৈর্বীর বধ্যঃ শত্রুরমিত্রহন্ ।
ন শত্রুরবমন্তব্যো দুর্বলোঽপি বলীয়সা ॥২৩

যোঽপি স্যাৎ পীঠগঃ কশ্চিৎ কিং পুনঃ
সমরে স্থিতঃ ।

স ত্বং পুরুষশার্দূল সর্বযত্নৈরিমং প্রভো ॥২৪

জহি বৃষ্ণিকুলশ্রেষ্ঠ মা ত্বাং কালোঽত্যগাৎ পুনঃ ।
নৈষ মার্দবসাধ্যো বৈ মতো নাপি সখা তব ॥২৫

যেন ত্বং যোধিতো বীর দ্বারকা চাবমর্দিতা ।
এবমাদি তু কৌন্তেয় শ্রুত্বাহং সারথের্বচঃ ॥২৬

তত্ত্বমেতদিতি জ্ঞাত্বা যুদ্ধে মতিমধারয়ম্ ।
বধায় শাল্বরাজস্য সৌভস্য চ নিপাতনে ॥২৭

দারুকং চাব্রুবং বীর মুহূর্ত্তং স্থীয়তামিতি ।
ততোঽপ্রতিহতং দিব্যমভেদ্যমতিবীর্য্যবৎ ॥২৮

আগ্নেয়মস্ত্রং দয়িতং সর্বসাহং মহাপ্রভম্ ।
যোজয়ং তত্র ধনুষা দানবান্তকরং রণে ॥২৯

যক্ষাণাং রাক্ষসানাঞ্চ দানবানাঞ্চ সংযুগে ।
রাজ্ঞাঞ্চ প্রতিলোমানাং ভস্মান্তকরণং মহৎ ॥৩

ক্ষুরান্তমমলং চক্রং কালান্তকযমোপমম্ ।
অনুমন্ত্র্যাহমতুলং দ্বিষতাং বিনিবর্হণম্ ॥৩১

জহি সৌভং স্ববীর্য্যেণ যে চাত্র রিপবো মম ।
ইত্যুক্ত্বা ভুজবীর্য্যেণ তস্মৈ প্রাহিণবং রুষা ॥৩

রূপং সুদর্শনস্যাসীদাকাশে পততস্তদা ।
দ্বিতীয়স্যেব সূর্য্যস্য যুগান্তে প্রপতিষ্যতঃ ॥৩৩

তৎ সমাসাদ্য নগরং সৌভং ব্যপগতত্বিষম্ ।
মধ্যেন পাটয়ামাস ক্রকচো দার্বিবোচ্ছ্রিতম্ ॥৩

হে কেশব ! আপনি সাত্বতবংশীয়গণের স্বভাব-সিদ্ধ মৃদুতা ও বন্ধুভাব পরিত্যাগ করুন । হে মহাবাহো ! ইহাকে আর বাঁচিতে দিবেন না ।২২

শত্রুনাশন বীর ! আপনার সমগ্র পরাক্রম প্রকাশ করত উহাকে বধ করুন । শত্রু দুর্ব্বল হইলেও বলবান্ রাজা তাহাকে কখনও অবহেলা করেন না ।২৩

পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী শত্রুকেও অবহেলা করিতে নাই, যে শত্রু যুদ্ধে অবস্থিত, তাহাকে তো কখনই ক্ষমা করা উচিত নহে । সুতরাং হে পুরুষশ্রেষ্ঠ প্রভো ! আপনি সর্ব্ব প্রযত্নে ইহাকে বধ করুন । হে বৃষ্ণিকুলশ্রেষ্ঠ ! আপনার যেন সময় নষ্ট না হয় । এ শত্রু মৃদুতার দ্বারা জিত হইবার নহে ; এ আপনার সখাও নহে যে, আপনি ইহাকে ক্ষমা করিবেন । প্রত্যুত এ আপনার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং আপনার দ্বারকাপুরীকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছে । হে কৌন্তেয় ! সারথির এই সকল কথা শুনিয়া আমি তাহার বক্তব্য যথার্থ বলিয়াই মনে করিলাম সৌভ নগর ও শাল্বরাজের ধ্বংসের জন্য মন করিয়া ফেলিলাম ।২৪-২৭

বীর ! তখন আমি দারুককে বলিলাম— মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর । এই বলিয়া আমি হত, অভেদ্য, অতি বীর্য্যশালী, মহাতেজস্বী, বাধাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ, যুদ্ধে দানবনাশ দিব্য প্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র ধনুতে যোজনা করিলাম ।২৮

শুধু তাহাই নহে, যুদ্ধে যক্ষ, রক্ষ, দানব ও রাজগণের ভস্মান্তকারী কাল ও যমের সদৃশ, ক্ষুরাস্ত্ররূপ অতুলনীয় চক্রকে অভিমন্ত্রিত করিয়া নাশ করিবার জন্য বলিলাম—“হে চক্র ! তুমি শক্তির দ্বারা সৌভকে ও অন্যান্য শত্রুগণকে কর ।”—এই বলিয়া আমি নিজ বাহুবলে সহিত উহাকে (চক্রকে) শাল্বের উপর করিলাম ।৩০-৩২

প্রলয়কালীন দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় রূপ

দ্বিধা কৃতং ততঃ সৌভং সুদর্শনবলাদ্ধতম্।
মহেশ্বরশরোদ্ধূতং পপাত ত্রিপুরং যথা ॥৩৫

তস্মিন্ নিপতিতে সৌভে চক্রমাগাৎ করং মম।
পুনশ্চাদায় বেগেন শাল্বায়েত্যহমব্রুবম্ ॥৩৬

ততঃ শাল্বং গদাং গুর্বীমাবিধ্যন্তং মহাহবে।
দ্বিধা চকার সহসা প্রজজ্বাল চ তেজসা ॥৩৭

তস্মিন্ বিনিহতে বীরে দানবাস্ত্রস্তচেতসঃ।
হাহাভূতা দিশো জগ্মুরর্দিতা মম সায়কৈঃ ॥৩৮

ততোঽহং সমবস্থাপ্য রথং সৌভসমীপতঃ।
শঙ্খং প্রধ্মাপ্য হর্ষেণ সুহৃদঃ পর্য্যহর্ষয়ম্ ॥৩৯

তম্মেরুশিখরাকারং বিধ্বস্তাট্টালগোপুরম্।
দহ্যমানমভিপ্রেক্ষ্য স্ত্রিয়স্তাঃ সম্প্রদুদ্রুবুঃ ॥৪০
এবং নিহত্য সমরে সৌভং শাল্বং নিপাত্য চ।
আনর্ত্তান্ পুনরাগম্য সুহৃদাং প্রীতিমাবহম্ ॥৪১
তদেতৎ কারণং রাজন্ যদহং নাগসাহ্বয়ম্।
নাগমং পরবীরঘ্ন ন হি জীবেৎ সুযোধনঃ ॥৪২
ময্যাগতেঽথবা বীর দ্যূতং ন ভবিতা তথা।
অদ্যাহং কিং করিষ্যামি ভিন্নসেতুরিবোদকম্ ॥৪৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা মহাবাহুঃ কৌরবং পুরুষোত্তমঃ।
আমন্ত্র্য প্রযযৌ শ্রীমান্ পাণ্ডবান্ মধুসূদনঃ ॥৪৪

করিয়া সুদর্শনচক্র আকাশ মার্গে গমন করিতে লাগিল।৩৩

ক্রকচ (করাত) যেমন উচ্চ কাষ্ঠখণ্ডকে দুই ভাগে ভাগ করিয়া ফেলে, সুদর্শনও তেমনই শ্রীহীন সৌভ বিমানকে দুই ভাগে কাটিয়া ফেলিল।৩৪

ভগবান্ শঙ্করের ত্রিশূলের আঘাতে ত্রিপুর যেমন ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল, সুদর্শনের আঘাতে সেই সৌভবিমানও দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পতিত হইল।৩৫

সৌভবিমান নিপতিত হইলে চক্র পুনরায় আমার হাতে ফিরিয়া আসিল। তখন আমি চক্র হাতে লইয়া তাহাকে বলিলাম—এবার তোমায় শাল্বকে বধ করিবার জন্য নিক্ষেপ করিতেছি।৩৬

মহারণস্থলে শাল্ব তখন আত্মরক্ষার জন্য প্রকাণ্ড গদা ঘুরাইতেছিল, সেই অবস্থায় সুদর্শন নিজ তেজে প্রজ্বলিত হইয়া তাহাকে দুই ভাগে কাটিয়া ফেলিল।৩৭

বীর শাল্ব প্রাণশূন্য হইয়া নিপতিত হইলে দানবগণ ভীত হইয়া পড়িল এবং আমার শরনিপীড়িত হইয়া হাহাকার করিতে করিতে চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল।৩৮

তখন আমি সৌভ বিমানের (নগরতুল্য বৃহৎ বিমানের) নিকটে আমার রথকে রাখিয়া পাঞ্চজন্য শঙ্খ বাদন করত আমার সুহৃদ্গণকে আনন্দিত করিতে লাগিলাম।৩৯

সুমেরু পর্ব্বতের শিখরসদৃশ বৃহদাকার সেই সৌভবিমানের মধ্যস্থিত অট্টালিকা গোপুর (পুরদ্বার) প্রভৃতি আগুনে জ্বলিতে লাগিল। তখন বিমান মধ্যস্থিত নারীগণ ইতস্ততঃ দৌড়াইয়া পলাইতে লাগিল।৪০

এইরূপে যুদ্ধে সৌভ নগর ও সৌভপতি শাল্বকে নিপাতিত করিয়া আমি আনর্ত্তনগরে (দ্বারকায়) ফিরিয়া আসিয়া সুহৃদ্গণের আনন্দ বর্দ্ধন করিলাম।৪১

হে শত্রুবীর বিনাশন রাজন্। এই সেই কারণ, যাহার জন্য আমি তখন হস্তিনাপুরে আসিতে পারি নাই। আমি আসিলে হয় পাশাখেলা বন্ধ হইত, নতুবা দুর্য্যোধনের প্রাণ যাইত। কিন্তু, সেতু ভিন্ন হইলে জলের বেগকে কেহ যেমন রুখিতে পারে না, তেমনই আমিও এখন হস্তিনাপুরে সংঘটিত সেই দুরাচারের কি প্রতিকার করিব?৪২-৪৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়!

অভিবাদ্য মহাবাহুর্ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্ ।
রাজ্ঞা মূর্ধন্যুপাঘ্রাতো ভীমেন চ মহাভুজঃ ॥৪৫
পরিষ্বক্তশ্চার্জুনেন যমাভ্যাং চাভিবাদিতঃ ।
সম্মানিতশ্চ ধৌম্যেন দ্রৌপদ্যা চার্চিতোঽশ্রুভিঃ॥৪৬
সুভদ্রামভিমন্যুঞ্চ রথমারোপ্য কাঞ্চনম্ ।
আরুরোহ রথং কৃষ্ণঃ পাণ্ডবৈরভিপূজিতঃ ॥৪৭
শৈব্য-সুগ্রীবযুক্তেন রথেনাদিত্যবর্চসা ।
দ্বারকাং প্রযযৌ কৃষ্ণঃ সমাশ্বাস্য যুধিষ্ঠিরম্ ॥৪৮
ততঃ প্রয়াতে দাশার্হে ধৃষ্টদ্যুম্নোঽপি পার্ষতঃ ।
দ্রৌপদেয়ানুপাদায় প্রযযৌ স্বপুরং তদা ॥৪৯
ধৃষ্টকেতুঃ স্বসারঞ্চ সমাদায়াথ চেদিরাট্ ।
জগাম পাণ্ডবান্ দৃষ্ট্বা রম্যাং শুক্তিমতীং পুরীম্ ॥৫০
কেকয়াশ্চাপ্যনুজ্ঞাতাঃ কৌন্তেয়েনামিতৌজসা ।
আমন্ত্র্য পাণ্ডবান্ সর্বান্ প্রযযুস্তেঽপি ভারত ॥৫১
ব্রাহ্মণাশ্চ বিশশ্চৈব তথা বিষয়বাসিনঃ ।
বিসৃজ্যমানাঃ সুভৃশং ন ত্যজন্তি স্ম পাণ্ডবান্ ॥৫২
সমবায়ঃ স রাজেন্দ্র সুমহাদ্ভুতদর্শনঃ ।
আসীন্মহাত্মনাং তেষাং কাম্যকে ভরতর্ষভ ॥৫৩
যুধিষ্ঠিরস্তু বিপ্রাংস্তাননুমান্য মহামনাঃ ।
শশাস পুরুষান্ কালে রথান্ যোজয়তেতি বৈ ॥৫৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি অর্জুনাভিগমনপর্বণি
সৌভবধোপাখ্যানে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২২

পুরুষোত্তম মহাবাহু মধুসূদন যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া পাণ্ডবগণকে আমন্ত্রণ করত দ্বারকায় চলিয়া গেলেন ।৪৪

মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অভিবাদন করিলেন। যুধিষ্ঠির ও ভীম উভয়েই আজানুলম্বিত-বাহু শ্রীকৃষ্ণের মস্তক আঘ্রাণ করিলেন ।৪৫

অর্জ্জুন তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং নকুল ও সহদেব দুই যমজ ভাই তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। পুরোহিত ধৌম শ্রীকৃষ্ণকে সম্মানিত করিলেন এবং দ্রৌপদী চোখের জলের দ্বারা তাহার পূজা করিলেন ।৪৬

অনন্তর পাণ্ডবগণের দ্বারা প্রপূজিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সুভদ্রা ও অভিমন্যুকে রথে বসাইয়া স্বয়ং তাহাতে আরোহণ করিলেন ।৪৭

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস প্রদান করিয়া শৈব্য ও সুগ্রীব নামক দুই অশ্বের দ্বারা বাহিত সূর্য্যতুল্য তেজস্বী রথে আরোহণ করত দ্বারকায় গমন করিলেন ।৪৮

শ্রীকৃষ্ণ গমন করিলে তখন দ্রুপদতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকে সঙ্গে লইয়া স্বীয় পাঞ্চাল নগরীতে চলিয়া গেলেন ।৪৯

তখন চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু নকুলের স্ত্রী ও তাহার ভগিনী করেণুমতীকে লইয়া পাণ্ডবগণকে দর্শন করত রমণীয় নিজ শুক্তিমতী পুরীতে চলিয়া গেলেন ।৫০

হে ভারত। কেকয়রাজকুমারগণও অমিত-তেজস্বী কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞা লইয়া পাণ্ডবগণকে আমন্ত্রণ করত নিজ রাজধানীতে চলিয়া গেলেন ।৫১

যুধিষ্ঠিরের রাজ্যনিবাসী ব্রাহ্মণগণ ও বৈশ্যগণ পাণ্ডবগণ কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ গমনানুমতিপ্রাপ্ত হইলেও তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া গেলেন না ।৫২

হে ভরতবংশাবতংশ মহারাজ জনমেজয়! সেই কাম্যকবনে মহাত্মা পুরুষগণের অদ্ভুত সমাবেশ দর্শনীয় হইয়াছিল ।৫৩

অনন্তর মহামনা যুধিষ্ঠির ব্রাহ্মণগণের অনুমতি গ্রহণ করত নিজ সেবকগণকে আদেশ করিলেন—তোমরা সকল রথের যোজনা কর ।৫৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জুনাভিগমনপর্ব্বে
সৌভবধ-উপাখ্যানে দ্বাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।২২

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[দ্বৈতবনে গমনায় পাণ্ডবানামুদ্যোগঃ, প্রজানাং ব্যাকুলতা চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্মিন্ দশার্হাধিপতৌ প্রয়াতে
যুধিষ্ঠিরো ভীমসেনার্জ্জুনৌ চ।
যমৌ চ কৃষ্ণা চ পুরোহিতশ্চ
রথান্ মহার্হান্ পরমাশ্বযুক্তান্ ॥১

আস্থায় বীরাঃ সহিতা বনায়
প্রতস্থিরে ভূতপতিপ্রকাশাঃ।
হিরণ্যনিষ্কান্ বসনানি গাশ্চ
প্রদায় শিক্ষাক্ষরমন্ত্রবিদ্ভ্যঃ ॥২

প্রেষ্যাঃ পুরো বিংশতিরাত্তশস্ত্রা
ধনূংষি শস্ত্রাণি শরাংশ্চ দীপ্তান্।
মৌর্বীশ্চ যন্ত্রাণি চ সায়কাংশ্চ
সর্বে সমাদায় জঘন্যমীয়ুঃ ॥৩

ততস্তু বাসাংসি চ রাজপুত্র্যা
ধাত্র্যশ্চ দাস্যশ্চ বিভূষণঞ্চ।
তদিন্দ্রসেনস্ত্বরিতঃ প্রগৃহ্য
জঘন্যমেবোপযযৌ রথেন ॥৪

ততঃ কুরুশ্রেষ্ঠমুপেত্য পৌরাঃ
প্রদক্ষিণং চক্রুরদীনসত্ত্বাঃ।
তং ব্রাহ্মণাশ্চাভ্যবদন্ প্রসন্না
মুখ্যাশ্চ সর্বে কুরুজাঙ্গলানাম্ ॥৫

স চাপি তানভ্যবদৎ প্রসন্নঃ
সহৈব তৈর্ভ্রাতৃভির্ধর্মরাজঃ।
তস্থৌ চ তত্রাধিপতির্মহাত্মা
দৃষ্ট্বা জনৌঘং কুরুজাঙ্গলানাম্ ॥৬

পিতেব পুত্রেষু স তেষু ভাবং
চক্রে কুরূণামৃষভো মহাত্মা।
তে চাপি তস্মিন্ ভরতপ্রবর্হে
তদা বভূবুঃ পিতরীব পুত্রাঃ ॥৭

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

(দ্বৈতবনে গমন করিবার জন্য পাণ্ডবগণের উদ্যোগ এবং প্রজাগণের ব্যাকুলতা।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! যাদবকুলের অধিপতি শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া গেলে যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদী এবং পুরোহিত ধৌম্য—সকলে মিলিয়া শ্রেষ্ঠ অশ্বযুক্ত মহামূল্য রথে আরোহণ করিয়া ভগবান্ শঙ্করের সদৃশ শোভা ধারণ করত অন্য বনের দিকে প্রস্থানে উদ্যত হইলেন। তাঁহারা বেদ-বেদাঙ্গপারদর্শী ও মন্ত্রবিদ্ ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণ মুদ্রা, গাভী এবং বস্ত্র প্রভৃতি দান করত তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ লইয়া যাত্রা করিলেন।১-২

তাঁহাদের যাত্রার পূর্ব্বেই বিশ জন শস্ত্রধারী ভৃত্য ধনু, অস্ত্র, প্রদীপ্ত বাণসমূহ, মৌর্ব্বী (গুণ), যন্ত্রসমূহ এবং নানাপ্রকার সায়ক লইয়া পশ্চিম দিকে যাত্রা করিয়াছিল।৩

তদনন্তর সারথি ইন্দ্রসেন রাজকুমারী সুভদ্রার বস্ত্র, আভরণ, ধাত্রী দাসীগণকে লইয়া সঙ্গে সঙ্গেই শীঘ্র রথে আরোহণ করত দ্বারকাপুরীর দিকে চলিল।৪

তখন পুরবাসিগণ কুরুশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে প্রদক্ষিণ করিলেন এবং কুরুজাঙ্গলদেশীয় শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ সকলে প্রসন্নচিত্তে তাঁহাকে বলিলেন।৫

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত প্রসন্ন হইয়া তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন এবং কুরুজাঙ্গল দেশের আরও জনতাকে আসিতে দেখিয়া মহাত্মা মহারাজ যুধিষ্ঠির সেখানে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিলেন।৬

কুরুশ্রেষ্ঠ মহাত্মা যুধিষ্ঠির সেই প্রজাবৃন্দের সহিত

ততস্তমাসাদ্য মহাজনৌঘাঃ
কুরুপ্রবীরং পরিবার্য্য তস্থুঃ।
হা নাথ হা ধর্ম ইতি ব্রুবাণা
ভীতাশ্চ সর্বেঽশ্রুমুখাশ্চ রাজন্ ॥৮

বরঃ কুরূণামধিপঃ প্রজানাং
পিতেব পুত্রানপহায় চাস্মান্।
পৌরানিমান্ জানপদাংশ্চ সর্বান্
হিত্বা প্রয়াতঃ ক নু ধর্মরাজঃ ॥৯

ধিগ্ ধার্ত্তরাষ্ট্রং সুনৃশংসবুদ্ধিং
ধিক্ সৌবলং পাপমতিঞ্চ কর্ণম্।
অনর্থমিচ্ছন্তি নরেন্দ্র পাপা
যে ধর্মনিত্যস্য সতস্তবৈবম্ ॥১০

স্বয়ং নিবেশ্যাপ্রতিমং মহাত্মা
পুরং মহাদেবপুরপ্রকাশম্।
শতক্রতুপ্রস্থমমেয়কর্মা
হিত্বা প্রয়াতঃ ক নু ধর্মরাজঃ ॥১১

চকার যামপ্রতিমাং মহাত্মা
সভাং ময়ো দেবসভাপ্রকাশাম্।
তাং দেবগুপ্তামিব দেবমায়াং
হিত্বা প্রয়াতঃ ক নু ধর্মরাজঃ ॥১২

তান্ ধর্মকামার্থবিদুত্তমৌজা
বীভৎসুরুচ্চৈঃ সহিতানুবাচ।
আদাস্যতে বাসমিমং নিরুষ্য
বনেষু রাজা দ্বিষতাং যশাংসি ॥১৩

দ্বিজাতিমুখ্যাঃ সহিতাঃ পৃথক্ চ
ভবদ্ভিরাসাদ্য তপস্বিনশ্চ।
প্রসাদ্য ধর্মার্থবিদশ্চ বাচ্যা
যথার্থসিদ্ধিঃ পরমা ভবেন্নঃ ॥১৪

ইত্যেবমুক্তে বচনেঽর্জুনেন
তে ব্রাহ্মণাঃ সর্ববর্ণাশ্চ রাজন্।
মুদাভ্যনন্দন্ সহিতাশ্চ চক্রুঃ
প্রদক্ষিণং ধর্মভৃতাং বরিষ্ঠম্ ॥১৫

পুত্রের প্রতি পিতার ন্যায় ব্যবহার করিলেন এবং তাঁহারাও তাঁহার প্রতি পিতার প্রতি পুত্রের ন্যায় ব্যবহার করিলেন।৭

সেই বিরাট জনতা নিকটে আসিয়া কুরুশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে চারিদিকে ঘিরিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে 'হা নাথ! হা ধর্ম্ম'। এইরূপ বলিতে বলিতে ভীতচিত্তে অনুতাপ করিতে লাগিলেন।৮

কুরুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও কুরুদেশীয় প্রজাগণের পালক ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির পুত্রতুল্য নাগরিক ও গ্রাম্য প্রজাবৃন্দকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়াছেন ?৯

অত্যন্ত নির্দ্দয়হৃদয় ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণকে ধিক্, শকুনি ও পাপমতি কর্ণকেও ধিক্। হে নরেন্দ্র। যাহারা ধর্ম্মনিরত আপনার ন্যায় সজ্জনের অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা করেন, তাহারা পাপিষ্ঠ।১০

যে মহাত্মা পুরুষ স্বয়ং প্রযত্ন করিয়া মহাদেবে কৈলাসপুরী সদৃশ অনুপম ইন্দ্রপ্রস্থনামক নগ নির্ম্মাণ করত অতুলনীয় কর্ম্মের পরিচয় দিয়াছেন, সেই ধর্ম্মরাজ আজ উহা ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইতেছেন ?১১

যে মহাত্মা ময় দানব দেবসভাতুল্য অতুলনী সভা নির্ম্মাণ করিয়াছেন, দেবতাগণের দ্বারা পালি দেবমায়ার ন্যায় সেই সভাকে পরিত্যাগ করি ধর্ম্মরাজ কোথায় চলিয়াছেন ?১২

ধর্ম্ম, অর্থ ও কামরূপ পুরুষার্থত্রয়ে অভি বীভৎসু (অর্জ্জুন) সেই সমবেত জনতাকে বলিলেন— রাজা যুধিষ্ঠির বনবাসের দ্বাদশ বৎসরকাল অতি বাহিত করিয়া শীঘ্রই ফিরিয়া আসিবেন।১৩

আপনারা সকলে মিলিত হইয়া কিংবা পৃ পৃথক্ ভাবে ধর্ম্মার্থতত্ত্ববিদ্ ব্রাহ্মণগণ ও তপস্বিগণে

LIBRARY
No..........
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

আমন্ত্র্য পার্থঞ্চ বৃকোদরঞ্চ
ধনঞ্জয়ং যাজ্ঞসেনীং যমৌ চ।
প্রতস্থিরে রাষ্ট্রমপেতহর্ষা
যুধিষ্ঠিরেণানুমতা যথাস্বম্ ॥১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি অর্জুনাভিগমনপর্বণি
দ্বৈতবনপ্রবেশে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৩

নিকট যাইয়া আশীর্বাদ প্রার্থনা করুন যেন আমাদের উত্তম অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়।১৪

অর্জ্জুন এইরূপ বলিলে হে রাজন্! ব্রাহ্মণগণ ও অন্য সব বর্ণের মনুষ্যগণ সকলেই প্রসন্ন চিত্তে তাঁহার বাক্য অভিনন্দিত করিলেন এবং সকলে মিলিয়া ধর্ম্মাত্মাগণশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠিরকে প্রদক্ষিণ করিলেন।১৫

তারপর তাঁহারা অর্জ্জুন, ভীম, যাজ্ঞসেনী ও যমজ ভাই দুটীকে আমন্ত্রণ করিলেন এবং যুধিষ্ঠিরের অনুমতি লইয়া বিষণ্ণচিত্তে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন।১৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জুনাভিগমনপর্ব্বে
দৈত্যবনপ্রবেশ-উপাখ্যানে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৩

চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবানাং দ্বৈতবনে গমনম্।

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততস্তেষু প্রয়াতেষু কৌন্তেয় সত্যসঙ্গরঃ।
অভ্যভাষত ধর্মাত্মা ভ্রাতৃন্ সর্বান্ যুধিষ্ঠিরঃ ॥১
দ্বাদশেমানি বর্ষাণি বস্তব্যং নির্জনে বনে।
সমীক্ষধ্বং মহারণ্যে দেশং বহুমৃগদ্বিজম্ ॥২
বহুপুষ্পফলং রম্যং শিবং পুণ্যজনাবৃতম্।
যত্রেমাঃ শরদঃ সর্বাঃ সুখং প্রতিবসেমহি ॥৩
এবমুক্তে প্রত্যুবাচ ধর্মরাজং ধনঞ্জয়ঃ।
গুরুবন্মানবগুরুং মানয়িত্বা মনস্বিনম্ ॥৪
অর্জুন উবাচ।
ভবানেব মহর্ষীণাং বৃদ্ধানাং পর্য্যুপাসিতা।
অজ্ঞাতং মানুষে লোকে ভবতো নাস্তি কিঞ্চন ॥৫
ত্বয়া হ্যুপাসিতা নিত্যং ব্রাহ্মণা ভরতর্ষভ।
দ্বৈপায়নপ্রভৃতয়ো নারদশ্চ মহাতপাঃ ॥৬

চতুর্বিংশ অধ্যায়

(পাণ্ডবগণের দ্বৈতবনে গমন।)

তারপর তাহারা চলিয়া গেলে সত্যসন্ধ ধর্ম্মাত্মা কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণকে বলিতে লাগিলেন।১

এই বার বৎসর আমাদিগকে নির্জ্জন বনে বাস করিতে হইবে, সুতরাং বিশাল বন মধ্যে বহু মৃগ ও দ্বিজে পরিপূর্ণ এমন কোনও স্থান নির্ণয় কর।২

বহু পুষ্প ও ফল যে স্থানে আছে এবং যে স্থানে পুণ্যবান্ জনের বাসস্থান, এইরূপ রমণীয় ও কল্যাণকর স্থান নির্ণয় কর; যে স্থানে আমরা আনন্দে বাস করিতে পারি।৩

ধর্ম্মরাজ এইরূপ বলিলে তখন ধনঞ্জয় সেই নরপতি মনস্বী যুধিষ্ঠিরকে গুরুর ন্যায় সম্মান প্রদান করিয়া প্রত্যুত্তরে বলিলেন।৪

যঃ সর্ব্বলোকদ্বারাণি নিত্যং সঞ্চরতে বশী।
দেবলোকাদ্ ব্রহ্মলোকং গন্ধর্ব্বাপ্সরসামপি ॥৭

অনুভাবাংশ্চ জানাসি ব্রাহ্মণানাং ন সংশয়ঃ।
প্রভাবাংশ্চৈব বেত্থ ত্বং সর্ব্বেষামেব পার্থিব ॥৮

ত্বমেব রাজন্ জানাসি শ্রেয়ঃ কারণমেব চ।
যথেচ্ছসি মহারাজ নিবাসং তত্র কুর্ম্মহে ॥৯

ইদং দ্বৈতবনং নাম সরঃ পুণ্যজনোচিতম্।
বহুপুষ্পফলং রম্যং নানাদ্বিজনিষেবিতম্ ॥১০

অত্রেমা দ্বাদশ সমা বিহরেমেতি রোচয়ে।
যদি তেঽনুমতং রাজন্ কিমন্যন্মন্যতে ভবান্ ॥১১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মমাপ্যেতন্মতং পার্থ ত্বয়া যৎ সমুদাহৃতম্।
গচ্ছামঃ পুণ্যবিখ্যাতং মহদ্ দ্বৈতবনং সরঃ ॥১২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তে প্রযযুঃ সর্ব্বে পাণ্ডবা ধর্ম্মচারিণঃ।
ব্রাহ্মণৈর্ব্বহুভিঃ সার্দ্ধং পুণ্যং দ্বৈতবনং সরঃ ॥১৩
ব্রাহ্মণাঃ সাগ্নিহোত্রাশ্চ তথৈব চ নিরগ্নয়ঃ।
স্বাধ্যায়িনো ভিক্ষবশ্চ তথৈব বনবাসিনঃ ॥১৪
বহবো ব্রাহ্মণাস্তত্র পরিবব্রুর্যুধিষ্ঠিরম্।
তপঃসিদ্ধা মহাত্মানঃ শতশঃ সংশিতব্রতাঃ ॥১৫
তে যাত্বা পাণ্ডবাস্তত্র ব্রাহ্মণৈর্ব্বহুভিঃ সহ।
পুণ্যং দ্বৈতবনং রম্যং বিবিশুর্ভরতর্ষভাঃ ॥১৬

অর্জ্জুন বলিলেন,—জ্ঞানবৃদ্ধ ও মহর্ষিগণের আপনিই অধিক উপাসনা করিয়া থাকেন; সুতরাং মনুষ্যলোকে আপনার অজ্ঞাত কোন স্থান থাকিতে পারে না।৫

হে ভরতর্ষভ। আপনি সর্ব্বদাই মহর্ষি দ্বৈপায়ন প্রভৃতি মহাতপস্বী ব্রাহ্মণগণের ও দেবর্ষি নারদেরও উপাসনা করিয়া থাকেন।৬

যে জিতেন্দ্রিয় দেবর্ষি নারদ দেবলোক হইতে ব্রহ্মলোক এবং গন্ধর্ব ও অপ্সরলোক পর্য্যন্ত সকলের দ্বারে দ্বারে অবাধে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, আপনি তাঁহারও বিশেষ ভাবে সেবা করিয়া থাকেন।৭

হে রাজন্। আপনি বিশেষভাবে সকল ব্রাহ্মণের অনুভাব ও প্রভাব জানেন—ইহাতে সংশয় নাই।৮

সুতরাং আপনি আমাদের পক্ষে কোন স্থান বাসের পক্ষে শ্রেয়স্কর হইবে, তাহা আপনিই ভাল করিয়া জানেন। সুতরাং যেখানে ইচ্ছা করিবেন, সেইস্থানেই আমরা সানন্দে বাস করিব।৯

এই যে পবিত্র জলে পরিপূর্ণ, বহু পুষ্প ও ফলে সুশোভিত এবং নানা পক্ষী ও ব্রাহ্মণগণের বাসস্থান দ্বৈতবননামক সরোবর। ইহা অতি রমণী সরোবর।১০

এখানে বার বৎসর কাল বাস করিতে আমা খুব রুচি হইতেছে। হে রাজন্! আপনার অনুম হইলে আমরা এখানেই বাস করিতে পারি আপনি কি অন্য কোন অধিক রমণীয় স্থানের ক চিন্তা করিতেছেন?১১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে পার্থ। তুমি যে স্থানে কথা বলিতেছ, উহা আমারও অভিমত। চল আম পুণ্যের দ্বারা বিখ্যাত এই দ্বৈতবননামক মহা সরোবরেই যাই।১২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর ধর্ম্মাচরণকারী পাণ্ডবগণ বহু ব্রাহ্মণের সহিত পুণ্য দ্বৈতবননাম সরোবরে গিয়া উপস্থিত হইলেন।১৩

অগ্নিহোত্র, নিরগ্নি, বেদাধ্যয়নে নিরত বানপ্র এবং সন্ন্যাসী সকল প্রকার কঠোর ব্রতধা তপস্যাসিদ্ধ মহাত্মাগণ আসিয়া যুধিষ্ঠিরকে পরির করিয়া বসিলেন।১৪-১৫

ভরতবংশাবতংস পাণ্ডুনন্দনগণ বহু ব্রাহ্মণের সহি যাইয়া পুণ্য দ্বৈতবনে মধ্যে প্রবেশ করিলেন।১৬

তমালতালাম্রমধুকনীপ-
কদম্বসর্জার্জুনকর্ণিকারৈঃ ।
তপাত্যয়ে পুষ্পধরৈরুপেতং
মহাবনং রাষ্ট্রপতির্দদর্শ ॥১৭

মহাদ্রুমাণাং শিখরেষু তস্থু-
র্মনোরমাং বাচমুদারয়ন্তঃ ।
ময়ূরদাত্যূহচকোরসঙ্ঘা-
স্তস্মিন্ বনে বর্হিণকোকিলাশ্চ ॥১৮

করেণুযূথৈঃ সহ যূথপানাং
মদোৎকটানামচলপ্রভাণাম্ ।
মহান্তি যূথানি মহাদ্বিপানাং
তস্মিন্ বনে রাষ্ট্রপতির্দদর্শ ॥১৯

মনোরমাং ভোগবতীমুপেত্য
পূতাত্মনাং চীরজটাধরাণাম্ ।
তস্মিন্ বনে ধর্মভৃতাং নিবাসে
দদর্শ সিদ্ধর্ষিগণাননেকান্ ॥২০

ততঃ স যানাদবরুহ্য রাজা
সভ্রাতৃকঃ সজনঃ কাননং তৎ ।
বিবেশ ধর্মাত্মবতাং বরিষ্ঠ-
স্ত্রিবিষ্টপং শক্র ইবামিতৌজাঃ ॥২১

তং সত্যসন্ধং সহসাভিপেতু-
র্দিদৃক্ষবশ্চারণসিদ্ধসঙ্ঘাঃ ।
বনৌকসশ্চাপি নরেন্দ্রসিংহং
মনস্বিনং তং পরিবার্য্য তস্থুঃ ॥২২

স তত্র সিদ্ধানভিবাদ্য সর্বান্
প্রত্যচিতো রাজবদ্ দেববচ্চ ।
বিবেশ সর্বৈঃ সহিতৈঃ দ্বিজাগ্র্যৈঃ
কৃতাঞ্জলির্ধর্মভৃতাং বরিষ্ঠঃ ॥২৩

স পুণ্যশীলঃ পিতৃবন্মহাত্মা
তপস্বিভির্ধর্মপরৈরুপেত্য ।
প্রত্যচিতঃ পুষ্পধরস্য মূলে
মহাদ্রুমস্যোপবিবেশ রাজা ।২৪

মহারাজ যুধিষ্ঠির দেখিলেন যে, সেই মহাবন তমাল, তাল, আম, মহুয়া, নীপ, কদম্ব, সাল, অর্জ্জুন কর্ণিকার এবং গ্রীষ্মান্তে (বর্ষাকালে) পুষ্পধারণকারী বৃক্ষসমূহের দ্বারা সুশোভিত ।১৭

বড় বড় বৃক্ষসমূহের শিখরদেশে ময়ূর, ডাহুক, চকোর, বর্হিণ (সঙ্ঘচ্যুত ময়ূর) এবং কোকিল প্রভৃতি পক্ষীসমূহ মনোরম শব্দ করিতেছে ।১৮

মহারাজ যুধিষ্ঠির আরও দেখিলেন যে, পর্বতের ন্যায় আকারবিশিষ্ট হস্তিনীগণের সহিত বর্ত্তমান মদমত্ত যূথপতি হস্তিসমূহের বহু যূথ সেই বনের মধ্যে বিচরণ করিতেছে ।১৯

মনোরমা সরস্বতী নদীতে অবগাহন করত যাঁহাদের হৃদয় পবিত্র হইয়াছে, এমন জটাবল্কলধারী ধার্ম্মিক তপস্বিগণের বাসস্থান সেই মহাবনে মহারাজ অনেক সিদ্ধর্ষিগণকে দেখিতে পাইলেন ।২০

অনন্তর ইন্দ্র যেমন অমরাবতীতে প্রবেশ করেন, তেমনি ধর্মাত্মগণশ্রেষ্ঠ মহারাজ যুধিষ্ঠিরও রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া ভ্রাতৃগণ ও সঙ্গী ব্রাহ্মণাদি জনগণের সহিত সেই বনে প্রবিষ্ট হইলেন ।২১

তখন সেই সত্যসন্ধ মনস্বী মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে দেখিতে ইচ্ছা করিয়া চারণ সিদ্ধগণ এবং বনবাসী বানপ্রস্থী ঋষিগণ তাঁহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া বসিলেন ।২২

ধার্ম্মিকগণশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজও সকল সিদ্ধপুরুষকে রাজার ন্যায় অর্চ্চনা করিলেন এবং তাঁহাদের দ্বারা দেববৎ প্রতিপূজিত হইয়া শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের সহিত কৃতাঞ্জলিপুটে বনে প্রবেশ করিলেন ।২৩

ভীমশ্চ কৃষ্ণা চ ধনঞ্জয়শ্চ
যমৌ চ চানুচরা নরেন্দ্রম্।
বিমুচ্য বাহানবশাশ্চ সর্বে
তত্রোপতস্থুর্ভরতপ্রবর্হাঃ ॥২৫

লতাবতানাবনতঃ স পাণ্ডবৈ-
র্মহাদ্রুমঃ পঞ্চভিরেব ধন্বিভিঃ।
বভৌ নিবাসোপগতৈর্মহাত্মভি-
র্মহাগিরির্বারণযূথপৈরিব ॥২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি অর্জুনাভিগমনপর্বণি
দ্বৈতবনপ্রবেশে চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৪

সেই পুণ্যবান্ মহাত্মা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মনিষ্ঠ তপস্বিগণের দ্বারা পিতার ন্যায় প্রতিপূজিত হইয়া পুষ্পধর মহাবৃক্ষের মূলে বসিলেন।২৪

ভরতবংশশ্রেষ্ঠ ভীম, ধনঞ্জয়, নকুল, সহদেব এবং কৃষ্ণা ও অন্যান্য সেবকগণ সকলেই রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া যুধিষ্ঠিরের বশ্যতা প্রদর্শন-পূর্ব্বক তাঁহার সমীপে উপবেশন করিলেন।২৫

মহাগিরি যেমন যূথপতি হস্তিগণের দ্বা সুশোভিত হয়, লতা ও পুষ্পভারে অবনত সেই বৃক্ষ তখন ধনুর্দ্ধারী পঞ্চ পাণ্ডব এবং নিকটে অবস্থি মহাপুরুষগণের দ্বারা সেইরূপ শোভা ধার করিল।২৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জুনাভিগমনপর্ব্বে দ্বৈতবনপ্রবেশ-উপাখ্যানে চতুর্বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৪

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবেভ্যো ধর্মমুপদিশ্য মার্কণ্ডেয়মুনেরুত্তরদিশি গমনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
তৎ কাননং প্রাপ্য নরেন্দ্রপুত্রাঃ
সুখোচিতা বাসমুপেত্য কৃচ্ছ্রম্।
বিজহ্রুরিন্দ্রপ্রতিমাঃ শিবেষু
সরস্বতীশালবনেষু তেষু ॥১

যতীংশ্চ রাজা স মুনীংশ্চ সর্বাং-
স্তস্মিন্ বনে মূলফলৈরুদগ্রৈঃ।
দ্বিজাতিমুখ্যানৃষভঃ কুরূণাং
সন্তর্পয়ামাস মহানুভাবঃ ॥২

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

[পাণ্ডবগণকে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া মহর্ষি মার্কাণ্ডেয়ের উত্তর দিকে প্রস্থান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! সুখভোগের যোগ্য ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী সেই রাজপুত্রগণ বনবাস দুঃখপ্রাপ্ত হইয়া দ্বৈতবনের সরস্ব নদীর তীরে এবং সুখদায় শালবনসমূহে বিচর করিয়া সময় অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।১

মহানুভব রাজা যুধিষ্ঠির সেই বনজাত শ্রেষ্ঠ শ্রে ফলমূলসমূহের দ্বারা (সূর্য্যের বরে) বনস্থ বানপ্রস্থী সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন।২

ইষ্টীশ্চ পিত্র্যাণি তথা ক্রিয়াশ্চ
মহাবনে বসতাং পাণ্ডবানাম্ ।
পুরোহিতস্তত্র সমৃদ্ধতেজা-
শ্চকার ধৌম্যঃ পিতৃবন্নৃপাণাম্ ॥৩

অপেত্য রাষ্ট্রাদ্ বসতাং তু তেষা-
মৃষিঃ পুরাণোঽতিথিরাজগাম ।
তমাশ্রমং তীব্রসমৃদ্ধতেজা
মার্কণ্ডেয়ঃ শ্রীমতাং পাণ্ডবানাম্ ॥৪

তমাগতং জ্বলিতহুতাশনপ্রভং
মহামনাঃ কুরুবৃষভো যুধিষ্ঠিরঃ ।
অপূজয়ৎ সুরঋষিমানবাচিতং
মহামুনিং হ্যনুপমসত্ত্ববীর্য্যবান্ ॥৫

স সর্ববিদ্ দ্রৌপদীং বীক্ষ্য কৃষ্ণাং
যুধিষ্ঠিরং ভীমসেনার্জুনৌ চ ।

অত্যন্ত তেজস্বী পুরোহিত ধৌম্যও পিতার ন্যায় তাঁহাদের দ্বারা দৈব ও পৈতৃক কর্ম্মসমূহ যথাবিধি সেই মহাবনেই অনুষ্ঠান করাইতে লাগিলেন ।৩

অনন্তর শ্রীমান্ পাণ্ডবগণ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া বনবাস করিতেছেন—ইহা জানিতে পারিয়া তপঃপ্রভাবে অতিতেজস্বী পুরাণ ঋষি মার্কণ্ডেয় পাণ্ডবগণের আশ্রমে আগমন করিলেন ।৪

অনুপম বল ও বীর্য্যসমন্বিত কুরুশ্রেষ্ঠ মহামনা যুধিষ্ঠির প্রজ্বলিত অগ্নিসদৃশ দীপ্তিমান্, সুরনর ঋষিগণের দ্বারা অর্চ্চিত মহামুনি মার্কণ্ডেয়কে যথোচিত পূজা করিলেন ।৫

সেই সর্ব্বজ্ঞ অমিততেজা মার্কণ্ডেয় মুনি দ্রৌপদী, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবকে বনবাসী দেখিয়া মনে মনে বনবাসী শ্রীরামচন্দ্রের কথা স্মরণ করিয়া ঈষৎ হাস্য করত তপস্বিগণের মধ্যে উপবেশন করিলেন ।৬

সংস্মৃত্য রামং মনসা মহাত্মা
তপস্বিমধ্যেঽস্ময়তামিতৌজাঃ ॥৬

তং ধর্মরাজো বিমনা ইবাব্রবীদ্
সর্বে হ্রিয়া সন্তি তপস্বিনোঽমী ।
ভবানিদং কিং স্ময়তীব হৃষ্ট-
স্তপস্বিনাং পশ্যতাং মামুদীক্ষ্য ॥৭

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

ন তাত হৃষ্যামি ন চ স্ময়ামি
প্রহর্ষজো মাং ভজতে ন দর্পঃ ।
তবাপদং ত্বদ্য সমীক্ষ্য রামং
সত্যব্রতং দাশরথিং স্মরামি ॥৮

স চাপি রাজা সহ লক্ষ্মণেন
বনে নিবাসং পিতুরেব শাসনাৎ ।
ধন্বী চরন্ পার্থ ময়ৈব দৃষ্টো
গিরেঃ পুরা ঋষ্যমূকস্য সানৌ ॥৯

(মার্কণ্ডেয়মুনির স্মিত হাস্য দর্শনে) কিঞ্চিৎ বিমনা হইয়াই যেন ধর্ম্মরাজ বলিলেন—এখানে অবস্থিত সকল তপস্বীই আমার অবস্থা দর্শনে কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন, একমাত্র আপনাকেই দেখিতেছি তপস্বিগণের সমক্ষে আমাকে দেখিয়াই যেন স্মিত হাস্য করিতেছেন।—ইহার কারণ কি ?৭

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে বৎস। তোমাকে দেখিয়া আমি আনন্দিতও হইতেছি না অথবা স্মিত হাস্যও করিতেছি না, প্রহর্ষজনিত কোন দর্প আমাকে আশ্রয় করে না। তোমার এই বিপদ দর্শনে আমার আজ সত্যসন্ধ দশরথনন্দন শ্রীরামের কথা স্মরণ হইয়াছে, (তজ্জনিত হর্ষই হয়ত আমার মুখে হাস্যাকারে দেখা দিয়াছে)।৮

সেই রাজা শ্রীরাম পিতার আদেশে লক্ষ্মণসহ বনে গিয়াছিলেম। পৃথাসুত। তিনি ধনু ধারণ

সহস্রনেত্রপ্রতিমো মহাত্মা
যমস্য নেতা নমুচেশ্চ হন্তা।
পিতুর্নিদেশাদনঘঃ স্বধর্মং
বাসং বনে দাশরথিশ্চকার ॥১০

স চাপি শক্রস্য সমপ্রভাবো
মহানুভাবঃ সমরেষ্বজেয়ঃ।
বিহায় ভোগানচরদ্ বনেষু
নেশে বলস্যেতি চরেদধর্মম্ ॥১১

ভূপাশ্চ নাভাগভগীরথাদয়ো
মহীমিমাং সাগরান্তাং বিজিত্য।
সত্যেন তেঽপ্যজয়ংস্তাত লোকান্
নেশে বলস্যেতি চরেদধর্মম্ ॥১২

অলর্কমাহুর্নরবর্য্য সন্তং
সত্যব্রতং কাশিকরূষরাজম্।
বিহায় রাজ্যানি বসূনি চৈব
নেশে বলস্যেতি চরেদধর্মম্ ॥১

ধাত্রা বিধির্যো বিহিতঃ পুরাণৈ-
স্তং পূজয়ন্তো নরবর্য্য সন্তঃ।
সপ্তর্ষয়ঃ পার্থ দিবি প্রভান্তি
নেশে বলস্যেতি চরেদধর্মম্ ॥১

মহাবলান্ পর্বতকূটমাত্রান্
বিষাণিনঃ পশ্য গজান্ নরেন্দ্র।
স্থিতান্ নিদেশে নরবর্য্য ধাতু-
র্নেশে বলস্যেতি চরেদধর্মম্ ॥১

সর্বাণি ভূতানি নরেন্দ্র পশ্য
তথা যথাবদ্ বিহিতং বিধাত্রা।
স্বযোনিতঃ কর্ম সদা চরন্তি
নেশে বলস্যেতি চরেদধর্মম্ ॥১

করিয়া যখন ঋষ্যমূক পর্ব্বতের সানুদেশে পূর্ব্বকালে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন আমি তাঁহাকে দেখিয়াছিলাম।৯

যিনি ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী ছিলেন, যিনি যমেরও নিয়ন্তা এবং যিনি নমুচিদৈত্যেরও হন্তা, সেই নিষ্পাপ মহাত্মা দশরথনন্দনও স্বধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য পিতার আদেশে বনে বাস করিয়াছিলেন।১০

সেই মহানুভব শ্রীরাম ইন্দ্রের ন্যায় প্রভাবশালী এবং যুদ্ধে সকলের অজেয় হইয়াও রাজ্যভোগ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে বাস করিয়াছিলেন। সুতরাং নিজের বল থাকিলেও সেই বলের অহঙ্কারে অধর্ম্মের আচরণ করা উচিত নহে।১১

হে বৎস! নাভাগ ভগীরথ প্রভৃতি রাজন্যবৃন্দ সাগরান্তা পৃথিবীকে জয় করিয়াও সত্যনিষ্ঠার দ্বারা উত্তম ঊর্দ্ধলোকসকল লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং বল দর্পবশতঃ অধর্ম্মের আচরণ করা উচিত নহে।১২

হে নরশ্রেষ্ঠ! কাশী ও করূষদেশের অধি অলর্ক সত্যব্রত ও সাধুপুরুষ বলিয়া খ্যাতি করিয়াছেন। তিনি সত্যনিষ্ঠাবশে রাজ্য ও রাশিকেও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সু শক্তির অহঙ্কারবশতঃ কখনও অধর্ম্ম আচরণ উচিত নহে।১৩

নরোত্তম! বিধাতা পুরাতন বেদাদি বাক্যসমূ দ্বারা যে সকল ধর্ম্মের বিধান করিয়াছেন, অনুষ্ঠান করিয়া সপ্তর্ষিগণ গগনমণ্ডলে জ্যোতি শোভা পাইতেছেন। কুন্তীপুত্র! সুতরাং শক্তির অধর্ম্মের অনুষ্ঠান উচিত নহে।১৪

হে নরশ্রেষ্ঠ রাজন্! পর্ব্বতশৃঙ্গতুল্য আকৃতিবি মহাবলশালী দীর্ঘদন্তযুক্ত হস্তিসমূহকে দেখি উহারাও বল থাকিলেও বিধাতার নির্দ্দেশের হইয়া চলে। সুতরাং বলমদে মত্ত হইয়া অ আচরণ করা উচিত নহে।১৫

সত্যেন ধর্মেণ যথার্হবৃত্ত্যা
হ্রিয়া তথা সর্বভূতান্যতীত্য।
যশশ্চ তেজশ্চ তবাপি দীপ্তং
বিভাবসোর্ভাস্করস্যেব পার্থ ॥১৭

যথাপ্রতিজ্ঞঞ্চ মহানুভাব
কৃচ্ছ্রং বনে বাসমিমং নিরুষ্য।
ততঃ শ্রিয়ং তেজসা তেন দীপ্তা-
মাদাস্যসে পার্থিব কৌরবেভ্যঃ ॥১৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তমেবমুক্ত্বা বচনং মহর্ষি-
স্তপস্বিমধ্যে সহিতং সুহৃদ্ভিঃ।
আমন্ত্র্য ধৌম্যং সহিতাংশ্চ পার্থাং-
স্ততঃ প্রতস্থে দিশমুত্তরাং সঃ ॥১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি অর্জ্জুনাভিগমনপর্বণি
দ্বৈতবনপ্রবেশে পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৫

হে নরেন্দ্র! দেখ সমস্ত প্রাণী বিধাতার বিহিত নির্দ্দেশের অধীন হইয়া নিজ নিজ যোনির অনুরূপ কর্ম্মই সর্ব্বদা আচরণ করে। সুতরাং শক্তিমদে মত্ত হইয়া অধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা উচিত নহে।১৬

হে পার্থ! সত্য ও ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া যথাযোগ্য আচরণ করায় এবং লজ্জা প্রভৃতি সদ্‌গুণসমূহ থাকায় তুমি সমস্ত প্রাণীকে অতিক্রম করিয়া উচ্চে স্থান পাইয়াছ। আজ তোমারও যশ এবং তেজ দেদীপ্যমান হইয়া সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে।১৭

হে মহানুভব! হে রাজন্! নিজ প্রতিজ্ঞা অনুসারে বনবাসের এই কষ্ট ভোগ করিয়া তুমিও কৌরবগণের নিকট হইতে নিজতেজদীপ্তা রাজলক্ষ্মী পুনরায় প্রাপ্ত হইবে।১৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তপস্বিগণের মধ্যে যুধিষ্ঠিরকে এই সকল উপদেশ প্রদান করিয়া পুরোহিত ধৌম্য এবং সুহৃদ্‌গণের সহিত বর্ত্তমান মহারাজ যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণের নিকট হইতে বিদায় লইয়া মহর্ষি মার্কণ্ডেয় উত্তর দিকে চলিয়া গেলেন।১৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জুনাভিগমনপর্ব্বে
দ্বৈতবনপ্রবেশ-উপাখ্যানে পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৫

ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[দল্‌ভপুত্র-বকেন যুধিষ্ঠিরায় ব্রাহ্মণানাং মহত্ত্বস্য কথনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বসৎসু বৈ দ্বৈতবনে পাণ্ডবেষু মহাত্মসু।
অনুকীর্ণং মহারণ্যং ব্রাহ্মণৈঃ সমপদ্যত ॥১

ঈর্য্যমাণেন সততং ব্রহ্মঘোষেণ সর্বশঃ।
ব্রহ্মলোকসমং পুণ্যমাসীদ্ দ্বৈতবনং সরঃ ॥২

ষড়্বিংশ অধ্যায়।

[দল্‌ভপুত্র বক কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরকে ব্রাহ্মণগণের মহত্ত্ব কথন।]

দ্বৈতবনে মহাত্মা পাণ্ডবগণ যখন বাস করিতেছিলেন, তখন ব্রাহ্মণগণের দ্বারা সেই মহাবন পরিপূর্ণ হইয়া গেল।১

চারিদিকে ব্রাহ্মণগণের বেদধ্বনির দ্বারা নিনাদিত

যজুষামৃচাং সাম্নাঞ্চ গদ্যানাং চৈব সর্বশঃ।
আসীদুচ্চার্য্যমাণানাং নিঃস্বনো হৃদয়ঙ্গমঃ ॥৩

জ্যাঘোষশ্চৈব পার্থানাং ব্রহ্মঘোষশ্চ ধীমতাম্।
সংসৃষ্টং ব্রহ্মণা ক্ষাত্রং ভূয় এব ব্যরোচত ॥৪

অথাব্রবীদ্ বকো দাল্ভ্যো ধর্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্।
সন্ধ্যাং কৌন্তেয়মাসীনমৃষিভিঃ পরিবারিতম্ ॥৫

পশ্য দ্বৈতবনে পার্থ ব্রাহ্মণানাং তপস্বিনাম্।
হোমবেলাং কুরুশ্রেষ্ঠ সম্প্রজ্বলিতপাবকাম্ ॥৬

চরন্তি ধর্মং পুণ্যেহস্মিংস্ত্বয়া গুপ্তা ধৃতব্রতাঃ।
ভৃগবোহঙ্গিরসশ্চৈব বাশিষ্ঠাঃ কাশ্যপৈঃ সহ ॥৭

আগস্ত্যাশ্চ মহাভাগা আত্রেয়াশ্চোত্তমব্রতাঃ।
সর্বস্য জগতঃ শ্রেষ্ঠা ব্রাহ্মণাঃ সঙ্গতাস্ত্বয়া ॥৮

ইদন্তু বচনং পার্থ শৃণুষ্ব গদতো মম।
ভ্রাতৃভিঃ সহ কৌন্তেয় যৎ ত্বাং বক্ষ্যামি কৌরব ॥

ব্রহ্ম ক্ষত্রেণ সংসৃষ্টং ক্ষত্রঞ্চ ব্রহ্মণা সহ।
উদীর্ণে দহতঃ শত্রূন্ বনানীবাগ্নি-মারুতৌ ॥১০

নাব্রাহ্মণস্তাত চিরং বুভূষে-
দিচ্ছন্নিমং লোকমমুঞ্চ জেতুম্।
বিনীতধর্মার্থমপেতমোহং
লব্ধ্বা দ্বিজং নুদতি নৃপঃ সপত্নান্ ॥১১

হইয়া সেই পুণ্য দ্বৈতবন ও তদন্তর্গত সরোবর ব্রহ্মলোক তুল্য শোভা ধারণ করিল।২

ঋক্, যজু ও পদ্যাত্মক সামবেদমন্ত্র এবং গদ্যাত্মক উচ্চারণনিয়মহীন ব্রাহ্মণবাক্যসমূহের উচ্চারণের হৃদয়ঙ্গম ধ্বনি তথায় সর্ব্বদা শ্রুত হইতে লাগিল।৩

পাণ্ডবগণের জ্যাঘোষ (ধনুর গুণের টঙ্কারধ্বনি) এবং ব্রাহ্মণগণের বেদধ্বনি মিলিত হইয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণের সম্মিলন সূচনা করিয়া তথায় পরম শোভা বিস্তার করিল।৪

অনন্তর একদিন যুধিষ্ঠির সন্ধ্যাবন্দন করিতেছিলেন, এমন সময় দল্ভমুনির পুত্র বক ঋষিগণের দ্বারা পরিবৃত কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠিরকে বলিতে লাগিলেন।৫

হে পার্থ। হে কুরুশ্রেষ্ঠ। দ্বৈতবনে তপস্বী ব্রাহ্মণগণের হোমের কালটী কেমন সুন্দর দেখাইতেছে। সকল যজ্ঞবেদির উপর এই সময় যুগপৎ অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে।৬

তোমার দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া ব্রতধারী ভৃগু, বশিষ্ঠ ও অঙ্গিরা ঋষির বংশধর ব্রাহ্মণগণ কশ্যপমুনির বংশধরগণের সহিত মিলিত হইয়া এই পুণ্যক্ষে নির্ব্বিঘ্নে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন।৭

এইরূপে অগস্ত্য, অত্রি প্রভৃতি মহামুনিগণের বংশোদ্ভূত মহাভাগ্যবান্ উত্তমব্রতধারী সম্পূ জগতের শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ এই স্থানে তোমার সহি সমাগত হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিতেছেন।৮

হে পার্থ। হে কুরুকুলোদ্ভব। হে কুন্তীনন্দন। আমি যে কথা বলিতেছি, ভ্রাতৃগণের সাহত তুমি সেই কথা শ্রবণ কর।৯

অগ্নি ও বায়ু সম্মিলিত হইয়া যেমন মহারণ্যে দগ্ধ করিতে পারে, তেমনই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের সা ও ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের সাহিত একত্র মিলিত হই শত্রুগণকে নাশ করিতে পারে।১০

বৎস! ব্রাহ্মণের সাহায্য ব্যতিরেকে অব্রাহ্ম ইহলোক ও পরলোক জয় করিতে ইচ্ছা করিলে তাহা স্থায়িভাবে লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ধর্ম্ম অর্থলাভের উপায় সম্বন্ধে অভিজ্ঞ এবং মোহশূ ব্রাহ্মণকে প্রাপ্ত হইলে রাজা শত্রুগণকে বিনা করিতে পারেন।১১

চরন্ নৈঃশ্রেয়সং ধর্ম্মং প্রজাপালনকারিতম্।
নাধ্যগচ্ছদ্ বলির্লোকে তীর্থমন্যত্র বৈ দ্বিজাৎ ॥১২

অনূনমাসীদসুরস্য কামৈ-
র্বৈরোচনেঃ শ্রীরপি চাক্ষয়াসীৎ।
লব্ধ্বা মহীং ব্রাহ্মণসম্প্রযোগাৎ
তেষ্বাচরন্ দুষ্টমথো ব্যনশ্যৎ ॥১৩

নাব্রাহ্মণং ভূমিরিয়ং সভূতি-
র্বর্ণং দ্বিতীয়ং ভজতে চিরায়।
সমুদ্রনেমির্নমতে তু তস্মৈ
যং ব্রাহ্মণঃ শাস্তি নয়ৈর্বিনীতম্ ॥১৪

কুঞ্জরস্যেব সংগ্রামে পরিগৃহ্যাঙ্কুশগ্রহম্।
ব্রাহ্মণৈর্বিপ্রহীণস্য ক্ষত্রস্য ক্ষীয়তে বলম্ ॥১৫

ব্রাহ্মণ্যনুপমা দৃষ্টিঃ ক্ষাত্রমপ্রতিমং বলম্।
তৌ যদা চরতঃ সার্দ্ধং তদা লোকঃ প্রসীদতি ॥১৬

প্রজাপালনজনিত কল্যাণজনক ধর্ম্মকে প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছুক মহারাজ বলিও (অসুর হইয়া) ব্রাহ্মণের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া অন্য কোন উপায় দেখিতে পান নাই।১২

ব্রাহ্মণগণের সম্যক্ সহায়তা লাভ করিয়া বিরোচনপুত্র বলি সমস্ত আবশ্যকীয় কামভোগ-সামগ্রীসম্পন্ন পার্থিব রাজ্য ও অচলা লক্ষ্মী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণের সহিত দুর্ব্যবহার করিতে গিয়াই তিনি লক্ষ্মী ও স্বর্গরাজ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন।১৩

সমস্ত ধন ঐশ্বর্য্যের সহিত এই বসুন্ধরা ব্রাহ্মণের সাহায্যশূন্য ক্ষত্রিয়কে দীর্ঘকাল আশ্রয় করিয়া থাকে না। যে নীতিজ্ঞ ক্ষত্রিয়কে ব্রাহ্মণ শাসন করেন, সমুদ্রান্তা পৃথিবী তাহারই পদতলে লুণ্ঠিত হয়।১৪

যেমন হস্তীপকশূন্য (মাহুতবিহীন) হাতী যুদ্ধকালে বলশূন্য হইয়া পড়ে, তেমনই ব্রাহ্মণের সাহায্যশূন্য হইয়া ক্ষত্রিয়ও বলহীন হইয়া পড়ে।১৫

যথা হি সুমহানগ্নিঃ কক্ষং দহতি সানিলঃ।
তথা দহতি রাজন্যো ব্রাহ্মণেন সমং রিপুম্ ॥১৭

ব্রাহ্মণেষ্বেব মেধাবী বুদ্ধিপর্য্যেষণং চরেৎ।
অলব্ধস্য চ লাভায় লব্ধস্য পরিবৃদ্ধয়ে ॥১৮

অলব্ধলাভায় চ লব্ধবৃদ্ধয়ে
যথার্হতীর্থপ্রতিপাদনায়।
যশস্বিনং বেদবিদং বিপশ্চিতং
বহুশ্রুতং ব্রাহ্মণমেব বাসয় ॥১৯

ব্রাহ্মণেষূত্তমা বৃত্তিস্তব নিত্যং যুধিষ্ঠির
তেন তে সর্বলোকেষু দীপ্যতে প্রথিতং যশঃ ॥২০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তে ব্রাহ্মণাঃ সর্বে বকং দাল্‌ভ্যমপূজয়ন্।
যুধিষ্ঠিরে স্তূয়মানে ভূয়ঃ সুমনসোঽভবন্ ॥২১

ব্রাহ্মণের অসাধারণ বিচারশক্তি এবং ক্ষত্রিয়ের অতুলনীয় বল—এই উভয় যখন একত্র চলিতে থাকে তখন সমস্ত জগৎ সুখী হয়।১৬

যেমন বায়ুর সহায়তা লাভ করত অগ্নি দীপ্যমান হইয়া সমস্ত বন দগ্ধ করে, তেমনই ব্রাহ্মণের সহায়তায় রাজা শত্রুকে বিনাশ করে।১৭

বুদ্ধিমান্ রাজা অলব্ধ বস্তুর লাভে এবং লব্ধ বস্তুর পরিরক্ষণে ব্রাহ্মণদেরই নিকট বুদ্ধি গ্রহণ করিবেন।১৮

অলব্ধ বস্তুর লাভ করিবার জন্য, লব্ধ বস্তুর পরিরক্ষণের জন্য ও যথাযোগ্য পাত্রে দান করিবার জন্য যশস্বী, বেদবিৎ, বিদ্বান্ এবং বহুশ্রুত ব্রাহ্মণগণকে তুমি এখানে বাস করাও।১৯

হে যুধিষ্ঠির! ব্রাহ্মণের প্রতি তোমার হৃদয়ে উত্তম ভাব বর্ত্তমান, সুতরাং তোমার যশ প্রদীপ্ত হইয়া সমস্ত লোকে প্রসিদ্ধি লাভ করিতেছে।২০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়!

দ্বৈপায়নো নারদশ্চ জামদগ্ন্যঃ পৃথুশ্রবাঃ।
ইন্দ্রদ্যুম্নো ভালুকিশ্চ কৃতচেতাঃ সহস্রপাৎ ॥২২
কর্ণশ্রবাশ্চ মুঞ্জশ্চ লবণাশ্বশ্চ কাশ্যপঃ।
হারীতঃ স্থূণকর্ণশ্চ অগ্নিবেশ্যোঽথ শৌনকঃ ॥২৩
কৃতবাক্ চ সুবাক্ চৈব বৃহদশ্বো বিভাবসুঃ।
ঊর্দ্ধরেতা বৃষামিত্রঃ সুহোত্রো হোত্রবাহনঃ ॥২৪
এতে চান্যে চ বহবো ব্রাহ্মণাঃ সংশিতব্রতাঃ।
অজাতশত্রুমানর্চুঃ পুরন্দরমিবর্ষয়ঃ ॥২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়া
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি অর্জুনাভিগমনপর্ব্বণি
দ্বৈতবনপ্রবেশে ষড়্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৬

যুধিষ্ঠিরের প্রশংসা করাতে তত্রত্য ব্রাহ্মণগণ দল্‌ভপুত্র বককে পূজা করিলেন এবং নিজেরাও খুবই আনন্দিত হইলেন।২১

ঋষিগণ যেমন দেবরাজ ইন্দ্রকে সম্মানিত করিয়া থাকেন, তেমনই দ্বৈপায়ন বেদব্যাস, নারদ, জামদগ্নি (পরশুরাম), পৃথুশ্রবা, ইন্দ্রদ্যুম্ন, ভালুকি, কৃতচেতা, সহস্রপাৎ, কর্ণশ্রবা, মুঞ্জ, লবণাশ্ব, কাশ্যপ, হারী স্থূণকর্ণ, অগ্নিবেশ্য, শৌনক, কৃতবাক্, সুবাক্, বৃহ বিভাবসু, ঊর্দ্ধরেতা, বৃষামিত্র, সুহোত্র, হোত্রবাহন-প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ এবং এইরূপ অন্যান্য আ কঠোর ব্রতধারী ব্রাহ্মণগণ অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিতেন।২২-২৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জুনাভিগমনপর্ব্বে
দ্বৈতবনপ্রবেশ-উপাখ্যানে ষড়্‌বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৬

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরস্য ক্রোধোদ্রেকায় দ্রৌপদ্যা উক্তিঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততো বনগতাঃ পার্থাঃ সায়াহ্নে সহ কৃষ্ণয়া।
উপবিষ্টাঃ কথাশ্চক্রুর্দুঃখশোকপরায়ণাঃ ॥১
প্রিয়া চ দর্শনীয়া চ পণ্ডিতা চ পতিব্রতা।
অথ কৃষ্ণা ধর্ম্মরাজমিদং বচনমব্রবীদ্ ॥২
দ্রৌপদ্যুবাচ।
ন নূনং তস্য পাপস্য দুঃখমস্মাসু কিঞ্চন।
বিদ্যতে ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য নৃশংসস্য দুরাত্মনঃ ॥৩

সপ্তবিংশ অধ্যায়

[যুধিষ্ঠিরের ক্রোধের উদ্রেকের জন্য দ্রৌপদীর উক্তি]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর বনবাসী কুন্তীনন্দনগণ সায়াহ্নকালে দ্রৌপদীর সহিত একত্র উপবিষ্ট হইয়া দুঃখশোকপরায়ণতাবশতঃ বর্ত্তালাপ করিতে লাগিলেন।১

দেখিতে সুন্দরী, বিদুষী, পতিব্রতা এবং পা গণের সকলেরই প্রিয়া দ্রৌপদী ধর্ম্মরাজকে এই বলিলেন।২

দ্রৌপদী বলিলেন,—হে রাজন্! আমি মনে সেই দুষ্ট নির্দ্দয় ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধনের আমাদের জন্য বিন্দুমাত্রই দুঃখ হইতেছে না।৩

যস্ত্বাং রাজন্ ময়া সার্ধমজিনৈঃ প্রতিবাসিতম্ ।
বনং প্রস্থাপ্য দুষ্টাত্মা নান্বতপ্যত দুর্মতিঃ ॥৪
আয়সং হৃদয়ং নূনং তস্য দুষ্কৃতকর্ম্মণঃ ।
যস্ত্বাং ধর্মপরং শ্রেষ্ঠং রূক্ষাণ্যশ্রাবয়ৎ তদা ॥৫
সুখোচিতমদুঃখার্হং দুরাত্মা সসুহৃদ্গণঃ ।
ঈদৃশং দুঃখমানীয় মোদতে পাপপূরুষঃ ॥৬
চতুর্ণামেব পাপানামস্রং ন পতিতং তদা ।
ত্বয়ি ভারত নিষ্ক্রান্তে বনযাজিনবাসসি ॥৭
দুর্য্যোধনস্য কর্ণস্য শকুনেশ্চ দুরাত্মনঃ ।
দুর্ভ্রাতুস্তস্য চোগ্রস্য রাজন্ দুঃশাসনস্য চ ॥৮
ইতরেষান্তু সর্বেষাং কুরূণাং কুরুসত্তম ।
দুঃখেনাভিপরীতানাং নেত্রেভ্যঃ প্রাপতজ্জলম্ ॥৯

হে রাজন্! সেই দুষ্ট হৃদয় দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন যখন অজিন (মৃগচর্ম) পরাইয়া তোমার সহিত আমাকে বনে পাঠাইতে পারিয়াছে, তখন সে নিশ্চিতই তাহার জন্য অনুতাপ করিতেছে না।৪

সে যখন তোমার মত ধার্ম্মিক জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে সভামধ্যে ঐরূপ কর্কশ বাক্য বলিতে সমর্থ হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে সেই পাপীর হৃদয় লৌহনির্ম্মিত।৫

সেই দুরাত্মা পাপিষ্ঠ সুখভোগের যোগ্য ও দুঃখাভোগের অযোগ্য তোমাকে দুঃখসাগরে নিমজ্জিত করিয়া নিজ সুহৃদ্গণের সহিত আনন্দ অনুভব করিতেছে।৬

ভারত! তুমি যখন অজিন পরিধান করিয়া বনে নির্গত হইতেছিলে, তখন চারিজন পুরুষই মাত্র অশ্রু-বিসর্জ্জন করে নাই।৭

রাজন্! দুর্য্যোধন, কর্ণ, দুরাত্মা শকুনি এবং উগ্রস্বভাব দুষ্ট ভ্রাতা দুঃশাসন—এই চারিজনেরই মাত্র চোখে জল আসে নাই।৮

হে কুরুসত্তম! অন্যান্য সকল কুরুবংশীয়গণ তোমার দুঃখে অভিভূত হইয়া চোখের জল ফেলিয়াছে।৯

ইদঞ্চ শয়নং দৃষ্ট্বা যচ্চাসীৎ তে পুরাতনম্ ।
শোচামি ত্বাং মহারাজ দুঃখানর্হং সুখোচিতম্ ॥১০
দান্তং যচ্চ সভামধ্য আসনং রত্নভূষিতম্ ।
দৃষ্ট্বা কুশবৃষীং চেমাং শোকো মাং প্রদহত্যয়ম্ ॥১১
যদপশ্যং সভায়াং ত্বাং রাজভিঃ পরিবারিতম্ ।
তচ্চ রাজন্নপশ্যন্ত্যাঃ কা শান্তির্হৃদয়স্য মে ॥১২
যা ত্বাহং চন্দনাদিগ্ধমপশ্যং সূর্য্যবর্চসম্ ।
সা ত্বাং পঙ্কমলাদিগ্ধং দৃষ্ট্বা মুহ্যামি ভারত ॥১৩
যা ত্বাহং কৌশিকৈর্বস্ত্রৈঃ শুভ্রৈরাচ্ছাদিতং পুরা ।
দৃষ্টবত্যস্মি রাজেন্দ্র সা ত্বাং পশ্যামি চীরিণম্ ॥১৪
যচ্চ তদ্রুক্মপাত্রীভির্ব্রাহ্মণেভ্যঃ সহস্রশঃ ।
হ্রিয়তে তে গৃহাদন্নং সংস্কৃতং সার্বকামিকম্ ॥১৫

হে মহারাজ! তোমার এই শয্যা দেখিয়া দুঃখের অযোগ্য সুখোচিত তোমার পূর্ব্বশয্যার কথা স্মরণ করিয়া আমার শোক হইতেছে।১০

তোমার এই কুশের আসন দেখিয়া সভামধ্যস্থিত তোমার রত্নখচিত হাতীর দাঁতের সিংহাসনের কথা স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় শোকে দগ্ধ হইতেছে।১১

রাজন্! আমি যেরূপে সভামধ্যে রাজগণ পরিবৃত অবস্থায় তোমাকে দেখিয়াছি, আজ তাহা না দেখিয়া আমার হৃদয়ে শান্তি কোথায়?১২

ভারত! যে তোমাকে আমি চন্দনলিপ্ত শরীরে সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতে দেখিয়াছি, সেই তোমাকে পঙ্কমললিপ্ত দেখিয়া আমি শোকে মুহ্যমান হইতেছি।১৩

হে রাজেন্দ্র! আমি যে তোমাকে উজ্জ্বল রেশমী শুভ্র বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় দেখিয়াছি, আজ সেই তোমাকে চীর (বল্কল খণ্ড) পরিহিত দেখিতেছি।১৪

একদিন এমন ছিল, যখন তোমার রাজপ্রসাদ হইতে সোণার থালায় করিয়া সর্ব প্রকার রুচির

যতীনামগৃহাণাং তে তথৈব গৃহমেধিনাম্।
দীয়তে ভোজনং রাজন্নতীব গুণবৎ প্রভো ॥১৬
সংকৃতানি সহস্রাণি সর্বকামৈঃ পুরা গৃহে।
সর্বকামৈঃ সুবিহিতৈর্যদপূজয়থা দ্বিজান্ ॥১৭
তচ্চ রাজন্নপশ্যন্ত্যাঃ কা শান্তির্হৃদয়স্য মে।
যত্তে ভ্রাতৄন্ মহারাজ যুবানো মৃষ্টকুণ্ডলাঃ ॥১৮
অভোজয়ন্ত মিষ্টান্নৈঃ সূদাঃ পরমসংস্কৃতৈঃ।
সর্বাংস্তানদ্য পশ্যামি বনে বন্যেন জীবিনঃ ॥১৯
অদুঃখার্হান্ মনুষ্যেন্দ্র নোপশাম্যতি মে মনঃ।
ভীমসেনমিমং চাপ দুঃখিতং বনবাসিনম্ ॥২০
ধ্যায়তঃ কিং ন মন্যুস্তে প্রাপ্তে কালে বিবর্ধতে।
ভীমসেনং হি কর্মাণি স্বয়ং কুর্বাণমচ্যুতম্ ॥২১

সুখার্হং দুঃখিতং দৃষ্ট্বা কস্মান্মন্যুর্ন বর্ধতে।
সংকৃতং বিবিধৈর্যানৈর্বস্ত্রৈরুচ্চাবচৈস্তথা ॥২২
তং তে বনগতং দৃষ্ট্বা কস্মান্মন্যুর্ন বর্ধতে।
অয়ং কুরূন্ রণে সর্বান্ হন্তুমুৎসহতে প্রভুঃ ।
ত্বৎপ্রতিজ্ঞাং প্রতীক্ষংস্তু সহতেঽয়ং বৃকোদরঃ।
যোঽর্জ্জুনেনার্জুনস্তুল্যো দ্বিবাহুর্বহুবাহুনা ॥২৪
শরাবমর্দে শীঘ্রত্বাৎ কালান্তকযমোপমঃ।
যস্য শস্ত্রপ্রতাপেন প্রণতাঃ সর্বপার্থিবাঃ ॥২৫
যজ্ঞে তব মহারাজ ব্রাহ্মণানুপতস্থিরে।
তমিমং পুরুষব্যাঘ্রং পূজিতং দেবদানবৈঃ ॥
ধ্যায়ন্তমর্জ্জুনং দৃষ্ট্বা কস্মাদ্ রাজন্ ন কুপ্যসি

অনুকূল অন্ন সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণের জন্য পরিবেশিত হইত।১৫

হে রাজন্! হে প্রভো! সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ব্রাহ্মণদিগকে ঐদিনে অতীব গুণসম্পন্ন স্বাদিষ্ট অন্নের দ্বারা ভোজন করান হইত।১৬

পূর্ব্বে তোমার প্রাসাদে সহস্র সহস্র সুবর্ণময় পাত্র অন্নের দ্বারা পরিপূর্ণ থাকিত, তুমি তাহা হইতে ইচ্ছানুরূপ ভোজ্য বস্তু গ্রহণ করত ব্রাহ্মণগণের সৎকার করিতে।১৭

হে রাজন্! আজ তাহা না দেখিয়া আমার হৃদয়ে কি করিয়া শান্তি থাকিতে পারে? হে মহারাজ! তোমার যে ভ্রাতৃবৃন্দ কুণ্ডল পরিধান করিয়া উত্তম পাচকগণের দ্বারা পরিপক্ক উৎকৃষ্ট স্বাদিষ্ট অন্ন স্বয়ং পরিবেশন করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইত, আজ তাহাদিগকে বনে বন্যফলের দ্বারা জীবন ধারণ করিতে দেখিতেছি।১৮-১৯

হে নরপতে! যাহারা দুঃখভোগের যোগ্য নহে, তাহাদিগকে দুঃখিত দেখিয়া আমার মন কিছুতেই শান্তিলাভ করিতেছে না। ভীমসেনকে বনবাসী ও দুঃখিত দেখিয়া যথাকালে তোমার ক্রোধ কেন ব হইতেছে না? সুখভোগের যোগ্য ও সুকর্ম অবিচ্যুত ভীমসেনকে আজ এইরূপ নিজ হাতে কর্ম করিতে এবং দুঃখ ভোগ করিতে দে তোমার ক্রোধ কেন বর্দ্ধিত হইতেছে না?

যে ভীমসেনের বিবিধ সুন্দর বস্ত্রসমূহ ও প্রকার যানদ্বারা সৎকার করা হইত, তা বনমধ্যে দুঃখে বিচরণ করিতে দেখিয়া তোমার কেন ক্রোধ বর্দ্ধিত হইতেছে না?

এই বৃকোদর একাকীই সমগ্র কৌরব সংহার করিতে সমর্থ, কিন্তু সে কেবল আ প্রতিজ্ঞাকে স্মরণ করিয়াই সব সহ্য যাইতেছে।

যে দ্বিবাহু অর্জ্জুনের তুলনা কেবল ব অর্জ্জুনের (কার্ত্তবীর্য্যার্জুনের) সহিতই হইতে যে যুদ্ধে যুগপৎ এমন শীঘ্রতার সহিত বাণ করিতে পারে যে, তাহাকে কালান্তক যম বলিয়া হয়। হে মহারাজ! যাহার অস্ত্রের প্রভাবে রাজা তোমার বশ্যতা স্বীকার করিতেছে এবং য শস্ত্রমহিমায় আকৃষ্ট হইয়া সকল ব্রাহ্মণ রাজসূয়

দৃষ্ট্বা বনগতং পার্থমদুঃখার্হং সুখোচিতম্।
ন চ বর্ধতে মন্যুস্তেন মুহ্যামি ভারত ॥২৭
যো দেবাংশ্চ মনুষ্যাংশ্চ সর্পাংশ্চৈকরথোঽজয়ৎ।
তং তে বনগতং দৃষ্ট্বা কস্মান্মন্যুর্ন বর্ধতে ॥২৮
যো যানৈরদ্ভুতাকারৈর্হয়ৈর্নাগৈশ্চ সংবৃতঃ।
প্রসহ্য বিত্তান্যাদত্ত পার্থিবেভ্যঃ পরন্তপ ॥২৯
ক্ষিপত্যেকেন বেগেন পঞ্চবাণশতানি যঃ।
তং তে বনগতং দৃষ্ট্বা কস্মান্মন্যুর্ন বর্ধতে ॥৩০
শ্যামং বৃহন্তং তরুণং চর্মিণামুত্তমং রণে।
নকুলং তে বনে দৃষ্ট্বা কস্মান্মন্যুর্ন বর্ধতে ॥৩১
দর্শনীয়ঞ্চ শূরঞ্চ মাদ্রীপুত্রং যুধিষ্ঠির।
সহদেবং বনে দৃষ্ট্বা কস্মাৎ ক্ষমসি পার্থিব ॥৩২
নকুলং সহদেবঞ্চ দৃষ্ট্বা তে দুঃখিতাবুভৌ।
অদুঃখার্হৌ মনুষ্যেন্দ্র কস্মান্মন্যুর্ন বর্ধতে ॥৩৩
দ্রুপদস্য কুলে জাতাং স্নুষাং পাণ্ডোর্মহাত্মনঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নস্য ভগিনীং বীরপত্নীমনুব্রতাম্ ॥৩৪
মাং বৈ বনগতাং দৃষ্ট্বা কস্মাৎ ক্ষমসি পার্থিব ॥৩৫
নূনঞ্চ তব বৈ নাস্তি মন্যুর্ভরতসত্তম।
যৎ তে ভ্রাতৄংশ্চ মাঞ্চৈব দৃষ্ট্বা ন ব্যথতে মনঃ ॥৩৬
ন নির্মন্যুঃ ক্ষত্রিয়োঽস্তি লোকে নির্বচনং স্মৃতম্।
তদদ্য ত্বয়ি পশ্যামি ক্ষত্রিয়ে বিপরীতবৎ ॥৩৭

যো ন দর্শয়তে তেজঃ ক্ষত্রিয়ঃ কাল আগতে।
সর্বভূতানি তং পার্থ সদা পরিভবন্ত্যুত ॥৩৮

উপনীত হইয়া সম্মান বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, দেব ও দানবগণের দ্বারা পূজিত সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে বনবাস দুঃখভোগ করিতে দেখিয়া শত্রুগণের প্রতি তোমার ক্রোধের উদ্রেক কেন হইতেছে না ?২০-২৬

ভারত! দুঃখভোগের অযোগ্য সুখভোগের যোগ্য সেই অর্জ্জুনকে বনের মধ্যে কষ্ট পাইতে দেখিয়া তোমার মনে ক্রোধের উদ্রেক হইতেছে না দেখিয়া আমি মুহ্যমান হইতেছি।২৭

যে নিজে সকল দেবতা, সর্প ও মনুষ্যকে একরথে জয় করিয়াছে, সেই অর্জ্জুনকে বনবাসী দেখিয়াও তোমার মনে কেন ক্রোধ বর্দ্ধিত হইতেছে না ?২৮

হে পরন্তপ! যে অদ্ভুতাকারবিশিষ্ট যান, অশ্ব ও হস্তীগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া রাজন্যবৃন্দের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক ধনাদি আহরণ করিয়া তোমাকে দিয়াছে; যে একবারে বেগের সহিত পাঁচশত বাণ ছুড়িতে পারে, সেই অর্জুনকেও বনবাসী দেখিয়া তোমার ক্রোধ কেন বর্দ্ধিত হইতেছে না ?২৯-৩০

যে শ্যামবর্ণ, যুদ্ধে চর্ম্মধারী বীরগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং অতি সুন্দর দীর্ঘ আকৃতিবিশিষ্ট, সেই নকুলকে বনবাসী দেখিয়াও তোমার মনে কেন ক্রোধের উদ্রেক হইতেছে না ?৩১

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির! বীর অথচ দেখিতে পরম সুন্দর এই মাদ্রীতনয় সহদেবকে বনবাসী দেখিয়াও তুমি কেন শত্রুদিগকে ক্ষমা করিতেছ ?৩২

পরম সুন্দর নকুল ও সহদেব যাহারা দুঃখভোগের অযোগ্য ও সুখভোগের যোগ্য, তাহাদিগকে বনবাস দুঃখভোগ করিতে দেখিয়াও তোমার মন কেন ক্রোধে পরিপূর্ণ হইতেছে না ?৩৩

হে পার্থিব! দ্রুপদের ঔরসজাতা, মহারাজ পাণ্ডুর কুলবধূ, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী, বীরপত্নী ও তোমাদের সর্ব্বদা অনুগমনকারিণী আমাকে বনবাস দুঃখ ভোগ করিতে দেখিয়াও তুমি শত্রুদিগকে কেন ক্ষমা করিতেছ ?৩৪-৩৫

হে ভরতসত্তম! নিশ্চিতই ক্রোধ বলিয়া বস্তু তোমার নাই, নতুবা ইহাদের সকলকে ও আমাকে বনবাস দুঃখ ভোগ করিতে দেখিয়াও তোমার মন ব্যথিত হইতেছে না ?৩৬

এ জগতে ক্রোধশূন্য কোন ক্ষত্রিয় নাই—ইহা

তৎ ত্বয়া ন ক্ষমা কার্য্যা শত্রূন্ প্রতি কথঞ্চন।
তেজসৈব হি তে শক্যা নিহন্তুং নাত্র সংশয়ঃ ॥৩৯
তথৈব যঃ ক্ষমাকালে ক্ষত্রিয়ো নোপশাম্যতি।
অপ্রিয়ঃ সর্বভূতানাং সোঽমুত্রেহ চ নশ্যতি ॥৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতা
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি অর্জুনাভিগমনপর্ব
দ্রৌপদীপরিতাপবাক্যে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

সর্ব্বজনমান্য সিদ্ধান্ত; একমাত্র তোমার ন্যায় ক্ষত্রিয় রাজাতেই ইহার ব্যতিক্রম দেখিতেছি।৩৭

হে পৃথানন্দন! যে ক্ষত্রিয় সময় উপস্থিত হইলেও নিজের তেজ প্রদর্শন করে না; সকল প্রাণীই তাহাকে সর্ব্বদা পরাভূত করিয়া থাকে।৩৮

সুতরাং হে মহারাজ! শত্রুগণকে কোনপ্রকারেই তোমার ক্ষমা করা উচিত নহে; পক্ষান্তরে নিজের তেজ প্রদর্শন করিয়া তাহাদের বধ করাই কর্ত্ত ইহাতে সন্দেহ নাই।৩৯

এইরূপে ক্ষমা করিবার সময় যে ক্ষত্রিয় প্রদর্শন করে না, সে সকল প্রাণীর অপ্রিয় হয় তাহার ইহলোক ও পরলোক উভয় লোকই হইয়া থাকে।৪০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জুনাভিগমনপর্ব্বে দৌপদী-পরিতাপবাক্যে সপ্তবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৭

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[প্রহ্লাদস্য বলেশ্চ সন্দেশবর্ণনপ্রসঙ্গেন দ্রৌপদ্যা পাত্রাপাত্রভেদেন
ক্ষমায়াস্তেজপ্রকাশস্য চ স্থানস্য নির্ণয়ঃ।]

দ্রৌপদ্যুবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
প্রহ্লাদস্য চ সংবাদং বলের্বৈরোচনস্য চ ॥১
অসুরেন্দ্রং মহাপ্রাজ্ঞং ধর্মাণামাগতাগমম্।
বলিঃ পপ্রচ্ছ দৈত্যেন্দ্রং প্রহ্লাদং পিতরং পিতুঃ ॥২

বলিরুবাচ।

ক্ষমা স্বিচ্ছ্রেয়সী তাত উতাহো তেজ ইত্যুত।
এতন্মে সংশয়ং তাত যথাবদ্ ব্রূহি পৃচ্ছতে ॥৩
শ্রেয়ো যদত্র ধর্মজ্ঞ ব্রূহি মে তদসংশয়ম্।
করিষ্যামি হি তৎ সর্বং যথাবদনুশাসনম্ ॥৪

অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

[প্রহ্লাদ ও বলির সংবাদ বর্ণনা প্রসঙ্গে
দ্রৌপদীকর্ত্তৃক পাত্র ও অপাত্রভেদে ক্ষমা এবং
তেজপ্রকাশের স্থান নির্ণয়।]

দ্রৌপদী বলিলেন,—আমি এখানে প্রহ্লাদ ও বিরোচনপুত্র বলির এক পুরাতন ইতিহাস উদাহরণরূপে বর্ণনা করিতেছি।১

বলি অসুরশ্রেষ্ঠ, ধর্ম্মশাস্ত্রের রহস্যজ্ঞ, মহাপ্রাজ্ঞ পিতামহ প্রহ্লাদকে জিজ্ঞাসা করিলেন।২

বলি বলিলেন,—হে পিতামহ! ক্ষমা ও তেজ উভয়ের মধ্যে কোনটী শ্রেয়স্কর (ভাল)—এ আমার সন্দেহ আছে। আপনি প্রকৃত উপদেশ করুন।৩

ধর্ম্মজ্ঞ! ইহাদের মধ্যে কোনটী শ্রেয়স্কর, আপনি নিঃসংশয়ে বলিলে আমি তাহা পালন করিতে চেষ্টা করিব।৪

তস্মৈ প্রোবাচ তৎ সর্বমেবং পৃষ্টঃ পিতামহঃ ।
সর্বনিশ্চয়বিৎ প্রাজ্ঞঃ সংশয়ং পরিপৃচ্ছতে ॥৫

প্রহ্লাদ উবাচ ।

ন শ্রেয়ঃ সততং তেজো ন নিত্যং শ্রেয়সী ক্ষমা ।
ইতি তাত বিজানীহি দ্বয়মেতদসংশয়ম্ ॥৬
যো নিত্যং ক্ষমতে তাত বহূন্ দোষান্ স বিন্দতি ।
ভৃত্যাঃ পরিভবন্ত্যেনমুদাসীনাস্তথারয়ঃ ॥৭
সর্বভূতানি চাপ্যস্য ন নমন্তি কদাচন ।
তস্মান্নিত্যং ক্ষমা তাত পণ্ডিতৈরপি বর্জিতা ॥৮
অবজ্ঞায় হি তং ভৃত্যা ভজন্তে বহুদোষতাম্ ।
আদাতুং চাস্য বিত্তানি প্রার্থয়ন্তেহল্পচেতসঃ ॥৯
যানং বস্ত্রাণ্যলঙ্কারাঞ্ছয়নান্যাসনানি চ ।
ভোজনান্যথ পানানি সর্বোপকরণানি চ ॥১০
আদদীরন্নধিকৃতা যথাকামমচেতসঃ ।
প্রদিষ্টানি চ দেয়ানি ন দদ্যুর্ভর্তৃশাসনাৎ ॥১১
ন চৈনং ভর্তৃপূজাভিঃ পূজয়ন্তি কথঞ্চন ।
অবজ্ঞানং হি লোকেহস্মিন্ মরণাদপি গর্হিতম্ ॥১২

ক্ষমিণং তাদৃশং তাত ব্রুবন্তি কটুকান্যপি ।
প্রেষ্যাঃ পুত্রাশ্চ ভৃত্যাশ্চ তথোদাসীনবৃত্তয়ঃ ॥১৩
অথাস্য দারানিচ্ছন্তি পরিভূয় ক্ষমাবতঃ ।
দারাশ্চাস্য প্রবর্ত্তন্তে যথাকামমচেতসঃ ॥১৪
তথা চ নিত্যমুদিতা যদি নাল্পমপীশ্বরাৎ ।
দণ্ডমর্হন্তি দুষ্যন্তি দুষ্টাশ্চাপ্যপকুর্বতে ॥১৫
এতে চান্যে চ বহবো নিত্যং দোষাঃ ক্ষমাবতাম্ ।
অথ বৈরোচনে দোষানিমান্ বিদ্ধ্যক্ষমাবতাম্ ॥১৬

এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সর্ব্বসিদ্ধান্তবিৎ প্রাজ্ঞ পিতামহ প্রহ্লাদ বলির সন্দেহ নিরাস করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন ।৫

প্রহ্লাদ বলিলেন,—হে বৎস। তেজপ্রকাশও সর্ব্বদা শ্রেয়স্কর (ভাল) নয় এবং সর্ব্বদা ক্ষমা করাও শ্রেয়স্কর নয়। সময় ও পাত্রবিশেষে উভয়ই শ্রেয়স্কর ইহা জানিবে ।৬

বৎস। যে রাজা সর্ব্বদাই ক্ষমাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে, সে অনেক অনিষ্টের সম্মুখীন হয়; তাহার ভৃত্যগণ, উদাসীন (নিরপেক্ষ) ব্যক্তিগণ এবং শত্রুগণ সকলেই তাহাকে পরাভূত করিয়া থাকে। কেহই কখনও তাহার বশ্যতা স্বীকার করে না। তাত। এজন্য পণ্ডিতগণ সর্ব্বদা ক্ষমাবৃত্তিকে, শ্রেয়স্কর বলেন বলিয়া উহাকে বর্জন করেন নাই ।৭-৮

ভৃত্যগণ ক্ষমাকারী প্রভুকে অবহেলা করত বহু অন্যায় কার্য্য করিতে থাকে এবং ক্ষুদ্রচিত্ত পুরুষগণ তাহার ধন রত্ন ছিনাইয়া লইবার চেষ্টা করে ।৯

এইরূপ সতত ক্ষমাশীল রাজার ভৃত্যগণ তাহার যান, বস্ত্র, অলঙ্কার, শয্যা, আসন, ভোজ্য ও পানীয় দ্রব্যসমূহ নিজেরা যথেচ্ছ ভোগ করিতে থাকে এবং কাহাকে কিছু প্রদান করিবার জন্য আদেশ করিলেও তাহাকে তাহা দেয় না ।১০-১১

প্রভুকে ভৃত্যের যেরূপ সম্মান দেওয়া উচিত, তাহা তাহারা কখনই দেয় না। এইরূপে ভৃত্যগণের দ্বারা অবহেলিত হইয়া অবস্থান করা মরণ অপেক্ষাও নিন্দনীয় ।১২

বৎস। এইরূপ ক্ষমাশীল পুরুষকে তাহার ভৃত্যগণ, পুত্রগণ, সেবকগণ এবং উদাসীন (নিরপেক্ষ) পুরুষগণ পর্য্যন্ত অনেক কটুবাক্য বলিয়া থাকে ।১৩

এমন কি ভৃত্যগণ ক্ষমাশীল রাজার পত্নীগণকেও উপভোগ করিতে ইচ্ছা করে এবং হৃদয়হীন পত্নীগণও যথেচ্ছাভাবে পরপুরুষের প্রতি ধাবিত হয় ।১৪

যদি এইরূপে পরপুরুষগামিনী হইয়াও স্বামী-কর্ত্তৃক অল্প দণ্ডও প্রাপ্ত না হয়, তবে সেই পত্নীগণ ব্যাভিচারিণী হয় এবং দুষ্টা হইয়া স্বামীর অপকার করিবার চেষ্টা করে ।১৫

অস্থানে যদি বা স্থানে সততং রজসাবৃতঃ।
ক্রুদ্ধো দণ্ডান্ প্রণয়তি বিবিধান্ স্বেন তেজসা ॥১৭
মিত্রৈঃ সহ বিরোধঞ্চ প্রাপ্নুতে তেজসাবৃতঃ।
আপ্নোতি দ্বেষ্যতাঞ্চৈব লোকাৎ স্বজনতস্তথা ॥১৮
সোঽবমানাদর্থহানিমুপালম্ভমনাদরম্।
সন্তাপদ্বেষমোহাংশ্চ শত্রূংশ্চ লভতে নরঃ ॥১৯
ক্রোধাদ্ দণ্ডান্মনুষ্যেষু বিবিধান্ পুরুষোঽনয়াৎ।
ভ্রশ্যতে শীঘ্রমৈশ্বর্য্যাৎ প্রাণেভ্যঃ স্বজনাদপি ॥২০
যোপকর্তৃংশ্চ হর্তৃংশ্চ তেজসৈবোপগচ্ছতি।
তস্মাদুদ্বিজতে লোকঃ সর্পাদ্ বেশ্মগতাদিব ॥২১
যস্মাদুদ্বিজতে লোকঃ কথং তস্য ভবো ভবেৎ।
অন্তরং তস্য দৃষ্ট্বৈব লোকা বিকুর্ব্বতে ধ্রুবম্ ॥২২

তস্মান্নাত্যুৎসৃজেৎ তেজো ন চ নিত্যং মৃদুর্ভবেৎ।
কালে কালে তু সম্প্রাপ্তে মৃদুস্তীক্ষ্ণোঽপি বা
ভবেৎ ॥২৩
কালে মৃদুর্যো ভবতি কালে ভবতি দারুণঃ।
স বৈ সুখমবাপ্নোতি লোকেঽমুষ্মিন্নিহৈব চ ॥২৪
ক্ষমাকালাংস্তু বক্ষ্যামি শৃণু মে বিস্তরেণ তান্।
যে তে নিত্যমসন্ত্যাজ্যা যথা প্রাহুর্মনীষিণঃ ॥২৫

পূর্ব্বোপকারী যস্তে স্যাদপরাধে গরীয়সি।
উপকারেণ তৎ তস্য ক্ষন্তব্যমপরাধিনঃ ॥২৬
অবুদ্ধিমাশ্রিতানাং তু ক্ষন্তব্যমপরাধিনাম্।
ন হি সর্বত্র পাণ্ডিত্যং সুলভং পুরুষেণ বৈ ॥২৭

এই সকল দোষ এবং ইহা ছাড়াও এইরূপ আরও অনেক দোষ সতত ক্ষমাশীল পুরুষগণকে আক্রমণ করে। হে বিরোচনপুত্র! এখন সতত ক্ষমাশূন্য তেজপ্রকাশকারী রাজার কি কি দোষ হয়—তাহা বলিতেছি শুন।১৬

সতত ক্ষমাশূন্য তেজস্বী রাজা রজোগুণের বশীভূত হইয়া ক্রোধবশতঃ উত্তেজিতভাবে পাত্রাপাত্র বিবেচনা না করিয়া সর্ব্বত্রই দণ্ডবিধান করিয়া থাকে।১৭

তেজে (উত্তেজনায়) পূর্ণ মানুষের মিত্রগণের সহিত বিরোধ হয় এবং সাধারণ জনতা ও আত্মীয় স্বজন সকলেই তাহার শত্রুতে পরিণত হয়।১৮

ক্রোধবশতঃ সে অন্যের অপমান করাতে ধনহীন হয় এবং সকলের নিকট হইতেই তিরস্কার ও অনাদর প্রাপ্ত হয়। ইহা ছাড়া সে সন্তাপ, দ্বেষ, মোহ এবং নিত্য নূতন বহু শত্রু প্রাপ্ত হয়।১৯

যে ব্যক্তি ক্রোধবশতঃ অন্যায়ভাবে নিত্যই মনুষ্যগণের উপর দণ্ড বিধান করিতে থাকে, সে শীঘ্রই ঐশ্বর্য্য, স্বজন এমন কি প্রাণ হইতেও বিচ্ছিন্ন হয়।২০

যে ব্যক্তি উপকারী পুরুষ এবং চোরাদি উভয়ে প্রতিই সমানভাবে তেজপ্রকাশ করিয়া থাকে, গৃহগত সর্পের ন্যায় তাহা হইতে সকল লোকই উদ্বিগ্ন হয়।২১

যাহা হইতে সকলেই উদ্বিগ্ন হয়, তাহার মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা কোথায়? লোকে তাহার সামান্য ছিদ্র পাইলেই নিশ্চয় তৎক্ষণাৎ তাহার অপকার করিবে।২২

অতএব সর্ব্বদা যেমন তেজও প্রকাশ করিবে না, তেমনই সর্বদা কোমলভাব দেখাইয়া ক্ষমাও করিবে না। কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া কখনও কাহাকেও ক্ষমা এবং কখনও কাহাকেও শাসন করিবে।২৩

যে রাজা সময় অনুসারে পাত্রবিশেষে ক্ষমা ও পাত্রবিশেষে তেজ প্রকাশ করিয়া থাকে, সেই রাজাই ইহলোক ও পরলোকে সুখ লাভ করে।২৪

যে যে সময়ে ক্ষমা করা উচিত, কখনও ঐসময়ের সুযোগ পরিত্যাগ করা উচিত নহে—এবিষয়ে মনীষিগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা সবিস্তারে তোমাকে বলিতেছি—শ্রবণ কর।২৫

No. ......
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

অথ চেদ্ বুদ্ধিজং কৃত্বা ব্রূয়ুস্তে তদবুদ্ধিজম্।
পাপান্ স্বল্পেঽপি তান্ হন্যাদপরাধে তথানৃজূন্ ॥২৮

সর্বস্যৈকোঽপরাধস্তে ক্ষন্তব্যঃ প্রাণিনো ভবেৎ।
দ্বিতীয়ে সতি বধ্যস্তু স্বল্পেঽপ্যপকৃতে ভবেৎ ॥২৯

অজ্ঞানতা ভবেৎ কশ্চিদপরাধঃ কৃতো যদি।
ক্ষন্তব্যমেব তস্যাহুঃ সুপরীক্ষ্য পরীক্ষয়া ॥৩০

মৃদুনা দারুণং হন্তি মৃদুনা হন্ত্যদারুণম্।
নাসাধ্যং মৃদুনা কিঞ্চিৎ তস্মাৎ তীব্রতরং মৃদু ॥৩১

দেশ-কালৌ তু সম্প্রেক্ষ্য বলাবলমথাত্মনঃ।
নাদেশকালে কিঞ্চিৎ স্যাৎ দেশ-কালৌ প্রতীক্ষতাম্
তথা লোকভয়াচ্চৈব ক্ষন্তব্যমপরাধিনঃ ॥৩২

এত এবংবিধাঃ কালাঃ ক্ষমায়াঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
অতোঽন্যথানুবর্ত্তৎসু তেজসঃ কাল উচ্যতে ॥৩৩

তদহং তেজসঃ কালং তব মন্যে নরাধিপ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রেষু লুব্ধেষু সততং চাপকারিষু ॥৩৪

ন হি কশ্চিৎ ক্ষমাকালো বিদ্যতেঽদ্য কুরূন্ প্রতি।
তেজসশ্চাগতে কালে তেজ উৎস্রষ্টুমর্হসি ॥৩৫

যে পূর্বে তোমার উপকার করিয়াছে, সে যদি গুরুতরও কোন অপরাধ করিয়া ফেলে, তবুও পূর্ব্বের উপকার স্মরণ করিয়া তাহাকে ক্ষমা করিবে।২৬

যাহারা অজ্ঞানভাবশতঃ অপরাধ করে, তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করা উচিত; কারণ, সকলেরই পাণ্ডিত্য থাকা সম্ভবপর নয়।২৭

কিন্তু যে ব্যক্তি বুদ্ধিপূর্বক অপরাধ করিয়া 'অজ্ঞানতাবশতঃ করিয়াছি বলিয়া' বলে; সেই কুটিল অপরাধীকে অল্প অপরাধেও অধিক দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য।২৮

জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ যাহাতেই হউক, যে কোন অপরাধকে প্রথমবার ক্ষমা করিবে, কিন্তু দ্বিতীয়বার অল্প অপরাধেও তাহাকে গুরুদণ্ড (বধ পর্য্যন্ত) দিবে।২৯

অজ্ঞানপূর্ব্বকও যদি কেহ অপরাধ করে, তথাপি নিপুণভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে যে, তাহার অপরাধ সত্যই অজ্ঞানকৃত কিনা। অজ্ঞানকৃত বলিয়া প্রমাণিত হইলে তাহাকে অবশ্যই ক্ষমা করিবে।৩০

মৃদুতা (কোমলভাব) দ্বারা উগ্রস্বভাব ও অনুগ্রস্বভাব (শান্ত) পুরুষ উভয়কেই জয় করা যায়; অতএব মৃদুতায় অসাধ্য কিছুই নাই; অতএব মৃদুতাই উত্তম উপায়।৩১

দেশ, কাল এবং নিজের বল ও দুর্বলতা বিচার করিয়া মৃদুতা অর্থাৎ সমনীতির প্রয়োগ করা উচিত; সুতরাং উপযুক্ত দেশ ও কালের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে; অনেক স্থলেই প্রয়োজন হইলে লোকনিন্দার ভয়েও অপরাধীকে ক্ষমা করিবে।৩২

এইগুলি ক্ষমার কাল বলা হইল, ইহার বিপরীত সময়গুলি এবং উদ্ধত ব্যবহারকারী লোকগুলি যথাক্রমে তেজপ্রকাশ করিবার কাল ও পাত্র বলিয়া জানিবে।৩৩

সুতরাং হে রাজন্! এখন রাজ্যলোভী সতত অপরাধী ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের প্রতি তেজ প্রকাশ করিবার কাল বলিয়া মনে করি।৩৪

কৌরবগণের প্রতি এখন ক্ষমা করিবার কাল নয়, সুতরাং তেজ প্রকাশ করিবার এই উপযুক্ত সময়ে তাহাদের প্রতি তেজই প্রকাশ করা উচিত।৩৫

মৃদুর্ভবত্যবজ্ঞাতস্তীক্ষ্ণাদুদ্বিজতে জনঃ।
কালে প্রাপ্তে দ্বয়ং চৈতদ্ যো বেদ স মহীপতিঃ ॥৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি অর্জুনাভিগমনপর্বণি
দ্রৌপদীবাক্যে অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৮

সতত মৃদু (কোমলস্বভাব) হইলে লোকে অবজ্ঞা করে এবং সতত তীক্ষ্ণ (উত্তেজনাপূর্ণ) ব্যক্তি হইতে সমস্ত লোক উদ্বিগ্ন হয়; সুতরাং কাল ও পাত্র অনুসারে রাজা ক্ষমা ও তেজ উভয়েরই প্রয়োগ করিবে।৩৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জুনাভিগমনপর্ব্বে
দ্রৌপদীবাক্যবিষয়ে অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৮

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরেণ ক্রোধস্য নিন্দা, ক্ষমাভাবস্য বিশেষেণ প্রশংসা চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ক্রোধো হন্তা মনুষ্যাণাং ক্রোধো ভাবয়িতা পুনঃ।
ইতি বিদ্ধি মহাপ্রাজ্ঞে ক্রোধমূলৌ ভবাভবৌ ॥১
যো হি সংহরতে ক্রোধং ভবস্তস্য সুশোভনে।
যঃ পুনঃ পুরুষঃ ক্রোধং নিত্যং ন সহতে শুভে।
তস্যাভাবায় ভবতি ক্রোধঃ পরমদারুণঃ ॥২
ক্রোধমূলো বিনাশো হি প্রজানামিহ দৃশ্যতে।
তৎ কথং মাদৃশঃ ক্রোধমুৎসৃজেল্লোকনাশনম্ ॥৩
ক্রুদ্ধঃ পাপং নরঃ কুর্য্যাৎ ক্রুদ্ধো হন্যাদ্ গুরূনপি।
ক্রুদ্ধঃ পরুষয়া বাচা শ্রেয়সোঽপ্যবমন্যতে ॥৪
বাচ্যাবাচ্যে হি কুপিতো ন প্রজানাতি কর্হিচিৎ।
নাকার্য্যমস্তি ক্রুদ্ধস্য নাবাচ্যং বিদ্যতে তথা ॥৫
হিংস্যাৎ ক্রোধাদবধ্যাংস্তু বধ্যান্ সম্পূজয়ীত চ।
আত্মানমপি চ ক্রুদ্ধঃ প্রেষয়েদ্ যমসাদনম্ ॥৬
এতান্ দোষান্ প্রপশ্যদ্ভির্জিতঃ ক্রোধো মনীষিভি
ইচ্ছদ্ভিঃ পরমং শ্রেয় ইহ চামুত্র চোত্তমম্ ॥৭

একোনত্রিংশ অধ্যায়

[যুধিষ্ঠির কর্তৃক ক্রোধের নিন্দা এবং ক্ষমাভাবের বিশেষ প্রশংসা।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ক্রোধই মনুষ্যগণের সর্ব্বনাশের কারণ, আবার ক্রোধকে যদি জয় করা যায়, তবে সেই ক্রোধই মানুষের অভ্যুদয়ের কারণ হয়। হে মহাপ্রাজ্ঞে! ক্রোধই মানুষের উন্নতি ও অবনতি উভয়েরই কারণ।১

হে সুশোভনে! যে ক্রোধকে সংযত করিতে পারে, ক্রোধ তাহার উন্নতির কারণ হয়, কিন্তু নিত্যই উৎপন্ন ক্রোধকে সহন করিতে না পারে, পরমদারুণ ক্রোধ তাহার বিনাশের কারণ হয়।২

প্রজাগণের বিনাশ ক্রোধ হইতেই হইয়া থাকে; সুতরাং আমাদের মত শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি লোকনাশ এই ক্রোধকে প্রশ্রয় দিবে কেমন করিয়া?৩

ক্রুদ্ধ হইয়া মানুষ পাপ করে, ক্রুদ্ধ মানুষ গুরুকে হত্যা করে এবং ক্রুদ্ধ ব্যক্তি কর্কশ বাক্যের দ্বা সম্মানিত পুরুষকেও অপমানিত করে।৪

ক্রুদ্ধ ব্যক্তির বাচ্য ও অবাচ্য শব্দ সম্বন্ধে বিচা করিবার কখনও শক্তি থাকে না, এবং ক্রুদ্ধ ব্যক্তি কোন অকার্য্য বা অবাচ্য কোন শব্দই নাই।৫

ক্রোধে মানুষ অবধ্যকেও বধ করে এবং বধ্যকে সম্যক্ প্রকারে পূজা করে; এমন কি ক্রো মানুষ আত্মহত্যা করিয়া যমালয়ে গমন করে।৬

তং ক্রোধং বর্জিতং ধীরৈঃ কথমস্মদ্বিধশ্চরেৎ।
এতদ্ দ্রৌপদি সন্ধায় ন মে মন্যুঃ প্রবর্ধতে ॥৮

আত্মানঞ্চ পরাংশ্চৈব ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ।
ক্রুধ্যন্তমপ্রতিক্রুধ্যন্ দ্বয়োরেষ চিকিৎসকঃ ।৯

মূঢ়ো যদি ক্লিশ্যমানঃ ক্রুধ্যতেঽশক্তিমান্ নরঃ।
বলীয়সাং মনুষ্যাণাং ত্যজত্যাত্মানমাত্মনা ॥১০

তস্যাত্মানং সন্ত্যজতো লোকা নশ্যন্ত্যনাত্মনঃ।
তস্মাদ্ দ্রৌপদ্যশক্তস্য মন্যোর্নিয়মনং স্মৃতম্ ॥১১

বিদ্বাংস্তথৈব যঃ শক্তঃ ক্লিশ্যমানো ন কুপ্যতি।
অনাশয়িত্বা ক্লেষ্টারং পরলোকে চ নন্দতি ॥১২

তস্মাদ্ বলবতা চৈব দুর্বলেন চ নিত্যদা।
ক্ষন্তব্যং পুরুষেণাহুরাপৎস্বপি বিজানতা ॥১৩
মন্যোর্হি বিজয়ং কৃষ্ণে প্রশংসন্তীহ সাধবঃ।
ক্ষমাবতো জয়ো নিত্যং সাধোরিহ সতাং মতম্ ॥১৪
সত্যং চানৃততঃ শ্রেয়ো নৃশংস্যাচ্চানৃশংসতা।
তমেবং বহুদোষং তু ক্রোধং সাধুবিবর্জিতম্ ॥১৫
মাদৃশঃ প্রসৃজেৎ কস্মাৎ সুযোধনবধাদপি।
তেজস্বীতি যমাহুর্বৈ পণ্ডিতা দীর্ঘদর্শিনঃ ॥১৬
ন ক্রোধোঽভ্যন্তরস্তস্য ভবতীতি বিনিশ্চিতম্।
যস্তু ক্রোধং সমুৎপন্নং প্রজ্ঞয়া প্রতিবাধতে।
তেজস্বিনং তং বিদ্বাংসো মন্যন্তে তত্ত্বদর্শিনঃ ॥১৭

ক্রোধের এই সকল দোষের কথা চিন্তা করিয়া ইহলোকে ও পরলোকে পরম শ্রেয়োলাভে ইচ্ছুক মনীষিগণ ক্রোধকে জয় করিয়া থাকেন।৭

হে দ্রৌপদি! ধীর ব্যক্তিগণ যে ক্রোধকে বর্জ্জন করিয়া থাকেন, তাহা জানিয়া শুনিয়া আমাদের মত মানুষ ক্রোধের প্রশ্রয় কেমন করিয়া দিতে পারে? এই কথা চিন্তা করিয়াই আমি ক্রোধকে বাড়িতে দেই না।৮

যে ব্যক্তি ক্রুদ্ধের প্রতি ক্রোধ করে না, সে নিজেকে ও ক্রুদ্ধ পুরুষকে উভয়কেই মহাভয় হইতে রক্ষা করে। তাহাকে স্ব ও পর উভয়েরই চিকিৎসক বলা চলে।৯

শক্তিশূন্য কোন মূঢ় ব্যক্তি অন্যের দ্বারা যদি কষ্ট পাইয়া বলবান্ পুরুষগণের প্রতি ক্রোধ করে, তবে সে নিজেই নিজেকে বিনাশ করে বুঝিতে হইবে।১০

আত্মসংযমবিহীন ক্রুদ্ধ পুরুষ নিজের শরীরকেই বিনাশ করে এবং তাহাতে তাহার সব লোকই নষ্ট হয়। সুতরাং দ্রৌপদি! অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে ক্রোধের সংযমই শাস্ত্রসম্মত।১১

পক্ষান্তরে যে শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি অপরের দ্বারা ক্লেশ পাইয়াও তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হন না, তিনি ইহলোকে ক্লেশদাতাকেও যেমন বিনাশ করেন না, তেমনই পরলোকেও আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন।১২

এজন্য বলবান্ অথবা দুর্ব্বল সকল বিজ্ঞ পুরুষই আপৎকালেও শত্রুকে নিত্যই ক্ষমা করিবে।১৩

হে কৃষ্ণে! সাধুগণ ক্রোধকে জয় করার উপদেশই দিয়াছেন; ক্ষমাবান্ সৎপুরুষেরই অবশেষে জয় হয়—ইহা সজ্জনগণের অভিমত।১৪

মিথ্যার চেয়ে সত্য শ্রেয় (ভাল) এবং নির্দ্দয়তা হইতে সদয়তা শ্রেয়; সুতরাং সাধুগণের পরিত্যক্ত ক্রোধকে সাধুভক্ত আমার ন্যায় মানুষ কেমন করিয়া পোষণ করিবে? দুর্য্যোধন যদি আমাকে বধও করে; তবুও আমি ক্রোধকে পোষণ করিব না।

দুরদর্শী পণ্ডিতগণ যাঁহাকে তেজস্বী বলিয়াছেন, তাঁহার হৃদয় মধ্যে ক্রোধ হয় না, ইহা নিশ্চিত।

যে ব্যক্তি সমুৎপন্ন ক্রোধকে বিচারবুদ্ধির দ্বারা প্রতিহত করে, তত্ত্বদর্শী বিদ্বান্‌গণ তাহাকে তেজস্বী বলিয়া থাকেন।১৫-১৭

ক্রুদ্ধো হি কার্য্যং সুশ্রোণি ন যথাবৎ প্রপশ্যতি।
নাকার্য্যং ন চ মর্য্যাদাং নরঃ ক্রুদ্ধোহনুপশ্যতি ॥১৮
হন্ত্যবধ্যানপি ক্রুদ্ধো গুরূন্ ক্রুদ্ধস্তুদত্যপি।
তস্মাৎ তেজসি কর্ত্তব্যঃ ক্রোধো দূরে
প্রতিষ্ঠিতঃ ॥১৯
দাক্ষ্যং হ্যমর্ষঃ শৌর্য্যঞ্চ শীঘ্রত্বমিতি তেজসঃ।
গুণাঃ ক্রোধাভিভূতেন ন শক্যাঃ প্রাপ্তুমঞ্জসা ॥২০
ক্রোধং ত্যক্ত্বা তু পুরুষঃ সম্যক্
তেজোহভিপদ্যতে।
কালযুক্তং মহাপ্রাজ্ঞে ক্রুদ্ধৈস্তেজঃ সুদুঃসহম্ ॥২১
ক্রোধস্ত্বপণ্ডিতৈঃ শশ্বৎ তেজ ইত্যভিনিশ্চিতম্।
রজস্তু লোকনাশায় বিহিতং মানুষং প্রতি ॥২২

তস্মাচ্ছশ্বৎ ত্যজেৎ ক্রোধং পুরুষঃ সম্যগাচর
শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মানপগো ন ক্রুদ্ধ ইতি নিশ্চিতম্।
যদি সর্বমবুদ্ধীনামতিক্রান্তমচেতসাম্।
অতিক্রমো মদ্বিধস্য কথংস্বিৎ স্যাদনিন্দিতে ॥
যদি ন স্যুর্মানুষেষু ক্ষমিণঃ পৃথিবীসমাঃ।
ন স্যাৎ সন্ধির্মনুষ্যাণাং ক্রোধমূলো হি বিগ্রহঃ।
অভিষক্তো হ্যভিষজেদাহন্যাদ্ গুরুণা হতঃ।
এবং বিনাশো ভূতানামধর্ম্মঃ প্রথিতো ভবেৎ ॥
আক্রুষ্টঃ পুরুষঃ সর্ব্বং প্রত্যাক্রোশেদনন্তরম্।
প্রতিহন্যাদ্ধতশ্চৈব তথা হিংস্যাচ্চ হিংসিতঃ ॥
হন্যুর্হি পিতরঃ পুত্রান্ পুত্রাশ্চাপি তথা পিতৄ
হন্যুশ্চ পতয়ো ভার্য্যাঃ পতীন্ ভার্য্যাস্তথৈব চ।

হে সুশ্রোণি! ক্রুদ্ধ ব্যক্তি তদবস্থায় প্রকৃত কার্য্য ও অকার্য্য যথাযথ দেখিতে পায় না এবং নিজের ও পরের মর্য্যাদা কি—তাহা বুঝিতে পারে না।১৮

ক্রুদ্ধ ব্যক্তি অবধ্যকেও বধ করে এবং গুরুকেও অবাচ্য বাক্য বলিয়া ব্যথিত করে; সুতরাং তেজস্বী পুরুষ ক্রোধকে সর্ব্বদা হৃদয় হইতে দূরে রাখিবে।১৯

দক্ষতা, অমর্ষ, বীরত্ব ও শীঘ্রতা—এই গুণগুলি তেজস্বী পুরুষের, সুতরাং ক্রোধাভিভূত পুরুষ কখনও অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয় না।২০

ক্রোধ পরিত্যাগ করিলে মানুষ সম্যক্ প্রকারে তেজলাভ করিতে সক্ষম হয়; হে মহাপ্রাজ্ঞে! সেই তেজ যথাসময়ে প্রয়োগ করিলে ক্রোধী ব্যক্তির পক্ষে অত্যন্ত দুঃসহ।২১

মূর্খ ব্যক্তিগণ ক্রোধকেই তেজ শব্দে অভিহিত করিয়া থাকে; কিন্তু রজোগুণ হইতে উৎপন্ন এই ক্রোধ মনুষ্যগণের প্রতি প্রযুক্ত হইলে তাহাদের বিনাশের জন্য বিধাতা কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে।২২

অতএব সদাচারী পুরুষ সর্ব্বদাই ক্রোধকে পরিত্যাগ করিবে। মানুষ স্ব স্ব বর্ণাশ্রম আচরণকারী না হইলেও বরং ভাল, কিন্তু ক্রুদ্ধ ধর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী হইলেও প্রশংসনীয় নয়—বর্ণাশ্রম নিশ্চয়।২৩

হে অনিন্দিতে! মূর্খ ও অবিবেকী ব্যক্তি বশীভূত হইয়া সদ্‌গুণসমূহকে অতিক্রম করিয়া কিন্তু আমাদের মত পুরুষ তাহা কিরূপে পারে?২৪

যদি মানুষের মধ্যে পৃথিবীর ন্যায় ক্ষ পুরুষ না থাকিত, তবে মানুষের মধ্যে কখনও হইত না; কেননা, সকল প্রকার কলহই মূলক।২৫

ক্রোধপ্রযুক্ত কলহ উপস্থিত হইলে, অপরকে আঘাত করে, এমন কি গুরুর দ্বারা হইয়াও তাহাকে প্রত্যাঘাত করিতে কুণ্ঠিত হয় এইরূপে প্রাণিগণের বিনাশ হয় এবং অধর্ম্ম হইতে থাকে।২৬

যদি সকল মনুষ্যই ক্রোধের বশীভূত হয়, একজন কাহাকেও গালি দিলে, সেও প্র

এবং সঙ্কুপিতে লোকে জন্ম কৃষ্ণে ন বিদ্যতে।
প্রজানাং সন্ধিমূলং হি জন্ম বিদ্ধি শুভাননে ॥২৯
তাঃ ক্ষিপেরন্ প্রজাঃ সর্বাঃ ক্ষিপ্রং দ্রৌপদি তাদৃশে।
তস্মান্মন্যুর্বিনাশায় প্রজানামভবায় চ ॥৩০

যস্মাত্তু লোকে দৃশ্যন্তে ক্ষমিণঃ পৃথিবীসমাঃ।
তস্মাজ্জন্ম চ ভূতানাং ভবশ্চ প্রতিপদ্যতে ॥৩১

ক্ষন্তব্যং পুরুষেণেহ সর্বাপৎসু সুশোভনে।
ক্ষমাবতো হি ভূতানাং জন্ম চৈব প্রকীর্ত্তিতম্ ॥৩২

আক্রুষ্টস্তাড়িতঃ ক্রুদ্ধঃ ক্ষমতে যো বলীয়সা।
যশ্চ নিত্যং জিতক্রোধো বিদ্বানুত্তমপুরুষঃ ॥৩৩

প্রভাববানপি নরস্তস্য লোকাঃ সনাতনাঃ।
ক্রোধনস্ত্বল্পবিজ্ঞানঃ প্রেত্য চেহ চ নশ্যতি ॥৩৪
অত্রাপ্যুদাহরন্তীমা গাথা নিত্যং ক্ষমাবতাম্।
গীতাঃ ক্ষমাবতা কৃষ্ণে কাশ্যপেন মহাত্মনা ॥৩৫
ক্ষমা ধর্ম্মঃ ক্ষমা যজ্ঞঃ ক্ষমা বেদাঃ ক্ষমা শ্রুতম্।
য এতদেবং জানাতি স সর্বং ক্ষন্তুমর্হতি ॥৩৬
ক্ষমা ব্রহ্ম ক্ষমা সত্যং ক্ষমা ভূতঞ্চ ভাবি চ।
ক্ষমা তপঃ ক্ষমা শৌচং ক্ষময়েদং ধৃতং জগৎ ॥৩৭
অতি যজ্ঞবিদাং লোকান্ ক্ষমিণঃ প্রাপ্নুবান্তি চ।
অতি ব্রহ্মবিদাং লোকানতি চাপি তপস্বিনাম্ ॥৩৮
অন্যে বৈ যজুষাং লোকাঃ কর্ম্মিণামপরে তথা।
ক্ষমাবতাং ব্রহ্মলোকে লোকাঃ পরমপূজিতাঃ ॥৩৯

তাহাকে গালি দিবে, একজন কাহাকেও প্রহার করিলে অপরেও তাহাকে প্রহার করিবে এবং একজন অপরকে হত্যা করিলে অপরেও তাহাকে হত্যা করিবে।২৭

ইহার ফলে পিতারা পুত্রগণকে, পুত্রেরা পিতৃগণকে, স্বামীরা স্ত্রীগণকে এবং স্ত্রীরা স্বামিগণকে হত্যা করে।২৮

হে কৃষ্ণে! এইরূপে সমস্ত লোক কুপিত হইলে কোথাও লোকের জন্মই হইবে না। হে শুভাননে! প্রজাগণের অর্থাৎ স্ত্রী-পুরুষের পরস্পর আন্তরিক মিলনই হইল জন্মের মূল কারণ।২৯

হে দ্রৌপদি! যদি রাজা তোমার কথানুসারে ক্রোধের বশীভূত হন, তবে সমস্ত প্রজা শীঘ্রই বিনষ্ট হইবে। অতএব ক্রোধ প্রজাগণের অমঙ্গল ও বিনাশের কারণ।৩০

যেহেতু জগতে পৃথিবী তুল্য ক্ষমাশীল পুরুষগণ বর্ত্তমান আছেন, সেইহেতু প্রাণিগণের উৎপত্তি ও অভ্যুদয় হইতেছে।৩১

হে সুশোভনে! প্রতি মানুষেরই এজগতে সকলপ্রকার বিপদেই ক্ষমা করা উচিত। ক্ষমাবান্ পুরুষ হইতেই প্রাণিগণের জন্ম হয়,—ইহাই মনীষিগণ বলিয়াছেন।৩২

যে ব্যক্তি বলবান্ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত ও প্রহৃত হইলে ক্রুদ্ধ হইয়াও ক্রোধকে সংযত করত ক্ষমা করিতে পারে এবং যে নিত্যই জিতক্রোধ, সেই বিদ্বান্ এবং উত্তম পুরুষ।৩৩

প্রভাশালী হইয়াও যদি মানুষ ক্ষমাশীল হয়, তাহা হইলে মৃত্যুর পরে সে উর্দ্ধ গতি পাইয়া নিত্য লোক লাভ করে। কিন্তু অল্পবুদ্ধি ক্রোধী পুরুষের ইহলোক ও পরলোক উভয়ই নষ্ট হয়।৩৪

হে কৃষ্ণে! এখানে আমি ক্ষমাশীল পুরুষগণের একটী পুরাতন কাহিনী বিবৃত করিতেছি। ক্ষমাশীল মহাত্মা কাশ্যপ ইহা বলিয়াছিলেন।৩৫

যে ব্যক্তি ক্ষমাকেই ধর্ম্ম, যজ্ঞ, বেদ এবং সর্ব্বশাস্ত্রের সারভূত জ্ঞান বলিয়া জানেন, তিনি-ই সকলকে ক্ষমা করিতে পারে।৩৬

ক্ষমাই ব্রহ্ম, ক্ষমাই সত্য, ক্ষমাই ভূত ও ভবিষ্যৎ, ক্ষমাই তপস্যা, ক্ষমাই শৌচস্বরূপ এবং ক্ষমাই জগৎকে ধারণ করিয়া আছে।৩৭

ক্ষমা তেজস্বিনাং তেজঃ ক্ষমা ব্রহ্ম তপস্বিনাম্ ।
ক্ষমা সত্যং সত্যবতাং ক্ষমা যজ্ঞঃ ক্ষমা শমঃ ॥৪০

তাং ক্ষমাং তাদৃশীং কৃষ্ণে কথমস্মদ্বিধস্ত্যজেৎ ।
যস্যাং ব্রহ্ম চ সত্যঞ্চ যজ্ঞা লোকাশ্চ ধিষ্ঠিতাঃ ॥৪১

ক্ষন্তব্যমেব সততং পুরুষেণ বিজানতা ।
যদা হি ক্ষমতে সর্বং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥৪২

ক্ষমাবতাময়ং লোকঃ পরশ্চৈব ক্ষমাবতাম্ ।
ইহ সম্মানমৃচ্ছন্তি পরত্র চ শুভাং গতিম্ ॥৪৩

যেষাং মন্যুর্মনুষ্যাণাং ক্ষময়াভিহতঃ সদা ।
তেষাং পরতরে লোকাস্তস্মাৎ ক্ষান্তিঃ পরা
মতা ॥৪৪

ক্ষমাশীল মনুষ্য যাজ্ঞিক, ব্রহ্মজ্ঞ এবং তপস্বিগণের লভ্য লোক হইতেও উচ্চতর লোক লাভ করেন।৩৮

যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠানকারিগণ অন্য লোক প্রাপ্ত হন এবং পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মানুষ্ঠানকারী পুরুষগণ অন্য লোক প্রাপ্তি হন; কিন্তু ক্ষমাশীল পুরুষগণ ব্রহ্মলোকের অন্তর্গত লোকসকল লাভ করেন—যাহা অত্যন্ত পূজিত।৩৯

ক্ষমাই তেজস্বিগণের তেজ, ক্ষমাই তপস্বিগণের ঈপ্সিত ব্রহ্ম, ক্ষমাই সত্যনিষ্ঠগণের সত্য, ক্ষমাই যজ্ঞ এবং ক্ষমাই শম (মনোনিগ্রহ)।৪০

হে কৃষ্ণে! যে ক্ষমাতে ব্রহ্ম, সত্য, যজ্ঞ এবং অন্যান্য লোকসকল অধিষ্ঠিত, সেই এতাদৃশী গুণময়ী ক্ষমাকে আমাদের ন্যায় পুরুষ কি করিয়া পরিত্যাগ করিবে ?৪১

বিদ্বান্ পুরুষ সর্ব্বদাই ক্ষমা করিবে। যখন মানুষ সব কিছুকেই ক্ষমা করিতে অর্থাৎ সহ্য করিতে পারিবে, তখন সে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়।৪২

ক্ষমাবান্ পুরুষগণের জন্যই ইহলোক ও পরলোক অর্থাৎ উভয়লোকই তাঁহাদের সুখের হয়। তাঁহারা

ইতি গীতাঃ কাশ্যপেন গাথা নিত্যং ক্ষমাবতাং
শ্রুত্বা গাথাঃ ক্ষমায়াস্ত্বং তুষ্য দ্রৌপদি মা ক্রুধঃ।
পিতামহঃ শান্তনবঃ শমং সম্পূজয়িষ্যতি ।
কৃষ্ণশ্চ দেবকী পুত্রঃ শমং সম্পূজয়িষ্যতি ॥৪৬
আচার্য্যো বিদুরঃ ক্ষত্তা শমমেব বদিষ্যতঃ ।
কৃপশ্চ সঞ্জয়শ্চৈব শমমেব বদিষ্যতঃ ॥৪৭
সোমদত্তো যুযুৎসুশ্চ দ্রোণপুত্রস্তথৈব চ ।
পিতামহশ্চ নো ব্যাসঃ শমং বদতি নিত্যশঃ ॥৪
এতৈর্হি রাজা নিয়তং চোদ্যমানঃ শমং প্রতি ।
রাজ্যং দাতেতি মে বুদ্ধির্ন চেল্লোভান্নশিষ্যতি ॥
কালোহয়ং দারুণঃ প্রাপ্তো ভরতানামভূতয়ে ।
নিশ্চিতং মে সদৈবৈতৎ পুরস্তাদপি ভাবিনি ॥৫

ইহলোকের সকলের নিকট সম্মান লাভ করেন এ
পরলোকেও উত্তমগতি লাভ করেন।৪৩

যাঁহারা ক্ষমার দ্বারা ক্রোধকে প্রশ করিয়াছেন, তাঁহারাই পরলোকে পরম গতি পাই থাকেন; সুতরাং ক্ষমাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।৪৪

হে দ্রৌপদি! কাশ্যপমুনি ক্ষমাশীলগণের এ গাথা গান করিয়াছেন; ক্ষমার এইরূপ গাথা শ্র করত তুমি সন্তুষ্ট হও এবং ক্রোধ পরিত্যাগ কর।৪৫

শান্তনুনন্দন পিতামহ ভীষ্মও আমার এ শান্তিভাবকেই সম্পূর্ণরূপে আদর করিবেন এ দেবকীপুত্র কৃষ্ণও এই শমকেই সম্যক্‌রূপে প্রশ করিবেন।৪৬

আচার্য্য দ্রোণ, ক্ষত্তা বিদুর, কৃপ ও সঞ্জয় ইঁহারা সকলেই এই শমকে প্রশংসা করিবেন।৪৭

সোমদত্ত, যুযুৎসু, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থমা, পিতামহ ব্যাস—ইঁহারাও সকলেই আমার এই শ কথাই নিত্যই বলিয়া থাকেন।৪৮

ইঁহাদের দ্বারা প্রেরিত হইয়া রাজা ধৃত আমাদের রাজ্য ফিরাইয়া দিবেন বলিয়া আশা ক যদি তাহা না করেন, তবে লোভবশতঃ অব

সুযোধনো নার্হতীতি ক্ষমামেবং ন বিন্দতি।
অর্হস্তত্রাহমিত্যেবং তস্মান্মাং বিন্দতে ক্ষমা ॥৫১
এতদাত্মবতাং বৃত্তমেষ ধর্ম্মঃ সনাতনঃ।
ক্ষমা চৈবানৃশংস্যঞ্চ তৎ কর্ত্তাস্ম্যহমঞ্জসা ॥৫২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি অর্জুনাভিগমন-
পর্বণি দ্রৌপদীযুধিষ্ঠিরসংবাদে
একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৯

বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন।৪৯

হে ভাবিনি! আমার নিশ্চিত এইরূপ ধারণা যে, এমন দারুণ কাল উপস্থিত হইয়াছে যাহাতে অদূর ভবিষ্যতে ভরতবংশীয়গণের বিনাশ হইবে।৫০

সুযোধন ক্ষমা ধারণ করিবার যোগ্য নহে, সুতরাং সে এরূপ ক্ষমালাভ করে নাই, আমি তাহার যোগ্য অর্থাৎ আমি তাহা জানি, এজন্য ক্ষমা আমাকেই আশ্রয় করিয়াছে।৫১

জিতাত্মা পুরুষগণের ক্ষমা ও দয়া এই দুইটী স্বভাব এবং ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। এজন্য ক্ষমা ও দয়াকে আমি যথার্থরূপে অবলম্বন করিব।৫২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জুনাভিগমনপর্ব্বে
দৌপদী-যুধিষ্ঠিরসংবাদ একোনত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।২৯

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[দুঃখমোহিতায়া দ্রৌপদ্যা যুধিষ্ঠিরস্য বুদ্ধের্ধর্মস্য চ ঈশ্বরস্য নীতেরুপরি আক্ষেপশ্চ।]

দ্রৌপদ্যুবাচ।

নমো ধাত্রে বিধাত্রে চ যৌ মোহং চক্রতুস্তব।
পিতৃপৈতামহে বৃত্তে বোঢ়ব্যে তেঽন্যথা মতিঃ॥১
কর্মভিশ্চিন্তিতো লোকো গত্যাং গত্যাং
পৃথগ্‌বিধঃ।
তস্মাৎ কর্মাণি নিত্যানি লোভান্মোক্ষং যিযাসতি ॥২
নেহ ধর্মানৃশংস্যাভ্যাং ন ক্ষান্ত্যা নার্জবেন চ।
পুরুষঃ শ্রিয়মাপ্নোতি ন ঘৃণিত্বেন কর্হিচিৎ ॥৩
ত্বাঞ্চ ব্যসনমভ্যাগাদিদং ভারত দুঃসহম্।
যৎ ত্বং নার্হসি নাপীমে ভ্রাতরস্তে মহৌজসঃ ॥৪
ন হি তেঽধ্যগমন্ জাতু তদানীং নাদ্য ভারত।
ধর্মাৎ প্রিয়তরং কিঞ্চিদপি চেজ্জীবিতাদিহ ॥৫

ত্রিংশ অধ্যায়

[দুঃখেমোহিত দ্রৌপদী কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের বুদ্ধি ও ধর্ম এবং ঈশ্বরের নীতির উপর আক্ষেপ।]

দ্রৌপদী বলিলেন,—সেই ধাতা (ঈশ্বর) ও বিধাতা (প্রারব্ধ)কে নমস্কার, যিনি তোমার বুদ্ধিতে এইরূপ মোহ উৎপাদন করিয়াছেন : অহো! কোথায় তুমি পিতৃপিতামহগত রাজ্যভার বহন করিবে, তাহা না হইয়া তোমার বিপরীত বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে।১

মানুষের উত্তম, মধ্যম ও অধম যোনি প্রাপ্তির প্রতি বিভিন্ন কর্ম্মই নিয়ামক, সুতরাং কর্ম্মই নিত্য; লোভবশতঃ মূর্খ মানুষ মুক্তি পাইতে ইচ্ছা করে। এ জগতে ধর্ম্ম, কোমলভাব, ক্ষমা, সরলতা ও দয়ার দ্বারা পুরুষ কখনও ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয় না।২-৩

হে ভারত! এইজন্যই তোমাকে এইরূপ দুঃসহ সঙ্কট আশ্রয় করিয়াছে; অন্যথায় না তুমি এরূপ দুঃখভোগের যোগ্য, না তোমার এই মহাতেজস্বী ভাইগণ এইরূপ দুঃখভোগের যোগ্য।৪

হে ভারত! তোমার এই ভাইগণ কি পূর্বে কি এখন, কখনও ধর্ম্ম হইতে অন্য বস্তু অধিক প্রিয় মনে করে না—এমন কি প্রাণ হইতে ধর্মকেই প্রিয়তর জানে।৫

ধর্মার্থমেব তে রাজ্যং ধর্মার্থং জীবিতঞ্চ তে।
ব্রাহ্মণা গুরবশ্চৈব জানন্ত্যপি চ দেবতাঃ ॥৬

ভীমসেনার্জুনৌ চোভৌ মাদ্রেয়ৌ চ ময়া সহ।
ত্যজেস্ত্বমিতি মে বুদ্ধির্ন তু ধর্মং পরিত্যজেঃ ॥৭

রাজানং ধর্মগোপ্তারং ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।
ইতি মে শ্রুতমার্য্যাণাং ত্বাং তু মন্যে ন রক্ষতি ॥৮

অনন্যা হি নরব্যাঘ্র নিত্যদা ধর্মমেব তে।
বুদ্ধিঃ সততমন্বেতি ছায়েব পুরুষং নিজা ॥৯

নাবমংস্থা হি সদৃশান্ নাবরান্ শ্রেয়সঃ কুতঃ।
অবাপ্য পৃথিবীং কৃৎস্নাং ন তে শৃঙ্গমবর্ধত ॥১০

স্বাহাকারৈঃ স্বধাভিশ্চ পূজাভিরপি চ দ্বিজান্।
দৈবতানি পিতৄংশ্চৈব সততং পার্থ সেবসে ॥১১

ব্রাহ্মণাঃ সর্বকামৈস্তে সততং পার্থ তর্পিতাঃ।
যতয়ো মোক্ষিণশ্চৈব গৃহস্থাশ্চৈব ভারত ॥১২

ভুঞ্জতে রুক্মপাত্রীভির্যত্রাহং পরিচারিকা।
আরণ্যকেভ্যো লৌহানি ভাজনানি প্রযচ্ছসি ॥
নাদেয়ং ব্রাহ্মণেভ্যস্তে গৃহে কিঞ্চন বিদ্যতে ॥১৩

যদিদং বৈশ্বদেবং তে শান্তয়ে ক্রিয়তে গৃহে।
তদ্ দত্ত্বাতিথি-ভূতেভ্যো রাজন্ শিষ্টেন জীবসি ॥১৪

ইষ্টয়ঃ পশুবন্ধাশ্চ কাম্যনৈমিত্তিকাশ্চ যে।
বর্ত্তন্তে পাকযজ্ঞাশ্চ যজ্ঞকর্ম্ম চ নিত্যদা ॥১৫

অস্মিন্নপি মহারণ্যে বিজনে দস্যুসেবিতে।
রাষ্ট্রাদপেত্য বসতো ধর্মস্তেনাবসীদতি ॥১৬

ধর্ম্মের জন্যই তোমার রাজ্য এবং তোমার জীবনও ধর্ম্মের জন্য উৎসর্গীকৃত—ইহা ব্রাহ্মণ, গুরুবর্গ এবং দেবতাগণ সকলেই জানেন।৬

তুমি ভীমসেন, অর্জ্জুন, মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব, এমন কি আমাকেও পরিত্যাগ করিতে পার, কিন্তু তুমি ধর্ম্মকে কখনও পরিত্যাগ করিতে পারিবে না—ইহাই আমার নিশ্চিত ধারণা।৭

আমি আর্য্যঋষিগণের মুখে শুনিয়াছি যে, ধর্ম্মের সংরক্ষক রাজাকে ধর্ম্ম স্বয়ংই রক্ষা করেন, কিন্তু আমার মনে হয়, ধর্ম্ম কেবল তোমাকেই রক্ষা করিতেছেন না।৮

হে নরব্যাঘ্র! যেমন মানুষের নিজের ছায়া সর্ব্বদাই তাহার অনুগমন করে, তেমনই তোমার বুদ্ধিও সর্ব্বদা ধর্ম্মেরই অনুসরণ করে।৯

তুমি কখনও তোমার সমান বা তোমার কনিষ্ঠকেও অপমানিত কর নাই; যাহারা তোমার জ্যেষ্ঠ, তাহাদের সম্বন্ধে অপমানজনক তোমার কোন আচরণের কথা তো নিশ্চয়ই করা যায় না; এমন কি সমস্ত পৃথিবীর সাম্রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াও তোমার অহঙ্কার হইতে কখনও দেখা যায় নাই।১০

হে পৃথাতনয়! তুমি যাগযজ্ঞাদির দ্বারা দেবতাগণের, শ্রাদ্ধতর্পণাদির দ্বারা পিতৃগণের এবং পূজার দ্বারা ব্রাহ্মণগণের সততই সেবা করিয়া থাক।১১

হে পার্থ! সর্ব্ব প্রকার অভিলষিত বস্তুর দ্বারা তুমি ব্রাহ্মণগণকে পরিতৃপ্ত করিতে। গৃহস্থ, মুমুক্ষু ও সন্ন্যাসিগণ সকলকেই তোমার অন্ন আমি স্বয়ং স্বর্ণথালায় পরিবেশন করিয়া খাওয়াছি; বাণপ্রস্থিগণকেও তুমি ধাতবপাত্রে ভোজন দিতে, ব্রাহ্মণগণকে অদেয় তোমার গৃহে কিছুই ছিল না।১২-১৩

রাজন্! তোমার গৃহে শান্তির জন্য যে বৈশ্বদেব বলি দেওয়া হইত, উহার পর অতিথি ও অন্যান্য প্রাণিগণকে দেওয়ার পর যে অন্ন অবশিষ্ট থাকিত, তাহার দ্বারাই তুমি জীবনধারণ করিতে।১৪

ইষ্টি (ক্ষুদ্র যজ্ঞ), পশুযাগ প্রভৃতি কাম্য ও নৈমিত্তিক যজ্ঞকর্ম্মসমূহ, এতদ্ব্যতীত পাকযজ্ঞ প্রভৃতি যজ্ঞকর্ম্মসমূহও তোমার গৃহে নিত্যই অনুষ্ঠিত হইত।১৫

অশ্বমেধো রাজসূয়ঃ পুণ্ডরীকোঽথ গোসবঃ।
এতৈরপি মহাযজ্ঞৈরিষ্টং তে ভূরিদক্ষিণৈঃ ॥১৭

রাজন্ পরীতয়া বুদ্ধ্যা বিষমেঽক্ষপরাজয়ে।
রাজ্যং বসূন্যায়ুধানি ভ্রাতৄন্ মাং চাসি নির্জ্জিতঃ ॥১৮

ঋজোর্মৃদোর্বদান্যস্য হ্রীমতঃ সত্যবাদিনঃ।
কথমক্ষব্যসনজা বুদ্ধিরাপতিতা তব ॥১৯

অতীব মোহমায়াতি মনশ্চ পরিভূয়তে।
নিশাম্য তে দুঃখমিদমিমাং চাপদমীদৃশীম্ ॥২০

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
ঈশ্বরস্য বশে লোকাস্তিষ্ঠন্তে নাত্মনো যথা ॥২১

ধাতৈব খলু ভূতানাং সুখ-দুঃখে প্রিয়াপ্রিয়ে।
দধাতি সর্বমীশানঃ পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরন্ ॥২২

যথা দারুময়ী যোষা নরবীর সমাহিতা।
ঈরয়ত্যঙ্গমঙ্গানি তথা রাজন্নিমাঃ প্রজাঃ ॥২৩

আকাশ ইব ভূতানি ব্যাপ্য সর্বাণি ভারত।
ঈশ্বরো বিদধাতীহ কল্যাণং যচ্চ পাপকম্ ॥২৪

শকুনিস্তন্তুবদ্ধো বা নিয়তোঽয়মনীশ্বরঃ।
ঈশ্বরস্য বশে তিষ্ঠেন্নান্যেষাং নাত্মনঃ প্রভুঃ ॥২৫

মণিঃ সূত্র ইব প্রোতো নস্যোত ইব গোবৃষঃ।
স্রোতসো মধ্যমাপন্নঃ কূলাদ্ বৃক্ষ ইব চ্যুতঃ ॥২৬

ধাতুরাদেশমন্বেতি তন্ময়ো হি তদর্পণঃ।
নাত্মাধীনো মনুষ্যোঽয়ং কালং ভজতি কঞ্চন ॥২৭

অজ্ঞো জন্তুরনীশোঽয়মাত্মনঃ সুখ-দুঃখয়োঃ।
ঈশ্বরপ্রেরিতো গচ্ছেৎ স্বর্গং নরকমেব চ ॥২৮

রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া দস্যুপরিপূর্ণ এই নির্জ্জন মহারণ্যে আসিয়া বাস করাতেও তোমার ধর্ম্মনিষ্ঠা এখানেও হ্রাস পায় নাই।১৬

তুমি প্রচুর দক্ষিণাপ্রদানপূর্ব্বক অশ্বমেধ, রাজসূয়, পুণ্ডরীক, গোসব প্রভৃতি মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছ।১৭

কিন্তু হে রাজন্! দ্যূতক্রীড়ায় উপর্য্যুপরি পরাজয়ের ফলে তোমার বুদ্ধি ভ্রান্তিবশতঃ বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, তাহার ফলে তুমি রাজ্য, ধন, অস্ত্রসমূহ, ভ্রাতৃবৃন্দ এবং আমাকে পর্য্যন্ত পণে হারিয়াছিলে।১৮

সরল, কোমল, বদান্য (উদার), লজ্জাশীল ও সত্যবাদী হইয়াও কেন তোমার বুদ্ধি পাশাখেলার নেশায় বিপর্য্যস্ত হইল ?১৯

তোমার এইরূপ বিপদ ও দুঃখের কথা চিন্তা করিয়া আমার বুদ্ধি মোহপ্রাপ্ত হইতেছে এবং মনও দুঃখে অভিভূত হইতেছে।২০

আমি এখানে একটী পুরাতন ইতিহাস বিবৃত করিতেছি, যাহা হইতে ইহা বুঝা যায় যে, সকল মনুষ্যই ঈশ্বরের বশীভূত, কাহারও স্বাধীনতা নাই।২১

মানুষের পূর্ব্ব কর্ম্মফলকে সম্মুখে রাখিয়াই বিধাতা মানুষের সুখ, দুঃখ প্রিয় ও অপ্রিয়ের এবং অন্য অবস্থাবিশেষের ব্যবস্থা করিয়াছেন।২২

হে নরবীর। যেমন কাষ্ঠময়ী পুত্তলিকা সূত্রধরের দ্বারা প্রেরিত হইয়া অঙ্গ সকল চালনা করে ; তেমনই হে রাজন্। এই সমস্ত প্রজাই ঈশ্বরের দ্বারা প্রেরিত হইয়া সকল চেষ্টা করে, স্বয়ং নহে।২৩

হে ভারত। আকাশের ন্যায় সর্বভূতে ব্যাপ্ত থাকিয়া ঈশ্বরই মানুষের পাপ ও পুণ্যের বিধান করিয়া থাকেন।২৪

সূত্রবদ্ধ পাখীর ন্যায় জীবমাত্রই সতত পরাধীন এবং ঈশ্বরের বশীভূত ; নিজের বা অন্যের উপর তাহার বিন্দুমাত্র প্রভুত্ব নাই।২৫

সূত্রে গ্রথিত মণির ন্যায়, নাসিকায় রজ্জুবদ্ধ গোবৃষের ন্যায়, তীর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া নদীর স্রোতের মধ্যে পতিত বৃক্ষের ন্যায় জীব ঈশ্বরময় ও

যথা বায়োস্তৃণাগ্রাণি বশং যান্তি বলীয়সঃ।
ধাতুরেবং বশং যান্তি সর্বভূতানি ভারত ॥২৯
আর্য্যে কর্মণি যুঞ্জানঃ পাপে বা পুনরীশ্বরঃ।
ব্যাপ্য ভূতানি চরতে ন চায়মিতি লক্ষ্যতে ॥৩০
হেতুমাত্রমিদং ধাতুঃ শরীরং ক্ষেত্রসংজ্ঞিতম্।
যেন কারয়তে কর্ম শুভাশুভফলং বিভুঃ ॥৩১
পশ্য মায়াপ্রভাবোহয়মীশ্বরেণ যথা কৃতঃ।
যো হন্তি ভূতৈর্ভূতানি মোহয়িত্বাত্মমায়য়া ॥৩২
অন্যথা পরিদৃষ্টানি মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ।
অন্যথা পরিবর্ত্তন্তে বেগা ইব নভস্বতঃ ॥৩৩
অন্যথৈব হি মন্যন্তে পুরুষাস্তানি তানি চ।
অন্যথৈব প্রভুস্তানি করোতি বিকরোতি চ ॥৩৪
যথা কাষ্ঠেন বা কাষ্ঠমশ্মানং চাশ্মনা পুনঃ।
অয়সা চাপ্যয়শ্ছিন্দ্যান্নির্বিচেষ্টমচেতনম্ ॥৩৫
এবং স ভগবান্ দেবঃ স্বয়ম্ভূঃ প্রপিতামহঃ।
হিনস্তি ভূতৈর্ভূতানি ছদ্ম কৃত্বা যুধিষ্ঠির ॥৩৬
সম্প্রযোজ্য বিযোজ্যায়ং কামকারকরঃ প্রভুঃ।
ক্রীড়তে ভগবান্ ভূতৈর্বালঃ ক্রীড়নকৈরিব ॥৩৭
ন মাতৃপিতৃবদ্ রাজন্ ধাতা ভূতেষু বর্ত্ততে।
রোষাদিব প্রবৃত্তোহয়ং যথায়মিতরো জনঃ ॥৩৮

ঈশ্বরার্পিত হইয়া তাঁহার আদেশরই অনুবর্ত্তন করে, কোন সময়ই সে স্বাধীন হইয়া কাল অতিবাহিত করে না।২৬-২৭

অজ্ঞ জীব নিজের সুখ ও দুঃখের উপর সম্পূর্ণ প্রভুত্বশূন্য হইয়া ঈশ্বরের দ্বারা প্রেরিত হইয়াই স্বর্গ বা নরক প্রাপ্ত হয়।২৮

হে ভারত! যেমন তৃণখণ্ডসমূহ বায়ুর সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়াই উড়িতে থাকে, তেমনই সকল প্রাণীই বিধাতার বশীভূত হইয়াই চলে।২৯

সকল প্রাণীর মধ্যে ঈশ্বরই অবস্থান করত পাপ বা পুণ্য কর্ম্মে বিচরণ করেন, কিন্তু তাঁহার এই বিচরণ জীব লক্ষ্য করিতে পারে না।৩০

ক্ষেত্রসংজ্ঞক এই শরীর ঈশ্বরের একটা সাধন মাত্র; সর্ব্বব্যাপক ঈশ্বর ইহার দ্বারা শুভ বা অশুভ (ফলভোগ মূলক) কর্ম্ম করাইয়া লন।৩১

ঈশ্বরের মায়ায় প্রভাব দেখ, তিনি নিজ মায়ার দ্বারা মোহিত করিয়া এক প্রাণীর দ্বারা অপর প্রাণীর হিংসা করাইতেছেন।৩২

তত্ত্বদর্শী মুনিগণ পদার্থসমূহের স্বরূপ একরকম কীর্ত্তন করেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ বস্তুসমূহের স্বরূপ অন্য প্রকারই দেখিয়া থাকে। যেমন সূর্য্যের কিরণ মরুভূমি বালুকার উপর পড়িয়া জলের ন্যায় দেখায়।৩৩

মনুষ্যগণ সেই সেই বস্তুকে একপ্রকার মনে করে, আবার ঈশ্বর সেগুলিকে অন্যরূপ বিধান করিতেছেন এবং বিকৃত করিতেছেন।৩৪

যেমন এক কাষ্ঠের দ্বারা চেষ্টাশূন্য অচেতন কাষ্ঠকে, যেমন এক পাথরের দ্বারা সেইরূপ অপর পাথরকে এবং এক লোহখণ্ডের দ্বারা সেইরূপ অপর লোহখণ্ডকে ছেদন করা হয়, তেমনই হে যুধিষ্ঠির! পরমদেব স্বয়ম্ভু প্রপিতামহ ভগবান্ মায়ার ছলে ভূতগণের দ্বারাই ভূতগণকে বিনাশ করিয়া থাকেন।৩৪-৩৬

বালক যেমন খেলনা লইয়া খেলা করে, তেমনই জগতের প্রভু ভগবান্ নিজ ইচ্ছানুসারে মনুষ্যগণের সংযোগ ও বিয়োগের ব্যবস্থা করত খেলা করিয়া থাকেন।৩৭

হে রাজন্! বিধাতা মাতাপিতার ন্যায় প্রাণিগণের প্রতি স্নেহময় ব্যবহার করিয়া থাকেন; অন্য লোকের মত যেন রোষবশতই জীবের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকেন।৩৮

আর্য্যান্ শীলবতো দৃষ্ট্বা হ্রীমতো বৃদ্ধিকর্শিতান্ ।
অনার্য্যান্ সুখিনশ্চৈব বিহ্বলামীব চিন্তয়া ॥৩৯
তবেমামাপদং দৃষ্ট্বা সমৃদ্ধিঞ্চ সুযোধনে ।
ধাতারং গর্হয়ে পার্থ বিষমং যোঽনুপশ্যতি ॥৪০
আর্য্যশাস্ত্রাতিগে ক্রূরে লুব্ধে ধর্মাপচায়িনি ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রে শ্রিয়ং দত্ত্বা ধাতা কিং ফলমশ্নুতে ॥৪১
কর্ম চেৎ কৃতমন্বেতি কর্ত্তারং নান্যমৃচ্ছতি ।
কর্মণা তেন পাপেন লিপ্যতে নূনমীশ্বরঃ ॥৪২
অথ কর্ম কৃতং পাপং ন চেৎ কর্ত্তারমৃচ্ছতি ।
কারণং বলমেবেহ জনাঞ্ছোচামি দুর্বলান্ ॥৪৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি অর্জুনাভিগমনপর্বণি
দ্রৌপদীবাক্যে ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩০

কুকর্ম্ম করিতে যাহারা সর্ব্বদা লজ্জা অনুভব করেন, এমন সচ্চরিত্র সভ্য পুরুষগণকে অর্থকষ্ট ভোগ করিতে এবং অধার্ম্মিক অসভ্যপুরুষগণকে সুখী হইতে দেখিয়া আমি চিন্তায় যেন বিহ্বল হইতেছি ।৩৯

হে পার্থ। তোমাকে এইরূপ বিপদে পতিত এবং দুর্য্যোধনকে সমৃদ্ধসম্পন্ন হইতে দেখিয়া আমি ঈশ্বরকে নিন্দা করিতেছি ; কারণ, তিনি বিষম দৃষ্টিসম্পন্ন ।৪০

যে ধৃতরাষ্ট্রতনয় আর্য্যশাস্ত্রের নির্দ্দেশ লঙ্ঘনকারী অত্যন্ত ক্রূর, লোভী এবং ধর্ম্মবিনাশী, তাহাকে রাজ্যশ্রী প্রদান করিয়া বিধাতার কি ফল লাভ হইয়াছে ?৪১

যদি কৃত কর্ম্ম কর্ত্তার পশ্চাতেই ধাবিত হয়, অন্যের পশ্চাতে নহে, তবে মনুষ্যকৃত সেই পাপকর্ম্মে ঈশ্বরও লিপ্ত হইতেছেন ।৪২

আর যদি কৃত কর্ম্ম কর্ত্তার পশ্চাতে ধাবিত না হয়, তবে এই জগতে বলই সুখভোগের প্রতি কারণ বলিতে হইবে ; অতএব দুর্ব্বল পুরুষই দুঃখভাগী হইবে। আমি সেইজন্য শোক করিতেছি ।৪৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জুনাভিগমনপর্ব্বে
দ্রৌপদীবাক্যে ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।৩০

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[যুধিষ্ঠিরেণ দ্রৌপদ্যা আক্ষেপস্য সমাধানম্, ঈশ্বর-ধর্ম-মহাপুরুষাণামাদরেণ লাভঃ, অনাদরেণ চ হানিরিতি কথনম্ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

বল্গু চিত্রপদং শ্লক্ষ্ণং যাজ্ঞসেনি ত্বয়া বচঃ ।
উক্তং তচ্ছ্রুতমস্মাভির্নাস্তিক্যং তু প্রভাষসে ॥১
নাহং কর্মফলান্বেষী রাজপুত্রি চরাম্যুত ।
দদামি দেয়মিত্যেব যজে যষ্টব্যমিত্যুত ॥২

একত্রিংশ অধ্যায় ।

[যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর আক্ষেপের সমাধান এবং ঈশ্বর, ধর্ম ও মহাপুরুষগণের আদরে লাভ ও অনাদরে হানি—ইহা কথন ।]

হে যাজ্ঞসেনি! তুমি যাহা বলিলে তাহা শ্রুতিসুন্দর, বিচিত্র পদবিন্যাসে মধুর ও কোমল ; আমি ইহা মনোযোগের সহিত শুনিয়াছি ; কিন্তু তোমার কথা নাস্তিকমতাশ্রিত ।১

অস্তু বাত্র ফলং মা বা কর্ত্তব্যং পুরুষেণ যৎ ।
গৃহে বা বসতা কৃষ্ণে যথাশক্তি করোমি তৎ ॥৩
ধর্মং চরামি সুশ্রোণি ন ধর্মফলকারণাৎ ।
আগমাননতিক্রম্য সতাং বৃত্তমবেক্ষ্য চ ॥৪
ধর্ম এব মনঃ কৃষ্ণে স্বভাবাচ্চৈব মে ধৃতম্ ।
ধর্মবাণিজ্যকো হীনো জঘন্যো ধর্মবাদিনাম্ ॥৫
ন ধর্মফলমাপ্নোতি যো ধর্মং দোগ্ধুমিচ্ছতি ।
যশ্চৈনং শঙ্কতে কৃত্বা নাস্তিক্যাৎ পাপচেতনঃ ॥৬
অতিবাদাদ্ বদাম্যেষ মা ধর্মমভিশঙ্কিথাঃ ।
ধর্মাভিশঙ্কী পুরুষস্তির্য্যগ্‌গতিপরায়ণঃ ॥৭
ধর্মো যস্যাভিশঙ্ক্যঃ স্যাদার্ষং বা দুর্ব্বলাত্মনঃ ।
বেদাচ্ছূদ্র ইবাপেয়াৎ স লোকাদজরামরাৎ ॥৮
বেদাধ্যায়ী ধর্মপরঃ কুলে জাতো মনস্বিনি ।
স্থবিরেষু স যোক্তব্যো রাজর্ষির্ধর্মচারিভিঃ ॥৯
পাপীয়ান্ স হি শূদ্রেভ্যস্তস্করেভ্যো বিশিষ্যতে ।
শাস্ত্রাতিগো মন্দবুদ্ধির্যো ধর্মমভিশঙ্কতে ॥১০
প্রত্যক্ষং হি ত্বয়া দৃষ্ট ঋষির্গচ্ছন্ মহাতপাঃ ।
মার্কণ্ডেয়োঽপ্রমেয়াত্মা ধর্মেণ চিরজীবিতা ॥১১
ব্যাসো বশিষ্ঠো মৈত্রেয়ো নারদো লোমশঃ শুকঃ ।
অন্যে চ ঋষয়ঃ সর্ব্বে ধর্মেণৈব সুচেতসঃ ॥১২

হে রাজপুত্রি! আমি কর্মফল কামনা করিয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠান করি না। 'দান করা কর্ত্তব্য' ইহা শাস্ত্রের নির্দ্দেশ, সুতরাং দান করি, 'যজ্ঞ করা কর্ত্তব্য' ইহা শাস্ত্রের বিধান, সুতরাং যজ্ঞের অনুষ্ঠান করি।২

হে কৃষ্ণে। ফল হউক অথবা নাই হউক, তাহার লক্ষ করি না; গৃহস্থাশ্রমে বর্ত্তমান পুরুষের পক্ষে যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই যথাশক্তি করিয়া থাকি।৩

হে সুশ্রোণি! বেদের বিধান অতিক্রম না করিয়া এবং শিষ্টগণের আচরণ দর্শন করিয়া আমি ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করি, ফলকামনার বশীভূত হইয়া নহে।৪

হে কৃষ্ণে! ধর্ম্মে আমার মন স্বভাবতই নিষ্ঠিত (সংসক্ত)। ধর্ম্ম লইয়া যাহারা বাণিজ্য করে (অর্থাৎ ফললাভের বিনিময়েই যাহারা ধর্ম্ম আচরণ করে) তাহারা ধার্ম্মিকগণের মধ্যে নিকৃষ্ট ও নিন্দিত।৫

যে পাপাত্মা নাস্তিক্যের বশীভূত হইয়া ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করত ধর্মবিষয়ে শঙ্কা পোষণ করে, অথবা ধর্ম্মকে দোহন করিয়া ফললাভের ইচ্ছা করে, সে কখনও ধর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হয় না।৬

আমি সর্ব্বপ্রমাণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রপ্রমাণের বলে বলিতেছি যে, কখনও ধর্ম বিষয়ে শঙ্কা করিবে না; ধর্মাশঙ্কী পুরুষ তির্য্যগ্‌যোনি (নীচযোনি) প্রাপ্ত হয়।৭

যে ব্যক্তি ধর্ম্মের বিষয়ে সন্দেহ করে অথবা ঋষিপ্রোক্ত শাস্ত্রের উপর অবিশ্বাস করে, বেদ হইতে শূদ্রের ন্যায় সে অজর ও অমর স্বর্গাদিলোক হইতে দূরে অবস্থান করে।৮

হে মনস্বিনি। যিনি উচ্চকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বেদাধ্যয়ন এবং ধর্মানুষ্ঠান করেন, সেই রাজর্ষিকে ধার্মিক মনুষ্যগণ বৃদ্ধ জ্ঞানিগণের ন্যায় শ্রেষ্ঠ মনে করিবেন।৯

শাস্ত্রের উল্লঙ্ঘনকারী মন্দবুদ্ধি যে ব্যক্তি ধর্মবিষয়ে শঙ্কা পোষণ করেন, তাহাকে শূদ্র বা চোর হইতেও নিকৃষ্ট জানিবে।১০

যিনি ধর্ম্মের প্রভাবে চিরজীবিত্ব লাভ করিয়াছেন, সেই অতুলনীয় মহাতপস্বী মার্কণ্ডেয় ঋষি এস্থান দিয়া উত্তরাখণ্ডে যাইতে তুমি স্বয়ংই দেখিয়াছ।১১

ব্যাস, বশিষ্ঠ, মৈত্রেয়, দেবর্ষি নারদ, লোমশ শুক প্রভৃতি মহর্ষিগণ সকলেই ধর্ম্মের প্রভাবে

প্রত্যক্ষং পশ্যসি হ্যেতান্ দিব্যযোগসমন্বিতান্।
শাপানুগ্রহণে শক্তান্ দেবেভ্যোঽপি গরীয়সঃ ॥১৩
এতে হি ধর্মমেবাদৌ বর্ণয়ন্তি সদানঘে।
কর্তব্যমমরপ্রখ্যাঃ প্রত্যক্ষাগমবুদ্ধয়ঃ ॥১৪
অতো নার্হসি কল্যাণি ধাতারং ধর্মমেব চ।
রাজ্ঞি মূঢ়েন মনসা ক্ষেপ্তুং শঙ্কিতুমেব চ ॥১৫
উন্মত্তান্ মন্যতে বালঃ সর্বানাগতনিশ্চয়ান্।
ধর্মাতিশঙ্কী নান্যস্মাৎ প্রমাণমধিগচ্ছতি ॥১৬
আত্মপ্রমাণ উন্নদ্ধঃ শ্রেয়সো হ্যবমন্যকঃ।
ইন্দ্রিয়প্রীতিসম্বদ্ধং যদিদং লোকসাক্ষিকম্ ॥
এতাবন্মন্যতে বালো মোহমন্যত্র গচ্ছতি ॥১৭

প্রায়শ্চিত্তং ন তস্যাস্তি যো ধর্মমতিশঙ্কতে।
ধ্যায়ন্ স কৃপণঃ পাপো ন লোকান্ প্রতি-
পদ্যতে ॥১৮
প্রমাণাদ্ধি নিবৃত্তো হি বেদশাস্ত্রার্থনিন্দকঃ।
কাম-লোভাতিগো মূঢ়ো নরকং প্রতিপদ্যতে ॥১৯
যস্তু নিত্যং কৃতমতির্ধর্মমেবাভিপদ্যতে।
অশঙ্কমানঃ কল্যাণি সোঽমুত্রানন্ত্যমশ্নুতে ॥২০
আর্ষং প্রমাণমুৎক্রম্য ধর্মং ন প্রতিপালয়ন্।
সর্বশাস্ত্রাতিগো মূঢ়ঃ শং জন্মসু ন বিন্দতি ॥২১
যস্য নার্ষং প্রমাণং স্যাচ্ছিষ্টাচারশ্চ ভাবিনি।
ন বৈ তস্য পরো লোকো নায়মস্তীতি নিশ্চয়ঃ ॥২২

মহাপুরুষ হইয়াছেন।১২

তুমি ইহাও প্রত্যক্ষ দেখিয়াছ, তোমার সম্মুখেই এই বনের মধ্যেই এমন অনেক ঋষি রহিয়াছেন, যাঁহারা শাপাদির দ্বারা নিগ্রহ এবং বরের দ্বারা অনুগ্রহ করিতে সমর্থ, দিব্যযোগশক্তিসম্পন্ন এবং দেবতাগণের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।১৩

হে অনঘে (নিষ্পাপে)। প্রত্যক্ষ ও শাস্ত্রীয় অনুভূতিসম্পন্ন দেবতুল্য এই ঋষিগণ সকলেই ধর্মকে জীবের সর্ব্বপ্রধান অনুষ্ঠেয় বিষয় বলিয়া বর্ণনা করেন।১৪

অতএব হে কল্যাণি। হে রাজ্ঞি! তোমার মোহযুক্ত মনের দ্বারা ধর্ম্ম ও বিধাতাকে নিন্দা বা উহাতে আশঙ্কা প্রকাশ করা তোমার উচিত নহে।১৫

ধর্ম্ম বিষয়ে আশঙ্কাকারী বালবুদ্ধি মানব শাস্ত্র ও অপরোক্ষ অনুভূতিসম্পন্ন মহর্ষিগণকে উন্মত্ত বলিয়া মনে করে; সুতরাং তাহারা অন্য কাহারও কথা প্রমাণরূপে গ্রহণ করে না।১৬

নিজের বুদ্ধিকেই একমাত্র প্রমাণ মনে করে, এমন যে সকল উদ্ধত মানব আছে, তাহারা শ্রেষ্ঠ পুরুষগণকে অবহেলা করে; কেননা, তাহারা ইন্দ্রিয় ও বিষয়ভোগে অত্যাসক্ত হওয়ায় প্রত্যক্ষ জগৎ ও জাগতিক সুখ ভিন্ন অন্য কিছু স্বীকার করিতে ইচ্ছুক নহে, সুতরাং অলৌকিক বিষয়সম্বন্ধে তাহাদের বুদ্ধি মোহগ্রস্ত হয়।১৭

যে ব্যক্তি ধর্ম্মসম্বন্ধে আশঙ্কা পোষণ করে এবং ধর্ম্মবিরুদ্ধ চিন্তা করে; তাহার পাপের কোন প্রয়শ্চিত্ত নাই; সেই কৃপণ (বিষয়ভোগে অত্যাসক্ত) পাপাত্মা কখনও উচ্চগতি লাভ করিতে পারে না।১৮

যে ব্যক্তি নিজের বুদ্ধি ভিন্ন অন্য কিছুকে প্রমাণ স্বীকার করে না, সেই বেদ ও বেদানুকূল সকল শাস্ত্রের নিন্দুক কাম ও লোভে বিমূঢ় মনুষ্য নরকে গমন করে।১৯

হে কল্যাণি। যে ব্যক্তির বুদ্ধি ধর্ম্মেতে সদাই নিষ্ঠিত (আসক্ত) এবং নিঃসংশয়ে ধর্ম্মেরই সদা অনুবর্ত্তন করে; সেই ব্যক্তিই পরলোকে অনন্ত সুখ লাভ করেন অর্থাৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন।২০

ঋষিপ্রোক্ত শাস্ত্রকে প্রমাণ না মানিয়া যে ধর্মের পরিপালন করে না; সেই সর্ব্বশাস্ত্র অতিক্রমকারী মূঢ় বহু জন্মজন্মান্তরেও কল্যাণ লাভ করিতে পারে না।২১

হে ভাবিনি। যাহার নিকট ঋষিপ্রণীতশাস্ত্র ও

শিষ্টৈরাচরিতং ধর্মং কৃষ্ণে মাস্মাভিশঙ্কিথাঃ।
পুরাণমৃষিভিঃ প্রোক্তং সর্বজ্ঞৈঃ সর্বদর্শিভিঃ ॥২৩

ধর্ম এব প্লবো নান্যঃ স্বর্গং দ্রৌপদি গচ্ছতাম্।
সৈব নৌঃ সাগরস্যেব বণিজঃ পারমিচ্ছতঃ ॥২৪

অফলো যদি ধর্মঃ স্যাচ্চরিতো ধর্মচারিভিঃ।
অপ্রতিষ্ঠে তমস্যেতজ্জগন্মজ্জেদনিন্দিতে ॥২৫

নির্বাণং নাধিগচ্ছেয়ুর্জীবেয়ুঃ পশুজীবিকাম্।
বিদ্যাং তে নৈব যুজ্যেয়ুর্ন চার্থং কেচিদাপ্নুয়ুঃ ॥২৬

তপশ্চ ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ যজ্ঞঃ স্বাধ্যায় এব চ।
দানমার্জবমেতানি যদি স্যুরফলানি বৈ ॥২৭

নাচরিষ্যন্ পরে ধর্মং পরে পরতরে চ যে।
বিপ্রলম্ভোঽয়মত্যন্তং যদি স্যুরফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥২৮

ঋষয়শ্চৈব দেবাশ্চ গন্ধর্বাসুর-রাক্ষসাঃ।
ঈশ্বরাঃ কস্য হেতোস্তে চরেয়ুর্ধর্মমাদৃতাঃ ॥২৯

ফলদং ত্বিহ বিজ্ঞায় ধাতারং শ্রেয়সি ধ্রুবম্।
ধর্মং তে ব্যচরন্ কৃষ্ণে তদ্ধি শ্রেয়ঃ সনাতনম্ ॥৩০

স নায়মফলো ধর্মো নাধর্মোঽফলবানপি।
দৃশ্যন্তেঽপি হি বিদ্যানাং ফলানি তপসাং তথা ॥৩১

ত্বমাত্মনো বিজানীহি জন্ম কৃষ্ণে যথা শ্রুতম্।
বেত্থ চাপি যথা জাতো ধৃষ্টদ্যুম্নঃ প্রতাপবান্ ॥৩২

এতাবদেব পর্য্যাপ্তমুপমানং শুচিস্মিতে।
কর্মণাং ফলমাপ্নোতি ধীরোঽল্পেনাপি তুষ্যতি ॥৩৩

শিষ্টাচার প্রমাণরূপে স্বীকৃত নয়, তাহার ইহলোক ও পরলোক উভয়ই নষ্ট হয়—ইহা তত্ত্বদর্শিগণের সিদ্ধান্ত।২২

হে কৃষ্ণে। শিষ্টপুরুষগণের আচরিত এবং সর্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী ঋষিগণের দ্বারা উপদিষ্ট এই পুরাতন (প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত) ধর্মসম্বন্ধে আশঙ্কা পোষণ করিও না।২৩

হে দ্রৌপদি। যেমন সাগর পার হইতে ইচ্ছুক বণিকের নিকট নৌকাই একমাত্র অবলম্বন, তেমনই ধর্ম্মই একমাত্র স্বর্গপ্রাপ্তির ভেলা—অন্য নয়।২৪

হে অনিন্দিতে! যদি ধার্ম্মিক লোকের দ্বারা অনুষ্ঠিত ধর্ম্ম নিষ্ফল হইত, তবে সমস্ত জগৎ ঘোর অন্ধকারে ডুবিয়া যাইত।২৫

যদি ধর্মানুষ্ঠান নিষ্ফল হইত, তবে কেহই নির্বাণ মুক্তি লাভ করিত না, কেহই বিদ্যা লাভ করিত না, কেহই কোন প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য চেষ্টা কিংবা অর্থলাভ করিত না, পরন্তু সকলেই পশুবৎ জীবন যাপন করিত।২৬

যদি তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, যাগযজ্ঞ, বেদাধ্যয়নাদি, দান, সরলতা প্রভৃতি ধর্ম্ম বিফল হইত, তাহা হইলে পূর্ব্বতম শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ কখনই উহার আচরণ করিতেন না; যদি সমস্ত ধার্ম্মিক ক্রিয়াই নিষ্ফল হইত, তাহা হইলে উহার অনুষ্ঠান প্রবঞ্চনামাত্রে পর্য্যবসিত হইত; ফলে ঋষিগণ, দেবগণ, গন্ধর্ব্ব, অসুর, রাক্ষস প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন জীবগণ কেন আদরের সহিত ধর্মানুষ্ঠান করিতেন?২৭-২৯

হে কৃষ্ণে। এ সমস্তের ফলদাতা একজন সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর আছেন, ইহা নিশ্চয় করিয়াই তাঁহারা ধর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন; সুতরাং ধর্মের মত নিত্য শ্রেয়স্কর আর কিছুই জগতে নাই।৩০

ধর্ম কখনও নিষ্ফল হয় না, এইরূপ অধর্মও ফল না দিয়া নিষ্কৃতি পায় না, বিদ্যা ও তপস্যার ফলও প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে।৩১

হে কৃষ্ণে। তুমি তোমার নিজের ও তোমার প্রতাপশালী ভ্রাতা ধৃষ্টদ্যুম্নের প্রসিদ্ধ জন্মবৃত্তা স্মরণ কর; (এইরূপ জন্ম কি ধর্ম বা তপস্যার ফল না থাকিলে হওয়া সম্ভব?)।৩২

হে শুচিস্মিতে। এই দৃষ্টান্তই ধর্মের ফল বুঝিবার

বহুনাপি হ্যবিদ্বাংসো নৈব তুষ্যন্ত্যবুদ্ধয়ঃ।
তেষাং ন ধর্মজং কিঞ্চিৎ প্রেত্য
শর্মাস্তি বা পুনঃ ॥৩৪

কর্মণাং শ্রুতপুণ্যানাং পাপানাঞ্চ ফলোদয়ঃ।
প্রভবশ্চাত্যয়শ্চৈব দেবগুহ্যানি ভাবিনি ॥৩৫

নৈতানি বেদ যঃ কশ্চিন্মুহ্যন্তেঽত্র প্রজা ইমাঃ।
অপি কল্পসহস্রেণ ন স শ্রেয়োঽধিগচ্ছতি ॥৩৬

রক্ষ্যাণ্যেতানি দেবানাং গূঢ়মায়া হি দেবতাঃ।
কৃতাশাশ্চ ব্রতাশাশ্চ তপসা দগ্ধকিল্বিষাঃ।
প্রসাদৈর্মানসৈর্যুক্তাঃ পশ্যন্ত্যেতানি বৈ দ্বিজাঃ ॥৩৭

ন ফলাদর্শনাদ্ ধর্মঃ শঙ্কিতব্যো ন দেবতাঃ।
যষ্টব্যঞ্চ প্রযত্নেন দাতব্যং চানসূয়তা ॥৩৮

কর্মণাং ফলমস্তীহ তথৈতদ্ ধর্মশাসনম্।
ব্রহ্মা প্রোবাচ পুত্রাণাং যদৃষির্বেদ কশ্যপঃ ॥৩৯

তস্মাৎ তে সংশয়ঃ কৃষ্ণে নীহার ইব নশ্যতু।
ব্যবস্য সর্বমস্তীতি নাস্তিক্যং ভাবমুৎসৃজ ॥৪০

ঈশ্বরং চাপি ভূতানাং ধাতারং মা চ বৈ ক্ষিপ।
শিক্ষস্বৈনং নমস্বৈনং মা তেঽভূদ্ বুদ্ধিরীদৃশী ॥৪১

পক্ষে যথেষ্ট; ধীর ব্যক্তিগণ কর্মের ফল লাভ করেন এবং অল্প ফল পাইয়াই সন্তুষ্ট হন।৩৩

বুদ্ধিহীন অজ্ঞ পুরুষগণ বহু ফল লাভেও সন্তুষ্ট হয় না; এজন্যে পরলোকে তাহাদের ধর্মজন্য অল্প সুখও লাভ হয় না।৩৪

ভাবিনি! শাস্ত্রোক্ত পুণ্যপ্রদ কর্ম বা পাপকর্ম্মের কি ফল এবং এই জগতের কিরূপে উৎপত্তি ও প্রলয় হয়, ইহা দেবতাগণেরও দুর্জ্ঞেয়। (সুতরাং তুমি আমি সব বুঝিয়া ফেলিব—ইহা আশা করা বৃথা)।৩৫

সাধারণ মনুষ্যগণ এই দেবগুহ্য বিষয়ে মোহিত হয়। এই সকল কথা যে ব্যক্তি জানে না, সে সহস্রকল্পেও শ্রেয়োলাভ করিতে পারে না।৩৬

দেবতাগণের মায়া অত্যন্ত নিগূঢ়া (দুর্বোধ্যা)। উহার দ্বারা তাঁহারা প্রকৃত তত্ত্বকে আবৃত করিয়া রাখেন; যাঁহারা কামনা পরিত্যাগ করত ব্রতোচিত আহার করিয়া তপস্যার দ্বারা পাপশূন্য হইয়াছেন; তাঁহারাই চিত্তের প্রসাদাখ্য যোগৈশ্বর্য্য লাভ অর্থাৎ চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করত উক্ত তত্ত্বসমূহ দর্শন করিয়া থাকেন।৩৭

প্রত্যক্ষ ফল দেখিতে পাইতেছি না, সুতরাং যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান করিয়া কি হইবে—এইভাবে ধর্ম্ম ও দেবতাগণের বিষয়ে আশঙ্কা পোষণ করা উচিত নহে; অসূয়া (গুণে দোষারোপ) পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল কর্ত্তব্য বুদ্ধিতেই যত্নের সহিত যজ্ঞ ও দানাদি কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য।৩৮

ধর্ম্মের ফল অবশ্যই আছে—ইহাই ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসন—এ কথা ব্রহ্মা তাঁহার মানস পুত্রগণকে বলিয়াছিলেন। এজন্য কশ্যপ ঋষি ইহা অবগত আছেন।৬৯

অতএব হে কৃষ্ণে! সূর্য্যোদয়ে কুজ্ঝটিকার বিনাশের ন্যায় তোমার এই সংশয় বিনষ্ট হউক; ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উভয়েরই ফল যথাসময়ে হইয়া থাকে—ইহা নিশ্চয় করিয়া নাস্তিক ভাবকে পরিত্যাগ কর।৪০

সমস্ত প্রাণীর ভরণপোষণকারী ঈশ্বরের নিন্দা করিও না; শাস্ত্র ও গুরুজনের নিকট হইতে ঈশ্বরের তত্ত্ব সম্বন্ধে জানিবার চেষ্টা কর। এইরূপ অকল্যাণকরী বুদ্ধি তোমার যেন আর কখনও না হয়।৪১

যস্য প্রসাদাৎ তদ্ভক্তো মর্ত্ত্যো গচ্ছত্যমর্ত্ত্যতাম্।
উত্তমাং দেবতাং কৃষ্ণে মাবমংস্থাঃ কথঞ্চন ॥৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি অর্জুনাভিগমনপর্বণি
যুধিষ্ঠিরবাক্যে একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩১

হে কৃষ্ণে! যে পরমেশ্বরের কৃপাকে লাভ করিয়া তাঁহার স্মরণশীল ভক্তগণ অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; সেই পরম দেবতা ঈশ্বরকে কোন প্রকারেই অবহেলা করিতে দুঃসাহস করিও না।৪২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জুনাভিগমনপর্ব্বে যুধিষ্ঠিরবাক্যে একত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩১

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রৌপদ্যা প্রধানতয়া পুরুষার্থস্য স্বীকারঃ, তস্যৈব গুরুত্বারোপশ্চ।]

দ্রৌপদ্যুবাচ।

নাবমন্যে ন গর্হে চ ধর্ম্মং পার্থ কথঞ্চন।
ঈশ্বরং কুত এবাহমবমংস্যে প্রজাপতিম্ ॥১
আর্ত্তাহং প্রলপামীদমিতি মাং বিদ্ধি ভারত।
ভূয়শ্চ বিলপিষ্যামি সুমনাস্ত্বং নিবোধ মে ॥২
কর্ম খল্বিহ কর্ত্তব্যং জানতামিত্রকর্শন।
অকর্মাণো হি জীবন্তি স্থাবরা নেতরে জনাঃ ॥৩
যাবদ্গোস্তনপানাচ্চ যাবচ্ছায়োপসেবনাৎ।
জন্তবঃ কর্মণা বৃত্তিমাপ্নুবন্তি যুধিষ্ঠির ॥৪

জঙ্গমেষু বিশেষেণ মনুষ্যা ভরতর্ষভ।
ইচ্ছন্তি কর্মণা বৃত্তিমবাপ্তুং প্রেত্য চেহ চ ॥৫

উত্থানমভিজানন্তি সর্বভূতানি ভারত।
প্রত্যক্ষং ফলমশ্নন্তি কর্মণাং লোকসাক্ষিকম্ ॥৬

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

[দ্রৌপদীর পুরুষার্থকে প্রধান বলিয়া স্বীকার এবং তাহার উপরই গুরুত্ব আরোপ।]

দ্রৌপদী বলিলেন,—হে পৃথানন্দন! আমি ঈশ্বর বা ধর্ম্মকে নিন্দা বা অবমাননা করিবার অভিপ্রায়ে ঐরূপ বলি নাই। সমস্ত প্রজার (প্রাণীর) পালনকারী এমন ঈশ্বরকে কেমন করিয়া অবহেলা করিব ?১

হে ভারত! আমি দুঃখার্ত্তা হইয়া প্রলাপ করিয়াছি মাত্র—ইহাই তুমি মনে করিবে। পুনরায় আমি আরও কিন্তু প্রলাপবাক্য বলিতেছি; তুমি উদারহৃদয়, তুমি ধৈর্য্য ধারণ করিয়া শুনিবে—আশা করি।২

হে শত্রুকর্শন! এ সংসারে শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষগণের কর্ম্ম অবশ্যই করা উচিত; কর্ম্ম না করিয়া স্থাবর প্রাণিগণই জীবিত থাকিতে পারে, মনুষ্যাদি অন্য প্রাণীরা পারে না। যুধিষ্ঠির! গোবৎসগণও স্বয়ং চেষ্টা করিয়া মাতৃস্তন্য পান করে এবং নিজেই ছায়াতে বসিয়া বিশ্রাম করে। এইরূপে সমস্ত জীবজন্তুই কর্ম্ম করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করে।৪

হে ভরতর্ষভ! জঙ্গম প্রাণীর মধ্যে বিশেষতঃ মনুষ্যগণ কর্ম্মের দ্বারাই যেমন জীবিকা নির্ব্বাহ

সর্বে হি স্বং সমুত্থানমুপজীবন্তি জন্তবঃ ।
অপি ধাতা বিধাতা চ যথায়মুদকে বকঃ ॥৭
অকর্মণাং বৈ ভূতানাং বৃত্তিঃ স্যান্ন হি কাচন ।
তদেবাভিপ্রপদ্যেত ন বিহন্যাৎ কদাচন ॥৮
স্বকর্ম কুরু মা গ্লাসীঃ কর্মণা ভব দংশিতঃ ।
কৃতং হি যোঽভিজানাতি সহস্রে সোঽস্তি নাস্তি চ ॥৯
তস্য চাপি ভবেৎ কার্য্যং বিবৃদ্ধৌ রক্ষণে তথা ।
ভক্ষ্যমাণো হ্যনাদানাৎ ক্ষীয়েত হিমবানপি ॥১০
উৎসীদেরন্ প্রজাঃ সর্বা ন কুর্য্যুঃ কর্ম চেদ্ ভুবি ।
তথা হ্যেতা ন বর্ধেরন্ কর্ম চেদফলং ভবেৎ ॥১১

অপি চাপ্যফলং কর্ম পশ্যামঃ কুর্বতো জনান্ ।
নান্যথা হ্যপি গচ্ছন্তি বৃত্তিং লোকাঃ কথঞ্চন ॥১২
যশ্চ দিষ্টপরো লোকে যশ্চাপি হঠবাদিকঃ ।
উভাবপি শঠাবেতৌ কর্মবুদ্ধিঃ প্রশস্যতে ॥১৩
যো হি দিষ্টমুপাসীনো নির্বিচেষ্টঃ সুখং শয়েৎ ।
অবসীদেৎ স দুর্বুদ্ধিরামো ঘট ইবোদকে ॥১৪
তথৈব হঠদুর্বুদ্ধিঃ শক্তঃ কর্মণ্যকর্মকৃৎ ।
আসীত ন চিরং জীবেদনাথ ইব দুর্বলঃ ॥১৫
অকস্মাদিহ যঃ কশ্চিদর্থং প্রাপ্নোতি পূরুষঃ ।
তং হঠেনেতি মন্যন্তে স হি যত্নো ন কস্যচিৎ ॥১৬

করে, তেমনই ইহলোকে ও পরলোকেও কর্ম্মের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে চেষ্টা করে।৫

হে ভারত! সকল প্রাণীই নিজের অভ্যুদয় কেমন করিয়া হয় তাহা বুঝিতে পারে এবং কর্ম্ম করিয়া প্রত্যক্ষ ফলরূপে উহা লাভও করে—ইহা সর্ব্বজনবিদিত।৬

যেমন বক মাছ ধরিবার জন্য জলের নিকটে ধ্যানস্থের ন্যায় বসিয়া থাকে, তেমনই সমস্ত প্রাণীই নিজের কর্ম্মের দ্বারাই জীবন ধারণ করে। এমন কি এ জগতের ধাতা এবং বিধাতাও সৃষ্টি ও ও পালন কর্ম্মে নিরত থাকেন।৭

কর্ম্মহীন ব্যক্তি নিজের জীবিকা পর্য্যন্ত অর্জ্জন করিতে পারে না; সুতরাং কর্ম্মকেই আশ্রয় করা উচিত, উহাকে কখনও পরিত্যাগ করা উচিত নহে।৮

তুমি নিজ কর্ম্ম করিতে উদ্যুক্ত হও, উহা হইতে কখনও বিরত হইবে না; কর্মেই সদা আবৃত থাক। সুনিপুণভাবে নিজ কর্ম করিতে পারে—এইরূপ লোক হাজারের মধ্যে একজনও পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ।৯

ধনাদির রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য কর্ম্ম করা উচিত; কেননা কেবল যদি ধনের ভোগই করা যায়, কিন্তু আয় যদি কিছুই না হয়, তবে হিমালয়-তুল্য ধনরাশিও ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়।১০

এ জগতে যদি মানুষ কর্ম্ম না করিত, তবে সমস্ত প্রজা উৎসন্ন হইয়া যাইত এবং কর্ম যদি বিফল হইত, তবে প্রজাগণের বৃদ্ধিও হইত না।১১

কিন্তু অধিকাংশ লোকই ব্যর্থ কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করে—ইহাই দেখিতে পাই। অথচ কর্ম্ম না করিলে লোকের জীবন ধারণ পর্য্যন্ত করা সম্ভব হয় না।১২

যাহারা শুধু অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া কর্ম্ম করে না, অথবা যাহারা হঠবাদী অর্থাৎ যাহা কিছু মিলিবে, উহা আপনা আপনি মিলিবে ইহা বলে,—ইহারা উভয়েই শঠ অর্থাৎ প্রবঞ্চক; কেননা, বিনা পুরুষকারে কিছুই পাওয়া যায় না; সুতরাং পুরুষ-কার-বাদই প্রশংসনীয়।১৩

কাঁচা ঘট জলের মধ্যে পড়িলে যেমন বিগলিত হইয়া বিনষ্ট হয়, তেমনই যে ব্যক্তি অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া শয়ন করিয়া থাকে, সেই শীঘ্র দুর্ব্বুদ্ধিতে অবসন্ন হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়।১৪

যচ্চাপি কিঞ্চিৎ পুরুষো দিষ্টং নাম ভজত্যুত।
দৈবেন বিধিনা পার্থ তদ্ দৈবমিতি নিশ্চিতম্ ॥১৮

যৎ স্বয়ং কর্ম্মণা কিঞ্চিৎ ফলমাপ্নোতি পুরুষঃ।
প্রত্যক্ষমেতল্লোকেষু তৎ পৌরুষমিতি শ্রুতম্ ॥১৮

স্বভাবতঃ প্রবৃত্তো যঃ প্রাপ্নোত্যর্থং ন কারণাৎ।
তৎ স্বভাবাত্মকং বিদ্ধি ফলং পুরুষসত্তম ॥১৯

এবং হঠাচ্চ দৈবাচ্চ স্বভাবাৎ কর্ম্মণস্তথা।
যানি প্রাপ্নোতি পুরুষস্তৎ ফলং পূর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥২০

ধাতাপি হি স্বকর্ম্মৈব তৈস্তৈর্হেতুভিরীশ্বরঃ।
বিদধাতি বিভজ্যেহ ফলং পূর্ব্বকৃতং নৃণাম্ ॥২১

যদ্ধ্যয়ং পুরুষঃ কিঞ্চিৎ কুরুতে বৈ শুভাশুভম্।
তদ্ ধাতৃবিহিতং বিদ্ধি পূর্ব্বকর্ম্মফলোদয়ম্ ॥২২

কারণং তস্য দেহোহয়ং ধাতুঃ কর্ম্মণি বর্ত্ততে।
স যথা প্রেরয়ত্যেনং তথায়ং কুরুতেঽবশঃ ॥২৩

তেষু তেষু হি কৃত্যেষু বিনিযোক্তা মহেশ্বরঃ।
সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় কারয়ত্যবশান্যপি ॥২৪

মনসার্থান্ বিনিশ্চিত্য পশ্চাৎ প্রাপ্নোতি কর্ম্মণা।
বুদ্ধিপূর্ব্বং স্বয়ং বীর পুরুষস্তত্র কারণম্ ॥২৫

সংখ্যাতুং নৈব শক্যানি কর্ম্মাণি পুরুষর্ষভ।
অগারনগরাণাং হি সিদ্ধিঃ পুরুষহৈতুকী ॥২৬

সেইরূপ হঠবাদী দুর্ব্বুদ্ধি পুরুষ সমর্থ হইয়াও কর্ম করে না, পরন্তু বসিয়া থাকে। তাহারা অনাথ দুর্ব্বল পুরুষের ন্যায় দীর্ঘকাল জীবন ধারণ করিতে পারে না।১৫

পুরুষ যদি অকস্মাৎ কোন ধন প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই হঠপ্রাপ্তি বলে, কারণ, ঐ ধন পাইতে তাহার কোন প্রযত্ন করিতে হয় নাই।১৬

পার্থ। যাহা মানুষ দেবতোপসনা দ্বারা ভাগ্যানুসারে প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই অদৃষ্ট প্রাপ্ত বলা হয়—ইহাকেই নিশ্চিতরূপে দৈব (প্রারব্ধ) বলে।১৭

লোকে নিজ কর্ম করিয়া উহার ফলস্বরূপ যাহা প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই পুরুষকার বলে, ইহা জগতে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়।১৮

হে পুরুষসত্তম। যাহা কিছু ধন স্বভাবতঃ প্রবৃত্ত হইয়া প্রাপ্ত হয় কোন কারণবশতঃ নহে, তাহাকেই স্বভাবাত্মক ফল বলিয়া জানিবে।১৯

এইরূপে হঠাৎ, দৈবাৎ ও স্বভাবতঃ কর্ম করিয়া যাহা মানুষ প্রাপ্ত হয়, তাহা সবই পূর্ব্ব কর্মের ফল।২০

সর্ব্বনিয়ন্তা বিধাতা জীবের স্ব স্ব কর্মানুসারে বিভাগ করত পূর্ব্বকৃত ফল প্রদান করিয়া থাকেন।২১

পুরুষ ইহলোকে শুভাশুভ যাহা কিছু কর্ম করে, উহা বিধাতৃবিহিত পূর্ব্ব কর্মেরই ফলস্বরূপ বুঝিতে হইবে।২২

মানুষের এই শরীর বিধাতার ফলসম্পাদন কর্ম্মেরই নিমিত্ত কারণ, তিনি যেরূপ প্রেরণা দেন, মানুষ অবশ হইয়া তাহাই করে।২৩

হে কৌন্তেয়। বিধাতা মানুষকে বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত করেন, তিনি অবশভাবে জীবের দ্বারা সেই সেই কর্ম করাইয়া লন।২৪

কিন্তু হে বীর। পুরুষ প্রথমে মনে মনে অভীষ্ট বস্তু সম্বন্ধে নিশ্চয় করে, পরে কর্ম্মের দ্বারা উহা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং কর্মের প্রতি পুরুষই কারণ।২৫

হে পুরুষর্ষভ। পুরুষ এক জীবনে যে কত কর্ম করে, তাহার গণনা করা যায় না; তবে নগরাদি বস্তুর প্রাপ্তির প্রতি পুরুষ নিজেই কারণ ইহাতে সন্দেহ নাই।২৬

তিলে তৈলং গবি ক্ষীরং কাষ্ঠে পাবকমন্ততঃ।
ধিয়া ধীরো বিজানীয়াদুপায়ং চাস্য সিদ্ধয়ে ॥২৭
ততঃ প্রবর্ত্ততে পশ্চাৎ কারণৈস্তত্র সিদ্ধয়ে।
তাং সিদ্ধিমুপজীবন্তি কর্মজামিহ জন্তবঃ ॥২৮
কুশলেন কৃতং কর্ম কর্ত্রা সাধু স্বনুষ্ঠিতম্।
ইদং ত্বকুশলেনেতি বিশেষাদুপলভ্যতে ॥২৯
ইষ্টাপূর্ত্তফলং ন স্যান্ন শিষ্যো ন গুরুর্ভবেৎ।
পুরুষঃ কর্মসাধ্যেষু স্যাচ্চেদয়মকারণম্ ॥৩০
কর্তৃত্বাদেব পুরুষঃ কর্মসিদ্ধৌ প্রশস্যতে।
অসিদ্ধৌ নিন্দ্যতে চাপি কর্মনাশাৎ কথং ত্বিহ ॥৩১
সর্বমেব হঠেনৈকে দৈবেনৈকে বদন্ত্যত।
পুংসঃ প্রযত্নজং কেচিৎ ত্রৈধমেতন্নিরুচ্যতে ॥৩২
ন চৈবৈতাবতা কার্য্যং মন্যন্ত ইতি চাপরে।
অস্তি সর্বমদৃশ্যং তু দিষ্টেঞ্চৈব তথা হঠঃ ॥৩৩
দৃশ্যতে হি হঠাচ্চৈব দিষ্টাচ্চার্থস্য সন্ততিঃ।
কিঞ্চিদ্ দৈবাদ্ধঠাৎ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদেব
স্বভাবতঃ ॥৩৪
পুরুষঃ ফলমাপ্নোতি চতুর্থং নাত্র কারণম্।
কুশলাঃ প্রতিজানন্তি যে বৈ তত্ত্ববিদো জনাঃ ॥৩৫
তথৈব ধাতা ভূতানামিষ্টানিষ্টফলপ্রদঃ।
যদি ন স্যান্ন ভূতানাং কৃপণো নাম কশ্চন ॥৩৬

তিলের মধ্যে তৈল্য, গোরুর মধ্যে দুধ এবং কাষ্ঠের মধ্যে যে অগ্নি আছে, ইহা অন্ততঃ প্রথমে বুদ্ধির দ্বারা নিশ্চয় করিয়া বিদ্বান্ মানুষ পরে উহা প্রাপ্তির জন্য উপায়ের চিন্তা করে।২৭

অনন্তর উক্ত উপায়সমূহের দ্বারা উহাদের প্রাপ্তির জন্য কর্ম্ম করে এবং এইভাবে সমস্ত প্রাণী এই সংসারে কর্ম্ম জনিত সিদ্ধির আশ্রয় লয়।২৮

কর্ত্তা যোগ্য হইলে কর্ম্মটী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়, আর কর্ত্তা কুশলী না হইলে কর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় না; সুতরাং কর্ত্তার বিশেষতা অর্থাৎ কুশলতা কার্য্যের দ্বারাই বুঝিতে পারা যায়।২৯

পুরুষ যদি কর্ম্মসাধ্য ফলের প্রতি কারণ না হইত, তবে ইষ্টাপূর্ত্তাদি (যাগযজ্ঞ, পুষ্করিণীখননাদি) কর্ম্মের ফল পুরুষের পক্ষে লাভ করা সম্ভব হইত না এবং কেহ কোন বিদ্যার গুরু, কেহ শিষ্য—এইরূপে গুরুশিষ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইত না।৩০

পুরুষের কর্মের প্রতি কর্তৃত্ব আছে বলিয়া কর্মের সিদ্ধিতে তাহার প্রশংসা এবং অসিদ্ধিতে তাহার নিন্দা করা হয়; যদি (ইষ্টাপূর্ত্তাদি) কর্মের এখানেই নাশ হইয়া যায়, তবে কর্মজন্য ভাবিফলের সিদ্ধিই বা এখানে কি করিয়া হইবে ?৩১

কেহ বলেন, সব কর্ম হঠের দ্বারাই সিদ্ধ হয়, কেহ বলেন দৈবের দ্বারা, আবার কেহ বলেন প্রযত্নের দ্বারা—এইরূপে তিন প্রকার মত প্রচলিত আছে।৩২

কিছু লোক আবার এইরূপ মনে করেন, সমস্ত কর্মই অদৃশ্য দৈব (অদৃষ্ট) বা হঠের দ্বারাই সম্পন্ন হয়—কর্মের প্রতি এই দুইটীই কারণ।৩৩

কারণ দেখা যাইতেছে যে, কোন কার্য্য হঠাৎ আবার কোন কার্য্য দৈবাৎ ধারাবাহিক ভাবে সিদ্ধ হইতেছে। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞ কর্মকুশল পুরুষগণ প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক বলেন, মানুষ কোন কর্ম্মে হঠাৎ, কোন কার্য্যে দৈবাৎ এবং কোন কার্য্যে স্বভাবতঃ ফললাভ করে; এই তিনটী ছাড়া কর্ম্মের প্রতি চতুর্থ কোন কারণ নাই।৩৫

এইরূপ ঈশ্বর যদি প্রাণিসমূহের কর্ম্মানুসারে ইষ্টানিষ্ট ফল না দিতেন, তবে প্রাণিগণের মধ্যে (কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র—এইরূপ হইতে পারিত না, সকলেই ধনী হইত অথবা সকলেই দরিদ্র হইত)

যং যমর্থমভিপ্রেপ্সুঃ কুরুতে কর্ম পুরুষঃ।
তত্তৎ সফলমেব স্যাদ্ যদি ন স্যাৎ পুরা কৃতম্ ॥৩৭
ত্রিদ্বারামর্থসিদ্ধিন্তু নানুপশ্যন্তি যে নরাঃ।
তথৈবানর্থসিদ্ধিঞ্চ যথা লোকাস্তথৈব তে ॥৩৮
কর্ত্তব্যমেব কর্মেতি মনোরেষ বিনিশ্চয়ঃ।
একান্তেন হ্যনীহোঽয়ং পরাভবতি পুরুষঃ ॥৩৯
কুর্বতো হি ভবত্যেব প্রায়েণেহ যুধিষ্ঠির।
একান্তফলসিদ্ধিস্তু ন বিন্দত্যলসঃ ক্বচিৎ ॥৪০
অসম্ভবে ত্বস্য হেতুঃ প্রায়শ্চিত্তন্তু লক্ষয়েৎ।
কৃতে কর্মণি রাজেন্দ্র তথানৃণ্যমবাপ্নুতে ॥৪১

কেহই দীন হইত না।৩৬

যদি পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের প্রভাব ইহ জন্মে না থাকিত, মানুষ যে যে অভিপ্রায়ে যত কর্ম্ম করে, তাহার সব কর্ম্মই সফল হইত।৩৭

সুতরাং অভীষ্ট ও অনভীষ্ট বস্তুর প্রাপ্তির হঠ, দৈব ও স্বভাব—এই তিনটীই কারণ। একথা যাঁহারা স্বীকার না করেন, তাঁহারা সাধারণ অজ্ঞ লোকেরই অন্তর্গত।৩৮

কিন্তু মনুর ইহাই সিদ্ধান্ত যে, মনুষ্যকে কর্ম্ম করিতেই হইবে, যে কর্ম্ম না করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিবে, সে পরাভব প্রাপ্ত হইবে।৩৯

হে যুধিষ্ঠির! যে কর্ম্ম করে, তাহার ফলসিদ্ধি প্রায়শই হয়; কিন্তু অলস কখনও একান্তভাবে কর্ম্মফল প্রাপ্ত হয় না।৪০

যদি কর্ম্ম করিয়াও ফল প্রাপ্তি না হয়, তবে বুঝিতে হইবে না হইবার মূলে কোন কারণ আছে, তখন তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ প্রতিকারের ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। হে রাজেন্দ্র! সাঙ্গোপাঙ্গ কর্ম্ম সম্পাদন করা হইলে কর্ত্তা আনৃণ্য প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ কর্ত্তার কোন ত্রুটি আছে—ইহা বলা চলে না।৪১

অলক্ষ্মীরাবিশত্যেনং শয়ানমলসং নরম্।
নিঃসংশয়ং ফলং লব্ধ্বা দক্ষো ভূতিমুপাশ্নুতে ॥৪২
অনর্থাঃ সংশয়াবস্থাঃ সিদ্ধ্যন্তে মুক্তসংশয়াঃ।
ধীরা নরাঃ কর্মরতা নন্থু নিঃসংশয়াঃ ক্বচিৎ ॥৪৩
একান্তেন হ্যনর্থোঽয়ং বর্ত্ততেঽস্মাসু সাম্প্রতম্।
স তু নিঃসংশয়ং ন স্যাৎ ত্বয়ি কর্মণ্যবস্থিতে ॥৪৪
অথবা সিদ্ধিরেব স্যাদভিমানং তদেব তে।
বৃকোদরস্য বীভৎসোর্ভ্রাত্রোশ্চ যময়োরপি ॥৪৫
অন্যেষাং কর্ম সফলমস্মাকমপি বা পুনঃ।
বিপ্রকর্ষেণ বুধ্যেত কৃতকর্মা যথাফলম্ ॥৪৬

অলসের বশীভূত নিশ্চেষ্ট ব্যক্তিকে অলক্ষ্মী আশ্রয় করে; কিন্তু দক্ষ ব্যক্তি কর্ম্ম করিয়া নিঃসংশয়ে ঐশ্বর্য্য লাভ করেন।৪২

কর্ম্মের ফল লাভ বিষয়ে সন্দিগ্ধ পুরুষ ফল হইত বঞ্চিত হয়, কিন্তু সংশয়শূন্য পুরুষ নিঃসন্দেহে ফ লাভ করে। সংশয়হীন ধীর ব্যক্তিগণই কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে পারেন; (সন্দিগ্ধচিত্তরা নহে)।৪৩

আমাদের উপর রাজ্যচ্যুতিরূপ অনর্থ একান্তভাবে আসিয়া পড়িয়াছে, কিন্তু এখন তুমি যদি কর্ম্ম ন কর, তবে নিঃসংশয়ে রাজ্য প্রাপ্তি আমাদের প সম্ভব নহে।৪৪

অথবা তোমার এইরূপ অভিমান আছে, এ কিছু কর্ম্ম করিলেও কার্য্যসিদ্ধি হইবে, এইরূপ হয় ভীমসেন, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেবেরও অভিমা আছে।৪৫

কিন্তু আমাদের কর্ম্ম সফল হইল কি অন্যে (শত্রুর) কর্ম্ম সফল হইল—ইহা কর্ম্ম করিয়া পরে ফ দেখিয়া বুঝা যায়, পূর্ব্বে তো তাহা বুঝা যা না?৪৬

পৃথিবীং লাঙ্গলেনেহ ভিত্ত্বা বীজং বপত্যুত ।
আস্তেঽথ কর্ষকস্তূষ্ণীং পর্জন্যস্তত্র কারণম্ ॥৪৭
বৃষ্টিশ্চেন্নানুগৃহ্ণীয়াদনেনাস্তত্র কর্ষকঃ ।
যদন্যঃ পুরুষঃ কুর্য্যাৎ কৃতং যৎ সফলং ময়া ॥৪৮
তচ্চেদং ফলমস্মাকমপরাধো ন মে ক্বচিৎ ।
ইতি ধীরোঽন্ববেক্ষ্যৈব নাত্মানং তত্র গর্হয়েৎ ॥৪৯
কুর্বতো নার্থসিদ্ধির্মে ভবতীতি হ ভারত ।
নির্বেদো নাত্র কর্ত্তব্যো দ্বাবন্যৌ হ্যত্র কারণম্ ॥৫০
সিদ্ধির্বাপ্যথবাসিদ্ধিরপ্রবৃত্তিরতোঽন্যথা ।
বহূনাং সমবায়ে হি ভাবানাং কর্ম সিধ্যতি ॥৫১

পৃথিবীকে লাঙ্গলের দ্বারা চাষ করিয়া বীজ বপন করার পর কৃষক চুপচাপ বসিয়া থাকে, কেননা, তখন তাহার কার্য্য শেষ হইলেও সে তখন বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করিতেছে। যদি দেবতার অনুগ্রহে বৃষ্টি হয়, তবে তাহার পরিশ্রম সফল হইবে। যদি বৃষ্টি নাও হয়, তাহা হইলে কৃষক নিষ্পাপ, যেহেতু কর্ত্তব্য অন্য লোক যাহা করে, তাহা সে করিয়াছে—এইরূপ চিন্তা করিয়া সে সন্তুষ্ট থাকিতে পারে। যদি তাহার বৃষ্টির অভাবে ফসল না হয়, তাহা হইলেও সেই ধীর নিজেকে তিরস্কার করেন না অর্থাৎ তিরস্কারের কোন কারণ তাহার থাকে না, কেননা নিজের যথাকর্ত্তব্য করায় তাহার কোন অপরাধ নাই ।৪৭-৪৯

ভারত। পুরুষকার করিয়াও যদি নিজের ফলসিদ্ধি না হয়, তাহাতে মনে দুঃখ করিবার কিছু নাই, কারণ পুরুষকার ছাড়াও দৈব ও ঈশ্বরকৃপারূপ আরও দুইটী কারণ আছে।৫০

কার্য্যের সিদ্ধি হইবে কি না হইবে—এইরূপ সন্দেহ লইয়া কার্য্যে অপ্রবৃত্ত হওয়াও যেমন অনুচিত, তেমনই ঐরূপ সন্দেহ লইয়া প্রবৃত্ত হওয়াও উচিত নয়; কারণ, কার্য্যমাত্রই অনেক কারণের সমবায়েই হইয়া থাকে।৫১

গুণাভাবে ফলংন্যূনং ভবত্যফলমেব চ ।
অনারম্ভে হি ন ফলং ন গুণো দৃশ্যতে ক্বচিৎ ॥৫২
দেশ-কালাবুপায়াংশ্চ মঙ্গলং স্বস্তিবৃদ্ধয়ে ।
যুনক্তি মেধয়া ধীরো যথাশক্তি যথাবলম্ । ॥৫৩
অপ্রমত্তেন তৎ কার্য্যমুপদেষ্টা পরাক্রমঃ ।
ভূয়িষ্ঠং কর্মযোগেষু দৃষ্ট এব পরাক্রমঃ ॥৫৪
যত্র ধীমানবেক্ষেত শ্রেয়াংসং বহুভির্গুণৈঃ ।
সান্নৈবার্থং ততো লিপ্সেৎ কর্ম চাস্মৈ
প্রয়োজয়েৎ ॥৫৫
ব্যসনং বাস্য কাঙ্ক্ষেত বিবাসং বা যুধিষ্ঠির ।
অপি সিন্ধোর্গিরের্বাপি কিং পুনর্মর্ত্ত্যধর্মিণঃ ॥৫৬

ফলসিদ্ধির অনুকূল যে গুণ, তাহার অভাব হইলে কার্য্য অসিদ্ধ হয় সত্য; কিন্তু কার্য্য যদি আরম্ভই না করা হয়, তবে গুণের বা ফলের কিছুরই সম্ভাবনা দেখা যায় না।৫২

নিজ কল্যাণের বৃদ্ধির জন্য ধীর ব্যক্তি নিজ প্রতিভার দ্বারা স্বীয় শক্তি ও বল বিচার করিয়া মাঙ্গলিক কর্মের অনুষ্ঠানে দেশ-কালের কর্ত্তব্যানুসারে সামদানাদি উপায়সমূহের প্রয়োগ করিবে।৫৩

অপ্রমত্ত হইয়া কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে, কারণ ইহাতে পরাক্রমই হইল উপদেষ্টা (প্রধান)। সকল কার্য্যের আরম্ভে পরাক্রমকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দেখা যায়।৫৪

যখন বুদ্ধিমান্ পুরুষ দেখিবেন যে, শত্রু বহু গুণে শ্রেষ্ঠ, তখন তাহার সহিত সামনীতির প্রয়োগের দ্বারাই নিজ অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিবেন এবং তদনুকূল কর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করিবেন।৫৫

হে যুধিষ্ঠির। শত্রুর যাহাতে বিপদ্ ঘটে অথবা যাহাতে রাজ্যচ্যুত হইয়া দেশত্যাগী হইতে বাধ্য হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করিবে। এমন কি সমুদ্র বা পর্ব্বতও যদি শত্রু হয়, তাহারও জলশূন্যতা বা পতনের জন্য চেষ্টা করিবে; সুতরাং মরণ ধম শীল মানুষ তো কোন ছার।৫৬

উত্থানযুক্তঃ সততং পরেষামন্তরৈষণে।
আনৃণ্যমাপ্নোতি নরঃ পরস্যাত্মন এব চ ॥৫৭
ন হ্যেবাত্মাবমন্তব্যঃ পুরুষেণ কদাচন।
ন হ্যাত্মপরিভূতস্য ভূতির্ভবতি শোভনা ॥৫৮
এবং সংস্থিতিকা সিদ্ধিরিয়ং লোকস্য ভারত।
তত্র সিদ্ধির্গতিঃ প্রোক্তা কালাবস্থাবিভাগতঃ ॥৫৯
ব্রাহ্মণং মে পিতা পূর্ব্বং বাসয়ামাস পণ্ডিতম্।
সোঽপি সর্বামিমাং প্রাহ পিত্রে মে ভরতর্ষভ ॥৭০
নীতিং বৃহস্পতিপ্রোক্তাং ভ্রাতৄন্ মেঽগ্রাহয়ৎ পুরা।
তেষাং সকাশাদশ্রৌষমহমেতাং তদা গৃহে ॥৬১
স মাং রাজন্ কর্মবতীমাগতামাহ সান্ত্বয়ন্।
সুশ্রূষমাণামাসীনাং পিতুরঙ্কে যুধিষ্ঠির ॥৬২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি অর্জুনাভিগমনপর্বণি
দ্রৌপদীবাক্যে দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩২

সতত উদ্‌যুক্ত হইয়া শত্রুর ছিদ্র অন্বেষণ করিবে। এইরূপ করিলেই রাজা নিজের ও প্রজাবর্গের নিকট কৃতকর্ত্তব্য হইয়া নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়।৫৭

মানুষ নিজেকে নিজে যেন কখনও অনাদর না করে, কারণ, নিজেকে নিজে যে অনাদর করে, তাহার কখনও উত্তম ঐশ্বর্য্যলাভ হয় না।৫৮

হে ভারত। এইরূপ ভাবে অবস্থান করিলেই কার্য্যের সিদ্ধি হয়। কাল ও অবস্থার বিভাগানুসারে শত্রুর ছিদ্রান্বেষণে তৎপর থাকাই কার্য্যসিদ্ধির মূল কারণ।৫৯

আমার পিতা তাঁহার গৃহে একজন ব্রাহ্মণকে রাখিয়াছিলেন। হে ভরতর্ষভ। আমার পিতাকে তিনি এই রাজনীতি শিক্ষা দিয়াছিলেন এবং আমার ভাইদিগকেও এই বৃহস্পতিপ্রোক্ত নীতিবিদ্যা শিখাইয়াছিলেন। ঐ সময় আমার ভাইদের সঙ্গে বসিয়া আমিও উহা শিখিয়াছিলাম।৬০-৬১

যুধিষ্ঠির। আমি উপদেশের সময় কোন কার্য্যবশে পিতার নিকট গিয়াছিলাম এবং উহা শুনিবার ইচ্ছায় পিতার কোলে গিয়া বসিয়াছিলাম। রাজন্। তাহা বুঝিতে পারিয়া সেই ব্রাহ্মণ আমাকে আশ্বাস প্রদান করত এই 'নীতিবিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন।৬২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জুনাভিগমনপর্ব্বে
দ্রৌপদীবাক্যে দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩২

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসেনস্য পুরুষার্থস্য প্রশংসা, যুধিষ্ঠিরস্য উত্তেজনাবৃদ্ধয়ে তস্য চেষ্টা চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
যাজ্ঞসেন্যা বচঃ শ্রুত্বা ভীমসেনো হ্যমর্ষণঃ।
নিঃশ্বসন্নুপসঙ্গম্য ক্রুদ্ধো রাজানমব্রবীৎ ॥১

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

[ভীমসেন কর্ত্তৃক পুরুষার্থের প্রশংসা, এবং যুধিষ্ঠিরের উত্তেজনাবৃদ্ধির জন্য তাঁহার চেষ্টা।]

যাজ্ঞসেনীর (দ্রৌপদীর) কথা শুনিয়া অসহনশীল ভীমসেন ক্রোধে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে নিকটে গমন করত রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন।১

রাজস্থ পদবীং ধর্ম্যাং ব্রজ সৎপুরুষোচিতাম্ ।
ধর্মকামার্থহীনানাং কিং নো বস্তুং তপোবনে ॥২
নৈব ধর্মেণ তদ্ রাজ্যং নার্জবেন ন চৌজসা ।
অক্ষকূটমধিষ্ঠায় হৃতং দুর্য্যোধনেন বৈ ॥৩
গোমায়ুনেব সিংহানাং দুর্বলেন বলীয়সাম্ ।
আমিষং বিঘসাশেন তদ্বদ্ রাজ্যং হি নো হৃতম্ ॥৪
ধর্মলেশপ্রতিচ্ছন্নঃ প্রভবং ধর্ম-কাময়োঃ ।
অর্থমুৎসৃজ্য কিং রাজন্ দুঃখেষু পরিতপ্যসে ॥৫
ভবতোঽনবধানেন রাজ্যং নঃ পশ্যতাং হৃতম্ ।
অহার্য্যমপি শক্রেণ গুপ্তং গাণ্ডীবধন্বনা ॥৬
কুণীনামিব বিল্বানি পঙ্গূনামিব ধেনবঃ ।
হৃতমৈশ্বর্য্যমস্মাকং জীবতাং ভবতঃ কৃতে ॥৭

ভবতঃ প্রিয়মিত্যেবং মহদ্ ব্যসনমীদৃশম্ ।
ধর্মকামে প্রতীতস্য প্রতিপন্নাঃ স্ম ভারত ॥৮
কর্শয়ামঃ স্বমিত্রাণি নন্দয়ামশ্চ শাত্রবান্ ।
আত্মানং ভবতাং শাস্ত্রৈর্নিয়ম্য ভরতর্ষভ ॥৯
যদ্ বয়ং ন তদৈবৈতান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নিহন্মহি ।
ভবতঃ শাস্ত্রমাদায় তন্নস্তপতি দুষ্কৃতম্ ।১০
অথৈনামন্ববেক্ষস্ব মৃগচর্য্যামিবাত্মনঃ ।
দুর্বলাচরিতাং রাজন্ ন বলস্থৈর্নিষেবিতাম্ ॥১১
যাং ন কৃষ্ণৌ ন বীভৎসুর্নাভিমন্যুর্ন সৃঞ্জয়াঃ ।
ন চাহমভিনন্দামি ন চ মাদ্রীসুতাবুভৌ ॥১২
ভবান্ ধর্মো ধর্ম ইতি সততং ব্রতকর্শিতঃ ।
কচ্চিদ্ রাজন্ ন নির্বেদাদাপন্নঃ ক্লীবজীবিকাম্ ॥১৩

শ্রেষ্ঠ পুরুষের যোগ্য ধর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত রাজপদবীকে আপনি আশ্রয় করুন । ধর্ম্ম, কাম ও অর্থশূন্য হইয়া এই তপোবনে বাস করিলে আমাদের কি লাভ হইবে ?২

দুর্য্যোধন যে আমাদের রাজ্য হরণ করিয়াছে, তাহা ধর্ম, সরলতা বা তেজের দ্বারা নহে ; পরন্তু কপট পাশাখেলার দ্বারা তাহা পাইয়াছে ।৩

উচ্ছিষ্ট অন্ন ভোজনকারী দুর্ব্বল গোমায়ু (শৃগাল) যেমন বলবান্ সিংহের খাদ্য মাংস হরণ করে, দুর্য্যোধনও তেমনই আমাদের রাজ্য হরণ করিয়াছে ।৪

হে রাজন্ ! ধর্ম্ম ও কামের মূলীভূত রাজ্যৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া লেশমাত্র ধর্ম্মের দ্বারা নিজেকে আবৃত করত আপনি দুঃখে সন্তপ্ত হইতেছেন ।৫

গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুন কর্তৃক সুরক্ষিত ইন্দ্রের দ্বারাও হরণের অযোগ্য আমাদের এই রাজ্য আপনার অসাবধানতার অবসর লইয়া আমাদের চোখের সামনেই শত্রু হরণ করিয়াছে ।৬

যেমন নুলোর কাছ থেকে বেল ফল এবং পঙ্গুর কাছ থেকে তস্কর গরু হরণ করে, তেমনই আমরা জীবিত থাকিতেই আপনার ত্রুটির জন্যই শত্রু আমাদের রাজ্য হরণ করিতে পারিয়াছে ।৭

আপনি ধর্ম্মকাম বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন ; হে ভারত ! আপনার এই প্রিয় অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্যই আমরা বনবাসরূপ মহাসঙ্কটে পড়িয়াছি ।৮

হে ভরতর্ষভ ! আপনার শাসনের অধীন থাকিয়া আমরা নিজ মিত্রগণকে দুঃখী এবং শত্রুগণকে সুখী করিতেছি ।৯

আপনার শাসনকে স্বীকার করিয়াই যেহেতু আমরা ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণকে তখন বধ করি নাই এবং সেইহেতু সেই দুষ্কর্ম আজ পর্য্যন্ত আমাদিগকে দুঃখে সন্তপ্ত করিতেছে ।১০

হে রাজন্ ! আপনি মৃগের ন্যায় আমাদের এই বনচর্য্যার অর্থাৎ বনে বনে বাসের দিকে দৃষ্টিদান করুন, ইহা দুর্ব্বলের আচরিত ধর্ম্ম, বলবানের নহে ।১১

কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, অভিমন্যু, সৃঞ্জয়বংশীয় বীরগণ, নকুল, সহদেব এবং আমি—আমরা কেহই এই বনবাস পছন্দ করি না ।১২

হে রাজন্ ! আপনি কেবল 'ইহা ধর্ম্ম, উহা

দুর্মনুষ্যা হি নির্বেদমফলং স্বার্থঘাতকম্ ।
অশক্তাঃ শ্রিয়মাহর্ত্তুমাত্মনঃ কুর্বতে প্রিয়ম্ ॥১৪
স ভবান্ দৃষ্টিমান্ শক্তঃ পশ্যন্নস্মাসু পৌরুষম্ ।
আনৃশংস্যপরো রাজন্ নানর্থমববুধ্যসে ॥১৫
অস্মানমী ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ক্ষমমাণানলং সতঃ ।
অশক্তানিব মন্যন্তে তদ্ দুঃখং নাহবে বধঃ ॥১৬
তত্র চেদ্ যুধ্যমানানামজিহ্মমনিবর্ত্তিনাম্ ।
সর্বশো হি বধঃ শ্রেয়ান্ প্রেত্য লোকান্
লভেমহি ॥১৭

অথবা বয়মেবৈতান্ নিহত্য ভরতর্ষভ ।
আদদীমহি গাং সর্বাং তথাপি শ্রেয় এব নঃ ॥১৮

ধর্ম' এইরূপ বলিয়া সর্ব্বদা ব্রতই অনুষ্ঠান করিতেছেন। আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, আপনি হয়ত বৈরাগ্যবশতঃ সাহসশূন্য ক্লীবের ন্যায় জীবন যাপন করিতেছেন।১৩

নিজের হৃত রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করিতে অসমর্থ দুর্বল মনুষ্যগণই নিষ্ফল স্বার্থহানিকর বৈরাগ্য অবলম্বন করত উহাকে প্রিয় বলিয়া মনে করে।১৪

আপনি বুদ্ধিমান্, দূরদর্শী ও শক্তিশালী পুরুষ। ইহা ছাড়া আমাদের পুরুষকারের কথাও আপনি জানেন। তথাপি হে রাজন্! আপনি দয়াপরবশ হইয়া নিজের অনর্থ বুঝিতে পারিতেছেন না।১৫

আমরা সমর্থ হইয়াও শত্রুর অপরাধসমূহকে ক্ষমা করিয়া যাইতেছি, কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ ইহাতে আমাদিগকে দুর্ব্বলই মনে করিতেছে; ইহা আমাদের নিকট ভয়ানক দুঃখের কথা, ইহার চেয়ে যুদ্ধে মৃত্যু আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর।১৬

আমরা অকপট যুদ্ধ করিয়া এবং যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত না হইয়া যদি প্রাণও হারাই, তাহাতেও আমাদের লাভ; কারণ, সম্মুখ যুদ্ধে মৃত্যু হইলে পরলোকে আমাদের উত্তম গতি লাভ হইবে।১৭

সর্বথা কার্য্যমেতন্নঃ স্বধর্মমনুতিষ্ঠতাম্ ।
কাঙ্ক্ষতাং বিপুলাং কীর্ত্তিং বৈরং প্রতি-
চিকীর্ষতাম্ ॥১৯
আত্মার্থং যুধ্যমানানাং বিদিতে কৃত্যলক্ষণে ।
অন্যৈরপি হৃতে রাজ্যে প্রশংসৈব ন গর্হণা ॥২০
কর্শনার্থো হি যো ধর্মো মিত্রাণামাত্মনস্তথা ।
ব্যসনং নাম তদ্ রাজন্ ন ধর্মঃ স কুধর্ম্ম তৎ ॥২১
সর্বথা ধর্মনিত্যন্তু পুরুষং ধর্মদুর্বলম্ ।
ত্যজতস্তাত ধর্মার্থৌ প্রেতং দুঃখ-সুখে যথা ॥২২
যস্য ধর্মো হি ধর্মার্থং ক্লেশভাঙ্ ন স পণ্ডিতঃ ।
ন স ধর্মস্য বেদার্থং সূর্য্যস্যান্ধঃ প্রভামিব ॥২৩

হে ভরতর্ষভ! অথবা যদি ইহাদিগকে বধ করিয়া বলপূর্ব্বক পৃথিবীকে করায়ত্ত করিতে পারি, তবে তাহাও আমাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর।১৮

আমরা ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম অনুষ্ঠান করিয়া শত্রুতার প্রতিশোধ লইতে চাই; ইহাতে বরং আমাদের বিপুল যশই লাভ হইবে, সুতরাং আমাদের যুদ্ধ করা উচিত।১৯

শত্রু আমাদের রাজ্য কপটতাপূর্ব্বক হরণ করিয়াছে, এজন্য আমরা যদি কর্ত্তব্যবোধে অবসর বুঝিয়া আমাদের রাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির নিমিত্ত যুদ্ধও করি, তাহাতেও আমাদের প্রশংসাই লোকে করিবে—নিন্দা করিবে না।২০

হে মহারাজ! যে ধর্ম নিজের ও মিত্রবর্গের কেবল ক্লেশদায়ক হয়, উহাকে তো সঙ্কটই বলিতে হইবে, উহা প্রকৃত ধর্ম নয়, উহা কুধর্ম।২১

যেমন মৃত মানুষের সুখ ও দুঃখ কোনটাই হয় না, তেমনই যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ধর্মপরায়ণ হইয়াও প্রকৃত ধর্মানুষ্ঠানে দুর্বলতা প্রকাশ করে, তাহার ধর্ম ও অর্থ কোনটাই লাভ হয় না।২২

যাহার ধর্ম কেবল ধর্মের জন্যই, সে ধর্মের

যস্য চাত্মার্থমেবার্থঃ স চ নার্থস্য কোবিদঃ।
রক্ষেত ভৃতকোঽরণ্যে যথা গাস্তাদৃগেব সঃ ॥২৪
অতিবেলং হি যোঽর্থার্থী নেতরাবনুতিষ্ঠতি।
স বধ্যঃ সর্বভূতানাং ব্রহ্মহেব জুগুপ্সিতঃ ॥২৫
সততং যশ্চ কামার্থী নেতরাবনুতিষ্ঠতি।
মিত্রাণি তস্য নশ্যন্তি ধর্মার্থাভ্যাঞ্চ হীয়তে ॥২৬
তস্য ধর্মার্থহীনস্য কামান্তে নিধনং ধ্রুবম্।
কামতো রমমাণস্য মীনস্যেবাম্ভসঃ ক্ষয়ে ॥২৭
তস্মাদ্ ধর্মার্থয়োর্নিত্যং ন প্রমাদ্যন্তি পণ্ডিতাঃ।
প্রকৃতিঃ সা হি কামস্য পাবকস্যারণির্যথা ॥২৮

সর্বথা ধর্মমূলোঽর্থো ধর্মশ্চার্থপরিগ্রহঃ।
ইতরেতরয়োর্নীতৌ বিদ্ধি মেঘোদধী যথা ॥২৯
দ্রব্যার্থস্পর্শসংযোগে যা প্রীতিরুপজায়তে।
স কামশ্চিত্তসংকল্পঃ শরীরং নাস্য দৃশ্যতে ॥৩০
অর্থার্থী পুরুষো রাজন্ বৃহন্তং ধর্মমিচ্ছতি।
অর্থমিচ্ছতি কামার্থী স কামাদন্যমিচ্ছতি ॥৩১
ন হি কামেন কামোঽন্যঃ সাধ্যতে ফলমেব তৎ।
উপযোগাৎ ফলস্যেব কাষ্ঠাদ্ ভস্মেব পণ্ডিতৈঃ ॥৩২
ইমান্ শকুনকান্ রাজন্ হন্তি বৈতংসিকো যথা।
এতদ্ রূপমধর্মস্য ভূতেষু হি বিহিংসতা ॥৩৩

নামে কেবল ক্লেশই ভোগ করে, তাহাকে বুদ্ধিমান্ পুরুষ বলা চলে না। কেননা অন্ধ যেমন সূর্য্যের আলোক কি তাহা জানে না, তেমনই সে ব্যক্তিও ধর্মের স্বরূপ কি তাহা জানে না।২৩

যাহার অর্থ কেবল অর্থের জন্যই, দান বা ভোগের জন্য নহে, সে অর্থের তত্ত্বই জানে না। গোপালক বালক যেমন গোস্বামীর জন্য গরুর রক্ষামাত্রই করে, সেও তেমনই অন্যের ভোগের জন্যই অর্থকে রক্ষা করে মাত্র।২৪

যে ব্যক্তি অর্থলাভের তীব্র কামনার বশবর্ত্তী হইয়া কেবল অর্থের সংগ্রহমাত্রই করে, উহার দ্বারা ধর্ম্ম ও কামকে উপার্জ্জন করিতে চেষ্টা করে না; সে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাকারীর ন্যায় সকলের ঘৃণার পাত্র, অতএব সকল প্রাণীর সে বধ্য।২৫

এইরূপ যে ব্যক্তি সর্ব্বদা কাম্যবস্তুর ভোগেই উন্মত্ত, ধর্ম্ম বা অর্থ লাভের চেষ্টা করে না; তাহার সমস্ত মিত্র বিছিন্ন হয় এবং সে ধর্ম্ম ও অর্থ হইতে বঞ্চিত হয়।২৬

যেমন জল শুকাইয়া গেলে জলাশয়স্থ মৎস্যগুলির মৃত্যু সুনিশ্চত, তেমনই ধর্ম্মার্থশূন্য কামার্থী পুরুষেরও বিনাশ অসন্দিগ্ধভাবী।২৭

এজন্য পণ্ডিতগণ ধর্ম্ম ও অর্থলাভে কখনও অসাবধান হন না, কারণ অগ্নি যেমন নিজের আশ্রয় ইন্ধন (কাষ্ঠকে) বিনাশ করে, তেমনই কামের স্বভাব এইরূপ যে, উহা কামীকে বিনাশ না করিয়া নিবৃত্ত হয় না।২৮

ধর্ম্মের মূল যেমন অর্থ, তেমনই অর্থের মূলও হইল ধর্ম্ম। যেরূপ মেঘ এবং সমুদ্র পরস্পরের পরিপোষক, সেইরূপ ধর্ম্ম ও অর্থও পরস্পরের পুষ্টিকারক।২৯

স্ত্রী, মালা, চন্দন প্রভৃতি দ্রব্যের স্পর্শে এবং সুবর্ণ আদি অর্থের লাভে মানুষের মনে যে আনন্দ হয়, ঐ আনন্দ লাভের ইচ্ছাবশতঃ চিত্তে যে সঙ্কল্প —উহাকেই কাম বলে; উহার (কামের) অঙ্গ অর্থাৎ শরীর নাই, সেইজন্য উহাকে অনঙ্গ বলা হয়।৩০

হে রাজন্! অর্থার্থী পুরুষ অধিক ধর্ম্ম লাভের ইচ্ছা করে—ইহা দেখা যায়; কিন্তু কামার্থী ব্যক্তি অর্থ ভিন্ন অন্য কিছুই চাহে না।৩১

যেমন উপভোগের দ্বারা ফলের সমাপ্তি ঘটে, উহার দ্বারা ফলান্তরের সিদ্ধি হয় না, যেমন অগ্নির দ্বারা কাষ্ঠ ভস্মে পরিণত হয়, কিন্তু সেই ভস্ম দ্বারা অন্য বস্তুর উৎপত্তি হয় না, তেমনই বুদ্ধিমান্ পুরুষ কামেরওউপভোগের দ্বারা শান্তিই হয় মাত্র, উহার দ্বারা কামান্তরের সিদ্ধি হয় না—ইহাই জানেন; কারণ

কামাল্লোভাচ্চ ধর্ম্মস্য প্রকৃতিং যো ন পশ্যতি।
স বধ্যঃ সর্বভূতানাং প্রেত্য চেহ চ দুর্মতিঃ ॥৩৪

ব্যক্তং তে বিদিতো রাজন্নর্থো দ্রব্যপরিগ্রহঃ।
প্রকৃতিং চাপি বেত্থাস্য বিকৃতিঞ্চাপি ভূয়সীম্ ॥৩৫

তস্য নাশে বিনাশে বা জরয়া মরণেন বা।
অনর্থ ইতি মন্যন্তে সোঽয়মস্মাসু বর্ত্ততে ॥৩৬

ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ পঞ্চানাং মনসো হৃদয়স্য চ।
বিষয়ে বর্ত্তমানানাং যা প্রীতিরুপজায়তে ॥৩৭

স কাম ইতি মে বুদ্ধিঃ কর্ম্মণাং ফলমুত্তমম্।
এবমেব পৃথগ্ দৃষ্ট্বা ধর্ম্মার্থৌ কামমেব চ ॥৩৮

ন ধর্ম্মপর এব স্যান্ন চার্থপরমো নরঃ।
ন কামপরমো বা স্যাৎ সর্বান্ সেবেত সর্বদা ॥৩৯
ধর্ম্মং পূর্বে ধনং মধ্যে জঘন্যে কামমাচরেৎ।
অহন্যনুচরেদেবমেষ শাস্ত্রকৃতো বিধিঃ ॥৪০
কামং পূর্বে ধনং মধ্যে জঘন্যে ধর্ম্মমাচরেৎ।
বয়স্যনুচরেদেবমেষ শাস্ত্রকৃতো বিধিঃ ॥৪১
ধর্ম্মং চার্থঞ্চ কামঞ্চ যথাবদ্ বদতাং বর।
বিভজ্য কালে ধর্ম্মজ্ঞঃ সর্বান্ সেবেত পণ্ডিতঃ ॥৪২
মোক্ষো বা পরমং শ্রেয় এষ রাজন্ সুখার্থিনাম্।
প্রাপ্তির্বা বুদ্ধিমাস্থায় সোপায়াং কুরুনন্দন ॥৪৩
তদ্ বাশু ক্রিয়তাং রাজন্ প্রাপ্তির্বাপ্যধিগম্যতাম্।
জীবিতং হ্যাতুরস্যেব দুঃখমন্তরবর্ত্তিনঃ ॥৪৪

কাম সাধন নয়, স্বয়ং ফল।৩২

হে রাজন্! এই পক্ষীগণকে বিনাশকারী ব্যাধ যেমন বৃথা হিংসা করায় সকলের বধ্য, কারণ, এইরূপে প্রাণিগণের হিংসা অধর্ম্মেরই এক বিশেষ রূপ, তেমনই কাম ও লোভবশতঃ যে ব্যক্তি ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ জানে না, সেই দুর্মতি ইহলোক ও পরলোক উভয়লোকেই সকল প্রাণীরই বধ্য।৩৩-৩৪

হে রাজন্! আপনি ইহা ভালভাবেই জানেন যে, ধনের দ্বারাই সমস্ত ভোগ্য বস্তুর সংগ্রহ হয়, ধনলাভের উপায় এবং ধনের দ্বারা সিদ্ধ কার্য্যসমূহ কি—তাহাও আপনার ভাল জানা আছে।৩৫

ধনের অভাব ও বিনাশ এবং স্ত্রী প্রভৃতি জীবন্ত ধন জরাক্রান্ত বা মৃত্যুগ্রস্ত হইলে উহাকে মানুষের অনর্থ বলা হয়, সে সমস্তই আজ আমাদের উপর আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।৩৬

রূপাদি বিষয়ে পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়ের এবং মন ও বুদ্ধির যে প্রীতি উৎপন্ন হয়, তাহাকেই কাম বলে—ইহাই আমার ধারণা এবং উহাই কর্ম্মের উত্তম ফল।৩৭

এইভাবে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের পৃথক্ পৃথক্ স্বরূপ নিশ্চয় করিয়া মানুষ কেবল ধর্ম্মনিরত, কেবল অর্থনিরত অথবা কেবল কামানুগত হইবে না; প্রত্যুত সর্ব্বদা তিনটীরই সেবা করিবে। উহাদের মধ্যে কর্ম্মকে দিনের প্রথম ভাগে, অর্থকে মধ্যম ভাগে এবং কামকে অন্তিম ভাগে প্রতিদিনই সেবা করিবে—ইহাই গৃহস্থের পক্ষে শাস্ত্রকৃত বিধি।৩৭-৪০

এইরূপে আয়ুকেও ভাগ করিয়া আয়ুর প্রথম ভাগে (যুবাবস্থায়) কামের, দ্বিতীয় ভাগে (প্রৌঢ়াবস্থায়) অর্থের এবং তৃতীয় ভাগে (বৃদ্ধাবস্থায়) ধর্ম্মের সেবা করিবে। ইহাও শাস্ত্রবিধি।৪১

হে বক্তৃগণশ্রেষ্ঠ! এইরূপ দিন ও আয়ুর বিভাগ করত যথাকালে কালজ্ঞ পণ্ডিতগণ ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের সেবা করিয়া থাকেন।৪২

নিরতিশয় সুখ যাঁহারা চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে মোক্ষই পরম শ্রেয়, আর যাঁহারা সাতিশয় সুখ চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গের সেবাই শ্রেয়স্কর। অতএব মহারাজ! ভক্তি, যোগ বা জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করুন, অথবা ধর্ম্ম, অর্থ ও কামরূপ ত্রিবর্গের প্রাপ্তির উপায়কে অবলম্বন করুন। এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী কোন পন্থা নাই; ঐ পন্থাকে যদি কেহ অবলম্বন করিতে চাহে, তবে আতুর ব্যক্তির ন্যায় তাহার জীবন কেবল দুঃখময় হয়।৪৩-৪৪

বিদিতশ্চৈব মে ধর্মঃ সততং চরিতশ্চ তে ।
জানন্তস্ত্বয়ি শংসন্তি সুহৃদঃ কর্মচোদনাম্ ॥৪৫
দানং যজ্ঞঃ সতাং পূজা বেদধারণমার্জবম্ ।
এষ ধর্মঃ পরো রাজন্ বলবান্ প্রেত্য চেহ চ ॥৪৬
এষ নার্থবিহীনেন শক্যো রাজন্ নিষেবিতুম্ ।
অখিলাঃ পুরুষব্যাঘ্র গুণাঃ স্যুর্যদ্যপীতরে ॥৪৭
ধর্মমূলং জগদ্ রাজন্ নান্যদ্ ধর্মাদ্ বিশিষ্যতে ।
ধর্মশ্চার্থেন মহতা শক্যো রাজন্ নিষেবিতুম্ ॥৪৮
ন চার্থো ভৈক্ষ্যচর্য্যেণ নাপি ক্লৈব্যেন কর্হিচিৎ ।
বেত্তুং শক্যঃ সদা রাজন্ কেবলং ধর্মবুদ্ধিনা ॥৪৯
প্রতিষিদ্ধা হি তে যাচ্ঞা যয়া সিধ্যতি বৈ দ্বিজঃ ।
তেজসৈবার্থলিপ্সায়াং যতস্ব পুরুষর্ষভ ॥৫০

ভৈক্ষ্যচর্য্যা ন বিহিতা ন চ বিট্‌শূদ্রজীবিকা ।
ক্ষত্রিয়স্য বিশেষেণ ধর্মস্তু বলমৌরসম্ ॥৫১
স্বধর্মং প্রতিপদ্যস্ব জহি শত্রূন্ সমাগতান্ ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রবলং পার্থ ময়া পার্থেন নাশয় ॥৫২
উদারমেব বিদ্বাংসো ধর্মং প্রাহুর্মনীষিণঃ ।
উদারং প্রতিপদ্যস্ব নাবরে স্থাতুমর্হসি ॥৫৩
অনুবুধ্যস্ব রাজেন্দ্র বেত্থ ধর্মান্ সনাতনান্ ।
ক্রূরকর্মাভিজাতোঽসি যস্মাদুদ্বিজতে জনঃ ॥৫৪
প্রজাপালনসম্ভূতং ফলং তব ন গর্হিতম্ ।
এষ তে বিহিতো রাজন্ ধাত্রা ধর্মঃ সনাতনঃ ॥৫৫
তস্মাদপচিতঃ পার্থ লোকে হাস্যং গমিষ্যসি ।
স্বধর্মাদ্ধি মনুষ্যাণাং চলনং ন প্রশস্যতে ॥৫৬

ইহা আমার ভাল করিয়াই জানা আছে, আপনি সতত ধর্মের আচরণ করেন, কিন্তু তথাপি আপনার সম্বন্ধে যাঁহারা জানেন, সেই হিতৈষী সুহৃদ্গণ আপনাকে ধর্মযুক্ত কর্মমার্গেরই উপদেশ করেন ।৪৫

হে মহারাজ ! দান, যজ্ঞ, সজ্জনগণের পূজা বেদাধ্যয়ন ও সরলতা—এইগুলি ইহলোক ও পরলোকে পরম এবং প্রবল ধর্ম ।৪৬

হে রাজন্ ! হে পুরুষব্যাঘ্র ! যদি অন্য সকল গুণও মানুষের মধ্যে বর্ত্তমান থাকে, তথাপি ধনহীন সেই মানুষের দ্বারা উক্ত ধর্মসকলের অনুষ্ঠান কখনই সম্ভবপর নহে ।৪৭

হে রাজন ! ধর্মই সমস্ত জগতের মূল ; ধর্মের চেয়ে উৎকৃষ্ট কিছুই নাই । হে রাজন্ ! সেই ধর্ম আবার প্রচুর ধন থাকিলেই অনুষ্ঠান করা সম্ভব ।৪৮

রাজন্ ! অভিপ্রেত সেই প্রচুর অর্থ কখনও ভিক্ষাচর্চ্চা বা ক্লীবতার দ্বারা, অথবা কেবল ধর্মবুদ্ধির দ্বারা লাভ করা সম্ভব নয় ।৪৯

হে পুরুষর্ষভ ! ব্রাহ্মণ যাচ্ঞার দ্বারাও অর্থ লাভ করিতে পারে ; কিন্তু যেহেতু আপনি ক্ষত্রিয়, সেইহেতু যাচ্ঞা আপনার পক্ষে নিষিদ্ধ ; সুতরাং তেজ (বিক্রম) প্রকাশের দ্বারাই উহা লাভ করিতে যত্ন করুন ।৫০

ক্ষত্রিয়ের পক্ষে (ব্রাহ্মণের কার্য্য) ভিক্ষাচর্য্যা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনই বৈশ্যের কার্য্য বাণিজ্য ও শূদ্রের কার্য্য সেবাও তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ ; সুতরাং ক্ষত্রিয়ের বিশেষ ধর্ম হইতেছে বল ও উৎসাহ ।৫১

হে রাজন্ ! স্বধর্মকে গ্রহণ করুন ; সমাগত শত্রুগণকে সংহার করুন । হে পার্থ ! আমার ও অর্জ্জুনের দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রপুত্ররূপী বনকে বিনাশ করুন ।৫২

দানশীলতারূপ উদারতাকেই মনীষী বিদ্বান্গণ ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়াছেন ; সুতরাং উদারতাকেই আশ্রয় করুন ; অপকৃষ্ট এই দয়নীয় অবস্থায় পড়িয়া থাকা আপনার কর্ত্তব্য নহে ।৫৩

হে রাজন্ ! অনুধ্যান করত আপনি ক্ষত্রিয়ের সনাতন ধর্মকে আশ্রয় করুন ; ক্রূরকর্ম ক্ষত্রিয়ের বংশে আপনি জন্মিয়াছেন ; ক্ষত্রিয়ের ভয়ে সকল মানুষ উদ্বিগ্ন হয় ।৫৪

স ক্ষাত্রং হৃদয়ং কৃত্বা ত্যক্ত্বেদং শিথিলং মনঃ।
বীর্য্যমাস্থায় কৌরব্য ধুরমুদ্বহ ধুর্য্যবৎ ॥৫৭

নহি কেবলধর্মাত্মা পৃথিবীং জাতু কশ্চন।
পার্থিবো ব্যজয়দ্ রাজন্ ন ভূতিং ন পুনঃ
শ্রিয়ম্ ॥৫৮

জিহ্বাং দত্ত্বা বহূনাং হি ক্ষুদ্রাণাং লুব্ধচেতসাম্।
নিকৃত্যা লভতে রাজ্যমাহারমিব শল্যকঃ ॥৫৯

ভ্রাতরঃ পূর্বজাতাশ্চ সুসমৃদ্ধাশ্চ সর্বশঃ।
নিকৃত্যা নির্জিতা দেবৈরসুরাঃ পার্থিবর্ষভ ॥৬০

হে রাজন্। রাজ্যপ্রাপ্তির পর প্রজাপালন আপনার পক্ষে নিন্দিত নহে; কারণ, আপনার ন্যায় ক্ষত্রিয়ের জন্য বিধাতাই এই সনাতন ধর্ম্ম বিধান করিয়াছেন।৫৫

পার্থ! সেই ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইলে আপনি লোকসমাজে হাস্যাস্পদ হইবেন। হে রাজন্! মানুষের স্বধর্ম্ম হইতে চ্যুতি কখনই প্রশংসনীয় নয়।৫৬

অতএব হে কুরুনন্দন। হৃদয়কে ক্ষত্রিয়োচিত করুন; মনের শিথিলতাকে পরিত্যাগ করত বীর্য্য অবলম্বন করিয়া ধুরন্ধর পুরুষের ন্যায় রাজ্যভার গ্রহণ করুন।৫৭

রাজন্। আজ পর্য্যন্ত কোন রাজা কেবল ধর্ম্মনিরত হইয়া রাজ্যলাভ করেন নাই বা পৃথিবীতে বিজয় লাভ করিতে পারেন নাই এবং অভ্যুদয় বা ঐশ্বর্য্যও লাভ করিতে পারেন নাই।৫৮

যেমন শল্যক (ব্যাধ) লোভী ক্ষুদ্র মৃগগণকে জিহ্বার লোভ দেখাইয়া আকর্ষণ করত কপটের দ্বারা তাহাকে গ্রহণ করে, তেমনই নীতিজ্ঞ রাজা শত্রুর উপর কূটনীতির প্রয়োগ করিয়া তাহার রাজ্য হরণ করেন।৫৯

এবং বলবতাং সর্বমিতি বুদ্ধ্বা মহীপতে।
জহি শত্রূন্ মহাবাহো পরাং নিকৃতিমাস্থিতঃ ॥৬১
ন হ্যর্জুনসমঃ কশ্চিদ্ যুধি যোদ্ধা ধনুর্দ্ধরঃ।
ভবিতা বা পুমান্ কশ্চিন্মৎসমো বা গদাধরঃ ॥৬২
সত্ত্বেন কুরুতে যুদ্ধং রাজন্ সুবলবানপি।
অপ্রমাদী মহোৎসাহী সত্ত্বস্থো ভব পাণ্ডব ॥৬৩
সত্ত্বং হি মূলমর্থস্য বিতথং যদতোঽন্যথা।
ন তু প্রসক্তং ভবতি বৃক্ষচ্ছায়েব হৈমনী ॥৬৪
অর্থত্যাগোঽপি কার্য্যঃ স্যাদর্থং শ্রেয়াংসমিচ্ছতা।
বীজৌপম্যেন কৌন্তেয় মা তে ভূদত্র সংশয়ঃ ॥৬৫

হে পার্থিবশ্রেষ্ঠ! দেবগণ নিজের পূর্ব্বজাত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশেষতঃ সুসমৃদ্ধ অসুরগণকে ছলের দ্বারা সম্যগ্রূপে পরাজিত করিয়াছিলেন।৬০

হে মহাবাহো মহীপতে। বলবানের পক্ষেই সব কিছু লাভ করা সম্ভব (কারণ বীরভোগ্যা বসুন্ধরা)ইহা নিশ্চয় করিয়া প্রকৃষ্ট ছলকে অবলম্বন করত শত্রুগণকে বধ করুন।৬১

অর্জ্জুনের সমান ধনুর্দ্ধারী যোদ্ধা কোন ব্যক্তি যেমন কখনও হয় নাই বা হইবে না, তেমনই কোনও ব্যক্তি আমার ন্যায় গদাধারী যোদ্ধাও জগতে হ নাই বা হইবে না।৬২

হে রাজন্! অত্যন্ত বলবান্ পুরুষও নিজের বলেই যুদ্ধ করে। হে পাণ্ডব। আপনি প্রমাদশূন্য (সাবধানচিত্ত), মহোৎসাহী এবং আত্মবল সম্পন্ন হউন।৬৩

অর্থের মূল হইতেছে আত্মবল, আত্মবল থাকিলে সকল চেষ্টাই বিফল হইবে। হেমন্ত ঋতু ছায়া যেমন কাহারও কোন ফল সিদ্ধি অর্থা উপকার করে না, তেমনই আত্মবলহীন কোন চেষ্টা ফলবতী হয় না।৬৪

অর্থেন তু সমো নার্থো যত্র লভ্যেত নোদয়ঃ।
ন তত্র বিপণঃ কার্য্যঃ খরকণ্ডূয়নং হি তৎ ॥৬৬

এবমেব মনুষ্যেন্দ্র ধর্মং ত্যক্ত্বাল্পকং নরঃ।
বৃহন্তং ধর্মমাপ্নোতি স বুদ্ধ ইতি নিশ্চিতম্ ॥৬৭

অমিত্রং মিত্রসম্পন্নং মিত্রৈর্ভিন্দন্তি পণ্ডিতাঃ।
ভিন্নৈর্মিত্রৈঃ পরিত্যক্তং দুর্বলং কুর্বতে বশম্ ॥৬৮

সত্ত্বেন কুরুতে যুদ্ধং রাজন্ সুবলবানপি।
নোদ্যমেন ন হোত্রাভিঃ সর্বাঃ স্বীকুরুতে প্রজাঃ ॥৬৯

সর্বথা সংহতৈরেব দুর্বলৈর্বলবানপি।
অমিত্রঃ শক্যতে হন্তুং মধুহা ভ্রমরৈরিব ॥৭০

যেমন কৃষক অধিক শস্য পাইবার ইচ্ছায় অল্প শস্য-বীজ ক্ষেত্রে রোপণ করে, তেমনই অর্থার্থী পুরুষও অধিক অর্থ লাভের জন্য অল্প অর্থ ব্যয় করে। হে কৌন্তেয়! এ বিষয়ে আপনার সন্দেহ হওয়া উচিত নয়।৬৫

যে অর্থ বিনিয়োগ করা হইবে, যদি অন্ততঃ তাহার সমান অর্থও লাভ না করা যায়, তাহা হইলে সেরূপ স্থানে অর্থের বিনিয়োগ করিবে না; কারণ, উহা দুইটী গাধার পরস্পর শরীরকণ্ডূয়নের ন্যায় নিষ্ফল হইবে।৬৬

নরপতে! এইরূপ যে ব্যক্তি অধিক ধর্ম্ম লাভের আশায় অল্প ধর্ম্মকে ত্যাগ করিয়া উহা প্রাপ্ত হয়, সেই ব্যক্তি বুদ্ধিমান্—ইহা নিশ্চিত।৬৭

মিত্রবলে বলীয়ান্ শত্রুকে তাহার মিত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য নিজ মিত্রগণের দ্বারা ভেদনীতির প্রয়োগ করিবে; তাহার ফলে শত্রু যখন মিত্রশূন্য হইবে, তখন তাহাকে নিজের বশে আনিবে।৬৮

রাজন্! অত্যন্ত বলবান্ পুরুষও নিজের বলেই যুদ্ধ করে, তাহার আত্মবল দেখিয়া সকল প্রজা বশীভূত হয়, অন্য কোন প্রযত্ন বা প্রশংসা করিবার প্রয়োজন হয় না।৬৯

যথা রাজন্ প্রজাঃ সর্বাঃ সূর্য্যঃ পাতি গভস্তিভিঃ।
অত্তি চৈব তথৈব ত্বং সদৃশঃ সবিতুর্ভব ॥৭১

এতচ্চাপি তপো রাজন্ পুরাণমিতি নঃ শ্রুতম্।
বিধিনা পালনং ভূমের্যৎ কৃতং নঃ পিতামহৈঃ ॥৭২

ন তথা তপসা রাজন্ লোকান্ প্রাপ্নোতি ক্ষত্রিয়ঃ।
যথা সৃষ্টেন যুদ্ধেন বিজয়েনেতরেণ বা ॥৭৩

অপেয়াৎ কিল ভাঃ সূর্য্যাল্লক্ষ্মীশ্চন্দ্রমসস্তথা।
ইতি লোকো ব্যবসিতো দৃষ্ট্বেমাং ভবতো
ব্যথাম্ ॥৭৪

যেমন মধুমক্ষিকাসমূহ ঐক্যবদ্ধ হইয়া মধুহরণকারীকে সংহার করে, তেমনই মিত্রগণের সহিত একতাবদ্ধ পুরুষ নিজ শত্রুকে বধ করিতে পারে।৭০

হে রাজন্! যেমন সূর্য্য নিজ রশ্মিসমূহের দ্বারা প্রজাগণকে রক্ষা করেন এবং পৃথিবীর সমস্ত রসও হরণ করেম, আপনি তেমনই সূর্য্যের ন্যায় নিজ আত্মবলেই শত্রুকে সংহার ও প্রজাবর্গকে পালন করুন।৭১

হে রাজন্! পিতৃ-পিতামহাদি পূর্ব্ব পুরুষগণের দ্বারা আচরিত প্রজাসমূহের পালনই রাজার সনাতন ধর্ম্ম—ইহা আমি শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষগণের নিকট হইতে শুনিয়াছি।৭২

হে রাজন্! রাজা তপস্যা করিয়া সেরূপ উর্দ্ধলোক প্রাপ্ত হন না, যাহা তিনি স্বধর্ম্ম যুদ্ধের দ্বারা বিজয় বা মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া লাভ করেন।৭৩

আপনার ন্যায় ধার্ম্মিক রাজার যে সঙ্কট আজ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া লোক নিশ্চয় করিতেছে যে, সূর্য্যও হয়ত তাহার প্রভা এবং চন্দ্রও হয়ত তাহার জ্যোৎস্না হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে।৭৪

ভবতশ্চ প্রশংসাভির্নিন্দাভিরিতরস্য চ।
কথাযুক্তাঃ পরিষদঃ পৃথগ্ রাজন্ সমাগতাঃ ॥৭৫

ইদমভ্যধিকং রাজন্ ব্রাহ্মণাঃ কুরবশ্চ তে।
সমেতাঃ কথয়ন্তীহ মুদিতাঃ সত্যসন্ধতাম্ ॥৭৬

যন্ন মোহান্ন কার্পণ্যান্ন লোভান্ন ভয়াদপি।
অনৃতং কিঞ্চিদুক্তং তে ন কামান্নার্থকারণাৎ ॥৭৭

যদেনঃ কুরুতে কিঞ্চিদ্ রাজা ভূমিমবাপ্নুবন্।
সর্বং তন্নুদতে পশ্চাদ্ যজ্ঞৈর্বিপুলদক্ষিণৈঃ ॥৭৮

ব্রাহ্মণেভ্যো দদদ্ গ্রামান্ গাশ্চ রাজন্ সহস্রশঃ।
মুচ্যতে সর্বপাপেভ্যস্তমোভ্য ইব চন্দ্রমাঃ ॥৭৯

পৌরজানপদাঃ সর্বে প্রায়শঃ কুরুনন্দন।
সবৃদ্ধ-বালসহিতাঃ শংসন্তি ত্বাং যুধিষ্ঠির ।৮০

শ্বদৃতৌ ক্ষীরমাসক্তং ব্রহ্ম বা বৃষলে যথা।
সত্যং স্তেনে বলং নার্য্যাং রাজ্যং দুর্য্যোধনে
তথা ॥৮১

ইতি লোকে নির্বচনং পুরশ্চরতি ভারত।
অপি চৈতাঃ স্ত্রিয়ো বালাঃ স্বাধ্যায়মধিকুর্বতে ॥৮২

ইমামবস্থাঞ্চ গতে সহাস্মাভিররিন্দমঃ।
হন্ত নষ্টাঃ স্ম সর্বে বৈ ভবতোপদ্রবে সতি ॥৮৩

স ভবান্ রথমাস্থায় সর্বোপকরণান্বিতম্।
ত্বরমাণোহভিনির্যাতু বিপ্রেভ্যোহর্থবিভাবকঃ ॥৮৪

বাচয়িত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠানদ্যৈব গজসাহ্বয়ম্।
অস্ত্রবিদ্ভিঃ পরিবৃতো ভ্রাতৃভির্দৃঢ়ধন্বিভিঃ ॥৮৫

রাজন্! সাধারণ জনতা বিভিন্ন স্থানে পৃথক্ পৃথক্ দলে কিংবা একত্রিত হইয়া আপনার প্রশংসা এবং দুর্য্যোধনাদির নিন্দাযুক্ত বাক্যই বলিয়া থাকেন।৭৫

হে রাজন্! ইহা ছাড়া আমরা স্বচক্ষে দেখিলাম যে, কুরুজাঙ্গল দেশের ব্রাহ্মণগণ এবং অন্যান্য প্রজাবৃন্দ আপনার নিকটে আসিয়া আনন্দিতচিত্তে আপনার সত্যনিষ্ঠার প্রশংসা করিলেন।৭৬

তাঁহারা বলিলেন,—মোহ, কার্পণ্য, লোভ, ভয়, বা কামনা ইহাদের মধ্যে কাহারও অধীন হইয়া আপনি কখনও মিথ্যা বলেন নাই।৭৭

রাজা যুদ্ধের দ্বারা পৃথিবী করায়ত্ত করিতে গিয়া যে সকল পাপ করিয়া থাকেন, এই সকল পাপই তিনি প্রচুর দক্ষিণা প্রদান করত যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান করিলেই নষ্ট হইয়া যায়।৭৮

যেমন চন্দ্রমা নিজ জ্যোৎস্নার দ্বারা অন্ধকার হইতে মুক্ত হন, তেমনই রাজাও ব্রাহ্মণগণকে গোসমূহ ও গ্রামসমূহ দান করিয়া সেই সকল পাপ হইতে মুক্ত হন।৭৯

হে কুরুনন্দন যুধিষ্ঠির! নগর ও গ্রামে বাসকারী বালক, বৃদ্ধ, যুবা প্রভৃতি প্রায় সকল প্রজাই আপনার প্রশংসা করিয়া থাকেন।৮০

হে ভারত! (তাঁহারা বলেন) চামড়ার পাত্রে গোদুগ্ধ, শূদ্রে বেদ, চোরে সত্যবাদিতা এবং নারীতে বল যেমন অশোভন, দুর্য্যোধনে রাজ্যও তেমনই অশোভন।৮১

হে ভারত। লোকসমূহে এইরূপ প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে এবং স্ত্রী ও বালকগণ এইরূপ প্রবাদকে নিত্য পাঠ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে।৮২

হে অরিন্দম (শত্রুনাশকারিন্)! ইহা বড়ই দুঃখের কথা যে, সেই আপনি আজ আমাদের সহিতই এই দুরবস্থায় উপনীত হইয়াছেন। ইহাও হইয়াছে আপনার প্রমাদের জন্যই। তাহার ফলে আমরা সকলে আজ নষ্ট হইতে বসিয়াছি।৮৩

সুতরাং ব্রাহ্মণগণকে জয়লব্ধ ধন দান করিবার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থলাভ করিবার নিমিত্ত আপনি অস্ত্র

আশীবিষসমৈর্বীরৈর্মরুদ্ভিরিব বৃত্রহা।
অমিত্রাংস্তেজসা মৃদ্নন্নসুরানিব বৃত্রহা।
শ্রিয়মাদৎস্ব কৌন্তেয় ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ মহাবলঃ ॥৮৬
ন হি গাণ্ডীবমুক্তানাং শরাণাং গার্দ্ধ্রবাসসাম্।
স্পর্শমাশীবিষাভানাং মর্ত্যঃ কশ্চন সংসহেৎ ॥৮৭
ন স বীরো ন মাতঙ্গো ন চ সোঽশ্বোঽস্তি ভারত।
যঃ সহেত গদাবেগং মম ক্রুদ্ধস্য সংযুগে ॥৮৮

সৃঞ্জয়ৈঃ সহ কৈকেয়ৈর্বৃষ্ণীনাং বৃষভেণ চ।
কথংস্বিদ্ যুধি কৌন্তেয় ন রাজ্যং প্রাপ্নুয়ামহে ॥৮৯
শক্রহস্তগতাং রাজন্ কথংস্বিন্নাহরের্মহীম্।
ইহ যত্নমুপাহৃত্য বলেন মহতান্বিতঃ ॥৯০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি অর্জুনাভিগমনপর্বণি
ভীমবাক্যে ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৩

অস্ত্র-শস্ত্রাদি সমস্ত উপকরণসমন্বিত রথে আরোহণ করিয়া অতি শীঘ্রই শত্রুর প্রতি অভিযান করুন।৮৪

বৃত্রাসুরঘাতী ইন্দ্র যেমন সর্পের ন্যায় ভয়ঙ্কর বীর মরুদাদি দেবগণের সহিত অসুর বধে অভিযান করিয়াছিলেন, আপনিও তেমনই ব্রাহ্মণগণের দ্বারা মঙ্গলাচরণ করাইয়া অস্ত্রবিদ্ দৃঢ়ধনুর্ধারী সর্পসদৃশ বার আপনার ভ্রাতা আমাদের সহিত অদ্য হস্তিনাপুরে অভিযান করুন। হে কৌন্তেয়! হে মহাবল! ইন্দ্র যেমন অসুরগণকে ভূমিসাৎ করিয়াছিলেন, আপনিও তেমনই নিজ তেজের দ্বারা ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে জয় করিয়া রাজৈশ্বর্য্য লাভ করুন।৮৫-৮৬

এমন কোন মনুষ্য নাই, যে গাণ্ডীব নির্ম্মুক্ত গৃধ্রপক্ষযুক্ত বিষধর সর্পসদৃশ শরসমূহকে সহ্য করিতে পারে?৮৭

হে ভারত! এমন কোনও বীর পুরুষ, হস্তী বা অশ্ব নাই, যে যুদ্ধে ক্রুদ্ধ আমার গদাবেগকে সহ্য করিতে পারে।৮৮

হে কৌন্তেয়! সৃঞ্জয় ও কেকয়দেশীয় বীরগণ এবং বৃষ্ণিশ্রেষ্ঠগণের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিলে আমরা কেন রাজ্য প্রাপ্ত হইব না?৮৯

হে রাজন্! আপনি বিশাল সেনাবলের সাহায্যে পুষ্ট, সুতরাং প্রযত্ন করিয়া আত্মবলে শত্রুহস্তগত রাজ্যকে কেন কাড়িয়া লইতেছেন না?৯০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা,মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জুনাভিগমনপর্ব্বে
ভীমবাক্যে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩৪

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ধর্ম্ম-নীতিকথামুক্ত্বা যুধিষ্ঠিরেণ নিজপ্রতিজ্ঞাপালনবিষয়স্য জ্ঞাপনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
স এবমুক্তস্তু মহানুভাবঃ
সত্যব্রতো ভীমসেনেন রাজা।
অজাতশত্রুস্তদনন্তরং বৈ
ধৈর্য্যান্বিতো বাক্যমিদং বভাষে ॥১

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়

[ধর্ম্ম ও নীতিমূলক কথা বলিয়া যুধিষ্ঠির কর্তৃক নিজ প্রতিপালনের বিষয় জ্ঞাপন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইরূপে ভীমসেন রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলিলে, তখন সত্যব্রত অজাতশত্রু

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অসংশয়ং ভারত সত্যমেতদ্
যস্মাৎ তুদন্ বাক্যশল্যৈঃ ক্ষিণোষি।
ন ত্বাং বিগর্হে প্রাতিকূল্যমেব
মমানয়াদ্ধি ব্যসনং ব আগাৎ ॥২
অহং হ্যক্ষানন্বপদ্যং জিহীর্ষন্
রাজ্যং সরাষ্ট্রং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাৎ।
তস্মাৎ শঠঃ কিতবঃ প্রত্যদেবীৎ
সুযোধনার্থং সুবলস্য পুত্রঃ ॥৩
মহামায়ঃ শকুনিঃ পর্বতীয়ঃ
সভামধ্যে প্রেরয়ন্নক্ষপূগান্।
অমায়িনং মায়য়া প্রত্যজৈষীৎ
ততোহপশ্যং বৃজিনং ভীমসেন ॥৪

অক্ষাংশ্চ দৃষ্ট্বা শকুনের্যথাবৎ
কামানুকূলানযুজো যুজশ্চ।
শক্যো নিয়ন্তুমভবিষ্যদাত্মা
মন্যুস্তু হন্যাৎ পুরুষস্য ধৈর্য্যম্ ॥৫

যন্তুং নাত্মা শক্যতে পৌরুষেণ
মানেন বীর্য্যেণ চ তাত নদ্ধঃ।
ন তে বাচো ভীমসেনাভ্যসূয়ে
মন্যে তথা তদ্ ভবিতব্যমাসীৎ ॥৬

স নো রাজা ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রো
ন্যপাতয়দ্ ব্যসনে বাক্যমিচ্ছন্।
দাস্যঞ্চ নোহগময়দ্ ভীমসেন
যত্রাভবচ্ছরণং দ্রৌপদী নঃ ॥৭

মহানুভব যুধিষ্ঠির ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়া ভীমসেনকে এই কথা বলিলেন।১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ভারত। ইহা নিঃসংশয়ে সত্য যে, তুমি বাক্যরূপ শল্যের দ্বারা আমাকে ব্যথিত করিয়া আমার হৃদয়কে বিদীর্ণ করিতেছ, আমার নিকট প্রিয় না হইলেও আমি সেজন্য তোমার নিন্দা করিতেছি না; কেননা আমার অন্যায়ের জন্যই তোমাদের উপর এই বিপদ আসিয়াছে।২

দুর্য্যোধনের পাশাখেলার আহ্বানে আমি যে আনন্দিত হইয়া স্বীকার করিয়াছিলাম, তাহার কারণ; আমার ভরসা ছিল যে আমি পাশাখেলায় দুর্য্যোধনকে পরাজিত করিয়া তাহার রাজ্য হরণ করিতে পারিব; কিন্তু খেলার সময় দেখা গেল, শঠ ও ধূর্ত্ত সুবলপুত্র শকুনি দুর্য্যোধনের প্রতিনিধি হইয়া পাশা খেলিতে বসিয়াছে।৩

হে ভীমসেন। পার্ব্বত্যদেশনিবাসী মহামায়াবী শকুনি সভামধ্যে পাশার গুটিগুলি কপটতাপূর্ব্বক ছাড়িয়া আমাকে জয় করিয়াছে, আমি মায়া জানিতাম না, সেইজন্যই এই বিপদকে প্রত্যক্ষ করিতে হইল।৪

শকুনির সম ও বিষম দানসকল তাহার ইচ্ছানুসারে পাড়তে দেখিয়া আমি বুঝিয়াছিলাম যে, সে কপটভাবে পাশা খেলিতেছে, সেই সময়েই যদি আমি নিজের মনকে সংযত করিতে পারিতাম, তাহা হইলে এইরূপ অনর্থ হইত না; কিন্তু ক্রোধ মানুষের ধৈর্য্যকে নষ্ট করে।৫

হে তাত ভীমসেন। কোন বিষয়ে চিত্ত যদি অত্যাসক্ত হয়, তখন তাহাকে মান, পৌরুষ বা বীর্য্যের দ্বারা সংযত করা যায় না; এজন্য তোমার কথায় আমি রুষ্ট হইতেছি না; মনে হয়, আমাদের ভবিতব্যই ঐরূপ ছিল।৬

হে ভীমসেন। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র রাজা দুর্য্যোধন রাজ্য আকাঙ্ক্ষা করিয়াই আমাদিগকে এইরূপ বিপদের মধ্যে ফেলিয়াছিল। প্রথমবার পাশা

ত্বঞ্চাপি তদ্ বেত্থ ধনঞ্জয়শ্চ
পুনর্দ্যূতায়াগতানাং সভাং নঃ।
যন্মাব্রবীদ্ ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্র
একগ্লহার্থং ভরতানাং সমক্ষম্ ॥৮

বনে সমা দ্বাদশ রাজপুত্র
যথাকামং বিদিতমজাতশত্রো।
অথাপরং চাবিদিতং চরেথাঃ
সর্বৈঃ সহ ভ্রাতৃভিশ্ছদ্মগূঢ়ঃ ॥৯

ত্বাং চেচ্ছ্রুত্বা তাত তথা চরন্ত-
মবভোৎস্যন্তে ভরতানাং চরাশ্চ।
অন্যাংশ্চরেথাস্তাবতোঽব্দাংস্তথা ত্বং
নিশ্চিত্য তৎ প্রতিজানীহি পার্থ ॥১০

চরৈশ্চেন্নোঽবিদিতঃ কালমেতং
যুক্তো রাজন্ মোহয়িত্বা মদীয়ান্।
ব্রবীমি সত্যং কুরুসংসদীহ
তবৈব বা ভারত পঞ্চ নদ্যঃ ॥১১

বয়ং চৈতদ্ ভারত সর্ব এব
ত্বয়া জিতাঃ কালমপাস্য ভোগান্।
বসেম ইত্যাহ পুরা স রাজা
মধ্যে কুরূণাং স ময়োক্তস্তথেতি ॥১২

তত্র দ্যূতমভবন্নো জঘন্যং
তস্মিন্ জিতাঃ প্রব্রজিতাশ্চ সর্বে।
ইত্থন্তু দেশাননুসঞ্চরামো
বনানি কৃচ্ছ্রাণি চ কৃচ্ছ্ররূপাঃ ॥১৩

খেলায় আমরা দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছিলাম, কিন্তু দ্রৌপদীই তখন আমাদের রক্ষক হইয়াছিল।৭

দ্বিতীয়বার যখন আমরা পাশাখেলায় আহূত হইয়া সভামধ্যে আসিলাম, তখন তুমি ও ধনঞ্জয় উভয়েই জান যে, তখন দুর্য্যোধন আমাকে ভরতবংশীয়গণের সম্মুখে একবারমাত্র পাশা খেলিবার জন্য বলিয়াছিল।৮

সে তখন আমাকে পণ রাখিতে বলিয়াছিল—হে রাজপুত্র। হেঅজাতশত্রো। যদি তুমি পাশাখেলায় হারিয়া যাও, তবে বার বৎসর ইচ্ছানুসারে সকলের জ্ঞাতভাবে বনে বাস এবং এক বৎসর ভ্রাতৃগণের সহিত গুপ্তভাবে বাস করিবে।৯

হে কুন্তীকুমার। তুমি যখন অজ্ঞাতবাস করিবে, তখন ভরতবংশীয় আমাদের গুপ্তচরগণ তোমাদিগকে অন্বেষণ করিয়া ফিরিবে, ঐ সময় যদি তাহারা তোমাদিগকে জানিতে পারে, তবে তোমাদিগকে পুনরায় বার বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে—ইহা বুঝিয়া তুমি প্রতিজ্ঞা করিবে।১০

হে ভারতবংশীয় রাজন্! যদি তুমি আমাদের গুপ্তচরদিগকে মোহিত করিয়া এক বৎসর অজ্ঞাত বাস করিতে পার, তবে আমি এই কৌরব সভায় প্রতিজ্ঞা করিয়া ঘোষণা করিতেছি যে, এই পঞ্চনদী-যুক্ত দেশসমূহের রাজ্য তোমারই হইবে।১১

ভারত। আর আমরা যদি পাশা খেলায় তোমার নিকট হারিয়া যাই, তবে আমরাও এই রাজভোগ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বনে বাস করিব—এই কথা রাজা দুর্য্যোধন কৌরবগণের মধ্যে বলিয়াছিল এবং আমিও তাহা স্বীকার করিয়াই পাশা খেলিতে বসিয়াছিলাম।১২

তখন সেখানে আমাদের শেষবারের মত নিন্দনীয় পাশা খেলা হয় ও সেই পাশা খেলায় আমরা পরাজিত হই এবং পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে বিভিন্ন দেশ ও বনে কষ্টপ্রদ এই তাপসবেষ ধারণপূর্ব্বক বিচরণ করিতেছি।১৩

সুযোধনশ্চাপি ন শান্তিমিচ্ছন্
ভূয়ঃ স মন্যোর্বশমন্বগচ্ছৎ ।
উদ্‌যোজয়ামাস কুরূংশ্চ সর্বান্
যে চাস্য কেচিদ্ বশমন্বগচ্ছন্ ॥১৪

তং সন্ধিমাস্থায় সতাং সকাশে
কো নাম জহ্যাদিহ রাজ্যহেতোঃ ।
আর্য্যস্য মন্যে মরণাদ্ গরীয়ো
যদ্ধর্ম্মমুৎক্রম্য মহীং প্রশাসেৎ ॥১৫

তদৈব চেদ্ বীর কর্ম্মাকরিষ্যো
যদা দ্যূতে পরিঘং পর্য্যমৃক্ষঃ ।
বাহূ দিধক্ষন্ বারিতঃ ফাল্গুনেন
কিং দুষ্কৃতং ভীম তদাভবিষ্যৎ ॥১৬

সুযোধনও শান্তি কামনা করে না, সে পুনরায় আরও ক্রোধের বশীভূত হইল। যাহারা তাহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে, সেই কৌরবদিগকে লইয়া সে আমাকে কষ্ট দিবার উদ্যোগ করিয়াছে।১৪

এখন আমার সিদ্ধান্ত হইতেছে—রাজসভার মধ্যে সৎপুরুষগণের সম্মুখে ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া শুধু রাজ্যলাভের জন্য উহাকে কে ভঙ্গ করিতে পারে? যে কোন শ্রেষ্ঠ পুরুষ সত্যরূপ ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া রাজ্যশাসনকে মৃত্যুর চেয়ে নিকৃষ্ট মনে করে।১৫

বীর! তুমি সেই পাশা খেলার সময় শত্রুগণকে সংহার করিবার জন্য তোমার গদাতে হাত দিয়াছিলে এবং আমার বাহু দুইটী জ্বালাইয়া দিতে চাহিয়াছিলে, কিন্তু অর্জ্জুন তোমাকে বারণ করিয়াছিল। ভীমসেন! তুমি যদি সেই সময় ঐ কার্য্য করিতে, তাহা হইলে কি ভয়ানক অনর্থই না হইত।১৬

প্রাগেব চৈব সময়ক্রিয়ায়াঃ
কিং নাব্রবীঃ পৌরুষমাবিদানঃ ।
প্রাপ্তং তু কালং ত্বভিপদ্য পশ্চাৎ
কিং মামিদানীমতিবেলমাত্থ ॥১৭

ভূয়োঽপি দুঃখং মম ভীমসেন
দূয়ে বিষস্যেব রসং হি পীত্বা ।
যদ্ যাজ্ঞসেনীং পরিক্লিশ্যমানাং
সন্দৃশ্য তৎ ক্ষান্তমিতি স্ম ভীম ॥১৮

ন ত্বস্য শক্যং ভরতপ্রবীর
কৃত্বা যদুক্তং কুরুবীরমধ্যে ।
কালং প্রতীক্ষস্ব সুখোদয়স্য
পক্তিং ফলানামিব বীজবাপঃ ॥১৯

তুমি তোমার নিজের পৌরুষ তো জানিতেই; পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিবার সময় তখন কিছু কেন বলিলে না? আর এখন প্রতিজ্ঞা পালনের সময় আসিয়াছে, সুতরাং এখন আমাকে এই সকল কর্কশ বাক্য কেন বলিতেছ?১৭

হে ভীম! সব চেয়ে বড় দুঃখের কথা এই যে, সভামধ্যে যাজ্ঞসেনীকে ঐরূপে লাঞ্ছিত হইতে দেখিয়াও আমাদিগকে তাহা ক্ষমা করিতে হইয়াছে। যেরূপ বিষ দিয়ে মিশান কোন তরল বস্তু পান করিয়া তাহার জ্বালায় ছটফট করিতে হয়, সেই সময় আমারও দশা ঐরূপ হইয়াছিল।১৮

হে ভরতপ্রবীর! কুরুবীরগণের মধ্যে ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া এখন তাহা ভঙ্গ করা সম্ভব নয়। যেমন ফল পাকিবার সময় পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিবার জন্যই বীজ বপন করিতে হয়, তেমনই কাল প্রতীক্ষা করত অবস্থান কর, আমাদের সুখের সময় অবশ্যই আসিবে।১৯

যদা হি পূর্বং নিকৃতো নিকৃন্তেদ্
বৈরং সুপুষ্পং সফলং বিদিত্বা।
মহাগুণং হরতি হি পৌরুষেণ
তদা বীরো জীবতি জীবলোকে ॥২০

শ্রিয়ঞ্চ লোকে লভতে সমগ্রাং
মন্যে চাস্মৈ শত্রবঃ সন্নমন্তে।
মিত্রাণি চৈনমচিরাদ্ ভজন্তে
দেবা ইবেন্দ্রমুপজীবন্তি চৈনম্ ॥২১

মম প্রতিজ্ঞাঞ্চ নিবোধ সত্যাং
বৃণে ধর্মমমৃতাজ্জীবিতাচ্চ।
রাজ্যঞ্চ পুত্রাশ্চ যশো ধনঞ্চ
সর্বং ন সত্যস্য কলামুপৈতি ॥২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি অর্জুনাভিগমনপর্বণি
যুধিষ্ঠিরবাক্যে চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৪

পূর্ব্বে শত্রু কর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়া শত্রুরূপ বৃক্ষকে ফল পুষ্প সহিত বাড়ীতে দেখিয়া যে ব্যক্তি তাহাকে সমূলে ছেদন করিতে পারে, তাহারই পৌরুষ প্রশংসনীয়। যে নিজ পৌরুষে মহাগুণসম্পন্ন শত্রুকেও নিঃশেষ করিতে পারে, সেই পুরুষই এই মর্ত্ত্যলোকে চিরকাল (মৃত্যুর পরও যশোলাভ করিয়া) জীবিত থাকে।২০

আমার মনে হয়,—এই সংসারে সেই বীর পুরুষ সমস্ত সম্পদকে অচিরেই লাভ করে এবং শত্রুগণ তাহার নিকট অবনত হয়। মিত্রগণ তাহার ভজনা করে। দেবগণ যেমন ইন্দ্রের আশ্রয়ে জীবনযাপন করেন, তেমনই তাহার মিত্রগণও ঐ বীরপুরুষকে আশ্রয় করিয়া জীবননির্ব্বাহ করে।২১

আমার প্রতিজ্ঞা শুন—আমি জীবন ও অমরত্ব হইতেও আমার প্রতিজ্ঞাকে শ্রেষ্ঠ মনে করি। রাজ্য, পুত্র, যশ ও ধন—এ সব কিছুই সত্যধর্ম্মের কলামাত্রও (ষোলভাগের এক ভাগও) নয়।২২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জুনাভিগমনপর্ব্বে
যুধিষ্ঠিরবাক্যে চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩৪

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[দুঃখিতভীমসেনেন যুদ্ধায় পুনর্যুধিষ্ঠিরায় উৎসাহপ্রদানম্।]

ভীমসেন উবাচ।

সন্ধিং কৃত্বৈব কালেন হ্যন্তকেন পতত্রিণা।
অনন্তেনাপ্রমেয়েন স্রোতসা সর্বহারিণা ॥১
প্রত্যক্ষং মন্যসে কালং মর্ত্ত্যঃ সন্ কালবন্ধনঃ।
ফেনধর্মা মহারাজ ফলধর্মা তথৈব চ ॥২
নিমেষাদপি কৌন্তেয় যস্যায়ুরপচীয়তে।
সূচ্যেবাঞ্জনচূর্ণস্য কিমিতি প্রতিপালয়েৎ ॥৩

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

[দুঃখিত ভীমসেন কর্ত্তৃক যুদ্ধের জন্য যুধিষ্ঠিরকে পুনরায় উৎসাহ প্রদান।]

ভীমসেন বলিলেন,—হে মহারাজ! আপনি ফেনতুল্য নশ্বর ও ফলতুল্য পতনশীল তথা কালবন্ধনে বদ্ধ মরণধর্ম্ম মনুষ্য হইয়াও সকল বস্তুর অন্তকারী বাণের ন্যায় বেগবান্, অনন্ত, অপ্রমেয়, স্রোতের ন্যায় প্রবহমান ও সকল বস্তুর বিনাশকারী

যো নূনমমিতায়ুঃ স্যাদথবাপি প্রমাণবিৎ।
স কালং বৈ প্রতীক্ষেত সর্বপ্রত্যক্ষদর্শিবান্ ॥৪

প্রতীক্ষ্যমাণঃ কালো নঃ সমা রাজংস্ত্রয়োদশ।
আয়ুষোঽপচয়ং কৃত্বা মরণায়োপনেষ্যতি ॥৫

শরীরিণাং হি মরণং শরীরে নিত্যমাশ্রিতম্।
প্রাগেব মরণাৎ তস্মাদ্ রাজ্যায়ৈব ঘটামহে ॥৬

যো ন যাতি প্রসংখ্যানমস্পষ্টো ভূমিবর্ধনঃ।
অযাতয়িত্বা বৈরাণি সোঽবসীদতি গৌরিব ॥৭

যো ন যাতয়তে বৈরমল্পসত্ত্বোদ্যমঃ পুমান্।
অফলং জন্ম তস্যাহং মন্যে দুর্জাতজায়িনঃ ॥৮

কালের সহিত সন্ধি করিয়াছেন এবং সেই (তের বৎসরের) কালকে যেন আপনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।১-২

যেমন সূচীর দ্বারা একটু একটু করিয়া সরাইবার পর অঞ্জন চূর্ণের ক্ষয় হয়, তেমনই প্রতি নিমিষে একটু একটু করিয়া যাহার আয়ু ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সেই কালের কি প্রতীক্ষা করিবেন ?৩

যে ব্যক্তির আয়ু অপরিমিত অথবা যিনি নিজ আয়ুর পরিমাণ নিশ্চিতরূপে জানেন এবং অলৌকিক শক্তির বলে সব কিছুই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনিই মাত্র কালের প্রতীক্ষা করিতে পারেন।৪

হে রাজন্! তের বৎসর পর্য্যন্ত প্রতীক্ষণীয় কালকে যদি আমরা অপচয় করত প্রতীক্ষা করিতে থাকি, তবে ঐ কাল আমাদিগকে মৃত্যুর নিকট লইয়া যাইবে।৫

শরীরধারী পুরুষের শরীরকে মৃত্যু সর্ব্বদা আশ্রয় করিয়া আছে; সুতরাং মৃত্যুর পূর্ব্বেই আমাদের রাজ্যলাভের জন্য চেষ্টা করা উচিত।৬

যে ব্যক্তির প্রভাব প্রচ্ছন্ন, সে মনুষ্যের মধ্যে কখনও খ্যাতিলাভ করিতে পারে না, সুতরাং যে

হৈরণ্যৌ ভবতো বাহূ শ্রুতির্ভবতি পার্থিবী।
হত্বা দ্বিষন্তং সংগ্রামে ভুঙ্‌ক্ষ্ব বাহুজিতং বসু ॥৯

হত্বা বৈ পুরুষো রাজন্ নিকর্ত্তারমরিন্দম।
অহ্নায় নরকং গচ্ছেৎ স্বর্গেণাস্য স সম্মিতঃ ॥১০

অমর্ষজো হি সন্তাপঃ পাবকাদ্ দীপ্তিমত্তরঃ।
যেনাহমভিসন্তপ্তো ন নক্তং ন দিবা শয়ে ॥১১

অয়ঞ্চ পার্থো বীভৎসুর্বরিষ্ঠো জ্যাবিকর্ষণে।
আস্তে পরমসন্তপ্তো নূনং সিংহ ইবাশয়ে ॥১২

যোঽয়মেকোঽভিমনুতে সর্বান্ লোকে ধনুর্ভৃতঃ।
সোঽয়মাত্মজমূষ্মাণং মহাহস্তীব যচ্ছতি ॥১৩

পৃথিবীর ভারস্বরূপ, সে শত্রুগণকে সংহার না করায় বলদের ন্যায় পরিশ্রম করিয়াই অবসন্ন হয়।৭

বীর্য্য ও উদ্দমের অল্পতাবশতঃ যে ব্যক্তি শত্রুর বিনাশ করে না, আমি মনে করি, তাহার জন্ম দুষ্কুলজাত পুরুষের ন্যায় ব্যর্থ।৮

হে মহারাজ! আপনার বাহুদ্বয় ধনের গ্রহণ ও বিতরণের ভাগ্যে ভাগ্যশীল, আপনার যশ মহারাজ পৃথুর ন্যায় সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, আপনি যুদ্ধে শত্রুকে সংহার করিয়া বাহুবলে ধন উপার্জ্জন করুন।৯

হে অরিন্দম নরেশ। যদি প্রবঞ্চনাকারী শত্রুকে বধ করিলে নরক প্রাপ্তি হয়, তবে তাহার সেই নরকও স্বর্গতুল্য।১০

অসহনশীলতা হইতে উৎপন্ন যে সন্তাপ, উহা অগ্নি হইতেও অধিক তীব্র। যাহা দ্বারা অভিসন্তপ্ত হইয়া আমি দিনে বা রাত্রিতে নিদ্রালাভ করিতে পারিতেছি না।১১

এই যে পৃথানন্দন অর্জ্জুন, যে ধনুর্যুদ্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সে-ও নিশ্চয় ক্রোধজনিত পরম সন্তাপ অনুভব করত গুহায়স্থিত দুঃখিত সিংহের ন্যায় অবস্থান করিতেছে।১২

নকুলঃ সহদেবশ্চ বৃদ্ধা মাতা চ বীরসূঃ ।
তবৈব প্রিয়মিচ্ছন্ত আসতে জড়মূকবৎ ॥১৪
সর্বে তে প্রিয়মিচ্ছন্তি বান্ধবাঃ সহ সৃঞ্জয়ৈঃ ।
অহমেকশ্চ সন্তপ্তো মাতা চ প্রতিবিন্ধ্যতঃ ॥১৫
প্রিয়মেব তু সর্বেষাং যদ্ ব্রবীম্যুত কিঞ্চন ।
সর্বে হি ব্যসনং প্রাপ্তাঃ সর্বে যুদ্ধাভিনন্দিনঃ ॥১৬
নাতঃ পাপীয়সী কাচিদাপদ্ রাজন্ ভবিষ্যতি ।
যন্নো নীচৈরল্পবলৈ রাজ্যমাচ্ছিদ্য ভুজ্যতে ॥১৭
শীলদোষাদ্ ঘৃণাবিষ্ট আনৃশংস্যাৎ পরন্তপ ।
ক্লেশাংস্তিতিক্ষসে রাজন্ নান্যঃ কশ্চিৎ
প্রশংসতি ॥১৮

শ্রোত্রিয়স্যেব তে রাজন্ মন্দকস্যাবিপশ্চিতঃ ।
অনুবাকহতা বুদ্ধির্নৈষা তত্ত্বার্থদর্শিনী ॥১৯
ঘৃণী ব্রাহ্মণরূপোঽসি কথং ক্ষত্রেঽভ্যজায়থাঃ ।
অস্যাং হি যোনৌ জায়ন্তে প্রায়শঃ ক্রূরবুদ্ধয়ঃ ।
অশ্রৌষীস্ত্বং রাজধর্মান্ যথা বৈ মনুরব্রবীৎ ॥২০
ক্রূরান্ নিকৃতিসম্পন্নান্ বিহিতানবশাত্মকান্ ।
ধার্তরাষ্ট্রান্ মহারাজ ক্ষমসে কিং দুরাত্মনঃ ॥২১
কর্ত্তব্যে পুরুষব্যাঘ্র কিমাস্সে পীঠসর্পবৎ ।
বুদ্ধ্যা বীর্য্যেণ সংযুক্তঃ শ্রুতেনাভিজনেন চ ॥২২
তৃণানাং মুষ্টিনৈকেন হিমবন্তঞ্চ পর্বতম্ ।
ছন্নমিচ্ছসি কৌন্তেয় যোঽস্মান্ সংবর্ত্তুমিচ্ছসি ॥২৩

যে একাকীই পৃথিবীর সমস্ত ধনুর্ধারীর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সক্ষম, সে আজ গজরাজের ন্যায় নিজ মানসিক ক্রোধজনিত সন্তাপকে কোন প্রকারে সহ্য করিতেছে।১৩

নকুল, সহদেব এবং বীরপ্রসবিনী বৃদ্ধা মাতা কুন্তী—ইহারাও তোমার প্রিয় করিতে চাহিয়াই জড় ও মূকের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন।১৪

সৃঞ্জয়বংশীয় যোদ্ধৃগণের সহিত আপনার সমস্ত আত্মীয়স্বজন আপনার প্রিয় চাহেন ; কেবল একাকী আমি এবং প্রতিবিন্ধ্যের জননী দ্রৌপদীই অত্যন্ত সন্তপ্ত।১৫

আমি যাহা কিছু বলিতেছি, তাহা সকলেরই প্রিয় ; আমরা সকলেই বিপন্ন, তাই সকলে যুদ্ধকেই সমর্থন করিতেছে।১৬

রাজন্! ইহার চেয়ে অধিক দুঃখদায়িনী বিপত্তি আর কি হইতে পারে ; নীচ এবং অল্পশক্তিসম্পন্ন শত্রু আমাদের রাজ্য ছিনাইয়া লইয়া ভোগ করিতেছে ?১৭

হে পরন্তপ যুধিষ্ঠির! আপনি আপনার স্বভাবের মৃদুতা ও দয়ালুতারূপ দোষবশতঃই এই সকল ক্লেশ সহ্য করিতেছেন। ইহাতে অন্য কেহ আপনাকে প্রশংসা করিতেছে না।১৮

অর্থজ্ঞানশূন্য অক্ষরমাত্রের উচ্চারণের অভ্যাসকারী মন্দবুদ্ধি শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের বুদ্ধি যেমন না বুঝিয়া গুরুর বাক্যমাত্র অনুসরণ করিয়াই নষ্ট হইয়া যায়, আপনার বুদ্ধিও তেমনি নাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, সুতরাং উহা যথার্থ ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য বুঝিতেছে না।১৯

আপনার প্রকৃতি দয়ালু ব্রাহ্মণের ন্যায় ; আপনি ক্ষত্রিয়কুলে কেন জন্মিয়াছেন ? এই কুলে ক্রূর বুদ্ধিসম্পন্ন পুরুষগণই জন্মগ্রহণ করে। মনুপ্রোক্ত রাজধর্ম আপনার বিলক্ষণ জানা আছে।২০

মহারাজ! আপনি প্রবঞ্চক, অহিতকারী, ও ক্রূর এই ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে কেন ক্ষমা করিতেছেন ?২১

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি বুদ্ধি, বিদ্যা ও বীর্য্যসম্পন্ন এবং উচ্চকুলসম্ভূত হইয়াও কেন অজগরের ন্যায় কর্ত্তব্য বিষয়ে নিশ্চেষ্ট হইয়া অবস্থান করিতেছেন ?২২

হে কুন্তীনন্দন! আপনি যে আমাদিগকে অজ্ঞাতবাসের সময় ছিপাইয়া রাখিতে চাহিতেছেন ; তাহাতে মনে হয় আপনি একমুষ্টি তৃণের দ্বারা পর্ব্বতকে ঢাকিতে চাহিতেছেন।২৩

অজ্ঞাতচর্য্যা গূঢ়েন পৃথিব্যাং বিশ্রুতেন চ।
দিবীব পার্থ সূর্য্যেণ ন শক্যা চরিতুং ত্বয়া ॥২৪
বৃহচ্ছাল ইবানূপে শাখাপুষ্পপলাশবান্ ।
হস্তী শ্বেত ইবাজ্ঞাতঃ কথং জিষ্ণুশ্চরিষ্যতি ॥২৫
ইমৌ চ সিংহসঙ্কাশৌ ভ্রাতরৌ সহিতৌ শিশূ ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ কথং পার্থ চরিষ্যতঃ ॥২৬
পুণ্যকীর্ত্তী রাজপুত্রী দ্রৌপদী বীরসূরিয়ম্ ।
বিশ্রুতা কথমজ্ঞাতা কৃষ্ণা পার্থ চরিষ্যতি ॥২৭
মাঞ্চাপি রাজন্ জানন্তি হ্যাকুমারমিমাঃ প্রজাঃ ।
নাজ্ঞাতচর্য্যাং পশ্যামি মেরোরিব নিগূহনম্ ॥২৮
তথৈব বহবোঽস্মাভী রাষ্ট্রেভ্যো বিপ্রবাসিতাঃ ।
রাজানো রাজপুত্রাশ্চ ধৃতরাষ্ট্রমনুব্রতাঃ ॥২৯

ন হি তেঽপ্যুপশাম্যন্তি নিকৃতা বা নিরাকৃতাঃ ।
অবশ্যং তৈর্নিকর্ত্তব্যমস্মাকং তৎপ্রিয়ৈষিভিঃ ॥৩০

তেঽপ্যস্মাসু প্রযুঞ্জীরন্ প্রচ্ছন্নান্ সুবহূংশ্চরান্ ।
আচক্ষীরংশ্চ নো জ্ঞাত্বা ততঃ স্যাৎ সুমহদ্
ভয়ম্ ॥৩১
অস্মাভিরুষিতাঃ সম্যগ্ বনে মাসাস্ত্রয়োদশ ।
পরিমাণেন তান্ পশ্য তাবতঃ পরিবৎসরান্ ॥৩২

অস্তি মাসঃ প্রতিনিধির্যথা প্রাহুর্মনীষিণঃ ।
পূতিকামিব সোমস্য তথেদং ক্রিয়তামিতি ॥৩৩

অথবানডুহে রাজন্ সাধবে সাধুবাহিনে ।
সৌহিত্যদানাদেতস্মাদেনসঃ প্রতিমুচ্যতে ॥৩৪

সমস্ত পৃথিবীতে যিনি বিখ্যাত সেই আপনার পক্ষে অজ্ঞাতবাস, আকাশে সমুদিত সূর্য্যের পক্ষে প্রচ্ছন্ন থাকার ন্যায় অসম্ভব ।২৪

যেখানে জল অধিক বর্ত্তমান, সেখানে শাখা পত্রপুষ্প-সুশোভিত বৃহৎ শালবৃক্ষের ন্যায় অথবা শ্বেতবর্ণ গজরাজসদৃশ এই অর্জ্জুন কেমন করিয়া অজ্ঞাতবাস কবিবে ?২৫

হে পৃথাতনয় ! সিংহতুল্য পরাক্রমশালী আমার কনিষ্ঠ দুই ভাই নকুল ও সহদেব কেমন করিয়া অজ্ঞাতে অবস্থান করিবে ?২৬

হে পার্থ ! পুণ্যকীর্ত্তিমতী রাজপুত্রী বীরপ্রসবিনী বিশ্ববিশ্রুতা দ্রৌপদীই বা কেমন করিয়া অজ্ঞাতে বাস করিবে ?২৭

আমাকেও বাল্যাবস্থা হইতেই সকল প্রজা জানে ; সুতরাং মেরুপর্ব্বতের ন্যায় আমার পক্ষেও অজ্ঞাতভাবে বাস করা সম্ভব নহে ।২৮

ইহা ছাড়া আমরাও রাজ্যশাসন ও দিগ্‌বিজয়াদির সময় অনেক রাজা ও রাজপুত্রকে নির্ব্বাসিত করিয়াছি, তাহারা হয়ত এতদিন দুর্য্যোধনের সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। তাহারা যে প্রতারিত ও নির্ব্বাসিত হইয়াও আমাদের প্রতি শান্তভাবে ব্যবহার করিবে—ইহা আশা করাই বৃথা। তাহারাও দুর্য্যোধনের প্রিয় করিতে ইচ্ছা করিয়া আমাদের অনিষ্ট করিবে ।২৯-৩০

আমাদের অন্বেষণ করিবার জন্য তাহারা চারিদিকে বহু গুপ্তচর নিয়োগ করিবে এবং সেই সব গুপ্তচর আমাদের পরিচয় অবগত হইয়া দুর্য্যোধনকে বলিবে—ইহা আমাদের পক্ষে অতিশয় ভয়ের কারণ হইবে ।৩১

আমাদের আজ পর্য্যন্ত বনের মধ্যে তের মাস কাটিয়াছে ; এই পরিমাণে তের বৎসর আমাদিগকে বনে কাটাইতে হইবে—ইহা আপনি মনে রাখিবেন ।৩২

মনীষিগণ বলিয়াছেন; মাস সংবৎসরের প্রতিনিধি ; যজ্ঞাদিব্যাপারে এইরূপেই গণনা করা হয়। যেমন পূতিকা (পুই) সোমলতার প্রতিনিধি, সেইরূপ মাসকেও সংবৎসরের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করিয়া লউন ।৩৩

তস্মাচ্ছত্রুবধে রাজন্ ক্রিয়তাং নিশ্চয়স্ত্বয়া ।
ক্ষত্রিয়স্য হি সর্বস্য নান্যো ধর্মোঽস্তি সংযুগাৎ ॥৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি অর্জুনাভিগমনপর্বণি
ভীমবাক্যে পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৫

অথবা আপনি যদি তের মাসকে তের বৎসররূপে গণনা করিলে পাপ হইবে মনে করেন, তাহা হইলে ভাল ভারবাহী বৃষকে আপনি ভাল করিয়া খাওয়ান, তাহাতে আপনার সেই পাপ নষ্ট হইবে ।৩৪

অতএব হে রাজন্। আপনি শত্রুবধের বিষয়ে বুদ্ধিকে স্থির করিয়া ফেলুন ; কারণ, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্ম নাই ।৩৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জুনাভিগমনপর্ব্বে
ভীমবাক্যে একত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।৩৫

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[ভীমসেনায় যুধিষ্ঠিরস্য প্রবোধদানম্, বেদব্যাসস্যাগমনম্, যুধিষ্ঠিরায় 'প্রতিস্মৃতি' বিদ্যাদানম্,
পাণ্ডবানাং পুনঃ কাম্যকবনে গমনঞ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ভীমসেনবচঃ শ্রুত্বা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
নিঃশ্বস্য পুরুষব্যাঘ্রঃ সম্প্রদধ্যৌ পরন্তপঃ ॥১
শ্রুতা মে রাজধর্মাশ্চ বর্ণানাঞ্চ বিনিশ্চয়াঃ ।
আয়ত্যাঞ্চ তদাত্বে চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥২
ধর্মস্য জানমানোঽহং গতিমগ্র্যাং সুদুর্বিদাম্ ।
কথং বলাৎ করিষ্যামি মেরোরিব বিমর্দনম্ ॥৩
স মুহূর্ত্তমিব ধ্যাত্বা বিনিশ্চিত্যেতি কৃত্যতাম্ ।
ভীমসেনমিদং বাক্যমপদান্তরমব্রবীৎ ॥৪

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

এবমেতন্মহাবাহো যথা বদসি ভারত ।
ইদমন্যৎ সমাদৎস্ব বাক্যং মে বাক্যকোবিদ ॥৫
মহাপাপানি কর্মাণি যানি কেবলসাহসাৎ ।
আরভ্যন্তে সুবিক্রান্তে সুকৃতে সুবিচারিতে ॥৬

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়

(যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক ভীমসেনকে প্রবোধদান, ব্যাসদেবের আগমন, যুধিষ্ঠিরকে প্রতিস্মৃতি বিদ্যাদান এবং পুনবায় পাণ্ডবগণের কম্যকবনে গমন।)

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভীমসেনের কথা শুনিয়া শত্রুতাপন কুন্তীপুত্র পুরুষশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে কিছুক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে এইভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন ।১

আমি রাজধর্ম্ম এবং অন্যান্য বর্ণের ধর্ম্মসমূহও শ্রবণ করিয়াছি ; কিন্তু এসকল শ্রবণ করিয়াও যে ব্যক্তি বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের উপর দৃষ্টি রাখিয়া উহাদের সুষ্ঠুপ্রয়োগ করিতে পারে, সেই যথার্থ তত্ত্বদর্শী ।২

সুদুর্বিজ্ঞেয় ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ গতি জানিয়াও আমি কিরূপে বলপূর্ব্বক মেরুপর্ব্বতের ন্যায় মহান্ ধর্মকে অতিক্রম করিব ?৩

মহারাজ যুধিষ্ঠির মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া সে বিষয়ে তাঁহার কি কর্ত্তব্য উহা স্থিরনিশ্চয় করিয়া ভীমসেনকে তখন এই কথা বলিলেন ।৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে মহাভুজ। ভরতকুলতিলক বাক্যবিশারদ ভীম ! তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা একদৃষ্টিতে ঠিকই ; কিন্তু অন্যদৃষ্টিতে আমারও বক্তব্যকে তুমি মানিতে চেষ্টা কর ।৫

সুমন্ত্রিতে সুবিক্রান্তে সুকৃতে সুবিচারিতে।
সিধ্যন্ত্যর্থা মহাবাহো দৈবং চাত্র প্রদক্ষিণম্ ॥৭

যত্তু কেবলচাপল্যাদ্ বলদর্পোত্থিতঃ স্বয়ম্।
আরব্ধব্যমিদং কার্য্যং মন্যসে শৃণু তত্র মে ॥৮

ভূরিশ্রবাঃ শলশ্চৈব জলসন্ধশ্চ বীর্য্যবান্।
ভীষ্মো দ্রোণশ্চ কর্ণশ্চ দ্রোণপুত্রশ্চ বীর্য্যবান্ ॥৯

ধার্ত্তরাষ্ট্রা দুরাধর্ষা দুর্য্যোধনপুরোগমাঃ।
সর্ব এব কৃতাস্ত্রাশ্চ সততং চাততায়িনঃ ॥১০

রাজানঃ পার্থিবাশ্চৈব যেঽস্মাভিরুপতাপিতাঃ।
সংশ্রিতাঃ কৌরবং পক্ষং জাতস্নেহাশ্চ তং
প্রতি ॥১১

দুর্য্যোধনহিতে যুক্তা ন তথাস্মাসু ভারত।
পূর্ণকোষা বলোপেতাঃ প্রযতিষ্যন্তি সঙ্গরে ॥১২

সর্বে কৌরবসৈন্যস্য সপুত্রামাত্যসৈনিকাঃ।
সংবিভক্তা হি মাত্রাভির্ভোগৈরপি চ সর্বশঃ ॥১৩

দুর্য্যোধনেন তে বীরা মানিতাশ্চ বিশেষতঃ।
প্রাণাংস্ত্যক্ষ্যন্তি সংগ্রামে ইতি মে নিশ্চিতা
মতিঃ ॥১৪

সমা যদ্যাপি ভীষ্মস্য বৃত্তিরস্মাসু তেষু চ।
দ্রোণস্য চ মহাবাহো কৃপস্য চ মহাত্মনঃ ॥১৫

অবশ্যং রাজপিণ্ডস্তৈর্নির্বেশ্য ইতি মে মতিঃ।
তস্মাৎ ত্যক্ষ্যন্তি সংগ্রামে প্রাণানপি
সুদুস্ত্যজাম্ ॥১৬

হে ভীমসেন! হে ভারত! অতি দুঃসাহসের বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ যে সকল মহাপাপজনক কর্ম্ম করে, তাহা পরবর্ত্তীকালে মানুষকে কষ্ট দেয়।৬

সুমন্ত্রণাপূর্ব্বক সুবিচার করিয়া নিজ বিক্রম প্রকাশ করত যদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়; তাহা হইলে হে মহাবাহো! কার্য্য সিদ্ধ হয় এবং দৈবও তাহার অনুকূল হয়।৭

কেবল চাপল্য অবলম্বনপূর্ব্বক বলের দর্পবশতঃ নিজের নিকট আরম্ভণীয় মনে হওয়াতেই যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, উহার বিষয়ে আমার যাহা বক্তব্য তাহা তুমি শ্রবণ কর।৮

ভূরিশ্রবা, শল, বীর জলসন্ধ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, বীর্য্যবান্ দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা, দুর্দ্ধর্ষ দুর্য্যোধনপ্রমুখ ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণ,—ইহারা সকলেই অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী এবং আততায়ী, যে সকল রাজা ভূমিপালগণকে আমরা উপতাপিত করিয়াছি, তাহারা সকলেই এখন দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে এবং সকলেই তাহার প্রতি স্নেহসম্পন্ন।৯-১১

তাহারা দুর্য্যোধনের হিতে যেমন নিরত, সেরূপ আমাদের প্রতি নহে। হে ভারত! তাহারা পূর্ণকোষ (পরিপূর্ণ ধনভাণ্ডার) ও পূর্ণবল লইয়া সংগ্রামে দুর্য্যোধনের পক্ষে যুদ্ধ করিবে।১২

কৌরবসেনাবাহিনীর অন্তর্গত পুত্রগণের সহিত সকল সৈনিক ও অমাত্যগণকে সম্পূর্ণ বেতন ও উপভোগের সমস্ত প্রকার সামগ্রীর দ্বারা সন্তুষ্ট রাখা হইয়াছে।১৩

দুর্য্যোধন সেই বীর যোদ্ধৃগণকে বিশেষ সম্মান দেয়; সুতরাং দুর্য্যোধনের জন্য তাহারা সকলেই যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত—ইহা আমার নিশ্চিত ধারণা।১৪

যদ্যপি ভীষ্মদেব, মহাবাহু দ্রোণাচার্য্য এবং কৃপাচার্য্য—ইঁহারা সকলেই আমাদের ও দুর্য্যোধনাদির উভয়েরই প্রতি সমানদৃষ্টিসম্পন্ন, তথাপি তাঁহারা সকলেই দুর্য্যোধনের অন্নে পুষ্ট; সুতরাং অন্নের ঋণ পরিশোধের জন্যই তাঁহারা দুর্য্যোধনের পক্ষে যুদ্ধে সুদুস্ত্যজ প্রাণও পরিত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিবেন।১৫-১৬

LIBRARY
No.…………
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

সর্বে দিব্যাস্ত্রবিদ্বাংসঃ সর্বে ধর্মপরায়ণাঃ।
অজেয়াশ্চেতি মে বুদ্ধিরপি দেবৈঃ সবাসবৈঃ ॥১৭

অমর্ষী নিত্যসংরব্ধস্তত্র কর্ণো মহারথঃ।
সর্বাস্ত্রবিদনাধৃষ্যো হ্যভেদ্যকবচাবৃতঃ ॥১৮

অনির্জিত্য রণে সর্বানেতান্ পুরুষসত্তমান্।
অশক্যো হ্যসহায়েন হন্তুং দুর্য্যোধনস্ত্বয়া ॥১৯

ন নিদ্রামধিগচ্ছামি চিন্তয়ানো বৃকোদর।
অতিসর্বান্ ধনুগ্রাহান্ সূতপুত্রস্য লাঘবম্ ॥২০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতদ্ বচনমাজ্ঞায় ভীমসেনোঽত্যমর্ষণঃ।
বভূব বিমনাস্ত্রস্তো ন চৈবোবাচ কিঞ্চন ॥২১

তয়োঃ সংবদতোরেবং তদা পাণ্ডবয়োর্দ্বয়োঃ।
আজগাম মহাযোগী ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ ॥২২

সোঽভিগম্য যথান্যায়ং পাণ্ডবৈঃ প্রতিপূজিতঃ।
যুধিষ্ঠিরমিদং বাক্যমুবাচ বদতাং বরঃ ॥২৩

ব্যাস উবাচ।

যুধিষ্ঠির মহাবাহো বেদ্মি তে হৃদয়স্থিতম্।
মনীষয়া ততঃ ক্ষিপ্রমাগতোঽস্মি নরর্ষভ ॥২৪

ভীষ্মাদ্ দ্রোণাৎ কৃপাৎ কর্ণাদ্ দ্রোণপুত্রাচ্চ
ভারত।
দুর্য্যোধনান্নৃপসুতাৎ তথা দুঃশাসনাদপি ॥২৫

যত্তে ভয়মমিত্রঘ্ন হৃদি সম্পারবর্ত্ততে।
তত্তেঽহং নাশয়িষ্যামি বিধিদৃষ্টেন কর্মণা ॥২৬

তচ্ছ্রুত্বা ধৃতিমাস্থায় কর্মণা প্রতিপাদয়।
প্রতিপাদ্য তু রাজেন্দ্র ততঃ ক্ষিপ্রং জ্বরং জহি ॥২৭

ইহারা সকলেই বিদ্বান্, দিব্যাস্ত্রবিদ্ এবং ধর্ম্মপরায়ণ; সুতরাং ইহারা দেবগণের সহিত ইন্দ্রের দ্বারাও অপরাজেয়—ইহাই আমার ধারণা।১৭

যে সর্ব্বদা আমাদের প্রতি ঈর্ষাভাবাপন্ন, সেই মহারথ কর্ণও সর্ব্বাস্ত্রবিদ্ এবং অভেদ্য কবচের দ্বারা আবৃত হওয়ায় ধর্ষণের অযোগ্য।১৮

এই সকল বীরাগ্রগণকে পরাজয় না করিয়া সহায়সম্বলহীন তুমি দুর্য্যোধনকে পরাজয় করিতে পারিবে না।১৯

হে বৃকোদর। সূতপুত্র কর্ণের যে হস্তলাঘব সকল ধনুর্ধারীকে অতিক্রম করে, তাহা চিন্তা করিয়া আমার রাত্রিতে ঘুম হয় না।২০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়। যুধিষ্ঠিরের এই সকল কথা শুনিয়া অমর্ষী ভীমসেনও অন্তরে কথঞ্চিৎ বিজয়সম্বন্ধে শঙ্কিত হইলেন এবং অত্যন্ত বিমনা হইয়া নিরুত্তর রহিলেন।২১

উভয় পাণ্ডব যখন এইরূপে কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন, তখন সত্যবতীনন্দন মহাযোগী বেদব্যাস যোগবলে তাহা জানিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন।২২

পাণ্ডবগণ অগ্রসর হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করত পাদ্য, অর্ঘ্য প্রভৃতির দ্বারা পূজা করিলে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ বেদব্যাস যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিতে লাগিলেন।২৩

ব্যাসদেব বলিলেন,—হে মহারাজ যুধিষ্ঠির। আমার মনীষার বলে আমি তোমার মনের কথা জানিতে পারিয়াই দ্রুত এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি।২৪

হে ভারত। ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থমা, ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধন, দুঃশাসন এবং সূতপুত্র কর্ণ হইতে তোমার হৃদয়ে যে ভয় উৎপন্ন হইয়াছে, হে অমিত্রঘ্ন। আমি শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের দ্বারা তোমার সেই ভয় বিনাশ করিতেছি।২৫-২৬

রাজেন্দ্র। তুমি তাহা শুনিয়া ধৈর্য্যসহকারে সেই কর্ম্ম অনুষ্ঠানের জন্য প্রযত্ন কর এবং উহা অনুষ্ঠান করিয়া শীঘ্রই তোমার মানস দুঃখকে দূর কর।২৭

তত একান্তমুন্নীয় পারাশর্য্যো যুধিষ্ঠিরম্।
অব্রবীদুপপন্নার্থমিদং বাক্যবিশারদঃ ॥২৮
শ্রেয়সস্তে পরঃ কালঃ প্রাপ্তো ভরতসত্তম।
যেনাভিভবিতা শত্রূন্ রণে পার্থো ধনুর্ধরঃ ॥২৯
গৃহাণেমাং ময়া প্রোক্তাং সিদ্ধিং মূর্ত্তিমতীমিব।
বিদ্যাং প্রতিস্মৃতিং নাম প্রপন্নায় ব্রবীমি তে ॥৩০
যামবাপ্য মহাবাহুরর্জুনং সাধয়িষ্যতি।
অস্ত্রহেতোর্মহেন্দ্রঞ্চ রুদ্রং চৈবাভিগচ্ছতু ॥৩১
বরুণঞ্চ কুবেরঞ্চ ধর্মরাজঞ্চ পাণ্ডব।
শক্তো হ্যেষ সুরান্ দ্রষ্টুং তপসা বিক্রমেণ চ ॥৩২
ঋষিরেষ মহাতেজা নারায়ণসহায়বান্।
পুরাণঃ শাশ্বতো দেবস্ত্বজেয়ো জিষ্ণুরচ্যুতঃ ॥৩৩
অস্ত্রাণীন্দ্রাশ্চ রুদ্রাচ্চ লোকপালেভ্য এব চ।
সমাদায় মহাবাহুর্মহৎ কর্ম করিষ্যতি ॥৩৪
বনাদস্মাচ্চ কৌন্তেয় বনমন্যদ্ বিচিন্ত্যতাম্।
নিবাসার্থায় যদ্ যুক্তং ভবেদ্ বঃ পৃথিবীপতে ॥৩৫
একত্র চিরবাসো হি ন প্রীতিজননো ভবেৎ।
তাপসানাঞ্চ সর্বেষাং ভবেদুদ্বেগকারকঃ ॥৩৬
মৃগাণামুপযোগশ্চ বীরুদোষধিসংক্ষয়ঃ।
বিভর্ষি চ বহূন্ বিপ্রান্ বেদ-বেদাঙ্গপারগান্ ॥৩৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা প্রপন্নায় শুচয়ে ভগবান্ প্রভুঃ।
প্রোবাচ লোকতত্ত্বজ্ঞো যোগী বিদ্যামনুত্তমাম্ ॥৩৮

তারপর বাক্যবিশারদ পরাশরনন্দন ব্যাসদেব যুধিষ্ঠিরকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়া যুক্তিযুক্ত এই কথাগুলি বলিতে লাগিলেন।২৮

হে ভরতসত্তম! তোমার শ্রেয়-প্রাপ্তির উৎকৃষ্ট সময় উপস্থিত হইতেছে, যে সময়ে ধনুর্ধরাগ্রগণ্য অর্জুন যুদ্ধে শত্রুগণকে পরাজিত করিবে।২৯

তুমি আমার নিকট হইতে মূর্ত্তিমতী সিদ্ধির ন্যায় এই 'প্রতিস্মৃতি' বিদ্যা গ্রহণ কর। তুমি আমার শরণাগত, এজন্য তোমাকে ইহা প্রদান করিতেছি।৩০

এই বিদ্যা লাভ করিয়া অর্জ্জুন তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবে। অর্জ্জুন অস্ত্রলাভের জন্য মহেন্দ্র, রুদ্র বরুণ, কুবের ও ধর্ম্মরাজ যমের নিকট যাউক; এই অর্জ্জুন তপস্যা ও বিক্রমের দ্বারা সকল দেবতার সাক্ষাৎকার করিতে সমর্থ।৩১-৩২

এই অর্জ্জুন অন্য কেহ নহে, এ মহাতেজস্বী নারায়ণ ঋষির নিত্যসহচর নর ঋষি; এ পুরাণ ও নিত্য দেবতা; এই জিষ্ণু যুদ্ধে সকলের অগ্রে এবং নিজমর্য্যাদা হইতে কখনও বিচ্যুত হয় নাই।৩৩

এই মহাবাহু অর্জুন ইন্দ্র, রুদ্র ও সকল লোকপালের নিকট হইতে অস্ত্রসমূহ লাভ করিয়া মহৎ কর্ম্ম সাধন করিবে।৩৪

হে কৌন্তেয়! হে রাজন্! তুমি এই বন পরিত্যাগ করিয়া তোমার বাসের যোগ্য অন্য কোন বনে যাইবার কথা চিন্তা কর।৩৫

একস্থানে দীর্ঘকাল বাস করা রুচিকর হয় না। তা ছাড়া তোমার এ স্থানে দীর্ঘকাল অবস্থান তপস্বিগণের উদ্বেগের কারণ হইবে। (কারণ, সর্ব্বদাই দুর্য্যোধনের গুপ্তচরগণ তোমার এখানে যাতায়াত করিতে থাকিবে)।৩৬

মৃগ প্রভৃতি পশুগণের বধ এবং লতা, গু ওষধি প্রভৃতির ক্ষয় এখানে হইতেছে। তুমি এই সকল বস্তুর দ্বারা বেদাবেদাঙ্গপারদর্শী ব ব্রাহ্মণের ভরণপোষণ করিয়া থাক।৩৭

ধর্ম্মরাজায় ধীমান্ স ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ।
অনুজ্ঞায় চ কৌন্তেয়ং তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥৩৯

যুধিষ্ঠিরস্তু ধর্মাত্মা তদ্ ব্রহ্ম মনসা যতঃ।
ধারয়ামাস মেধাবী কালে কালে সদাভ্যসন্ ॥৪০

স ব্যাসবাক্যমুদিতো বনাদ্ দ্বৈতবনাৎ ততঃ।
যযৌ সরস্বতীকূলে কাম্যকং নাম কাননম্ ॥৪১

তমন্বয়ুর্মহারাজ শিক্ষাক্ষরবিশারদাঃ।
ব্রাহ্মণাস্তপসা যুক্তা দেবেন্দ্রমৃষয়ো যথা ॥৪২

ততঃ কাম্যকমাসাদ্য পুনস্তে ভরতর্ষভ।
ন্যবিশন্ত মহাত্মানঃ সামাত্যাঃ সপরিচ্ছদাঃ ॥৪৩

তত্র তে ন্যবসন্ রাজন্ কিঞ্চিৎ কালং মনস্বিনঃ।
ধনুর্বেদপরা বীরাঃ শৃণ্বন্তো বেদমুত্তমম্ ॥৪৪

চরন্তো মৃগয়াং নিত্যং শুদ্ধৈর্বাণৈর্মৃগার্থিনঃ।
পিতৃদৈবতবিপ্রেভ্যো নির্বপন্তো যথাবিধি ॥৪৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি অর্জুনাভিগমনপর্বণি
কাম্যকবনগমনে ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,— এই কথাগুলি বলিয়া লোকতত্ত্বজ্ঞ, শক্তিশালী, মহাযোগী ভগবান্ ব্যাসদেব শুচি ও শরণাগত ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে সেই অনুত্তমা বিদ্যার উপদেশ করিলেন এবং ধীমান্ সত্যবতীনন্দন ব্যাস যুধিষ্ঠিরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।৩৮-৩৯

ধর্ম্মাত্মা, মেধাবী ও সংযতচিত্ত যুধিষ্ঠিরও সেই ব্যাসোপদিষ্ট বেদমন্ত্র মনে মনে ধারণ করিয়া রাখিয়া প্রতিদিন ঐ মন্ত্রের যথাকালে নিয়মিতভাবে অভ্যাস করিতে লাগিলেন।৪০

অনন্তর ব্যাসদেবের উপদেশ ও পরামর্শে আনন্দিত হইয়া তিনি দ্বৈতবন পরিত্যাগ করত সরস্বতীনদীর তীরে অবস্থিত কাম্যক বনের দিকে পুনরায় অগ্রসর হইলেন।৪১

মহারাজ। ঋষিগণ যেমন দেবেন্দ্রের অনুগমন করেন, তেমনই বেদাদিশাস্ত্রের শিক্ষা এবং অক্ষর ব্রহ্মতত্ত্বে পারদর্শী তপস্বী ব্রাহ্মণগণও যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিলেন।৪২

হে ভরতর্ষভ। তারপর অমাত্য ও সেবকগণের সহিত মহাত্মা পাণ্ডবগণ পুনরায় কাম্যকবনে প্রবেশ করিলেন।৪৩

রাজন্। সেই ধনুর্ব্বেদে পারদর্শী মনস্বী বীরগণ নিত্যই উত্তম বেদধ্বনি শ্রবণ করত কিছুদিন সেই বনে অবস্থান করিলেন।৪৪

তাঁহারা মৃগার্থী হইয়া শুদ্ধ বাণসমূহের দ্বারা নিত্যই মৃগয়া করিতেন এবং ঐ মাংসের দ্বারা নিত্যই দেবতা, পিতা এবং ব্রাহ্মণগণের যথারীতি সন্তোষ বিধান করিতে লাগিলেন।৪৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জুনাভিগমনপর্ব্বে
কাম্যকবনগমনে ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩৬

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[সর্ব্বভ্রাতৃভিঃ সহ মিলিত্বা অর্জুনস্য ইন্দ্রকীলপর্ব্বতগমনম্, তত্র ইন্দ্রস্য দর্শনলাভশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

কস্যচিৎ ত্বথ কালস্য ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
সংস্মৃত্য মুনিসন্দেশমিদং বচনমব্রবীৎ ॥১
বিবিক্তে বিদিতপ্রজ্ঞমর্জুনং পুরুষর্ষভ।
সান্ত্বপূর্বং স্মিতং কৃত্বা পাণিনা পরিসংস্পৃশন্ ॥২
স মুহূর্ত্তমিব ধ্যাত্বা বনবাসমরিন্দমঃ।
ধনঞ্জয়ং ধর্মরাজো রহসীদমুবাচ হ ॥৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ভীষ্মে দ্রোণে কৃপে কর্ণে দ্রোণপুত্রে চ ভারত।
ধনুর্বেদশ্চতুষ্পাদ এতেষ্বদ্য প্রতিষ্ঠিতঃ ॥৪
দৈবং ব্রাহ্মং মানুষঞ্চ সযত্নং সচিকিৎসিতম্।
সর্বস্ত্রাণাং প্রয়োগঞ্চ অভিজানন্তি কৃৎস্নশঃ ॥৫
তে সর্বে ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রেণ পরিসান্ত্বিতাঃ।
সংবিভক্তাশ্চ তুষ্টাশ্চ গুরুবৎ তেষু বর্ত্ততে ॥৬
সর্বযোধেষু চৈবাস্য সদা প্রীতিরনুত্তমা।
আচার্য্যা মানিতাস্তুষ্টাঃ শান্তিং ব্যবহরন্ত্যুত ॥৭
শক্তিং ন হাপয়িষ্যন্তি তে কালে প্রতিপূজিতাঃ।
অদ্য চেয়ং মহী কৃৎস্না দুর্য্যোধনবশানুগা ॥৮
সগ্রাম-নগরা পার্থ সসাগরবনাকরা।
ভবানেব প্রিয়োঽস্মাকং ত্বয়ি ভারঃ সমাহিতঃ ॥৯
অত্র কৃত্যং প্রপশ্যামি প্রাপ্তকালমরিন্দম।
কৃষ্ণদ্বৈপায়নাৎ তাত গৃহীতোপনিষন্ময়া ॥১০
তয়া প্রযুক্তয়া সম্যগ্ জগৎ সর্বং প্রকাশতে।
তেন ত্বং ব্রহ্মণা তাত সংযুক্তঃ সুসমাহিতঃ ॥১১

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

[সকল ভ্রাতার সহিত মিলিত হইয়া অর্জুনের ইন্দ্রকীল পর্ব্বতে গমন এবং সেখানে ইন্দ্রের দর্শনলাভ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! এইরূপে কিছুকাল কাম্যকবনে অতীত হইলে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের ব্যাসদেবের পূর্ব্বোক্ত সংবাদের কথা স্মরণ হইল। হে পুরুষর্ষভ! তিনি পরমবুদ্ধিমান্ অর্জ্জুনকে নির্জ্জনে ডাকাইয়া সান্ত্বনাপূর্ব্বক তাহার শরীরে হাত বুলাইয়া স্মিতহাস্যে বলিলেন। অরিন্দম ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রথমতঃ মুহূর্ত্তকাল বনবাসের কথা চিন্তা করিলেন এবং পরে গোপনে অর্জ্জুনকে এই কথা বলিলেন।১-৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভারত! ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বত্থামা ও কর্ণ—ইঁহাদের মধ্যে চতুষ্পাদ ধনুর্বিদ্যা প্রতিষ্ঠিত আছে।৪

ইঁহারা সকলেই সযত্নে দৈব, মানুষ, ব্রাহ্ম—এই ত্রিবিধ সকল অস্ত্রের বিদ্যা প্রয়োগের সহিত সম্যক্ প্রকারে অধিগত করিয়াছেন এবং শত্রুনিক্ষিপ্ত অস্ত্র নিবারণ করিতেও সক্ষম।৫

ইঁহারা সকলেই ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধনের প্রচুর ধনাদির দ্বারা পরিপুষ্ট, পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সকলের সেবায় সে নিরত এবং দুর্য্যোধন ইঁহাদের প্রতি গুরুবৎ ব্যবহার করায় ইঁহারা তাহার উপর সন্তুষ্ট।৬

সকল যোদ্ধৃগণের প্রতি ইহার প্রীতিপূর্ণ ব্যবহারে, বিশেষতঃ আচার্য্য দ্রোণ ইহার সম্মানপূর্ণ ব্যবহারে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট এবং ইহার সহিত শান্তিপূর্ণ ব্যবহার তাঁহারা করিয়া থাকেন।৭

দুর্যোধনের দ্বারা পূজিত হইয়া তাহার শক্তিকে ক্ষীণ হইতে দিবে না। হে পার্থ! অদ্য সকল গ্রাম, নগর, বন ও সসাগরা সমস্ত পৃথিবী দুর্য্যোধনের বশে আসিয়াছে। এদিকে তুমি আমার প্রিয়; এমতাবস্থায় আমাদের সমস্ত ভার তোমার উপরেই অর্পিত।৮-৯

দেবতানাং যথাকালং প্রসাদং প্রতিপালয় ।
তপসা যোজয়াত্মানমুগ্রেণ ভরতর্ষভ ॥১২
ধনুষ্মান্ কবচী খড়্গী মুনিঃ সাধুব্রতে স্থিতঃ ।
ন কস্যচিদ্ দদন্মার্গং গচ্ছ তাতোত্তরাং দিশম্ ॥১৩
ইন্দ্রে হ্যস্ত্রাণি দিব্যানি সমস্তানি ধনঞ্জয় ।
বৃত্রাদ্ ভীতৈর্বলং দেবৈস্তদা শক্রে সমর্পিতম্ ॥১৪

তান্যেকস্থানি সর্বাণি ততস্ত্বং প্রতিপৎস্যসে ।
শক্রমেব প্রপদ্যস্ব স তেঽস্ত্রাণি প্রদাস্যসি ॥১৫

দীক্ষিতোঽদ্যৈব গচ্ছ ত্বং দ্রষ্টুং দেবং পুরন্দরম্ ।

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্ত্বা ধর্মরাজস্তমধ্যাপয়ত প্রভুঃ ॥১৬
দীক্ষিতং বিধিনানেন ধৃতবাক্‌কায়-মানসম্ ।
অনুজজ্ঞে তদা বীরং ভ্রাতা ভ্রাতরমগ্রজঃ ॥১৭
নিদেশাদ্ ধর্মরাজস্য দ্রষ্টুকামঃ পুরন্দরম্ ।
ধনুর্গাণ্ডীবমাদায় তথাক্ষয্যে মহেষুধী ॥১৮
কবচী সতলত্রাণো বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রবান্ ।
হুতাগ্নিং ব্রাহ্মণান্নিষ্কৈঃ স্বস্তি বাচ্য মহাভুজঃ ॥১৯
প্রাতিষ্ঠত মহাবাহুঃ প্রগৃহীতশরাসনঃ ।
বধায় ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং নিঃশ্বস্যোর্ধ্বমুদীক্ষ্য চ ॥২০
তং দৃষ্ট্বা তত্র কৌন্তেয়ং প্রগৃহীতশরাসনম্ ।
অব্রুবন্ ব্রাহ্মণাঃ সিদ্ধা ভূতান্যন্তর্হিতানি চ ॥২১
ক্ষিপ্রমাপ্নুহি কৌন্তেয় মনসা যদ্ যদিচ্ছসি ।
অব্রুবন্ ব্রাহ্মণাঃ পার্থমিতি কৃত্বা জয়াশিষঃ ॥২২

হে তাত অরিন্দম ! ভগবান্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন আমাকে যে মন্ত্র উপদেশ এবং যে কার্য্য করিতে বলিয়াছেন, উহা সম্পাদন করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে—তাই আমি তোমাকে বলিতেছি ।১০

হে ভরতর্ষভ। সেই মন্ত্র যথানিয়মে প্রয়োগ করিলে সমস্ত জগৎই প্রকাশিত হয়। ঐ মন্ত্র গ্রহণ করত তুমি উগ্র তপস্যার দ্বারা শরীরকে অভিতপ্ত করিয়া দেবগণের প্রসন্নতালাভের জন্য চেষ্টা কর। কেহ যাহাতে তোমার তপস্যায় বাধা দিতে না পারে অথবা তোমার প্রাণসংহার করিতে না পারে, সেজন্য তুমি কবচ পরিধান করিয়া ধনু ও খড়্গ ধারণ করত মুনিবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক সেই বেদমন্ত্রদ্বারা তপস্যা করিবার জন্য উত্তর দিকে গমন কর।১১-১৩

হে ধনঞ্জয়। দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট সমস্ত দৈবাস্ত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে ; কারণ, বৃত্রাসুর হইতে ভীত হইয়া সকল দেবতা ইন্দ্রেতেই নিজেদের সকল বল সমর্পিত করিয়াছিলেন ।১৪

কেবল ইন্দ্রের নিকটেই একত্রিত সমস্ত দৈবাস্ত্র পাইবে। সুতরাং ইন্দ্রের আরাধনা কর, তিনি তোমাকে সমস্ত দৈবাস্ত্র প্রদান করিবেন। তুমি দীক্ষাগ্রহণ পূর্ব্বক অদ্যই দেবরাজ পুরন্দরের (কৃষ্ণের) দর্শনের নিমিত্ত গমন কর।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এই কথা বলিয়া প্রভু ধর্ম্মরাজ অর্জ্জুনকে সেই মন্ত্র উপদেশ করিলেন। বাক্য ও মনের সংযমপূর্ব্বক যথাবিধি দীক্ষা দান করিলে পর অগ্রজ ভ্রাতা বীর অনুজভ্রাতাকে তপস্যার্থ গমন করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন ।১৬-১৭

ধর্ম্মরাজের আজ্ঞায় ইন্দ্রের দর্শন মানসে মহাবাহু ধনঞ্জয় অগ্নিতে আহুতি প্রদান করত ব্রাহ্মণগণের দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইলেন। তারপর ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণের বধের জন্য গাণ্ডীব ধনু ও অক্ষয় তূণীরদ্বয় গ্রহণ করত কবচ, তলত্রাণ ও গোধা-চর্ম্মনির্ম্মিত অঙ্গুলিত্র ধারণ করিয়া মহাবাহু অর্জুন দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক উর্দ্ধদেশে দৃষ্টি নিক্ষেপ করত ইন্দ্রনীল পর্ব্বতাভিমুখে প্রস্থান করিলেন ।১৮-২০

কুন্তীনন্দন অর্জ্জুনকে ধনুর্বাণ ধারণ পূর্ব্বক প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া সিদ্ধ ব্রাহ্মণগণ এবং অন্তরীক্ষ-স্থিত প্রাণিসমূহ এইরূপ বলিলেন ।২১

হে কুন্তীনন্দন। শীঘ্রই তোমার মনোগত অভিলাষ পূর্ণ হউক এবং জয়াশীর্ব্বাদপূর্ব্বক তাঁহারা

সংসাধয়স্ব কৌন্তেয় ধ্রুবোঽস্তু বিজয়স্তব ।

তং তথা প্রস্থিতং বীরং শালস্কন্ধোরুমর্জ্জুনম্ ॥২৩
মনাংস্যাদায় সর্বেষাং কৃষ্ণা বচনমব্রবীৎ ।

কৃষ্ণোবাচ ।

যত্তে কুন্তী মহাবাহো জাতস্যৈচ্ছদ্ ধনঞ্জয় ॥
তত্তেঽস্তু সর্বং কৌন্তেয় যথা চ স্বয়মিচ্ছসি ॥২৪
মাস্মাকং ক্ষত্রিয়কুলে জন্ম কশ্চিদবাপ্নুয়াৎ ।
ব্রাহ্মণেভ্যো নমো নিত্যং যেষাং ভৈক্ষ্যেণ
জীবিকা ॥২৫

ইদং মে পরমং দুঃখং যঃ স পাপঃ সুযোধনঃ ।
দৃষ্ট্বা মাং গৌরিতি প্রাহ প্রহসন্ রাজসংসদি ॥২৬
তস্মাদ্ দুঃখাদিদং দুঃখং গরীয় ইতি মে মতিঃ ।
যৎ তৎ পরিষদো মধ্যে বহ্বযুক্তমভাষত ॥২৭

বলিলেন—হে কৌন্তেয়! তুমি শীঘ্রই তোমার কার্য্য সাধন কর—এবং তোমার নিশ্চিত বিজয় হউক ।২২

শাল বৃক্ষের ন্যায় উরু ও স্কন্ধবিশিষ্ট বীরবর অর্জ্জুনকে সকলের মনোহরণপূর্ব্বক প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া কৃষ্ণা (দ্রৌপদী) তখন তাঁহাকে বলিলেন ।২৩

কৃষ্ণা বলিলেন,—হে মহাবাহো ধনঞ্জয়। তোমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তোমার সম্বন্ধে কুন্তীদেবী যে যে ইচ্ছা পোষণ করিয়াছিলেন এবং তুমি নিজে যে যে অভিলাষ মনে পোষণ কর; হে কুন্তীনন্দন। সেই সকল ইচ্ছাই পূর্ণ হউক ।২৪

আমাদের ক্ষত্রিয়বংশে যেন আর কেহ জন্মগ্রহণ করে না এবং যাঁহাদের ভিক্ষাদ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ হয়, সেই ব্রাহ্মণদিগকে আমি সর্ব্বদা নমস্কার করি ।২৫

এইটা আমার গুরুতর দুঃখ যে, সেই পাপাত্মা দুর্য্যোধন রাজসভার মধ্যে আমাকে দেখিয়া উপহাস করিতে করিতে আমাকে গোরু অর্থাৎ গোস্বরূপা বলিয়াছিল ।২৬

নূনং তে ভ্রাতরঃ সর্বে ত্বৎকথাভিঃ প্রজাগরে ।
রংস্যন্তে বীর কর্মাণি কথয়ন্তঃ পুনঃ পুনঃ ॥২৮
নৈব নঃ পার্থ ভোগেষু ন ধনে নোত জীবিতে ।
তুষ্টির্বুদ্ধির্ভবিত্রী বা ত্বয়ি দীর্ঘপ্রবাসিনি ॥২৯

ত্বয়ি নঃ পার্থ সর্বেষাং সুখ-দুঃখে সমাহিতে ।
জীবিতং মরণঞ্চৈব রাজ্যমৈশ্বর্য্যমেব চ ॥৩০
আপৃষ্টো মেঽসি কৌন্তেয় স্বস্তি প্রাপ্নুহি ভারত ।
বলবদ্ভির্বিরুদ্ধং ন কার্য্যমেতৎ ত্বয়ানঘ ॥৩১

প্রযাহ্যবিঘ্নেনৈবাশু বিজয়ায় মহাবল ।
নমো ধাত্রে বিধাত্রে চ স্বস্তি গচ্ছ হ্যনাময়ম্ ॥৩২

হ্রীঃ শ্রীঃ কীর্ত্তির্দ্যুতিঃ পুষ্টিরুমা লক্ষ্মীঃ সরস্বতী ।
ইমা বৈ তব পান্থস্য পালয়ন্তু ধনঞ্জয় ॥৩৩

আবার সেই দুঃখ হইতেও এইটাকে সমধিক দুঃখ বলিয়া আমার ধারণা হয় যে, সেই সভার মধ্যে সে বহু অসঙ্গত কথা বলিয়াছিল ।২৭

বীর। তোমার ভ্রাতারা সকলেই জাগরিত অবস্থায় বার বার তোমার কার্য্যকলাপের উল্লেখ করিতে থাকিয়া তোমার কথাদ্বারাই নিশ্চয় প্রীতিলাভ করিবে ।২৮

কিন্তু পার্থ। তুমি দীর্ঘপ্রবাসী হইলে, ভোগ, ধন কিংবা জীবন—ইহার কোনটাতেই আমার কোন সন্তোষও থাকিবে না বা ইচ্ছাও হইবে না ।২৯

কারণ, তোমার উপরেই আমাদের সকলের সুখ, দুঃখ, জীবন, মরণ, রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য সবই নির্ভর করিতেছে ।৩০

কুন্তীনন্দন। আমি তোমাকে সম্ভাষণ করিতেছি; তুমি মঙ্গললাভ কর; কিন্তু হে নিষ্পাপ কুরুনন্দন। ইহাই প্রার্থনা করিতেছি যে, তুমি যেন বলবান্‌দের সহিত কখনও বিরোধ করিও না ।৩১

জ্যেষ্ঠাপচায়ী জ্যেষ্ঠস্য ভ্রাতুর্বচনকারকঃ ।
প্রপদ্যেহহং বসূন্ রুদ্রানাদিত্যান্ সমরুদ্গণান্ ॥৩৪

বিশ্বেদেবাংস্তথা সাধ্যান্ শান্ত্যর্থং ভরতর্ষভ ।
স্বস্তি তেহস্ত্বন্তরিক্ষেভ্যঃ পার্থিবেভ্যশ্চ ভারত ॥৩৫

দিব্যেভ্যশ্চৈব ভূতেভ্যো যে চান্যে পরিপন্থিনঃ ।
বৈশম্পায়ন উবাচ ।
এবমুক্ত্বাশিষঃ কৃষ্ণা বিররাম যশস্বিনী ॥৩৬

ততঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা ভ্রাতৄন্ ধৌম্যঞ্চ পাণ্ডবঃ ।
প্রাতিষ্ঠত মহাবাহুঃ প্রগৃহ্য রুচিরং ধনুঃ ॥৩৭

তস্য মার্গাদপাক্রামন্ সর্বভূতানি গচ্ছতঃ ।
যুক্তস্যৈন্দ্রেণ যোগেন পরাক্রান্তস্য শুষ্মিণঃ ॥৩৮

সোহগচ্ছৎ পর্বতাংস্তাত তপোধননিষেবিতান্ ।
দিব্যং হৈমবতং পুণ্যং দেবজুষ্টং পরন্তপঃ ॥৩৯

অগচ্ছৎ পর্বতং পুণ্যমেকাহ্নৈব মহামনাঃ ।
মনোজবগতির্ভূত্বা যোগযুক্তো যথানিলঃ ॥৪০

হিমবন্তমতিক্রম্য গন্ধমাদনমেব চ ।
অত্যক্রামৎ স দুর্গাণি দিবারাত্রমতন্দ্রিতঃ ॥৪১

ইন্দ্রকীলং সমাসাদ্য ততোহতিষ্ঠদ্ ধনঞ্জয়ঃ ।
অন্তরিক্ষেহতিশুশ্রাব তিষ্ঠেতি স বচস্তদা ॥৪২

তচ্ছ্রুত্বা সর্বতো দৃষ্টিং চারয়ামাস পাণ্ডবঃ ।
অথাপশ্যৎ সব্যসাচী বৃক্ষমূলে তপস্বিনম্ ॥৪৩

ব্রাহ্ম্যা শ্রিয়া দীপ্যমানং পিঙ্গলং জটিলং কৃশম্ ।
সোহব্রবীদর্জুনং তত্র স্থিতং দৃষ্ট্বা মহাতপাঃ ॥৪৪

মহাবল। তুমি জয়লাভের জন্য নির্ব্বিঘ্নে সত্বর গমন কর। ধাতা ও বিধাতাকে আমি নমস্কার করি; তুমি যেন কুশলে ও সুস্থ শরীরে গমন করিতে পার ।৩২

ধনঞ্জয়। হ্রী, শ্রী, কীর্ত্তি, ধৃতি, পুষ্টি, উমা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী—ইহারা পথিক অবস্থায় পথে তোমার জীবন ও স্বাস্থ্য রক্ষা করুন ।৩৩

ভরতশ্রেষ্ঠ। তুমি বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুজনের সেবক এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতার আদেশপালনকারী; সুতরাং আমি তোমার শান্তির জন্য বসু, রুদ্র, আদিত্য, মরুৎ, বিশ্বেদেব ও সাধ্যগণের শরণাপন্ন হইলাম। ভারত। পৃথিবী, আকাশ ও স্বর্গীয় প্রাণিগণ হইতে এবং অন্য যে সকল প্রাণী পরিপন্থী আছে, তাহাদের নিকট হইতে তোমার মঙ্গল হউক। বৈশম্পায়ন বলিলেন,—যশস্বিনী দ্রৌপদী এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়া বিরত হইলেন ।৩৪-৩৬

তাহার পর মহাবাহু অর্জ্জুন ধৌম্যপুরোহিতকে ও ভ্রাতৃগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া মনোহর ধনু ধারণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন ।৩৭

পরাক্রমশালী ও তেজস্বী অর্জ্জুন ঐন্দ্রযোগ অবলম্বন করিয়া যাইতেছিলেন; তাই সমস্ত প্রাণীই তাঁহার পথ হইতে অপসৃত হইয়াছিল ।৩৮

হে তাত। হে পরন্তপ। শত্রুসন্তাপকারী অর্জ্জুন তপস্বিগণসেবিত অনেক পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া দেবসেবিত, অলৌকিক ও পবিত্র হিমালয়ে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ।৩৯

মহামনা অর্জ্জুন যোগাবলম্বন করত মনের ন্যায় বেগগামী হইয়া বায়ুর ন্যায় একদিনেই পবিত্র হিমালয় অতিক্রম করিলেন ।৪০

তিনি হিমালয় ও গন্ধমাদনপর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ও আলস্যবিহীন হইয়া দিবারাত্র চলিতে চলিতে বহুতর অতিশয় দুর্গম স্থান অতিক্রম করিলেন ।৪১

তাহার পর অর্জ্জুন ইন্দ্রকীলপর্ব্বতে যাইয়া থামিলেন। কারণ, তখন তিনি আকাশে এই বাণী শুনিতে পাইয়াছিলেন যে, “তুমি থাম” ।৪২

সেই কথা শুনিয়া অর্জ্জুন সকল দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তাহার পর দেখিলেন—একজন তপস্বী একটী বৃক্ষমূলে বসিয়া আছেন, তিনি ব্রাহ্মণযোগ্য

কস্ত্বং তাতেহ সম্প্রাপ্তো ধনুষ্মান্ কবচী শরী ।
নিবদ্ধাসিতলত্রাণঃ ক্ষত্রধর্ম্মমনুব্রতঃ ॥৪৫
নেহ শস্ত্রেণ কর্ত্তব্যং শান্তানামেব আলয়ঃ ।
বিনীতক্রোধ-হর্ষাণাং ব্রাহ্মণানাং তপস্বিনাম্ ॥৪৬
নেহাস্তি ধনুষা কার্য্যং ন সংগ্রামোহত্র কর্হিচিৎ ।
নিক্ষিপৈতদ্ ধনুস্তাত প্রাপ্তোহসি পরমাং গতিম্॥
ওজসা তেজসা বীর যথানান্যঃ পুমান্ ক্বচিৎ ॥৪৭
তথা হসন্নিবাভীক্ষ্ণং ব্রাহ্মণোহর্জ্জুনমব্রবীৎ ।
ন চৈনং চালয়ামাস ধৈর্য্যাৎ সুধৃতনিশ্চয়ম্ ॥৪৮
তমুবাচ ততঃ প্রীতঃ স দ্বিজঃ প্রহসন্নিব ।
বরং বৃণীষ্ব ভদ্রং তে শক্রোহহমরিসূদন ॥৪৯

কান্তিদ্বারা দীপ্তি পাইতেছেন এবং তাঁহার বর্ণ পিঙ্গল, মস্তকে জটা ও আকৃতিটী কৃশ। সেই মহা তপস্বী সেখানে অর্জ্জুনকে দেখিয়া বলিলেন ।৪৩-৪৪

'বৎস। তুমি কে এখানে উপস্থিত হইয়াছ? তোমার এক হাতে ধনু, অপর হাতে বাণ, গাত্রে কবচ, কটিদেশে তরবারি এবং হস্তে তলত্রাণ রহিয়াছে। সুতরাং তুমি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়াই মনে হইতেছে ।৪৫

বৎস। এখানে অস্ত্রের কোন কার্য্য নাই; এটী—শমগুণান্বিত এবং ক্রোধ ও হর্ষবিহীন তপস্বী ব্রাহ্মণগণেরই স্থান ।৪৬

এখানে ধনুরও কোন কার্য্য নাই; কেন না, এখানে কোন সময়েই যুদ্ধ হয় না। অতএব বৎস। তুমি এই ধনু পরিত্যাগ কর। বীর। অন্য মানুষ যাহা পায় না, তুমি নিজ তপস্যার প্রভাবে ও তেজে সেই পরম গতি পাইয়াছ' ।৪৭

সেই ব্রাহ্মণ হাসিতে হাসিতেই যেন সেই কথা বার বার অর্জ্জুনকে বলিলেন, কিন্তু কৃতনিশ্চয় অর্জ্জুনকে ধৈর্য্যচ্যুত করিতে পারিলেন না ।৪৮

এবমুক্তঃ সহস্রাক্ষং প্রত্যুবাচ ধনঞ্জয়ঃ ।
প্রাঞ্জলিঃ প্রণতো ভূত্বা শূরঃ কুরুকুলোদ্বহঃ ॥৫০
ঈপ্সিতো হ্যেষ বৈ কামো বরং চৈনং প্রযচ্ছ মে।
ত্বত্তোহদ্য ভগবন্নস্ত্রং কৃৎস্নমিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥৫১
প্রত্যুবাচ মহেন্দ্রস্তং প্রীতাত্মা প্রহসন্নিব।
ইহ প্রাপ্তস্য কিং কার্য্যমস্ত্রৈস্তব ধনঞ্জয় ॥৫২
কামান্ বৃণীষ্ব লোকাংস্ত্বং প্রাপ্তোহসি পরমাং
গতিম্।
এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ সহস্রাক্ষং ধনঞ্জয়ঃ ॥৫৩
ন লোকান্ পুনঃ কামান্ন দেবত্বং পুনঃ সুখম্।
ন চ সর্বানমৈশ্বর্য্যং কাময়ে ত্রিদশাধিপ ॥৫৪

তখন সেই ব্রাহ্মণ সন্তুষ্ট হইয়া হাসিতে হাসিতেই যেন অর্জ্জুনকে কহিলেন—শত্রুসূদন। তুমি বর গ্রহ কর, তোমার মঙ্গল হউক, আমি ইন্দ্র ।৪৯

সহস্রলোচন ইন্দ্র এইরূপ বলিলে, মহাবীর কুরুকুলবর্দ্ধন অর্জ্জুন অবনত মস্তকে প্রণত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ইন্দ্রকে বলিলেন ।৫০

'ভগবন্। এই বিষয়ই আমার অভীষ্ট এবং এই বরই আমাকে দান করুন যে, আমি যেন আজ আপনার নিকট হইতে সমস্ত অস্ত্র জানিতে পারি' ।৫১

তখন ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া হাসিতে হাসিতেই যেন অর্জ্জুনকে বলিলেন—'অর্জ্জুন। তুমি এখানে আসিয়াছ, সুতরাং তোমার অস্ত্রের প্রয়োজন কি ?৫২

তুমি পরম গতি লাভ করিয়াছ; অভীষ্ট স্বর্গ প্রার্থনা কর'। সহস্রাক্ষ ইন্দ্র এইরূপ বলিলে, অর্জ্জুন তাঁহাকে বলিলেন ।৫৩

'দেবরাজ। আমি স্বর্গ, অন্য অভীষ্ট বিষয়, দেবত্ব কিংবা সুখ প্রার্থনা করি না; এমন কি সমস্ত দেবগণের আধিপত্যও কামনা করি না ।৫৪

LIBRARY
No.........
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

ভ্রাতৃংস্তান্ বিপিনে ত্যক্ত্বা বৈরমপ্রতিযাত্য চ।
অকীর্ত্তিং সর্বলোকেষু গচ্ছেয়ং শাশ্বতীঃ সমাঃ ॥৫৫
এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ বৃত্রহা পাণ্ডুনন্দনম্।
সান্ত্বয়ন্ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা সর্বলোকনমস্কৃতঃ ॥৫৬
যদা দ্রক্ষ্যসি ভূতেশং ত্র্যক্ষং শূলধরং শিবম্।
তদা দাতাস্মি তে তাত দিব্যান্যস্ত্রাণি সর্বশঃ ॥৫৭
ক্রিয়তাং দর্শনে যত্নো দেবস্য পরমেষ্ঠিনঃ।
দর্শনাৎ তস্য কৌন্তেয় সংসিদ্ধঃ সর্বমেষ্যসি ॥৫৮

ইত্যুক্ত্বা ফাল্গুনং শক্রো জগামাদর্শনং পুনঃ।
অর্জুনোঽপ্যথ তত্রৈব তস্থৌ যোগসমন্বিতঃ ॥৫৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি অর্জুনাভিগমনপর্বণি
ইন্দ্রদর্শনে সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৭

সেই ভ্রাতৃগণকে নির্জন বনে পরিত্যাগ করিয়া এবং শত্রুতার প্রতিশোধ না লইয়া (অন্য কিছু করিলে) আমি দীর্ঘকাল যাবৎ সমস্ত জগতে নিন্দাভাজন হইব।৫৫

অর্জ্জুন এইরূপ বলিলে, সর্ব্বলোকনমস্কৃত বৃত্রাসুর-নাশী দেবরাজ অর্জ্জুনকে মধুর বাক্যে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন।৫৬

'বৎস। তুমি যখন ভূতনাথ, ত্রিলোচন ও শূলপাণি মহাদেবের দর্শন লাভ করিবে, তখন আমি তোমাকে সমস্ত দিব্য অস্ত্র দান করিব।৫৭

অতএব কুন্তীনন্দন। তুমি পরমদেবতা মহাদেবের দর্শন লাভ করিবার জন্য যত্ন কর; তাঁহার দর্শনে সিদ্ধ হইয়া তুমি সমস্ত কিছুই লাভ করিবে'।৫৮

অর্জ্জুনকে এই কথা বলিয়া দেবরাজ পুনরায় অদৃশ্য হইলেন। তাহার পর অর্জ্জুনও যোগাবলম্বন করিয়া সেই খানেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।৫৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জুনাভিগমনপর্ব্বে
ইন্দ্রদর্শনে সপ্তত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩৭

(কৈরাত পর্ব্ব)

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনস্যোগ্রতপস্যা, তদ্বিষয়মধিকৃত্য ভগবতা শঙ্করেণ সহ ঋষীণাং বাক্যালাপশ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।
ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি পার্থস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ।
বিস্তরেণ কথামেতাং যথাস্ত্রাণ্যুপলব্ধবান্ ॥১
যথা চ পুরুষব্যাঘ্রো দীর্ঘবাহুর্ধনঞ্জয়ঃ।
বনং প্রবিষ্টস্তেজস্বী নির্মনুষ্যমভীতবৎ ॥২

(কৈরাত পর্ব্ব।)

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

[অর্জুনের উগ্র তপস্যা, সেই বিষয় লইয়া ভগবান্ শঙ্করের সহিত ঋষিগণের বাক্যালাপ।]

জনমেজয় বলিলেন,—'ভগবন্! অনায়াসে মহৎ কর্মকারী অর্জ্জুন যে ভাবে সমস্ত দেবাস্ত্র লাভ করিয়াছিলেন, সেই বৃত্তান্ত আমি বিস্তৃতভাবে শুনিতে ইচ্ছা করি।১

পুরুষশ্রেষ্ঠ, দীর্ঘবাহু ও মহাপরাক্রমশালী অর্জ্জুন মনুষ্যহীন বনের ভিতরেও যে ভাবে নির্ভয়ের ন্যায় প্রবেশ করিয়াছিলেন (তাহাও বলুন)।২

কিঞ্চ তেন কৃতং তত্র বসতা ব্রহ্মবিত্তম।
কথঞ্চ ভগবান্ স্থাণুর্দেবরাজশ্চ তোষিতঃ ॥৩
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং ত্বৎপ্রসাদাদ্ দ্বিজোত্তম।
ত্বং হি সর্বজ্ঞ দিব্যঞ্চ মানুষঞ্চৈব বেত্থ হ ॥৪
অত্যদ্ভুততমং ব্রহ্মন্ রোমহর্ষণমর্জ্জুনঃ।
ভবেন সহ সংগ্রামং চকারাপ্রতিমং কিল ॥৫
পুরা প্রহরতাং শ্রেষ্ঠঃ সংগ্রামেষ্বপরাজিতঃ।
যচ্ছ্রুত্বা নরসিংহানাং দৈন্যহর্ষাতিবিস্ময়াৎ ॥৬
শূরাণামপি পার্থানাং হৃদয়ানি চকম্পিরে।
যদ্ যচ্চ কৃতবানন্যৎ পার্থস্তদখিলং বদ ॥৭
ন হ্যস্য নিন্দিতং জিষ্ণোঃ সুসূক্ষ্মমপি লক্ষয়ে।
চরিতং তস্য শূরস্য তন্মে সর্বং প্রকীর্ত্তয় ॥৮
বৈশম্পায়ন উবাচ।
কথয়িষ্যামি তে তাত কথামেতাং মহাত্মনঃ।
দিব্যাং কৌরবশার্দূল মহতীমদ্ভুতোপমাম্ ॥৯
গাত্রসংস্পর্শসম্বন্ধং ত্র্যম্বকেণ সহানঘ।
পার্থস্য দেবদেবেন শৃণু সম্যক্ সমাগমম্ ॥১০

যুধিষ্ঠিরনিয়োগাৎ স জগামামিতবিক্রমঃ।
শক্রং সুরেশ্বরং দ্রষ্টুং দেবদেবঞ্চ শঙ্করম্ ॥১১

দিব্যং তদ্ ধনুরাদায় খড়্গঞ্চ কনকৎসরুম্।
মহাবলো মহাবাহুরর্জুনঃ কার্য্যসিদ্ধয়ে ॥১২

দিশং হ্যুদীচীং কৌরব্যো হিমবচ্ছিখরং প্রতি।
ঐন্দ্রিঃ স্থিরমনা রাজন্ সর্বলোকমহারথঃ ॥১৩

ত্বরয়া পরয়া যুক্তস্তপসে ধৃতনিশ্চয়ঃ।
বনং কণ্টকিতং ঘোরমেকঃ এবান্বপদ্যত ॥১৪

নানাপুষ্পফলোপেতং নানাপক্ষিনিষেবিতম্।
নানামৃগগণাকীর্ণং সিদ্ধচারণসেবিতম্ ॥১৫

ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ! তিনি সেখানে বাস করিতে থাকিয়া কি কার্য্য করিয়াছিলেন এবং কি ভাবেই বা ভগবান্ মহাদেবকে ও দেবরাজ ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন ?৩

হে সর্ব্বজ্ঞ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আপনার অনুগ্রহে আমি ইহা শুনিতে ইচ্ছা করি। কারণ, আপনি স্বর্গের ও মর্ত্ত্যের সমস্ত বিষয়ই অবগত আছেন।৪

ব্রাহ্মণ! যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ এবং যুদ্ধে অপরাজিত অর্জ্জুন পূর্ব্বে মহাদেবের সহিত অতিশয় অদ্ভুত, লোমহর্ষণ ও অতুলনীয় যুদ্ধ করিয়াছিলেন ; যাহা শুনিয়া নরশ্রেষ্ঠ ও মহাবীর অন্য পাণ্ডবগণের হৃদয়—বিষাদ, আনন্দ ও মহাবিস্ময়ে উদ্বেলিত হইয়াছিল এবং অর্জ্জুন অন্য যে যে কার্য্য করিয়াছিলেন—সে সমস্তও আপনি বলুন।৫-৭

এই অর্জ্জুনের কোন ক্ষুদ্রতম কার্য্যও নিন্দিত ছিল বলিয়া লক্ষ্য হয় না, সুতরাং সেই মহাবীরের প্রসিদ্ধ সমস্ত চরিত্রই আমার নিকট বলুন।৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বৎস কৌরবশ্রেষ্ঠ! আপনার নিকটে মহাত্মা অর্জ্জুনের সেই অলৌকি বিশাল ও অদ্ভুত বৃত্তান্ত বলিব।৯

হে নিষ্পাপ রাজন্! দেবদেব মহাদেবের সহি অর্জ্জুনের একেবারে গাত্রসংস্পর্শরূপ মহামিলন ঘটিয়াছিল ; তাহা শ্রবণ করুন।১০

রাজন্! অমিতপরাক্রম, মহাবল, মহাবাহু এ সমস্ত জগতের মধ্যে প্রধান মহারথ ইন্দ্রনন্দন সে কৌরব অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের আদেশে দেবরাজ ইন্দ্রে এবং দেবদেব মহাদেবের দর্শন লাভ করিবার জ অলৌকিক গাণ্ডীবধনু ও কর্ণমুষ্টিযুক্ত তরবারি ধা করত স্থিরচিত্ত হইয়া কার্য্যসিদ্ধি উদ্দেশ্যে হিমা লয়ের শৃঙ্গ লক্ষ্য করিয়া উত্তরদিকে গ করিলেন ১১-১৩

তিনি তপস্যার জন্য কৃতনিশ্চয় ও অত্যন্ত ত্বরাম্বি হইয়া একাকীই কণ্টকাকীর্ণ ভয়ঙ্কর বনের ভিত যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেই বনটী নানাবি

ততঃ প্রয়াতে কৌন্তেয়ে বনং মানুষবর্জিতম্ ।
শঙ্খানাং পটহানাঞ্চ শব্দঃ সমভবদ্দিবি ॥১৬
পুষ্পবর্ষঞ্চ সুমহন্নিপপাত মহীতলে ।
মেঘজালঞ্চ বিততং ছাদয়ামাস সর্বতঃ ॥১৭
সোঽতীত্য বনদুর্গাণি সন্নিকর্ষে মহাগিরেঃ ।
শুশুভে হিমবৎপৃষ্ঠে বসমানোঽর্জুনস্তদা ॥১৮
তত্রাপশ্যদ্ দ্রুমান্ ফুল্লান্ বিহগৈর্বল্গুনাদিতান্ ।
নদীশ্চ বিপুলাবর্ত্তা বৈদূর্য্যবিমলপ্রভাঃ ॥১৯
হংস-কারণ্ডবোদ্গীতাঃ সারসাভিরুতাস্তথা ।
পুংস্কোকিলরুতাশ্চৈব ক্রৌঞ্চ-বর্হিণনাদিতাঃ ॥২০
মনোহরবনোপেতাস্তস্মিন্নতিরথোঽর্জুনঃ ।
পুণ্যশীতামলজলাঃ পশ্যন্ প্রীতমনাঽভবৎ ॥২১
রমণীয়ে বনোদ্দেশে রমমাণোঽর্জুনস্তদা ।
তপস্যুগ্রে বর্ত্তমান উগ্রতেজা মহামনাঃ ॥২২
দর্ভচীরং নিবস্যাথ দণ্ডাজিনবিভূষিতঃ ।
শীর্ণঞ্চ পতিতং ভূমৌ পর্ণং সমুপযুক্তবান্ ॥২৩
পূর্ণে পূর্ণে ত্রিরাত্রে তু মাসমেকং ফলাশনঃ ।
দ্বিগুণেন হি কালেন দ্বিতীয়ং মাসমত্যয়াৎ ॥২৪
তৃতীয়মপি মাসং স পক্ষেণাহারমাচরন্ ।
চতুর্থে ত্বথ সম্প্রাপ্তে মাসে ভরতসত্তমঃ ॥২৫
বায়ুভক্ষো মহাবাহুরভবৎ পাণ্ডুনন্দনঃ ।
ঊর্দ্ধবাহুর্নিরালম্বঃ পাদাঙ্গুষ্ঠাগ্রবিষ্ঠিতঃ ॥২৬
সদোপস্পর্শনাচ্চাস্য বভূবুরমিতৌজসঃ ।
বিদ্যুদম্ভোধরনিভা জটাস্তস্য মহাত্মনঃ ॥২৭

পুষ্পে ও ফলে পরিপূর্ণ এবং বহুবিধ পশুসমূহে ব্যাপ্ত ছিল, আর তাহার ভিতরে নানাপ্রকার পক্ষী এবং সিদ্ধ ও চারণগণ বিচরণ করিত।১৪-১৫

তাহার পর অর্জ্জুন সেই মনুষ্যবিহীন বনে প্রবেশ করিলে, আকাশে শঙ্খধ্বনি ও পটহ (নাগাড়) ধ্বনি হইতে থাকিল।১৬

তখন ভূতলে বিশাল পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল এবং বিস্তৃত মেঘসকল সমস্ত দিক আচ্ছন্ন করিল।১৭

তারপর অর্জুন হিমালয়ের সন্নিহিত দুর্গম বনসকল অতিক্রম করিয়া, তাহার উপরে নিবাস করত শোভা পাইতে লাগিলেন।১৮

তিনি সেখানে দেখিলেন—নানাবিধ বৃক্ষ আছে, তাহাতে বহুতর ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে এবং নানাপ্রকার পক্ষী মনোহর কলরব করিয়া বেড়াইতেছে; আর, অনেক নদী প্রবাহিত হইতেছে, সেগুলির আবর্ত্ত (ঘোলা)-সকল বিশাল এবং জল বৈদূর্য্যমণির ন্যায় নির্ম্মল; তাহার নিকট হংস, কারণ্ডব, সারস, কোকিল, কোঁচবক ও ময়ূরগণ রব করিতেছে এবং তাহার তীরে মনোহর বন রহিয়াছে। অতিরথ অর্জ্জুন সেই স্থানে নদীগুলির পবিত্র ও নির্ম্মল জল দেখিয়া আনন্দিত হইলেন।১৯-২১

অত্যন্ত তেজস্বী ও দৃঢ়চেতা অর্জ্জুন তখন সেই মনোহর বনের ভিতরে থাকিয়া দারুণ তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন; তিনি কুশময় কৌপীন পরিধান করিয়া দণ্ড ও মৃগচর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক প্রথমে ভূতলে পতিত শুষ্ক পত্রমাত্র ভোজন করিতেন।২২-২৩

পরে, তিন তিন দিনের পর এক একটী ফল ভক্ষণ করিয়া একমাস অতিক্রম করিলেন; তাহার পর আবার ছয় ছয় দিনের পর এক একটী ফল ভোজন করিয়া দ্বিতীয়মাস অতিবাহিত করিলেন।২৪

তৃতীয় মাসে পনর পনর দিনের পর এক একটী ফল ভোজন করিলেন; তাহার পর যখন চতুর্থমাস উপস্থিত হইল, তখন ভরতশ্রেষ্ঠ মহাবাহু অর্জ্জুন কেবল বায়ু ভক্ষণ করিয়া রহিলেন। ঐ সময়ে অর্জুন কোন সাহায্য না লইয়াই কেবল চরণাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা ভূতলে দাঁড়াইয়া উর্দ্ধবাহু হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। ২৫-২৬

ততো মহর্ষয়ঃ সর্বে জগ্মুর্দেবং পিনাকিনম্ ।
নিবেদয়িষবঃ পার্থং তপস্যুগ্রে সমাস্থিতম্ ॥২৮
তং প্রণম্য মহাদেবং শশংসুঃ পার্থকর্ম তৎ ।
এষ পার্থো মহাতেজা হিমবৎপৃষ্ঠমাস্থিতঃ ॥২৯
উগ্রে তপসি দুষ্পারে স্থিতো ধূমায়য়ন্ দিশঃ ।
তস্য দেবেশ ! ন বয়ং বিদ্মঃ সর্বে চিকীর্ষিতম্ ॥৩০
সন্তাপয়তি নঃ সর্বানসৌ সাধু নিবার্য্যতাম্ ।
তেষাং তদ্বচনং শ্রুত্বা মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥৩১
উমাপতির্ভূতপতির্বাক্যমেতদুবাচ হ ।

মহাদেব উবাচ ।

ন বো বিষাদঃ কর্ত্তব্যঃ ফাল্গুনং প্রতি সর্বশঃ ॥৩২
শীঘ্রং গচ্ছত সংহৃষ্টাঃ যথাগতমতন্দ্রিতাঃ ।
অহমস্য বিজানামি সঙ্কল্পঃ মনসি স্থিতম্ ॥৩৩
নাস্য স্বর্গস্পৃহা কাচিন্নৈশ্বর্য্যস্য ন চায়ুষঃ ।
যৎ তস্য কাঙ্ক্ষিতং সর্বং তৎ করিষ্যেঽহমদ্য বৈ ।

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা সর্ববচনমৃষয়ঃ সত্যবাদিনঃ ।
প্রহৃষ্টমনসো জগ্মুর্যথা স্বান্ পুনরাশ্রমান্ ॥৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি কৈরাতপর্বণি মুনি-শঙ্কর-
সংবাদে অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৮

নিত্য স্নান করায় অমিততেজা ও মহাত্মা অর্জ্জুনের জটাসমূহের মধ্যে কতকগুলি জটা বিদ্যুতের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ হইয়া গেল এবং কতকগুলি জটা মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণই থাকিল ।২৭

তাহার পর মহর্ষিরা সকলে অর্জ্জুনকে ভয়ঙ্কর তপস্যায় প্রবৃত্ত বলিয়া জানাইবার জন্য মহাদেবের নিকট গমন করিলেন ।২৮

এবং তাঁহারা মহাদেবকে নমস্কার করিয়া তাঁহার নিকট অর্জ্জুনের সেই তপস্যার বিষয় বলিতে লাগিলেন—মহাতেজা অর্জ্জুন হিমালয়ের উপরে অবস্থান করিতেছেন ।২৯

দেবদেব ! অর্জ্জুন আপন তেজে সমস্ত দিক্ যেন ধূম্রবর্ণ করিয়া দুষ্কর ভয়ঙ্কর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন ; আমরা সকলে তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতেছি না ।৩০

কিন্তু উনি আমাদের সকলকেই তপঃসন্তা সন্তপ্ত করিতেছেন ; অতএব আপনি উঁহাকে সম্য রূপে নিবৃত্ত করুন । নির্ম্মলচিত্ত ঋষিগণের সেই ক শুনিয়া ভূতনাথ মহাদেব এই কথা বলিলেন- ঋষিগণ ! আপনারা অর্জ্জুনের প্রতি কোনরূপ আশ করিবেন না ।৩১-৩২

আপনারা আনন্দিত ও নিরলস হই (নিরুদ্বেগে) যথাস্থানে সত্বর গমন করুন ; আ উঁহার মনের উদ্দেশ্য জানি ।৩৩

উঁহার স্বর্গের প্রতি কোন ইচ্ছা নাই, সম্পদ আয়ুরও কোন কামনা নাই । কিন্তু উঁহার যা অভী সেই সমস্ত অদ্যই আমি সম্পাদন করিব ।৩৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন—সত্যবাদী ঋষিরা মহা দেবের সেই কথা শুনিয়া আনন্দিতচিত্তে পুনরা আপন আপন আশ্রমে চলিয়া গেলেন ।৩৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত অর্জুনাভিগমনপর্ব্বে
মুনিশঙ্করসংবাদে অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।৩৮

একোনচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ।

[শ্রীভগবচ্ছঙ্করার্জুনয়োর্যুদ্ধম্, অর্জুনং প্রতি তস্য প্রসন্নতা, অর্জুনেন শঙ্করস্য স্তুতিশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

গতেষু তেষু সর্বেষু তপস্বিষু মহাত্মসু।
পিনাকপাণির্ভগবান্ সর্বপাপহরো হরঃ ॥১

কৈরাতং বেষমাস্থায় কাঞ্চনদ্রুমসন্নিভম্।
বিভ্রাজমানো বপুষা গিরির্মেরুরিবাপরঃ ॥২

শ্রীমদ্‌ধনুরুপাদায় শরাংশ্চাশীবিষোপমান্।
নিষ্পপাত মহাবেগো দহনো দেহবানিব ॥৩

দেব্যা সহোময়া শ্রীমান্ সমানব্রতবেষয়া।
নানাবেষধরৈর্হৃষ্টৈর্ভূতৈরনুগতস্তদা ॥৪

কিরাতবেষসংচ্ছন্নঃ স্ত্রীভিশ্চাপি সহস্রশঃ।
অশোভত তদা রাজন্ স দেশোহতীব ভারত ॥৫

ক্ষণেন তদ্ বনং সর্বং নিঃশব্দমভবৎ তদা।
নাদঃ প্রস্রবণানাঞ্চ পক্ষিণাং চাপ্যুপারমৎ ॥৬

স সন্নিকর্ষমাগম্য পার্থস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ।
মূকং নাম দনোঃ পুত্রং দদর্শাদ্ভুতদর্শনম্ ॥৭

বারাহং রূপমাস্থায় তর্কয়ন্তমিবার্জ্জুনম্।
হন্তুং পরমদুষ্টাত্মা তমুবাচাথ ফাল্গুনঃ ॥৮

গাণ্ডীবং ধনুরাদায় শরাংশ্চাশীবিষোপমান্।
সজ্যং ধনুর্বরং কৃত্বা জ্যাঘোষেণ নিনাদয়ন্ ॥৯

যন্মাং প্রার্থয়সে হন্তুমনাগসমিহাগতম্।
তস্মাৎ ত্বাং পূর্বমেবাহং নেতাদ্য যমসাদনম্ ॥১০

দৃষ্ট্বা তং প্রহরিষ্যন্তং ফাল্গুনং দৃঢ়ধন্বিনম্।
কিরাতরূপী সহসা বারয়ামাস শঙ্করঃ ॥১১

ময়ৈষ প্রার্থিতঃ পূর্ব্বং নীলমেঘ-সমপ্রভঃ।
অনাদৃত্য চ তদ্ বাক্যং প্রজহারাথ ফাল্গুনঃ ॥১২

একোনচত্বারিংশ অধ্যায়।

[শ্রীভগবান্ শঙ্কর ও অর্জুনের যুদ্ধ, অর্জুনের প্রতি তাঁহার প্রসন্নতা এবং অর্জুন কর্ত্তৃক শঙ্করের স্তব।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই মহাত্মা তপস্বিগণ সকলেই চালয়া গেলে, সর্ব্বপাপনাশক ও মনোহর-মূর্ত্তি ভগবান্ মহাদেব স্বর্ণবৃক্ষের ন্যায় উজ্জ্বল ব্যাধের বেশ ধারণ করিয়া, শরীর দ্বারা অপর সুমেরুপর্ব্বতের ন্যায় শোভা পাইতে থাকিয়া, সুন্দর পিনাকনামক ধনু ও সর্পতুল্য বাণ গ্রহণ পূর্ব্বক মূর্ত্তিমান্ অগ্নির ন্যায় মহাবেগে আপন ভবন হইতে নির্গত হইলেন; তখন সমান নিয়ম ও সমানবেশধারিণী উমাদেবী, অন্যান্য বহুতর স্ত্রী এবং নানাবিধবেশধারী ও হৃষ্টচিত্ত ভূতগণ মহাদেবের অনুগমন করিতে লাগিলেন। ভরতনন্দন রাজন্ জনমেজয়! তখন সেই স্থানটী অত্যন্ত শোভা পাইতে লাগিল।১-৫

সেই সময়ে উক্ত সমস্ত বনস্থল ক্ষণকালের মধ্যে নিঃশব্দ হইয়া গেল এবং নির্ঝরের শব্দ ও পক্ষীর রবও নিস্তব্ধ হইয়া যাইল।৬

মহাদেব অনায়াসে মহৎ কার্য্যকারী অর্জ্জুনের নিকটে যাইয়া 'মূক'-নামক অদ্ভুতাকৃতি একটা দানবকে দোখতে পাইলেন।৭

এদিকে অর্জ্জুনও সেই মূকদানবের জিঘাংসার বিষয়ই যেন মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন; তখন সেই অতিদুষ্টাত্মা মূকদানব শূকরের রূপ ধারণ করিয়া অর্জ্জুনকে বধ করিতে আসিতে লাগিল। তখন অর্জ্জুনও গাণ্ডীবধনু ও সর্পতুল্য বাণ গ্রহণ করত সেই শ্রেষ্ঠ ধনুতে গুণারোপণ করিয়া এবং জ্যাশব্দে সমস্ত দিক্ শব্দিত করিয়া মূকদানবকে বলিলেন—৮-৯

'আমি এখানে আগন্তুক এবং আমার কোন অপরাধ নাই; তথাপি তুই যখন আমাকে বধ করিবার ইচ্ছা করিতেছিস, তখন আমিই তোকে আগে যমালয়ে পাঠাইব'।১০

কিরাতশ্চ সমং তস্মিন্নেকলক্ষ্যে মহাদ্যুতিঃ।
প্রমুমোচাশনিপ্রখ্যং শরমগ্নিশিখোপমম্ ॥১৩
তৌ মুক্তৌ সায়কৌ তাভ্যাং সমং তত্র নিপেততুঃ।
মূকস্য গাত্রে বিস্তীর্ণে শৈলসংহননে তদা ॥১৪
যথাশনের্বিনির্ঘোষো বজ্রস্যেব চ পর্বতে।
তথা তয়োঃ সন্নিপাতঃ শরয়োরভবৎ তদা ॥১৫
স বিদ্ধো বহুভির্বাণৈর্দীপ্তাস্যৈঃ পন্নগৈরিব।
মমার রাক্ষসং রূপং ভূয়ঃ কৃত্বা বিভীষণম্ ॥১৬
স দদর্শ ততো জিষ্ণুঃ পুরুষং কাঞ্চনপ্রভম্।
কিরাতবেষসঞ্ছন্নং স্ত্রীসহায়মমিত্রহা ॥১৭

তমব্রবীৎ প্রীতমনাঃ কৌন্তেয়ঃ প্রহসন্নিব।
কো ভবানটতে শূন্যে বনে স্ত্রীগণসংবৃতঃ ॥১৮
ন ত্বমস্মিন্ বনে ঘোরে বিভেষি কনকপ্রভ।
কিমর্থঞ্চ ত্বয়া বিদ্ধো বরাহো মৎপরিগ্রহঃ ॥১৯
ময়াভিপন্নঃ পূর্বং হি রাক্ষসোঽয়মিহাগতঃ।
কামাৎ পরিভবাদ্ বাপি ন মে জীবন্ বিমোক্ষ্যসে॥২
ন হ্যেষ মৃগয়াধর্মো যস্ত্বয়াদ্য কৃতো ময়ি।
তেন ত্বাং ভ্রংশয়িষ্যামি জীবিতাৎ পর্বতাশ্রয় ॥২১
ইত্যুক্তঃ পাণ্ডবেয়েন কিরাতঃ প্রহসন্নিব।
উবাচ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা পাণ্ডবং সব্যসাচিনম্ ॥২২

এই কথা বলিয়া দৃঢ়ধন্বা অর্জ্জুন প্রহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ; ইহা দেখিয়া কিরাতরূপী মহাদেব এই বলিয়া তাঁহাকে বারণ করিলেন যে, 'এই নীলমেঘতুল্য শূকরটীকে আমিই আগে বধ করিবার ইচ্ছা করিয়াছি।' কিন্তু অর্জুন তাঁহার সেই বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া প্রহারই করিলেন।১১-১২

মহাতেজস্বী কিরাতও সেই একমাত্র লক্ষ্য মূকদানবের প্রতি এক সময়েই বজ্রের তুল্য বেগবান্ এবং অগ্নিশিখার ন্যায় উজ্জ্বল একটী বাণ নিক্ষেপ করিলেন।১৩

তখন কিরাতের ও অর্জ্জুনের নিক্ষিপ্ত সেই বাণ দুইটী যাইয়া পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ় ও বিস্তৃত সেই মূকদানবের গাত্রে একসময়েই পতিত হইল।১৪

তখন পর্ব্বতের উপরে বিদ্যুতের ঘড়ঘড় শব্দের ন্যায় এবং বজ্রপাতের ভয়ঙ্কর শব্দের ন্যায় দানবদেহে সেই বাণ দুইটীর পতনশব্দ হইল।১৫

তখন সেই দানব সর্পতুল্য উজ্জ্বলমুখ বহুতর বাণ দ্বারা আবার বিদ্ধ হইয়া রাক্ষসের ন্যায় অতিভীষণ আকৃতি ধারণ করত মরিয়া গেল।১৬

তাহার পর শত্রুহন্তা অর্জ্জুন—স্বর্ণকান্তি, ব্যাধবেশধারী এবং স্ত্রীসমূহসমন্বিত সেই পুরুষকে দেখি পাইলেন।১৭

তখন অর্জ্জুন আনন্দিত হইয়া হাসিতে হাসিতেই যেন সেই পুরুষটীকে বলিলেন,—হে তু নির্জ্জন বনে স্ত্রীবেষ্টিত হইয়া বিচরণ করিতেছ?১৮

হে স্বর্ণকান্তি পুরুষ ! এই ভয়ঙ্কর ব তোমার কি ভয় হইতেছে না ? কি জন্যই তুমি আমার লক্ষ্যভূত শূকরটিকে বিদ্ধ করিলে?১৯

রাক্ষসের ন্যায় বিকটাকার এই দানব এখা আসিলে আমিই আগে উহাকে পাইয়াছি। সুত ইচ্ছা করিয়াই হউক বা আমাকে পরাভূত করি করিবার উদ্দেশেই হউক, তুমি উহাকে বি করিয়া আমার হাত হইতে জীবিত অবস্থা মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না।২০

কারণ, তুমি আজ আমার বিষয়ে যে ব্যবহা করিয়াছ, এটা মৃগয়ার নিয়ম নহে। অত পর্ব্বতবাসিন্। আমি তোমাকে আজ প্রাণশূ করিব।২১

অর্জ্জুন এইরূপ বলিলে, ব্যাধ হাসি হাসিতেই যেন কোমল বাক্যে পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জু বলিল।২২

ন মৎকৃতে ত্বয়া বীর ভীঃ কার্য্যা বনন্তিকাৎ ।
ইয়ং ভূমিঃ সদাস্মাকমুচিতা বসতাং বনে ॥২৩

ত্বয়া তু দুষ্করঃ কস্মাদিহ বাসঃ প্ররোচিতঃ ।
বয়স্তু বহুসত্ত্বেহস্মিন্ নিবসামস্তপোধন ॥২৪

ভবাংস্তু কৃষ্ণবর্ত্মাভঃ সুকুমারঃ সুখোচিতঃ ।
কথং শূন্যমিমং দেশমেকাকী বিচরিষ্যতি ॥২৫

অর্জ্জুন উবাচ ।

গাণ্ডীবমাশ্রয়ং কৃত্বা নারাচাংশ্চাগ্নিসন্নিভান্ ।
নিবসামি মহারণ্যে দ্বিতীয় ইব পাবকঃ ॥২৬

এষ চাপি ময়া জন্তুর্মৃগরূপং সমাশ্রিতঃ ।
রাক্ষসো নিহতো ঘোরো হন্তুং মামিহ চাগতঃ ॥২৭

কিরাত উবাচ ।

ময়ৈষ ধনুর্নির্মুক্তৈস্তাড়িতঃ পূর্বমেব হি ।
বাণৈরভিহতঃ শেতে নীতশ্চ যমসাদনম্ ॥২৮

মমৈষ লক্ষ্যভূতো হি মম পূর্বপরিগ্রহঃ ।
মমৈব চ প্রহারেণ জীবিতাদ্ ব্যবরোপিতঃ ॥২৯

দোষান্ স্বান্ নার্হসেহন্যস্মৈ বক্তুং স্ববলদর্পিতঃ ।
অবলিপ্তোহসি মন্দাত্মন্ ন মে জীবন্
বিমোক্ষ্যসে ॥৩০

স্থিরো ভবস্ব মোক্ষ্যামি সায়কানশনীনিব ।
ঘটস্ব পরয়া শক্ত্যা মুঞ্চ ত্বমপি সায়কান্ ॥৩১

তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা কিরাতস্যার্জ্জুনস্তদা ।
রোষমাহারয়ামাস তাড়য়ামাস চেষুভিঃ ॥৩২

ততো হৃষ্টেন মনসা প্রতিজগ্রাহ সায়কান্ ।
ভূয়ো ভূয় ইতি প্রাহ মন্দ মন্দেত্যুবাচ হ ॥৩৩

প্রহরস্ব শরানেতান্ নারাচান্ মর্মভেদিনঃ ।
ইত্যুক্তো বাণবর্ষং স মুমোচ সহসার্জ্জুনঃ ॥৩৪

বীর। তুমি বনের নিকটে আমা হইতে কোন ভয় করিও না। আমরা এই বনেই বাস করি বলিয়া এই স্থান সর্ব্বদাই আমাদের পরিচিত।২৩

তপোধন! তুমি কি কারণে এই বনে দুষ্কর বাস করিবার ইচ্ছা করিয়াছ? তবে আমরা কিন্তু বহুজন্তুপূর্ণ এই বনেই বাস করিয়া থাকি।২৪

তুমি অগ্নির তুল্য মহাতেজস্বী, সুকুমারদেহ এবং সুখভোগে অভ্যস্ত। সুতরাং তুমি একাকী কি করিয়া এই শূন্যবনে বিচরণ করিবে? ২৫

অর্জ্জুন বলিলেন,—গাণ্ডীব ধনু এবং অগ্নিতুল্য নারাচ (বাণবিশেষ) সকল আশ্রয় করিয়া আমি দ্বিতীয় অগ্নির ন্যায় এই মহাবনে বাস করিব।২৬

এই দারুণ রাক্ষস আমাকে বধ করিবার জন্য বরাহরূপ ধারণ করিয়া এখানে আসিয়াছিল; তাই আমি উহাকে বধ করিয়াছি।২৭

ব্যাধ বলিল,—আমিই আগে উহাকে ধনুঃক্ষিপ্ত বাণ দ্বারা প্রহার করিয়াছি, আঘাত করিয়াছি এবং যমালয়েও পাঠাইয়াছি।২৮

এই বরাহটি প্রথমে আমারই লক্ষ্য হইয়াছিল; সুতরাং সে আমারই অধিকারে আসিয়াছিল এবং আমার প্রহারেই এটি প্রাণচ্যুত হইয়াছে।২৯

তুমি নিজ বলে অত্যন্ত দর্পিত কি না; তাই অন্যের নিকট নিজের দোষ বলিতে পারিতেছ না, তুমি গর্ব্বিত হইয়াছ। সুতরাং মূর্খ। তুমি জীবিত অবস্থায় আমার নিকট হইতে মুক্তি-লাভ করিতে পারিবে না।৩০

তুমি স্থির হও; আমি বজ্রতুল্য বাণ নিক্ষেপ করিব; তুমি তোমার পরম শক্তি সহকারে আমার সহিত মিলিত হও এবং তুমিও বাণক্ষেপ কর।৩১

তখন অর্জ্জুন উক্ত ব্যাধের সেই বাক্য শুনিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিলেন এবং বাণ দ্বারা তাহাকে তাড়ন করিলেন।৩২

ততস্তৌ তত্র সংরব্ধৌ রাজমানৌ মুহুর্মুহুঃ।
শরৈরাশীবিষাকারৈস্ততক্ষাতে পরস্পরম্ ॥৩৫

ততোঽর্জুনঃ শরবর্ষং কিরাতে সমবাসৃজৎ।
তৎ প্রসন্নেন মনসা প্রতিজগ্রাহ শঙ্করঃ ॥৩৬

মুহূর্ত্তং শরবর্ষং তৎ প্রতিগৃহ্য পিনাকধৃক্।
অক্ষতেন শরীরেণ তস্থৌ গিরিরিবাচলঃ ॥৩৭

স দৃষ্ট্বা বাণবর্ষং তু মোঘীভূতং ধনঞ্জয়ঃ।
পরমং বিস্ময়ং চক্রে সাধু সাধ্বিতি চাব্রবীৎ ॥৩৮

অহোঽয়ং সুকুমারাঙ্গো হিমবচ্ছিখরাশ্রয়ঃ।
গাণ্ডীবমুক্তান্ নারাচান্ প্রতিগৃহ্নাত্যবিহ্বলঃ ॥৩৯

কোঽয়ং দেবো ভবেৎ সাক্ষাদ্ রুদ্রো যক্ষঃ
সুরোঽসুরঃ।
বিদ্যতে হি গিরিশ্রেষ্ঠে ত্রিদশানাং সমাগমঃ ॥৪০

ন হি মদ্বাণজালানামুৎসৃষ্টানাং সহস্রশঃ।
শক্তোঽন্যঃ সহিতুং বেগমৃতে দেবং পিনাকিনম্ ॥৪১

দেবো বা যদি বা যক্ষো রুদ্রাদন্যো ব্যবস্থিতঃ।
অহমেনং শরৈস্তীক্ষ্ণৈর্নয়ামি যমসাদনম্ ॥৪২

ততো হৃষ্টমনা জিষ্ণুর্নারাচান্ মর্ম্মভেদিনঃ।
ব্যসৃজচ্ছতধা রাজন্ ময়ূখানিব ভাস্করঃ ॥৪৩

তান্ প্রসন্নেন মনসা ভগবাঁল্লোকভাবনঃ।
শূলপাণিঃ প্রত্যগৃহ্নাচ্ছিলাবর্ষমিবাচলঃ ॥৪৪

তাহার পর ব্যাধ হৃষ্টচিত্তে সেই বাণ সকল গ্রহণ করিল এবং বার বার 'আরও বাণ নিক্ষেপ কর, আরও বাণ নিক্ষেপ কর' এই কথা বলিল, আর 'মূর্খ! মূর্খ!' বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিল।৩৩ এবং 'এই সকল মর্ম্মভেদী নারাচবাণ নিক্ষেপ কর' এই কথাও কহিল। তখন অর্জ্জুন তৎক্ষণাৎ বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন।৩৪

তৎপরে তাঁহারা দুই জনেই ক্রুদ্ধ হইয়া পরাক্রমবশতঃ শোভা পাইতে থাকিয়া সর্পতুল্য বাণদ্বারা পরস্পর প্রহার করিতে লাগিলেন।৩৫

তারপর—অর্জ্জুন ব্যাধের উপর বাণবৃষ্টি করিতে লাগিলেন; ব্যাধরূপী মহাদেবও তাহা প্রসন্নচিত্তে আপন অঙ্গে ধারণ করিতে থাকিলেন।৩৬

ব্যাধরূপী মহাদেব কিছুকাল সেই বাণবৃষ্টি ধারণ করিয়া অক্ষত শরীরেই পর্ব্বতের ন্যায় অবিচল রহিলেন।৩৭

অর্জ্জুন নিজের বাণবর্ষণ ব্যর্থ হইয়াছে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং 'সাধু সাধু' এই কথা বলিলেন।৩৮

(আর মনে মনে ভাবিলেন—) 'হিমালয়বাসী এই কোমলাঙ্গ ব্যাধ অবিহ্বল থাকিয়াই গাণ্ডীব-নিক্ষিপ্ত নারাচগুলি গ্রহণ করিতেছে; কি আশ্চর্য্য।৩৯

এ ব্যক্তি কে? ইনি কি সাক্ষাৎ মহাদেব হইবেন? না কোন যক্ষ? না দেবতা? না অসুর। কারণ, এই হিমালয়ে দেবতাপ্রভৃতির সমাগম হইয়া থাকে।৪০

আমার দ্বারা নিক্ষিপ্ত সহস্র সহস্র বাণসমূহের বেগ, মহাদেব ভিন্ন অন্য কেহই সহ্য করিতে সমর্থ হন না।৪১

এই ব্যক্তি যদি মহাদেবভিন্ন অপর কোন দেবতা বা যক্ষ হন, তবে আমি ইহাকে তীক্ষ্ণ বাণদ্বারা যমালয়ে প্রেরণ করিব।৪২

তদনন্তর সূর্য্য যেমন কিরণ নিক্ষেপ করেন, সেইরূপ হৃষ্টচিত্ত অর্জ্জুন শত শত মর্ম্মভেদী নারাচ কিরাতের উপরে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।৪৩

তখন পর্ব্বত যেমন শিলাবৃষ্টি গ্রহণ করে, সেইরূপ জগৎসৃষ্টিকর্ত্তা কিরাতরূপী ভগবান্ মহাদেব প্রসন্নচিত্তে সেই নারাচবৃষ্টি গ্রহণ করিলেন।৪৪

ক্ষণেন ক্ষীণবাণোঽথ সংবৃত্তঃ ফাল্গুনস্তদা ।
ভীশ্চৈনমাবিশৎ তীব্রা তং দৃষ্ট্বা শরসংক্ষয়ম্ ॥৪৫
চিন্তয়ামাস জিষ্ণুস্তু ভগবন্তং হুতাশনম্ ।
পুরস্তাদক্ষয়ৌ দত্তৌ তূণৌ যেনাস্য খাণ্ডবে ॥৪৬
কিন্নু মোক্ষ্যামি ধনুষা যন্মে বাণাঃ ক্ষয়ং গতাঃ ।
অয়ঞ্চ পুরুষঃ কোঽপি বাণান্ গ্রসতি সর্বশঃ ॥৪৭
হত্বা চৈনং ধনুষ্কোট্যা শূলাগ্রেণেব কুঞ্জরম্ ।
নয়ামি দণ্ডধারস্য যমস্য সদনং প্রতি ॥৪৮
প্রগৃহ্যাথ ধনুষ্কোট্যা জ্যাপাশেনাবকৃষ্য চ ।
মুষ্টিভিশ্চাপি হতবান্ বজ্রকল্পৈর্মহাদ্যুতিঃ ॥৪৯
সম্প্রযুদ্ধো ধনুষ্কোট্যা কৌন্তেয়ঃ পরবীরহা ।
তদপ্যস্য ধনুর্দিব্যং জগ্রাহ গিরিগোচরঃ ॥৫০

ততোঽর্জ্জুনো গ্রস্তধনুঃ খড়্গপাণিরতিষ্ঠত ।
যুদ্ধস্যান্তমভীপ্সন্ বৈ বেগেনাভিজগাম তম্ ॥৫১
তস্য মূর্দ্ধ্নি শিতং খড়্গমসক্তং পর্বতেষ্বপি ।
মুমোচ ভুজবীর্য্যেণ বিক্রম্য কুরুনন্দনঃ ॥৫২
তস্য মূর্ধানমাসাদ্য পফালাসিবরো হি সঃ ।
ততো বৃক্ষৈঃ শিলাভিশ্চ যোধয়ামাস ফাল্গুনঃ ॥৫৩
তদা বৃক্ষান্ মহাকায়ঃ প্রত্যগৃহ্লাদথো শিলাঃ ।
কিরাতরূপী ভগবাংস্ততঃ পার্থো মহাবলঃ ॥৫৪
মুষ্টিভির্বজ্রসঙ্কাশৈর্ধূমমুৎপাদয়ন্ মুখে ।
প্রজহার দুরাধর্ষে কিরাতসমরূপিণি ॥৫৫
ততঃ শক্রাশনিসমৈর্মুষ্টিভির্ভৃশদারুণৈঃ ।
কিরাতরূপী ভগবানর্দয়ামাস ফাল্গুনম্ ।৫৬

তাহার পর অর্জ্জুন ক্ষণকালমধ্যেই বাণশূন্য হইয়া পড়িলেন এবং বাণগুলি ক্ষয় পাইয়াছে দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইলেন।৪৫

তখন অর্জ্জুন ভগবান্ অগ্নিদেবতাকে স্মরণ করিলেন, যিনি পূর্ব্বে খাণ্ডববনদাহের সময়ে তাঁহাকে দুইটী অক্ষয় তূণ দিয়াছিলেন।৪৬

(সেই সময়ে অর্জ্জুন মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন)—'এখন আমি ধনুর্দ্বারা কি নিক্ষেপ করিব; যেহেতু আমার সমস্ত বাণই নিঃশেষ হইয়াছে। এ কোন এক অদ্ভুত পুরুষ, যেহেতু আমার সমস্ত বাণই এ গ্রাস করিয়াছে।৪৭

(সে যাহা হউক) শূলাগ্রদ্বারা যেমন হস্তীকে বধ করে, তেমনি ধনুর অগ্রদ্বারা ইহাকে বধ করিয়া যমালয়ে প্রেরণ করিব।৪৮

ইহা ভাবিয়া মহাতেজস্বী অর্জ্জুন ধনুর অগ্রে গুণসংযোগ করিয়া, তাহা দ্বারা ধরিয়া বজ্রতুল্য মুষ্টিদ্বারা প্রহার করিলেন।৪৯

পরে শত্রুহন্তা অর্জ্জুন ধনুর অগ্রদ্বারাই যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; তখন সেই পর্ব্বতবাসী ব্যাধ অর্জ্জুনের সেই অলৌকিক ধনুও ধরিয়া ফেলিল।৫০

অর্জুনের ধনু ধরিয়া ফেলিয়াই তাহা গ্রাস করিয়া ফেলিল। তখন অর্জুন তরবারি ধারণ করিলেন এবং যুদ্ধ শেষ করিবার ইচ্ছায় ব্যাধের প্রতি বেগে ধাবিত হইলেন।৫১

যাহা পর্ব্বতও ছেদন করিতে সমর্থ, এহেন সেই তীক্ষ্ণধার তরবারিখানিকে বিক্রমসহকারে সম্পূর্ণ বাহুবল প্রয়োগ করিয়া ব্যাধের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন।৫২

তখন সেই উৎকৃষ্ট তরবারিখানি ব্যাধের মস্তকে পড়িয়া লাফাইয়া উঠিল। তাহার পর অর্জ্জুন বৃক্ষ ও শিলা বর্ষণ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।৫৩

তখন বিশালমূর্ত্তি কিরাতরূপী ভগবান্ মহাদেব সেই সকল বৃক্ষ এবং শিলাও গ্রাস করিতে লাগিলেন। তৎপরে মহাবল অর্জ্জুন মুখে ধূম উদ্গার করিতে থাকিয়া বজ্রতুল্য মুষ্টিদ্বারা দুর্দ্ধর্ষ ব্যাধকে প্রহার করিলেন।৫৪-৫৫

ততশ্চট্‌চটাশব্দঃ সুঘোরঃ সমপদ্যত ।
পাণ্ডবস্য চ মুষ্টীনাং কিরাতস্য চ যুধ্যতঃ ॥৫৭
সুমুহূর্ত্তং তু তদ্‌ যুদ্ধমভবল্লোমহর্ষণম্ ।
ভুজপ্রহারসংযুক্তং বৃত্র-বাসবয়োরিব ॥৫৮
জঘানাথ ততো জিষ্ণুঃ কিরাতমুরসা বলী ।
পাণ্ডবঞ্চ বিচেষ্টং তং কিরাতোঽপ্যহনদ্‌ বলী ॥৫৯
তয়োর্ভুজবিনিষ্পেষাৎ সংঘর্ষেণোরসোস্তথা ।
সমজায়ত গাত্রেষু পাবকোঽঙ্গারধূমবান্ ॥৬০

ততএনং মহাদেবঃ পীড্য গাত্রৈঃ সুপীড়িতম্ ।
তেজসা ব্যক্রমদ্‌ রোষাচ্চেতস্তস্য বিমোহয়ন্ ॥৬১
ততোঽভিপীড়িতৈর্গাত্রৈঃ পিণ্ডীকৃত ইবাবভৌ ।
ফাল্গুনো গাত্রসংরুদ্ধো দেবদেবেন ভারত ॥৬২

নিরুচ্ছ্বাসোঽভবচ্চৈব সংনিরুদ্ধো মহাত্মনা ।
পপাত ভূম্যাং নিশ্চেষ্টো গতসত্ত্ব ইবাভবৎ ॥৬৩
স মুহূর্ত্ত তথা ভূত্বা সচেতাঃ পুনরুত্থিতঃ ।
রুধিরেণাপ্লুতাঙ্গস্তু পাণ্ডবো ভৃশদুঃখিতঃ ॥৬৪

শরণ্যং শরণং গত্বা ভগবন্তং পিনাকিনম্ ।
মৃন্ময়ং স্থণ্ডিলং কৃত্বা মাল্যেনাপূজয়দ্‌ ভবম্ ॥৬৫

তচ্চ মাল্যং তদা পার্থঃ কিরাতশিরসিস্থিতম্ ।
অপশ্যৎ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠো হর্ষেণ প্রকৃতিং গতঃ ॥৬৬
পপাত পাদয়োস্তস্য ততঃ প্রীতোঽভবদ্‌ ভবঃ ।
উবাচ চৈনং বচসা মেঘগম্ভীরগীর্হরঃ ।
জাতবিস্ময়মালোক্য তপঃক্ষীণাঙ্গসংহতিম্ ॥৬৭

তখন ব্যাধরূপী মহাদেবও বজ্রতুল্য অতিদারুণ মুষ্টিদ্বারা অর্জ্জুনকে পীড়ন করিতে লাগিলেন ।৫৬

সেই সময়ে যুধ্যমান অর্জ্জুনের ও ব্যাধের মুষ্টি-প্রহার হইতে থাকায় ভয়ঙ্কর ‘চটচটা’-শব্দ হইতে লাগিল ।৫৭

বৃত্রাসুর ও ইন্দ্রের ন্যায় ব্যাধ ও অর্জ্জুনের সেই লোমহর্ষণ বাহুযুদ্ধ পূর্ণ একমুহূর্ত্তকাল চলিল ।৫৮

তাহার পর বলবান্ অর্জ্জুন বক্ষদ্বারা ব্যাধকে আঘাত করিলেন ; ব্যাধও বলপূর্ব্বক স্পন্দিতদেহ অর্জ্জুনকে প্রহার করিলেন ।৫৯

তাঁহাদের বাহুনিষ্পেষণে এবং বক্ষের সংঘর্ষে অঙ্গে যেন ধূমশালী কাষ্ঠাগ্নি উৎপন্ন হইল ।৬০

তাহার পর মহাদেব আপন অঙ্গদ্বারা অর্জ্জুনকে নিপীড়িত করিয়া তাঁহার চৈতন্য লোপ করিতে থাকিয়া ক্রোধে অধিকতেজে আক্রমণ করিলেন ।৬১

ভরতনন্দন ! তৎপরে অর্জ্জুন মহাদেবের অঙ্গে আবদ্ধ হইয়া, অতিপীড়িত গাত্রে একেবারে যেন সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন ।৬২

মহাদেবের অঙ্গদ্বারা দৃঢ় আবদ্ধ হওয়ায় অর্জ্জুনের শ্বাসরোধ হইয়া গেল ; তিনি নিষ্পন্দ হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন এবং তাঁহার প্রাণ যেন বাহির হইয়া গেল ।৬৩

তিনি মুহূর্ত্তকাল সেই ভাবে থাকিয়া, আবার চৈতন্যলাভ করত অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রক্তাক্ত-দেহে গাত্রোত্থান করিলেন ।৬৪

অর্জুন শরণাগতরক্ষক ভগবান্ মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়া, স্থণ্ডিলের উপরে তাঁহার মৃন্ময় প্রতিমা নির্ম্মাণ করত মালা দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন ।৬৫

তখন পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন সেই মালাটী ব্যাধেরই মস্তকে অবস্থিত দেখিলেন ; অমনি তিনি আনন্দে প্রকৃতিস্থ হইলেন ।৬৬

এবং কিরাতরূপী মহাদেবের চরণযুগলে পতিত হইলেন। তখন মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া অর্জ্জুনকে বিস্ময়াপন্ন ও তপঃক্ষীণাঙ্গ দেখিয়া মেঘগম্ভীর বাক্যে তাঁহাকে বলিলেন ।৬৭

ভব উবাচ।

ভো ভোঃ ফাল্গুন তুষ্টোঽস্মি কর্ম্মণাপ্রতিমেন তে।
শৌর্য্যেণানেন ধৃত্যা চ ক্ষত্রিয়ো নাস্তি তে সমঃ ॥৬৮
সমং তেজশ্চ বীর্য্যঞ্চ মমাদ্য তব চানঘ।
প্রীতস্তেঽহং মহাবাহো পশ্য মাং ভরতর্ষভ ॥৬৯

দদামি তে বিশালাক্ষ চক্ষুঃ পূর্ব ঋষির্ভবান্।
বিজেষ্যসি রণে শত্রূনপি সর্বান্ দিবৌকসঃ ॥৭০
প্রীত্যা চ তেঽহং দাস্যামি যদস্ত্রমনিবারিতম্।
ত্বং হি শক্তো মদীয়ং তদস্ত্রং ধারয়িতুং ক্ষণাৎ ॥৭১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো দেবং মহাদেবং গিরিশং শূলপাণিনম্।
দদর্শ ফাল্গুনস্তত্র সহ দেব্যা মহাদ্যুতিম্ ॥৭২

স জানুভ্যাং মহীং গত্বা শিরসা প্রণিপত্য চ।
প্রসাদয়ামাস হরং পার্থঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥৭৩

অর্জুন উবাচ।

কপর্দ্দিন্ সর্বভূতেশ ভগনেত্রনিপাতন !।
দেবদেব মহাদেব নীলগ্রীব জটাধর ! ॥৭৪

কারণানাঞ্চ পরমং জানে ত্বাং ত্র্যম্বকং বিভুম্।
দেবানাঞ্চ গতিং দেব ! ত্বৎপ্রসূতমিদং জগৎ ॥৭৫
অজেয়স্ত্বং ত্রিভির্লোকৈঃ সদেবাসুর-মানুষৈঃ।
শিবায় বিষ্ণুরূপায় বিষ্ণবে শিবরূপিণে।
দক্ষযজ্ঞবিনাশায় হরিভদ্রায় বৈ নমঃ ॥৭৬

ললাটাক্ষায় শর্বায় মীঢুষে শূলপাণয়ে।
পিনাকগোপ্ত্রে সূর্য্যায় মঙ্গল্যায় চ বেধসে ॥৭৭

মহাদেব বলিলেন—'অর্জ্জুন! অর্জ্জুন! আমি তোমার এই অতুলনীয় কর্মে সন্তুষ্ট হইয়াছি; বীরত্বে ও ধৈর্য্যগুণে তোমার তুল্য কোন ক্ষত্রিয় নাই।৬৮

হে নিষ্পাপ মহাবাহু ভরতশ্রেষ্ঠ! আজ আমার ও তোমার উৎসাহ এবং বল সমানই দেখিলাম; সুতরাং আমি তোমার উপরে সন্তুষ্ট হইয়াছি; তুমি আমার স্বরূপ দর্শন কর।৬৯

বিশালনয়ন! তুমি পূর্ব্বজন্মে ঋষি ছিলে, সুতরাং তোমাকে আমি দিব্য চক্ষু দিতেছি, আর তুমি যুদ্ধে সমস্ত শত্রুকে এবং সমস্ত দেবতাকেও জয় করিতে পারিবে।৭০

আমার যে অস্ত্র অন্য কেহই নিবারণ করিতে পারে নাই, আমি প্রীতিবশতঃ সেই অস্ত্র তোমাকে দান করিব; তুমি অচিরকালমধ্যেই আমার সেই অস্ত্র ধারণ করিতে পারিবে।৭১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তাহার পর অর্জ্জুন সেই স্থানে দেবী পার্ব্বতীর সহিত অত্যন্ত তেজস্বী, কৈলাসবাসী ও শূলপাণি মহাদেবকে দর্শন করিলেন।৭২

তখন শত্রুনগরবিজয়ী অর্জ্জুন জানুযুগল দ্বারা ভূতল স্পর্শ করিয়া এবং মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া স্তব দ্বারা মহাদেবকে প্রসন্ন করিতে লাগিলেন।৭৩

অর্জ্জুন বলিলেন,—'মহাদেব! আপনি জটাজূটধারী, সমস্ত প্রাণীর অধীশ্বর, তৃতীয় নয়ন দ্বারা কামদেবকে নিপাত করিয়াছেন, দেবতারও দেবতা এবং নীলকণ্ঠ।৭৪

দেব! আমি জানি যে, আপনি ব্রহ্মাদি সৃষ্টিকর্ত্তাদের মধ্যে প্রধান, ত্রিলোচন, সর্ব্বব্যাপক, দেবগণেরও গতি এবং এই সমগ্র জগৎ আপনারই উৎপাদিত।৭৫

আপনি—দেব, দানব ও মনুষ্যসমন্বিত ত্রিভুবনেরই অজেয়, আপনি বিষ্ণুরূপী শিব, আবার শিবরূপী বিষ্ণু এবং আপনি দক্ষযজ্ঞবিনাশকারী বীরভদ্র; সুতরাং আপনাকে নমস্কার করি।৭৬

প্রসাদয়ে ত্বাং ভগবন্ সর্বভূতমহেশ্বর।
গণেশং জগতঃ শম্ভুং লোককারণকারণম্ ॥৭৮
প্রধানপুরুষাতীতং পরং সূক্ষ্মতরং হরম্।
ব্যতিক্রমং মে ভগবন্ ক্ষন্তুমর্হসি শঙ্কর ॥৭৯
ভগবন্ দর্শনাকাঙ্ক্ষী প্রাপ্তোঽস্মীমং মহাগিরিম্।
দয়িতং তব দেবেশ তাপসালয়মুত্তমম্ ॥৮০
প্রসাদয়ে ত্বাং ভগবন্ সর্বলোকনমস্কৃতম্।
ন মে স্যাদপরাধোঽয়ং মহাদেবাতিসাহসাৎ ॥৮১
কৃতো ময়া যদজ্ঞানাদ্ বিমর্দোঽয়ং ত্বয়া সহ।
শরণং প্রতিপন্নায় তৎ ক্ষমস্বাদ্য শঙ্কর ॥৮২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তমুবাচ মহাতেজাঃ প্রহস্য বৃষভধ্বজঃ।
প্রগৃহ্য রুচিরং বাহুং ক্ষান্তমিত্যেব ফাল্গুনম্ ॥৮৩
পরিস্বজ্য চ বাহুভ্যাং প্রীতাত্মা ভগবান্ হরঃ।
পুনঃ পার্থং সান্ত্বপূর্বমুবাচ বৃষভধ্বজঃ ॥৮৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি কৈরাতপর্বণি মহাদেবস্তবে
একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৩৯

আপনি ললাটনেত্র, জগতের সংহারক ও উৎপাদক, শূলপাণি, পিনাকধনুর্দ্ধারী, সূর্য্যস্বরূপ, মঙ্গলকারক এবং বিধাতা। অতএব আপনাকে নমস্কার করি।৭৭

হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বজীবের মহেশ্বর। আপনি প্রমথগণের অধিপতি, জগতের মঙ্গলকারক, সৃষ্টিকর্ত্তাদেরও সৃষ্টিকর্ত্তা, প্রকৃতি-পুরুষেরও অতীত, সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং পরমসূক্ষ্ম তুরীয় ব্রহ্ম শিবস্বরূপ; আমি আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি। ভগবন্! শঙ্কর! আমি যে অপরাধ করিয়াছি, তাহা আপনি ক্ষমা করুন।৭৮-৭৯

দেবদেব! আমি আপনারই সাক্ষাৎকারের আকাঙ্ক্ষী হইয়া তপস্বীদিগের উত্তম আশ্রম এবং আপনার প্রীতিকর এই মহাপর্ব্বত হিমালয়ে আসিয়াছি।৮০

ভগবন্! আপনি সমগ্র জগতের নমস্কা সুতরাং আমি আপনাকে প্রসন্ন করিতে মহাদেব! অতিশয় সাহস করায় আমার এটা অপরাধ না হয়।৮১

শঙ্কর! আমি আপনার শরণাগত; সুত আমি আজ না বুঝিয়া আপনার সহিত যে সা করিয়াছি, তাহা আপনি ক্ষমা করুন।৮২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন মহাতেজস্বী মহা হাস্য করিয়া অর্জ্জুনের সুন্দর হাতখানি ধরি তাঁহাকে বলিলেন—'আমি তোমাকে ক্ষ করিয়াছি'।৮৩

ভগবান্ মহাদেব সন্তুষ্ট হইয়া বাহুযুগল অর্জ্জুনকে আলিঙ্গন করত আশ্বাসদানপূ পুনরায় অর্জ্জুনকে বলিলেন।৮৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত কৈরাতপর্ব্বে
মহাদেবস্তববিষয়ে একোনচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৩৯

চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[। অর্জুনায় বরং দত্ত্বা শ্রীভগবতঃ শঙ্করস্য স্বধামগমনম্।]

দেবদেব উবাচ।

নরস্ত্বং পূর্বদেহে বৈ নারায়ণসহায়বান্ ।
বদর্য্যাং তপ্তবানুগ্রং তপো বর্ষাযুতান্ বহূন্ ॥১
ত্বয়ি বা পরমং তেজো বিষ্ণৌ বা পুরুষোত্তমে ।
যুবাভ্যাং পুরুষাগ্র্যাভ্যাং তেজসা ধার্য্যতে জগৎ ॥২
শক্রাভিষেকে সুমহদ্ধনুর্জলদনিঃস্বনম্ ।
প্রগৃহ্য দানবাঃ শাস্তাস্ত্বয়া কৃষ্ণেন চ প্রভো ॥৩
তদেতদেব গাণ্ডীবং তব পার্থ করোচিতম্।
মায়ামাস্থায় যদ্ গ্রস্তং ময়া পুরুষসত্তম ॥৪
তূণৌ চাপ্যক্ষয়ৌ ভূয়স্তব পার্থ যথোচিতৌ ।
ভবিষ্যতি শরীরঞ্চ নীরুজং কুরুনন্দন ॥৫
প্রীতিমানস্মি তে পার্থ ভবান্ সত্যপরাক্রমঃ ।
গৃহাণ বরমস্মত্তঃ কাঙ্ক্ষিতং পুরুষোত্তম ॥৬
ন ত্বয়া পুরুষঃ কশ্চিৎ পুমান্ মর্ত্ত্যেষু মানদ ।
দিবি বা বর্ত্ততে ক্ষত্রং ত্বৎপ্রধানমরিন্দম ॥৭

অর্জুন উবাচ।

ভগবন্ দদাসি চেন্মহ্যং কামং প্রীত্যা বৃষধ্বজ ।
কাময়ে দিব্যমস্ত্রং তদ্ ঘোরং পাশুপতং প্রভো ॥৮
যৎ তদ্ ব্রহ্মশিরো নাম রৌদ্রং ভীমপরাক্রমম্ ।
যুগান্তে দারুণে প্রাপ্তে কৃৎস্নং সংহরতে জগৎ ॥৯
কর্ণ-ভীষ্ম-কৃপ-দ্রোণৈর্ভবিতা তু মহাহবঃ ।
ত্বৎ প্রসাদান্মহাদেব জয়েয়ং তান্ যথা যুধি ॥১০

চত্বারিংশ অধ্যায়।

[অর্জুনকে বরদান করিয়া শ্রীভগবান্ শঙ্করের স্বধামগমন।]

মহাদেব বলিলেন,—'অর্জ্জুন। তুমি পূর্ব্বজন্মে 'নর' নামে এক ঋষি ছিলে। তুমি বদরিকাশ্রমে নারায়ণের সখা হইয়া বহু অযুত-বৎসর যাবৎ ভয়ঙ্কর তপস্যা করিয়াছিলে।১

অর্জ্জুন। তোমাতে বা পুরুষশ্রেষ্ঠ নারায়ণে যে পরম তেজ রহিয়াছে, সেই তেজ দ্বারাই তোমরা দুই জনে জগৎ রক্ষা করিতেছ।২

হে প্রভাবসম্পন্ন অর্জ্জুন! ইন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের সময়ে তুমি এবং বিষ্ণু মেঘের ন্যায় গম্ভীরধ্বনিযুক্ত বিশাল একটী ধনু ধারণ করিয়া দানবগণকে নিবারণ করিয়াছিলে।৩

পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন। এই সেই গাণ্ডীব ধনু; ইহা তোমারই হস্তের যোগ্য। আমি মায়া করিয়া যে ধনুকে গ্রাস করিয়াছিলাম।৪

কুরুনন্দন। আর, সেই অক্ষয় তূণ দুইটি পুনরায় তোমারই হউক; ইহাও তোমারই যোগ্য এবং তোমার এই শরীরটীও রোগশূন্য হইবে।৫

পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন! তুমি যথার্থই পরাক্রমশালী; সুতরাং তোমার উপরে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। অতএব তুমি আমার নিকট হইতে অভীষ্ট বর গ্রহণ কর।৬

হে সম্মানপ্রদ অরিন্দম! মর্ত্ত্যলোকে তোমার তুল্য কোন পুরুষ নাই এবং স্বর্গেও তোমা অপেক্ষা প্রধান কোন ক্ষত্রিয় শক্তিশালী লোক নাই।৭

অর্জ্জুন বলিলেন,—'প্রভু বৃষধ্বজ! আপনি প্রীতিবশতঃ যদি আমাকে অভীষ্ট বর দান করেন, তবে আমি সেই ভয়ঙ্কর দিব্য পাশুপত অস্ত্র লইতে ইচ্ছা করি।৮

যে অস্ত্রের নাম—'ব্রহ্মশির', যাহা কেবল আপনারই আছে, যাহার পরাক্রম ভয়ঙ্কর এবং

দহেয়ং যেন সংগ্রামে দানবান্ রাক্ষসাংস্তথা ।
ভূতানি চ পিশাচাংশ্চ গন্ধর্বানথ পন্নগান্ ॥১১
যস্মিন্ শূলসহস্রাণি গদাশ্চোগ্রপ্রদর্শনাঃ ।
শরাশ্চাশীবিষাকারাঃ সম্ভবন্ত্যনুমন্ত্রিতে ॥১২
যুধ্যেয়ং যেন ভীষ্মেণ দ্রোণেন চ কৃপেণ চ ।
সূতপুত্রেণ চ রণে নিত্যং কটুকভাষিণা ॥১৩
এষ মে প্রথমঃ কামো ভগবন্ ভগনেত্রহন্ ।
ত্বৎপ্রসাদাদরীন্ হন্তুং সমর্থঃ স্যামহং যথা ॥১৪

ভব উবাচ ।

দদামি তেঽস্ত্রং দয়িতমহং পাশুপতং বিভো ।
সমর্থো ধারণে মোক্ষে সংহারে চাসি পাণ্ডব ॥১৫
নৈতদ্ বেদ মহেন্দ্রোঽপি ন যমো ন চ যক্ষরাট্ ।
বরুণোঽপ্যথবা বায়ুঃ কুতো বেৎস্যন্তি মানবাঃ ॥১৬
ন ত্বেতৎ সহসা পার্থ মোক্তব্যং পুরুষে ক্বচিৎ ।
জগদ্ বিনির্দহেদেতদল্পতেজসি পাতিতম্ ॥১৭
অবধ্যো নাম নাস্ত্যত্র ত্রৈলোক্যে সচরাচরে ।
মনসা চক্ষুষা বাচা ধনুষা চ নিপাতয়েৎ ॥১৮

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তচ্ছ্রুত্বা ত্বরিতঃ পার্থঃ শুচির্ভূত্বা সমাহিতঃ ।
উপসংগম্য বিশ্বেশমধীষ্বেত্যথ সোঽব্রবীৎ ॥১৯
ততস্ত্বধ্যাপয়ামাস সরহস্যনিবর্ত্তনম্ ।
তদস্ত্রং পাণ্ডবশ্রেষ্ঠং মূর্ত্তিমন্তমিবান্তকম্ ॥২০

যাহা দারুণ প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে সমগ্র জগৎকেই সংহার করিয়া থাকে ।৯

মহাদেব! ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও কর্ণের সহিত আমার মহাযুদ্ধ হইবে; সেই যুদ্ধে যেন আমি আপনার অনুগ্রহে তাঁহাদিগকে জয় করিতে পারি ।১০

আপনি আমাকে সেই অস্ত্র প্রদান করুন, যে অস্ত্রদ্বারা আমি যুদ্ধে দানব, রাক্ষস, ভূত, পিশাচ, গন্ধর্ব্ব ও নাগদিগকে দগ্ধ করি সমর্থ হইব ।১১

যে অস্ত্র অভিমন্ত্রিত করিলে, তাহা হইতে সহস্র সহস্র শূল, ভয়ঙ্কর গদা এবং সর্পাকৃতি বাণসমূহ আবির্ভূত হইয়া থাকে ।১২

যে অস্ত্র দ্বারা আমি—ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও সর্ব্বদা কটুভাষী সূতপুত্র কর্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিব ।১৩

ভগবন্ কামনাশক! ইহাই আমার প্রথম কামনা যে, যাহাতে আমি আপনার অনুগ্রহে শত্রুসংহারে সমর্থ হই ।১৪

মহাদেব বলিলেন,—প্রভাবশালী পাণ্ডব! আমার প্রিয় ‘পাশুপত’ অস্ত্র আমি তোমাকে দান করিব। কেন না, তুমি তাহা ধারণ, প্রয়োগ ও উপসংহার করিতে সমর্থ ।১৫

ইন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ, কিংবা বায়ুও এ অস্ত্র জানেন না, সুতরাং মানুষেরা জানিবে কি করিয়া ?১৬

অর্জ্জুন! তুমি সহসা কোন লোকের উপরে এ অস্ত্র নিক্ষেপ করিও না ; কারণ, দুর্বলের উপরে নিক্ষেপ করিলে, এ অস্ত্র জগৎটাকেই দগ্ধ করিবে ।১৭

স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ত্রিভুবনের মধ্যে কোন প্রাণীই এই অস্ত্রের অবধ্য নাই। বিশেষতঃ এই অস্ত্র—মন, নয়ন, বাক্য ও ধনুদ্বারা নিক্ষেপ করা যায় ।১৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই কথা শ্রবণ করত অর্জ্জুন পবিত্র ও একাগ্রচিত্ত হইয়া সত্বর মহাদেবের নিকট যাইয়া বলিলেন—‘এই পাশুপত অস্ত্রের উপদেশ করুন’ ।১৯

তাহার পর মহাদেব মন্ত্র, সঙ্কেত ও উপসংহারের সহিত মূর্ত্তিমান্ যমের ন্যায় সেই পাশুপত অস্ত্র অর্জ্জুনকে উপদেশ করিলেন ।২০

উপতস্থে চ তৎ পার্থং যথা ত্র্যক্ষমুমাপতিম্।
প্রাতজগ্রাহ তচ্চাপি প্রীতিমানর্জুনস্তদা ॥২১

ততশ্চচাল পৃথিবী সপর্বত-বনদ্রুমা।
সসাগর-বনোদ্দেশা সগ্রাম-নগরাকরা ॥২২

শঙ্খ-দুন্দুভিঘোষাশ্চ ভেরীণাঞ্চ সহস্রশঃ।
তস্মিন্ মুহূর্ত্তে সম্প্রাপ্তে নির্ঘাতশ্চ মহানভূৎ ॥২৩

অথাস্ত্রং জাজ্বলদ্ঘোরং পাণ্ডবস্যামিতৌজসঃ।
মূর্ত্তিমদ্ বৈ স্থিতং পার্শ্বে দদৃশুর্দেব-দানবাঃ ॥২৪

স্পৃষ্টস্য ত্র্যম্বকেণাথ ফাল্গুনস্যামিতৌজসঃ।
যৎ কিঞ্চিদশুভং দেহে তৎ সর্বং নাশমীয়িবৎ ॥২৫

স্বর্গং গচ্ছেত্যনুজ্ঞাতস্ত্র্যম্বকেণ তদার্জুনঃ।
প্রণম্য শিরসা রাজন্ প্রাঞ্জলির্দেবমৈক্ষত ॥২৬

ততঃ প্রভুস্ত্রিদিবনিবাসিনাং বশী
মহাদ্যুতির্গিরিশ উমাপতিঃ শিবঃ।
ধনুর্মহদ্ দিতিজ-পিশাচসূদনং
দদৌ ভবঃ পুরুষবরায় গাণ্ডিবম্ ॥২৭

ততঃ শুভং গিরিবরমীশ্বরস্তদা
সহোময়া সিততটসানুকন্দরম্।
বিহায় তং পতগমহর্ষিসেবিতং
জগাম খং পুরুষবরস্য পশ্যতঃ ॥২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি কৈরাতপর্বাণ শিবপ্রস্থানে
চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪০

তখন সেই পাশুপত অস্ত্র শিবের যেমন অনুগত ছিল, অর্জ্জুনেরও তেমনই অনুগত হইল; অর্জ্জুনও সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে গ্রহণ করিলেন।২১

তাহার পর পর্ব্বত, বন, বৃক্ষ, সমুদ্র, বনসন্নিহিত স্থান, গ্রাম, নগর ও খনির সহিত সমগ্র পৃথিবী তখন কাঁপিতে লাগিল।২২

আর সেই সময়ে সহস্র সহস্র শঙ্খ, দুন্দুভি ও ভেরীর শব্দ এবং আকাশে ভয়ঙ্কর নির্ঘাতের শব্দ (বায়ুর পরস্পর প্রবল আঘাত জনিত ঘোর শব্দ) হইল।২৩

তদনন্তর সেই ভয়ঙ্কর পাশুপত অস্ত্র মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক অমিততেজা অর্জুনের পার্শ্বে থাকিয়া অত্যন্ত জ্বলিতে লাগিল; তাহা দেবগণ ও দানবগণ দর্শন করিলেন।২৪

তাহার পর মহাদেব অমিততেজা অর্জ্জুনের অঙ্গ স্পর্শ করিলে, অর্জুনের শরীরে পূর্ব্বে যে কিছু ক্ষত বা বেদনা হইয়াছিল, সে সমস্তই তিরোহিত হইল।২৫

তৎপরে মহাদেব অনুমতি করিলেন যে—'অর্জ্জুন! তুমি স্বর্গে গমন কর'। তখন অর্জ্জুন মস্তকদ্বারা মহাদেবকে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।২৬

তদনন্তর দেবতাদের অধীশ্বর, চিরস্বাধীন, মহাতেজা, কৈলাসবাসী, উমাপতি ও জগতের মঙ্গলকারী মহাদেব দৈত্য ও পিশাচগণের দমনকারী বিশাল সেই গাণ্ডীবধনু অর্জ্জুনের হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন।২৭

তাহার পর যে হিমালয়ের উন্নতাবনত স্থান, সমতল ভূমি ও গুহাসকল শুভ্রবর্ণ এবং যে হিমালয় পক্ষিগণ ও মহর্ষিগণের আশ্রয়, সেই মঙ্গলময় হিমালয় পরিত্যাগ করিয়া তখনই মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত আকাশে চলিয়া গেলেন; আর অর্জুন সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।২৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত কৈরাতপর্ব্বে
শিবপ্রস্থানে চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৪০

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[অর্জ্জুনসমীপে দিক্‌পালানামাগমনম্, তস্মৈ দিব্যাস্ত্রসমূহদানম্, স্বর্গং গন্তুং দেবরাজস্যার্জ্জুনায়াদেশপ্রদানঞ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তস্য সম্পশ্যতস্ত্বেব পিনাকী বৃষভধ্বজঃ ।
জগামাদর্শনং ভানুর্লোকস্তেবাস্তমীয়িবান্ ॥১
ততোঽর্জ্জুনঃ পরং চক্রে বিস্ময়ং পরবীরহা ।
ময়া সাক্ষান্মহাদেবো দৃষ্ট ইত্যেব ভারত ॥২
ধন্যোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি যন্ময়া ত্র্যম্বকো হরঃ ।
পিনাকী বরদো রূপী দৃষ্টঃ স্পৃষ্টশ্চ পাণিনা ॥৩
কৃতার্থং চাবগচ্ছামি পরমাত্মানমাহবে ।
শত্রূংশ্চ বিজিতান্ সর্বান্ নির্বৃত্তঞ্চ প্রয়োজনম্ ॥৪
ইত্যেবং চিন্তয়ানস্য পার্থস্যামিততেজসঃ ।
ততো বৈদূর্য্যবর্ণাভো ভাসয়ন্ সর্বতো দিশঃ ॥
যাদোগণবৃতঃ শ্রীমানাজগাম জলেশ্বরঃ ॥৫
নাগৈর্নদৈর্নদীভিশ্চ দৈত্যৈঃ সাধ্যৈশ্চ দৈবতৈঃ ।
বরুণো যাদসাং ভর্ত্তা বশীতং দেশমাগমৎ ॥৬
অথ জাম্বূনদবপুর্বিমানেন মহার্চিষা ।
কুবেরঃ সমনুপ্রাপ্তো যক্ষৈরনুগতঃ প্রভুঃ ॥৭
বিদ্যোতয়ন্নিবাকাশমদ্ভুতোপমদর্শনঃ ।
ধনানামীশ্বরঃ শ্রীমানর্জ্জুনং দ্রষ্টুমাগতঃ ॥৮
তথা লোকান্তকৃচ্ছ্রীমান্ যমঃ সাক্ষাৎ প্রতাপবান্ ।
মর্ত্ত্যমূর্ত্তিধরৈঃ সার্দ্ধং পিতৃভির্লোকভাবনৈঃ ॥৯
দণ্ডপাণিরচিন্ত্যাত্মা সর্বভূতবিনাশকৃৎ ।
বৈবস্বতো ধর্মরাজো বিমানেনাবভাসয়ন্ ॥১০
ত্রীল্লোকান্ গুহ্যকাংশ্চৈব গন্ধর্বাংশ্চ সপন্নগান্ ।
দ্বিতীয় ইব মার্ত্তণ্ডো যুগান্তে সমুপস্থিতে ॥১১

একচত্বারিংশ অধ্যায় ।

[অর্জ্জুনের নিকটে দিক্‌পালগণের আগমন, তাঁহাকে দিব্যাস্ত্রসমূহ দান এবং স্বর্গে গমন করিবার জন্য দেবরাজ ইন্দ্রের অর্জ্জুনকে আদেশ প্রদান ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সমস্ত লোকের দৃষ্টির গোচরে যেমন অস্তাচলগত সূর্য্য তাহাদের দৃষ্টির অগোচর হইয়া পড়েন ; সেইরূপ অর্জ্জুনের দৃষ্টির গোচরে মহাদেব তাঁহার দৃষ্টির অগোচর হইয়া পড়িলেন ।১

ভরতনন্দন। তাহার পর 'আমি মহাদেবকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইয়াছি' ইহা ভাবিয়া বিপক্ষবীরহন্তা অর্জ্জুন অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন ।২

(আর ভাবিলেন)—'আমি ধন্য হইয়াছি এবং অনুগৃহীত হইয়াছি। যেহেতু ত্রিলোচন, পিনাকধারী ও বরদাতা মূর্ত্তিমান্ মহাদেবকে আমি দেখিতে পাইয়াছি এবং হস্তদ্বারা স্পর্শ করিতে পারিয়াছি ।৩

আর আপনাকে অত্যন্ত কৃতার্থ বলিয়া মনে করিতেছি, যুদ্ধে সকল শত্রুকেই বিজিত বলিয়া সম্ভাবনা করিতেছি এবং সমস্ত প্রয়োজনই সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া ধারণা করিতেছি ।৪

অমিততেজা অর্জ্জুন এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় বৈদূর্য্যমণির ন্যায় শ্যামবর্ণ মনোহরমূর্ত্তি বরুণ জলজন্তুগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, সমস্ত দিক্ আলোকিত করিয়া আগমন করিলেন ।৫

জলজন্তুপতি ও সংযতচিত্ত বরুণ সর্প, নদ, নদী, দৈত্য, সাধ্য ও দেবগণের সহিত ক্রমে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন ।৬

তাহার পর সুবর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণ কুবের অত্যুজ্জ্বল বিমানে আরোহণ করিয়া উপস্থিত হইলেন ; তাঁহার পিছনে পিছনে যক্ষগণও আসিলেন ।৭

তখন ঐন্দ্রজালিক পুরুষের ন্যায় অদ্ভুতদর্শন ও মনোহরমূর্ত্তি কুবের আকাশমণ্ডলকে উদ্ভাসিত করিতে করিতেই যেন অর্জ্জুনকে দেখিতে আসিলেন ।৮

তদনন্তর জগৎসংহারকারী, মনোহরমূর্ত্তি

তে ভানুমন্তি চিত্রাণি শিখরাণি মহাগিরেঃ।
সমাস্থায়ার্জুনং তত্র দদৃশুস্তপসান্বিতম্ ॥ ১২

ততো মুহূর্ত্তাদ্ ভগবানৈরাবতশিরোগতঃ।
আজগাম সহেন্দ্রাণ্যা শক্রঃ সুরগণৈর্বৃতঃ ॥১৩

পাণ্ডুরেণাতপত্রেণ ধ্রিয়মাণেন মূর্ধনি।
শুশুভে তারকারাজঃ সিতমভ্রমিব স্থিতঃ ॥১৪

সংস্তূয়মানো গন্ধর্বৈর্ঋষিভিশ্চ তপোধনৈঃ।
শৃঙ্গং গিরেঃ সমাসাদ্য তস্থৌ সূর্য্য ইবোদিতঃ ॥১৫

অথ মেঘস্বনো ধীমান্ ব্যাজহার শুভাং গিরম্।
যমঃ পরমধর্মজ্ঞো দক্ষিণাং দিশমাস্থিতঃ ॥১৬

অর্জুনার্জুন পশ্যাস্মাঁল্লোকপালান্ সমাগতান্।
দৃষ্টিং তে বিতরামোঽদ্য ভবানর্হতি দর্শনম্ ॥১৭

পূর্বর্ষিরমিতাত্মা ত্বং নরো নাম মহাবলঃ।
নিয়োগাদ্ ব্রহ্মণস্তাত মর্ত্যতাং সমুপাগতঃ ॥১৮

ত্বয়া চ বসুসম্ভূতো মহাবীর্য্যঃ পিতামহঃ।
ভীষ্মঃ পরমধর্মাত্মা সংসাধ্যশ্চ রণেঽনঘ ॥১৯

ক্ষত্রং চাগ্নিসমস্পর্শং ভারদ্বাজেন রক্ষিতম্।
দানবাশ্চ মহাবীর্য্যা যে মনুষ্যত্বমাগতাঃ।
নিবাতকবচাশ্চৈব দানবাঃ কুরুনন্দন ॥২০

পিতুর্মমাংশো দেবস্য সর্বলোকপ্রতাপিনঃ।
কর্ণশ্চ সুমহাবীর্য্যস্ত্বয়া বধ্যো ধনঞ্জয় ॥২১

প্রতাপশালী, দণ্ডধারী, অচিন্তনীয়স্বভাব, এবং সমস্তপ্রাণিবিনাশক সূর্য্যনন্দন ধর্ম্মরাজ যম মূর্ত্তিমান্ হইয়া মনুষ্যমূর্ত্তি ও মঙ্গলকারী পিতৃগণের সহিত বিমানে আরোহণ করত যক্ষলোক, গন্ধর্ব্বলোক ও নাগলোক উদ্ভাসিত করিয়া প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় আগমন করিলেন।৯-১১

তাঁহারা আসিয়া হিমালয়ের উজ্জ্বল ও বিচিত্র শৃঙ্গসমূহে অবস্থান করিয়া তপস্বী অর্জুনকে দর্শন করিলেন।১২

তাহার পর মুহূর্ত্তকালমধ্যেই ভগবান্ ইন্দ্র দেবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ঐরাবতহস্তীতে আরোহণ করত শচীদেবীর সহিত আগমন করিলেন।১৩

তাঁহার মস্তকের উপরে একটী শ্বেতবর্ণ ছত্র ধারণ করা হইয়াছিল; তাহাতে তিনি শুভ্রবর্ণ মেঘের নিম্নবর্ত্তী চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন।১৪

তখন গন্ধর্ব্ব, ঋষি ও তপস্বিগণ তাঁহার স্তব করিতেছিলেন, এই অবস্থায় ইন্দ্র হিমালয়ের শৃঙ্গে আসিয়া উদিত সূর্য্যের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।১৫

তাহার পর দক্ষিণদিকের অধিপতি পরমধর্ম্মজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্ যম মেঘের ন্যায় গম্ভীরস্বরে মনোহর বাক্য বলিতে লাগিলেন।১৬

'অর্জুন! অর্জুন! তুমি আমাদিগকে দর্শন কর, আমরা দিক্‌পালেরা আগমন করিয়াছি। আজ আমরা তোমাকে দিব্য দৃষ্টি দান করিলাম; কেন না, তুমি আমাদের দর্শন লাভ করিবার যোগ্য।১৭

বৎস! তুমি পূর্ব্বজন্মে 'নর' নামে মহাবল ও অমিতপ্রভাব ঋষি ছিলে; তা'র পর ব্রহ্মার আদেশে মনুষ্য হইয়া জন্মিয়াছ।১৮

হে নিষ্পাপ! তোমাদের পিতামহ, বসুর অংশ হইতে উৎপন্ন, মহাবল ও পরমধার্ম্মিক ভীষ্মকে তুমি যুদ্ধে জয় করিতে পারিবে।১৯

আর দ্রোণরক্ষিত অগ্নির তুল্য তেজস্বী ক্ষত্রিয়দিগকে, যে সকল মহাবল দানব মনুষ্য হইয়া জন্মিয়াছে, তাহাদিগকে এবং নিবাতকবচগণকেও তুমি যুদ্ধে জয় করিবে।২০

হে ধনঞ্জয়! সমস্ত জগতের তাপদাতা আমার পিতৃদেব সূর্য্যের অংশস্বরূপ মহাবল কর্ণকেও তুমি বধ করিবে।২১

অংশাশ্চ ক্ষিতিসম্প্রাপ্তা দেব-দানব-রক্ষসাম্ ।
ত্বয়া নিপাতিতা যুদ্ধে স্বকর্মফলনির্জিতাম্ ॥২২
গতিং প্রাপ্স্যন্তি কৌন্তেয় যথাস্বমরিকর্ষণ ।
অক্ষয়া তব কীর্ত্তিশ্চ লোকে স্থাস্যতি ফাল্গুন ॥২৩
ত্বয়া সাক্ষান্মহাদেবস্তোষিতো হি মহামৃধে ।
লঘ্বী বসুমতী চাপি কর্ত্তব্যা বিষ্ণুনা সহ ॥২৪
গৃহাণাস্ত্রং মহাবাহো দণ্ডমপ্রতিবারণম্ ।
অনেনাস্ত্রেণ সুমহৎ ত্বং হি কর্ম করিষ্যসি ॥২৫

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

প্রতিজগ্রাহ তৎ পার্থো বিধিবৎ কুরুনন্দন ।
সমন্ত্রং সোপচারঞ্চ সমোক্ষং সনিবর্তনম্ ॥২৬

ততো জলধরশ্যামো বরুণো যাদসাং পতিঃ ।
পশ্চিমাং দিশমাস্থায় গিরমুচ্চারয়ন্ প্রভুঃ ॥২৭
পার্থ ক্ষত্রিয়মুখ্যস্ত্বং ক্ষত্রধর্মে ব্যবস্থিতঃ ।
পশ্য মাং পৃথুতাম্রাক্ষ বরুণোঽস্মি জলেশ্বরঃ ॥২৮
ময়া সমুদ্যতান্ পাশান্ বরুণাননিবারিতান্ ।
প্রতিগৃহ্নীষ কৌন্তেয় সরহস্যনিবর্ত্তনান্ ॥২৯
এভিস্তদা ময়া বীর সংগ্রামে তারকাময়ে ।
দৈতেয়ানাং সহস্রাণি সংযতানি মহাত্মনাম্ ॥৩০
তস্মাদিমান্ মহাসত্ত্ব মৎপ্রসাদসমুত্থিতান্ ।
গৃহাণ ন হি তে মুচ্যেদন্তকোঽপ্যাততায়িনঃ ॥৩১
অনেন ত্বং যদাস্ত্রেণ সংগ্রামে বিচরিষ্যসি ।
তদা নিঃক্ষত্রিয়া ভূমির্ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥৩২

শত্রুনাশক কুন্তীনন্দন অর্জুন। দেব, দানব ও রাক্ষসগণের যে সকল অংশ পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে, তুমি তাহাদিগকে যুদ্ধে নিপাত করিবে; তৎপরে তাহারা নিজ নিজ কর্ম্ম অনুসারে নিজ নিজ যোগ্য গতি লাভ করিবে এবং তোমারও অক্ষয় কীর্ত্তি জগতে থাকিয়া যাইবে।২২-২৩

তুমি মহাযুদ্ধে সাক্ষাৎ মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়াছ এবং কৃষ্ণরূপী বিষ্ণুর সহিত মিলিত হইয়া পৃথিবীকে ভারশূন্যা করিবে।২৪

মহাবাহু! বিপক্ষীয়গণ যাহা বারণ করিতে পারে না, তুমি আমার সেই দণ্ড অস্ত্র গ্রহণ কর; তুমি এই অস্ত্র দ্বারা গুরুতর কার্য্য সাধন করিতে পারিবে।২৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তাহার পর অর্জুন মন্ত্র, ইতিকর্ত্তব্যতা, প্রয়োগ ও উপসংহারের সহিত যথাবিধানে এই অস্ত্র গ্রহণ করিলেন।২৬

তদনন্তর পশ্চিমদিকের অধিপতি জলজন্তুগণের অধীশ্বর এবং মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ বরুণ এই কথা বলিলেন—। ২৭

'অর্জুন। তুমি ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম্মে অবস্থান করিতেছ; সুতরাং তুমি আমাকে দর্শন কর; হে বিশালতাম্রনয়ন। আমি জলাধিপতি বরুণ।২৮

কুন্তীনন্দন! শত্রুগণ যাহা বারণ করিতে পারে না, সেই বারুণপাশ আমি দান করিবার জ আনিয়াছি; মন্ত্র, সঙ্কেত ও উপসংহারের উপায়ের সহিত তুমি ইহা গ্রহণ কর।২৯

বীর! সেই সময়ে তারকাসুরের যুদ্ধে আমি এই পাশ দ্বারা সহস্র সহস্র মহাবল দৈত্যকে বন্ধ করিয়াছিলাম।৩০

অতএব মহাবল! আমার প্রসন্নতানিবন্ধন উপস্থিত এই পাশাস্ত্র তুমি গ্রহণ কর; ইহার প্রভাবে তোমার হাত হইতে যমও মুক্তি পাইবে না।৩১

তুমি যখন এই অস্ত্র লইয়া যুদ্ধে বিচরণ করিবে, তখন পৃথিবী ক্ষত্রিয়শূন্য হইবে; এ বিষয়ে কো সন্দেহ নাই।৩২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ কৈলাসনিলয়ো ধনাধ্যক্ষোঽভ্যভাষত।
দত্তেষস্ত্রেষু দিব্যেষু বরুণেন যমেন চ ॥৩৩

প্রীতোঽহমপি তে প্রাজ্ঞ পাণ্ডবেয় মহাবল।
ত্বয়া সহ সমাগম্য অজিতেন তথৈব চ ॥৩৪

সব্যসাচিন্ মহাবাহো পূর্বদেব সনাতন।
সহাস্মাভির্ভবান্ শ্রান্তঃ পুরাকল্পেষু নিত্যশঃ ॥৩৫

দর্শনাৎ তে ত্বিদং দিব্যং প্রদিশামি নরর্ষভ।
অমনুষ্যান্ মহাবাহো দুর্জয়ানপি জেষ্যসি ॥৩৬

মত্তশ্চৈব ভবানাশু গৃহ্ণাত্বস্ত্রমনুত্তমম্।
অনেন ত্বমনীকানি ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য ধক্ষ্যসি ॥৩৭

তদিদং প্রতিগৃহ্লীষ্ব অন্তর্ধানং প্রিয়ং মম।
ওজস্তেজোদ্যুতিকরং প্রস্বাপনমরাতিনুৎ ॥৩৮

মহাত্মনা শঙ্করেণ ত্রিপুরং নিহতং যদা।
তদৈতদস্ত্রং নির্মুক্তং যেন দগ্ধা মহাসুরাঃ ॥৩৯

ত্বদর্থমুদ্যতং চেদং ময়া সত্যপরাক্রম।
ত্বমর্হো ধারণে চাস্য মেরুপ্রতিমগৌরব ॥৪০

ততোঽর্জুনো মহাবাহুর্বিধিবৎ কুরুনন্দনঃ।
কৌবেরমধিজগ্রাহ দিব্যমস্ত্রং মহাবলঃ ॥৪১

ততোঽব্রবীদ্ দেবরাজঃ পার্থমক্লিষ্টকারিণম্।
সান্ত্বয়ন্ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা মেঘদুন্দুভিনিঃস্বনঃ ॥৪২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—যম ও বরুণ দিব্য অস্ত্রসমূহ প্রদান করিলে, তাহার পর কৈলাসবাসী কুবের কহিলেন।৩৩

প্রাজ্ঞ মহাবল পাণ্ডুনন্দন। তুমি যুদ্ধে অপরাজিত; সুতরাং তোমার সহিত সম্মিলত হইয়া আমিও যম এবং বরুণের মতই সন্তুষ্ট হইয়াছি।৩৪

সব্যসাচিন্। মহাবাহু। সনাতন! পূর্ব্বদেব (নরায়ণসখ)। তুমি পূর্ব্বজন্মে আমাদের সহিত মিলিত হইয়া নিত্যই তপস্যায় পরিশ্রান্ত থাকিতে।৩৫

মহাবাহু নরশ্রেষ্ঠ। তোমাকে দর্শন করিয়াই এই দিব্য অস্ত্র দান করিতেছি; তুমি ইহা দ্বারা দুর্জ্জয় দৈত্যপ্রভৃতিকেও জয় করিতে পারিবে।৩৬

তুমি আমার নিকট হইতে এই সর্ব্বোৎকৃষ্ট অস্ত্র সত্বর গ্রহণ কর; ইহা দ্বারা তুমি দুর্য্যোধনের সৈন্য দগ্ধ করিতে পারিবে।৩৭

এই অস্ত্র—মানসিক বল, দৈহিক বল ও শরীরের কান্তি উৎপাদন করে, বিপক্ষের চৈতন্য লোপ করে, অতএব শত্রুপক্ষকে পরাভূতই করে। সুতরাং আমার প্রিয় এই 'অন্তর্দ্ধান' নামক প্রসিদ্ধ অস্ত্র গ্রহণ কর।৩৮

মহাত্মা মহাদেব যখন ত্রিপুরাসুরের তিনটী পুর(নগর)কে বিনষ্ট করেন, তখন তিনি এই অস্ত্রই নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; যাহাতে মহাসুরগণও দগ্ধ হইয়াছিল।৩৯

হে সত্যপরাক্রম! তোমার গুরুত্ব সুমেরু-পর্ব্বতেরই তুল্য; সুতরাং তুমি এই অস্ত্র ধারণ করিবার যোগ্য এবং তোমার জন্যই আমি এই অস্ত্র উপস্থিত করিয়াছি।৪০

তাহার পর মহাবাহু ও মহাবল কুরুনন্দন অর্জ্জুন যথাবিধানে কুবেরের সেই দিব্য অস্ত্র গ্রহণ করিলেন।৪১

কুন্তীমাতর্মহাবাহো ত্বমীশানঃ পুরাতনঃ।
পরাং সিদ্ধিমনুপ্রাপ্তঃ সাক্ষাদ্ দেবগতিং গতঃ ॥৪৩
দেবকার্য্যস্তু সুমহৎ ত্বয়া কার্য্যমরিন্দম।
আরোঢ়ব্যস্ত্বয়া স্বর্গঃ সজ্জীভব মহাদ্যুতে ॥৪৪
রথো মাতলিসংযুক্ত আগন্তা ত্বৎকৃতে মহীম্।
তত্র তেঽহং প্রদাস্যামি দিব্যান্যস্ত্রাণি কৌরব ॥৪৫
তান্ দৃষ্ট্বা লোকপালাংস্তু সমেতান্ গিরিমূর্ধনি।
জগাম বিস্ময়ং ধীমান্ কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয় ॥৪৬
ততোঽর্জুনো মহাতেজা লোকপালান্ সমাগতান্।
পূজয়ামাস বিধিবদ্ বাগ্ভিরদ্ভিঃ ফলৈরপি ॥৪৭

ততঃ প্রতিযযুর্দেবাঃ প্রতিমান্য ধনঞ্জয়ম্।
যথাগতেন বিবুধাঃ সর্বে কামমনোজবাঃ ॥৪৮
ততোঽর্জুনো মুদং লেভে লব্ধাস্ত্রঃ পুরুষর্ষভঃ।
কৃতার্থমথ চাত্মানং স মেনে পূর্ণমানসম্ ॥৪৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি কৈরাতপর্বণি দেবপ্রস্থানে
একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪১

তদনন্তর দেবরাজ কোমল বাক্যে অনায়াসে মহৎকর্মকারী অর্জুনকে আশ্বস্ত করিয়া মেঘ ও দুন্দুভির ন্যায় গম্ভীরস্বরে বলিলেন।৪২

মহাবাহু কুন্তীনন্দন! তুমি সনাতন ঈশ্বরের অংশ; তা'র পর আবার এই তপস্যা দ্বারা পরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছ, এমন কি সাক্ষাৎ দেবত্ব পাইয়াছ।৪৩

অতএব মহাতেজা অরিন্দম! তোমায় সুমহৎ দেবকার্য্য করিবার জন্য স্বর্গলোকে আরোহণ করিতে হইবে; তাহার জন্য সজ্জিত হও।৪৪

কুরুনন্দন! তোমার জন্য মাতলিচালিত রথ ভূতলে আসিবে। সেই স্বর্গলোকেই আমি তোমাকে স্বর্গীয় অস্ত্রসকল দান করিব।৪৫

বুদ্ধিমান্ কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন হিমালয়ের উপ সম্মিলিত লোকপাল দেবগণকে দেখিয়া বিস্ময়াপ হইলেন।৪৬

তাহার পর মহাতেজা অর্জ্জুন বাক্য, জল ফল দ্বারা সমাগত দিক্‌পালগণকে যথাবিধানে পূ করিলেন।৪৭

তদনন্তর মনের ন্যায় অতিশয় বেগশালী বিশেষজ্ঞানী দেবতারা সকলে অর্জ্জুনের প্রতি সম্মা দেখাইয়া যথাস্থানে ফিরিয়া গেলেন।৪৮

তৎপরে পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন অস্ত্রলাভ করি আনন্দিত হইলেন এবং অভিলাষ পূর্ণ হইয়া বলিয়া আপনাকে কৃতার্থ মনে করিলেন।৪৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত কৈরাতপর্ব্বে দেবপ্রস্থানে একচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৪১

(ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্ব্ব।)

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনস্য স্বর্গলোকগমনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

গতেষু লোকপালেষু পার্থঃ শত্রুনিবর্হণঃ।
চিন্তয়ামাস রাজেন্দ্র দেবরাজরথং প্রতি ॥১
ততশ্চিন্তয়মানস্য গুড়াকেশস্য ধীমতঃ।
রথো মাতলিসংযুক্ত আজগাম মহাপ্রভঃ ॥২
নভো বিতিমিরং কুর্বন্ জলদান্ পাটয়ন্নিব।
দিশঃ সম্পূরয়ন্ নাদৈর্মহামেঘরবোপমৈঃ ॥৩
অসয়ঃ শক্তয়ো ভীমা গদাশ্চোগ্রপ্রদর্শনাঃ।
দিব্যপ্রভাবাঃ প্রাসাশ্চ বিদ্যুতশ্চ মহাপ্রভাঃ ॥৪
তথৈবাশনয়শ্চৈব চক্রযুক্তাস্তুলাগুড়াঃ।
বায়ুস্ফোটাঃ সনির্ঘাতা মহামেঘস্বনাস্তথা ॥৫
তত্র নাগা মহাকায়া জ্বলিতাস্যাঃ সুদারুণাঃ।
সিতাভ্রকূটপ্রতিমাঃ সংহতাশ্চ তথোপলাঃ ॥৬
দশ রাজন্ সহস্রাণি হরীণাং বাতরংহসাম্।
বহন্তি যং নেত্রমুষং দিব্যং মায়াময়ং রথম্ ॥৭
তত্রাপশ্যন্মহানীলং বৈজয়ন্তং মহাপ্রভম্।
ধ্বজমিন্দীবরশ্যামং বংশং কনকভূষণম্ ॥৮
তস্মিন্ রথে স্থিতং সূতং তপ্তহেমবিভূষিতম্।
দৃষ্ট্বা পার্থো মহাবাহুর্দেবমেবান্বতর্কয়ৎ ॥৯
তথা তর্কয়তস্তস্য ফাল্গুনস্যাথ মাতলিঃ।
সন্নতঃ প্রস্থিতো ভূত্বা বাক্যমর্জুনমব্রবীৎ ॥১০

মাতলিরুবাচ।

ভো ভোঃ শক্রাত্মজ শ্রীমান্ শক্রস্ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছতি।
আরোহতু ভবান্ শীঘ্রং রথমিন্দ্রস্য সম্মতম্ ॥১১

(ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্ব্ব।)

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়।

[অর্জ্জুনের স্বর্গলোকগমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ জনমেজয়! দিক্‌পালগণ চলিয়া গেলে, শত্রুবিজয়ী অর্জ্জুন ইন্দ্রের রথের বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন।১

নিদ্রাজয়ী বুদ্ধিমান্ অর্জ্জুন যখন চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময়ে মহামেঘের শব্দের তুল্য গম্ভীরশব্দে সমস্ত দিক্ পরিপূর্ণ করিয়া, মেঘসমূহকে যেন বিদীর্ণ করিতে থাকিয়া এবং আকাশমণ্ডলকে অন্ধকারশূন্য করিয়া মহাপ্রভাবশালী মাতলিসংযুক্ত ইন্দ্ররথ আগমন করিল।২-৩

সেই রথের ভিতরে ভীষণ তরবারি ও শক্তি, ভয়ঙ্কর গদা, অলৌকিক-প্রভাবসম্পন্ন প্রাস, মহাপ্রভাশালী বিদ্যুৎ, নির্ঘাতের তুল্য শব্দকারী বজ্র, মহামেঘের ন্যায় গম্ভীরশব্দকারী চক্রসংযুক্ত এবং কেবল বায়ুর সাহায্যে দশ দশ সের ওজনের এক একটা গোলা নিক্ষেপ করে এহেন বৃহৎ কামান, বিশালদেহ ও উজ্জ্বলমুখ ভয়ঙ্কর সর্প এবং বৃহৎ পর্ব্বতশৃঙ্গের ন্যায় রাশীকৃত পাথরের গোলাসকল বিদ্যমান ছিল।৪-৬

হে রাজন্! আর সেই বিমানে বায়ুর ন্যায় বেগশালী অশ্বাকৃতি দশহাজার চালকযন্ত্র (ইঞ্জিন) ছিল; যে যন্ত্রগুলি নয়নাকর্ষক মায়াময় সেই দিব্য বিমানকে বহন করিত।৭

অর্জ্জুন সেই রথে মহানীলমণিনির্ম্মিত, ইন্দীবরের ন্যায় শ্যামবর্ণ, বংশদণ্ডের ন্যায় সরল এবং স্বর্ণভূষণে ভূষিত মহাপ্রভাবসম্পন্ন একটি ধ্বজ দেখিতে পাইলেন।৮

তখন মহাবাহু অর্জ্জুন সেই রথে স্থিত স্বর্ণভূষণে ভূষিত সারথিকে দেখিয়া কোন দেবতা বলিয়াই মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন।৯

আহ মামমরশ্রেষ্ঠঃ পিতা তব শতক্রতুঃ ।
কুন্তীসুতমিহ প্রাপ্তং পশ্যন্তু ত্রিদশালয়াঃ ॥১২
এষ শক্রঃ পরিবৃতো দেবৈর্ঋষিগণৈস্তথা ।
গন্ধর্বৈরপ্সরোভিশ্চ ত্বাং দিদৃক্ষুঃ প্রতীক্ষতে ॥১৩
অস্মাল্লোকাদ্ দেবলোকং পাকশাসনশাসনাৎ
আরোহ ত্বং ময়া সার্ধং লব্ধাস্ত্রঃ পুনরেষ্যসি ॥১৪

অর্জুন উবাচ ।

মাতলে গচ্ছ শীঘ্রং ত্বমারোহস্ব রথোত্তমম্ ।
রাজসূয়াশ্বমেধানাং শতৈরপি সুদুর্লভম্ ॥১৫
পার্থিবৈঃ সুমহাভাগৈর্যজ্বভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ ।
দৈবতৈর্বা সমারোঢুং দানবৈর্বা রথোত্তমম্ ॥১৬
নাতপ্ততপসা শক্য এষ দিব্যো মহারথঃ ।
দ্রষ্টুং বাপ্যথবা স্প্রষ্টুমারোঢুং কুত এব চ ॥১
ত্বয়ি প্রতিষ্ঠিতে সাধো রথস্থে স্থিরবাজিনি ।
পশ্চাদহমথারোক্ষ্যে সুকৃতী সৎপথং যথা ॥১৮

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা মাতলিঃ শক্রসারথিঃ ।
আরুরোহ রথং শীঘ্রং হয়ান্ যেমে চ রশ্মিভিঃ ॥১
ততোহর্জুনো হৃষ্টমনা গঙ্গায়ামাপ্লুতঃ শুচিঃ ।
জজাপ জপ্যং কৌন্তেয়ো বিধিবৎ কুরুনন্দনঃ ॥
ততঃ পিতৄন্ যথান্যায়ং তর্পয়িত্বা যথাবিধি ।
মন্দরং শৈলরাজং তমাপ্রষ্টুমুপচক্রমে ॥২১

অর্জ্জুন মনে মনে সেইরূপ চিন্তা করিতে ছিলেন, এমন সময়ে মাতলি যাইয়া প্রণাম করিয়া প্রণয়-সহকারে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ।১০

মাতলি বলিলেন—'শ্রীমন্ ইন্দ্রনন্দন ! ইন্দ্র আপনাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন ; অতএব আপনি ইন্দ্রের অতিপ্রিয় রথে সত্বর আরোহণ করুন ।১১

আপনার পিতা দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র আমাকে বলিয়াছেন যে, অর্জ্জুন এখানে আসিলে দেবতারা তাহাকে দেখিবেন ।১২

দেবগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরাগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিয়া আপনাকে দেখিবার ইচ্ছায় এই দেবরাজ আপনার প্রতীক্ষা করিতেছেন ।১৩

অতএব আপনি দেবরাজের আদেশে আমার সহিত এই মর্ত্ত্যলোক হইতে দেবলোকে আরোহণ করুন; তথায় অস্ত্রলাভ করিয়া আবার ফিরিয়া আসিবেন ।১৪

অর্জ্জুন বলিলেন—'মাতলি ! বহুতর রাজসূয়যজ্ঞ ও অশ্বমেধযজ্ঞ দ্বারাও যাহা অতিদুর্লভ, সেই শ্রেষ্ঠ রথে যাইয়া তুমি সত্বর আরোহণ কর ।১৫

যাঁহারা যথাবিধানে যজ্ঞ করিয়াছেন এবং তাহাতে প্রচুর দক্ষিণা দিয়াছেন, সেই স ভাগ্যবান্ রাজারা, দেবতারা এবং দানবেরা উত্তম রথে আরোহণ করিতে পারেন, সেই র তুমি আগে আরোহণ কর ।১৬

যে লোক তপস্যা করে নাই, সে লোক এই দি রথ স্পর্শন বা দর্শনও করিতে পারে না, সু আরোহণ আর করিবে কি করিয়া ?১৭

সাধু ! তুমি রথে উঠিয়া অশ্বগুলিকে স্থি করিলে পর, পুণ্যবান্ লোক যেমন সৎপথে আরো করে, আমিও সেইরূপ এই রথে আরোহণ করিব ।১

বৈশম্পায়ন বলিলেন—ইন্দ্রসারথি মা অর্জ্জুনের সেই কথা শুনিয়া সত্বর রথে আরো করিলেন এবং রশ্মিদ্বারা অশ্বগুলিকে সং করিলেন ।১৯

তাহার পর কুরুনন্দন কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন হৃষ্ট গঙ্গায় স্নান করত পবিত্র হইয়া যথাবিধানে জপ করিলেন ।২০

তদনন্তর তিনি যথানিয়মে ও যথাবিধানে পি তর্পণ করিয়া, অতিবিস্তৃত সেই পর্ব্বতরাজ হিমা নিকট বিদায় লইবার উপক্রম করিলেন ।২১

সাধূনাং পুণ্যশীলানাং মুনীনাং পুণ্যকর্ম্মণাম্ ।
ত্বং সদা সংশ্রয়ঃ শৈল স্বর্গমার্গাভিকাঙ্ক্ষিণাম্ ॥২২

ত্বৎপ্রসাদাৎ সদা শৈল ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বিশঃ ।
স্বর্গং প্রাপ্তাশ্চরন্তি স্ম দেবৈঃ সহ গতব্যথাঃ ॥২৩

অদ্রিরাজ মহাশৈল মুনিসংশ্রয় তীর্থবন্ ।
গচ্ছাম্যামন্ত্রয়ামি ত্বাং সুখমস্ম্যুষিতস্ত্বয়ি ॥২৪

তব সানুনিকুঞ্জাশ্চ নদ্যঃ প্রস্রবণানি চ ।
তীর্থানি চ সুপুণ্যানি ময়া দৃষ্টান্যনেকশঃ ॥২৫

ফলানি চ সুগন্ধীনি ভক্ষিতানি ততস্ততঃ ।
সুসুগন্ধাশ্চ বার্য্যোঘাস্ত্বচ্ছরীরবিনিঃসৃতাঃ ॥২৬

অমৃতাস্বাদনীয়া মে পীতাঃ প্রস্রবণোদকাঃ ।
শিশুর্যথা পিতুরঙ্কে সুসুখং বর্ত্ততে নগ ॥২৭

তথা তবাঙ্কে ললিতং শৈলরাজ ময়া প্রভো ।
অপ্সরোগণসঙ্কীর্ণে ব্রহ্মঘোষানুনাদিতে ॥

সুখমস্ম্যুষিতঃ শৈল তব সানুষু নিত্যদা ॥২৮

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ শৈলমামন্ত্র্য পরবীরহা ।
আরুরোহ রথং দিব্যং দ্যোতয়ন্নিব ভাস্করঃ ॥২৯

স তেন বহুরূপেণ দিব্যেনাদ্ভুতকর্ম্মণা ।
ঊর্দ্ধমাচক্রমে ধীমান্ প্রহৃষ্টঃ কুরুনন্দনঃ ॥৩০

সোঽদর্শনপথং গত্বা মর্ত্ত্যানাং ভূমিচারিণাম্ ।
দদর্শাদ্ভুতরূপাণি বিমানানি সহস্রশঃ ॥৩১

ন তত্র সূর্য্যঃ সোমো বা দ্যোততে ন চ পাবকঃ ।
স্বয়ৈব প্রভয়া তত্র দ্যোতন্তে পুণ্যলব্ধয়া ॥৩২

পর্ব্বত। স্বর্গাভিলাষী পবিত্রস্বভাব সাধুগণের এবং পুণ্যকর্ম্মা মুনিগণের তুমিই সর্ব্বদা আশ্রয়।২২

পর্ব্বত। তুমি সর্ব্বদা অনুগ্রহপূর্ব্বক আশ্রয় দান কর বলিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ স্বর্গলাভ করিয়া নিরুপদ্রবে দেবগণের সহিত বিচরণ করেন।২৩

পর্ব্বতরাজ। মহাপর্ব্বত। মুনিগণের আশ্রয়। তীর্থসমন্বিত। আমি চলিলাম, আমি তোমাকে সম্ভাষণ করিতেছি, আমি তোমাতে সুখে বাস করিয়াছি।২৪

তোমার সমতল ভূমি, নিকুঞ্জ, নদী, প্রস্রবণ এবং পবিত্র তীর্থসকল আমি অনেকবার দেখিয়াছি।২৫

তোমার, নানাস্থান হইতে সুগন্ধি ফলসকল ভক্ষণ করিয়াছি এবং তোমার শরীর হইতে নির্গত অত্যন্ত সৌরভসম্পন্ন প্রচুর জল পান করিয়াছি।২৬

পর্ব্বত। আমি তোমার অমৃতসুস্বাদু নির্ঝরের জল পান করিয়াছি এবং প্রভু পর্ব্বতরাজ। বালক যেমন মাতার ক্রোড়ে সুখে ক্রীড়া করে, আমিও তেমনি তোমার ক্রোড়ে সুখে ক্রীড়া করিয়াছি; তোমার যে ক্রোড়ে অপ্সরাগণ বিচরণ করে এবং বেদধ্বনি হইয়া থাকে। হে পর্ব্বতরাজ। আমি সর্ব্বদাই তোমার সমতলভূমিতে অতিশয় সুখে বাস করিয়াছি।২৭-২৮

এইরূপ বলিয়া পর্ব্বতের নিকট বিদায় লইয়া শত্রুহন্তা অর্জ্জুন সূর্য্যের ন্যায় সেই দিব্য রথখানিকে আলোকিত করিয়া তাহাতে আরোহণ করিলেন।২৯

কুরুনন্দন বুদ্ধিমান্ অর্জ্জুন নানাবিধ বৈচিত্র্যশালী, অলৌকিক ও অদ্ভুতকার্য্যকারী সেই রথে উঠিয়া ক্রমে উপরের দিকে উঠিতে লাগিলেন।৩০

তিনি ভূতলবাসী মনুষ্যগণের দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া সহস্র সহস্র আশ্চর্য্যরূপসম্পন্ন বিমান দর্শন করিলেন।৩১

সেখানে চন্দ্র, সূর্য্য বা অগ্নির আলোক নাই, তথাপি সেখানে বিমানারোহীরা আপনাদের পুণ্যলব্ধ তেজ দ্বারাই প্রকাশ পাইয়া থাকেন।৩২

তারারূপাণি যানীহ দৃশ্যন্তে দ্যুতিমন্তি বৈ।
দীপবদ্ বিপ্রকৃষ্টত্বাৎ তনূনি সুমহান্ত্যপি ॥৩৩
তানি তত্র প্রভাস্বন্তি রূপবন্তি চ পাণ্ডবঃ।
দদর্শ স্বেষু ধিষ্ণ্যেষু দীপ্তিমন্তঃ স্বয়ার্চিষা ॥৩৪
তত্র রাজর্ষয়ঃ সিদ্ধা বীরাশ্চ নিহতা যুধি।
তপসা চ জিতং স্বর্গং সম্পেতুঃ শতসঙ্ঘশঃ ॥৩৫
গন্ধর্বাণাং সহস্রাণি সূর্য্যজ্বলিততেজসাম্।
গুহ্যকানামৃষীণাঞ্চ তথৈবাপ্সরসাং গণান্ ॥৩৬
লোকানাত্মপ্রভান্ পশ্যন্ ফাল্গুনো বিস্ময়ান্বিতঃ।
পপ্রচ্ছ মাতলিং প্রীত্যা স চাপ্যেনমুবাচ হ ॥৩৭
এতে সুকৃতিনঃ পার্থ স্বেষু ধিষ্ণ্যেষ্ববস্থিতাঃ।
তান্ দৃষ্টবানসি বিভো তারারূপাণি ভূতলে ॥৩৮

ততোঽপশ্যৎ স্থিতং দ্বারি শুভং বৈজয়িনং গজম্।
ঐরাবতং চতুর্দন্তং কৈলাসমিব শৃঙ্গিণম্ ॥৩৯

স সিদ্ধমার্গমাক্রম্য কুরুপাণ্ডবসত্তমঃ।
ব্যরোচত যথাপূর্বং মান্ধাতা পার্থিবোত্তমঃ ॥৪০

অতিচক্রাম লোকান্ স রাজ্ঞাং রাজীবলোচনঃ।
এবং স সংক্রমংস্তত্র স্বর্গলোকে মহাযশাঃ ॥
ততো দদর্শ শক্রস্য পুরীং তামমরাবতীম্ ॥৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্বণি
দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪২

এই ভূতলে থাকিয়া নক্ষত্রস্বরূপ যে সকল উজ্জ্বল বস্তু দেখা যায়, সেগুলি অতিবিশাল হইলেও দূর বলিয়া দীপের ন্যায় ক্ষুদ্ররূপে প্রতীয়মান হয়। অর্জ্জুন সেই স্থানে কিরণশালী, মনোহর এবং আপন আপন তেজে দীপ্তিমান্ সেই বস্তুগুলিকে দেখিতে পাইলেন।৩৩-৩৪

আর রাজর্ষি সিদ্ধপুরুষ, যুদ্ধে নিহত বীর এবং তপস্বিগণ শত শত শ্রেণীতে সেই স্থান দিয়া গমন করিতেছিলেন।৩৫

সূর্য্যের ন্যায় যাঁহাদের তেজ জ্বলিতেছিল, সেইরূপ সহস্র সহস্র গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, ঋষি ও অপ্সরাগণকে এবং আপন আপন তেজে দেদীপ্যমান বহুতর লোককে দেখিতে থাকিয়া অর্জ্জুন বিস্ময়াপন্ন হইয়া মাতলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং মাতলিও প্রীতি-সহকারে উহাকে বলিলেন।৩৬-৩৭

‘বিভো! পৃথানন্দন! আপনি ভূতলে থাকিয়া যাঁহাদিগকে নক্ষত্ররূপে দেখিতেন, ইহারাই সেই পুণ্যবান্ লোকসকল আপন আপন স্থানে অবস্থান করিতেছেন’।৩৮

তাহার পর অর্জ্জুন দেখিলেন—শৃঙ্গশালী কৈলাসপর্ব্বতের ন্যায় চারিটী দন্তযুক্ত শুভ্রবর্ণ বিজয়ী ঐরাবতহস্তী স্বর্গদ্বারে অবস্থান করিতেছে।৩৯

তৎপরে রাজশ্রেষ্ঠ মান্ধাতা যেমন পূর্ব্বকালে শোভা পাইয়াছিলেন, সেইরূপ কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন সিদ্ধপথে উপস্থিত হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন।৪০

তাহার পর পদ্মনয়ন অর্জ্জুন রাজর্ষিলোক অতিক্রম করিলেন। মহাযশা অর্জ্জুন এইভাবে সেই স্বর্গলোকে বিচরণ করিতে করিতে অগ্রসর হইতে থাকিয়া ইন্দ্রের সেই অমরাবতীপুরী দর্শন করিলেন।৪১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্ব্বে দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৪২

ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জ্জুনেন দেবরাজস্যেন্দ্রস্য দর্শনম্, ইন্দ্রসভায়াং তস্য 'স্বাগত'সৎকারশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স দদর্শ পুরীং রম্যাং সিদ্ধ-চারণসেবিতাম্।
সর্ব্বর্তুকুসুমৈঃ পুণ্যৈঃ পাদপৈরুপশোভিতাম্ ॥১

তত্র সৌগন্ধিকানাঞ্চ পুষ্পাণাং পুণ্যগন্ধিনাম্।
উদ্বীজ্যমানো মিশ্রেণ বায়ুনা পুণ্যগন্ধিনা ॥২

নন্দনঞ্চ বনং দিব্যমপ্সরোগণসেবিতম্।
দদর্শ দিব্যকুসুমৈরাহ্বয়দ্ভিরিব দ্রুমৈঃ ॥৩

নাতপ্ততপসা শক্যো দ্রষ্টুং নানাহিতাগ্নিনা।
স লোকঃ পুণ্যকর্ত্তৃণাং নাপি যুদ্ধে পরাঙ্মুখৈঃ ॥৪

নাযজ্বভির্নাব্রতিকৈর্ন বেদশ্রুতিবর্জ্জিতৈঃ।
নানাপ্লুতাঙ্গৈস্তীর্থেষু যজ্ঞদানবহিষ্কৃতৈঃ ॥৫

নাপি যজ্ঞহনৈঃ ক্ষুদ্রৈর্দ্রষ্টুং শক্যঃ কথঞ্চন।
পানপৈর্গুরুতল্পৈশ্চ মাংসাদৈর্বা দুরাত্মভিঃ ॥৬

স তদ্ দিব্যং বনং পশ্যন্ দিব্যগীত-নিনাদিতম্।
প্রবিবেশ মহাবাহুঃ শক্রস্য দয়িতাং পুরীম্ ॥৭

তত্র দেববিমানানি কামগানি সহস্রশঃ।
সংস্থিতান্যাভযাতানি দদর্শাযুতশস্তদা ॥৮

সংস্তূয়মানো গন্ধর্বৈরপ্সরোভিশ্চ পাণ্ডবঃ।
পুষ্পগন্ধবহৈঃ পুণ্যৈর্বায়ুভিশ্চানুবীজিতঃ ॥৯

ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
হৃষ্টাঃ সম্পূজয়ামাসুঃ পার্থমক্লিষ্টকারিণম্ ॥১০

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

[অর্জুন কর্ত্তৃক দেবরাজ ইন্দ্রের দর্শনলাভ এবং ইন্দ্রসভায় তাঁহার 'স্বাগত'সৎকার।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অর্জ্জুন অগ্রসর হইতে হইতে মনোহর অমরাবতীপুরী দর্শন করিলেন; তাঁহার ভিতরে সিদ্ধগণ ও চারণগণ বিচরণ করিতেছিল এবং সকল ঋতুতে পুষ্পসম্পন্ন পুণ্যশালী বৃক্ষসমূহ সেই পুরীটাকে সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছিল।১

ক্রমে তিনি অপ্সরাগণসেবিত মনোহর নন্দনবন দেখিতে পাইলেন; তখন তত্রত্য সৌগন্ধিক (কহ্লারপুষ্প) ও অন্যান্য সুগন্ধযুক্ত পুষ্পের সংস্পর্শে মনোহর-সৌরভশালী বায়ু আসিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে লাগিল এবং দিব্যকুসুমসম্পন্ন বৃক্ষসকল যেন তাঁহাকে আহ্বান করিতে থাকিল।২-৩

বিধাতা পুণ্যবান্‌দিগের জন্যই এই স্বর্গলোকটি সৃষ্টি করিয়াছেন; সুতরাং যাহারা তপস্যা করে নাই, যাহারা হোমের জন্য অগ্নিস্থাপন করে নাই, যাহারা যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়াছে, যাহারা যথাবিধানে যজ্ঞ করে নাই, যাহারা কোন ব্রত করে নাই, যাহারা বেদ অধ্যয়ন করে নাই, যাহারা তীর্থস্নান করে নাই, কিংবা যাহারা যজ্ঞ ও দানে অনধিকারী, সেই সকল পুরুষ এই স্বর্গলোককে দেখিতেও পারে না।৪-৫

আর যাহারা যজ্ঞনাশক ক্ষুদ্রচেতা, যাহারা সুরাপায়ী, যাহারা গুরুভার্য্যাগামী, কিংবা যাহারা অনিবেদিত-মাংসভোজী, সেই দুরাত্মারাও কোন প্রকারেই এই স্বর্গলোক দেখিতে পারে না।৬

মহাবাহু অর্জ্জুন দিব্যগীতসম্পন্ন সেই মনোহর নন্দনবন দেখিতে যাইয়া ইন্দ্রের প্রিয়তম অমরাবতী-পুরীতে প্রবেশ করিলেন।৭

তখন গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরোগণ তাঁহার স্তব করিতে লাগিল এবং পুষ্প-সৌরভবাহী পবিত্র বায়ু আসিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে থাকিল; এই

আশীর্বাদৈঃ স্তূয়মানো দিব্যবাদিত্রনিঃস্বনৈঃ ।
প্রতিপেদে মহাবাহুঃ শঙ্খদুন্দুভিনাদিতম্ ॥১১

নক্ষত্রমার্গং বিপুলং সুরবীথীতি বিশ্রুতম্ ।
ইন্দ্রাজ্ঞয়া যযৌ পার্থঃ স্তূয়মানঃ সমন্ততঃ ॥১২

তত্র সাধ্যাস্তথা বিশ্বে মরুতোঽথাশ্বিনৌ তথা ।
আদিত্যা বসবো রুদ্রাস্তথা ব্রহ্মর্ষয়োঽমলাঃ ॥১৩

রাজর্ষয়শ্চ বহবো দিলীপপ্রমুখা নৃপাঃ ।
তুম্বুরুর্নারদশ্চৈব গন্ধর্বৌ চ হাহা-হূহূ ॥১৪

তান্ সর্বান্ স সমাগম্য বিধিবৎ কুরুনন্দনঃ ।
ততোঽপশ্যদ্ দেবরাজং শতক্রতুমরিন্দমঃ ॥১৫

ততঃ পার্থো মহাবাহুরবতীর্য্য রথোত্তমাৎ ।
দদর্শ সাক্ষাদ্ দেবেশং পিতরং পাকশাসনম্ ॥১৬

পাণ্ডুরেণাতপত্রেণ হেমদণ্ডেন চারুণা ।
দিব্যগন্ধাধিবাসেন ব্যজনেন বিধূয়তা ॥১৭

বিশ্বাবসুপ্রভৃতিভির্গন্ধর্ব্বৈঃ স্তুতিবন্দিভিঃ ।
স্তূয়মানং দ্বিজাগ্র্যৈশ্চ ঋগ্‌যজুঃসামসস্তবৈঃ ॥১৮

ততোঽভিগম্য কৌন্তেয়ঃ শিরসাভ্যনমদ্ বলী ।
ভুজাভ্যাং পীনবৃত্তাভ্যাং প্রত্যগৃহ্লাৎ স চাপি তম্॥১৯

ততঃ শক্রাসনে পুণ্যে দেবরাজর্ষিপূজিতে ।
শক্রঃ পাণৌ গৃহীত্বৈনমুপাবেশয়দন্তিকে ॥২০

অবস্থায় তিনি দেখিলেন—বহুতর কামগামী দেববিমান যথাস্থানে অবস্থান করিতেছে এবং অপর কতকগুলি নানাদিকে যাতায়াত করিতেছে।৮-৯

তাহার পর দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, সিদ্ধগণ ও মহর্ষিগণ আসিয়া হৃষ্টচিত্তে অর্জ্জুনের সংবর্দ্ধনা করিলেন।১০

তন্মধ্যে অনেকে আশীর্ব্বাদ করিয়া, আবার অনেকে মনোহর বাদ্যধ্বনি করিয়া সংবর্দ্ধনা করিলেন; তখন অর্জ্জুন শঙ্খ এবং দুন্দুভিধ্বনিও শুনিতে পাইলেন।১১

তাহার পর অর্জ্জুন ইন্দ্রের আদেশে 'দেবরথ্যা' —নামে প্রসিদ্ধ বিশাল নক্ষত্র-পথে গমন করিলেন; তখন সকল দিক্ হইতেই তাঁহার স্তব হইতে লাগিল।১২

সেখানে সাধ্যগণ, বিশ্বেদেবগণ, মরুদ্গণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, নিষ্পাপ ব্রহ্মর্ষিগণ, দিলীপ প্রভৃতি বহুতর রাজর্ষি, তুম্বুরু, নারদ, এবং হাহা ও হুহুনামে দুই জন গন্ধর্ব্ব অবস্থান করিতেছিলেন; অরিন্দম অর্জ্জুন যথাবিধানে তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া পরে দেবরাজ ইন্দ্রকে দর্শন করিলেন।১৩-১৫

তাহার পর মহাবাহু অর্জ্জুন সেই উত্তম রথ হইতে অবতরণ করিয়া দেবাধিপতি পিতা ইন্দ্রকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিলেন; তখন কোন ভৃত্য শুভ্রবর্ণ ও স্বর্ণদণ্ড মনোহর একটী ছত্র তাঁহার মস্তকের উপরে ধরিয়াছিল, দুই জন অপ্সরা দিব্য সৌরভযুক্ত দুইটি চামর আন্দোলন করিতেছিল, আর বিশ্বাবসু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বেরা স্তুতিগানদ্বারা এবং ব্রাহ্মণেরা ঋক্, যজু ও সামবেদের মন্ত্র দ্বারা স্তব করিতেছিলেন।১৬-১৮

তদনন্তর বলশালী অর্জ্জুন নিকটে যাইয়া মস্তকদ্বারা নমস্কার করিলেন, ইন্দ্রও স্থূল এবং গোল বাহুযুগলদ্বারা অর্জ্জুনকে ধারণ করিলেন।১৯

তৎপরে ইন্দ্র অর্জ্জুনের হস্ত ধারণ করিয়া তাঁহাকে—দেবতা ও রাজর্ষিকর্ত্তৃক পূজিত পবিত্র নিজাসনের নিকটে উপবেশন করাইলেন।২০

মূর্দ্ধ্নি চৈনমুপাঘ্রায় দেবেন্দ্রঃ পরবীরহা।
অঙ্কমারোপয়ামাস প্রশ্রয়াবনতং তদা ॥২১

সহস্রাক্ষনিয়োগাৎ স পার্থঃ শক্রাসনং গতঃ।
অধ্যাক্রামদমেয়াত্মা দ্বিতীয় ইব বাসবঃ ॥২২

ততঃ প্রেম্না বৃত্রশত্রুরর্জুনস্য শুভং মুখম্।
পস্পর্শ পুণ্যগন্ধেন করেণ পরিসান্ত্বয়ন্ ॥২৩

প্রমার্জমানঃ শনকৈর্বাহূ চাস্যায়তৌ শুভৌ।
জ্যাশরক্ষেপকঠিনৌ স্তম্ভাবিব হিরণ্ময়ৌ ॥২৪

বজ্রগ্রহণচিহ্নেন করেণ পরিসান্ত্বয়ন্।
মুহুর্মুহুর্বজ্রধরো বাহূ চাস্ফোটয়ন্ শনৈঃ ॥২৫

স্ময়ন্নিব গুড়াকেশং প্রেক্ষমাণঃ সহস্রদৃক্।
হর্ষেণোৎফুল্লনয়নো ন চাতৃপ্যত বৃত্রহা ॥২৬

একাসনোপবিষ্টৌ তৌ শোভয়াঞ্চক্রতুঃ সভাম্।
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ব্যোম চতুর্দশ্যামিবোদিতৌ ॥২৭

তত্র স্ম গাথা গায়ন্তি সাম্না পরমবল্গুনা।
গন্ধাস্তম্বুরুশ্রেষ্ঠাঃ কুশলা গীতিসামসু ॥২৮

ঘৃতাচী মেনকা রম্ভা পূর্বচিত্তিঃ স্বয়ং প্রভাঃ।
উর্বশী মিশ্রকেশী চ বপুর্গৌরী বরূথিনী ॥২৯

গোপালী সহজন্যা চ কুম্ভযোনিঃ প্রজাগরা।
চিত্রসেনা চিত্রলেখা সহা চ মধুরস্বরা ॥৩০

এতাশ্চান্যাশ্চ ননৃতুস্তত্র তত্র সহস্রশঃ।
চিত্তপ্রসাদনে যুক্তাঃ সিদ্ধানাং পদ্মলোচনাঃ ॥৩১

অর্জ্জুন তখন বিনয়ে অবনত হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, এই অবস্থায় বিপক্ষবীরবিনাশক ইন্দ্র তাঁহার মস্তকাঘ্রাণ করিয়া তাঁহাকে কোলে লইলেন।২১

অতুলনীয়সুন্দরমূর্ত্তি অর্জ্জুন ইন্দ্রেরই আদেশে তাঁহার আসনে যাইয়া দ্বিতীয় ইন্দ্রেরই তুল্য সেই আসনের একাংশ অধিকার করিলেন।২২

তদনন্তর ইন্দ্র স্নেহবশতঃ পবিত্রসুগন্ধযুক্ত হস্ত দ্বারা তাঁহাকে আশ্বস্ত করিতে করিতে অর্জ্জুনের সুন্দর মুখখানি স্পর্শ করিলেন।২৩

অর্জ্জুনের বাহুদ্বয় স্বর্ণময় স্তম্ভযুগলের ন্যায় দীর্ঘ, সুলক্ষণ এবং গুণ ও বাণের ঘর্ষণে কঠিন ছিল; আবার ইন্দ্রের হস্তও বজ্র ধারণের চিহ্নে চিহ্নিত ছিল; ইন্দ্র তাদৃশ হস্তদ্বারা ধীরে ধীরে অর্জ্জুনের সেই বাহুদ্বয় মার্জ্জন করিতে করিতে আশ্বস্ত করিলেন এবং সেই বাহুদ্বয়ের উপর ধীরে ধীরে অস্ফোটনশব্দ করত আনন্দবশতঃ উৎফুল্লনয়ন হইয়া ঈষৎ হাস্য করিতে করিতে অর্জ্জুনকে অতি নিকটে দর্শন করিয়াও তৃপ্ত হইতে পারিলেন না।২৪-২৬

কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীতিথিতে উদিত চন্দ্র ও সূর্য্য যেমন আকাশকে শোভিত করেন, সেইরূপ ইন্দ্র ও অর্জ্জুন তখন একাসন উপবিষ্ট হইয়া দেবসভাকে শোভিত করিতে লাগিলেন।২৭

তখন মন্ত্রাত্মক সামগান ও অমন্ত্রকাত্মক গানে নিপুণ তুম্বুরুপ্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ প্রীতিবশতঃ অতিমনোহর গাথাসমূহ গান করিতে লাগিলেন।২৮

যাহাদের নয়নগুলি পদ্মের তুল্য এবং কটি ও নিতম্ব বিশাল, আর যাহারা সিদ্ধগণেরও চিত্তবিনোদনে সমর্থ, সেই ঘৃতাচী, মেনকা, রম্ভা, পূর্ব্বচিত্তি, স্বয়প্রভা, উর্ব্বশী, মিশ্রকেশী, বপুর্গৌরী, বরূথিনী, গোপালী, সহজন্যা, কুম্ভযোনি, প্রজাগরা, চিত্রসেনা, চিত্রলেখা, সহা ও মধুরস্বরা—এই সকল অপ্সরা

মহাকটিতটশ্রোণ্যঃ কম্পমানৈঃ পয়োধরৈঃ।
কটাক্ষহাবমাধুর্য্যৈশ্চেতোবুদ্ধিমনোহরৈঃ ॥৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহি
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি ইন্দ্রলোকাভিগমন
ইন্দ্রসভাদর্শনে ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪

এবং অন্য সহস্র সহস্র অপ্সরা স্তনসমূহ দুলাইতে দুলাইতে এবং চিত্ত, বুদ্ধি ও মন হরণ করে এমন কটাক্ষ ও হাবভাবের মাধুর্য্য দেখাই করিতে লাগিল।২৯-৩২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ইন্দ্রলোকাভিগমনপ
ইন্দ্রসভাদর্শনে ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৪৩

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনস্য অস্ত্রবিদ্যা-সঙ্গীতবিদ্যাশিক্ষা।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সমাদায়ার্ঘ্যমুত্তমম্।
শক্রস্য মতমাজ্ঞায় পার্থমানর্চ্চুরঞ্জসা ॥১

পাদ্যমাচমনীয়ঞ্চ প্রতিগ্রাহ্য নৃপাত্মজম্।
প্রবেশয়ামাসুরথো পুরন্দরনিবেশনম্ ॥২

এবং সম্পূজিতো জিষ্ণুরুবাস ভবনে পিতুঃ।
উপশিক্ষন্ মহাস্ত্রাণি সসংহারাণি পাণ্ডবঃ ॥৩

শক্রস্য হস্তাদ্ দয়িতং বজ্রমস্ত্রঞ্চ দুঃসহম্।
অশনীশ্চ মহানাদা মেঘবর্হিণলক্ষণাঃ ॥৪

গৃহীতাস্ত্রস্তু কৌন্তেয়ো ভ্রাতৄন্ সস্মার পাণ্ড
পুরন্দরনিয়োগাচ্চ পঞ্চাব্দানবসৎ সুখী ॥৫

ততঃ শক্রোঽব্রবীৎ পার্থং কৃতাস্ত্রং কাল আ
নৃত্যং গীতঞ্চ কৌন্তেয়! চিত্রসেনাদবাপ্নুহি।

বাদিত্রং দেববিহিতং নৃলোকে যন্ন বিদ্যতে।
তদর্জয়স্ব কৌন্তেয় শ্রেয়ো বৈ তে ভবিষ্যতি

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

[অর্জুনের অস্ত্রবিদ্যা-সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা।]

তদনন্তর ইন্দ্রের অভিপ্রায় বুঝিয়া দেবতারা গন্ধর্ব্বগণের সহিত মিলিত হইয়া উত্তম অর্ঘ্য গ্রহণ করত অর্জ্জুনের পূজা করিলেন।১

অনন্তর তাঁহারা পাদ্য ও আচমনীয় গ্রহণ করাইয়া রাজকুমার অর্জ্জুনকে ইন্দ্রের ভবনে প্রবেশ করাইলেন।২

অর্জ্জুন এইভাবে সম্মানিত হইতে থাকিয়া উপসংহারের সহিত মহাস্ত্রসকল এবং ইন্দ্রের ও অন্যের দুঃসহ বজ্র, আর অকালে মেঘ ও আবির্ভাবক বৈদ্যুতিক অস্ত্র ইন্দ্রের হস্ত শিক্ষা করিতে থাকিয়া তাঁহার ভবনে বাস লাগিলেন।৩-৪

অর্জ্জুন অস্ত্রসমূহের শিক্ষা সমাপ্ত ভ্রাতৃগণকে স্মরণ করিলেন, তথাপি ইন্দ্রের তিনি পাঁচ বৎসর সেখানে সুখে বাস করিয়াছি

তাহার পর সময় উপস্থিত হইলে এক

খায়ং প্রদদৌ চাস্য চিত্রসেনং পুরন্দরঃ।
তেন সহ সঙ্গম্য রেমে পার্থো নিরাময়ঃ ॥৮
ত-বাদিত্র-নৃত্যানি ভূয় এবাদিদেশ হ।
থাপি নালভচ্ছর্ম্ম তরস্বী দ্যূতকারিতম্ ॥৯
শাসনবধামর্ষী শকুনেঃ সৌবলস্য চ।
নেনাতুলাং প্রীতিমুপাগম্য ক্বচিৎ ক্বচিৎ।
র্ব্বমতুলং নৃত্যং বাদিত্রঞ্চোপলব্ধবান্ ॥১০

স শিক্ষিতো নৃত্যগুণাননেকান্
বাদিত্রগীতার্থগুণাংশ্চ সর্বান্।
ন শর্ম লেভে পরবীরহন্তা
ভ্রাতৄন্ স্মরন্ মাতরঞ্চৈব কুন্তীম্ ॥১১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্বণি অর্জুনাস্ত্রাদিশিক্ষায়াং চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৪

কে বলিলেন,—কুন্তীনন্দন! তুমি চিত্রসেনের
ট নৃত্য ও গীত শিক্ষা কর।৬

কুন্তীনন্দন! দেবগণের আবিষ্কৃত যে বাদ্য
লোকে বিদ্যমান নাই, তুমি তাহাও শিক্ষা
তোমার মঙ্গল হইবে।৭

(এই কথা বলিয়া) ইন্দ্র চিত্রসেনগন্ধর্ব্বকে
নের সখা করিয়া দিলেন; অর্জ্জুনও নিরুপদ্রবে
র সহিত মিলিত হইয়া আনন্দ অনুভব
ত লাগিলেন; এই সময়ে চিত্রসেন আরও
গীত এবং বাদ্য অর্জ্জুনকে শিক্ষা দিলেন।৮

তথাপি বলবান্ অর্জ্জুন দ্যূতক্রীড়ার বিষয় স্মরণ করিয়া দুঃশাসনকে ও সুবলপুত্র শকুনিকে সত্বর বধ করিবার ইচ্ছা করত শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না।৯

তদনন্তর অর্জ্জুন চিত্রসেনের সহিত মিলিত হইয়া কোন কোন স্থানে অতুল আনন্দ লাভ করিয়া গন্ধর্ব্বদিগের অতুলনীয় নৃত্য ও বাদ্য শিক্ষা করিলেন।১০

শত্রুবীরনাশী অর্জ্জুন নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সর্ব্বপ্রকার কৌশল শিক্ষা করিয়া, ভ্রাতৃগণকে এবং মাতা কুন্তীদেবীকে স্মরণ করিতে থাকিয়া শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই।১১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্ব্বে
অর্জুনের অস্ত্রাদিশিক্ষা-বিষয়ে চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৪৪

পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[চিত্রসেনস্যোর্বশ্যাশ্চ বার্ত্তালাপঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

াচিৎ স হি দেবেন্দ্রশ্চিত্রসেনং রহোঽব্রবীৎ।
স্য চক্ষুরূর্বশ্যাং সক্তং বিজ্ঞায় বাসবঃ ॥১
গন্ধর্বরাজ গচ্ছাদ্য প্রহিতোঽপ্সরসাং বরাম্।
উর্বশীং পুরুষব্যাঘ্রং সোপতিষ্ঠতু ফাল্গুনম্ ॥২

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

[চিত্রসেন ও উর্ব্বশীর বার্ত্তালাপ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অর্জ্জুনের দৃষ্টি উর্ব্বশীর
সংসক্ত হইয়াছে—ইহা ধারণা করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র কোন এক সময়ে নির্জনে চিত্রসেনকে বলিলেন।১

'গন্ধর্ব্বরাজ! তুমি মৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া অদ্যই

যথার্চিতো গৃহীতাস্ত্রো বিত্তাবান্ মন্নিয়োগতঃ ।
তথা ত্বয়া বিধাতব্যং স্ত্রীষু সঙ্গবিশারদঃ ॥৩

এবমুক্তস্তথেত্যুক্ত্বা সোঽনুজ্ঞাং প্রাপ্য বাসবাৎ ।
গন্ধর্ব্বরাজোঽপ্সরসমভ্যগাদুর্বশীং বরাম্ ॥৪

তং দৃষ্ট্বা বিদিতো হৃষ্টঃ স্বাগতেনাচিতস্তয়া ।
সুখাসীনঃ সুখাসীনাং স্মিতপূর্বং বচোঽব্রবীৎ ॥৫

বিদিতং তেঽস্তু সুশ্রোণি! প্রহিতোঽহমিহাগতঃ ।
ত্রিদিবস্যৈকরাজেন ত্বৎপ্রসাদাভিনন্দিনা ॥৬

যস্তু দেব-মনুষ্যেষু প্রখ্যাতঃ সহজৈর্গুণৈঃ ।
শ্রিয়া শীলেন রূপেণ ব্রতেন চ দমেন চ ॥৭

প্রখ্যাতঃ শ্রুত-বীর্য্যাভ্যাং সম্মতঃ প্রতিভানবান্ ।
বর্চস্বী তেজসা যুক্তঃ ক্ষমাবান্ বীতমৎসরঃ ॥৮

সাঙ্গোপনিষদান্ বেদাংশ্চতুরাখ্যানপঞ্চমান্ ।
যোঽধীতে গুরুশুশ্রূষাং মেধাঞ্চাষ্টগুণাশ্রয়াম্ ॥৯

ব্রহ্মচর্য্যেণ দাক্ষ্যেণ প্রসবৈর্বয়সাপি চ ।
একো বৈ রক্ষিতা চৈব ত্রিদিবং মঘবানিব ॥১০

অকত্থনো মানয়িতাঽস্থূললক্ষ্যঃ প্রিয়ংবদঃ ।
সুহৃদশ্চান্নপানেন বিবিধেনাভিবর্ষতি ॥১১

সত্যবাগূর্জিতো বক্তা রূপবাননহঙ্কৃতঃ ।
ভক্তানুকম্পী কান্তশ্চ প্রিয়শ্চ স্থিরসঙ্গরঃ ॥১২

প্রার্থনীয়ৈর্গুণগণৈর্মহেন্দ্রবরুণোপমঃ ।
বিদিতস্তেঽর্জুনো বীরঃ স স্বর্গফলমাপ্নুয়াৎ ॥১৩
তব শক্রাভ্যনুজ্ঞাতঃ পাদাবদ্য প্রপদ্যতাম্ ।
তদেবং কুরু কল্যাণি ! প্রপন্নস্ত্বাং ধনঞ্জয়ঃ ॥১৪

এবমুক্তা স্মিতং কৃত্বা সাত্মানং বহুমন্য চ ।
প্রত্যুবাচোর্বশী প্রীত্যা চিত্রসেনমনিন্দিতা ॥১৫

অপ্সরাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠা উর্ব্বশীর নিকট গমন কর; সে পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের নিকট উপস্থিত হউক।২

অস্ত্রে সুশিক্ষিত, অন্যান্য বিদ্যায় সুনিপুণ এবং স্ত্রীসংসর্গে বিশারদ অর্জ্জুন যাহাতে আমার আদেশে উর্ব্বশীকর্ত্তৃক সন্তোষিত হয়, তুমি তাহা করিবে।৩

দেবরাজ এইরূপ বলিলে, 'তাহাই হইবে' এই কথা বলিয়া চিত্রসেন ইন্দ্রের অনুমতি লাভ করত শ্রেষ্ঠা অপ্সরা উর্ব্বশীর নিকট গমন করিলেন।৪

তখন উর্ব্বশী হৃষ্টচিত্ত চিত্রসেনকে দেখিয়া চিনিতে পারিল এবং স্বাগতসম্ভাষণে তাঁহাকে সম্মানিত করত নিজ সুখে উপবেশন করিল; তখন চিত্রসেনও সুখে উপবিষ্ট হইয়া মৃদু হাস্য করত এই কথা বলিলেন।৫

সুনিতম্বে! তুমি অবগত হও যে, তোমার অনুগ্রহের অভিনন্দনকারী স্বর্গলোকের একমাত্র রাজা ইন্দ্র আমাকে পাঠাইয়াছেন; তাই আমি এখানে আসিয়াছি।৬

উর্ব্বশী! যিনি—দয়াদাক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণ, কান্তি, স্বভাব, রূপ, ব্রত ও ইন্দ্রিয়সংযম দ্বারা দেবলোক ও মনুষ্যলোকে বিখ্যাত হইয়াছেন; যিনি—শাস্ত্রজ্ঞান ও দৈহিক বলে বিখ্যাত, লোকপ্রিয়, প্রত্যুৎপন্নমতি, লাবণ্যবান্, উৎসাহী, ক্ষমাবান্ ও পরবিদ্বেহীন; যিনি—ব্যাকরণ প্রভৃতি অঙ্গশাস্ত্র ও উপনিষদের সহিত চারিটী বেদ এবং সমস্ত উপাখ্যান অধ্যয়ন করিয়াছেন, গুরুশুশ্রূষা জানেন এবং অষ্টবিধ-গুণসম্পন্ন* বুদ্ধিলাভ করিয়াছেন; যিনি—ব্রহ্মচর্য্য, কার্য্যদক্ষতা, সন্তান ও যৌবনসম্পন্ন বলিয়া ইন্দ্র যেমন স্বর্গ রক্ষা করেন, সেইরূপ পৃথিবী রক্ষা করিবার যোগ্য; যিনি—আত্মশ্লাঘা করেন না, গুরুজনের সম্মান করেন, প্রিয়ভাষী এবং নানাবিধ অন্নপান দ্বারা বন্ধুবর্গের সন্তোষ বিধান করেন, যিনি—সত্যবাদী, তেজস্বী, বক্তা, রূপবান্, অহঙ্কারশূন্য, ভক্তের প্রতি দয়ালু, কমনীয়স্বভাব, লোকপ্রিয় এবং সত্যপ্রতিজ্ঞ; আর যিনি—স্পৃহণী

---

* শুশ্রূষা, শ্রবণ, গ্রহণ, ধারণ, উহ, অপোহ, অর্থবিজ্ঞান ও তত্ত্ববিজ্ঞান—বুদ্ধির এই আট গুণ।

যস্তস্য কথিতঃ সত্যো গুণোদ্দেশস্ত্বয়া মম।
তং শ্রুত্বান্যং প্রিয়ং নারী বৃণুয়াৎ
কিমতোঽর্জুনম্ ॥১৬

মহেন্দ্রস্য নিয়োগেন ত্বত্তঃ সম্প্রণয়েন চ।
তস্য চাহং গুণৌঘেন ফাল্গুনে জাতমন্মথা।
গচ্ছ ত্বং হি যথাকামমাগমিষ্যাম্যহং সখে ॥১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্বণি চিত্রসেনোর্বশীসংবাদে পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৫

গুণসমূহ দ্বারা ইন্দ্র ও বরুণের তুল্য; সেই মহাবীর অর্জুন তোমার পরিচিত; তিনি যেন স্বর্গলোকে আগমনের ফললাভ করেন।৭-১৩

সেই অর্জ্জুন আজ দেবরাজের অনুমতিক্রমে তোমার চরণদ্বয়ে আশ্রয় লইবেন। কল্যাণি! তুমি তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করিও; কারণ, তিনি তোমার শরাণপন্নই হইয়াছেন।১৪

চিত্রসেন এইরূপ বলিলে, সেই অনিন্দ্যসুন্দরী উর্ব্বশী নিজেকে অত্যন্ত গৌরবের পাত্র মনে করিয়া ঈষৎ হাসিয়া প্রীতিপূর্বক চিত্রসেনকে বলিল।১৫

গন্ধর্ব্বরাজ! আপনি আমার নিকট অর্জ্জুনের যে সত্য গুণগ্রামের কথা বলিলেন, তাহা শুনিয়া রমণীমাত্রই অর্জ্জুনভিন্ন অন্য পুরুষকেও প্রিয়রূপে বরণ করে; সেখানে সাক্ষাৎ অর্জ্জুনের কথা আর কি বলিব।১৬

অতএব দেবরাজের আদেশে, আপনার প্রণয়ে এবং অর্জ্জুনের গুণগ্রামশ্রবণে অর্জ্জুনের প্রতি আমার কামোদ্রেক হইয়াছে। অতএব সখে! আপনি ইচ্ছা হইলে যাইতে পারেন, আমি অর্জ্জুনগৃহে আগমন করিব।১৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্ব্বে
চিত্রসেন-উর্বশীসংবাদে পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৪৫

ষট্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনসমীপে কামপীড়িতায়া উর্বশ্যা গমনম্, তেন অস্বীকৃতায়া উর্বশ্যা অর্জুনায় শাপদানঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততো বিসৃজ্য গন্ধর্বং কৃতকৃত্যং শুচিস্মিতা।
উর্বশী চাকরোৎ স্নানং পার্থদর্শনলালসা ॥১

স্নানালঙ্করণৈর্হৃদ্যৈর্গন্ধমাল্যৈশ্চ সুপ্রভৈঃ।
ধনঞ্জয়স্য রূপেণ শরৈর্মন্মথচোদিতৈঃ ॥২
অতিবিদ্ধেন মনসা মন্মথেন প্রপীড়িতা।
দিব্যাস্তরণসংস্তীর্ণে বিস্তীর্ণে শয়নোত্তমে ॥৩

ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়।

[কামপীড়িত হইয়া অর্জুনের নিকট উর্বশীর গমন এবং তাঁহার দ্বারা অস্বীকৃত হইয়া উর্বশীর অর্জুনকে শাপ দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তাহার পর নির্ম্মল-হাসিনী উর্ব্বশী কৃতকৃত্য চিত্রসেনকে বিদায় করিয়া অর্জ্জুনদর্শনে অভিলাষিণী হইয়া স্নান করিল।১

অর্জ্জুনের রূপ শ্রবণ করায় উর্ব্বশীর মন

চিত্তসঙ্কল্পভাবেন সুচিত্তাঽনন্যমানসা।
মনোরথেন সম্প্রাপ্তং রমত্যেনং হি ফাল্গুনম্ ॥৪

নির্গম্য চন্দ্রোদয়নে বিগাঢ়ে রজনীমুখে।
প্রস্থিতা সা পৃথুশ্রোণী পার্থস্য ভবনং প্রতি ॥৫

মৃদুকুঞ্চিতদীর্ঘেণ কুসুমোৎকরধারিণা।
কেশহস্তেন ললনা জগামাথ বিরাজতী ॥৬

ভ্রূক্ষেপালাপমাধুর্য্যৈঃ কান্ত্যা সৌম্যতয়াপি চ।
শশিনং বক্ত্রচন্দ্রেণ সাহ্বয়ন্তীব গচ্ছতি ॥৭

দিব্যাঙ্গরাগৌ সুমুখৌ দিব্যচন্দনরূষিতৌ।
গচ্ছন্ত্যা হাররুচিরৌ স্তনৌ তস্যা ববল্গতুঃ ॥৮

স্তনোদ্বহনসংক্ষোভান্নম্যমানা পদে পদে।
ত্রিবলীদামচিত্রেণ মধ্যেনাতীবশোভিতা ॥৯

অধো ভূধরবিস্তীর্ণং নিতম্বোন্নতপীবরম্।
মন্মথায়তনং শুভ্রং রসনাদামভূষিতম্ ॥১০

ঋষীণামপি দিব্যানাং মনোব্যাঘাতকারণম্।
সূক্ষ্মবস্ত্রধরং রেজে জঘনং নিরবদ্যবৎ ॥১১

গূঢ়গুল্‌ফধরৌ পাদৌ তাম্রপদ্মদলাঙ্গুলী।
কূর্ম্মপৃষ্ঠোন্নতৌ চাপি শোভেতে কিঙ্কিণীযুতৌ ॥১২

সীধুপানেন চাল্পেন তুষ্ট্যাথ মদনেন চ।
বিলাসনৈশ্চ বিবিধৈঃ প্রেক্ষণীয়তরাভবৎ ॥১৩

কামবাণে অত্যন্ত বিদ্ধ হইতেছিল, তাই সে কামপীড়িত হইয়া স্নানের পর মনোহর অলঙ্কার ও সুন্দর গন্ধ-মাল্য ধারণ করিল; তখন তাহার মন অন্য পুরুষের দিকে না যাওয়ায় মনের সঙ্কল্প অনুসারে সে যেন সতী স্ত্রীর মতই সুচিত্তা ছিল; আর দিব্য আস্তরণে আবৃত এবং বিস্তৃত শয্যার উপরে অর্জ্জুন যেন আসিয়াছেন, সে যেন তাঁহার সহিত রমণ করিতেছে, এইরূপ মনে মনে ভাবিতে লাগিল। এই অবস্থায় বিপুলনিতম্বা উর্ব্বশী চন্দ্রোদয় হইলে সম্পূর্ণ প্রদোষকালে আপন গৃহ হইতে নির্গত হইয়া অর্জ্জুনের গৃহের দিকে প্রস্থান করিল ২-৫

পরমশোভিতা উর্ব্বশী যখন গমন করিতেছিল, তখন তাহার কোমল, কুঞ্চিত, দীর্ঘ ও পুষ্পমালাধারী কেশকলাপ ঝুলিতেছিল।৬

আর সে যখন গমন করিতেছিল, তখন তাহার ভ্রূক্ষেপ ও মধুর আলাপ চলিতেছিলএবং লাবণ্য ও সৌন্দর্য্যের গুণে তাহার মুখচন্দ্র যেন আকাশের চন্দ্রকে ডাকিতেছিল।৭

গমন করিবার সময়ে তাহার স্তন দুইটী লাফাইতেছিল, সেই সুন্দরমুখ স্তন দুইটী দিব্য অঙ্গরাগে ও দিব্য চন্দনে রঞ্জিত ছিল এবং হারসংস্পর্শে অতি মনোহর হইয়াছিল।৮

সেই স্তনযুগলের ভারে সে সমস্ত পথই অবনত হইয়া চলিতেছিল এবং তাহার শরীরের মধ্যভাগ ত্রিবলীর (তিনটী থরের) গুণে আশ্চর্য্য হওয়ায় সে অত্যন্ত শোভা পাইতেছিল।৯

তাহার নাভির নিম্নভাগ শুভ্র পর্ব্বতের ন্যায় বিস্তীর্ণ, নিতম্বযুগলদ্বারা উন্নত, স্থূল এবং কাঞ্চীদামে অলঙ্কৃত হওয়ায় কামের আয়তন হইয়াছিল।১০

তাহার সূক্ষ্মবস্ত্রাবৃত পরমসুন্দর জঘনদেশ স্বর্গীয় ঋষিগণেরও চিত্তসংযমের ব্যাঘাত ঘটাইতেছিল।১১

তাহার চরণযুগলের গুল্‌ফদেশ গূঢ়, তাম্রবর্ণ অঙ্গুলীসকল পদ্মদলের তুল্য এবং উপরিভাগ কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় উন্নত ছিল এবং তাহাতে কিঙ্কিণী সংলগ্ন ছিল, সুতরাং সে চরণযুগল অত্যন্ত শোভা পাইতেছিল।১২

অল্প মদ্যপান, মনের সন্তোষ, কামের উদ্রেক এবং নানাবিধ বিলাস দ্বারা তখন উর্বশী অতিসুদৃশ্যই হইয়াছিল।১৩

সিদ্ধ-চারণ-গন্ধর্ব্বৈঃ সা প্রয়াতা বিলাসিনী ।
বহ্বাশ্চর্য্যেঽপি বৈ স্বর্গে দর্শনীয়তমাকৃতিঃ ॥১৪
সুসূক্ষ্মেণোত্তরীয়েণ মেঘবর্ণেন রাজতা ।
তনুরভ্রাবৃতা ব্যোম্নি চন্দ্রলেখেব গচ্ছতি ॥১৫
ততঃ প্রাপ্তা ক্ষণেনৈব মনঃপবনগামিনী ।
ভবনং পাণ্ডুপুত্রস্য ফাল্গুনস্য শুচিস্মিতা ॥১৬
তত্র দ্বারমনুপ্রাপ্তা দ্বারস্থৈশ্চ নিবেদিতা ।
অর্জুনস্য নরশ্রেষ্ঠ! উর্বশী শুভলোচনা ॥১৭
উপাতিষ্ঠত তদ্ বেশ্ম নির্মলং সুমনোহরম্ ।
স শঙ্কিতমনা রাজন্ প্রত্যুদ্গচ্ছত তাং নিশি ॥১৮
দৃষ্ট্বৈব চোর্বশীং পার্থো লজ্জাসংবৃতলোচনঃ ।
তদাভিবাদনং কৃত্বা গুরুপূজাং প্রযুক্তবান্ ॥১৯

অর্জ্জুন উবাচ ।

অভিবাদয়ে ত্বাং শিরসা প্রবরাপ্সরসাং বরে !
কিমাজ্ঞাপয়সে দেবি! প্রেষ্যস্তেঽহমুপস্থিতঃ ॥২০
ফাল্গুনস্য বচঃ শ্রুত্বা গতসংজ্ঞা তদোর্বশী ।
গন্ধর্ববচনং সর্বং শ্রাবয়ামাস তং তদা ॥২১

উর্বশ্যুবাচ ।

যথা মে চিত্রসেনেন কথিতং মনুজোত্তম ।
তত্তে সর্বং প্রবক্ষ্যামি যথা চাহমিহাগতা ॥২২
উপস্থানে মহেন্দ্রস্য বর্ত্তমানে মনোরমে ।
তবাগমনতো বৃত্তে স্বর্গস্য পরমোৎসবে ॥২৩
রুদ্রাণাঞ্চৈব সান্নিধ্যে আদিত্যানাঞ্চ সর্বশঃ ।
সমাগমেঽশ্বিনোশ্চৈব বসূনাঞ্চ নরোত্তম ! ॥২৪

সিদ্ধ, চারণ ও গন্ধর্ব্বগণের সহিত যাইবার সময়ে বিলাসিনী উর্ব্বশীর আকৃতি বহুতর আশ্চর্য্যকর পদার্থে পরিপূর্ণ স্বর্গেও অতিশয় দর্শনীয়াই হইয়াছিল ।১৪

মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ, মনোহর ও অতিসূক্ষ্ম একখানি উত্তরীয়বস্ত্রে তাহার উপরিভাগ আবৃত ছিল; সুতরাং আকাশে মেঘাবৃত ক্ষুদ্র চন্দ্রলেখার ন্যায় সে গমন করিতেছিল ।১৫

তাহার পর নির্ম্মলহাসিনী উর্ব্বশী মন ও বায়ুর ন্যায় দ্রুত গমন করিয়া ক্ষণকালের মধ্যেই অর্জ্জুনের গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইল ।১৬

নরশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! শুভনয়না উর্ব্বশী সেখানে উপস্থিত হইলে, দৌবারিকেরা যাইয়া অর্জ্জুনের নিকট সেই সংবাদ জানাইল ।১৭

রাজন্! তখন অর্জ্জুন সেই নির্ম্মল ও অতিমনোহর গৃহে আগমন করিলেন এবং রাত্রিতে আশঙ্কিতচিত্তে উর্ব্বশীর প্রত্যুদ্গমন করিলেন ।১৮

উর্ব্বশীকে দেখিয়াই অর্জ্জুন লজ্জায় নয়নযুগল সংবৃত করিলেন এবং অভিবাদন করিয়া গুরুর ন্যায় সম্মান করিলেন ।১৯

অর্জ্জুন বলিলেন,—দেবি! আপনি প্রধান অপ্সরাগণের মধ্যেও প্রধানা; সুতরাং আপনাকে আমি মস্তক দ্বারা প্রণাম করিতেছি, আপনি কি আদেশ করিতেছেন ? আমি আপনার দাস উপস্থিত হইয়াছি ।২০

তখন অর্জ্জুনের সেই কথা শুনিয়া উর্ব্বশীর যেন চৈতন্য লোপ পাইল; সেই সময়ে সে চিত্রসেনের সকল কথা অর্জ্জুনকে শুনাইল ।২১

উর্ব্বশী বলিল,—মনুষ্যশ্রেষ্ঠ অর্জুন! চিত্রসেন আমার নিকট যেরূপ বলিয়াছেন এবং আমি যে জন্য এখানে আসিয়াছি, তৎসমস্তই আপনার নিকট বলিব ।২২

আপনি স্বর্গলোকে আসিয়াছেন বলিয়া দেবরাজের সন্তোষের জন্য একটী মনোহর আসর বসিয়াছিল এবং স্বর্গলোকের মহোৎসব আরম্ভ হইয়াছিল। তাহাতে সমস্ত রুদ্র, আদিত্য, অশ্বিনীকুমার ও বসু উপস্থিত ছিলেন এবং অগ্নি, চন্দ্র ও

মহর্ষীণাঞ্চ সংঘেষু রাজর্ষিপ্রবরেষু চ ।
সিদ্ধ-চারণ-যক্ষেষু মহোরগগণেষু চ ॥২৫
উপবিষ্টেষু সর্ব্বেষু স্থান-মানপ্রভাবতঃ ।
ঋদ্ধ্যা প্রজ্বলমানেষু অগ্নিসোমার্কবর্ষ্মসু ॥২৬
বীণাসু বাদ্যমানাসু গন্ধর্ব্বৈঃ শক্রনন্দন !
দিব্যে মনোরমে গেয়ে প্রবৃত্তে পৃথুলোচন ॥২৭
সর্ব্বাপ্সরঃসু মুখ্যাসু প্রনৃত্তাসু কুরূদ্বহ ।
ত্বং কিলানিমিষং পার্থ ! মামেকাং তত্র দৃষ্টবান্ ॥২৮
তত্র চৈবং গতে তস্মিন্নুপস্থানে দিবৌকসাম্ ।
তব পিত্রাভ্যনুজ্ঞাতা গতাঃ স্বং স্বং গৃহং সুরাঃ ॥২৯

তথৈবাপ্সরসঃ সর্ব্বা বিশিষ্টাঃ স্বগৃহং গতাঃ ।
অপি চান্যাশ্চ শক্রঘ্ন ! তব পিত্রা বিসর্জ্জিতাঃ ॥৩০

সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বলমূর্ত্তি প্রধান প্রধান মহর্ষি, রাজর্ষি, সিদ্ধ, চারণ, যক্ষ ও মহানাগগণ—ইঁহারা সকলে নিজ নিজ পদ, গৌরব ও প্রভাব অনুসারে উপযুক্ত স্থানে উপবেশন করিয়া অলঙ্কার প্রভৃতির কিরণে জ্বলিতেছিলেন ; গন্ধর্ব্বগণ বীণা বাজাইতেছিলেন ; অলৌকিক মনোহর গান চলিতেছিল এবং প্রধান প্রধান সমস্ত অপ্সরা নৃত্য করিতেছিল। কুরুশ্রেষ্ঠ পৃথানন্দন। এমন সময়ে নাকি আপনি নির্নিমেষ নয়নে একমাত্র আমাকেই দেখিয়াছিলেন।২৩-২৮

তখন দেবগণের সেই সভায় মহোৎসব সমাপ্ত হইলে, আপনার পিতার (ইন্দ্রের) অনুমতিক্রমে দেবতারা আপন আপন গৃহে চলিয়া গেলেন।২৯

শত্রুদমন। আপনার পিতা বিদায় দিলে পর প্রধান ও অপ্রধান সকল অপ্সরাই আপন আপন গৃহে চলিয়া গেল।৩০

হে পদ্মনয়ন। তাহার পর দেবরাজ চিত্রসেনকে বক্তব্য বিষয় বলিয়া দিয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন ; তিনিও আসিয়া আমাকে বলিলেন।৩১

ততঃ শক্রেণ সন্দিষ্টশ্চিত্রসেনো মমান্তিকম্ ।
প্রাপ্তঃ কমলপত্রাক্ষ স চ মামব্রবীদথ ॥৩১
ত্বংকৃতেঽহং সুরেশেন প্রেষিতো বরবর্ণিনি ।
প্রিয়ং কুরু মহেন্দ্রস্য মম চৈবাত্মনশ্চ হ ॥৩২
শক্রতুল্যং রণে শূরং রূপৌদার্য্যগুণান্বিতম্ ।
পার্থং প্রার্থয় সুশ্রোণি ত্বমিত্যেব তদাব্রবীৎ ॥৩৩
ততোঽহং সমনুজ্ঞাতা তেন পিত্রা চ তেঽনঘ ।
তবান্তিকমনুপ্রাপ্তা শুশ্রূষিতুমরিন্দম ॥৩৪
ত্বদ্‌গুণাকৃষ্টচিত্তাহমনঙ্গবশমাগতা ।
চিরাভিলষিতো বীর মমাপ্যেষ মনোরথঃ ॥৩৫

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তাং তথা ব্রুবতীং শ্রুত্বা ভৃশং লজ্জাবৃতোঽর্জু
উবাচ কর্ণৌ হস্তাভ্যাং পিধায় ত্রিদশালয়ে ॥৩৬

‘বরবর্ণিনি। দেবরাজ তোমার জন্যই আমা পাঠাইয়া দিয়াছেন। অতএব তুমি দেবরাজে আমার ও নিজের প্রিয় কার্য্য কর।৩২

সুনিতম্বে। অর্জ্জুন যুদ্ধে ইন্দ্রেরই তুল্য বী বিশেষতঃ রূপ ও উদারতা প্রভৃতি গুণসম্পন্ন। সুত তুমিই যাইয়া তাঁহার নিকট রতি প্রার্থনা কর- এইরূপই চিত্রসেন বলিয়াছেন।৩৩

হে নিষ্পাপ শত্রুদমন। তাহার পর আমি চি সেনের এবং আপনার পিতার অনুমতিক্র আপনারই সেবা করিবার জন্য আপনার নি আসিয়াছি।৩৪

বীর। আমার চিত্ত আপনার গুণে আ হইয়াছে ; আমি কামের বশীভূত হইয়া পড়িয়াছি আপনি আমার চিরাভিলষিত ; সুতরাং এই বিষ আমারও অভীষ্ট।৩৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন—উর্বশী এইরূপ বলি অর্জ্জুন তাহা শুনিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং স্বর্গলোকে হস্তযুগলদ্বারা কর্ণদ্বয় আবৃত করি বলিলেন।৩৬

অহং—আমি অসদ্‌বৃত্তিরূপ অসাধুগণের নাশের ও সদ্‌বৃত্তিরূপ সজ্জনসমূহের পরিত্রাণের জন্য, পুরুষোত্তম ওঙ্কাররূপে ভক্তের হৃদয়ে আবির্ভূত হই—আমি, আমি, আমিই।

আমি অখণ্ডানন্দ, আমিই পরিপূর্ণানন্দ, আমিই নিরাতশয় আনন্দ, আমিই তুরীয়, আমিই তুরীয়াতীত, আমিই অনন্ত উপনিষদ্‌বিমৃগ্য, আমিই ব্রহ্মা, ঈশান, পুরন্দরাদি অমরনিকর ও অখিল আগমের উত্তমরূপে অন্বেষণীয়, আমি সমস্ত মুমুক্ষুগণের অনুসন্ধেয়, আমিই অমৃতময়ের অন্বেষণীয়, আমিই অমৃতময়, আমিই অমৃতময়, আমিই অমৃতময়।

আমিই সব, আমিই সব, আমিই সব। আমিই মোক্ষ আমিই মোক্ষদাতা, আমিই অখিল মোক্ষের সাধন, আমা ভিন্ন আর কিছু নাই। আমি ভিন্ন যা কিছু দেখা যায়, সে সমস্ত নিশ্চয় বাধিত। আমি বক্তা, আমিই শ্রোতা, আমিই গুরু, আমিই পিতা, আমিই মাতা, আমিই সর্ব্বনিয়ন্তা,

আমিই নিখিল বস্তু, আমিই একমাত্র ধ্যেয়, আমিই ধ্যান, আমিই ধ্যাতা, আমি প্রলয়ে কারণসলিলে অনন্তশয়নে নিদ্রিত থাকি। আমার নাভিপদ্ম হতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হয়ে জগৎ সৃষ্টি করে। আমিই ব্রহ্মা, আমিই বিষ্ণু, আমিই মহেশ্বর, আমি ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, কুবের, যম, অশ্বিনীকুমার। আমিই ভূঃ ভুবঃ স্বঃ মহঃ জন তপ সত্য—এই ঊর্দ্ধসপ্তলোক, আমিই অতল বিতল রসাতল সুতল তলাতল মহাতল পাতাল অধঃ সপ্ত লোক। আমি চতুর্দ্দশ ভুবনকে জলরূপে, অগ্নিরূপে, বায়ুরূপে, আকাশরূপে, অহঙ্কাররূপে, মহত্তত্ত্বরূপে ও প্রকৃতিরূপে বেষ্টন করি। আমি অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড সেজে খেলা করি। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে, সব আমি। আমি ব্রহ্মাণ্ডরূপ রঙ্গমঞ্চ, আমি অভিনয়, আমিই অভিনেতা, আমিই দর্শক, দ্রষ্টা আমি, দৃশ্য আমি, দর্শন আমি, জ্ঞাতা আমি, জ্ঞেয় আমি, আমি জ্ঞান, আমি শ্রোতা, আমি শ্রোতব্য, আমি শ্রবণার্হ। এ বিরাট রঙ্গমঞ্চে আমি ছাড়া আর কিছু নাই, নাই, নাই। আমি, আমি, আমি, আমিই প্রথম উৎপন্ন হয়েছিলাম, তাই আমার নাম "অহং" "অহং" "অহমেব সর্ব্বং" "অহং" "অহং"।

LIBRARY
No..........
Sri Sri Anandamayee Ashram
BANARAS

PRESENTED

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

ওঁশ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ ২৭।১।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
মা, মা, মা,

আঁধারে আতঙ্কে মরি, জাগো জাগো হে শঙ্করি
কাল ঐ ছুটে আসে আর কবে জাগ্‌বি মা ।
মা, প্রেমময়ি মা ! স্নেহময়ি মা ! মধুময়ি মা !
গুরো ! গুরো ! গুরো !

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

সকলের অন্তরতম "আমি"। আমি পুরুষ, আমি স্ত্রী, আমি স্বাহা, আমি স্বধা, আমি বষট্‌কার, আমি উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত—এই স্বরত্রয়, আমি অমৃতরূপিণী, আমি অ, উ, ম ত্রিবিধ মাত্রারূপে অবস্থিতা প্রণবরূপা।

[মহভারত—পঞ্চদশ

[অষ্টমবর্ষ, ভাদ্র মাস, ১৩৭৬] [তৃতীয় সংখ্যা—দক্ষিণপার্শ্বীয়া যাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

মহাভারতম্

LIBRARY
No.............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

শ্রীনিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

---

* * *

PRESENTED

যুগ্ম-সম্পূজক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

[বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা] [প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

স্বত্বাধিকারী ঃ—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ এম্. এ.

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর ঃ—
কিঙ্কর বিমলানন্দ।
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্র নাথ দে, এম্. বি., ডি. ও. এম্. এস্.
ডি. পি. এইচ. ডি. টি. এম্. এণ্ড
এইচ (লণ্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম
বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি.
রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও
৯এ, হরি পাল লেন, কলিকাতা—
আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত।
১৫ই ভাদ্র, ১৩৭৬।

কার্য্যালয় ঃ—
৩৮সি, বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৪-৪৪০৮

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, বাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তারপর আর্য্যশাস্ত্রে অপ্রকাশিত যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রভৃতি থাকিলে "সম্পূজক আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি. ডব্লউ. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-সু
গৌঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্য সত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন—

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

আর্য্যশাস্ত্রে পূর্ব্বপ্রকাশিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি এখনও পাওয়া যায়।

১। মনুসংহিতা	৩·০০ টাকা
২। বিংশতিসংহিতা ও স্মৃতি	২২·৫০ ”

সংহিতা—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনঃ, অঙ্গিরঃ, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বসিষ্ঠ।

স্মৃতি—প্রজাপতি, লঘুশঙ্খ, শঙ্খ-লিখিত, ঔশনস, বৃহদ্‌যম, লঘুযম, অরুণ, অত্রি, আঙ্গিরস, কপিল, লঘ্বাশ্বলায়ন, বাধূল, বৃদ্ধহারীত, লোহিত, দাল্‌ভ্য, কণ্ব, বৃহৎপরাশর, নারদ।)

৩। শ্রীবাল্মীকি রামায়ণ	৩০·০০ টাকা
৪। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ	৯·০০ ”
৫। শ্রীমদ্‌ভাগবত	৪২·০০ ”

(ডাক মাশুল স্বতন্ত্র)

দুঃশ্রুতং মেহস্তু সুভগে যন্মাং বদসি ভাবিনি।
গুরুদারৈঃ সমানা ত্বং নিত্যমেষা মতির্মম ॥৩৭

যথা কুন্তী মহাভাগা যথেন্দ্রাণী শচী মম।
তথা ত্বমপি কল্যাণী নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥৩৮

যচ্চেক্ষিতাসি বিস্পষ্টং বিশেষেণ ময়া শুভে।
তচ্চ কারণপূর্বং হি শৃণু সত্যং শুচিস্মিতে ॥৩৯

ইয়ং পৌরববংশস্য জননী বিদিতেতি হ।
ত্বামহং দৃষ্টবাংস্তত্র বিজ্ঞায়োৎফুল্ললোচনঃ ॥৪০

ন মামর্হসি কল্যাণি অন্যথা মন্তুমপ্সরঃ।
গুরোর্গুরুতরা মে ত্বং মম বংশবিবর্দ্ধিনী ॥৪১

উর্বশ্যুবাচ।

অনাবৃতাশ্চ সর্বাঃ স্ম দেবরাজাভিনন্দন।
গুরুস্থানে ন মাং বীর নিযোক্তুং ত্বমিহার্হসি ॥৪২

পূরোর্বংশে হি যে পুত্রা নপ্তারো বা ত্বিহাগতাঃ।
তপসা রময়ন্ত্যস্মান্ ন চ তেষাং ব্যতিক্রমঃ ॥৪৩

তৎ প্রসীদ ন মামার্তাং বিসর্জ্জয়িতুমর্হসি।
হৃচ্ছয়েন চ সন্তপ্তাং ভক্তাঞ্চ ভজ মানদ ॥৪৪

অর্জুন উবাচ।

শৃণু সত্যং বরারোহে যৎ ত্বাং বক্ষ্যাম্যনিন্দিতে।
শৃণ্বন্তু মে দিশশ্চৈব বিদিশশ্চ সদেবতাঃ ॥৪৫

যথা কুন্তী চ মাদ্রী চ শচী চেহ মমানঘে।
তথা চ বংশজননী ত্বং হি মেহদ্য গরীয়সী ॥৪৬

গচ্ছ মূর্দ্ধ্না প্রপন্নোহস্মি পাদৌ তে বরবর্ণিনি।
ত্বং হি মে মাতৃবৎ পূজ্যা রক্ষ্যোহহং পুত্রবৎ
ত্বয়া ॥৪৭

'ভাগ্যবতি। আপনি আমাকে যাহা বলিলেন, তাহা আমার শ্রবণ করাই অসঙ্গত হইল; কারণ, আপনি আমার গুরুপত্নীতুল্য; ইহাই আমার সর্বদা ধারণা।৩৭

আমার নিকট যেমন কুন্তী এবং যেমন মহাভাগা শচী, আপনিও তেমনি। এবিষয়ে বিচার করাই উচিত নহে।৩৮

তবে আমি যে বিশেষরূপে সুস্পষ্টভাবে আপনাকে দেখিয়াছিলাম, তাহা কোন কারণবশতঃ; সে বিষয়ে সত্যকথা শ্রবণ করুন।৩৯

'ইনি পুরুবংশের সর্ব্বজনবিদিত জননী' ইহা জ্ঞাত হইয়াই আমি উৎফুল্লনয়নে তখন আপনাকে দেখিয়াছিলাম।৪০

অতএব কল্যাণি অপ্সরঃ। আপনি আমাকে অন্যরূপ মনে করিতে পারেন না। আপনি আমার গুরুপত্নী অপেক্ষাও অধিক গৌরবশালিনী এবং আমার বংশের বৃদ্ধিকারিণী।৪১

উর্ব্বশী বলিল—'দেবরাজনন্দন। আমরা অপ্সরোগণ সকলেই অনিয়ন্ত্রিত। অতএব বীর। আপনি আমাকে কখনই গুরুপত্নীস্থানে স্থাপন করিতে পরেন না।৪২

পুরুবংশের যে সকল পুত্র, পৌত্র বা অন্যান্য লোক তপোবলে এখানে আসিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আমাদের সহিত রমণ করিয়াছেন; ইহাতে তাঁহাদের কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই।৪৩

আপনি আমার উপর প্রসন্ন হউন; আপনি কামপীড়িতা আমাকে ত্যাগ করিতে পারেন না; আমি কামসন্তপ্তা এবং আপনার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্তা; অতএব হে মানদ! আপনি আমাকে ভজনা করুন।৪৪

অর্জ্জুন বলিলেন—'বরারোহে। অনিন্দিতে! আমি যাহা সত্য বলিব, তাহা আপনি শ্রবণ করুন, আর দেবগণের সহিত দিক্ এবং বিদিক্‌সকলও আমার কথা শ্রবণ করুক।৪৫

LIBRARY
No..........
Shri Shri [illegible] mayee Ashram

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তা তু পার্থেন উর্বশী ক্রোধমূর্চ্ছিতা।
বেপন্তী ভ্রূকুটীং কৃত্বা শশাপাথ ধনঞ্জয়ম্ ॥৪৮

উর্বশ্যুবাচ।

তব পিত্রাভ্যনুজ্ঞাতাং স্বয়ঞ্চ গৃহমাগতাম্।
যস্মান্মাং নাভিনন্দেথাঃ কামবাণবশং গতাম্ ॥৪৯
তস্মাৎ ত্বং নর্ত্তনঃ পার্থ স্ত্রীমধ্যে মানবর্জিতঃ।
অপুমানিতি বিখ্যাত ষণ্ঢবদ্ বিচরিষ্যসি ॥৫০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং দত্ত্বার্জুনে শাপং স্ফুরদোষ্ঠী শ্বসন্ত্যথ।
পুনঃ প্রত্যাগতা ক্ষিপ্রমুর্বশী গৃহমাত্মনঃ ॥৫১
পার্থোঽপি লব্ধ্বা শাপং তং তাং নিশাং
দুঃখিতোঽবসৎ।
বিবক্ষুশ্চিত্রসেনায় প্রাতঃ সর্ব্বমহৃষ্টবৎ ॥৫২
ততঃ প্রভাতে বিমলে গন্ধর্বায় যথাতথম্।
নিবেদয়ামাস তদা চিত্রসেনায় পাণ্ডবঃ ॥৫৩
তচ্চ সর্বং যথাবৃত্তং শাপঞ্চৈব পুনঃ পুনঃ।
আবেদয়চ্চ শক্রস্য চিত্রসেনোঽপি সর্বশঃ ॥৫৪
তত আনায্য তনয়ং বিবিক্তে হরিবাহনঃ।
সান্ত্বয়িত্বা শুভৈর্বাক্যৈঃ স্ময়মানোঽভ্যভাষত ॥৫৫
সুপুত্রাদ্য পৃথা তাত ত্বয়া পুত্রেণ সত্তম।
ঋষয়োঽপি হি ধৈর্য্যেণ জিতা বৈ তে মহাভুজ ॥৫৬

নিষ্পাপে। আমার নিকট কুন্তী, মাদ্রী ও শচীদেবী যেমন, বংশের জননী বলিয়া আপনিও আমার নিকট তেমনই জানিবেন; কিংবা তাহাদের অপেক্ষাও আপনি আমার নিকট অধিক গৌরবমণ্ডিতা।৪৬

হে বরবর্ণিনি! আপনি স্বস্থানে গমন করুন; আমি মস্তকদ্বারা আপনার চরণযুগলে প্রণত হইতেছি। আপনি মাতার ন্যায় আমার পূজনীয়া এবং আমিও পুত্রের ন্যায়ই আপনার রক্ষণীয়।৪৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অর্জ্জুন এইরূপ বলিলে উর্ব্বশী ক্রোধে মূর্চ্ছিতা (জ্ঞানশূন্যা) হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ভ্রূকুটী করিয়া অর্জ্জুনকে অভিসম্পাত করিল।৪৮

উর্ব্বশী বলিল—'অর্জ্জুন! তোমার পিতা অনুমতি দিয়াছেন, আমিও নিজেই তোমার গৃহে আসিয়াছি এবং বিশেষতঃ এখন আমি কামবশীভূতা; তথাপি তুমি যখন আমাকে অভিনন্দন করিলে না, তখন তুমি নর্ত্তক ও সম্মানহীন অপুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিবে এবং নপুংসকেরই মত স্ত্রীলোকদের মধ্যে বিচরণ করিবে।৪৯-৫০

বৈশম্পায়ন বলিলেন—উর্ব্বশী অর্জুনকে এইরূ অভিশাপ দিয়া কম্পিত ওষ্ঠে নিশ্বাস ত্যাগ করি করিতে আপন গৃহে ফিরিয়া গেল।৫১

অর্জ্জুনও সেই অভিশাপ পাইয়া প্রাতঃকা সমস্ত বিষয় চিত্রসেনকে বলিবার ইচ্ছা ক বিষণ্ণের ন্যায় দুঃখিত থাকিয়া সেই রাত্রি অতিবাহি করিলেন।৫২

তাহার পর পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন নির্ম্মল প্রাতঃকা চিত্রসেন গন্ধর্বের নিকট রাত্রির সমস্ত বৃত্তা যথাযথভাবে জানাইলেন।৫৩

চিত্রসেনও সেই সকল বৃত্তান্ত এবং শাপের বিষ যথাযথভাবে বার বার ইন্দ্রের নিকট বিশেষভা জানাইলেন।৫৪

তাহার পর ইন্দ্র নির্জনস্থানে পুত্র অর্জ্জুন আনাইয়া, মৃদু মৃদু হাস্য করত মনোহর বা আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন।৫৫

'বৎস সজ্জনশ্রেষ্ঠ! আজ কুন্তীদেবী তোমার

যস্তু দত্তবতী শাপমূর্বশী তব মানদ।
স চাপি তেহর্থকৃৎ তাত সাধকশ্চ ভবিষ্যতি ॥৫৭
অজ্ঞাতবাসো বস্তব্যো ভবদ্ভির্ভূতলেহনঘ।
বর্ষে ত্রয়োদশে বীর তত্র ত্বং ক্ষপয়িষ্যসি ॥৫৮
তেন নর্তনবেষেণ অপুংস্ত্বেন তথৈব চ।
বর্ষমেকং বিহৃত্যৈব ততঃ পুংস্ত্বমবাপ্স্যসি ॥৫৯
এবমুক্তস্তু শক্রেণ ফাল্গুনঃ পরবীরহা।
মুদং পরমিকাং লেভে ন চ শাপং ব্যচিন্তয়ৎ ॥৬০
চিত্রসেনেন সহিতো গন্ধর্বেণ যশস্বিনা।
রেমে স স্বর্গভবনে পাণ্ডুপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ॥৬১

ইদং যঃ শৃণুয়াদ্ বৃত্তং নিত্যং পাণ্ডুসুতস্য বৈ।
ন তস্য কামঃ কামেষু পাপকেষু প্রবর্ত্ততে ॥৬২

ইদমমরবরাত্মজস্য ঘোরং
শুচি চরিতং বিনিশম্য ফাল্গুনস্য।
ব্যপগতমদ-দম্ভ-রাগদোষা-
স্ত্রিদিবগতাভিরমন্তি মানবেন্দ্রাঃ ॥৬৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্বণি উর্বশীশাপো নাম ষট্চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥৪৬

পুত্রদ্বারা সুপুত্রা হইলেন। কারণ, হে মহাবাহো! তুমি আজ ধৈর্য্যদ্বারা ঋষিগণকেও জয় করিয়াছ।৫৬

কিন্তু মানদ বৎস! উর্ব্বশী তোমাকে যে শাপ দিয়াছে, তাহাও তোমার পক্ষে প্রয়োজনসম্পাদক ও কার্য্যসাধকই হইবে।৫৭

কারণ, হে নিষ্পাপ বীর! যখন ত্রয়োদশ বৎসরে ভূতলে তোমাদের অজ্ঞাতবাস করিতে হইবে, তখন তুমি এই শাপ ক্ষয় করিবে।৫৮

তুমি সেই নপুংসকভাবে নর্ত্তকের বেশে এক বৎসরকাল থাকিয়া পরে আবার পুরুষত্ব লাভ করিবে।৫৯

ইন্দ্র এইরূপ বলিলে, শত্রুবীরহন্তা অর্জ্জুন অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন এবং শাপের বিষয়ে আর কোন চিন্তাই করিলেন না।৬০

তাহার পর পাণ্ডুনন্দন অর্জ্জুন যশস্বী চিত্রসেন-গন্ধর্বের সহিত মিলিত হইয়া স্বর্গলোকে আনন্দে বিহার করিতে লাগিলেন।৬১

যে ব্যক্তি অর্জ্জুনের এই চরিত্র নিত্য শ্রবণ করে, তাহার কামনা কখনও পাপজনক কামব্যাপারে প্রবৃত্ত হয় না।৬২

মনুষ্যশ্রেষ্ঠগণ ইন্দ্রপুত্র অর্জ্জুনের এই দুষ্কর ও পরম পবিত্র চরিত্র শ্রবণ করিয়া মত্ততা, কপটতা ও অনুরাগদোষ পরিত্যাগ করত স্বর্গে যাইয়া আনন্দে বিহার করিতে থাকেন।৬৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্ব্বে
উর্বশীশাপনামক ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৪৬.

সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

[লোমশমুনেরিন্দ্রলোকাগমনম্, ইন্দ্রেণ অর্জুনেন চ সহ সম্মিল্য কাম্যকবনে যুধিষ্ঠিরসমীপে গমনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

কদাচিদটমানস্তু মহর্ষিরথ লোমশঃ।
জগাম শক্রভবনং পুরন্দরদিদৃক্ষয়া ॥১

স সমেত্য নমস্কৃত্য দেবরাজং মহামুনিঃ।
দদর্শার্দ্ধাসনগতং পাণ্ডবং বাসবস্য হি ॥২

ততঃ শক্রাভ্যনুজ্ঞাত আসনে বিষ্টরোত্তমে।
নিষসাদ দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ পূজ্যমানো মহর্ষিভিঃ ॥৩

তস্য দৃষ্ট্বাঽভবদ্ বুদ্ধিঃ পার্থমিন্দ্রাসনে স্থিতম্।
কথং নু ক্ষত্রিয়ঃ পার্থঃ শক্রাসনমবাপ্তবান্ ॥৪

কিং বানেন কৃতং কর্ম্ম লোকা বা কে বিনির্জ্জিতাঃ।
যদেবমনুসম্প্রাপ্তঃ স্থানং দেবনমস্কৃতম্ ॥৫

তস্য বিজ্ঞায় সঙ্কল্পং শক্রো বৃত্রনিষূদনঃ।
লোমশং প্রহসন্ বাক্যমিদমাহ শচীপতিঃ ॥৬

ব্রহ্মর্ষে! শ্রূয়তাং যত্তে মনসৈতদ্বিচিন্তিতম্।
নায়ং কেবলমর্ত্ত্যো বৈ ক্ষত্রিয়ত্বমুপাগতঃ ॥৭

মহর্ষে! মম পুত্রোঽয়ং কুন্ত্যাং জাতো মহাভুজঃ।
অস্ত্রহেতোরিহ প্রাপ্তঃ কস্মাচ্চিৎ কারণান্তরাৎ ॥৮

অহো নৈনং ভবান্ বেত্তি পুরাণমৃষিসত্তমম্।
শৃণু মে বদতো ব্রহ্মন্ যোঽয়ং যচ্চাস্য কারণম্ ॥৯

নর-নারায়ণৌ যৌ তৌ পুরাণাবৃষিসত্তমৌ।
তাবিমাবভিজানীহি হৃষীকেশ-ধনঞ্জয়ৌ ॥১০

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়।

[লোমশমুনির ইন্দ্রলোকে আগমন এবং ইন্দ্র ও অর্জুনের সহিত মিলিত হইয়া কাম্যকবনে যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তাহার পর কোন এক সময়ে মহর্ষি লোমশ বিচরণ করিতে করিতে ইন্দ্রকে দর্শন করিবার ইচ্ছায় ইন্দ্রভবনে গমন করিলেন।১

সেই মহামুনি উপস্থিত হইয়া ইন্দ্রকে নমস্কার করত অর্জ্জুনকে ইন্দ্রেরই অর্দ্ধাসনে উপবিষ্ট দর্শন করিলেন।২

তদনন্তর দ্বিজশ্রেষ্ঠ লোমশ ইন্দ্রের অনুমতিক্রমে উত্তম কুশাসনে উপবেশন করিলেন; তখন অন্যান্য মহর্ষিগণ তাঁহার সম্মান করিলেন।৩

সেই সময় অর্জ্জুনকে ইন্দ্রের আসনে অবস্থিত দেখিয়া তাঁহার মনে সন্দেহ হইল যে, অর্জ্জুন ক্ষত্রিয় হইয়া কি প্রকারে ইন্দ্রের আসন লাভ করিলেন ?৪

ইনি কি কার্য্য করিয়াছেন ? তপোবলে কোন্ লোকই বা জয় করিয়াছেন, যাহার জন্য ইনি দেবপূজিত এমন স্থান লাভ করিলেন ?৫

তখন বৃত্রহন্তা শচীপতি ইন্দ্র লোমশমুনির সেই মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে এই কথা বলিলেন।৬

‘ব্রহ্মর্ষি! আপনি মনে মনে যাহা চিন্তা করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করুন—ইনি ক্ষত্রিয়ত্বপ্রাপ্ত কেবল মানুষ নহেন।৭

মহর্ষি! এই মহাবাহু—আমার পুত্র এবং ইনি কুন্তীর গর্ভে জন্মিয়াছেন; ইনি কোন কারণবশতঃ অস্ত্রশিক্ষা করিবার জন্য এখানে আসিয়াছেন।৮

কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আপনি এই প্রাচীন ঋষিশ্রেষ্ঠকে জানেন না। ব্রহ্মন্! ইনি কে এবং ইঁহার এই মূর্ত্তি ধারণ করিবার কি কারণ, তাহা আমি বলিতেছি,—আপনি শ্রবণ করুন।৯

নর ও নারায়ণনামে সেই যে দুই জন প্রাচীন ঋষিশ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাঁহারাই এই কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন; ইহা আপনি অবগত হউন।১০

বিখ্যাতৌ ত্রিষু লোকেষু নর-নারায়ণাবৃষী ।
কার্য্যার্থমবতীর্ণৌ তৌ পৃথ্বীং পুণ্যপ্রতিশ্রয়াম্ ॥১১

যন্ন শক্যং সুরৈর্দ্রষ্টুমৃষিভির্বা মহাত্মভিঃ ।
তদাশ্রমপদং পুণ্যং বদরীনাম বিশ্রুতম্ ॥১২

স নিবাসোঽভবদ্ বিপ্র ! বিষ্ণোর্জিষ্ণোস্তথৈব চ ।
যতঃ প্রববৃতে গঙ্গা সিদ্ধ-চারণসেবিতা ॥১৩

তৌ মন্নিয়োগাদ্ ব্রহ্মর্ষে ! ক্ষিতৌ জাতৌ মহাদ্যুতী ।
ভূমের্ভারাবতরণং মহাবীর্য্যৌ করিষ্যতঃ ॥১৪

উদ্বৃত্তা হ্যসুরাঃ কেচিন্নিবাতকবচা ইতি ।
বিপ্রিয়েষু স্থিতাস্মাকং বরদানেন দর্পিতাঃ ॥১৫

তর্কয়ন্তে সুরান্ হন্তুং বল-বীর্য্যসমন্বিতাঃ ।
দেবান্ ন গণয়ন্ত্যেতে তথা দত্তবরা হি তে ॥১৬

পাতালবাসিনো রৌদ্রা দনোঃ পুত্রা মহাবলাঃ ।
সর্ব্বদেবনিকায়া হি নালং যোধয়িতুং হি তান্ ॥১৭

যোঽয়ং ভূমিগতঃ শ্রীমান্ বিষ্ণুর্মধুনিষূদনঃ ।
কপিলো নাম দেবোঽসৌ ভগবানজিতোঽব্যয়ঃ ॥১৮

যেন পূর্ব্বং মহাত্মানঃ খনমানা মহীতলম্ ।
দর্শনাদেব নির্দগ্ধাঃ সগরস্যাত্মজা বিভো ! ॥১৯

তেন কার্য্যং মহৎ কার্য্যমস্মাকং দ্বিজসত্তম ।
পার্থেন চ মহাযুদ্ধে সমেতাভ্যাং ন সংশয়ঃ ॥২০

সোঽসুরান্ দর্শনাদেব শক্তো হন্তুং সহানুগান্ ।
নিবাতকবচানুগ্রান্ নাগানিব মহাহ্রদে ॥২১

কিন্তু নাল্পেন কার্য্যেণ প্রবোধ্যো মধুসূদনঃ ।
তেজসঃ সুমহারাশিঃ প্রবুদ্ধঃ প্রদহেজ্জগৎ ॥২২

ত্রিলোকবিখ্যাত সেই নর ও নারায়ণ নামে দুই ঋষি বিশেষ কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য পুণ্যের আধার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।১১

দেবগণ কিংবা মহাত্মা ঋষিগণও যাহা দেখিতে সমর্থ নহেন, সেই 'বদরী'নামে বিখ্যাত পরম পবিত্র এক আশ্রম আছে।১২

ব্রাহ্মণ! সেই বদরিকাশ্রমই কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের বাসস্থান ছিল; যে স্থান হইতে সিদ্ধ ও চারণগণ-সেবিতা গঙ্গা উৎপন্ন হইয়াছিলেন।১৩

ব্রহ্মর্ষি! সেই মহাতেজস্বী ও মহাবল নর ও নারায়ণ দুই ঋষিই আমার প্রার্থনায় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং ইঁহারাই পৃথিবীর ভারাবতরণ করিবেন।১৪

উদ্ধতস্বভাব এবং ব্রহ্মার বরদানে দর্পিত 'নিবাতকবচ'—নামে কতকগুলি অসুর আমাদের অপ্রিয় আচরণ করিতেছে।১৫

দৈহিক বল ও মানসিক বলসম্পন্ন সেই অসুরগণ বরলাভ করত দেবগণকে বধ করিতে পারিবে বলিয়া মনে করে, তাই তাহারা দেবগণকে গ্রাহ্যই করে না।১৬

ভয়ঙ্করস্বভাব, মহাবল দনুর পুত্রগণ পাতালে বাস করে। সমস্ত দেবগণও তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ নহেন ১৭

মধুদৈত্যহন্তা লক্ষ্মীপতি এই যে বিষ্ণু ভূতলে গিয়াছেন, অবিজিত ও অবিনশ্বর ঐ ভগবান্ বিষ্ণুই 'কপিল' হইয়াছিলেন।১৮

হে বিভো! যিনি পূর্ব্বকালে ভূতলখননকারী মহাত্মা সগর-পুত্রগণকে দর্শনমাত্রেই দগ্ধ করিয়াছিলেন।১৯

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! সেই কৃষ্ণ ও অর্জ্জুন মিলিত হইয়া মহাযুদ্ধে আমাদের মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিবেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।২০

সেই কৃষ্ণ কেবল দৃষ্টিদ্বারাই—মহাহ্রদবাসী সর্পগণের ন্যায় উগ্রস্বভাব নিবাতকবচনামক অসুরগণকে অনুচরবর্গের সহিতই সংহার করিতে সমর্থ।২১

PRESENTED

অয়ং তেষাং সমস্তানাং শক্তঃ প্রতিসমাসনে।
তান্ নিহত্য রণে শূরঃ পুনর্যাস্যতি মানুষান্ ॥২৩
ভবানস্মন্নিয়োগেন যাতু তাবন্মহীতলম্।
কাম্যকে দ্রক্ষ্যসে বীরং নিবসন্তং যুধিষ্ঠিরম্ ॥২৪
স বাচ্যো মম সন্দেশাদ্ধর্ম্মাত্মা সত্যসঙ্গরঃ।
নোৎকণ্ঠা ফাল্গুনে কার্য্যা কৃতাস্ত্রঃ শীঘ্রমেষ্যতি ॥২৫
নাশুদ্ধবাহুবীর্য্যেণ নাকৃতাস্ত্রেণ বা রণে।
ভীষ্ম-দ্রোণাদয়ো যুদ্ধে শক্যাঃ প্রতিসমাসিতুম্॥২৬
গৃহীতাস্ত্রো গুড়াকেশো মহাবাহুর্মহামনাঃ।
নৃত্য-বাদিত্র-গীতানাং দিব্যানাং পারমীয়িবান্ ॥২৭

কিন্তু অল্প কার্য্যের জন্য তাঁহাকে জানান যায় না। কারণ, তিনি তেজের সুবিশাল রাশি, সুতরাং হয় ত বৃদ্ধি পাইয়া সমগ্র জগৎকেই দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন।২২

সুতরাং এই বীর অর্জ্জুন সেই সকল নিবাতকবচকে সংহার করিতে সমর্থ; অতএব ইনি যুদ্ধে তাহাদিগকে বধ করিয়া পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে যাইবেন।২৩

অতএব হে মহর্ষি! আপনি আমার অনুরোধক্রমে পৃথিবীতে গমন করুন; সেখানে যাইয়া কাম্যক বনে বীর যুধিষ্ঠিরকে দেখিতে পাইবেন।২৪

পরে, আমার কথানুসারে আপনি সেই ধর্ম্মাত্মা ও সত্যপ্রতিজ্ঞ যুধিষ্ঠিরকে বলিবেন যে, আপনারা অর্জ্জুনের জন্য উৎকণ্ঠিত হইবেন না; তিনি অস্ত্রশিক্ষা শেষ করিয়া সত্বরই আসিবেন।২৫

যুদ্ধে বাহুবলপ্রয়োগশিক্ষার ত্রুটি থাকিলে কিংবা সকল অস্ত্রশিক্ষা না হইলে, কেহই যুদ্ধে ভীষ্ম ও দ্রোণ প্রভৃতির প্রতিপক্ষভাবে থাকিতে পারে না।২৬

ভবানপি বিবিক্তানি তীর্থানি মনুজেশ্বর।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ সর্ব্বৈদ্রষ্টুমর্হত্যরিন্দম ॥২৮
তীর্থেষ্বাপ্লুত্য পুণ্যেষু বিপাপ্মা বিগতজ্বরঃ।
রাজ্যং ভোক্ষ্যসি রাজেন্দ্র সুখী বিগতকল্মষঃ ॥২৯
ভবাংশ্চৈনং দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পর্য্যটন্তং মহীতলম্।
ত্রাতুমর্হতি বিপ্রাগ্র্য! তপোবলসমন্বিতঃ ॥৩০
গিরিদুর্গেষু চ সদা দেশেষু বিষমেষু চ।
বসন্তি রাক্ষসা রৌদ্রাস্তেভ্যো রক্ষাং বিধাস্যতি ॥৩১
এবমুক্তে মহেন্দ্রেণ বীভৎসুরপি লোমশম্।
উবাচ প্রয়তো বাক্যং রক্ষেথাঃ পাণ্ডুনন্দনম্ ॥৩২

মহাবাহু, মহামনা ও নিদ্রাবিজয়ী অর্জ্জুন সমস্ত অস্ত্রই শিক্ষা করিয়াছেন, আর স্বর্গীয় নৃত্য, গীত এবং বাদ্যেও পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন।২৭

অরিন্দম রাজন্! অতএব আপনিও সকল ভ্রাতার সহিত মিলিত হইয়া পবিত্র তীর্থগুলি দেখিতে পারেন।২৮

রাজশ্রেষ্ঠ! আপনি পবিত্র তীর্থসমূহে স্নান করিয়া পাপবিহীন, সন্তাপশূন্য, মনোমালিন্যরহিত এবং সুখী হইয়া রাজ্য ভোগ করিবেন।২৯

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ! আপনি তপোবলসম্পন্ন; সুতরাং যুধিষ্ঠির যখন ভূতলে পর্য্যটন করিবেন, তখন আপনি উঁহাকে রক্ষা করিবেন।৩০

দুর্গম পর্ব্বত এবং বিষম স্থানসমূহে সর্ব্বদা ভয়ঙ্কর রাক্ষসেরা বাস করে, তাহাদের হাত হইতে আপনি যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবেন।৩১

ইন্দ্র এইরূপ বলিলে, অর্জ্জুনও বিনয়াবনত হইয়া লোমশমুনিকে এই কথা বলিলেন যে, আপনি যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিবেন।৩২

যথা গুপ্তস্ত্বয়া রাজা চরেত্তীর্থানি সত্তম ।
দানং দদ্যাদ্ যথা চৈব তথা কুরু মহামুনে ॥৩৩

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

স তথেতি প্রতিজ্ঞায় লোমশঃ সুমহাতপাঃ ।
কাম্যকং বনমুদ্দিশ্য সপামুরান্মহীতলম্ ॥৩৪

দদর্শ তত্র কৌন্তেয়ং ধর্ম্মরাজমরিন্দমম্ ।
তাপসৈর্ভ্রাতৃভিশ্চৈব সর্ব্বতঃ পরিবারিতম্ ॥৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্ব্বণি
লোমশাগমনে সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৭

হে সাধুশ্রেষ্ঠ মহামুনি ! যুধিষ্ঠির আপনাকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া যাহাতে তীর্থপর্য্যটন করেন এবং দান করেন, আপনি তাহার ব্যবস্থা করিবেন ।৩৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন—‘তাহাই হইবে’ এইরূপ স্বীকার করিয়া অতিশয় মহাতপপরায়ণ লোমশমুনি কাম্যকবন উদ্দেশ্য করিয়া ভূতলে আসিলেন ।৩৪

তিনি সেখানে আসিয়া দেখিলেন—কুন্তীনন্দন অরিন্দম যুধিষ্ঠির তপস্বী ও ভ্রাতৃগণে চারিদিকে পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন ।৩৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্ব্বে
লোমশাগমনে সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।৪৭

অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ।

[সঞ্জয়সমীপে দুঃখিতেন ধৃতরাষ্ট্রেণ পুত্রেভ্যশ্চিন্তাপূর্ণবাক্যস্য কথনম্ ।]

জনমেজয় উবাচ ।

অত্যদ্ভুতমিদং কর্ম্ম পার্থস্যামিততেজসঃ ।
ধৃতরাষ্ট্রো মহাপ্রাজ্ঞঃ শ্রুত্বা বিপ্র কিমব্রবীৎ ॥১

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

শক্রলোকগতং পার্থং শ্রুত্বা রাজাঽম্বিকাসুতঃ ।
দ্বৈপায়নাদৃষিশ্রেষ্ঠাৎ সঞ্জয়ং বাক্যমব্রবীৎ ॥২

শ্রুতং মে সূত ! কাৎস্ন্যেন কর্ম্ম পার্থস্য ধীমতঃ ।
কচ্চিত্তবাপি বিদিতং যাথাতথ্যেন সারথে ॥৩

প্রমত্তো গ্রাম্যধর্ম্মেষু মন্দাত্মা পাপনিশ্চয়ঃ ।
মম পুত্রঃ সুদুর্বুদ্ধিঃ পৃথিবীং ঘাতয়িষ্যতি ॥৪
যস্য নিত্যমৃতা বাচঃ স্বৈরেষ্বপি মহাত্মনঃ ।
ত্রৈলোক্যমপি তস্য স্যাদ্ যস্য যোদ্ধা ধনঞ্জয়ঃ ॥৫

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় ।

[সঞ্জয়ের নিকট দুঃখিত ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক পুত্রগণের জন্য চিন্তাপূর্ণ বাক্য কথন ।]

জনমেজয় বলিলেন—‘ব্রাহ্মণপ্রবর বৈশম্পায়ন ! মহাপ্রাজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র অমিততেজা অর্জ্জুনের এই অত্যাশ্চর্য্য কার্য্যের কথা শুনিয়া কি বলিয়াছিলেন ?১

বৈশম্পায়ন বলিলেন—অর্জ্জুন ইন্দ্রলোকে গিয়াছেন এই কথা ঋষিশ্রেষ্ঠ বেদব্যাসের নিকট শুনিয়া অম্বিকাপুত্র ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বলিয়াছিলেন ।২

সূতনন্দন ! বুদ্ধিমান্ অর্জ্জুনের সমস্ত কার্য্যের কথাই আমি শুনিয়াছি ; সঞ্জয় ! তুমি কি তাহা যথাযথভাবে জানিতে পারিয়াছ ?৩

গ্রাম্যধর্ম স্ত্রীসংসর্গাদিতে অত্যন্ত মত্ত, মূঢ়চিত্ত, পাপমতি এবং অত্যন্তদুর্বুদ্ধি আমার পুত্র দুর্য্যোধন নিশ্চয়ই এই পৃথিবীকে নষ্ট করিবে ।৬

অস্যতঃ কর্ণিনারাচাংস্তীক্ষ্ণাগ্রাংশ্চ শিলাশিতান্।
কোঽর্জ্জুনস্যাগ্রতস্তিষ্ঠেদপি মৃত্যুজরাতিগঃ ॥৬

মম পুত্রা দুরাত্মানঃ সর্ব্বে মৃত্যুবশানুগাঃ।
যেষাং যুদ্ধং দুরাধর্ষৈঃ পাণ্ডবৈঃ প্রত্যুপস্থিতম্ ॥৭

তথৈব চ ন পশ্যামি যুধি গাণ্ডীবধন্বনঃ।
অনিশং চিন্তয়ানোঽপি য এনমুদিয়াদ্ রথী ॥৮

দ্রোণ-কর্ণৌ প্রতীয়াতাং যদি ভীষ্মোঽপি বা রণে।
মহান্ স্যাৎ সংশয়ো লোকে তত্র পশ্যামি নো
জয়ম্ ॥৯

ঘৃণী কর্ণঃ প্রমাদী চ আচার্য্যঃ স্থবিরো গুরুঃ।
অমর্ষী বলবান্ পার্থঃ সংরম্ভী দৃঢ়বিক্রমঃ ॥১০

ভবেৎ সুতুমুলং যুদ্ধং সর্ব্বশোঽপ্যপরাজিতম্।
সর্ব্বে হ্যস্ত্রবিদঃ শূরাঃ সর্ব্বে প্রাপ্তা মহদ্ যশঃ ॥১১

অপি সর্ব্বেশ্বরত্বং হি তে বাঞ্ছন্ত্যপরাজিতাঃ।
বধে নূনং ভবেচ্ছান্তিরেতেষাং ফাল্গুনস্য বা ॥১২

ন তু হন্তাঽর্জ্জুনস্যাস্তি জেতা বাস্য ন বিদ্যতে।
মন্যুস্তস্য কথং শাম্যেন্মন্দান্ প্রতি সমুত্থিতঃ ॥১৩

ত্রিদশেশসমো বীরঃ খাণ্ডবেঽগ্নিমতর্পয়ৎ।
জিগায় পার্থিবান্ সর্ব্বান্ রাজসূয়ে মহাক্রতৌ ॥১৪

শেষং কুর্য্যাদ্ গিরির্বজ্রো নিপতন্ মূর্দ্ধি, সঞ্জয়।
ন তু কুর্য্যুঃ শরাঃ শেষং ক্ষিপ্তাস্তাত !
কিরীটিনা ॥১৫

যথেচ্ছভাবে আলাপের সময়েও নিত্য যে মহাত্মার সত্য বাক্যই নির্গত হয় এবং অর্জ্জুন যাঁহার পক্ষের যোদ্ধা, ত্রিভুবনের রাজত্বও তাঁহারই হইতে পারে।৫

কারণ, অর্জ্জুন যখন প্রস্তরঘর্ষণে অত্যন্ত ধারাল তীক্ষ্ণাগ্র কর্ণী ও নারাচপ্রভৃতি নিক্ষেপ করিতে থাকিবেন, তখন এমন কোন লোক আছে যে, মৃত্যু-জরাতিক্রমী হইয়াও তাঁহার সম্মুখে থাকিতে পারিবে।৬

সুতরাং সেই দুর্দ্ধর্ষ পাণ্ডবদের সহিত যাহাদের যুদ্ধ উপস্থিত হইতেছে, আমার সেই দুরাত্মা পুত্রগণ সকলেই মৃত্যুর বশবর্ত্তী হইবে।৭

অর্জ্জুনের প্রতিপক্ষভাবে যে রথী যুদ্ধে উপস্থিত হইবে, সেই প্রকার অর্জ্জুনের কোন প্রতিপক্ষ যোদ্ধাকে আমি সর্ব্বদা চিন্তা করিয়াও দেখিতেছি না।৮

দ্রোণ, কর্ণ, কিংবা ভীষ্মও যদি যুদ্ধে অর্জ্জুনের প্রতিপক্ষভাবে উপস্থিত হন, তাহা হইলেও অন্য লোকের জয়-পরাজয়ের গুরুতর সংশয় হইবে; আমি কিন্তু সে ক্ষেত্রে জয়ের সম্ভাবনাই করি না।৯

কারণ, কর্ণ—দয়ালু ও অসাবধান এবং দ্রোণ—বৃদ্ধ ও গুরু, আর অর্জ্জুন ক্রোধী, বলবান্, উদ্যমী ও দৃঢ়বিক্রমশালী।১০

অতএব নিশ্চয়ই সর্ব্বাত্মক অতি তুমুল যুদ্ধ হইবে এবং সেই যুদ্ধে পাণ্ডবদের পরাজয় হইবে না। কার পাণ্ডবেরা সকলেই অস্ত্রজ্ঞ ও বীর এবং সেইজ তাঁহারা অতিশয় যশ লাভ করিয়াছে।১১

তা'র পর অপরাজিত পাণ্ডবগণ সমস্ত রাজ্যে আধিপত্য লাভ করিবারই ইচ্ছা করিবে। সুতরা হয় কর্ণপ্রভৃতির, না হয় অর্জ্জুনের বধ হইলে এই বিবাদের শান্তি হইতে পারে।১২

কিন্তু হায়, অর্জ্জুনের কোন হন্তাও নাই, কি কোন জেতাও নাই। সুতরাং মূঢ়মতি দুর্যো প্রভৃতির উপরে অর্জ্জুনের যে ক্রোধ জন্মিয়া তাহার নিবৃত্তি হইবে কি প্রকারে?১৩

দেবরাজ! ইন্দ্রের তুল্য বীর অর্জ্জুন খাণ্ডববন দ করাইয়া অগ্নিদেবকে সন্তুষ্ট করিয়াছে এবং মহা রাজসূয়ের সময়ে সমস্ত রাজাকে জয় করিয়াছে।১৪

বৎস সঞ্জয়! বজ্র পর্ব্বতের মস্তকে পড়িয়া তাহার কিছু অবশিষ্ট রাখে; কিন্তু অর্জ্জুননিক্ষিপ্ত ব পড়িয়া একেবারে কিছুই অবশিষ্ট রাখিবে না।১৫

যথা হি কিরণা ভানোস্তপন্তীহ চরাচরম্ ।
তথা পার্থভুজোৎসৃষ্টাঃ শরাস্তপ্স্যন্তি মৎসুতান্ ॥১৬

অপি তদ্রথঘোষেণ ভয়ার্ত্তা সব্যসাচিনঃ ।
প্রতিভাতি বিদীর্ণেব সর্ব্বতো ভারতী চমূঃ ॥১৭

সমুদ্ধরন্ প্রবপংশ্চৈব বাণান্
স্থাতাততায়ী সমরে কিরীটী ।
সৃষ্টোঽন্তকঃ সর্ব্বহরো বিধাত্রা
ভবেদ্ যথা তদ্বদপারণীয়ঃ ॥১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্বণি ধৃতরাষ্ট্রবিলাপে অষ্টচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥৪৮

সূর্য্যের কিরণ যেমন জগতে সমস্ত স্থাবর-জঙ্গম পদার্থকে সন্তপ্ত করে, সেইরূপ অর্জুনবাহুনিক্ষিপ্ত বাণসমূহ আমার পুত্রগণকে সন্তপ্ত করিবে।১৬

দুর্য্যোধনের সৈন্যগণ অর্জ্জুনের সেই রথের শব্দে ভয়ার্ত্ত হইয়া সকল দিকেই যেন বিছিন্ন হইয়া পড়িবে বলিয়া আমার মনে হইতেছে।১৭

কারণ আতত্তায়ী (শস্ত্রপাণি) অর্জ্জুন তূণ হইতে বাণ উত্তোলন ও নিক্ষেপ করিতে থাকিয়া যখন যুদ্ধে অবস্থান করিবে, তখন বিধাতৃসৃষ্ট সর্ব্বসংহারক যমের ন্যায় তাহাকে কেহই জয় করিতে সমর্থ হইবে না।১৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রবিলাপে অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৪৮

একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

[সঞ্জয়েন ধৃতরাষ্ট্রবাক্যস্যানুমোদনম্, ধৃতরাষ্ট্রস্য সন্তাপশ্চ ।]

সঞ্জয় উবাচ ।

যদেতৎ কথিতং রাজন্ ! ত্বয়া দুর্য্যোধনং প্রতি ।
সর্ব্বমেতদ্ যথাতত্ত্বং নৈতন্মিথ্যা মহীপতে ॥১

মন্যুনা হি সমাবিষ্টাঃ পাণ্ডবাস্তে মহৌজসঃ ।
দৃষ্ট্বা কৃষ্ণাং সভাং নীতাং ধর্ম্মপত্নীং যশস্বিনীম্ ॥২

দুঃশাসনস্য তা বাচঃ শ্রুত্বা তে দারুণোদয়াঃ ।
কর্ণস্য চ মহারাজ ন স্বপ্স্যন্তীতি মে মতিঃ ॥৩

শ্রুতং হি মে মহারাজ যথা পার্থেন সংযুগে ।
একাদশতনুঃ স্থাণুর্ধনুষা পরিতোষিতঃ ॥৪

একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[সঞ্জয় কর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্রের বাক্যের অনুমোদন
এবং ধৃতরাষ্ট্রের সন্তাপ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! আপনি দুর্য্যোধনের বিষয়ে এই যাহা বলিলেন, তৎ সমস্তই যথার্থরূপে সত্য, ইহা মিথ্যা নহে।১

কারণ, মহাতেজস্বী পাণ্ডবগণ যশস্বিনী ধর্ম্মপত্নী দ্রৌপদীকে সভায় আনীত দেখিয়া ক্রোধে ব্যাকুল হইয়াছেন।২

সেই সময় দুঃশাসনের ও কর্ণের সেই নিদারুণ উক্তিগুলি শুনিয়া তাঁহারা যে ঘুমাইয়া থাকিবেন না, ইহা আমারও ধারণা।৩

কৈরাতং বেষমাস্থায় যোধয়ামাস ফাল্গুনম্ ।
জিজ্ঞাসুঃ সর্ব্বদেবেশঃ কপর্দ্দী ভগবান্ স্বয়ম্ ॥৫
তত্রৈনং লোকপালাস্তে দর্শয়ামাসুরর্জ্জুনম্ ।
অস্ত্রহেতোঃ পরাক্রান্তং তপসা কৌরবর্ষভম্ ॥৬
নৈতদুৎসহতে চান্যো লব্ধুমন্যত্র ফাল্গুনাৎ ।
সাক্ষাদ্দর্শনমেতেষামীশ্বরাণাং নরো ভুবি ॥৭
মহেশ্বরেণ যো রাজন্ ন জীর্ণো হ্যষ্টমূর্ত্তিনা ।
কস্তমুৎসহতে বীরো যুদ্ধে জরয়িতুং পুমান্ ॥৮
আসাদিতমিদং ঘোরং তুমুলং লোমহর্ষণম্ ।
দ্রৌপদীং পরিকর্ষদ্ভিঃ কোপয়দ্ভিশ্চ পাণ্ডবান্ ॥৯
যত্তু প্রস্ফুরমাণৌষ্ঠো ভীমঃ প্রাহ বচোঽর্থবৎ ।
দৃষ্ট্বা দুর্য্যোধনেনোরূ দ্রৌপদ্যা দর্শিতাবুভৌ ॥১০

মহারাজ! আমি শুনিয়াছি যে, অর্জ্জুন ধনুর্দ্বারা যুদ্ধে একাদশ-রুদ্রমূর্ত্তি মহাদেবকেও সন্তুষ্ট করিয়াছেন।৪

জটাজূটধারী স্বয়ং ভগবান্ মহাদেব অর্জ্জুনের বল জানিবার ইচ্ছা করিয়া ব্যাধের বেশ ধারণপূর্ব্বক তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ৫

সেই স্থানেই যমপ্রভৃতি দিক্‌পালগণ অস্ত্রদান করিবার জন্য পরাক্রমশালী ও তপস্বী এই কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জুনকে আপন আপন রূপ দেখাইয়াছিলেন।৬

জগতে অর্জ্জুন ভিন্ন অন্য কোন মানুষই অন্যত্র এই দিক্‌পালগণের প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করিতে পারেন নাই।৭

মহারাজ! অষ্টমূর্ত্তি স্বয়ং মহাদেব যাহাকে বধ করিতে পারেন নাই, সেই অর্জ্জুনকে অন্য কোন্ বীর পুরুষ বধ করিতে পারে?৮

আপনার পুত্রগণ দ্রৌপদীকে আকর্ষণ করত পাণ্ডবগণকে ক্রুদ্ধ করিয়া এই দারুণ তুমুল ও লোমহর্ষণ শত্রুতা ঘটাইয়াছে।৯

উরূ ভেৎস্যামি তে পাপ গদয়া ভীমবেগয়া ।
ত্রয়োদশানাং বর্ষাণামন্তে দুর্দ্যূতদেবিনঃ ॥১১
সর্ব্বে প্রহরতাং শ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বে চামিততেজসঃ ।
সর্ব্বে সর্ব্বাস্ত্রবিদ্বাংসো দেবৈরপি সুদুর্জয়াঃ ॥১২
মন্যে মন্যুসমুদ্ভূতাঃ পুত্রাণাং তব সংযুগে ।
অন্তং পার্থাঃ করিষ্যন্তি ভার্য্যামর্ষণমন্বিতাঃ ॥১৩

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

কিং কৃতং সূত কর্ণেন বদতা নিষ্ঠুরং বচঃ ।
পর্য্যাপ্তং বৈরমেতাবদ্ যৎ কৃষ্ণা সা সভাং গতা ॥১৪
অপীদানীং মম সুতাস্তিষ্ঠেয়ুর্মন্দচেতসঃ ।
যেষাং ভ্রাতা গুরুর্জ্যেষ্ঠো বিনয়ে নাবতিষ্ঠতে ॥১৫

তা'র পর দুর্য্যোধন দ্রৌপদীকে নিজের দুই খান উরুই দেখাইয়াছিলেন; তাহা দেখিয়া ভীমসে কম্পিত ওষ্ঠে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা সার্থ হইবেই।১০

রে পাপিষ্ঠ! তুই হঠতা করিয়া দূষিত দ্যূতক্রীড় করিলি, সুতরাং তের বৎসরের পরে আমি ভয়ঙ্করবেগশালী গদাদ্বারা তোর উরুদ্বয় করিব।১১

পাণ্ডবগণ সকলেই যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ, সকলেই অমিত-তেজস্বী এবং সকলেই সকল অস্ত্রে অভিজ্ঞ, সুতরা তাঁহারা দেবগণের পক্ষেও অতিদুর্জ্জয়।১২

ভার্য্যার উৎপীড়ন করায় পাণ্ডবগণ অসহিষ্ণু এ ক্রোধে উদ্বেলিত হইয়া রহিয়াছেন। সুতরাং আমি মনে করি—তাঁহারা যুদ্ধে আপনার পুত্রগণকে ধ্বংস করিবেন।১৩

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! কর্ণ নিষ্ঠুর বা বলিয়াই আর কি করিয়াছে? দ্রৌপদী যে সভা গিয়াছিলেন, তাহাতে যথেষ্ট শত্রুতা জন্মিয়াছে।১৪

মমাপি বচনং সূত ন শুশ্রূষতি মন্দভাক্ ।
দৃষ্ট্বা মাং চক্ষুষা হীনং নির্বিচেষ্টমচেতনম্ ॥১৬

যে চাস্য সচিবা মন্দাঃ কর্ণসৌবলকাদয়ঃ ।
তেঽপ্যস্য ভূয়সো দোষান্ বর্দ্ধয়ন্তি বিচেতসঃ ॥১৭

স্বৈরমুক্তা হ্যপি শরাঃ পার্থেনামিততেজসা ।
নির্দহেয়ুর্মম সুতান্ কিং পুনর্মন্যুনেরিতাঃ ॥১৮

পার্থবাহুবলোৎসৃষ্টা মহাচাপবিনিঃসৃতাঃ ।
দিব্যাস্ত্রমন্ত্রমুদিতাঃ সাদয়েয়ুঃ সুরানপি ॥১৯

যস্য মন্ত্রী চ গোপ্তা চ সুহৃচ্চৈব জনার্দ্দনঃ ।
হরিস্ত্রৈলোক্যনাথঃ স কিং নু তস্য ন নির্জ্জিতম্ ॥২০

ইদং হি সুমহচ্চিত্রমর্জ্জুনস্যেহ সংযুগে ।
মহাদেবেন বাহুভ্যাং যৎ সমেত ইতি শ্রুতিঃ ॥২১

প্রত্যক্ষং সর্বলোকস্য খাণ্ডবে যৎ কৃতং পুরা ।
ফাল্গুনেন সহায়ার্থে বহ্নের্দামোদরেণ চ ॥২২

সর্বথা নাস্তি মে পুত্রঃ সামাত্যঃ সহবান্ধবঃ ।
ক্রুদ্ধে ভীমে চ পার্থে চ বাসুদেবে চ সাত্বতে ॥২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্বণি
ধৃতরাষ্ট্রখেদে একোনপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৪৯

আমার মন্দবুদ্ধি পুত্রগণ কি এখনও বাঁচিয়া আছে? যাহাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও গুরু দুর্য্যোধন ন্যায্য ব্যবহার করিতেছে না?১৫

সঞ্জয়। মন্দভাগ্য দুর্য্যোধন আমাকে অন্ধ এবং অচেতনের ন্যায় নিশ্চেষ্ট দেখিয়া আমার কথাও শুনিতে ইচ্ছা করে না।১৬

তা'র পর মন্দবুদ্ধি কর্ণ ও শকুনিপ্রভৃতি যাহারা উহার মন্ত্রী হইয়াছে, তাহারাও বিকৃতহৃদয় বলিয়া উহার প্রচুর দোষই বর্দ্ধিত করিতেছে।১৭

অমিতবিক্রম অর্জুনকর্ত্তৃক অল্পবলে নিক্ষিপ্ত বাণও আমার পুত্রগণকে দগ্ধ করিতে পারে; সুতরাং তৎকর্ত্তৃক ক্রোধনিক্ষিপ্ত বাণের কথা আর কি বলিব।১৮

অর্জ্জুনকর্ত্তৃক সম্পূর্ণ বাহুবলদ্বারা নিক্ষিপ্ত, মহাধনু হইতে নির্গত এবং দিব্যাস্ত্রমন্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা আনন্দিত বাণসকল দেবগণকেও উৎসন্ন করিতে পারে।১৯

তা'র পর ত্রিভুবনের অধীশ্বর জনার্দ্দন কৃষ্ণ যাহার মন্ত্রী, রক্ষক এবং সুহৃৎ, সে অর্জ্জুনের কোন্ বস্তু অবিজিত আছে?২০

অর্জ্জুনের এই কার্য্যও অত্যন্ত আশ্চর্য্যকর যে,—আমরা শুনিয়াছি—সে নাকি মহাদেবের সহিত বাহুযুদ্ধে সম্মিলিত হইয়াছিল।২১

তা'র পর কৃষ্ণ ও অর্জুন অগ্নিদেবের সাহায্যের জন্য পূর্ব্বে খাণ্ডবন দাহের সময়ে যাহা করিয়াছিলেন, তাহা বহুলোকই প্রত্যক্ষ করিয়াছিল।২২

অতএব ভীম, অর্জ্জুন ও সাত্বতবংশীয় কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হওয়ায় অমাত্য ও বন্ধুবর্গের সহিত আমার পুত্র দুর্য্যোধন নিশ্চয়ই বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।২৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্ব্বে
ধৃতরাষ্ট্রখেদে একোনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৪৯

LIBRARY
No............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[বনে পাণ্ডবানামাহারবর্ণনম্।]

জনমেজয় উবাচ।

যদিদং শোচিতং রাজ্ঞা ধৃতরাষ্ট্রেণ বৈ মুনে।
প্রব্রাজ্য পাণ্ডবান্ বীরান্ সর্ব্বমেতন্নিরর্থকম্ ॥১

কথঞ্চ রাজা পুত্রং তমুপেক্ষেতাল্পচেতসম্।
দুর্য্যোধনং পাণ্ডুপুত্রান্ কোপয়ানং মহারথান্ ॥২

কিমাসীৎ পাণ্ডুপুত্রাণাং বনে ভোজনমুচ্যতাম্।
বানেয়মথবা কৃষ্টমেতদাখ্যাতু মে ভবান্ ॥৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বানেয়ঞ্চ মৃগাংশ্চৈব শুদ্ধৈর্বাণৈর্নিপাতিতান্।
ব্রাহ্মণানাং নিবেদ্যাগ্রমভুঞ্জন্ পুরুষর্ষভাঃ ॥৪

তাংস্তু শূরান্ মহেষ্বাসাংস্তদা নিবসতো বনে।
অন্বযুর্ব্রাহ্মণা রাজন্! সাগ্নয়োঽনগ্নয়স্তথা ॥৫

ব্রাহ্মণানাং সহস্রাণি স্নাতকানাং মহাত্মনাম্।
দশ মোক্ষবিদাং তত্র যান্ বিভর্ত্তি যুধিষ্ঠিরঃ ॥৬

রুরূন্ কৃষ্ণমৃগাংশ্চৈব মেধ্যাংশ্চান্যান্ বনেচরান্।
বাণৈরুন্মথ্য বিবিধৈর্ব্রাহ্মণেভ্যো ন্যবেদয়ন্ ॥৭

ন তত্র কশ্চিদ্ দুর্ব্বর্ণো ব্যাধিতো বাপ্যদৃশ্যত।
কৃশো বা দুর্ব্বলো বাপি দীনো ভীতোঽপি বা
পুনঃ ॥৮

পুত্রানিব প্রিয়ান্ ভ্রাতৄন্ জ্ঞাতীনিব সহোদরান্।
পুপোষ কৌরবশ্রেষ্ঠো ধর্ম্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৯

পতীংশ্চ দ্রৌপদী সর্ব্বান্ দ্বিজাতীংশ্চ যশস্বিনী।
মাতেব ভোজয়িত্বাগ্রে শিষ্টমাহারয়ত্তদা ॥১০

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[বনে পাণ্ডবগণের আহার বর্ণন।]

জনমেজয় বলিলেন,—হে বৈশম্পায়ন! রাজা ধৃতরাষ্ট্র বীর পাণ্ডবগণকে বনে পাঠাইয়া দিয়া পরে যে এই শোক করিয়াছিলেন, সে সমস্তই নিষ্ফল।১

যিনি মহারথ পাণ্ডবদিগকে ক্রুদ্ধ করিয়াছিলেন, সেই মন্দবুদ্ধি পুত্র দুর্য্যোধনকে দণ্ডিত না করিয়া রাজা উপেক্ষা করিয়াছিলেন কেন ?২

(সে যাহা হউক,) বনে পাণ্ডবগণের কি খাদ্য ছিল তাহা বলুন ; বনের উড়ীর চাউল ও ফলপ্রভৃতি কিংবা ধানের চাউলপ্রভৃতি খাদ্য ছিল ? ইহা আমার নিকট আপনি বলুন।৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণদিগকে অগ্রভাগ নিবেদন করিয়া দিয়া উড়ীর চাউল এবং নির্দ্দোষ বাণদ্বারা নিহত মৃগের মাংস ভোজন করিতেন।৪

রাজন্! বীর ও মহাধনুর্দ্ধর পাণ্ডবগণ যখন বনে বাস করিতেছিলেন, তখন অগ্নিহোত্রী ও অগ্নিহোত্রহীন অনেক ব্রাহ্মণ তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন।৫

যাঁহাদিগকে যুধিষ্ঠির ভরণ করিতেন, এইরূপ বহুসহস্র মহাত্মা গৃহস্থ ব্রাহ্মণ এবং দশ সহস্র মোক্ষার্থী ব্রাহ্মণ সেখানে ছিলেন।৬

পাণ্ডবগণ নানাবিধ বাণদ্বারা রুরুমৃগ, কৃষ্ণমৃগ এবং অন্যান্য পবিত্র পশু বধ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে নিবেদন করিতেন।৭

সেই বনবাসের সময়ে পাণ্ডবদের মধ্যে কাহাকেও মলিনবর্ণ, রোগগ্রস্ত, কৃশ, দুর্ব্বল, বিষণ্ণ বা ভীত দেখা যায় নাই।৮

কৌরবশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির প্রিয় ভ্রাতৃগণকে পুত্রদের ন্যায় এবং জ্ঞাতিবর্গকে সহোদরের ন্যায় পোষণ করিতেন।৯

সেইরূপ যশস্বিনী দ্রৌপদীও মাতার ন্যায় আগে পতিগণকে এবং সমস্ত ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া পরে যাহা অবশিষ্ট থাকিত, তাহাই আহার করিতেন।১০

প্রাচীং রাজা দক্ষিণাং ভীমসেনো
যমৌ প্রতীচীমথবাপ্যুদীচীম্।
ধনুর্দ্ধরা মাংসহেতোর্মৃগাণাং
ক্ষয়ঞ্চক্রুর্নিত্যমেবোপগম্য ॥১১
তথা তেষাং বসতাং কাম্যকে বৈ
বিহীনানামর্জ্জুনেনোৎসুকানাম্।
পঞ্চৈব বর্ষাণি তথা ব্যতীয়ু-
রধীয়তাং জপতাং জুহ্বতাঞ্চ ॥১২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্ব্বণি পার্থাহারকথনে পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫০

রাজা যুধিষ্ঠির পূর্ব্বদিকে, ভীমসেন দক্ষিণদিকে, নকুল পশ্চিমদিকে, সহদেব উত্তরদিকে এবং কখনও সকলে একত্রে মিলিত হইয়া ধনুর্ধারণপূর্ব্বক গমন করত মাংসের জন্য প্রত্যহই মৃগবধ করিতেন।১১

পাণ্ডবগণ অর্জ্জুনবিহীন হইয়া সর্ব্বদাই তাঁহার জন্য উৎকণ্ঠিতচিত্তে কাম্যকবনে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সেখানে নিত্য বেদপাঠ করিতেন, জপ করিতেন এবং হোম করিতেন; এই অবস্থায় তাঁহাদেরও পাঁচ বৎসরই অতীত হইয়াছিল।১২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্ব্বে পার্থাহারকথনে পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৫০

একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[সঞ্জয়েন শ্রীকৃষ্ণপ্রভৃতিভিঃ কথিত-দুর্য্যোধনাদিবধরূপপ্রতিজ্ঞাবাক্যস্য ধৃতরাষ্ট্রসমীপে কথনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তেষাং তচ্চরিতং শ্রুত্বা মনুষ্যাতীতমদ্ভুতম্।
চিন্তাশোকপরীতাত্মা মন্যুনাভিপরিপ্লুতঃ ॥১
দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিঃশ্বস্য ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকাসুতঃ।
অব্রবীৎ সঞ্জয়ং সূতমামন্ত্র্য ভরতর্ষভ ॥২
ন রাত্রৌ ন দিবা সূত শান্তিং প্রাপ্নোমি বৈ ক্ষণম্।
সঞ্চিন্ত্য দুর্নয়ং ঘোরমতীতং দ্যূতজং হি তৎ ॥৩

তেষামসহ্যবীর্য্যাণাং শৌর্য্যং ধর্ম্মং ধৃতিং পরাম্।
অন্যোন্যমনুরাগঞ্চ ভ্রাতৄণামতিমানুষম্ ॥৪

একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[সঞ্জয় কর্ত্তৃক ধৃতরাষ্ট্রসমীপে শ্রীকৃষ্ণপ্রভৃতির দ্বারা কথিত দুর্য্যোধনাদির বধরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্যকথন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! অম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবগণের সেই মনুষ্যাতীত অদ্ভুত চরিত্র শ্রবণ করত চিন্তায় ও শোকে আকুলচিত্ত এবং দীনভাবাপন্ন হইয়া, দীর্ঘ ও উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক সূতবংশীয় সঞ্জয়কে আহ্বান করিয়া বলিলেন।১-২

সঞ্জয়! অতীত দ্যূতক্রীড়ার সময়ে ভয়ঙ্কর দুর্নীতি, অসহ্যবীর্য্য পাণ্ডবগণের সেই শৌর্য্য, ধর্ম্ম, অত্যন্ত ধৈর্য্য ও ভ্রাতাদের মধ্যে পরস্পর অলৌকিক অনুরাগ চিন্তা করিয়া আমি দিনে বা রাত্রিতে ক্ষণকালও শান্তি লাভ করিতে পারিতেছি না।৩-৪

দেবপুত্ত্রৌ মহাভাগৌ দেবরাজসমদ্যুতী।
নকুলঃ সহদেবশ্চ পাণ্ডবৌ যুদ্ধদুর্ম্মদৌ ॥৫

দৃঢ়ায়ুধৌ দুরাধর্ষৌ যুদ্ধে চ কৃতনিশ্চয়ৌ।
শীঘ্রহস্তৌ দৃঢ়ক্রোধৌ নিত্যযুক্তৌ তরস্বিনৌ ॥৬

ভীমার্জ্জুনৌ পুরোধায় যদা তৌ রণমূর্দ্ধনি।
স্থাস্যেতে সিংহবিক্রান্তাবশ্বিনাবিব দুঃসহৌ ॥৭

ন শেষমিহ পশ্যামি তদা সৈন্যস্য সঞ্জয়!
তৌ হ্যপ্রতিরথৌ যুদ্ধে দেবপুত্ত্রৌ মহারথৌ ॥৮

দ্রৌপদ্যাস্তং পরিক্লেশং ন ক্ষংস্যেতে হ্যমর্ষিণৌ।
বৃষ্ণয়োঽথ মহেষ্বাসাঃ পাঞ্চালা বা মহৌজসঃ ॥৯

যুধি সত্যাভিসন্ধেন বাসুদেবেন রক্ষিতাঃ।
প্রধক্ষ্যন্তি রণে পার্থাঃ পুত্ত্রাণাং মম বাহিনীম্ ॥১০

দেবপুত্ত্র, মহাভাগ্যশালী, দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় তেজস্বী, যুদ্ধোন্মত্ত, দৃঢ়াস্ত্র, দুর্দ্ধর্ষ, যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় লঘুহস্ত (বাণাদি নিক্ষেপে ক্ষিপ্রকারিতা), দৃঢ়ক্রুদ্ধ, সর্ব্বদা মনোযোগী, বলবান্, সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের তুল্যই দুঃসহ পাণ্ডব নকুল ও সহদেব যখন যুদ্ধে ভীম ও অর্জ্জুনকে সম্মুখে রাখিয়া অবস্থান করিবে; তখন আমার সৈন্যের কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে বলিয়া আমি মনে করিতেছি না। কারণ, তাহারা দুইজনই দেবতার পুত্ত্র, মহারথ, যুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিশূন্য এবং জাতক্রোধ; তাই তাহারা কখনও দ্রৌপদীর সেই ক্লেশ সহ্য করিবে না। তা'র পর যুদ্ধে সত্যপ্রতিজ্ঞ কৃষ্ণকর্ত্তৃক রক্ষিত মহাধনুর্দ্ধর বৃষ্ণিবংশীয়গণ, মহাপরাক্রমশালী পাঞ্চালগণ এবং কুন্তীর পুত্ত্রেরা আমার পুত্ত্রগণের সম্পূর্ণ সৈন্যবাহিনীকেই দগ্ধ করিয়া ফেলিবে।৫-১০

সঞ্জয়! আমার পুত্ত্রগণ সকলে মিলিত হইয়াও যুদ্ধে রাম ও কৃষ্ণকর্ত্তৃক পরিচালিত বৃষ্ণিগণের বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না।১১

রাম-কৃষ্ণপ্রণীতানাং বৃষ্ণীনাং সূতনন্দন।
ন শক্যঃ সহিতুং বেগঃ সর্ব্বৈস্তৈরপি সংযুগে ॥১১

তেষাং মধ্যে মহেষ্বাসো ভীমো ভীমপরাক্রমঃ।
শৈক্যয়া বীরঘাতিন্যা গদয়া বিচরিষ্যতি ॥১২

তথা গাণ্ডীবনির্ঘোষং বিস্ফূর্জিতমিবাশনেঃ।
গদাবেগঞ্চ ভীমস্য নালং সোঢ়ুং নরাধিপাঃ ॥১৩

ততোঽহং সুহৃদাং বাচো দুর্য্যোধনবশানুগঃ।
স্মরণীয়াঃ স্মরিষ্যামি ময়া যা ন কৃতাঃ পুরা ॥১৪

সঞ্জয় উবাচ।

ব্যতিক্রমোঽয়ং সুমহাংস্ত্বয়া রাজন্নুপেক্ষিতঃ।
সমর্থেনাপি যন্মোহাৎ পুত্ত্রস্তে ন নিবারিতঃ ॥১৫

শ্রুত্বা হি নির্জিতান্ দ্যূতে পাণ্ডবান্ মধুসূদনঃ।
ত্বরিতঃ কাম্যকে পার্থান্ সমভাবয়দচ্যুতঃ ॥১৬

মহাধনুর্দ্ধর ও ভয়ঙ্করপরাক্রমশালী ভীমসে উর্দ্ধোত্থিতা বীরঘাতিনী গদা লইয়া সেই বৃষ্ণিগণে মধ্যে বিচরণ করিবে।১২

আর, আমার পক্ষের নরপতিগণ বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় গাণ্ডীবনির্ঘোষ এবং ভীমের গদার বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন না।১৩

তাহার পর আমি দুর্য্যোধনের মতানুবর্ত্তী হইয়া পূর্ব্বে যে সকল কথা স্বীকার করি নাই, বন্ধুবর্গের সেই স্মরণীয় কথাগুলি স্মরণ করিয়া থাকিব।১৪

সঞ্জয় বলিলেন—রাজন্! আপনি এই গুরুতর অন্যায় আচরণ উপেক্ষা করিয়াছেন; যেহেতু আপনি সমর্থ হইয়াও মোহবশতঃ পুত্ত্র দুর্য্যোধনকে নিবার করেন নাই।১৫

স্বমহিমা হইতে অবিচ্যুত কৃষ্ণ পাণ্ডবগণকে দ্যূতে পরাজিত শ্রবণ করত সত্বর কাম্যকবনে উপস্থিত হইয়া পাণ্ডবগণকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন।১৬

দ্রুপদস্য তথা পুত্রা ধৃষ্টদ্যুম্নপুরোগমাঃ।
বিরাটো ধৃষ্টকেতুশ্চ কৈকেয়াশ্চ মহারথাঃ ॥১৭
তৈশ্চ যৎ কথিতং তত্র দৃষ্ট্বা পার্থান্ পরাজিতান্।
চারেণ বিদিতং সর্ব্বং তন্ময়া বেদিতঞ্চ তে ॥১৮
সমাগম্য বৃতস্তত্র পাণ্ডবৈর্মধুসূদনঃ।
সারথ্যে ফাল্গুনস্যাজৌ তথেত্যাহ চ তান্ হরিঃ ॥১৯
অমর্ষিতো হি কৃষ্ণোঽপি দৃষ্ট্বা পার্থাংস্তথা গতান্।
কৃষ্ণাজিনোত্তরাসঙ্গানব্রবীচ্চ যুধিষ্ঠিরম্ ॥২০
যা সা সমৃদ্ধিঃ পার্থানামিন্দ্রপ্রস্থে বভূব হ।
রাজসূয়ে ময়া দৃষ্টা নৃপৈরন্যৈঃ সুদুর্লভা ॥২১
যত্র সর্বান্ মহীপালান্ শস্ত্রতেজোভয়ার্দ্দিতান্।
সবঙ্গাঙ্গান্ সপৌণ্ড্রোড্রান্ সচোল-দ্রবিড়ান্ধকান্ ॥২২
সাগরানূপকাংশ্চৈব যে চ প্রান্তনিবাসিনঃ।
সিংহলান্ বর্ব্বরান্ ম্লেচ্ছান্ যে চ লঙ্কানিবাসিনঃ ॥২৩

পশ্চিমানি চ রাষ্ট্রাণি শতশঃ সাগরান্তিকান্।
পহ্লবান্ দরদান্ সর্ব্বান্ কিরাতান্ যবনান্
শকান্ ॥২৪
হারহূণাংশ্চ চীনাংশ্চ তুষারান্ সৈন্ধবাংস্তথা।
জাগুড়ান্ রামঠান্ মুণ্ডান্ স্ত্রীরাজ্যমথ তঙ্গণান্ ॥২৫
কেকয়ান্ মালবাংশ্চৈব তথা কাশ্মীরকানপি।
অদ্রাক্ষমহমাহূতান্ যজ্ঞে তে পরিবেশকান্ ॥২৬
সা তে সমৃদ্ধির্যৈরাত্তা চপলা প্রতিসারিণী।
আদায় জীবিতং তেষামাহরিষ্যামি তামহম্ ॥২৭
রামেণ সহ কৌরব্য ভীমার্জুন-যমৈস্তথা।
অক্রূর-গদ-শাম্বৈশ্চ প্রদ্যুম্নেনাহুকেন চ ॥২৮
ধৃষ্টদ্যুম্নে বীরেণ শিশুপালাত্মজেন চ।
দুর্য্যোধনং রণে হত্বা সদ্যঃ কর্ণঞ্চ ভারত।
দুঃশাসনং সৌবলেয়ং যশ্চান্যঃ প্রতিযোৎস্যতে ॥২৯

ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতি দ্রুপদপুত্রগণ, বিরাটরাজা, ধৃষ্টকেতু এবং মহারথ কৈকেয়গণও তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন।১৭

তাঁহারা পাণ্ডবগণকে পরাজিত দেখিয়া সেখানে যাহা বলিয়াছিলেন, তৎ সমস্তই আমি গুপ্তচরদ্বারা জানিয়াছি এবং আপনাকেও জানাইয়াছি।১৮

পাণ্ডবগণ সম্মিলিত হইয়া সেইখানেই মধু-দৈত্যবিনাশী কৃষ্ণকে যুদ্ধের সময়ে অর্জ্জুনের সারথ্যে বরণ করিয়াছিলেন এবং কৃষ্ণও 'তাহাই হইবে' এ কথা তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন।১৯

কৃষ্ণও পাণ্ডবগণকে সেইরূপ দুরবস্থাপন্ন এবং উত্তরীয়রূপে কৃষ্ণমৃগচর্ম্ম ধারণ করিতে দেখিয়া ক্রুদ্ধ-চিত্তে যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন।২০

ইন্দ্রপ্রস্থনগরে রাজসূয়যজ্ঞের সময়ে পাণ্ডবগণের সেই যে সমৃদ্ধি হইয়াছিল, যাহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম এবং যাহা অন্যান্য রাজাদের পক্ষে অতিদুর্লভ ছিল, আপনার সেই চঞ্চল ও বিস্তৃত সমৃদ্ধি যাহারা (শঠতাপূর্ব্বক) হরণ করিয়া নিয়াছে, আমি তাহাদের জীবন লইয়া সত্বরই সেই সমৃদ্ধি আনয়ন করিব। আপনার যে রাজসূয়যজ্ঞে অঙ্গ, বঙ্গ, পৌণ্ড্র. ওড্র, চোল, দ্রাবিড় ও অন্ধকদেশের রাজা এবং দক্ষিণসমুদ্রের তীরবাসী রাজা, দক্ষিণপ্রান্তবাসী রাজা, শত শত পশ্চিমরাজ্যের রাজা, পশ্চিমসমুদ্রের তীরবাসী রাজা এবং পহ্লব, দরদ, কিরাত, যবন, শক, হারহূণ, চীন, তুষার, সৈন্ধব, জাগুড়, রামঠ, মুণ্ড, স্ত্রীরাজ্য, তঙ্গণ, কেকয়, মালব ও কাশ্মীরদেশের রাজা—ইহারা সকলেই পাণ্ডবগণের অস্ত্রের তেজের ভয়ে পীড়িত ও আহূত হইয়া আসিয়া পরিবেশক হইয়াছিলেন; ইহা আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম।২১-২৭

কুরুনন্দন যুধিষ্ঠির। বলরাম, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব, অক্রূর, গদ, শাম্ব, প্রদ্যুম্ন, আহুক, ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং ধৃষ্টকেতুর সহিত মিলিত হইয়া আমি সদ্যই যুদ্ধে দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ ও

ততস্ত্বং হাস্তিনপুরে ভ্রাতৃভিঃ সহিতো বসন্।
ধার্ত্তরাষ্ট্রীং শ্রিয়ং প্রাপ্য প্রশাধি পৃথিবীমিমাম্ ॥৩০

অথৈনমব্রবীদ্ রাজা তস্মিন্ বীরসমাগমে।
শৃণ্বৎসু তেষু বীরেষু ধৃষ্টদ্যুম্নমুখেষু চ ॥৩১

প্রতিগৃহ্লামি তে বাচমিমাং সত্যাং জনার্দ্দন।
অমিত্রান্ মে মহাবাহো সানুবন্ধান্ হনিষ্যসি ॥৩২

বর্ষাৎ ত্রয়োদশাদূর্দ্ধং সত্যং মাং কুরু কেশব।
প্রতিজ্ঞাতো বনে বাসো রাজমধ্যে ময়া হ্যয়ম্ ॥৩৩

তদ্ধর্ম্মরাজবচনং প্রতিশ্রুত্য সভাসদঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নপুরোগাস্তে শময়ামাসুরঞ্জসা ॥৩৪

কেশবং মধুরৈর্বাক্যৈঃ কালযুক্তৈরমর্ষিতম্।
পাঞ্চালীং প্রাহুরক্লিষ্টাং বাসুদেবস্য শৃণ্বতঃ ॥৩৫

দুর্য্যোধনস্তব ক্রোধাদ্ দেবি ত্যক্ষ্যতি জীবিতম্।
প্রতিজানীমহে সত্যং মা শুচো বরবর্ণিনি ॥৩৬

যে স্ম তেহক্ষজিতাং কৃষ্ণে দৃষ্ট্বা ত্বাং প্রাহসংস্তদা।
মাংসানি তেষাং খাদন্তো হসিষ্যন্তি মৃগদ্বিজাঃ ॥৩৭

পাস্যন্তি রুধিরং তেষাং গৃধ্রা গোমায়বস্তথা।
উত্তমাঙ্গানি কর্ষন্তো যৈঃ কৃষ্টাসি সভাতলে ॥৩৮

তেষাং দ্রক্ষ্যসি পাঞ্চালি গাত্রাণি পৃথিবীতলে।
ক্রব্যাদৈঃ কৃষ্যমাণানি ভক্ষ্যমাণানি চাসকৃৎ ॥৩৯

পরিক্লিষ্টাসি যৈস্তত্র যৈশ্চাপি সমুপেক্ষিতা।
তেষামুৎকৃত্তশিরসাং ভূমিঃ পাস্যতি শোণিতম্ ॥৪০

এবং বহুবিধা বাচস্ত উচুর্ভরতর্ষভ।
সর্বে তেজস্বিনঃ শূরাঃ সর্বে চাহতলক্ষণাঃ ॥৪১

শকুনিকে বধ করিয়া এবং অন্য যে কোন ব্যক্তি প্রতিপক্ষভাবে যুদ্ধ করিবে, তাহাকেও বিনাশ করিয়া ধৃতরাষ্ট্রের সমৃদ্ধি হস্তগত করিলে পর, আপনি সেই ধৃতরাষ্ট্রের সমৃদ্ধি লাভ করত হস্তিনাপুরে থাকিয়া ভ্রাতাদের সহিত মিলিতভাবে এই পৃথিবী শাসন করুন।২৮-৩০

তাহার পর ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতি সেই বীরগণ তখন শুনিতেছিলেন, এই অবস্থায় সেই বীরসমাজের মধ্যে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বলিলেন।৩১

মহাবাহু জনার্দ্দন! আমি তোমার নিকট এই সত্যবাক্য অঙ্গীকার করিতেছি; তুমি তের বৎসরের পর অনুচরবর্গের সহিত আমার শত্রুগণকে বধ করিবে। কেশব! তুমি আমাকে সত্যপ্রতিজ্ঞ কর; কারণ, আমি রাজাদের মধ্যেই এইরূপ বনবাসের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম।৩২-৩৩

ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতি সেই সভাসদ্‌গণ যুধিষ্ঠিরের সেই কথায় অঙ্গীকার করিয়া তৎকালোচিত মধুর বাক্যে ক্রুদ্ধ কৃষ্ণকে সত্বরই শান্ত করিলেন এবং কৃষ্ণ শুনিতে থাকিলেন, এই অবস্থাতেই উৎফুল্লা দ্রৌপদীকে বলিলেন।৩৪-৩৫

উত্তমবর্ণশোভিতে! দেবি! আমরা সত্য করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আপনার ক্রোধেই দুর্য্যোধন প্রাণ ত্যাগ করিবে।৩৬

দ্রৌপদি! আপনি দ্যূতে পরাজিত হইয়াছেন ইহা দেখিয়া তখন সেই সময়ে যাহারা হাস্য করিয়াছিল, তাহাদের মাংস ভক্ষণ করিতে থাকিয়া পশুপক্ষীরা হাস্য করিবে।৩৭

যাহারা আপনাকে আকর্ষণ করিয়া সভায় লইয়া গিয়াছিল, গৃধ্র ও শৃগালগণ তাহাদের মস্তক আকর্ষণ করিতে থাকিয়া রক্ত পান করিবে।৩৮

পাঞ্চালরাজনন্দিনি! তাহাদের শরীরগুলি ভূতলে লুণ্ঠিত হইবে এবং মাংসভোজী প্রাণীরা যাইয়া সে গুলিকে বার বার আকর্ষণ করিবে ও ভক্ষণ করিবে—ইহা আপনি দেখিতে পাইবেন।৩৯

সেই দ্যূতসভায় যাহারা আপনাকে কষ্ট দিয়াছে কিংবা যাহারা আপনাকে উপেক্ষা করিয়াছে, তাহাদের মস্তক ছিন্ন হইলে পৃথিবী তাহাদের রক্ত পান করিবে।৪০

তে ধর্ম্মরাজেন বৃতা বর্ষাদূর্দ্ধ্বং ত্রয়োদশাৎ ।
পুরস্কৃত্যোপযাস্যন্তি বাসুদেবং মহারথাঃ ॥৪২

রামশ্চ কৃষ্ণশ্চ ধনঞ্জয়শ্চ
প্রদ্যুম্ন-শাম্বৌ যুযুধান-ভীমৌ ।
মাদ্রীসুতৌ কেকয়রাজপুত্রাঃ
পাঞ্চালপুত্রাঃ সহ মৎস্যরাজ্ঞা ॥৪৩

এতান্ সর্ব্বান্ লোকবীরানজেয়ান্
মহাত্মনঃ সানুবন্ধান্ সসৈন্যান্ ।
কো জীবিতার্থী সমরেঽভ্যুদীয়াৎ
ক্রুদ্ধান্ সিংহান্ কেশরিণো যথৈব ॥৪৪

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।
যন্মাঽব্রবীদ্ বিদুরো দ্যূতকালে
ত্বং পাণ্ডবান্ জেষ্যসি চেন্নরেন্দ্র ।
ধ্রুবং কুরূণাময়মন্তকালো
মহাভয়ো ভবিতা শোণিতৌঘঃ ॥৪৫
মন্যে তথা তদ্ ভবিতেতি সূত
যথা ক্ষত্তা প্রাহ বচঃ পুরা মাম্ ।
অসংশয়ং ভবিতা যুদ্ধমেতদ্
গতে কালে পাণ্ডবানাং যথোক্তম্ ॥৪৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্ব্বণি ধৃতরাষ্ট্রবিলাপে একপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫১

ভরতশ্রেষ্ঠ! তাঁহারা এইরূপ নানাবিধ বাক্য বলিয়াছিলেন; তাঁহারা কিন্তু সকলেই তেজস্বী, সকলেই বীর এবং সকলেই অদম্যোত্তমশালী ছিলেন।৪১

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ত্রয়োদশ বৎসরের পর (যুদ্ধ করিবার জন্য) তাঁহাদিগকে বরণ করিয়াছেন, সুতরাং তখন সেই মহারথগণ কৃষ্ণকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য উপস্থিত হইবেন।৪২

বলরাম, কৃষ্ণ, অর্জ্জুন, প্রদ্যুম্ন, শাম্ব, সাত্যকি ভীম, নকুল, সহদেব, কেকয়রাজপুত্রগণ এবং বিরাটের সহিত দ্রুপদের পুত্রগণ।৪৩

ইঁহারা সকলেই জগতে অদ্বিতীয় বীর, অজেয় এবং মহাত্মা; সুতরাং ইঁহারা যখন অনুচরগণ ও সৈন্যগণের সহিত—কেশরযুক্ত ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় যুদ্ধে উপস্থিত হইবেন, তখন কোন্ প্রাণাভিলাষী ব্যক্তি ইঁহাদের সম্মুখবর্ত্তী হইবে?৪৪

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—দ্যূতক্রীড়ার সময়ে বিদুর আমাকে যে বলিয়াছিল—রাজন্! আপনি যদি পাণ্ডবগণকে জয় করিতেও পারেন, তথাপি নিশ্চয়ই কুরুকুলের এইটাই শেষকাল হইবে এবং ভয়ঙ্কর রক্তপ্রবাহ বহিতে থাকিবে।৪৫

সঞ্জয়! পূর্ব্বে বিদুর আমাকে যে কথা বলিয়াছিল, আমি মনে করি—উহা তদনুরূপই হইবে। পাণ্ডবগণের ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইলে নিশ্চয়ই উক্তানুরূপ এই যুদ্ধ হইবে।৪৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ইন্দ্রলোকাভিগমনপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রবিলাপে একপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৫১

LIBRARY
No.............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

PRESENTED

(নলোপাখ্যানপর্ব্ব।)

দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

[ভীমসেন-যুধিষ্ঠিরয়োঃ সন্দেশঃ, বৃহদশ্বস্যাগমনম্, যুধিষ্ঠিরেণ পৃষ্টস্য বৃহদশ্বস্য নলোপাখ্যানবর্ণনারম্ভশ্চ।]

জনমেজয় উবাচ

অস্ত্রহেতোর্গতে পার্থে ইন্দ্রলোকং মহাত্মনি ।
যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতয়ঃ কিমকুর্ব্বত পাণ্ডবাঃ ॥১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অস্ত্রহেতোর্গতে পার্থে শক্রলোকং মহাত্মনি ।
ন্যবসন্ কৃষ্ণয়া সার্দ্ধং কাম্যকে ভরতর্ষভাঃ ॥২

ততঃ কদাচিদেকান্তে বিবিক্ত ইব শাদ্বলে ।
দুঃখার্ত্তা ভরতশ্রেষ্ঠা নিষেদুঃ সহ কৃষ্ণয়া ॥৩

ধনঞ্জয়ং শোচমানাঃ সাশ্রুকণ্ঠাঃ সুদুঃখিতাঃ ।
তদ্‌বিয়োগান্বিতান্ সর্বান্ শোকঃ সমভিপুপ্লুবে ॥৪

ধনঞ্জয়বিয়োগাচ্চ রাজ্যনাশাচ্চ দুঃখিতাঃ।
অথ ভীমো মহাবাহুর্যুধিষ্ঠিরমভাষত ॥৫

নিদেশাৎ তে মহারাজ গতোঽসৌ ভরতর্ষভঃ।
অর্জুনঃ পাণ্ডুপুত্রাণাং যস্মিন্ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ॥৬

যস্মিন্ বিনষ্টে পাঞ্চালাঃ সহ পুত্রৈস্তথা বয়ম্।
সাত্যকির্বাসুদেবশ্চ বিনশ্যেয়ুর্ন সংশয়ঃ ॥৭

যোঽসৌ গচ্ছতি ধর্মাত্মা বহূন্ ক্লেশান্ বিচিন্তয়ন্।
ভবন্নিয়োগাদ্ বীভৎসুস্ততো দুঃখতরং নু কিম্॥৮

যস্য বাহূ সমাশ্রিত্য বয়ং সর্বে মহাত্মনঃ।
মন্যামহে জিতানাজৌ পরান্ প্রাপ্তাঞ্চ মেদিনীম্॥

(নলোপাখ্যানপর্ব্ব।)

দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠির-ভীমসেনের সংবাদ, বৃহদশ্বের আগমন এবং যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া বৃহদশ্বের নলোপাখ্যান বর্ণন আরম্ভ।]

জনমেজয় বলিলেন,—মহাত্মা অর্জ্জুন অস্ত্রশিক্ষার জন্য স্বর্গলোকে গমন করিলে, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পাণ্ডবগণ কি করিতেছিলেন?১

বৈশম্পায়ন বলিলেন—মহাত্মা অর্জ্জুন অস্ত্রশিক্ষার জন্য স্বর্গলোক গমন করিলে পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর সহিত কাম্যকবনেই বাস করিতেছিলেন।২

তাহার পর, কোন সময়ে দুঃখার্ত্ত পাণ্ডবগণ নির্জন, পবিত্র ও নবতৃণময় কোন এক স্থানে দ্রৌপদীর সহিত বসিয়াছিলেন।৩

তাঁহারা অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া অর্জ্জুনের জন্য শোক ও অশ্রুপাত করিতেছিলেন। অর্জ্জুনের বিরহ-জনিত শোক তখন তাঁহাদের সকলকেই প্লাবিত করিয়াছিল।৪

অর্জ্জুনের বিচ্ছেদ এবং রাজ্য নষ্ট হওয়ায় তাঁহারা অতিশয় দুঃখিত ছিলেন। এমন সময়ে মহাবাহু ভীম যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন।৫

মহারাজ! পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন আপনার আদেশেই অস্ত্রলাভের জন্য তপস্যা করিতে গিয়াছে, যাহার উপরে পাণ্ডবগণের প্রাণ রহিয়াছে।৬

যাহার বিনাশ হইলে পাঞ্চালগণ, পুত্রগণের সহিত আমরা, সাত্যকি এবং কৃষ্ণ বিনষ্ট হইবেন;—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।৭

যে ধর্ম্মাত্মা অর্জ্জুন বহুতর কষ্টের বিষয় চি করিতে করিতে আপনার আদেশেই তপস্যার জ চলিয়া গিয়াছে; তাহা হইতে অধিক দুঃখ আর হইতে পারে?৮

আমরা সকলেই যে মহাত্মার বাহুযুগল অবল করিয়া যুদ্ধে শত্রুগণকে পরাজিত এবং রাজ্য হইয়াছে বলিয়াই মনে করিতেছি।৯

যস্য প্রভাবান্ন ময়া সভামধ্যে ধনুষ্মতঃ ।
নীতা লোকমমুং সর্বে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ সসৌবলাঃ ॥১০

তে বয়ং বাহুবলিনঃ ক্রোধমুত্থিতমাত্মনঃ ।
সহামহে ভবন্মূলং বাসুদেবেন পালিতাঃ ॥১১

বয়ং হি সহ কৃষ্ণেন হত্বা কর্ণমুখান্ পরান্ ।
স্ববাহুবিজিতাং কৃৎস্নাং প্রশাসেম বসুন্ধরাম্ ॥১২

ভবতো দ্যূতদোষেণ সর্বে বয়মুপপ্লুতাঃ ।
অহীনাঃ পৌরুষাদ্ রাজন্ বলিভির্বলবত্তরাঃ ॥১৩

ক্ষত্রধর্মং মহারাজ ত্বমবেক্ষিতুমর্হসি ।
ন হি ধর্মো মহারাজ ক্ষত্রিয়স্য বনাশ্রয়ঃ ॥১৪

রাজ্যমেব পরং ধর্মং ক্ষত্রিয়স্য বিদুর্বুধাঃ ।
স ক্ষত্রধর্মবিদ্ রাজা মা ধর্ম্যান্নীনশঃ পথঃ ॥১৫

প্রাগ্ দ্বাদশসমাদ্ রাজন্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নিহন্মহি ।
নিবর্ত্ত্য চ বনাৎ পার্থমানায্য চ জনার্দ্দনম্ ॥১৬

ব্যূঢ়ানীকান্ মহারাজ জবেনৈব মহামতে ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রানমুং লোকং গময়ামি বিশাম্পতে ॥১৭

সর্বানহং হনিষ্যামি ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সসৌবলান্ ।
দুর্য্যোধনঞ্চ কর্ণঞ্চ যো বান্যঃ প্রতিযোৎস্যতে ॥১৮

ময়া প্রশমিতে পশ্চাৎ ত্বমেষ্যসি বনাৎ ততঃ ।
এবং কৃতে ন তে দোষো ভবিষ্যতি বিশাম্পতে ॥১৯

যজ্ঞৈশ্চ বিবিধৈঃ পার্থ ! কৃতং পাপমরিন্দম ।
অবধূয় মহারাজ গচ্ছেম স্বর্গমুত্তমম্ ॥২০

এবমেতদ্ ভবেদ্ রাজন্ যদি রাজা ন বালিশঃ ।
অস্মাকং দীর্ঘসূত্রঃ স্যাদ্ ভবান্ ধর্মপরায়ণঃ ॥২১

আমি তখন যে ধনুর্দ্ধর অর্জ্জুনের প্রভাববশতঃ সেই দ্যূতসভামধ্যে শকুনির সহিত সমস্ত ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রকে যমালয়ে প্রেরণ করি নাই ।১০

সেই আমরা বাহুবলশালী এবং কৃষ্ণকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াও আপনার জন্যই নিজেদের অদ্ভুত ক্রোধ সহ্য করিতেছি ।১১

আমরা কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়া কর্ণপ্রভৃতি শত্রুগণকে বধ করত আপন বাহুবিজিত সমগ্র পৃথিবীই শাসন করিতে পারিতাম ।১২

রাজন্ । আমরা পুরুষকারবিহীন না হইয়া এবং বলবান্দের সহায়তায় অধিকবলশালী হইয়াও, আপনার দ্যূতক্রীড়ার দোষেই সকলে মিলিয়া আজ এই কষ্ট পাইতেছি ।১৩

মহারাজ । আপনি নিজেই ত ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের পর্য্যালোচনা করিতে পারেন । সুতরাং (বলা বাহুল্য যে,) বনবাস করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে ।১৪

পণ্ডিতগণ রাজ্যশাসন করাকেই ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া জানেন, সুতরাং আপনি সেই ক্ষত্রিয়ধর্ম্মজ্ঞ রাজা হইয়া ধর্ম্মসঙ্গত পথ নষ্ট করিবেন না ।১৫

রাজন্ । অর্জ্জুনকে বন হইতে ফিরাইয়া আনিয়া এবং কৃষ্ণকে আনাইয়া আমরা বার বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে সংহার করিব ।১৬

মহারাজ ! মহামতি নরনাথ । ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ তাহাদের সেনাকে ব্যূহরূপে সন্নিবেশিত করিলেও, আমিই তাহাদিগকে যমালয়ে প্রেরণ করিব ।১৭

শকুনির সহিত ধৃতরাষ্ট্রের অন্যান্য পুত্র, দুর্য্যোধন, কর্ণ কিংবা অন্য যে কোন লোক বিপক্ষভাবে যুদ্ধ করিবে, আমি একাকীই তাহাদের সকলকে বিনাশ করিব ।১৮

নরনাথ । আমি শত্রুগণকে উৎসন্ন করিলে পর, ত্রয়োদশ বৎসর অতীত হইলে, আপনি বন হইতে রাজধানীতে যাইবেন । এরূপ করিলে আর আপনার দোষ হইবে না ।১৯

পার্থ । অরিন্দম । মহারাজ । তাহার পর নানাবিধ

PRESENTED

নিকৃত্যা নিকৃতিপ্রজ্ঞা হন্তব্যা ইতি নিশ্চয়ঃ।
নহি নৈকৃতিকং হত্বা নিকৃত্যা পাপমুচ্যতে ॥২২

তথা ভারত ধর্ম্মেষু ধর্ম জ্ঞৈরিহ দৃশ্যতে।
অহোরাত্রং মহারাজ! তুল্যং সংবৎসরেণ হ ॥২৩

তথৈব বেদবচনং শ্রূয়তে নিত্যদা বিভো।
সংবৎসরো মহারাজ পূর্ণো ভবতি কৃচ্ছ্রতঃ ॥২৪

যদি বেদাঃ প্রমাণং তে দিবসাদূর্দ্ধমচ্যুত।
ত্রয়োদশ সমাঃ কালো জ্ঞায়তাং পরিনিষ্ঠিতঃ ॥২৫

কালো দুর্য্যোধনং হন্তুং সানুবন্ধমরিন্দম।
একাগ্রাং পৃথিবীং সর্বাং পুরা রাজন্ করোতি সঃ ॥২৬

দ্যূতপ্রিয়েণ রাজেন্দ্র তথা তদ্ ভবতা তথা।
প্রায়েণাজ্ঞাতচর্য্যায়াং বয়ং সর্বে নিপাতিতাঃ ॥২৭

ন তং দেশং প্রপশ্যামি যত্র সোহস্মান্ সুদুর্জনঃ।
ন বিজ্ঞাস্যতি দুষ্টাত্মা চারৈরিতি সুযোধনঃ ॥২৮

অধিগম্য চ সর্বান্ নো বনবাসমিমং ততঃ।
প্রব্রাজয়িষ্যতি পুনর্নিকৃত্যাধমপূরুষঃ ॥২৯

যদ্যস্মান্ নাভিগচ্ছেত পাপঃ স হি কথঞ্চন।
অজ্ঞাতচর্য্যামুত্তীর্ণান্ দৃষ্ট্বা চ পুনরাহ্বয়েৎ ॥৩০

দ্যূতেন তে মহারাজ পুনর্দ্যূতমবর্ত্তত।
ভবাংশ্চ পুনরাহূতো দ্যূতেনৈবাপনেষ্যতি ॥৩১

যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা সঞ্চিত পাপ নষ্ট করিয়া উত্তম স্বর্গে গমন করিব।২০

রাজন্। ইহা এইরূপই হইতে পারিত বটে, যদি মূর্খ, দীর্ঘসূত্র ও ধর্ম্মপরায়ণ আপনি আমাদের রাজা না হইতেন।২১

শঠতাদ্বারাই শঠদিগকে সংহার করিতে হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত। সুতরাং শঠতার দ্বারা শঠকে সংহার করিলে, উহাকে কেহই পাপ বলে না।২২

হে ভরতনন্দন মহারাজ। ধর্ম্মজ্ঞ লোকেরা ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখিয়া থাকেন যে, দারুণ কষ্টের সময়ে একটী অহোরাত্র একটী বৎসরের তুল্য হইয়া থাকে।২৩

প্রভো মহারাজ। সর্ব্বদা সেইরূপ বেদবাক্যও শুনা যায় যে, কষ্টের সময়ে এক দিন-রাত্রিতেই এক বৎসর পূর্ণ হয়।২৪

অতএব ধর্মাভ্রষ্ট। আপনার নিকট যদি বেদ প্রমাণ বলিয়া গণ্য হয়, তাহা হইলেই তের দিনের পরেই তের বৎসর সমাপ্ত হইয়াছে, ইহা ধারণা করুন।২৫

অতএব অরিন্দম রাজন্। অনুচরবর্গের সহিত দুর্য্যোধনকে বধ করিবার ইহাই উত্তম কাল। তাহা না হইলে সে ভবিষ্যতে সমগ্র পৃথিবীকেই নিজের অনুরক্ত করিয়া ফেলিবে।২৬

রাজশ্রেষ্ঠ। আপনি দ্যূতখেলায় আসক্ত হইয়া এমন অনর্থ কার্য্য করিয়াছেন, যাহাতে আমরা সকলেই প্রায় অজ্ঞাতবাসের সঙ্কটে নিপতিত হইয়াছি।২৭

আমি তেমন একটি দেশ দেখি না, যেখানে সেই অতিদুর্জন ও দুরাত্মা দুর্য্যোধন গুপ্তচরদ্বারা আমাদিগকে জানিতে পারিবে না।২৮

অতএব আমাদের বৃত্তান্ত জানিয়া নিকৃষ্ট লোক দুর্য্যোধন শঠতাপূর্ব্বক আবার আমাদের সকলকে এইরূপ বনবাসে পাঠাইবে।২৯

তা'র পর সেই পাপাত্মা যদি কোন প্রকারে আমাদের বৃত্তান্ত নাও জানিতে পারে, তবে আমাদিগকে অজ্ঞাতবাস হইতে উত্তীর্ণ দেখিয়া আবার দ্যূতক্রীড়ার জন্য আহ্বান করিবে।৩০

পূর্ব্বে একবার দ্যূতক্রীড়াসমাপ্তির পরও আবার দ্যূতক্রীড়া হইয়াছিল, সুতরাং মহারাজ। আপনি আবার আহূত হইয়া পুনরায় দ্যূতক্রীড়া করিয়া নষ্ট সম্পত্তি নষ্ট করিবেন।৩১

স তথাক্ষেষ্বকুশলো নিশ্চিতো গতচেতনঃ।
চরিষ্যসি মহারাজ বনেষু বসতীঃ পুনঃ ॥৩২

যত্ত্বস্মান্ ন মহারাজ কৃপণান্ কর্ত্তুমিচ্ছসি।
যাবজ্জীবমবেক্ষস্ব বেদধর্মাংশ্চ কৃৎস্নশঃ ॥৩৩

নিকৃত্যা নিকৃতিপ্রজ্ঞো হন্তব্য ইতি নিশ্চয়ঃ।
অনুজ্ঞাতস্ত্বয়া গত্বা যাবচ্ছক্তি সুযোধনম্ ॥৩৪

যথৈব কক্ষমুৎসৃষ্টো দহেদনিলসারথিঃ।
হনিষ্যামি তথা মন্দমনুজানাতু মে ভবান্ ॥৩৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং ব্রুবাণং ভীমং তু ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
উবাচ সান্ত্বয়ন্ রাজা মূর্ধ্ন্যুপাঘ্রায় পাণ্ডবম্ ॥৩৬

অসংশয়ং মহাবাহো হনিষ্যসি সুযোধনম্।
বর্ষাৎ ত্রয়োদশাদূর্ধ্বং সহ গাণ্ডীবধন্বনা ॥৩৭

যচ্চ মাং ভাষসে পার্থ প্রাপ্তঃ কাল ইতি প্রভো।
অনৃতং নোৎসহে বক্তুং ন হ্যেতন্ময়ি বিদ্যতে ॥৩৮

অন্তরেণাপি কৌন্তেয়! নিকৃতিং পাপনিশ্চয়ম্।
হন্তা ত্বমসি দুর্দ্ধর্ষং সানুবন্ধং সুযোধনম্ ॥৩৯

এবং ব্রুবতি ভীমং তু ধর্মরাজে যুধিষ্ঠিরে।
আজগাম মহাভাগো বৃহদশ্বো মহানৃষিঃ ॥৪০

তমভিপ্রেক্ষ্য ধর্মাত্মা সম্প্রাপ্তং ধর্মচারিণম্।
শাস্ত্রবন্মধুপর্কেণ পূজয়ামাস ধর্মরাট্ ॥৪১

আশ্বস্তং চৈনমাসীমুনপাসীনো যুধিষ্ঠিরঃ।
অভিপ্রেক্ষ্য মহাবাহুঃ কৃপণং বহ্বভাষত ॥৪২

অক্ষদ্যূতেন ভগবন্ ধনং রাজ্যঞ্চ মে হৃতম্।
আহূয় নিকৃতিপ্রজ্ঞৈঃ কিতবৈরক্ষকোবিদৈঃ ॥৪৩

কারণ, আপনি দ্যূতক্রীড়ায় সেরূপ নিপুণ নহেন—ইহা নিশ্চিত; বিশেষতঃ আপনি দ্যূতক্রীড়ার সময়ে একেবারে চৈতন্যশূন্য হইয়া পড়েন, সুতরাং আপনি আবার বনে বাস করিবেন।৩২

মহারাজ! আপনি যদি আমাদিগকে যাবজ্জীবন ক্ষুদ্র করিয়া রাখিবার ইচ্ছা না করেন, তবে বেদোক্ত সমস্ত ধর্ম্মেরই পর্য্যালোচনা করুন।৩৩

শঠতা করিয়াই শঠতাকারীকে বিনাশ করিতে হয়—ইহা সিদ্ধান্ত। সুতরাং আগুন লাগাইয়া দিলে সে আগুন যেমন শুষ্কবন দগ্ধ করে, তেমনই আপনি অনুমতি করিলে, আমি যাইয়া শক্তি অনুসারে মূঢ় দুর্য্যোধনকে সংহার করিব। অতএব আপনি আমাকে অনুমতি দিন।৩৪-৩৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভীম যখন এইরূপ বলিতেছিলেন, তখন ধর্ম্মরাজ রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া মস্তকাঘ্রাণ করত বলিতে লাগিলেন।৩৬

মহাবাহু! ত্রয়োদশ বৎসরের পর নিশ্চয়ই তুমি অর্জ্জুনের সহিত মিলিত হইয়া দুর্য্যোধনকে বধ করিবে।৩৭

শক্তিশালিন্ ভীম! তুমি আমাকে যে বলিলে—'দুর্য্যোধনকে বধ করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে'। কিন্তু তাহাতে আমি মিথ্যা বলিতে পারিব না; কারণ, মিথ্যা আমাতে নাই।৩৮

ভীম! তুমি শঠতা না করিয়াও পাপিষ্ঠ ও দুর্দ্ধর্ষ দুর্য্যোধনকে অনুচরবর্গের সহিত বধ করিতে পারিবে।৩৯

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভীমসেনকে এইরূপ বলিতেছিলেন, এমন সময় মহাভাগ মহর্ষি বৃহদশ্ব আগমন করিলেন।৪০

ধর্ম্মচারী বৃহদশ্বমুনি উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির শাস্ত্র অনুসারে মধুপর্কদ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন।৪১

বৃহদশ্বমুনি উপবেশন করিয়া আশ্বস্ত হইয়াছেন—ইহা দর্শন করত মহাবাহু যুধিষ্ঠির কাতরভাবে বহু কথা বলিলেন।৪২

অনক্ষজ্ঞস্য হি সতো নিকৃত্যা পাপনিশ্চয়ৈঃ ।
ভার্য্যা চ মে সভাং নীতা প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী ॥৪৪
পুনর্দ্যূতেন মাং জিত্বা বনবাসং সুদারুণম্ ।
প্রাব্রাজয়ন্ মহারণ্যমজিনৈঃ পরিবারিতম্ ॥৪৫
অহং বনে দুর্বসতীর্বসন্ পরমদুঃখিতঃ ।
অক্ষদ্যূতাধিকারে চ গিরঃ শৃণ্বন্ সুদারুণাঃ ॥৪৬
আর্ত্তানাং সুহৃদাং বাচো দ্যূতপ্রভৃতি শংসতাম্ ।
অহং হৃদি শ্রিতাঃ স্মৃত্বা সর্বরাত্রীর্বিচিন্তয়ন্ ॥৪৭
যস্মিংশ্চৈব সমস্তানাং প্রাণা গাণ্ডীবধন্বনি ।
বিনা মহাত্মনা তেন গতসত্ত্ব ইবাভবম্ ॥৪৮
কদা দ্রক্ষ্যামি বীভৎসুং কৃতাস্ত্রং পুনরাগতম্ ।
প্রিয়বাদিনমক্ষুদ্রং দয়াযুক্তমতন্দ্রিতম্ ॥৪৯

অস্তি রাজা ময়া কশ্চিদল্পভাগ্যতরো ভুবি ।
ভবতা দৃষ্টপূর্ব্বো বা শ্রুতপূর্ব্বোঽপি বা ক্বচিৎ ।
ন মত্তো দুঃখিততরঃ পুমানস্তীতি মে মতিঃ ॥৫০

বৃহদশ্ব উবাচ ।

যদ্ ব্রবীষি মহারাজ ন মত্তো বিদ্যতে ক্বচিৎ ।
অল্পভাগ্যতরঃ কশ্চিৎ পুমানস্তীতি পাণ্ডব ॥৫১

অত্র তে বর্ণয়িষ্যামি যদি শুশ্রূষসেঽনঘ ।
যস্ত্বত্তো দুঃখিততরো রাজাসীৎ পৃথিবীপতে ॥৫২

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

অথৈনমব্রবীদ্ রাজা ব্রবীতু ভগবানিতি ।
ইমামবস্থাং সম্প্রাপ্তং শ্রোতুমিচ্ছামি পার্থিবম্ ॥৫৩

'ভগবন্! শঠ ও দ্যূতনিপুণ দ্যূতকারেরা আমাকে আহ্বান করিয়া নিয়া দ্যূতক্রীড়ার দ্বারা আমার রাজ্য ও ধন হরণ করিয়াছে ।৪৩

আমি দ্যূতনিপুণ নহি, বিশেষতঃ সরলস্বভাব; সুতরাং পাপিষ্ঠগণ শঠতাপূর্ব্বক আমার প্রাণ অপেক্ষাও অধিক গৌরবশালিনী ভার্য্যাকে সভায় নিয়াছিল ।৪৪

তারপর তাহারা পুনরায় দূত্যক্রীড়া দ্বারা অতিদারুণ বনবাস-পণ জয় করিয়া মৃগচর্ম্মবেষ্টিত অবস্থায় আমাকে এই মহাবনে প্রেরণ করিয়াছে ।৪৫

আমি অতিশয় দুঃখিত অবস্থায় এই বনে বাস করিতেছি, দ্যূতক্রীড়ার সময়েও অতিভীষণ কটূক্তি-সকল শুনিয়াছিলাম; তা'র পর সেই দ্যূতক্রীড়া হইতে আমার বন্ধুগণ দুঃখিত হইয়া যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহাও আমার হৃদয়ে রহিয়াছে, সেইগুলি স্মরণ করিয়া আমি সমস্ত রাত্রি চিন্তা করিতে থাকি; তৎপরে আবার যে অর্জ্জুনের উপরে আমাদের সকলের প্রাণ রহিয়াছে, সেই মহাত্মা অর্জ্জুন ব্যতীত আমি যেন প্রাণশূন্য হইয়া পড়িয়াছি ।৪৬-৪৮

(আমি চিন্তা করি—) কবে সেই প্রিয়ভাষী, দয়ালু ও অনলস অর্জ্জুন অস্ত্রশিক্ষা করিয়া আসিবে, আমি আবার তাহাকে দেখিব ।৪৯

মহর্ষি! আমার তুল্য অত্যন্ত অল্পভাগ্যশালী কোন রাজা এই জগতে আছেন কি? আপনি পূর্ব্বে কোথাও আমার ন্যায় রাজা দেখিয়াছেন বা শুনিয়াছেন কি? কিন্তু আমার ধারণা এই যে, আমা অপেক্ষা দুঃখিত লোক জগতেই নাই ।৫০

বৃহদশ্ব বলিলেন—মহারাজ পাণ্ডুনন্দন! আপনি যে বলিতেছেন, আমা অপেক্ষা অল্পভাগ্যশালী লোক এখানে নাই বা কোথাও নাই; কিন্তু যদি আপনি শুনিতে ইচ্ছা করেন, তবে যে রাজা আপনা অপেক্ষাও অধিক দুঃখী ছিলেন, সেই রাজার কথা আমি আপনার নিকট বলিব ।৫১-৫২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তাহার পর যুধিষ্ঠির বৃহদশ্বমুনিকে বলিলেন—'আমার মত দুর্দ্দশাপন্ন

বৃহদশ্ব উবাচ ।

শৃণু রাজন্নবহিতঃ সহ ভ্রাতৃভিরচ্যুতঃ ।
যত্ত্বত্তো দুঃখিততরো রাজাসীৎ পৃথিবীপতে ॥৫৪
নিষধেষু মহীপালো বীরসেন ইতি শ্রুতঃ ।
তস্য পুত্রোঽভবন্নাম্না নলো ধর্মার্থকোবিদঃ ॥৫৫
স নিকৃত্যা জিতো রাজা পুষ্করেণেতি নঃ শ্রুতম্ ।
বনবাসং সুদুঃখার্ত্তো ভার্য্যয়া ন্যবসৎ সহ ॥৫৬
ন তস্য দাসা ন রথো ন ভ্রাতা ন চ বান্ধবাঃ ।
বনে নিবসতো রাজঞ্ছিষ্যন্তে স্ম কদাচন ॥৫৭
ভবান্ হি সংবৃতো বীরৈর্ভ্রাতৃভির্দেবসম্মিতৈঃ ।
ব্রহ্মকল্পৈর্দ্বিজাগ্র্যৈশ্চ তস্মান্নার্হসি শোচিতুম্ ॥৫৮

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

বিস্তরেণাহমিচ্ছামি নলস্য সুমহাত্মনঃ ।
চরিতং বদতাং শ্রেষ্ঠ তন্মমাখ্যাতুমর্হসি ॥৫৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি নলোপাখ্যানপর্ব্বণি
দ্বিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫২

রাজার বৃত্তান্ত আমি শুনিতে ইচ্ছা করি; আপনি বলুন'।৫৩

বৃহদশ্ব বলিলেন,—ধার্ম্মিক রাজন্! আপনি ভ্রাতাদের সহিত অবহিত হইয়া শ্রবণ করুন, যে রাজা আপনা অপেক্ষা অধিক দুঃখী ছিলেন।৫৪

নিষধদেশে 'বীরসেন' নামে এক রাজা ছিলেন; ধর্ম্মজ্ঞ ও অর্থজ্ঞ 'নল'—নামে তাঁহার একটী পুত্র ছিল।৫৫

পুষ্কর সেই নলরাজাকে শঠতাপূর্ব্বক জয় করিয়াছিলেন, ইহা আমাদের শুনা আছে তৎপরে নলরাজা অত্যন্ত দুঃখার্ত্ত হইয়া ভার্য্যার সহিত বনবাস করিয়াছিলেন।৫৬

রাজন্। তিনি যখন বনে বাস করেন, তখন তাঁহার দাস, রথ, ভ্রাতা বা বান্ধবগণ অবশিষ্ট ছিল না।৫৭

আপনি ত দেবতার তুল্য বীর ভ্রাতৃগণে এবং ব্রহ্মার তুল্য ব্রাহ্মণগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছেন। সুতরাং আপনি শোক করিতে পারেন না ৫৮

যুধিষ্ঠির বলিলেন—'বাগ্মিশ্রেষ্ঠ। আমি মহাত্মা নলরাজার চরিত্র অতি বিস্তৃতভাবে শুনিতে ইচ্ছা করি; অতএব আপনি তাহা আমার নিকট বলুন।৫৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে
দ্বিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৫২

ত্রিপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ।

[নলদময়ন্ত্যোর্গুণাবলিবর্ণনম্, তয়োঃ পারস্পরিকানুরাগঃ তথা হংসকর্তৃকং নলসন্নিধৌ দময়ন্ত্যা দময়ন্তীসন্নিধৌ চ নলস্য সংবাদকথনম্ ।]

বৃহদশ্ব উবাচ ।

আসীদ্ রাজা নলো নাম বীরসেনসুতো বলী ।
উপপন্নো গুণৈরিষ্টৈ রূপবানশ্বকোবিদঃ ॥১

ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ।

[নল-দময়ন্তীর গুণসমূহের বর্ণন, উঁহাদের পারস্পরিক অনুরাগ এবং হংস কর্তৃক নলের নিকট দময়ন্তীর ও দয়মন্তীর নিকট নলের সংবাদ কথন।]

বৃহদশ্ব বলিলেন—বলবান্. অভীষ্টগুণসম্পন্ন,

অতিষ্ঠন্মনুজেন্দ্রাণাং মূর্দ্ধ্নি দেবপতির্যথা।
উপর্য্যুপরি সর্ব্বেষামাদিত্য ইব তেজসা ॥২

ব্রহ্মণ্যো বেদবিচ্ছূরো নিষধেষু মহীপতিঃ।
অক্ষপ্রিয়ঃ সত্যবাদী মহানক্ষৌহিণীপতিঃ ॥৩

ঈপ্সিতো নরনারীণামুদারঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
রক্ষিতা ধন্বিনাং শ্রেষ্ঠঃ সাক্ষাদিব মনুঃ স্বয়ম্ ॥৪

তথৈবাসীদ্বিদর্ভেষু ভীমো ভীমপরাক্রমঃ।
শূরঃ সর্ব্বগুণৈর্যুক্তঃ প্রজাকামঃ স চাপ্রজঃ ॥৫

স প্রজার্থে পরং যত্নমকরোৎ সুসমাহিতঃ।
তমভ্যগচ্ছদ্ ব্রহ্মর্ষির্দমনো নাম ভারত ॥৬

তং স ভীমঃ প্রজাকামস্তোষয়ামাস ধর্ম্মবিৎ।
মহিষ্যা সহ রাজেন্দ্র! সৎকারেণ সুবর্চ্চসম্ ॥৭

রূপবান্ এবং অশ্বহৃদয়জ্ঞ বীরসেনপুত্র 'নল'—নামে এক রাজা ছিলেন।১

তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় সমস্ত রাজার মস্তকে ছিলেন এবং স্বীয় তেজের দ্বারা সূর্য্যের ন্যায় সকলেরই উপরে ছিলেন।২

সেই নিষধেশ্বর নল ব্রাহ্মণপালক, বেদজ্ঞ, বীর, দ্যূতপ্রিয়, সত্যবাদী, প্রশস্তহৃদয় এবং এক অক্ষৌহিণী সৈন্যের অধিপতি ছিলেন।৩

আর তিনি নর ও নারীগণের প্রিয়, দাতা, সংযতেন্দ্রিয়, প্রজাপালক, ধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ এবং সাক্ষাৎ স্বয়ং মনুর ন্যায় প্রতাপশালী ছিলেন।৪

সেইরূপ বিদর্ভদেশেও ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী, মহাবীর এবং সর্ব্বগুণসম্পন্ন 'ভীম'-নামে আর এক রাজা ছিলেন; তিনি নিঃসন্তান ছিলেন বলিয়া তখন সন্তানের কামনা করিতেন।৫

ভরতনন্দন! সেই ভীমরাজ বিশেষ নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক সন্তানের জন্য পরম যত্ন করিতেছিলেন, এমন সময়ে 'দমন'-নামে এক ব্রহ্মর্ষি তাঁহার নিকট গমন করিলেন।৬

তস্মৈ প্রসন্নো দমনঃ সভার্য্যায় বরং দদৌ।
কন্যারত্নং কুমারাংশ্চ ত্রীনুদারান্ মহাযশাঃ ॥৮

দময়ন্তীং দমং দান্তং দমনঞ্চ সুবর্চ্চসম্।
উপপন্নান্ গুণৈঃ সর্ব্বৈর্ভীমান্ ভীমপরাক্রমান্ ॥৯

দময়ন্তী তু রূপেণ তেজসা বপুষা শ্রিয়া।
সৌভাগ্যেন চ লোকেষু যশঃ প্রাপ সুমধ্যমা ॥১০

অথ তাং বয়সি প্রাপ্তে দাসীনাং সমলঙ্কৃতাম্।
শতং শতং সখীনাঞ্চ পর্য্যুপাসচ্ছচীমিব ॥১১

তত্র স্ম রাজতে ভৈমী সর্ব্বাভরণভূষিতা।
সখীমধ্যেঽনবদ্যাঙ্গী বিদ্যুৎ সৌদামিনী যথা ॥১২

মহারাজ! সন্তানার্থী ও ধর্ম্মজ্ঞ সেই রাজা ভীম মহিষীর সহিত মিলিত হইয়া সেবা দ্বারা মহাতেজস্বী সেই দমনমুনিকে সন্তুষ্ট করিলেন।৭

মহাযশস্বী দমনমুনি প্রসন্ন হইয়া ভার্য্যার সহিত সেই রাজাকে বর দিলেন যে, আপনার একটী কন্যারত্ন এবং তিনটী উদারপ্রকৃতি পুত্র হইবে। তাহাদের মধ্যে কন্যাটীর নাম হইল—'দময়ন্তী' এবং মনোহর পুত্র তিনটীর যথাক্রমে নাম হইল—'দম', 'দান্ত' ও 'দমন'। ইঁহারা যথাকালে সর্ব্বগুণসম্পন্ন, ভয়ঙ্কর বীর ও মহাপরাক্রমশালী হইয়াছিলেন।৮-৯

কিন্তু সুমধ্যমা দময়ন্তী রূপ, লাবণ্য, গাত্রসৌষ্ঠব কান্তি এবং সৌভাগ্যের গুণে লোকসমাজে যশ লাভ করিয়াছিলেন।১০

তৎপরে দময়ন্তীর বয়স হইয়া উঠিলে, একশত দাসী এবং একশত সখী শচীদেবীর ন্যায় সেই অলঙ্কৃত দময়ন্তীর সেবা করিতে লাগিল।১১

তখন সর্ব্বাভরণভূষিতা ও অনিন্দ্যসুন্দরী দময়ন্তী সন্ধ্যাকালীন বিদ্যুতের ন্যায় সেই সখীদের মধ্যে শোভা পাইতে লাগিলেন।১২

অতীবরূপসম্পন্না শ্রীরিবায়তলোচনা ।
ন দেবেষু ন যক্ষেষু তাদৃগ্‌রূপবতী ক্বচিৎ ॥১৩

মানুষেষ্বপি চান্যেষু দৃষ্টপূর্ব্বা ন চ শ্রুতা ।
চিত্তপ্রসাদিনী বালা দেবানামপি সুন্দরী ॥১৪

নলশ্চ নরশার্দ্দূলো গুণৈরপ্রতিমো ভুবি ।
কন্দর্প ইব রূপেণ মূর্ত্তিমানভবৎ স্বয়ম্ ॥১৫

তস্যাঃ সমীপে তু নলং প্রশশংসুঃ কুতূহলাৎ ।
নৈষধস্য সমীপে তু দময়ন্তীং পুনঃ পুনঃ ॥১৬

তয়োরদৃষ্টঃ কামোহভূচ্ছৃণ্বতোঃ সততং গুণান্ ।
অন্যোন্যং প্রতি কৌন্তেয় ! স ব্যবর্দ্ধত হৃচ্ছয়ঃ ॥১৭

অশক্নুবন্ নলঃ কামং তদা ধারয়িতুং হৃদা ।
অন্তঃপুরসমীপস্থে বন আস্তে রহোগতঃ ॥১৮

লক্ষ্মীদেবীর ন্যায় বিস্তৃতনয়না দময়ন্তী ক্রমে এমন অতীব রূপবতী হইয়া উঠিলেন যে, সেরূপ রূপবতী অন্যা দেবতা, যক্ষ বা অন্যত্র কোথাও ছিল না।১৩

এইরূপ সুন্দরী মনুষ্যলোকে কিংবা অন্যান্য লোকেও কেহ পূর্ব্বে দেখে নাই বা শোনে নাই; এমন কি সেই বালিকা দেবতাগণেরও চিত্তে আনন্দ জন্মাইত।১৪

এদিকে নরশ্রেষ্ঠ নলও গুণ দ্বারা জগতে অতুলনীয় এবং রূপদ্বারা মূর্ত্তিমান্ স্বয়ং কন্দর্পের ন্যায় ছিলেন।১৫

আগন্তুক লোকেরা কৌতূহলবশতঃ দময়ন্তীর নিকটে নলের প্রশংসা করিত এবং নলের নিকটেও বার বার দময়ন্তীর প্রশংসা করিত।১৬

এই ভাবে অনবরত গুণসমূহ শুনিতে থাকায় তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অপ্রত্যক্ষ ভাবেই কাম (অনুরাগ) জন্মিল। কুন্তীনন্দন! তাঁহাদের সে কাম ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।১৭

তখন নল হৃদয়ের মধ্যে সেই কামকে সংবৃত রাখিতে না পারিয়া অন্তঃপুরের নিকটবর্ত্তী উদ্যানে যাইয়া নির্জ্জনে অবস্থান করিতে লাগিলেন।১৮

স দদর্শ ততো হংসান্ জাতরূপপারষ্কৃতান্ ।
বনে বিচরতাং তেষামেকং জগ্রাহ পক্ষিণম্ ॥১৯

ততোহন্তরীক্ষগো বাচং ব্যাজহার নলং তদা ।
হন্তব্যোহস্মি ন তে রাজন্ ! করিষ্যামি তব
প্রিয়ম্ ॥২০

দময়ন্তীসকাশে ত্বাং কথয়িষ্যামি নৈষধ ।
যথা ত্বদন্যং পুরুষং ন সাকাঙ্ক্ষতি কর্হিচিৎ ॥২১

তব চৈব যথা ভার্য্যা ভবিষ্যতি তথাহনঘ ।
বিধাস্যামি নরব্যাঘ্র সোহনুজানাতু মাং ভবান্ ॥২২

এবমুক্তস্ততো হংসমুৎসসর্জ মহীপতিঃ ।
তে তু হংসাঃ সমুৎপত্য বিদর্ভানগমংস্ততঃ ॥২৩

তাহার পর তিনি স্বর্ণময় উজ্জ্বল পক্ষযুক্ত কতকগুলি হাঁস দেখিতে পাইলেন এবং বনে বিচরণকারী সেই হাঁসগুলির মধ্য হইতে একটা হাঁসকে ধরিলেন।১৯

তৎপরে আকাশে বিচরণকারী সেই হাঁসটী নলকে বলিল যে, রাজন্! আপনি আমকে বধ করিবেন না, আমি আপনার প্রিয় কার্য্য করিব।২০

নিষধেশ্বর! আমি দময়ন্তীর নিকটে আপনার এমন প্রশংসা করিব, যাহাতে কখনও তিনি আপনাকে ভিন্ন অন্য পুরুষকে আকাঙ্ক্ষা না করেন।২১

হে নিষ্পাপ নরশ্রেষ্ঠ! যাহাতে তিনি আপনারই ভার্য্যা হন, তাহার চেষ্টা করিব, অতএব আপনি আমাকে অনুমতি করুন।২২

হংস এইরূপ বলিলে পর নল তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। তখন সেই হংসগণ আকাশে উড়িয়া নিষধদেশ হইতে বিদর্ভদেশে গমন করিল।২৩

বিদর্ভনগরীং গত্বা দময়ন্ত্যাস্তদান্তিকে।
নিপেতুস্তে গরুত্মন্তঃ সা দদর্শ চ তান্ খগান্ ॥২৪

সা তানদ্ভুতরূপান্ বৈ দৃষ্ট্বা সখিগণাবৃতা।
হৃষ্টা গ্রহীতুং খগমাংস্ত্বরমাণোপচক্রমে ॥২৫

অথ হংসা বিসস্থপুঃ সর্ব্বতঃ প্রমদাবনে।
একৈকশস্তদা কন্যাস্তান্ হংসান্ সমুপাদ্রবন্ ॥২৬

দময়ন্তী তু যং হংসং সমুপাধাবদন্তিকে।
স মানুষীং গিরং কৃত্বা দময়ন্তীমথাব্রবীৎ ॥২৭

দময়ন্তি! নলো নাম নিষধেষু মহীপতিঃ।
অশ্বিনোঃ সদৃশো রূপে ন সমাস্তস্য মানুষাঃ
কন্দর্প ইব রূপেণ মূর্ত্তিমানভবৎ স্বয়ম্ ॥২৮

তস্য বৈ যদি ভার্য্যা ত্বং ভবেথা বরবর্ণিনি।
সফলং তে ভবেজ্জন্ম রূপঞ্চেদং সুমধ্যমে ॥২৯

বয়ং হি দেব-গন্ধর্ব্ব-মনুষ্যোরগ-রাক্ষসান্।
দৃষ্টবন্তো ন চাস্মাভির্দৃষ্টপূর্ব্বস্তথাবিধঃ ॥৩০

ত্বঞ্চাপি রত্নং নারীণাং নরেষু চ নলো বরঃ।
বিশিষ্টায়া বিশিষ্টেন সঙ্গমো গুণবান্ ভবেৎ ॥৩১

এবমুক্তা তু হংসেন দময়ন্তী বিশাম্পতে।
অব্রবীত্তত্র তং হংসং ত্বমপ্যেবং নলে বদ ॥৩২

তথেত্যুক্ত্বাহণ্ডজঃ কন্যাং বৈদর্ভস্য বিশাম্পতে।
পুনরাগম্য নিষধান্ নলে সর্ব্বং ন্যবেদয়ৎ ॥৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতা
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি নলোপাখ্যানপর্ব
হংস-দময়ন্তীসংবাদে ত্রিপঞ্চাশত্তমোহধ্যায়ঃ ॥৫

ঐ হংসগণ বিদর্ভরাজধানীতে যাইয়া তখনই দময়ন্তীর নিকটে পতিত হইল; দময়ন্তীও সেই পক্ষীগুলিকে দেখিলেন।২৪

সখীপরিবৃতা দময়ন্তী সেই অদ্ভুত রূপবান্ পক্ষীগুলিকে দর্শন করত আনন্দিত হইয়া তাড়াতাড়ি সেগুলিকে ধরিবার উপক্রম করিলেন।২৫

তদনন্তর হংসগণ সেই অন্তঃপুরোদ্যানের চতুর্দিকে বিচরণ করিতে লাগিল, তাহাদিগকে ধরিবার জন্য তখন এক একটী কন্যা এক একটী হংসের পিছনে ধাবিত হইল।২৬

কিন্তু দময়ন্তী নিকটবর্ত্তী যে হংসটীর পিছনে ধাবিত হইয়াছিলেন, সেই হংস মানুষের ন্যায় বাক্য উচ্চারণ করিয়া দময়ন্তীকে বলিতে লাগিল।২৭

দময়ন্তি! নিষধদেশে নল-নামে এক রাজা আছেন; তিনি রূপে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের তুল্য এবং তিনি নিজ রূপদ্বারা যেন মূর্ত্তিমান্ স্বয়ং কামদেব হইয়াছেন। (সুতরাং এ জগতে অন্য মানুষ তাঁহার তুল্যই নহে)।২৮

বরবর্ণিনি! সুমধ্যমে! আপনি যদি তাঁহা ভার্য্যা হন, তবে আপনার জন্ম এবং এই মনো রূপ সফল হয়।২৯

আমরা—দেবতা, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, নাগ রাক্ষসদিগকে দেখিয়াছি, কিন্তু তাঁহার মত আর পূর্ব্বে দেখি নাই।৩০

আপনিও নারীদের মধ্যে রত্নস্বরূপা এবং পুরুষদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অতএব সর্ব্বোত্তমের সর্ব্বোত্তমার মিলন সর্ব্বোৎকৃষ্টই হইবে।৩১

মহারাজ! হংস এইরূপ বলিলে, দময়ন্তী তাহাকে বলিলেন—হংস! তুমি এখন যাহা নলের নিকটেও এইরূপ বলিও।৩২

‘তাহাই হইবে’ এই কথা বিদর্ভরাজ দময়ন্তীকে বলিয়া হংস পুনরায় নিষধদেশে গমন নলের নিকট সমস্ত বিষয় জানাইল।৩৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে
হংস-দময়ন্তী সংবাদে ত্রিপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৫৩

চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[স্বর্গে ইন্দ্রেণ সহ দেবর্ষিনারদস্যালাপঃ, দময়ন্ত্যাঃ স্বয়ংবরসভায়াং লোকপালানাং রাজ্ঞাঞ্চাগমনম্।]

বৃহদশ্ব উবাচ।

দময়ন্তী তু তচ্ছ্রুত্বা বচো হংসস্য ভারত !
ততঃ প্রভৃতি ন স্বস্থা নলং প্রতি বভূব সা ॥১

ততশ্চিন্তাপরা দীনা বিবর্ণবদনা কৃশা।
বভূব দময়ন্তী তু নিশ্বাসপরমা তদা ॥২

ঊর্দ্ধদৃষ্টির্ধ্যানপরা বভূবোন্মত্তদর্শনা।
পাণ্ডুবর্ণা ক্ষণেনাথ হৃচ্ছয়াবিষ্টচেতনা ॥৩

ন শয্যাসনভোগেষু রতিং বিন্দতি কর্হিচিৎ।
ন নক্তং ন দিবা শেতে হা হেতি রুদতী মুহুঃ ॥৪

তামস্বস্থাং তদাকারাং সখ্যস্তা জগ্মুরিঙ্গিতৈঃ।
ততো বিদর্ভপতয়ে দময়ন্ত্যাঃ সখীগণঃ ॥৫

ন্যবেদয়ত্তামস্বস্থাং দময়ন্তীং নরেশ্বর।
তচ্ছ্রুত্বা নৃপতির্ভীমো দময়ন্তীসখীগণাৎ ॥৬

চিন্তয়ামাস তৎ কার্য্যং সুমহৎ স্বাং সুতাং প্রতি।
কিমর্থং দুহিতা মেঽদ্য নাতিসুস্থেতি লক্ষ্যতে ॥৭

স সমীক্ষ্য মহীপালঃ স্বাং সুতাং প্রাপ্তযৌবনাম্।
অপশ্যদাত্মনা কার্য্যং দময়ন্ত্যাঃ স্বয়ংবরম্ ॥৮

স সন্নিমন্ত্রয়ামাস মহীপালান্ বিশাম্পতিঃ।
এষোঽনুভূয়তাং বীরাঃ ! স্বয়ংবর ইতি প্রভো ॥৯

শ্রুত্বা তু পার্থিবাঃ সর্ব্বে দময়ন্ত্যাঃ স্বয়ংবরম্।
অভিজগ্মুস্ততো ভীমং রাজানো ভীমশাসনাৎ ॥১০

হস্ত্যশ্বরথঘোষেণ পূরয়ন্তো বসুন্ধরাম্।
বিচিত্রমাল্যাভরণৈর্বলৈর্দৃশ্যৈঃ স্বলঙ্কৃতৈঃ ॥১১

চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[স্বর্গে ইন্দ্রের সহিত দেবর্ষি নারদের আলাপ
দময়ন্তীর স্বয়ংবরসভায় লোকপাল ও
রাজগণের আগমন।]

বৃহদশ্ব বলিলেন—'ভরতনন্দন ! দময়ন্তী হংসের সেই কথা শুনিয়া তদবধি নলের প্রতি আসক্তা হওয়ায় তিনি আর প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকিতে পারিলেন না।১

তখন দময়ন্তী চিন্তানিমগ্না, কাতরা, বিবর্ণবদনা এবং কৃশা হইতে লাগিলেন এবং প্রায়শই দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন।২

নলের অনবরত চিন্তায় অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার দৃষ্টি উর্দ্ধগামিনী হইল এবং উন্মত্তার ন্যায় তাঁহাকে দেখা যাইতে লাগিল, তাঁহার শরীর পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠিল এবং চিত্ত কামাকুল হইল।৩

সেই সময়ে তাঁহার শয্যা, আসন বা ভোগে কোনরূপ প্রীতি ছিল না, দিনে বা রাত্রিতে আর নিদ্রা যাইতে পারিতেন না এবং তিনি অনবরত 'হায় হায়' বলিয়া রোদন করিতেন।৪

তখন সখীরা তাঁহার সেই আকৃতি ও অস্বস্থ অবস্থা দেখিয়া তাহার কারণ ইঙ্গিতে বুঝিতে পারিল এবং বিদর্ভরাজের নিকটে তাঁহার অস্বস্থতার সংবাদ জানাইল। নরনাথ! রাজা ভীম দময়ন্তীর সখীদের নিকট সেই বৃত্তান্ত শুনিয়া আপন কন্যার বিষয়ে বিশেষ কর্ত্তব্যবিষয় ভাবিতে লাগিলেন এবং চিন্তা করিলেন যে, আমার কন্যা দময়ন্তীকে আজ বিশেষ সুস্থ দেখিতেছি না কেন ?৫-৭

সেই রাজা ভীম আপন কন্যার যৌবনকাল উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া নিজেই দময়ন্তীর স্বয়ংবর কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিলেন।৮

প্রভু যুধিষ্ঠির! তৎপরে রাজা ভীম 'বীরগণ! আপনারা আসিয়া এই স্বয়ংবর দর্শন করুন' এই ভাবে অন্যান্য রাজাকে নিমন্ত্রণ করিলেন।৯

তাহার পর সকল রাজা দময়ন্তীর স্বয়ংবরের কথা শুনিয়া এবং ভীমরাজার আদেশানুসারে হস্তী, অশ্ব ও রথের শব্দে ভূতল পূর্ণ করত, বিচিত্র মাল্য

তেষাং ভীমো মহাবাহুঃ পার্থিবানাং মহাত্মনাম্।
যথার্হমকরোৎ পূজাং তেঽবসংস্তত্র পূজিতাঃ ॥১২
এতস্মিন্নেব কালে তু সুরাণামৃষিসত্তমৌ।
অটমানৌ মহাত্মানাবিন্দ্রলোকমিতো গতৌ ॥১৩
নারদঃ পর্ব্বতশ্চৈব মহাপ্রাজ্ঞৌ মহাব্রতৌ।
দেবরাজস্য ভবনং বিবিশাতে সুপূজিতৌ ॥১৪
তাবর্চ্চিত্বা সহস্রাক্ষস্ততঃ কুশলমব্যয়ম্।
পপ্রচ্ছানাময়ঞ্চাপি তয়োঃ সর্ব্বগতং বিভুঃ ॥১৫

নারদ উবাচ।

আবয়োঃ কুশলং দেব সর্ব্বত্র গতমীশ্বর।
লোকে চ মঘবন্ কৃৎস্নে নৃপাঃ কুশলিনো বিভো ॥১৬

বৃহদশ্ব উবাচ।

নারদস্য বচঃ শ্রুত্বা পপ্রচ্ছ বলবৃত্রহা।
ধর্ম্মজ্ঞাঃ পৃথিবীপালাস্ত্যক্তজীবিতযোধিনঃ ॥১৭
শস্ত্রেণ নিধনং কালে যে গচ্ছন্ত্যপরাঙ্মুখাঃ।
অয়ং লোকোঽক্ষয়স্তেষাং যথৈব মম কামধুক্ ॥১৮
ক নু তে ক্ষত্রিয়াঃ শূরা নহি পশ্যামি তানহম্।
আগচ্ছতো মহীপালান্ দয়িতানতিথীন্ মম ॥১৯
এবমুক্তস্তু শক্রেণ নারদঃ প্রত্যভাষত।
শৃণু মে মঘবন্ যেন ন দৃশ্যন্তে মহীক্ষিতঃ ॥২০
বিদর্ভরাজদুহিতা দময়ন্তীতি বিশ্রুতা।
রূপেণ সমতিক্রান্তা পৃথিব্যাং সর্ব্বযোষিতঃ ॥২১
তস্যাঃ স্বয়ংবরঃ শক্র ভবিতা নচিরাদিব।
তত্র গচ্ছন্তি রাজানো রাজপুত্রাশ্চ সর্ব্বশঃ ॥২২
তাং রত্নভূতাং লোকস্য প্রার্থয়ন্তো মহীক্ষিতঃ।
কাঙ্ক্ষন্তি স্ম বিশেষেণ বলবৃত্রনিষূদন ॥২৩

ও আভরণযুক্ত এবং সুসজ্জিত সৈন্যগণের সহিত ভীমরাজার রাজধানীতে আগমন করিলেন।১০-১১

তখন মহাবাহু রাজা ভীম সেই সমাগত রাজগণের যথাযোগ্য পূজা করিলেন এবং সেই রাজারা সম্মানিত হইয়া সেইখানে বাস করিতে লাগিলেন।১২

এই সময়ে দেবর্ষিশ্রেষ্ঠ, মহাত্মা, মহাপ্রাজ্ঞ ও মহাব্রত নারদ এবং পর্ব্বতমুনি বিচরণ করিতে করিতে এই মর্ত্ত্যলোক হইতে ইন্দ্রলোকে গমন করিলেন এবং বিশেষভাবে সম্মানিত হইয়া দেবরাজের গৃহে প্রবেশ করিলেন।১৩-১৪

তদনন্তর দেবরাজ নারদ ও পর্ব্বতমুনিকে পূজা করিয়া তাঁহাদের সমস্ত বিষয়ের স্থায়ী মঙ্গলের কথা এবং আরোগ্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।১৫

তখন নারদ বলিলেন,—প্রভো! দেবরাজ! আমাদের সমস্ত বিষয়েই মঙ্গল এবং সমস্ত ভূমণ্ডলের রাজারাও কুশলে আছেন।১৬

বৃহদশ্ব বলিলেন,—নারদের কথা শুনিয়া ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—পৃথিবীর ধর্ম্মজ্ঞ রাজারা জীব পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিয়া থাকেন।১৭

যাঁহারা যুদ্ধে পরাঙ্মুখ না হইয়া অস্ত্রের আঘা যথাসময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাঁহাদের পক্ষে এ স্বর্গলোক অক্ষয় এবং আমরাই তুল্য অভীষ্ট ফলপ্র হয়।১৮

সেই ক্ষত্রিয় বীরগণ কোথায়? আমি আম প্রিয় অতিথি সেই রাজগণকে ত আর আসি দেখিতেছি না।১৯

ইন্দ্র এইরূপ বলিলে, নারদ বলিলেন,—দেবরা যে কারণে রাজগণকে দেখিতেছেন না, তাহা আম নিকট শ্রবণ করুন।২০

বিদর্ভরাজের দময়ন্তী নামে বিখ্যাত কন্যা আ রূপ দ্বারা পৃথিবীর সমস্ত রমণীকে অতি করিয়াছেন।২১

দেবরাজ! অচিরকাল মধ্যেই তাঁহার স্ব হইবে, অতএব সেখানে সকল রাজা এবং স রাজপুত্র গমন করিতেছেন।২২

এতস্মিন্ কথ্যমানে তু লোকপালাশ্চ সাগ্নিকাঃ।
আজগ্মুর্দেবরাজস্য সমীপমমরোত্তমাঃ ॥২৪
ততস্তে শুশ্রুবুঃ সর্ব্বে নারদস্য বচো মহৎ।
শ্রুত্বৈব চাব্রুবন্ হৃষ্টা গচ্ছামো বয়মপ্যুত ॥২৫
ততঃ সর্ব্বে মহারাজ সগণাঃ সহবাহনাঃ।
বিদর্ভানভিজগ্মুস্তে যতঃ সর্ব্বে মহীক্ষিতঃ ২৬
নলোঽপি রাজা কৌন্তেয় শ্রুত্বা রাজ্ঞাং সমাগমম্।
অভ্যগচ্ছদদীনাত্মা দময়ন্তীমনুব্রতঃ ॥২৭
অথ দেবাঃ পথি নলং দদৃশুর্ভূতলে স্থিতম্।
সাক্ষাদিব স্থিতং মূর্ত্ত্যা মন্মথং রূপসম্পদা ॥২৮
তং দৃষ্ট্বা লোকপালাস্তে ভ্রাজমানং যথা রবিম্।
তস্থুর্বিগতসঙ্কল্পা বিস্মিতা রূপসম্পদা ॥২৯
ততোঽন্তরীক্ষে বিষ্টভ্য বিমানানি দিবৌকসঃ।
অব্রবীন্নৈষধং রাজন্নবতীর্য্য নভস্তলাৎ ॥৩০

ভো ভো নিষধরাজেন্দ্র নল সত্যব্রতো ভবান্।
অস্মাকং কুরু সাহায্যং দূতো ভব নরোত্তম ॥৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি নলোপাখ্যানপর্বণি
ইন্দ্রনারদসংবাদে চতুঃপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৪

হে বল ও বৃত্রাসুর বিনাশক দেবরাজ! পৃথিবীর অধিপতিগণ পৃথিবীর রত্নস্বরূপা সেই দময়ন্তীকে মনে মনে প্রার্থনা করিয়া বিশেষরূপে তাঁহাকে কামনা করিতেছেন।২৩

নারদ এই বৃত্তান্ত বলিতেছিলেন, এমন সময়ে দেবশ্রেষ্ঠ অগ্নির সহিত অন্যান্য দিক্পালগণ দেবরাজের নিকট আগমন করিলেন।২৪

তাহার পর তাঁহারা সকলেই নারদের সেই বিশিষ্ট কথা শুনিলেন এবং শুনিয়াই আনন্দিত হইলেন ও বলিলেন— 'আমরাও যাইব'।২৫

মহারাজ! তদনন্তর সেই দিক্পালগণ সকলে অনুচর ও বাহনের সহিত বিদর্ভদেশ অভিমুখে গমন করিলেন, যেখানে রাজারা সকলে গিয়াছিলেন।২৬

কুন্তীনন্দন! দময়ন্তীর প্রতি অনুরক্ত রাজা নলও অন্যান্য রাজাদের গমনাগমন শুনিয়া উৎফুল্লচিত্তে গমন করিতে লাগিলেন।২৭

তাহার পর দেবতাগণ পথিমধ্যে রূপসম্পদে মূর্ত্তিমান্ সাক্ষাৎ কামদেবের ন্যায় ভূতলস্থিত নলরাজাকে দেখিতে পাইলেন।২৮

সেই দিক্পালগণ সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বলমূর্ত্তি নলকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং নলের রূপদর্শনে তাঁহারা দময়ন্তীকে লাভ করিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন।২৯

রাজন্! তাহার পর দেবতাগণ আপন আপন বিমানের গতি আকাশেই রোধ করত তথা হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া নলকে বলিলেন।৩০

নরশ্রেষ্ঠ নিষধরাজেন্দ্র নল! আপনি সত্যপরায়ণ; আপনি আমাদের সাহায্য করুন, আপনি দূত হউন।৩১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে
ইন্দ্রনারদসংবাদে চতুঃপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৫৪

পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[দূতরূপেণ নলস্য রাজান্তঃপুরগমনম্, দময়ন্ত্যাঃ সমীপে দেবানাং বাক্যকথনঞ্চ।]

বৃহদশ্ব উবাচ।

তেভ্যঃ প্রতিজ্ঞায় নলঃ করিষ্য ইত ভারত।
অথৈনান্ পরিপপ্রচ্ছ কৃতাঞ্জলিরুপস্থিতঃ ॥১

কে বৈ ভবন্তঃ কশ্চাসৌ যস্যাহং দূত ঈপ্সিতঃ।
কিঞ্চ তদ্বো ময়া কার্য্যং কথয়ধ্বং যথাতথম্ ॥২

এবমুক্তো নৈষধেন মঘবান্ প্রত্যভাষত।
অমরান্ বৈ নিবোধাস্মান্ দময়ন্ত্যর্থমাগতান্ ॥৩

অহমিন্দ্রোঽয়মগ্নিশ্চ তথৈবায়মপাং পতিঃ।
শরীরান্তকরো নৃণাং যমোঽয়মপি পার্থিব ॥৪

ত্বং বৈ সমাগতানস্মান্ দময়ন্ত্যৈ নিবেদয়।
লোকপালা মহেন্দ্রাদ্যাঃ সমায়ান্তি দিদৃক্ষবঃ ॥৫

প্রাপ্তুমিচ্ছন্তি দেবাস্ত্বাং শক্রোঽগ্নির্বরুণো যমঃ।
তেষামন্যতমং দেবং পতিত্বে বরয়স্ব হ ॥৬

এবমুক্তঃ স শক্রেণ নলঃ প্রাঞ্জলিরব্রবীৎ।
একার্থং সমুপেতং মাং ন প্রেষয়িতুমর্হথ ॥৭

কথং নু জাতসঙ্কল্পঃ স্ত্রিয়মুৎসহতে পুমান্।
পরার্থমীদৃশং বক্তুং তৎ ক্ষমধ্বং মহেশ্বরাঃ ॥৮

দেবা ঊচুঃ।

করিষ্য ইতি সংশ্রুত্য পূর্ব্বমস্মাসু নৈষধ।
ন করিষ্যসি কস্মাত্ত্বং ব্রজ নৈষধ মা চিরম্ ॥৯

বৃহদশ্ব উবাচ।

এবমুক্তঃ স দেবৈস্তৈ নৈষধঃ পুনরব্রবীৎ।
সুরক্ষিতানি বেশ্মানি প্রবেষ্টুং কথমুৎসহে ॥১০

পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[দূত হইয়া নলের রাজান্তঃপুরে গমন এবং দময়ন্তীর নিকট দেবগণের বাক্য কথন।]

বৃহদশ্ব বলিলেন,—ভরতনন্দন! 'করিব' এইরূপে দেবতাদের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া নল কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদের নিকটে যাইয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন।১

আপনারা কে? এবং যিনি আমাকে দূত করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, তিনিই বা কে? আর আমিই বা আপনাদের কি কার্য্য করিব? এই সমস্ত বিষয় আপনারা যথাযথভাবে বলুন।২

নল এইরূপ বলিলে, দেবরাজ বলিলেন,—আপনি আমাদিগকে দেবতা বলিয়া জানিবেন, আমরা দময়ন্তীকে লাভ করিবার জন্য আসিয়াছি।৩

রাজন্! আমি ইন্দ্র, ইনি অগ্নি, আর ইনি জলাধিপতি বরুণ এবং ইনি প্রাণিগণের সংহর্ত্তা যম।৪

আমরা যে আসিয়াছি ইহা আপনি দময়ন্তীকে জানান এবং বলুন যে, ইন্দ্রপ্রভৃতি দিক্পালগণ তোমাকে দেখিবার ইচ্ছা করিয়া আসিয়াছেন।৫

ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও যম এই চারি জন দেবতা তোমাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করেন; তুমি ইহাদের একজনকে পতিত্বে বরণ কর।৬

ইন্দ্র এই কথা বলিলে, নল কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন,—আমিও ত ঐ একমাত্র প্রয়োজনেই আসিয়াছি; অতএব আপনারা আমাকে পাঠাইতে পারেন না।৭

পুরুষ নিজে প্রার্থী হইয়া পরের জন্য কি প্রকারে স্ত্রীলোককে এইরূপ কথা বলিতে পারে? অতএব প্রভুগণ। আপনারা আমাকে ক্ষমা করুন।৮

দেবগণ বলিলেন,—নৈষধ (নৈষধদেশপতে)! পূর্ব্বে আমাদের নিকটে 'করিব' বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া এখন আপনি করিবেন না কেন? অতএব যান, বিলম্ব করিবেন না।৯

বৃহদশ্ব বলিলেন,—দেবগণ এইরূপ বলিলে, নল

প্রবেক্ষ্যসীতি তং শক্রঃ পুনরেবাভ্যভাষত ।
স জগাম তথেত্যুক্ত্বা দময়ন্ত্যা নিবেশনম্ ॥১১
দদর্শ তত্র বৈদর্ভীং সখীগণসমাবৃতাম্ ।
দেদীপ্যমানাং বপুষা শ্রিয়া চ বরবর্ণিনীম্ ॥১২
অতীবসুকুমারাঙ্গীং তনুমধ্যাং সুলোচনাম্ ।
আক্ষিপন্তীমিব প্রভাং শশিনঃ স্বেন তেজসা ॥১৩
তস্য দৃষ্ট্বৈব ববৃধে কামস্তাং চারুহাসিনীম্ ।
সত্যং চিকীর্ষমাণস্তু ধারয়ামাস হৃচ্ছয়ম্ ॥১৪
ততস্তা নৈষধং দৃষ্ট্বা সংভ্রান্তিং পরমাং গতাঃ ।
আসনেভ্যঃ সমুৎপেতুস্তেজসা তস্য ধর্ষিতাঃ ॥১৫
প্রশশংসুশ্চ সুপ্রীতা নলং তা বিস্ময়ান্বিতাঃ ।
ন চৈনমভ্যভাষন্ত মনোভিস্ত্বভ্যপূজয়ন্ ॥১৬

অহো রূপমহো কান্তিরহো ধৈর্য্যং মহাত্মনঃ।
কোঽয়ং দেবোঽথবা যক্ষো গন্ধর্ব্বো বা ভবিষ্যতি ॥১৭
ন তাস্তং শক্নুবন্তি স্ম ব্যাহর্ত্তুমপি কিঞ্চন ।
তেজসা ধর্ষিতাস্তস্য লজ্জাবত্যো বরাঙ্গনাঃ ॥১৮
অথৈনাং স্ময়মানস্তু স্মিতপূর্ব্বাভিভাষিণী ।
দময়ন্তী নলং বীরমভ্যভাষত বিস্মিতা ॥১৯
কস্ত্বং সর্ব্বানবদ্যাঙ্গ মম হৃচ্ছয়বর্দ্ধনঃ ।
প্রাপ্তোঽস্যমরবদ্ বীর জ্ঞাতুমিচ্ছামি তেঽনঘ ॥২০
কথমাগমনঞ্চেহ কথঞ্চাসি ন লক্ষিতঃ ।
সুরক্ষিতং হি মে বেশ্ম রাজা চৈবোগ্রশাসনঃ ॥২১
এবমুক্তস্তু বৈদর্ভ্যা নলস্তাং প্রত্যুবাচ হ ।
নলং মাং বিদ্ধি কল্যাণি দেবদূতমিহাগতম্ ॥২২

পুনরায় বলিলেন,—কন্যাভবনগুলি অতিশয় সুরক্ষিত; সুতরাং আমি কি করিয়া প্রবেশ করিব ?১০

‘প্রবেশ করিতে পারিবে’ এই কথা পুনরায় ইন্দ্র নলকে বলিলেন ; তখন নল ‘তাহাই হউক’ এই কথা বলিয়া দময়ন্তীর ভবন অভিমুখে চলিলেন।১১

নল সেখানে যাইয়া দেখিলেন,—বরবর্ণিনী দময়ন্তী সখীগণে পরিবেষ্টিত আছেন এবং অঙ্গের সৌষ্ঠব ও কান্তিতে সাতিশয় দীপ্তি পাইতেছেন ; তাঁহার অঙ্গসকল অত্যন্ত কোমল, কটিদেশ কৃশ, নয়নযুগল মনোহর এবং তিনি আপন কান্তিতে চন্দ্রের কান্তিকে যেন তিরস্কার করিতেছেন।১২-১৩

চারুহাসিনী দময়ন্তীকে দেখিবামাত্রই নলের কাম বৃদ্ধি পাইল ; তথাপি তিনি দৌত্যস্বীকারকে সত্য করিবার ইচ্ছায় সেই কামবেগকে ধারণ করিলেন।১৪

তাহার পর সেই অন্তঃপুরের সুন্দরী রমণীগণ নিষধরাজ নলকে দেখিয়া অত্যন্ত সচকিত হইল এবং তাঁহার তেজে অভিভূত হইয়া আসন হইতে গাত্রোত্থান করিল।১৫

তখন তাহারা অত্যন্ত আনন্দিত ও বিস্ময়ান্বিত হইয়া পরস্পর নলের প্রশংসা করিতে লাগিল, কিন্তু উহাকে কোন কথাই বলিল না, তবে মনে মনে উহার সম্মান করিতে লাগিল।১৬

(তৎপরে তাহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল—) মহাত্মার আশ্চর্য্য রূপ। আশ্চর্য্য কান্তি এবং আশ্চর্য্য ধৈর্য্য। ইনি কে? সম্ভবতঃ দেবতা, যক্ষ কিংবা কোন গন্ধর্ব্ব হইবেন।১৭

কিন্তু সেই রমণীগণ নলের তেজে অভিভূত ও লজ্জিত হইয়া তাঁহাকে কিছুই বলিতে পারিল না।১৮

নল দময়ন্তীকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন, দময়ন্তীও বিস্মিত হইয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিয়া বীর নলকে বলিলেন।১৯

‘হে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নিষ্পাপ বীর! আপনি কে, আমার কাম বর্দ্ধিত করিয়া দেবতার ন্যায় উপস্থিত হইয়াছেন ? আমি উহা জানিতে ইচ্ছা করি।২০

কি জন্য আপনার এখানে আগমন হইয়াছে ? কি প্রকারেই বা আপনি রক্ষিগণের লক্ষ্যে পড়েন

দেবাস্ত্বাং প্রাপ্তু মিচ্ছন্তি শক্রোঽগ্নির্বরুণো যমঃ।
তেষামন্যতমং দেবং পতিং বরয় শোভনে ॥২৩

তেষামেব প্রভাবেণ প্রবিষ্টোঽহমলক্ষিতঃ।
প্রবিশন্তং ন মাং কশ্চিদপশ্যন্নাপ্যবারয়ৎ ॥২৪

এতদর্থমহং ভদ্রে প্রেষিতঃ সুরসত্তমৈঃ।
এতচ্ছ্রুত্বা শুভে বুদ্ধিঃ প্রকুরুষ্ব যথেচ্ছসি ॥২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি নলোপাখ্যানপর্বণি নলস্য দেবদৌত্যে পঞ্চপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৫

নাই? কারণ, আমার ভবনটী অত্যন্ত সুরক্ষিত এবং রাজার শাসনও ভয়ঙ্কর।২১

দময়ন্তী এইরূপ বলিলে, নল তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন—কল্যাণি। আপনি অবগত হউন যে, আমি নল—দেবগণের দূত হইয়া এখানে আসিয়াছি।২২

ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ ও যম এই চার জন দেবতা আপনাকে লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। অতএব সুন্দরি! আপনি তাঁহাদের কোন একজনকে পতিত্বে বরণ করুন।২৩

আমি তাঁহাদের প্রভাবেই অলক্ষিতভাবে প্রবেশ করিয়াছি; প্রবেশ করিবার সময়ে আমাকে কেহ দেখে নাই বা বারণও করে নাই।২৪

ভদ্রে! এই জন্যই সেই শ্রেষ্ঠ দেবতাবৃন্দ আমাকে পাঠাইয়াছেন। কল্যাণি! ইহা শুনিয়া আপনি যেমন ইচ্ছা করেন, তেমনই নিশ্চয় করুন।২৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে নলের দেবদৌত্যে পঞ্চপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৫৫

ষট্পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[দময়ন্ত্যা সহ নলস্যালাপঃ, ততঃ প্রত্যাবর্ত্ত্য দেবানাং সবিধে দময়ন্ত্যা বাক্যকথনঞ্চ।]

বৃহদশ্ব উবাচ।

সা নমস্কৃত্য দেবেভ্যঃ প্রহস্য নলমব্রবীৎ।
প্রণয়স্ব যথাশ্রদ্ধং রাজন্ কিং করবাণি তে ॥১

অহঞ্চৈব হি যচ্চান্যন্মমাস্তি বসু কিঞ্চন।
তৎ সর্ব্বং তব বিশ্রব্ধং কুরু প্রণয়মীশ্বর ॥২

ষট্পঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[দময়ন্তীর সহিত নলের বার্ত্তালাপ এবং সেখান হইতেপ্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেবগণের নিকট দময়ন্তীর বাক্যকথন।]

বৃহদশ্ব বলিলেন,—দময়ন্তী দেবগণকে নমস্কার করিয়া মৃদুহাস্যপূর্ব্বক নলকে বলিলেন,—রাজন্! আপনি আপনার শ্রদ্ধা অনুসারে আমার উপরে প্রণয় স্থাপন করুন এবং বলুন আমিই বা আপনার কি করিব?১

রাজন্! আমি বা আমার অন্য যে কিছু ধন আছে, সে সমস্তই আপনার; আপনি বিশ্বস্তভাবে আমার উপরে প্রণয় স্থাপন করুন (বচনভঙ্গীতে বলিলেন—আমাকে বিবাহ করুন)।২

হংসানাং বচনং যত্তু তন্মাং দহতি পার্থিব।
ত্বৎকৃতে হি ময়া বীর রাজানঃ সন্নিপাতিতাঃ ॥৩
যদি ত্বং ভজমানাং মাং প্রত্যাখ্যাস্যসি মানদ।
বিষমগ্নিং জলং রজ্জুমাস্থাস্যে তব কারণাৎ ॥৪
এবমুক্তস্তু বৈদর্ভ্যা নলস্তাং প্রত্যুবাচ হ।
তিষ্ঠৎসু লোকপালেষু কথং মানুষমিচ্ছসি ॥৫
যেষামহং লোককৃতামীশ্বরাণাং মহাত্মনাম্।
ন পাদরজসা তুল্যো মনস্তেষু প্রবর্ত্ততাম্ ॥৬
বিপ্রিয়ং হ্যাচরন্ মর্ত্ত্যো দেবানাং মৃত্যুমৃচ্ছতি।
ত্রাহি মামনবদ্যাঙ্গি বরয়স্ব সুরোত্তমান্ ॥৭
বিরজাংসি চ বাসাংসি দিব্যাশ্চিত্রাঃ স্রজস্তথা।
ভূষণানি চ মুখ্যানি দেবান্ প্রাপ্য তু ভুঙ্ক্ষ্ব বৈ ॥৮

য ইমাং পৃথিবীং কৃৎস্নাং সংক্ষিপ্য গ্রসতে পুনঃ।
হুতাশমীশং দেবানাং কা তং ন বরয়েৎ পতিম্ ॥৯
যস্য দণ্ডভয়াৎ সর্ব্বে ভূতগ্রামাঃ সমাগতাঃ।
ধর্ম্মমেবানুরুধ্যন্তি কা তং ন বরয়েৎ পতিম্ ॥১০
ধর্ম্মাত্মানং মহাত্মানং দৈত্য-দানবমর্দ্দনম্।
মহেন্দ্রং সর্ব্বলোকানাং কা তং ন বরয়েৎ পতিম্ ॥১১
ক্রিয়তামবিশঙ্কেন মনসা যদি মন্যসে।
বরুণং লোকপালানাং সুহৃদ্‌বাক্যমিদং শৃণু ॥১২
নৈষধেনৈবমুক্তা সা দময়ন্তী বচোঽব্রবীৎ।
সমাপ্লুতাভ্যাং নেত্রাভ্যাং শোকজেনাথ বারিণা ॥১৩
দেবেভ্যোঽহং নমস্কৃত্য সর্ব্বেভ্যঃ পৃথিবীপতে।
বৃণে ত্বামেব ভর্ত্তারং সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥১৪

রাজন্। হংসগণের যে সকল বাক্য শুনিয়াছি, তাহা আমাকে দগ্ধ করিতেছে; অতএব বীর! আমি আপনাকে লাভ করিবার জন্যই অপর রাজগণকে উপস্থাপিত করিয়াছি।৩

মানদ! আমি আপনার প্রতি অনুরক্তা, এই অবস্থায় আপনি যদি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন, তবে আমি আপনার জন্যই বিষ, অগ্নি, জল এবং রজ্জু ইহার যে কোন একটী অবলম্বন করিয়া আত্মহত্যা করিব।৪

দময়ন্তী এইরূপ বলিলে, নল তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন—দিক্‌পালগণ থাকিতে আপনি কেন মানুষকে পতিরূপে ইচ্ছা করিতেছেন ?৫

জগতের মঙ্গলকারী এই সকল মহাত্মা দিক্‌পালগণের চরণধূলির তুল্যও আমি নহি, আপনি তাঁহাদের উপরে মন প্রবর্ত্তিত করুন।৬

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি! মানুষ দেবগণের অপ্রিয় আচরণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সুতরাং আপনি আমাকে রক্ষা করুন, দেবগণকে বরণ করুন।৭

আপনি দেবতাদের মধ্যে কাহাকেও লাভ করিয়া নির্ম্মল বস্ত্র, স্বর্গীয় বিচিত্র মালা ও উৎকৃষ্ট অলঙ্কারসমূহ ভোগ করুন।৮

যিনি প্রলয়কালে এই সমগ্র জগৎকে সঙ্কুচিত করিয়া আবার গ্রাস করেন, সেই সর্ব্ব দেবপ্রধান অগ্নিকে কোন্ রমণী পতিত্বে বরণ না করে ?৯

যাঁহার দণ্ডের ভয়ে মর্ত্ত্যভূমিতে আগত সমস্ত প্রাণী ধর্ম্মেরই অনুসরণ করে, সেই যমকে কোন্ রমণী পতিত্বে বরণ না করে ?১০

ধর্ম্মাত্মা, মহাত্মা, দৈত্য ও দানবগণের মর্দ্দনকারী এবং ত্রিভুবনের অধীশ্বর ইন্দ্রকেই বা কোন্ রমণী পতিত্বে বরণ না করে ?১১

আর, যদি আপনি দিক্‌পালগণের মধ্যে বরুণকে কামনা করেন, তবে নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁহাকেই বরণ করুন, সুহৃদের এই বাক্য শ্রবণ করুন।১২

নল এইরূপ বলিলে, দময়ন্তী শোকসম্ভূত অশ্রুজলে নয়নযুগল প্লাবিত করিয়া এই কথা বলিলেন।১৩

তামুবাচ ততো রাজা বেপমানাং কৃতাঞ্জলিম্ ।
দৌত্যেনাগত্য কল্যাণি নাহং স্বার্থমিহোৎসহে ॥১৫
কথং হ্যহং প্রতিশ্রুত্য দেবতানাং বিশেষতঃ ।
পরার্থে যত্নমারভ্য কথং স্বার্থমিহোৎসহে ॥১৬
এষ ধর্ম্মো যদি স্বার্থো মমাপি ভবিতা ততঃ ।
এবং স্বার্থং করিষ্যামি তথা ভদ্রে বিধীয়তাম্ ॥১৭
ততো বাষ্পাকুলাং বাচং দময়ন্তী শুচিস্মিতা ।
প্রত্যাহরন্তী শনকৈর্নলং রাজানমব্রবীৎ ॥১৮
উপায়োহয়ং ময়া দৃষ্টো নিরপায়ো নরেশ্বর ।
যেন দোষো ন ভবিতা তব রাজন্ ! কথঞ্চন ॥১৯
ত্বঞ্চৈব হি নরশ্রেষ্ঠ ! দেবাশ্চেন্দ্রপুরোগমাঃ ।
আয়ান্তু সহিতাঃ সর্ব্বে মম যত্র স্বয়ংবরঃ ॥২০

ততোহহং লোকপালানাং সন্নিধৌ ত্বাং নরেশ্বর !
বরয়িষ্যে নরব্যাঘ্র ! নৈবং দোষো ভবিষ্যতি ॥২১

এবমুক্তস্তু বৈদর্ভ্যা নলো রাজা বিশাম্পতে ।
আজগাম পুনস্তত্র যত্র দেবাঃ সমাগতাঃ ॥২২

তমপশ্যংস্তথায়ান্তং লোকপালা মহেশ্বরাঃ ।
দৃষ্ট্বা চৈনং ততোহপৃচ্ছন্ বৃত্তান্তং সর্ব্বমেব তম্ ॥২৩

কচ্চিদ্ দৃষ্টা ত্বয়া রাজন্ দময়ন্তী শুচিস্মিতা ।
কিমব্রবীচ্চ নঃ সর্ব্বান্ বদ ভূমিপতেহনঘ ॥২৪

নল উবাচ ।

ভবদ্ভিরহমাদিষ্টো দময়ন্ত্যা নিবেশনম্ ।
প্রবিষ্টঃ সুমহাকক্ষং দণ্ডিভিঃ স্থবিরৈর্বৃতম্ ॥২৫

রাজন্ ! আমি সমস্ত দেবতাকে নমস্কার করিয়া আপনাকেই পতিত্বে বরণ করিব ; ইহা আপনার নিকট সত্য বলিতেছি ।১৪

তদনন্তর দময়ন্তী কম্পিতকলেবরে কৃতাঞ্জলি হইয়া রহিলেন ; তখন নল তাঁহাকে বলিলেন,—কল্যাণি ! আমি দৌত্য করিবার জন্য আসিয়া এখানে স্বার্থ সম্পাদন করিতে পারি না ।১৫

দেবগণের নিকটে বিশেষভাবে প্রতিজ্ঞা করিয়া এবং পরার্থসম্পাদনের জন্য যত্নপর্য্যন্ত করিয়া এখন কি প্রকারে স্বার্থসম্পাদন করিতে পারি ?১৬

তবে, এই স্বার্থসম্পাদন দ্বারা যদি আমারও ধর্ম্ম সুরক্ষিত হয়, তাহা হইলে এ স্বার্থ আমি সম্পাদন করিতে পারি। সুতরাং ভদ্রে ! আপনি সেইরূপ কোন উপায় স্থির করুন ।১৭

তাহার পর নির্ম্মলহাসিনী দময়ন্তী বাষ্পগদ্‌গদ-স্বরে বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে ধীরে ধীরে নলরাজাকে বলিলেন ।১৮

নরনাথ ! আমি এই একটী নির্দ্দোষ উপায় নিরূপণ করিয়াছি, রাজন্ ! যাহাতে আপনার কোন প্রকার দোষ হইবে না ।১৯

নরপতে ! আপনি এবং ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণ সকলেই সম্মিলিত হইয়া আমার যেখানে স্বয়ংবর হইবে, সেইখানে আগমন করুন ।২০

রাজন্ ! নরশ্রেষ্ঠ ! তাহার পর আমি দিক্‌পালগণের নিকটেই আপনাকে বরণ করিব ; এইরূপ হইলে আর আপনার কোন দোষ হইবে না ।২১

রাজন্ যুধিষ্ঠির ! দময়ন্তী এইরূপ বলিলে, সমাগত দেবগণ যেখানে অবস্থান করিতেছিলেন, সেইখানে রাজা নল পুনরায় আগমন করিলেন ।২২

মহাশক্তিশালী দিক্‌পালগণ তাঁহাকে আসিতে দেখিলেন, দেখিয়াই উঁহার নিকট সেই সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন ।২৩

রাজন্ ! আপনি নির্ম্মলহাসিনী দময়ন্তীকে দেখিয়াছেন কি ? নিষ্পাপ ভূপাল ! তিনি আমাদের সকলকে কি বলিয়াছেন—বলুন ।২৪

প্রবিশন্তঞ্চ মাং তত্র ন কশ্চিদ্ দৃষ্টবান্ নরঃ।
বিনা তাং পার্থিবসুতাং ভবতামেব তেজসা ॥২৬
সখ্যশ্চাস্যা ময়া দৃষ্টাস্তাভিশ্চাপ্যুপলক্ষিতঃ।
বিস্মিতাশ্চাভবন্ সর্ব্বা দৃষ্ট্বা মাং বিবুধেশ্বরাঃ ॥২৭
বর্ণ্যমানেষু চ ময়া ভবৎসু রুচিরাননা।
মামেব গতসঙ্কল্পা বৃণীতে সা সুরোত্তমাঃ ॥২৮
অব্রবীচ্চৈব মাং বালা আয়ান্তু সহিতাঃ সুরাঃ।
ত্বয়া সহ নরব্যাঘ্র ! মম যত্র স্বয়ংবরঃ ॥২৯
তেষামহং সন্নিধৌ ত্বাং বরয়িষ্যামি নৈষধ।
এবং তব মহাবাহো ! দোষো ন ভবিতেতি হ ॥৩০

এতাবদেব বিবুধা যথাবৃত্তমুদাহৃতম্।
ময়া শেষে প্রমাণন্তু ভবন্তস্ত্রিদশেশ্বরাঃ ॥৩১
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি নলোপাখ্যানপর্বণি নলস্য
দেবদৌত্যে ষট্‌পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৬

নল বলিলেন,—আমি আপনাদের আদেশে যাইয়া দময়ন্তীর ভবনে প্রবেশ করিলাম; সেই ভবনে বৃহৎ বৃহৎ কক্ষ ছিল এবং দণ্ডধারী বৃদ্ধ রক্ষী পুরুষগণ তাহা বেষ্টন করিয়া রহিয়াছিল।২৫

আপনাদের প্রভাবেই সেই রাজকন্যা ব্যতীত অন্য কোন লোকই সেখানে প্রবেশ করিবার সময়ে আমাকে দেখিতে পায় নাই।২৬

দেবশ্রেষ্ঠগণ। আমি দময়ন্তীর সখীগণকে দেখিয়াছি, তাহারাও আমাকে দেখিয়াছে এবং দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইয়াছে।২৭

সুরসত্তমগণ। আমি আপনাদের বর্ণনা করিলে, সুমুখী দময়ন্তী আমার উপরে মনোবৃত্তি রাখিয়া আমাকেই বরণ করিয়াছেন।২৮

সেই রাজকুমারী আমাকে আরও বলিয়াছেন যে, হে নরশ্রেষ্ঠ। যে স্থানে আমার স্বয়ংবর হইবে, দেবতাগণ সম্মিলিত হইয়া আপনার সহিত সেই স্থানে আগমন করুন।২৯

নিষধরাজ। তাহার পর আমি তাঁহাদের সম্মুখেই আপনাকে বরণ করিব। মহাবাহো। এইরূপ করিলে আর আপনার কোন দোষ হইবে না।৩০

দেবগণ। যাহা সেখানে সত্য ঘটিয়াছিল, এই আমি তাহার যথাযথ উল্লেখ করিলাম। হে সুরেশ্বরবৃন্দ। ইহার পরে যাহা কর্ত্তব্য, তাহার বিবেচনা আপনারাই করিবেন।৩১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে
নলকর্ত্তৃক দেবদৌত্যবিষয়ে ষট্‌পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৫৬

LIBRARY
No............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[স্বয়ংবরসভায়াং দময়ন্ত্যা পতিত্বেন নলস্য বরণম্, দেবানাং নলায় বরদানম্, দেবানাং রাজ্ঞাঞ্চ প্রস্থানম্, নল-দময়ন্ত্যোর্বিবাহঃ, নলস্য যজ্ঞানুষ্ঠানম্, তস্য সন্তানোৎপাদনঞ্চ।]

বৃহদশ্ব উবাচ।

অথ কালে শুভে প্রাপ্তে তিথৌ পুণ্যে ক্ষণে তথা।
আজুহাব মহীপালান্ ভীমো রাজা স্বয়ংবরে ॥১
এতচ্ছ্রুত্বা মহীপালাঃ সর্ব্বে হৃচ্ছয়পীড়িতাঃ।
ত্বরিতাঃ সমুপাজগ্মু র্দময়ন্তীমভীপ্সবঃ ॥২

কনকস্তম্ভরুচিরং তোরণেন বিরাজিতম্।
বিবিশুস্তে নৃপা রঙ্গং মহাসিংহা ইবাচলম্ ॥৩

তত্রাসনেষু বিবিধেষ্বাসীনাঃ পৃথিবীক্ষিতঃ।
সুরভিস্রগ্ধরাঃ সর্বে প্রমৃষ্টমণিকুণ্ডলাঃ ॥৪
তাং রাজসমিতিং পুণ্যাং নাগৈর্ভোগবতীমিব।
সম্পূর্ণাং পুরুষব্যাঘ্রৈর্ব্যাঘ্রৈর্গিরিগুহামিব ॥৫
তত্র স্ম পীনা দৃশ্যন্তে বাহবঃ পরিঘোপমাঃ।
আকারবন্তঃ সুশ্লক্ষ্ণাঃ পঞ্চশীর্ষা ইবোরগাঃ ॥৬
সুকেশান্তানি চারূণি সুনাসাক্ষিভ্রুবাণি চ।
মুখানি রাজ্ঞাং শোভন্তে নক্ষত্রাণি যথা দিবি ॥৭
দময়ন্তী ততো রঙ্গং প্রবিবেশ শুভাননা।
মুষ্ণন্তী প্রভয়া রাজ্ঞাং চক্ষূংষি চ মনাংসি চ ॥৮
তস্যা গাত্রেষু পতিতা তেষাং দৃষ্টির্মহাত্মনাম্।
তত্র তত্রৈব সক্তাভূন্ন চচাল চ পশ্যতাম্ ॥৯

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[স্বয়ংবরসভায় দময়ন্তী কর্ত্তৃক নলকে পতিরূপে বরণ, দেবতাগণের নলকে বরদান, দেবগণ ও নরপতিগণের প্রস্থান, নল-দময়ন্তীর বিবাহ, নলের যজ্ঞানুষ্ঠান ও তাঁহার পুত্রোৎপাদন।]

বৃহদশ্ব বলিলেন,—তদনন্তর শুভ সময়, পুণ্য তিথি এবং লগ্ন উপস্থিত হইলে, রাজা ভীম সমাগত ভূপতিগণকে স্বয়ংবর সভায় আহ্বান করিলেন।১

এই সংবাদ শুনিয়া কামপীড়িত সমাগত সমস্ত রাজা দময়ন্তীকে লাভ করিবার ইচ্ছা করিয়া সত্বর সেই সভায় উপস্থিত হইলেন।২

তৎপরে মহাসিংহগণ যেমন পর্ব্বতের ভিতরে প্রবেশ করে, তেমনই সেই নৃপতিবৃন্দ সেই রঙ্গমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন; সেই রঙ্গমণ্ডপ স্বর্ণস্তম্ভে মনোহর এবং তোরণসমূহে সুশোভিত ছিল।৩

ভূপতিগণ সকলেই সেই রঙ্গমণ্ডপস্থ নানাবিধ আসনে উপবেশন করিলেন; তাঁহাদের কণ্ঠে সুগন্ধ মাল্য এবং কর্ণে পরিমার্জিত উজ্জ্বল মণিময় কুণ্ডল ছিল।৪

তখন হস্তিগণে পরিপূর্ণ ভোগবতী নদীর ন্যায় (এস্থলে এইরূপ ব্যাখ্যাও দেখা যায়,—"সর্পগণে পরিপূর্ণ ভোগবতী পুরীর ন্যায়") এবং ব্যাঘ্রে পরিপূর্ণ পর্ব্বতগুহার ন্যায় পুরুষশ্রেষ্ঠ ভূপতিগণে পরিপূর্ণ সেই পুণ্যময়ী রাজসভাকে দেখা যাইতে লাগিল।৫

সেই সভায় রাজাদের স্থূল, মনোহর, মসৃণ এবং পরিঘতুল্য বাহুসমূহ—পঞ্চমস্তক সর্পগণের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল।৬

তাঁহাদের মনোহর মুখমণ্ডলগুলি আকাশে নক্ষত্রসমূহের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল; কারণ, তাঁহাদের কেশকলাপ সুবিন্যস্ত ছিল এবং নাসিকা, নয়নযুগল ও ভ্রূযুগল সুন্দর ছিল।৭

তদনন্তর সুবদনা দময়ন্তী আপন শরীর কান্তি-দ্বারা রাজগণের নয়ন ও মন হরণ করিতে করিতে রঙ্গমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন।৮

দর্শন করিবার সময়ে সেই মহাত্মা রাজগণের দৃষ্টি দময়ন্তীর যে যে অঙ্গে পতিত হইয়াছিল, উহা

ততঃ সঙ্কীর্ত্ত্যমানেষু রাজ্ঞাং নামসু ভারত।
দদর্শ ভৈমী পুরুষান্ পঞ্চ তুল্যাকৃতীনিহ ॥১০
তান্ সমীক্ষ্য ততঃ সর্ব্বান্ নির্বিশেষাকৃতীন্ স্থিতান্।
সন্দেহাদথ বৈদর্ভী নাভ্যজানান্নলং নৃপম্ ॥১১
যং যং হি দদৃশে তেষাং তং তং মেনে নলং নৃপম্।
সা চিন্তয়ন্তী বুদ্ধ্যাথ তর্কয়ামাস ভাবিনী ॥১২
কথং হি দেবান্ জানীয়াং কথং বিদ্যাং নলং নৃপম্।
এবং সঞ্চিন্তয়ন্তী সা বৈদর্ভী ভৃশদুঃখিতা।
শ্রুতানি দেবলিঙ্গানি তর্কয়ামাস ভারত ॥১৩
দেবানাং যানি লিঙ্গানি স্থবিরেভ্যঃ শ্রুতানি মে।
তানীহ তিষ্ঠতাং ভূমাবেকস্যাপি ন লক্ষয়ে ॥১৪

সা বিনিশ্চিত্য বহুধা বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
শরণং প্রতি দেবানাং প্রাপ্তকালমমন্যত ॥১৫
বাচা চ মনসা চৈব নমস্কারং প্রযুজ্য সা।
দেবেভ্যঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বেপমানেদমব্রবীৎ ॥১৬
হংসানাং বচনং শ্রুত্বা যথা মে নৈষধো বৃতঃ।
পতিত্বে তেন সত্যেন দেবাস্তং প্রদিশন্তু মে ॥১৭
বচসা মনসা চৈব যথা নাভিচরাম্যহম্।
তেন সত্যেন বিবুধাস্তমেব প্রদিশন্তু মে ॥১৮
যথা দেবৈঃ স মে ভর্ত্তা বিহিতো নিষধাধিপঃ।
তেন সত্যেন মে দেবাস্তমেব প্রদিশন্তু মে ॥১৯
যথেদং ব্রতমারব্ধং নলস্যারাধনে ময়া।
তেন সত্যেন মে দেবাস্তমেব প্রদিশন্তু মে ॥২০

সেই সেই অঙ্গেই লাগিয়া রহিল, অন্য অঙ্গে আর যাইল না।৯

ভরতনন্দন! তাহার পর রাজাদের নাম (রূপ, যশ, পরাক্রমাদি) বলা হইতে লাগিলে, দময়ন্তী সেখানে পাঁচটী পুরুষকেই একপ্রকার আকৃতিযুক্ত দেখিলেন।১০

তৎপরে তিনি তাঁহাদের সকলকেই একপ্রকার আকৃতিতে অবস্থিত দেখিয়া সন্দেহবশতঃ বাস্তবিক রাজা নলকে চিনিতে পারিলেন না।১১

নলানুরক্তা দময়ন্তী তাঁহাদের পাঁচজনের মধ্যে যাঁহার যাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তাঁহাকে তাঁহাকেই নল বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন; তৎপরে তিনি চিন্তা করিয়া মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন।১২

'কি করিয়া দেবগণকে চিনিব এবং কি প্রকারেই বা নলরাজাকে জানিব' তিনি এইরূপ চিন্তা করত অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া মনে মনে পূর্ব্বশ্রুত দেবতার লক্ষণগুলির বিচার করিতে লাগিলেন।১৩

আমি বৃদ্ধগণের নিকট হইতে দেবতাদের যে সকল লক্ষণ শুনিয়াছিলাম; এই ভূতলস্থ পাঁচজনের মধ্যে একজনেরও ত সে সকল লক্ষণ দেখিতেছি না।১৪

তৎপরে দময়ন্তী মনে মনে বার বার বহুবিধ আলোচনাপূর্ব্বক কর্ত্তব্য স্থির করিয়া দেবগণের শরণাপন্ন হওয়ারই সময় হইয়াছে বলিয়া মনে করিলেন।১৫

তাহার পর তিনি বাক্য ও মন দ্বারা দেবগণকে নমস্কার পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া কম্পিতকলেবরে (মনে মনে) এইরূপ বলিতে লাগিলেন।১৬

আমি হংসগণের কথা শুনিয়া নিষদরাজ নলকে যে পতিত্বে বরণ করিয়াছি, সেই সত্যবশতঃ দেবতারা আমার নিকট নলকে প্রকাশ করিয়া দিন।১৭

আমি বাক্য, মন ও ক্রিয়াদ্বারা কখনও কোন ব্যভিচার না করি, তবে সেই সত্যপ্রভাবে দেবতারা আমার নিকট নলকে প্রকাশ করিয়া দিন।১৮

যদি দেবতাগণই নলকে আমার পতিরূপে বিধান করিয়া থাকেন, তবে সেই সত্যবশতঃ তাঁহারাই আমার নিকট নলকে বিদিত করিয়া দিন।১৯

আমি নলের সেবার জন্যই যখন এই ব্রত আরম্ভ করিয়াছি, তখন আমার সেই সত্যবশতই দেবতাগণ আমার নিকট নলকে পরিচিত করিয়া দিন।২০

স্বঞ্চৈব রূপং কুর্ব্বন্তু লোকপালা মহেশ্বরাঃ।
যথাহমভিজানীয়াং পুণ্যশ্লোকং নরাধিপম্ ॥২১
নিশম্য দময়ন্ত্যাস্তৎ করুণং পরিদেবিতম্।
নিশ্চয়ং পরমং তথ্যমনুরাগঞ্চ নৈষধে ॥২২
মনোবিশুদ্ধিং বুদ্ধিঞ্চ ভক্তিং রাগঞ্চ নৈষধে।
যথোক্তং চক্রিরে দেবাঃ সমস্তং লিঙ্গধারণম্ ॥২৩
সাঽপশ্যদ্ বিবুধান্ সর্বান্ অস্বেদান্ স্তব্ধলোচনান্।
হৃষিতস্রগ্‌রজোহীনান্ স্থিতানস্পৃশতঃ ক্ষিতিম্ ॥২৪
ছায়াদ্বিতীয়ো ম্লানস্রগ্‌রজঃস্বেদসমন্বিতঃ।
ভূমিষ্ঠো নৈষধশ্চৈব নিমেষেণ চ সূচিতঃ ॥২৫
সা সমীক্ষ্য তু তান্ দেবান্ পুণ্যশ্লোকঞ্চ ভাবিনী।
নৈষধং বরয়ামাস ভৈমী ধর্ম্মেণ ভারত ॥২৬
বিলজ্জমানা বস্ত্রান্তে জগ্রাহায়তলোচনা।
স্কন্ধদেশেঽসৃজত্তস্য স্রজং পরমশোভনাম্ ॥২৭
বরয়ামাস চৈবৈনং পতিত্বে বরবর্ণিনী।
ততো হা হেতি সহসা মুক্তঃ শব্দো নরাধিপৈঃ ॥২৮
দেবৈর্মহর্ষিভিস্তত্র সাধু সাধ্বিতি ভারত।
বিস্মিতৈরীরিতঃ শব্দঃ প্রশংসদ্ভির্নলং নৃপম্ ॥২৯
দময়ন্তীন্তু কৌরব্য! বীরসেনসুতো নৃপঃ।
আশ্বাসয়দ্ বরারোহাং প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ॥৩০
যত্ত্বং ভজসি কল্যাণি! পুমাংসং দেবসন্নিধৌ।
তস্মান্মাং বিদ্ধি ভর্ত্তারমেবং তে বচনে রতম্ ॥৩১
যাবচ্চ মে ধরিষ্যন্তি প্রাণা দেহে শুচিস্মিতে।
তাবত্ত্বয়ি ভবিষ্যামি সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে॥
দময়ন্তী তথা বাগ্‌ভিরভিনন্দ্য কৃতাঞ্জলিঃ ॥৩২

অসাধারণ ঐশ্বর্য্যশালী দিক্‌পালগণ আপন আপন রূপ ধারণ করুন, যাহাতে আমি পুণ্যশ্লোক মহারাজ নলকে চিনিতে পারি।২১

তখন দেবতারা দময়ন্তীর সেই করুণ বিলাপ শুনিয়া এবং নলের প্রতি তাঁহার নিশ্চয়, পরম সত্য, অনুরাগ, মনের নির্ম্মলতা, বুদ্ধির প্রখরতা, আর নলের প্রতি ভক্তি ও আসক্তি দেখিয়া স্ব স্ব যথোক্ত সমস্ত চিহ্ন ধারণ করিলেন।২২-২৩

তখন দময়ন্তী দেখিলেন,—দেবতাদের শরীরের ছায়া নাই, অঙ্গে ঘর্ম্ম নাই, নয়নে নিমেষ নাই, গাত্রে ধূলি নাই, মালা ম্লান হয় নই এবং তাঁহারা ভূতল স্পর্শ না করিয়াই রহিয়াছেন।২৪

ঐ পাঁচজনের মধ্যে অপর একজনের শরীরের ছায়া আছে, মালা মলিন হইয়াছে, অঙ্গে ধূলি ও ঘর্ম্ম আছে এবং তিনি ভূতলস্পর্শ করিয়া রহিয়াছেন; তাঁহার এই সমস্ত লক্ষণ এবং নয়নের নিমেষ দেখিয়া দময়ন্তী তাঁহাকে নল বলিয়া চিনিতে পারিলেন।২৫

ভরতনন্দন! ভীমরাজার কন্যা দময়ন্তী সেই দেবগণকে ও পুণ্যশ্লোক নলকে দেখিয়া চিনিতে পারিয়া ধর্ম্ম অনুসারে নিষধরাজকেই বরণ করিলেন।২৬

দীর্ঘনয়না দময়ন্তী লজ্জিতভাবে নলের বস্ত্রাঞ্চল ধারণ করিলেম এবং তাঁহার স্কন্ধদেশে পরমসুন্দর মালা সমর্পণ করিলেন।২৭

এই ভাবে বরবর্ণিনী (উত্তমকান্তিমতী) দময়ন্তী নলকেই পতিত্বে বরণ করিলেন। তাহার পর অপর রাজগণ তৎক্ষণাৎ 'হায় হায়' শব্দ করিয়া উঠিলেন।২৮

হে ভরতনন্দন! সেই স্থানে উপস্থিত দেবগণ ও মহর্ষিগণ বিস্মিত হইয়া নলকে প্রশংসা করিতে থাকিয়া 'সাধু সাধু' এই শব্দ উচ্চারণ করিলেন।২৯

কুরুনন্দন! বীরসেনপুত্র রাজা নল হৃষ্টচিত্তে বরারোহা (সুন্দরী) দময়ন্তীকে আশ্বস্ত করিলেন।৩০

কল্যাণি। তুমি যখন দেবগণের নিকটে মানুষকে (আমাকে) বরণ করিলে, তখন আমাকে তোমার ভর্ত্তা ও আদেশপালক বলিয়া জানিবে।৩১

হে নির্ম্মলহাসিনি। যে পর্য্যন্ত আমার দেহে

তৌ পরস্পরতঃ প্রীতৌ দৃষ্ট্বা ত্বগ্নিপুরোগমান্ ।
তানেব শরণং দেবান্ জগ্মতুর্মনসা তদা ॥৩৩
বৃতে তু নৈষধে ভৈম্যা লোকপালা মহৌজসঃ ।
প্রহৃষ্টমনসঃ সর্ব্বে নলায়াষ্টৌ বরান্ দদুঃ ॥৩৪
প্রত্যক্ষদর্শনং যজ্ঞে গতিঞ্চানুত্তমাং শুভাম্ ।
নৈষধায় দদৌ শক্রঃ প্রীয়মাণঃ শচীপতিঃ ॥৩৫
অগ্নিরাত্মভবং প্রাদাদ্ যত্র বাঞ্ছতি নৈষধঃ ।
লোকানাত্মপ্রভাংশ্চৈব দদৌ তস্মৈ হুতাশনঃ ॥৩৬
যমস্ত্বন্নরসং প্রাদাদ্ধর্ম্মে চ পরমাং স্থিতিম্ ।
অপাং পতিরপাং ভাবং যত্র বাঞ্ছতি নৈষধঃ ॥৩৭
স্রজশ্চোত্তমগন্ধাঢ্যাঃ সর্ব্বে চ মিথুনং দদুঃ ।
বরানেবং প্রদায়াস্য দেবাস্তে ত্রিদিবং গতাঃ ॥৩৮
পার্থিবাশ্চানুভূয়াস্য বিবাহং বিস্ময়ান্বিতঃ ।
দময়ন্ত্যাশ্চ মুদিতাঃ প্রতিজগ্মুর্যথাগতম্ ॥৩৯
গতেষু পার্থিবেন্দ্রেষু ভীমঃ প্রীতো মহামনাঃ ।
বিবাহং কারয়ামাস দময়ন্ত্যা নলস্য চ ॥৪০
উষ্য তত্র যথাকামং নৈষধো দ্বিপদাং বরঃ ।
ভীমেন সমনুজ্ঞাতো জগাম নগরং স্বকম্ ॥৪১
অবাপ্য নারীরত্নন্তু পুণ্যশ্লোকোঽপি পার্থিবঃ ।
রেমে সহ তয়া রাজন্ ! শচ্যেব বলবৃত্রহা ॥৪২

প্রাণ থাকিবে, সে পর্য্যন্ত আমি তোমাতেই অনুরক্ত থাকিব ; ইহা তোমার নিকট সত্য বলিতেছি। দময়ন্তীও সেইরূপ বাক্য দ্বারা নলের অভিনন্দন করিয়া কৃতাঞ্জলি হইলেন ।৩২

তৎপরে তাঁহারা পরস্পর প্রীত হইয়া অগ্নিপ্রভৃতি দেবগণের দিকে দৃষ্টিপাত করত মনে মনে তাঁহাদের শরণ লইলেন ।৩৩

দময়ন্তী নিষধরাজ নলকে বরণ করিলে, মহাতেজস্বী দিক্‌পালগণ সকলে হৃষ্টচিত্তে নলকে আটটী বর দান করিলেন ।৩৪

শচীপতি ইন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া নলকে বর দিলেন যে, 'আপনি যজ্ঞের সময়ে আমার প্রত্যক্ষ দর্শন পাইবেন এবং অন্তিমে শুভকর উৎকৃষ্ট স্বর্গলাভ করিবেন' ।৩৫

হুতাশন অগ্নি নলকে এই দুইটী বর দিলেন যে, নল যেখানে ইচ্ছা করিবেন, সেই খানেই অগ্নির আবির্ভাব হইবে ; আর তিনি অন্তিমকালে অগ্নিপ্রভাময় স্বর্গলোক লাভ করিবেন ।৩৬

যম নলকে এই দুইটী বর দান করিলেন যে, নল যাহা পাক করিবেন, সেই বস্তুই সুস্বাদু হইবে এবং তিনি চিরকাল ধর্ম্মপথে থাকিবেন। আর জলপতি বরুণ এই বর দিলেন যে, নল যেখানে ইচ্ছা করিবেন, সেই খানেই জলের আবির্ভাব হইবে ।৩৭

তারপর দেবতারা সকলেই এই বর দিলেন যে, আপনাদের একটী কন্যা ও একটী পুত্র হইবে। তাঁহারা পুনরায় নল ও দময়ন্তীকে উত্তম সৌরভযুক্ত এক এক ছড়া মালা উপহার দিলেন। দেবতারা নলকে এইরূপ বর দান করিয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন ।৩৮

অপর রাজারাও নল ও দময়ন্তীর বিবাহ হইবে এইরূপ মনে করিয়া বিস্মিত ও আনন্দিত হইয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন ।৩৯

ভূপতিশ্রেষ্ঠগণ চলিয়া গেলে, মহামনা রাজা ভীম আনন্দিত হইয়া নল ও দময়ন্তীর বিবাহ করাইলেন ।৪০

মনুষ্যশ্রেষ্ঠ নল ইচ্ছানুসারে কিছুদিন সেখানে থাকিয়া রাজা ভীমের অনুমতি লইয়া আপন রাজধানীতে চলিয়া গেলেন ।৪১

PRESENTED

অতীবমুদিতো রাজা ভ্রাজমানোঽংশুমানিব।
অরঞ্জয়ৎ প্রজা বীরো ধর্ম্মেণ পরিপালয়ন্ ॥৪৩
ঈজে চাপ্যশ্বমেধেন যযাতিরিব নাহুষঃ।
অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্ধীমান্ ক্রতুভিশ্চাপ্তদক্ষিণৈঃ ॥৪৪
পুনশ্চ রমণীয়েষু বনেষূপবনেষু চ।
দময়ন্ত্যা সহ নলো বিজহারামরোপমঃ ॥৪৫
জনয়ামাস চ ততো দময়ন্ত্যাং মহামনাঃ।
ইন্দ্রসেনং সুতঞ্চাপি ইন্দ্রসেনাঞ্চ কন্যকাম্ ॥৪৬
এবং স যজমানশ্চ বিহরংশ্চ নরাধিপঃ।
ররক্ষ বসুসম্পূর্ণাং বসুধাং বসুধাধিপঃ ॥৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়া
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি নলোপাখ্যানপর্ব্বণি দময়ন্তী
স্বয়ংবরে সপ্তপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫৭

মহারাজ! পুণ্যশ্লোক নলরাজা রমণীরত্ন দময়ন্তীকে লাভ করিয়া ইন্দ্র যেমন শচীদেবীর সহিত রমণ করেন, তেমনই তাঁহার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন।৪২

অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত বীর রাজা নল আপন প্রতাপে সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ হইয়া ধর্ম্ম অনুসারে পালন করিতে থাকিয়া প্রজাবর্গকে অনুরক্ত করিলেন।৪৩

এবং নহুষনন্দন যযাতির ন্যায় বুদ্ধিমান্ নলরাজা অশ্বমেধযজ্ঞ এবং প্রচুর দক্ষিণাশালী অন্যান্য নানাবিধ যজ্ঞ করিলেন।৪৪

আবার দেবতুল্য নলরাজা রমণীয় বন উপবনে দময়ন্তীর সহিত বিহার করিয়াছিলেন।৪৫

তৎপরে মহামনা নল দময়ন্তীর গর্ভে ‘ইন্দ্রসে নামক একটী পুত্র এবং ‘ইন্দ্রসেনা’-নাম্নী এক কন্যা উৎপাদন করিলেন।৪৬

এইভাবে সেই নরনাথ ও ভূপতি নল যজ্ঞ এ বিহার করিতে থাকিয়া সমৃদ্ধিপূর্ণ পৃথিবী পাল করিতে থাকিলেন।৪৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে
দময়ন্তী-স্বয়ংবরে সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৫৭

অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ।

[দেবতাভির্নলস্য গুণানাং বর্ণনম্, নলায় কলিযুগস্য ক্রোধশ্চ।]

বৃহদশ্ব উবাচ।
বৃতে তু নৈষধে ভৈম্যা লোকপালা মহৌজসঃ।
যান্তো দদৃশুরায়ান্তং দ্বাপরং কলিনা সহ ॥১
অথাব্রবীৎ কলিং শক্রঃ সম্প্রেক্ষ্য বলবৃত্রহা।
দ্বাপরেণ সহায়েন কলে! ব্রূহি ক যাস্যসি ॥২

অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়।

[দেবগণ কর্ত্তৃক নলের গুণসমূহ বর্ণন এবং নলের উপর কলিযুগের ক্রোধ।]

বৃহদশ্ব বলিলেন,—‘রাজা ভীমের কন্যা দময়ন্তী নিষধরাজ নলকে বরণ করিলে পর মহাতেজস্বী দি পালগণ যাইবার সময়ে কলির সহিত দ্বাপর আসিতে দেখিলেন।১

তাহার পর, বল ও বৃত্রনামক অসুরব দেবরাজ কলিকে দেখিয়া বলিলেন,—‘কলি! তু দ্বাপরের সহিত কোথায় যাইবে বল’।২

ততোঽব্রবীৎ কলিঃ শক্রং দময়ন্ত্যা স্বয়ংবরম্ ।
গত্বা হি বরয়িষ্যে তাং মনো হি মম তাং গতম্ ॥৩

তমব্রবীৎ প্রহস্যেন্দ্রো নির্ব্বৃত্তঃ স স্বয়ংবরঃ ।
বৃতস্তয়া নলো রাজা পতিরস্মৎসমীপতঃ ॥৪

এবমুক্তস্তু শক্রেণ কলিঃ কোপসমন্বিতঃ ।
দেবানামন্ত্র্য তান্ সর্ব্বানুবাচেদং বচস্তদা ॥৫

দেবানাং মানুষং মধ্যে যৎ সা পতিমবিন্দত ।
তত্র তস্যা ভবেন্ন্যায্যং বিপুলং দণ্ডধারণম্ ॥৬

এবমুক্তে তু কলিনা প্রত্যূচুস্তে দিবৌকসঃ ।
অস্মাভিঃ সমনুজ্ঞাতে দময়ন্ত্যা নলো বৃতঃ ॥
কা চ সর্ব্বগুণোপেতং নাশ্রয়েত নলং নৃপম্ ॥৭

যো বেদ ধর্মানখিলান্ যথাবচ্চরিতব্রতঃ ।
যোঽধীতে চতুরো বেদান্ সর্ব্বানাখ্যানপঞ্চমান্ ॥৮

নিত্যং তৃপ্তা গৃহে যস্য দেবা যজ্ঞেষু ধর্ম্মতঃ ।
অহিংসানিরতো যশ্চ সত্যবাদী দৃঢ়ব্রতঃ ॥৯

যস্মিন্ সত্যং ধৃতির্জ্ঞানং তপঃ শৌচং দমঃ শমঃ ।
ধ্রুবাণি পুরুষব্যাঘ্রে লোকপালসমে নৃপে ॥১০

এবংরূপং নলং যো বৈ কাময়েচ্ছপিতুং কলে ।
আত্মানং স শপেন্মূঢ়ো হন্যাদাত্মানমাত্মনা ॥১১

এবংগুণং নলং যো বৈ কাময়েচ্ছপিতুং কলে ।
কৃচ্ছ্রে স নরকে মজ্জেদগাধে বিপুলে হ্রদে ॥
এবমুক্ত্বা কলিং দেবা দ্বাপরঞ্চ দিবং যযুঃ ॥১২

তৎপরে কলি দেবরাজকে বলিলেন,—দময়ন্তীর স্বয়ংবরসভায় যাইয়া তাহাকে গ্রহণ করিব, যেহেতু আমার মন তাহার উপরে গিয়াছে।৩

তখন ইন্দ্র হাস্য করিয়া কলিকে বলিলেন,—সে স্বয়ংবর হইয়া গিয়াছে; আমাদের সমক্ষেই দময়ন্তী রাজা নলকে পতিত্বে বরণ করিয়াছেন।৪

ইন্দ্র এই বৃত্তান্ত বলিবার পর কলি ক্রুদ্ধ হইয়া সকল দেবতাগণকে সম্বোধন করত এই কথা বলিলেন।৫

দময়ন্তী যখন দেবতাদের মধ্যে মানুষকে পতিত্বে বরণ করিয়াছে, তখন তাহাকে গুরুতর দণ্ড দান করা উচিত বলিয়া মনে হইতেছে।৬

কলি এই কথা বলিলে, সেই স্বর্গলোকবাসী দেবতাগণ প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—আমাদের অনুমতিক্রমেই দময়ন্তী নলকে বরণ করিয়াছেন; আর এক কথা—কোন্ রমণী সর্ব্বগুণসম্পন্ন রাজা নলকে বরণ না করেন ?৭

যিনি সমস্ত ধর্ম্ম জানেন, যিনি যথানিয়মে ব্রত করিয়াছেন এবং যিনি ইতিহাসের সহিত সমগ্র চারিটী বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন।৮

যাঁহার গৃহে সর্ব্বদা ধর্ম্ম অনুসারে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় এবং তাহাতে দেবতারা তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকেন; আর যিনি অহিংসানিরত, সত্যবাদী ও দৃঢ়ব্রত।৯

পুরুষশ্রেষ্ঠ ও লোকপালতুল্য যে রাজা নলের মধ্যে সত্য, ধৈর্য্য, জ্ঞান, তপস্যা, শৌচ ও ইন্দ্রিয়দমন সর্ব্বদা বাস করিতেছে।১০

কলি! এইরূপ নলকে যে অভিসম্পাত করিতে ইচ্ছা করে, সে মূর্খ আপনাকেই অভিসম্পাত করে এবং নিজেই নিজেকে হত্যা করে।১১

আর কলি! এইরূপ গুণসম্পন্ন নলকে যে অভিসম্পাত করিবার ইচ্ছা করে, সে—অগাধ ও বিশাল হ্রদের তুল্য কষ্টকর নরকে নিমগ্ন হয়। কলি ও দ্বাপরকে এইরূপ বলিয়া ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণ স্বর্গে চলিয়া গেলেন।১২

দেবগণ চলিয়া গেলে, তৎপরে কলি দ্বাপরকে বলিলেন,—দ্বাপর! আমি ক্রোধ সংবরণ করিতে

ততো গতেষু দেবেষু কলির্দ্বাপরমব্রবীৎ।
সংহর্ত্তুং নোৎসহে কোপং নলে বৎস্যামি দ্বাপর ॥১৩
ভ্রংশয়িষ্যামি তং রাজ্যান্ন ভৈম্যা সহ রংস্যতে।
ত্বমপ্যক্ষান্ সমাবিশ্য সাহায্যং কর্ত্তুমর্হসি ॥১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি নলোপাখ্যানপর্ব্বণি
কলি-দেবসংবাদে অষ্টপঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ ॥৫

পারিতেছি না, সুতরাং আমি নলের মধ্যে বাস করিব।১৩

সেই নলকে রাজ্যভ্রষ্ট করিব, যাহাতে তিনি দময়ন্তীর সহিত রমণ করিতে না পারেন। সুত
তুমিও পাশায় প্রবিষ্ট হইয়া আমায় সাহা
কর।১৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে
কলি-দেবসংবাদে অষ্টপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৫৮

একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[নলমধ্যে কলিযুগস্য প্রবেশঃ, নল-পুষ্করয়োর্দ্যূত-ক্রীড়া, প্রজানাং দময়ন্ত্যাশ্চ নিষেধে সত্যপি
ক্রীড়াতো নলস্যানিবৃত্তিশ্চ।]

বৃহদশ্ব উবাচ।
এবং স সময়ং কৃত্বা দ্বাপরেণ কলিঃ সহ।
আজগাম ততস্তত্র যত্র রাজা স নৈষধঃ ॥১
স নিত্যমন্তরং প্রেপ্সুর্নিষধেষ্ববসচ্চিরম্।
অথাস্য দ্বাদশে বর্ষে দদর্শ কলিরন্তরম্ ॥২

কৃত্বা মূত্রমুপস্পৃশ্য সন্ধ্যামন্বাস্ত নৈষধঃ।
অকৃত্বা পাদয়োঃ শৌচং তত্রৈনং কলিরাবিশৎ ॥

স সমাবিশ্য চ নলং সমীপং পুষ্করস্য চ।
গত্বা পুষ্করমাহেদমেহি দীব্য নলেন বৈ ॥৪

একোনষষ্টিতম অধ্যায়।

[নলের মধ্যে কলিযুগের প্রবেশ, নল ও
পুষ্করের দ্যূতক্রীড়া এবং প্রজাগণ ও দময়ন্তীর
নিষেধ সত্ত্বেও পাশাখেলা হইতে
নলের অনিবৃত্তি।]

বৃহদশ্ব বলিলেন,—কলি দ্বাপরের সহিত এইরূপ কর্ত্তব্য স্থির করিয়া তৎপরে সেই দেশে আসিলেন, যে দেশে নিষধরাজ নল বাস করিতেছিলেন।১

কলি সর্ব্বদাই নলের ছিদ্র (পাপ) অন্বেষণ করিতে থাকিয়া দীর্ঘকাল নিষধদেশে বাস করিলেন; তৎপরে বার বৎসরের সময়ে নলে
ছিদ্র দেখিতে পাইলেন।২

একদিন নল প্রস্রাব করিয়া নিজ পা
প্রক্ষালন না করিয়াই আচমন করত সন্ধ্যা করি
বসিয়াছিলেন, সেই সময়ে কলি উহার শরী
প্রবেশ করিলেন।৩

কলি নলের শরীরে প্রবেশ করিয়া (আ
আপন মূর্ত্তিতেই) পুষ্করের নিকট যাইয়া পুষ্করকে
কথা বলিলেন যে, আসুন, নলের সহিত অক্ষ
করুন।৪

অক্ষদ্যূতে নলং জেতা ভবান্ হি সহিতো ময়া।
নিষধান্ প্রতিপদ্যস্ব জিত্বা রাজ্যং নলং নৃপম্ ॥৫

এবমুক্তস্তু কলিনা পুষ্করো নলমভ্যয়াৎ।
কলিশ্চৈব বৃষো ভূত্বা তং বৈ পুষ্করমন্বয়াৎ ॥৬

আসাদ্য তু নলং বীরং পুষ্করঃ পরবীরহা।
দীব্যাবেত্যব্রবীদ্ ভ্রাতা বৃষেণেতি মুহুর্মুহুঃ ॥৭

ন চক্ষমে ততো রাজা সমাহ্বানং মহামনাঃ।
বৈদর্ভ্যাঃ প্রেক্ষমাণায়াঃ পণকালমমন্যত ॥৮

হিরণ্যস্য সুবর্ণস্য যানযুগ্যস্য বাসসাম্।
আবিষ্টঃ কলিনা দ্যূতে জীয়তে স্ম নলস্তদা ॥৯

তমক্ষমদসম্মত্তং সুহৃদাং ন তু কশ্চন।
নিবারণেঽভবচ্ছক্তো দীব্যমানমরিন্দমম্ ॥১০

ততঃ পৌরজনাঃ সর্বে মন্ত্রিভিঃ সহ ভারত।
রাজানং দ্রষ্টুমাগচ্ছন্ নিবারয়িতুমাতুরম্ ॥১১

ততঃ সূত উপাগম্য দময়ন্ত্যৈ ন্যবেদয়ৎ।
এষ পৌরজনো দেবি ! দ্বারি তিষ্ঠতি
কার্য্যবান্ ॥১২

নিবেদ্যতাং নৈষধায় সর্ব্বাঃ প্রকৃতয়ঃ স্থিতাঃ।
অমৃষ্যমাণা ব্যসনং রাজ্ঞো ধর্ম্মার্থদর্শিনঃ ॥১৩

ততঃ সা বাষ্পকলয়া বাচা দুঃখেন কর্ষিতা।
উবাচ নৈষধং ভৈমী শোকোপহতচেতনা ॥১৪

রাজন্ ! পৌরজনো দ্বারি ত্বাং দিদৃক্ষুরবস্থিতঃ।
মন্ত্রিভিঃ সহিতঃ সর্ব্বৈ রাজভক্তিপুরস্কৃতঃ ॥
তং দ্রষ্টুমর্হসীত্যেবং পুনঃ পুনরভাষত ॥১৫

আপনি আমার সহিত মিলিত হইয়া নিশ্চয়ই নলকে জয় করিতে পারিবেন, অতএব নলরাজার নিকট হইতে রাজ্য জয় করিয়া নিষধদেশ লাভ করুন।৫

কলি এইরূপ বলিলে, পুষ্কর নলের নিকট গমন করিলেন, আর কলি একটী বৃষ হইয়া পুষ্করের অনুসরণ করিতে লাগিলেন।৬

শত্রুহন্তা নলভ্রাতা পুষ্কর বীরবর নলের নিকট যাইয়া এই কথা বার বার বলিলেন যে, 'আমরা ধর্ম্ম অনুসারে দ্যূতক্রীড়া করিব'।৭

তদনন্তর মহামনা রাজা নল দময়ন্তীর সমক্ষেই পুষ্করের বার বার আহ্বান সহ্য করিতে পারিলেন না, তাই তিনি দ্যূতক্রীড়ার সময় হইয়াছে বলিয়া মনে করিলেন।৮

তখন কলিকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত রাজা নল পুষ্করের সহিত দ্যূতক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া ক্রমশঃ সুবর্ণ, যান, বাহন, বস্ত্র এবং অন্যান্য ধন হারিলেন।৯

শত্রুদমনকারী নল দ্যূতমদে অত্যন্ত মত্ত হইয়া ক্রীড়া করিতেছেন ইহা দেখিয়া বন্ধুবর্গের মধ্যে কেহই তাঁহাকে বারণ করিতে সমর্থ হইলেন না।১০

ভরতনন্দন! তাহার পর পুরবাসীরা সকলে মন্ত্রিগণের সহিত মিলিত হইয়া দ্যূতমত্ত রাজাকে দেখিবার জন্য এবং বারণ করিবার জন্য আগমন করিলেন।১১

তৎপরে সারথি যাইয়া দময়ন্তীকে জানাইল যে, —দেবি ! এই পুরবাসীরা বিশেষ কার্য্যবশতঃ দ্বারে আসিয়া অবস্থান করিতেছেন।১২

অতএব আপনি রাজাকে জানান যে, প্রজারা সকলেই ধর্ম্মার্থদর্শী রাজার এই ব্যসন (বিপদ) সহ্য করিতে না পারিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।১৩

তদনন্তর অত্যন্ত দুঃখিতা ও শোকাকুলচিত্তা দময়ন্তী বাষ্পগদ্গদ বাক্যে নিষধরাজ নলকে বলিলেন।১৪

রাজন্ ! রাজভক্তিসম্পন্ন পুরবাসিগণ সমস্ত মন্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছায় দ্বারে আসিয়া অবস্থান করিতেছেন,

তাং তথা রুচিরাপাঙ্গীং বিলপন্তীং তথাবিধাম্।
আবিষ্টঃ কলিনা রাজা নাভ্যভাষত কিঞ্চন ॥১৬

ততস্তে মন্ত্রিণঃ সর্ব্বে তে চৈব পুরবাসিনঃ।
নায়মস্তীতি দুঃখার্ত্তা ব্রীড়িতা জগ্মুরালয়ান্ ॥১৭

তথা তদভবদ্ দ্যূতং পুষ্করস্য নলস্য চ।
যুধিষ্ঠির ! বহূন্ মাসান্ পুণ্যশ্লোকস্ত্বজীয়ত ॥১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি নলোপাখ্যানপর্বণি
নলদ্যূতে একোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

অতএব তাঁহাদের সহিত আপনার সাক্ষাৎ করা উচিত—এইরূপ তিনি বার বার বলিলেন।১৫

সুলোচনা দময়ন্তী অত্যন্ত কাতরা হইয়া সেইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন, তথাপি রাজা কলির আবেশে কিছুই বলিলেন না।১৬

তাহার পর সেই মন্ত্রিগণ ও পুরবাসিগণ সকলে 'ইনি আর নাই' ইহা ভাবিয়া লজ্জিত ও দুঃখি হইয়া আপন আপন গৃহে চলিয়া গেলেন।১৭

যুধিষ্ঠির ! নল ও পুষ্করের সেই দ্যূতক্রীড়া এ ভাবে বহুমাস যাবৎ হইয়াছিল. এবং তাহাতে পুণ্যশ্লোক নলই পরাজিত হইয়াছিলেন।১৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে নলদ্যূতে একোনষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৫৯

ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[দুঃখিতয়া দময়ন্ত্যা বার্ষ্ণেয়েন কুণ্ডিনপুরে কুমারয়োঃ প্রেষণম্।]

বৃহদশ্ব উবাচ।

দময়ন্তী ততো দৃষ্ট্বা পুণ্যশ্লোকং নরাধিপম্।
উন্মত্তবদনুন্মত্তা দেবনে গতচেতসম্ ॥১

ভয়শোকসমাবিষ্টা রাজন্ ! ভীমসুতা ততঃ।
চিন্তয়ামাস তৎ কার্য্যং সুমহৎ পার্থিবং প্রতি ॥২

সা শঙ্কমানা তৎ পাপং চিকার্ষন্তী চ তৎ প্রিয়ম্।
নলঞ্চ হৃতসর্বস্বমুপলভ্যেদমব্রবীৎ ॥৩

বৃহৎসেনামতিযশাং তাং ধাত্রীং পরিচারিকাম্।
হিতাং সর্বার্থকুশলামনুরক্তাং সুভাষিতাম্ ॥৪

বৃহৎসেনে ! ব্রজামাত্যানানায্য নলশাসনাৎ।
আচক্ষ্ব যদ্ধৃতং দ্রব্যমবশিষ্টঞ্চ যদ্ বসু ॥৫

ষষ্টিতম অধ্যায়।

[দুঃখিতা দময়ন্তী কর্তৃক বার্ষ্ণেয়ের দ্বারা কুণ্ডিনপুরে রাজকুমার ও রাজকুমারীকে প্রেষণ।]

বৃহদশ্ব বলিলেন,—রাজন্ ! তাহার পর সাবধান-চিত্তা ভীমতনয়া দময়ন্তী ক্রীড়ায় নিবিষ্টচিত্ত রাজা নলকে উন্মত্তের ন্যায় দেখিয়া, ভয়ে ও শোকে আকুল হইয়া রাজা নলের পক্ষে সেরূপ হওয়াটা অতি গুরুতর বলিয়া চিন্তা করিলেন।১-২

তৎপরে তিনি রাজার দুরবস্থার বিষয় আশঙ্কা করিয়া, অথচ তাঁহার প্রিয় কার্য্য করিবার ইচ্ছ এবং তাঁহাকে হৃতসর্ব্বস্ব জানিয়া,—যশস্বি হিতৈষিণী, সর্ব্বকার্য্যনিপুণা, অনুরক্তা ও প্রিয়ভাষি বৃহৎসেনানাম্নী ধাত্রী ও পরিচারিকাকে এই র বলিলেন।৩-৪

বৃহৎসেনে ! তুমি (একবার) যাও, যাই রাজার আদেশ অনুসারে মন্ত্রিগণকে আনাইয়া— যে ধন অপহৃত হইয়াছে এবং যে ধন অবশিষ্ট আছে তাহা তাঁহাদিগকে বল।৫

ততস্তে মন্ত্রিণঃ সর্ব্বে বিজ্ঞায় নলশাসনম্ ।
অপি নো ভাগধেয়ং স্যাদিত্যুক্ত্বা নলমাব্রজন্ ॥৬

তাস্তু সর্ব্বাঃ প্রকৃতয়ো দ্বিতীয়ং সমুপস্থিতাঃ ।
ন্যবেদয়দ্ ভীমসুতা ন চ তৎ প্রত্যনন্দত ॥৭

বাক্যমপ্রতিনন্দন্তং ভর্ত্তারমভিবীক্ষ্য সা ।
দময়ন্তী পুনর্বেশ্ম ব্রীড়িতা প্রবিবেশ হ ॥৮

নিশম্য সততঞ্চাক্ষান্ পুণ্যশ্লোকপরাঙ্মুখান্ ।
নলঞ্চ হৃতসর্বস্বং ধাত্রীং পুনরুবাচ হ ॥৯

বৃহৎসেনে ! পুনর্গচ্ছ বার্ষ্ণেয়ং নলশাসনাৎ ।
সূতমানয় কল্যাণি ! মহৎ কার্য্যমুপস্থিতম্ ॥১০

বৃহৎসেনা তু সা শ্রুত্বা দময়ন্ত্যাঃ প্রভাষিতম্ ।
বার্ষ্ণেয়মানয়ামাস পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ ॥১১

বার্ষ্ণেয়স্তু ততো ভৈমী সান্ত্ববচ্ছ্লক্ষ্ণয়া গিরা ।
উবাচ দেশকালজ্ঞা প্রাপ্তকালমনিন্দিতা ॥১২

জানীষে ত্বং যথা রাজা সম্যগ্‌বৃত্তঃ সদা ত্বয়ি ।
তস্য ত্বং বিষমস্থস্য সাহায্যং কর্ত্তুমর্হসি ॥১৩

যথা যথা হি নৃপতিঃ পুষ্করেণৈব জীয়তে ।
তথা তথাস্য বৈ দ্যূতে রাগো ভূয়োঽভিবর্দ্ধতে ॥১৪

যথা চ পুষ্করস্যাক্ষাঃ পতন্তি বশবর্ত্তিনঃ ।
তথা বিপর্য্যয়শ্চাপ নলস্যাক্ষেষু দৃশ্যতে ॥১৫

সুহৃৎস্বজনবাক্যানি যথাবন্ন শৃণোতি চ ।
মমাপি চ তথা বাক্যং নাভিনন্দতি মোহিতঃ ॥১৬

নূনং মন্যে ন দোষোঽস্তি নৈষধস্য মহাত্মনঃ ।
যত্তু মে বচনং রাজা নাভিনন্দতি মোহিতঃ ॥১৭

তাহার পর সেই মন্ত্রিগণ সকলে নলের আদেশ জানিয়া 'আমাদের কি আবার ভাগ্যোদয় হইবে' এই কথা বলিয়া নলের নিকটে আবার আসিলেন।৬

সেই প্রজাগণ সকলেও আবার উপস্থিত হইলেন। তখন আবার দময়ন্তী যাইয়া তাঁহাদের জানাইলেন; কিন্তু নল তাহাও সাগ্রহে শুনিলেন না।৭

ভর্ত্তা আগ্রহসহকারে নিজের বাক্য শুনিলেন না দেখিয়া লজ্জিতা হইয়া দময়ন্তী পুনরায় গৃহে প্রবেশ করিলেন।৮

পাশাগুলি সর্ব্বদাই নলের প্রতিকূলভাবে পড়িতেছে এবং নল হৃতসর্ব্বস্ব হইয়াছেন—ইহা শুনিয়া দময়ন্তী পুনরায় ধাত্রীকে বলিলেন।৯

কল্যাণি বৃহৎসেনে। তুমি আবার যাও এবং রাজার আদেশ জানাইয়া বার্ষ্ণেয় সারথিকে আনয়ন কর; গুরুতর কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে।১০

সেই বৃহৎসেনা দময়ন্তীর কথা শুনিয়া বিশ্বস্ত লোক দ্বারা বার্ষ্ণেয়কে আনাইল।১১

তাহার পর দেশ ও কালবিষয়ে অভিজ্ঞা ও প্রশস্তভাবা দময়ন্তী সামবাক্যতুল্য কোমল বাক্যে বার্ষ্ণেয়কে সময়োচিত এই কথা বলিলেন।১২

বার্ষ্ণেয়। রাজা সর্ব্বদা তোমার উপর কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহা তুমি সম্যক্ জান; কিন্তু সে রাজা এখন সঙ্কটাপন্ন; অতএব তুমি তাঁহাকে সাহায্য কর।১৩

পুষ্কর যেমন যেমন রাজাকে জয় করিতেছে, তেমন তেমনই উঁহারও দ্যূতের প্রতি আসক্তি ক্রমশ: আরও বৃদ্ধি পাইতেছে।১৪

পাশার গুটীগুলি পুষ্করের যেমন ইচ্ছার বশবর্ত্তী অর্থাৎ অনুকূল হইয়া পড়িতেছে, তেমনই রাজার বিপর্য্যয় অর্থাৎ প্রতিকূলভাবে পড়িতে দেখা যাইতেছে।১৫

রাজা যথানিয়মে সুহৃৎ ও স্বজনের বাক্য শুনিতেছেন না এবং আমার বাক্যও গ্রাহ্য করিতেছেন না, সুতরাং উনি মোহিত হইয়া পড়িয়াছেন।১৬

অতএব আমি মনে করি—নিশ্চয়ই এবিষয়ে মহাত্মা নিষধরাজের দোষ নাই, যেহেতু রাজা

শরণং ত্বাং প্রপন্নাস্মি সারথে! কুরু মদ্বচঃ।
ন হি মে শুধ্যতে ভাবঃ কদাচিদ্ বিনশেদপি ॥১৮
নলস্য দয়িতানশ্বান্ যোজয়িত্বা মনোজবান্।
ইদমারোপ্য মিথুনং কুণ্ডিনং যাতুমর্হসি ॥১৯
মম জ্ঞাতিষু নিক্ষিপ্য দারকৌ স্যন্দনং তথা।
অশ্বাংশ্চেমান্ যথাকামং বস চান্যত্র গচ্ছ বা ॥২০
দময়ন্ত্যাস্তু তদ্বাক্যং বার্ষ্ণেয়ো নলসারথিঃ।
ন্যবেদয়দশেষেণ নলামাত্যেষু মুখ্যশঃ ॥২১
তৈঃ সমেত্য বিনিশ্চিত্য সোঽনুজ্ঞাতো মহীপতে।
যযৌ মিথুনমারোপ্য বিদর্ভাংস্তেন বাহিনা ॥২২
হয়াংস্তত্র বিনিক্ষিপ্য সূতো রথবরঞ্চ তম্।
ইন্দ্রসেনাঞ্চ তাং কন্যামিন্দ্রসেনঞ্চ বালকম্ ॥২৩
আমন্ত্র্য ভীমং রাজানমার্ত্তঃ শোচন্ নলং নৃপম্।
অটমানস্ততোঽযোধ্যাং জগাম নগরীং তদা ॥২৪
ঋতুপর্ণং স রাজানমুপতস্থে সুদুঃখিতঃ।
ভৃতিঞ্চোপযযৌ তস্য সারথ্যেন মহীপতেঃ ॥২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি নলোপাখ্যানপর্ব্বণি
কুণ্ডিনগরে কুমারয়োঃ প্রস্থাপনে
ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

মোহিত বলিয়া আমার কথাও সমাদর করিতেছেন না।১৭

সুতরাং হে সারথে! আমি তোমার শরণাপন্না হইলাম, তুমি আমার কথা পালন কর। আমার মনে শুভ ভাব হইতেছে না অর্থাৎ নানারকম অমঙ্গলের কথা মনে আসিতেছে; কারণ, অতঃপর রাজা রাজ্যভ্রষ্টও হইতে পারেন।১৮

অতএব রাজার প্রিয় এবং মনের ন্যায় বেগগামী অশ্বগুলিকে রথে যোজিত করিয়া, তাহাতে এই বালক ও বালিকাটীকে তুলিয়া লইয়া তুমি আমার পিতার রাজধানী কুণ্ডিননগরে গমন কর।১৯

তা'র পর এই বালক-বালিকা দুইটী, এই রথটী এবং এই অশ্বগুলিকে আমার জ্ঞাতিদের নিকটে রাখিয়া তুমি ইচ্ছানুসারে হয় সেখানে থাকিও, না হয় অন্যত্র যাইও।২০

কিন্তু সেই নলসারথি বার্ষ্ণেয় নলের প্রধান মন্ত্রিগণের নিকট যাইয়া দময়ন্তীর সেই সমস্ত কথা সম্পূর্ণ জানাইল।২১

ভূপতে। সেই মন্ত্রীরা মিলিত হইয়া স্থির করত বার্ষ্ণেয়কে অনুমতি দিলেন; তখন বার্ষ্ণেয় নলের পুত্র ও কন্যাকে রথে তুলিয়া লইয়া সেই রথেই বিদর্ভদেশে চলিয়া গেল।২২

বার্ষ্ণেয় নলের কন্যা ইন্দ্রসেনা, পুত্র ইন্দ্রসেন, অশ্বগুলি এবং সেই উৎকৃষ্ট রথটীকে সেখানে রাখিয়া, ভীমরাজার অনুমতি গ্রহণ করত দুঃখিত অবস্থায় নলের সম্বন্ধে শোক করিতে থাকিয়া বিচরণ করিতে করিতে অযোধ্যানগরে যাইয়া উপস্থিত হইল।২৩-২৪

অত্যন্ত দুঃখিত বার্ষ্ণেয় অযোধ্যার রাজা ঋতুপর্ণের আশ্রয় লইল এবং সেই রাজারই সারথির কার্য্য লইয়া বেতন পাইতে লাগিল।২৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে
কুণ্ডিননগরে রাজকুমার ও রাজকন্যার প্রস্থাপনে ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৬০

একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[অক্ষক্রীড়ায়াং পরাজিতস্য নলস্য দময়ন্ত্যা সহ বনগমনম্, স্বর্ণময়পক্ষযুক্তপক্ষিভিরাপদ্গ্রস্তস্য নলস্য বস্ত্রস্যাপহরণঞ্চ ।]

বৃহদশ্ব উবাচ ।

ততস্তু যাতে বার্ষ্ণেয়ে পুণ্যশ্লোকস্য দীব্যতঃ ।
পুষ্করেণ হৃতং রাজ্যং যচ্চান্যদ্ বসু কিঞ্চন ॥১

হৃতরাজ্যং নলং রাজন্ ! প্রহসন্ পুষ্করোঽব্রবীৎ ।
দ্যূতং প্রবর্ত্ততাং ভূয়ঃ প্রতিপাণোঽস্তি কস্তব ॥২

শিষ্টা তে দময়ন্ত্যেকা সর্ব্বমন্যজ্জিতং ময়া ।
দময়ন্ত্যাঃ পণঃ সাধু বর্ত্ততাং যদি মন্যসে ॥৩

পুষ্করেণৈবমুক্তস্য পুণ্যশ্লোকস্য মন্যুনা ।
ব্যদীর্য্যতেব হৃদয়ং ন চৈবং কিঞ্চিদব্রবীৎ ॥৪

ততঃ পুষ্করমালোক্য নলঃ পরমমন্যুমান্ ।
উৎসৃজ্য সর্ব্বগাত্রেভ্যো ভূষণানি মহাযশাঃ ॥৫

একবাসা হ্যসংবীতঃ সুহৃচ্ছোকবিবর্দ্ধনঃ ।
নিশ্চক্রাম ততো রাজা ত্যক্ত্বা সুবিপুলাং শ্রিয়ম্ ॥৬

দময়ন্ত্যেকবস্ত্রাথ গচ্ছন্তং পৃষ্ঠতোঽন্বগাৎ ।
স তয়া বাহ্যতঃ সার্দ্ধং ত্রিরাত্রং নৈষধোঽবসৎ ॥৭

পুষ্করস্তু মহারাজ ! ঘোষয়ামাস বৈ পুরে ।
নলে যঃ সম্যগাতিষ্ঠেৎ স গচ্ছেদ্ বধ্যতাং মম ॥৮

পুষ্করস্য তু বাক্যেন তস্য বিদ্বেষণেন চ ।
পৌরা ন তস্য সৎকারং কৃতবন্তো যুধিষ্ঠির ॥৯

একষষ্টিতম অধ্যায় ।

(পাশাখেলায় হারিয়া দময়ন্তীর সহিত নলের বনগমন এবং স্বর্ণময়পক্ষযুক্ত পক্ষিগণের দ্বারা আপদ্গ্রস্ত নলের বস্ত্রাপহরণ ।)

বৃহদশ্ব বলিলেন,—সারথি বার্ষ্ণেয় চলিয়া গেলে পর দ্যূতপ্রবৃত্ত নলের রাজ্য এবং অন্য যে কিছু ধন ছিল, তাহাও পুষ্কর হরণ করিলেন ।১

রাজন্ ! নল হৃতসর্ব্বস্ব হইলে, পুষ্কর হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে বলিলেন—পুনরায় খেলা আরম্ভ হউক, উহাতে আপনার প্রতিপণ কি আছে ? ।২

আপনার একমাত্র দময়ন্তীই অবশিষ্ট আছেন, আর সকলই ত আমি জয় করিয়াছি, সুতরাং অপনি যদি ভাল মনে করেন, তবে দময়ন্তীকে পণ করুন ।৩

পুষ্কর এইরূপ বলিলে, পুণ্যশ্লোক নলের হৃদয় যেন বিষাদে বিদীর্ণ হইয়া গেল ; অথচ তখন তিনি পুষ্করকে কিছুই বলিলেন না ।৪

তাহার পর মহাযশস্বী ও অতিবিষণ্ণহৃদয় নল পুষ্করের দিকে দৃষ্টিপাত করত, সমস্ত অঙ্গ হইতে অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিয়া একবস্ত্র, অনাবৃতদেহ এবং বন্ধুবর্গের শোকবর্দ্ধক হইয়া, অতিবিপুল সম্পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজধানী হইতে নির্গত হইলেন ।৫-৬

তখন দময়ন্তীও একবস্ত্রা হইয়া তাঁহার পিছনে পিছনে গমন করিলেন ; এই ভাবে নিষধরাজ নল দময়ন্তীর সহিত রাজধানীর বাহিরে তিন দিন বাস করিলেন ।৭

মহারাজ যুধিষ্ঠির ! পুষ্কর তখন রাজধানীতে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যে লোক নলের সমাদর করিবে, সে আমার বধ্য হইবে ।৮

যুধিষ্ঠির ! পুরবাসীরা পুষ্করের বাক্যে নলের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত বিদ্বেষ জন্মিয়াছে বুঝিয়া নলের কোন সৎকার করিল না ।৯

স তথা নগরাভ্যাসে সৎকারার্হো ন সৎকৃতঃ।
ত্রিরাত্রমুষিতো রাজা জলমাত্রেণ বর্ত্তয়ন্ ॥১০
পীড্যমানঃ ক্ষুধা তত্র ফলমূলানি কর্ষয়ন্।
প্রাতিষ্ঠত ততো রাজা দময়ন্তী তমন্বগাৎ ॥১১
ক্ষুধয়া পীড্যমানস্তু নলো বহুতিথেঽহনি।
অপশ্যচ্ছকুনান্ কাংশ্চিদ্ধিরণ্যসদৃশচ্ছদান্ ॥১২
স চিন্তয়ামাস তদা নিষধাধিপতির্বলী।
অস্তি ভক্ষ্যো মমাদ্যায়ং বসু চেদং ভবিষ্যতি ॥১৩
ততস্তান্ পরিধানেন বাসসা স সমাবৃণোৎ।
তস্য তদ্বস্ত্রমাদায় সর্ব্বে জগ্মুর্বিহায়সা ॥১৪
উৎপতন্তঃ খগা বাক্যমেতদাহুস্ততো নলম্।
দৃষ্ট্বা দিগ্বাসসং ভূমৌ স্থিতং দীনমধোমুখম্ ॥১৫

বয়মক্ষাঃ সুদুর্বুর্দ্ধে! তব বাসো জিহীর্ষবঃ।
আগতা ন হি নঃ প্রীতিঃ সবাসসি গতে ত্বয়ি ॥১৬
তান্ সমীক্ষ্য গতানক্ষান্ আত্মানঞ্চ বিবাসসম্।
পুণ্যশ্লোকস্তদা রাজন্! দময়ন্তীমথাব্রবীৎ ॥১৭

যেষাং প্রকোপাদৈশ্বর্য্যাৎ প্রচ্যুতোঽহমনিন্দিতে।
প্রাণযাত্রাং ন বিন্দেয়ং দুঃখিতঃ ক্ষুধয়ান্বিতঃ ॥১৮

যেষাং কৃতে ন সৎকারমকুর্ব্বন্ ময়ি নৈষধাঃ।
ইমে তে শকুনা ভূত্বা বাসো ভীরু হরন্তি মে ॥১৯

বৈষম্যং পরমং প্রাপ্তো দুঃখিতো গতচেতনঃ।
ভর্ত্তা তেঽহং নিবোধেদং বচনং হিতমাত্মনঃ ॥২০

সুতরাং সৎকারের যোগ্য রাজা নল সৎকৃত না হইয়াও কেবল জল পান করিয়াই তিন দিন রাজধানীর নিকটে বাস করিলেন।১০

রাজা নল সেখানে ক্ষুধায় পীড়িত হইতে থাকিয়া ফল-মূলের অন্বেষণ করিতে করিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন; তখন দময়ন্তীও তাঁহার অনুসরণ করিতে লাগিলেন।১১

এই ভাবে বহুদিন অতীত হইলে, একদিন ক্ষুধায় প্রপীড়িত নল স্বর্ণবর্ণপক্ষযুক্ত কতকগুলি পক্ষী দেখিতে পাইলেন।১২

তখন নিষধাধিপতি বলবান্ নল চিন্তা করিলেন যে, আজ এই পাখীগুলি আমার খাদ্য হইবে এবং এই পাখাগুলি আমার ধন হইবে।১৩

তাহার পর তিনি নিজের পরিধানের কাপড় খুলিয়া তাহার দ্বারা সেই পাখীগুলিকে ঢাকিয়া ফেলিলেন, তখন সেই পাখীগুলি তাঁহার সেই কাপড় লইয়া আকাশে উড়িয়া গেল।১৪

সেই সময় নল নগ্ন হওয়ায় কাতর ও অধোমুখ হইয়া ভূতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন, ইহা দেখিয়া সেই উড্ডীন পক্ষীগুলি নলকে এই কথা বলিল।১৫

অতিশয় দুর্বুদ্ধি নল! আমরা (পক্ষী নহি) সেই পাশা, তোমার বস্ত্র হরণ করিবার ইচ্ছাতেই আসিয়াছিলাম; কারণ, তুমি সবস্ত্র অবস্থায় গেলে আমাদের আনন্দ হয় না।১৬

রাজন্ যুধিষ্ঠির! সেই পাশাগুলি চলিয়া যাইতে এবং নিজেকে বিবস্ত্র অবস্থায় দেখিয়া পুণ্যশ্লোক নল তখন দময়ন্তীকে বলিলেন।১৭

'অনিন্দিতে দময়ন্তি! যাহাদের কোপে আমি ঐশ্বর্য্যভ্রষ্ট হইয়াছি এবং দুঃখিত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া প্রাণধারণের উপযোগী খাদ্য পাইতেছি না, তাঁরা তাহারাই এই পক্ষী হইয়া আমার বস্ত্র হরণ করিতেছে।১৮-১৯

আমি অত্যন্ত সঙ্কটে পড়িয়াছি এবং দুঃখিত ও চৈতন্যহীনের ন্যায় হইয়াছি। (সে যাহা হউক,) আমি তোমার স্বামী; সুতরাং তুমি নিজে হিতকর এই বাক্য শ্রবণ কর।২০

এতে গচ্ছন্তি বহবঃ পন্থানো দক্ষিণাপথম্।
অবন্তীমৃক্ষবন্তঞ্চ সমতিক্রম্য পর্ব্বতম্ ॥২১

এষ বিন্ধ্যো মহাশৈলঃ পয়োষ্ণী চ সমুদ্রগা।
আশ্রমাশ্চ মহর্ষীণাং বহুমূলফলান্বিতাঃ ॥২২

এষ পন্থা বিদর্ভাণামসৌ গচ্ছতি কোশলাম্।
অতঃ পরঞ্চ দেশোঽয়ং দক্ষিণে দক্ষিণাপথঃ ॥২৩

এতদ্বাক্যং নলো রাজা দময়ন্তীং সমাহিতঃ।
উবাচাসকৃদার্ত্তো হি ভৈমীমুদ্দিশ্য ভারত ॥২৪

ততঃ সা বাষ্পকলয়া বাচা দুঃখেন কর্ষিতা।
উবাচ দময়ন্তী তং নৈষধং করুণং বচঃ ॥২৫

উদ্বেপতে মে হৃদয়ং সীদন্ত্যঙ্গানি সর্ব্বশঃ।
তব পার্থিব। সঙ্কল্পং চিন্তয়ন্ত্যাঃ পুনঃ পুনঃ ॥২৬

এই বহুতর পথ অবন্তীদেশ ও ঋক্ষবান্ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া দাক্ষিণাত্যদেশের দিকে গিয়াছে।২১

এই বিন্ধ্যনামক মহাপর্ব্বত, এই সমুদ্রগামিনী পয়োষ্ণী নদী এবং এই মহর্ষিগণের প্রচুর ফল-মূলযুক্ত আশ্রমসমূহ দেখা যাইতেছে।২২

এইটী বিদর্ভদেশের পথ, এই পথটী অযোধ্যার দিকে গিয়াছে এবং ইহার পর দক্ষিণদিকে এই দাক্ষিণাত্যদেশ দেখা যাইতেছে।২৩

ভরতনন্দন যুধিষ্ঠির! রাজা নল কাতর হইয়া আগ্রহের সহিত এই কথাগুলি বার বার ভীমনন্দিনী দময়ন্তীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন।২৪

তাহার পর দময়ন্তী অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়া বাষ্পগদ্গদ বাক্যে করুণভাবে নলকে এই কথা বলিলেন।২৫

মহারাজ! আপনার মানসিক সঙ্কল্প বার বার চিন্তা করত আমার হৃদয় অত্যন্ত কম্পিত হইতেছে এবং অঙ্গ সকল অবসন্ন হইতেছে।২৬

হৃতরাজ্যং হৃতদ্রব্যং বিবস্ত্রং ক্ষুচ্ছ্রমান্বিতম্।
কথমুৎসৃজ্য গচ্ছেয়ং ত্বামহং নির্জনে বনে ॥২৭

শ্রান্তস্য তে ক্ষুধার্ত্তস্য চিন্তয়ানস্য তৎ সুখম্।
বনে ঘোরে মহারাজ! নাশয়িষ্যাম্যহং ক্লমম্ ॥২৮

ন চ ভার্য্যাসমং কিঞ্চিদ্ বিদ্যতে ভিষজাং মতম্।
ঔষধং সর্ব্বদুঃখেষু সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥২৯

নল উবাচ।

এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বং দময়ন্তি! সুমধ্যমে!
নাস্তি ভার্য্যাসমং মিত্রং নরস্যার্ত্তস্য ভেষজম্ ॥৩০

ন চাহং ত্যক্তুকামস্ত্বাং কিমলং ভীরু! শঙ্কসে।
ত্যজেয়মপি চাত্মানং ন চৈব ত্বামনিন্দিতে ॥৩১

আপনি হৃতরাজ্য, হৃতদ্রব্য, বিবস্ত্র, ক্ষুধার্ত্ত ও পরিশ্রান্ত ; এই অবস্থায় নির্জন বনমধ্যে আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া আমি কি প্রকারে পিতৃগৃহে গমন করি ?২৭

মহারাজ! আপনি যখন ভয়ঙ্কর বনমধ্যে পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া সেই রাজত্বকালীন সুখের কথা চিন্তা করিবেন, আমি তখন নানা সান্ত্বনাবাক্যে আপনার ক্লান্তি দূর করিব।২৮

চিকিৎসকদিগের এই অভিমত যে, সর্ব্বপ্রকার দুঃখেতেই শান্তিলাভ বিষয়ে ভার্য্যার তুল্য কোন ঔষধ নাই ; ইহা আপনাকে সত্য বলিতেছি।২৯

নল বলিলেন—সুমধ্যমে দময়ন্তি! তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য ; পীড়িত লোকের পক্ষে ভার্য্যার তুল্য সুহৃৎ বা ঔষধ নাই।৩০

ভয়শীলে! আমি ত তোমাকে ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেছি না, তবে তুমি কেন অধিক আশঙ্কা করিতেছ। অনিন্দিতে! আমি নিজেকেও ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু তোমাকে ত্যাগ করিতে পারি না।৩১

দময়ন্ত্যুবাচ।

যদি মাং ত্বং মহারাজ। ন বিহাতুমিহেচ্ছসি।
তৎ কিমর্থং বিদর্ভাণাং পন্থাঃ সমুপদিশ্যতে ॥৩২
অবৈমি চাহং নৃপতে! ন ত্বং মাং ত্যক্তুমর্হসি।
চেতসা ত্বপকৃষ্টেন মাং ত্যজেথা মহীপতে ॥৩৩
পন্থানং হি মমাভীক্ষ্ণমাখ্যাসি চ নরোত্তম।
অতো নিমিত্তং শোকং মে বর্দ্ধয়স্যমরোপম ॥৩৪
যদি চায়মভিপ্রায়স্তব জ্ঞাতীন্ ব্রজেদিতি।
সহিতাবেব গচ্ছাবো বিদর্ভান্ যদি মন্যসে ॥৩৫
বিদর্ভরাজস্তত্র ত্বাং পূজয়িষ্যতি মানদ।
তেন ত্বং পূজিতো রাজন্! সুখং
বৎস্যসি নো গৃহে ॥৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি নলোপাখ্যানপর্বণি নল-বনযাত্রায়াম্ একষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬১

দময়ন্তী বলিলেন,—মহারাজ। আপনি যদি আমাকে ত্যাগ করিতে ইচ্ছা না করেন, তবে কেন বিদর্ভদেশের পথের উপদেশ দিতেছেন?৩২

নৃপতে। আমি জানি যে, আপনি আমাকে ত্যাগ করিতে পারেন না। কিন্তু হে ভূপতে। দৈব যদি আপনার চিত্তকে আকর্ষণ করে, তবে আমাকে ত্যাগ করিতেও পারেন।৩৩

হে দেবোপম। নরশ্রেষ্ঠ! আপনি বার বার আমার নিকট বিদর্ভদেশের পথের কথা বলিয়াছেন, সেই জন্যই আমার শোকবৃদ্ধি করিতেছেন।৩৪

দময়ন্তী তাঁহার জ্ঞাতিবর্গের নিকট গমন করুন, ইহাই যদি আপনার ইচ্ছা হয় এবং ইহা যদি মনে করেন, তবে চলুন, আমরা দুই জনেই মিলিত-ভাবে বিদর্ভদেশে যাই।৩৫

সম্মানপ্রদ। বিদর্ভরাজ সেখানে আপনার সম্মানই করিবেন। অতএব রাজন্। তাঁহার দ্বা সম্মানিত হইয়া আপনি আমাদের গৃহে সুখেই বা করিবেন।৩৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে নলের বনযাত্রাবিষয়ে একষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৬১

দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞো নলস্য চিন্তা, একাকিনীং দময়ন্তীং পরিহায় তস্যান্যত্র প্রস্থানঞ্চ।]

নল উবাচ।

যথা রাজ্যং তব পিতুস্তথা মম ন সংশয়ঃ।
ন তু তত্র গমিষ্যামি বিষমস্থঃ কথঞ্চন ॥১

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়।

[রাজা নলের চিন্তা এবং একাকিনী দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার অন্যত্র প্রস্থান।]

নল বলিলেন,—প্রিয়ে! বিদর্ভরাজ্য তোমার পিতার, তেমন আমারও, এ কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু তথাপি আমি

কথং সমৃদ্ধো গত্বাহং তব হর্ষবিবর্দ্ধনঃ।
পরিচ্যুতো গমিষ্যামি তব শোকবিবর্দ্ধনঃ ॥২

বৃহদশ্ব উবাচ।

ইতি ব্রুবন্ নলো রাজা দমদন্তীং পুনঃ পুনঃ।
সান্ত্বয়ামাস কল্যাণীং বাসসোঽর্দ্ধেন সংবৃতাম্ ॥৩

তাবেকবস্ত্রসংবীতাবটমানাবিতস্ততঃ।
ক্ষুৎপিপাসাপরিশ্রান্তৌ সভাং কাঞ্চিদুপেয়তুঃ ॥৪

তাং সভামুপসংপ্রাপ্য তদা স নিষধাধিপঃ।
বৈদর্ভ্যা সহিতো রাজা নিষসাদ মহীতলে ॥৫

স বৈ বিবস্ত্রো বিকটো মলিনঃ পাংশুগুণ্ঠিতঃ।
দময়ন্ত্যা সহ শ্রান্তঃ সুষ্বাপ ধরণীতলে ॥৬

দময়ন্ত্যপি কল্যাণী নিদ্রয়াপহৃতা ততঃ।
সহসা দুঃখমাসাদ্য সুকুমারী তপস্বিনী ॥৭
সুপ্তায়াং দময়ন্ত্যাস্তু নলো রাজা বিশাংপতে।
শোকোন্মথিতচিত্তাত্মা ন স্ম শেতে যথা পুরা ॥৮
স তদ্রাজ্যাপহরণং সুহৃত্ত্যাগঞ্চ সর্ব্বশঃ!
বনে বস্ত্রপরিধ্বংসং প্রেক্ষ্য চিন্তামুপেয়িবান্ ॥৯
কিং নু মে স্যাদিদং কৃত্বা কিং নু মে স্যাদকুর্ব্বতঃ।
কিং নু মে মরণং শ্রেয়ঃ পরিত্যাগো জনস্য বা॥১০
মামিয়ং হ্যনুরক্তৈবং দুঃখং প্রাপ্নোতি মৎকৃতে।
মদ্বিহীনা ত্বিয়ং গচ্ছেৎ কদাচিৎ স্বজনং প্রতি॥১১
ময়ি নিঃসংশয়ং দুঃখমিয়ং প্রাপ্স্যত্যনুব্রতা।
উৎসর্গে সংশয়ঃ স্যাত্তু বিন্দেতাপি সুখং ক্বচিৎ ॥১২

অত্যন্ত বিপন্ন বলিয়া কোন প্রকারেই সেখানে যাইতে পারি না।১

কারণ, পূর্ব্বে আমি সমৃদ্ধ অবস্থায় গিয়া তোমার আনন্দবর্দ্ধক হইয়াছিলাম, আর এখন নিস্ব অবস্থায় গিয়া কেবল তোমার শোকবর্দ্ধক হইব।২

বৃহদশ্ব বলিলেন,—এই সময়ে দময়ন্তীর বস্ত্রখানিরই এক অর্দ্ধ দময়ন্তী এবং অপর অর্দ্ধ নল পরিধান করিয়াছিলেন; এই অবস্থায় রাজা নল কল্যাণী দময়ন্তীকে বার বার ঐ কথা বলিয়া সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।৩

তাহার পর একবস্ত্রপরিধায়ী নল ও দময়ন্তী ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে ক্ষুৎপিপাসায় পরিশ্রান্ত হইয়া কোন সভাভবনে (ধর্ম্মশালায়) উপস্থিত হইলেন।৪

তখন সেই রাজা নল সেই ধর্ম্মশালায় উপস্থিত হইয়া দময়ন্তীর সঙ্গে ভূতলে উপবেশন করিলেন।৫

ক্রমে—বিবস্ত্র, বিকটাকৃতি, মলিনদেহ, ধূলিধূসরগাত্র ও পরিশ্রান্ত সেই নল দময়ন্তীর সহিত ভূতলেই শয়ন করিলেন।৬

তৎপরে কল্যাণী, কোমলাঙ্গী ও তপস্বিনী (দীনা) দময়ন্তী হঠাৎ দুঃখভোগ করায় তখনই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন।৭

মহারাজ। দময়ন্তী নিদ্রিত হইলে, রাজা নলের চিত্ত শোকে উদ্বেলিত হইতে লাগিল; তাই তিনি পূর্ব্বের ন্যায় শুইয়া থাকিতে পারিলেন না।৮

তিনি সেই রাজ্যাপহরণ, সমস্ত বন্ধুত্যাগ এবং বনে পক্ষিগণকর্ত্তৃক বস্ত্র হরণ—এই সকল পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন।৯

এইরূপ বনে বনে ভ্রমণ করিয়া আমার কি হইবে, ইহা না করিলেই বা কি হইবে, আমার এখন মরণ ভাল, না দময়ন্তীকে ত্যাগ করা ভাল ? ১০

(আমি পরিত্যাগ না করিলে) আমার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্তা দময়ন্তী আমার জন্য এইরূপ দুঃখই ভোগ করিতে থাকিবেন; আর আমি পরিত্যাগ করিলে হয় ত ইনি কখনও পিতৃভবনে যাইতে পারেন।১১

(আমি পরিত্যাগ না করিলে) আমার অনুকূলা দময়ন্তী দুঃখভোগই করিবেন—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আর উঁহাকে ত্যাগ করিলে, উঁহার দুঃখভোগে

স বিনিশ্চিত্য বহুধা বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ।
উৎসর্গং মন্যতে শ্রেয়ো দময়ন্ত্যা নরাধিপঃ ॥১৩

ন চৈষা তেজসা শক্যা কৈশ্চিদ্ধর্ষয়িতুং পথি।
যশস্বিনী মহাভাগা মদ্ভক্তেয়ং পতিব্রতা ॥১৪

এবং তস্য তদা বুদ্ধির্দময়ন্ত্যাং ন্যবর্ত্তত।
কলিনা দুষ্টভাবেন দময়ন্ত্যা বিসর্জ্জনে ॥১৫

সোঽবস্ত্রতামাত্মনশ্চ তস্যাশ্চাপ্যেকবস্ত্রতাম্।
চিন্তয়িত্বাধ্যগাদ্ রাজা বস্ত্রার্দ্ধস্যাবকর্ত্তনম্ ॥১৬

কথং বাসো বিকর্ত্তেয়ং ন চ বুধ্যেত মে প্রিয়া।
বিচিন্ত্যৈবং নলো রাজা সভাং পর্য্যচরত্তদা ॥১৭

পরিধাবন্নথ নল ইতশ্চেতশ্চ ভারত।
আসসাদ সভোদ্দেশে বিকোষং খড়্গমুত্তমম্ ॥১৮

তেনার্দ্ধং বাসসশ্ছিত্ত্বা বিবস্য চ পরন্তপঃ।
সুপ্তামুৎসৃজ্য বৈদর্ভীং প্রাদ্রবদ্ গতচেতনাম্ ॥১৯

ততো নিবৃত্তহৃদয়ঃ পুনরাগত্য তাং সভাম্।
দময়ন্তীং তদা দৃষ্ট্বা রুরোদ নিষধাধিপঃ ॥২০

যাং ন বায়ুর্ন চাদিত্যঃ পুরা পশ্যতি মে প্রিয়াম্।
সেয়মদ্য সভামধ্যে শেতে ভূমাবনাথবৎ ॥২১

ইয়ং বস্ত্রাবকর্ত্তেন সংবীতা চারুহাসিনী।
উন্মত্তেব ময়া হীনা কথং বুদ্ধ্বা ভবিষ্যতি ॥২২

কথমেকা সতী ভৈমী ময়া বিরহিতা শুভা।
চরিষ্যতি বনে ঘোরে মৃগ-ব্যালনিষেবিতে ॥২৩

সন্দেহ আছে; হয় ত কখনও উনি সুখভোগ করিতেও পারেন।১২

রাজা নল এইরূপ বার বার নানাবিধ বিবেচনা পূর্ব্বক স্থির করিয়াই ইহাই মনে করিলেন যে, দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করাই দময়ন্তীর পক্ষে ভাল।১৩

ইনি যশস্বিনী, ভাগ্যবতী, আমার ভক্তা ও পতিব্রতা; সুতরাং ইহার তেজেই ইহাকে পথে কেহই ধর্ষণ করিতে পারিবে না।১৪

এই ভাবে খলপ্রকৃতি কলির প্রভাবে রাজা নলের বুদ্ধি দময়ন্তীকে সহচরী রাখার পক্ষ হইতে ফিরিয়া গেল এবং তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবার পক্ষেই প্রবৃত্ত হইল।১৫

তাহার পর নিজের কাপড় নাই, দময়ন্তীরও একখানি মাত্র কাপড় আছে—এইরূপ চিন্তা করত নল স্থির করিলেন যে, দময়ন্তীর কাপড়খানিরই অর্দ্ধচ্ছেদন করিতে হইবে।১৬

কিন্তু দময়ন্তী বুঝিতে না পারেন এই ভাবে কি করিয়া উহার বস্ত্রখানি ছেদন করি—এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজা নল তখন অস্ত্রের সন্ধানে সেই ধর্মশালায় বিচরণ করিতে লাগিলেন।১৭

ভরতনন্দন! তাহার পর নল ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে সেই গৃহের একপ্রান্তে একখানি কোষমুক্ত উত্তম খড়্গ পাইলেন।১৮

নল সেই খড়্গদ্বারা দময়ন্তীর বস্ত্রের অর্দ্ধ ছেদনপূর্ব্বক তাহা পরিধান করিয়া নিদ্রিতা চৈতন্যহীনা দময়ন্তীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্রুত চলিয়া গেলেন।১৯

তাহার পর তখনই নলের হৃদয় পরিবর্ত্তন হইল বলিয়া আবার সেই ঘরে আসিয়া দময়ন্তীকে দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।২০

পূর্ব্বে বায়ু বা সূর্য্যও আমার যে প্রিয়তমাকে দেখিতে পান নাই, সেই প্রিয়তমা আজ এই ধর্মশালায় ভূতলে অনাথার ন্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন।২১

বস্ত্রচ্ছেদন করায় অর্দ্ধবস্ত্রাবৃতা এই মধুরহাসিনী প্রিয়তমা জাগরিতা হইয়া আমা ব্যতীত হায় উন্মত্তার ন্যায়ই হইবেন।২২

কল্যাণী দময়ন্তী আমা ব্যতীত একাকিনী হইয়া

আদিত্যা বসবো রুদ্রা অশ্বিনৌ সমরুদ্গণৌ।
রক্ষন্তু ত্বাং মহাভাগে ধর্ম্মেণাসি সমাবৃতা ॥২৪
এবমুক্ত্বা প্রিয়াং ভার্য্যাং রূপেণাপ্রতিমাং ভুবি।
কলিনাপহৃতজ্ঞানো নলঃ প্রাতিষ্ঠতান্যতঃ ॥২৫
গত্বা গত্বা নলো রাজা পুনরেতি সভাং মুহুঃ।
আকৃষ্যমাণঃ কলিনা সৌহৃদেনাবকৃষ্যতে ॥২৬
দ্বিধেব হৃদয়ং তস্য দুঃখিতস্যাভবত্তদা।
দোলেব মুহুরায়াতি যাতি চৈব সভাং প্রতি ॥২৭
সোঽবকৃষ্টস্তু কলিনা মোহিতঃ প্রাদ্রবন্নলঃ।
সুপ্তামুৎসৃজ্য তাং ভার্য্যাং বিলপ্য করুণং বহু ॥২৮
নষ্টাত্মা কলিনা স্পৃষ্টস্তত্তদ্ বিগণয়ন্ নৃপঃ।
জগামৈকাং বনে শূন্যে ভার্য্যামুৎসৃজ্য দুঃখিতঃ ॥২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি নলোপাখ্যানপর্বণি দময়ন্তীপরিত্যাগে দ্বিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬২

হিংস্র পশু ও সর্পগণে পরিপূর্ণ এই ভয়ঙ্কর বনে কি প্রকারে বিচরণ করিবে ?২৩

মহাভাগে। তুমি ত ধর্ম্মদ্বারাই আবৃত রহিয়াছ ; তথাপি আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয় এবং অন্যান্য দেবগণ তোমাকে রক্ষা করুন'।২৪

কলি নলের বুদ্ধি হরণ করিয়াছিলেন ; তাই নল জগতে অতুলনীয় সুন্দরী প্রিয়তমা ভার্য্যাকে এইরূপ বলিয়া অন্যত্র চলিয়া গেলেন।২৫

রাজা নল কিয়দ্দূর গমন করত আবার সেই ধর্মশালায় আসিলেন,—এই ভাবে তিনি বার বার আসা যাওয়া করিতে লাগিলেন। কারণ, কলি তাঁহাকে বাহিরের দিকে আকর্ষণ করিতেছিল।২৬

তখন দুঃখিত রাজা নলের হৃদয় দুই প্রকার হইয়াছিল ; তাই সেই হৃদয় দোলার ন্যায় বার বার সেই সভা গৃহে আসিতে ও বাহিরে যাইতে লাগিল।২৭

তৎপরে রাজা নল কলিকর্তৃক আকৃষ্ট ও মোহিত হইয়া, বহুতর করুণ বিলাপ করত নিদ্রিত ভার্য্যা দময়ন্তীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্রুত প্রস্থান করিলেন।২৮

কলির সংস্পর্শে রাজা নলের পূর্ব্বস্বভাব নষ্ট হইয়াছিল ; তাই তিনি দুঃখিতমনে সেই সেই বিষয় পর্য্যালোচনা করত শূন্য বনে একাকিনী দময়ন্তীকে পরিত্যাগপূর্ব্বক চলিয়া গিয়াছিলেন।২৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে
দময়ন্তীপরিত্যাগ বিষয়ে দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৬২

ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[দময়ন্ত্যা বিলাপঃ, অজগরাদ্ ব্যাধাচ্চ অস্যাঃ প্রাণানাং তথা সতীত্বস্য রক্ষা, দময়ন্ত্যাঃ পাতিব্রত্যধর্মপ্রভাবেণ ব্যাধস্য বিনাশশ্চ।]

বৃহদশ্ব উবাচ।
অপক্রান্তে নলে রাজন্ দময়ন্তী গতক্লমা।
অবুধ্যত বরারোহা সন্ত্রস্তা বিজনে বনে ॥১

ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়।

[দময়ন্তীর বিলাপ, অজগর এবং ব্যাধ হইতে ইহার প্রাণ ও সতীত্ব রক্ষা এবং দময়ন্তীর পাতিব্রত্যের প্রভাবে ব্যাধের বিনাশ।]

বৃহদশ্ব বলিলেন,—রাজন্ যুধিষ্ঠির। নল চলিয়া গেলে, সুনিতম্বা দময়ন্তী সেই নির্জনবনমধ্যে ক্লান্তিশূন্যা অথচ ভীতা হইয়া জাগরিতা হইলেন।১

অপশ্যমানা ভর্ত্তারং শোকদুঃখসমন্বিতা।
প্রাক্রোশদুচ্চৈঃ সন্ত্রস্তা মহারাজেতি নৈষধম্ ॥২

হা নাথ হা মহারাজ হা স্বামিন্ কিং জহাসি মাম্।
হা হতাস্মি বিনষ্টাস্মি ভীতাস্মি বিজনে বনে ॥৩

ননু নাম মহারাজ ধর্ম্মজ্ঞঃ সত্যবাগসি।
কথমুক্ত্বা তথা সত্যং সুপ্তামুৎসৃজ্য মাং গতঃ ॥৪

কথমুৎসৃজ্য গন্তাসি দক্ষাং ভার্য্যামনুব্রতাম্।
বিশেষতোহনপকৃতে পরেণাপকৃতে সতি ॥৫

শক্যসে তা গিরঃ সম্যক্ কর্ত্তুং ময়ি নরেশ্বর।
যাস্তেষাং লোকপালানাং সন্নিধৌ কথিতাঃ পুরা ॥৬

নাকালে বিহিতো মৃত্যুর্মর্ত্ত্যানাং পুরুষর্ষভ।
তত্র কান্তা ত্বয়োৎসৃষ্টা মুহূর্ত্তমপি জীবতি ॥৭

পর্য্যাপ্তঃ পরিহাসোহয়মেতাবান্ পুরুষর্ষভ।
ভীতাহমতিদুর্দ্ধর্ষ দর্শয়াত্মানমীশ্বর ॥৮

দৃশ্যসে দৃশ্যসে রাজন্নেষ দৃষ্টোহসি নৈষধ।
আবার্য্য গুল্মৈরাত্মানং কিং মাং ন প্রতিভাষসে ॥৯

নৃশংসং বত রাজেন্দ্র যন্মামেবং গতামিহ।
বিলপন্তীং সমাগম্য নাশ্বাসয়সি পার্থিব ॥১০

ন শোচাম্যহমাত্মানং ন চান্যদপি কিঞ্চন।
কথং নু ভবিতাস্যেক ইতি ত্বাং নৃপ শোচয়ে ॥১১

কথং নু রাজংস্তৃষিতঃ ক্ষুধিতঃ শ্রমকর্ষিতঃ।
সায়াহ্নে বৃক্ষমূলেষু মামপশ্যন্ ভবিষ্যসি ॥১২

তিনি স্বামীকে না দেখিয়া শোক, দুঃখ ও ত্রাসযুক্তা হইয়া 'মহারাজ ! বলিয়া উচ্চস্বরে নিষধরাজ নলকে ডাকিতে লাগিলেন।২

হা নাথ ! হা মহারাজ ! হা স্বামিন্ ! আপনি কেন আমাকে পরিত্যাগ করিলেন ; আমি আপনার অদর্শনে ভীতা ও হতা হইলাম।৩

মহারাজ ! আপনি ত ধর্ম্মজ্ঞ এবং সত্যবাদী ; সুতরাং সেইরূপ সত্যকথা বলিয়া, এখন নিদ্রিত অবস্থায় আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কেন চলিয়া গেলেন ?৪

আমি আপনার কোন অপকার করি নাই ; অন্য ব্যক্তিই আপনার বিশেষ অপকার করিয়াছে ; তারপর আমি আপনার পরিচর্য্যায় নিপুণা, অনুকূলা এবং ভার্য্যা ; তথাপি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কেন যাইতেছেন।৫

নরনাথ ! আপনি স্বয়ংবরসভায় দিক্পালগণের নিকটে যে সকল কথা বলিয়াছেন, আমার বিষয়ে সে কথাগুলি এখন সত্য করিতে পারেন।৬

পুরুষশ্রেষ্ঠ ! বিধাতা অকালে প্রাণিগণের মৃত্যু বিধান করেন নাই বলিয়াই আপনি যেখানে আপনার ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেখানেও সে মুহূর্ত্তকালও জীবিতা রহিতেছে।৭

নরশ্রেষ্ঠ ! এখানে এই পর্য্যন্ত পরিহাসই যথেষ্ট হইয়াছে। হে অতিদুর্দ্ধর্ষ ! আমি ভয়ে কাতরা হইয়াছি। হে প্রাণেশ্বর ! আপনি আমাকে দর্শন দান করুন।৮

রাজন্ ! এই আপনাকে দেখিতেছি, এই যে দেখিতেছি। নিষধেশ্বর ! এই আপনাকে দেখিয়া ফেলিয়াছি। মহারাজ ! আপনি বৃক্ষস্তম্বে নিজেকে আবৃত করিয়া কেন আমার কথার প্রত্যুত্তর দিতেছেন না।৯

হা রাজশ্রেষ্ঠ ! হা ভূপতে ! আমি এখানে এইরূপ দুঃখভোগ করিতে থাকিয়া বিলাপ করিতেছি, তথাপি আপনি যে আমাকে আশ্বাস করিতেছেন না, ইহা আপনার পক্ষে নৃশংসের কার্য্য হইতেছে।১০

রাজন্ ! আমি নিজের জন্য শোক করিতেছি না, অন্য কিছুর জন্যও শোক করিতেছি না ; কিন্তু আপনি একাকী থাকিয়া দিনে দিনে কিরূপ হইয়া পড়িবেন—ইহা ভাবিয়া আপনার জন্যই শোক করিতেছি।১১

ততঃ সা তীব্রশোকার্ত্তা প্রদীপ্তেব চ মন্যুনা ।
ইতশ্চেতশ্চ রুদতী পর্য্যধাবত দুঃখিতা ॥১৩

মুহুরুৎপততে বালা মুহুঃ পততি বিহ্বলা ।
মুহুরালীয়তে ভীতা মুহুঃ ক্রোশতি রোদিতি ॥১৪

সা তীব্রশোকসন্তপ্তা মুহুর্নিঃশ্বস্য দুঃখিতা ।
উবাচ ভৈমী নিষ্ক্রান্তা রোদমানা পতিব্রতা ॥১৫

যস্যাভিশাপাদ্ দুঃখার্ত্তো দুঃখং বিন্দতি নৈষধঃ ।
তস্য ভূতস্য নো দুঃখাদ্ দুঃখমপ্যধিকং ভবেৎ ॥১৬

অপাপচেতসং পাপো য এবং কৃতবান্ নলম্ ।
তস্মাদ্ দুঃখতরং প্রাপ্য জীবত্বসুখজীবিকাম্ ॥১৭

এবং তু বিলপন্তী সা রাজ্ঞো ভার্য্যা মহাত্মনঃ ।
অন্বেষতি স্ম ভর্ত্তারং বনে শ্বাপদসেবিতে ॥১৮
উন্মত্তবদ্ ভীমসুতা বিলপন্তা ইতস্ততঃ ।
হা হা রাজন্নিতি মুহুরিতশ্চেতশ্চ ধাবতি ॥১৯
তাং শুষ্যমাণামত্যর্থং কুররীমিব বাশতীম্ ।
করুণং বহু শোচন্তীং বিলপন্তীং মুহুর্মুহুঃ ॥২০
সহসাভ্যাগতাং ভৈমীমভ্যাসপরিবর্ত্তিনীম্ ।
জগ্রাহাজগরো গ্রাহো মহাকায়ঃ ক্ষুধান্বিতঃ ॥২১
সা গ্রস্যমানা গ্রাহেণ শোকেন চ পরিপ্লুতা ।
নাত্মানং শোচতি তথা যথা শোচতি নৈষধম্ ॥২২
হা নাথ মামিহ বনে গ্রস্যমানামনাথবৎ ।
গ্রাহেণানেন বিজনে কিমর্থং নানুধাবসি ॥২৩

রাজন্! আপনি তৃষিত, ক্ষুধিত ও পরিশ্রান্ত হইয়া অদ্য সন্ধ্যাকালেই যদি বৃক্ষমূলে আমাকে দেখিতে না পান, তবে তখনই আপনি কিরূপ হইয়া পড়িবেন।।১২

তাহার পর দুঃখিতা ও তীব্রশোকার্ত্তা দময়ন্তী বিষাদবহ্নিতে যেন দগ্ধ হইতে থাকিয়াই রোদন করিতে করিতে ইতস্ততঃ দৌড়াইতে লাগিলেন।১৩

অত্যন্ত আকুলা দময়ন্তী বার বার উঠিতে লাগিলেন, বার বার পড়িতে থাকিলেন, আবার ভীত হইয়া বার বার মণ্ডপস্তম্ভের অন্তরালে লুক্কায়িত হইতে লাগিলেন এবং বার বার নলকে ডাকিতে লাগিলেন ও রোদন করিতে থাকিলেন।১৪

তাহার পর তীব্রশোকসন্তপ্তা ও অত্যন্তদুঃখিতা পতিব্রতা দময়ন্তী বার বার নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া রোদন করিতে করিতে সেই ধর্মশালা হইতে নির্গত হইয়া বলিলেন।১৫

রাজা নল যাহার অভিশাপে দুঃখার্ত্ত হইয়া আরও দুঃখ পাইতেছেন, সেই প্রাণীর দুঃখ আমাদের দুঃখ অপেক্ষাও অধিক দুঃখ হইবে।১৬

যে পাপাত্মা নিষ্পাপচিত্ত রাজা নলকে এইরূপ করিয়াছে, সে পাপাত্মা দুঃখময় জীবিকা পাইয়া নল অপেক্ষাও গুরুতর দুঃখে জীবন যাপন করুক।১৭

মহাত্মা নলের ভার্য্যা দময়ন্তী এইরূপ বিলাপ করিতে থাকিয়া হিংস্রজন্তুপরিপূর্ণ বনে স্বামীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।১৮

দময়ন্তী উন্মত্তার ন্যায় নানাদিকে যাইয়া বিলাপ করত 'হা হা রাজন্!' বলিয়া বার বার ইতস্ততঃ দৌড়াইতে লাগিলেন।১৯

শোকে শুষ্কপ্রায়া, কুররী-(বাজকুরুল) পক্ষিণীর ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে অব্যক্তশব্দায়মানা, করুণস্বরে বহুতর শোককারিণী এবং অনবরত বিলাপপরায়ণা দময়ন্তী নিকটবর্ত্তিনী হইলে, তৎক্ষণাৎ হিংস্র জলজন্তুর ন্যায় বিশাল-দেহ ও ক্ষুধার্ত্ত এক অজগর তাঁহাকে ধরিল।২০-২১

অজগর তাঁহাকে গ্রাস করিতে থাকিলেও শোকাকুলা দময়ন্তী তখনও নলের জন্য যেরূপ শোক করিতেছিলেন, নিজের জন্য তিনি সেরূপ শোক করিলেন না।২২

হা নাথ! এই অজগর এই নির্জন বনমধ্যে

কথং ভবিষ্যসি পুনর্মামনুস্মৃত্য নৈষধ।
কথং ভবান্ জগামাদ্য মামুৎসৃজ্য বনে প্রভো ॥২৪

পাপান্মুক্তঃ পুনর্লব্ধ্বা বুদ্ধিং চেতো ধনানি চ।
শ্রান্তস্য তে ক্ষুধার্ত্তস্য পরিম্লানস্য নৈষধ ॥
কঃ শ্রমং রাজশার্দূল নাশয়িষ্যতি তেঽনঘ ॥২৫

ততঃ কশ্চিমৃগব্যাধো বিচরন্ গহনে বনে।
আক্রন্দমানাং সংশ্রুত্য জবেনাভিসসার হ ॥২৬

তাং স দৃষ্ট্বা তথা গ্রস্তামুরগেণায়তেক্ষণাম্।
ত্বরমাণো মৃগব্যাধঃ সমভিক্রম্য বেগতঃ ॥২৭

মুখতঃ পাটয়ামাস শস্ত্রেণ নিশিতেন চ।
নির্বিচেষ্টং ভুজঙ্গং তং বিশস্য মৃগজীবনঃ ॥২৮

মোক্ষয়িত্বা স তাং ব্যাধঃ প্রক্ষাল্য সলিলেন হ।
সমাশ্বাস্য কৃতাহারামথ পপ্রচ্ছ ভারত ॥২৯
কস্য ত্বং মৃগশাবাক্ষি কথং চাভ্যাগতা বনম্।
কথং চেদং মহৎ কৃচ্ছ্রং প্রাপ্তবত্যসি ভাবিনি ॥৩০
দময়ন্তী তথা তেন পৃচ্ছ্যমানা বিশাম্পতে।
সর্ব্বমেতদ্ যথাবৃত্তমাচক্ষেঽস্য ভারত ॥৩১
তামর্ধবস্ত্রসংবীতাং পীনশ্রোণিপয়োধরাম্।
সুকুমারানবদ্যাঙ্গীং পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্ ॥৩২
অরালপক্ষ্মনয়নাং তথা মধুরভাষিণীম্।
লক্ষয়িত্বা মৃগব্যাধঃ কামস্য বশমীয়িবান্ ॥৩৩
তামথ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা লুব্ধকো মৃদুপূর্বয়া।
সান্ত্বয়ামাস কামার্ত্তস্তদবুধ্যত ভাবিনী ॥৩৪

অনাথার ন্যায় আমাকে গ্রাস করিতেছে; আপনি কেন দ্রুত আগমন করিতেছেন না ?২৩

হে নিষধরাজ! আপনি আমাকে স্মরণ করিয়া পুনরায় কি প্রকার হইয়া পড়িবেন; প্রভো! আপনি কেন আজ আমাকে বনে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন ?২৪

হে নিষ্পাপ নিষধরাজ! আপনি ইহার পরে মোহমুক্ত হইয়া নিজের প্রকৃত জ্ঞান ও ধন লাভ করিয়া যখন পরিশ্রান্ত, ক্ষুধার্ত্ত ও অত্যন্ত ম্লান হইবেন, হে নৃপোত্তম! তখন আমি ছাড়া কে আপনার ক্লান্তি দূর করিবে ?২৫

তাহার পর সেই সময় কোন ব্যাধ নিবিড় বনে বিচরণ করিতেছিল, সে দময়ন্তীর করুণ আর্ত্তনাদ শুনিয়া সত্বর আগমন করিল।২৬

তৎপরে বৃহৎ এক অজগর আয়তনয়না দময়ন্তীকে গ্রাস করিতেছে দেখিয়া সেই ব্যাধ সত্বর আক্রমণ করত নিশিত অস্ত্রদ্বারা বেগে সেই অজগরের মুখের একপার্শ্ব ফাড়িয়া ফেলিল। এই ভাবে সেই ব্যাধ সেই নিশ্চল সর্পকে সংহার করিয়া দময়ন্তীকে মুক্ত করিল এবং জলদ্বারা তাঁহার অঙ্গ প্রক্ষালন করিয়া তাঁহাকে কিছু খাইতে দিল, দময়ন্তী তাহা আহার করিলে, হে ভারত! ব্যাধ তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল।২৭-২৯

হরিণশাবকনয়নে! তুমি কাহার স্ত্রী? কি জন্যই বা বনে আসিয়াছ? ভাবিনি! কি কারণেই বা এই গুরুতর কষ্ট ভোগ করিলে?।৩০

হে ভরতনন্দন! হে রাজন্! ব্যাধ সেইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, দময়ন্তী যথাবৎ সমস্ত বৃত্তান্তই তাহার নিকট বলিলেন।৩১

তখন দময়ন্তীর নাভি হইতে নিম্নভাগ বস্ত্রখণ্ডে আবৃত ছিল, নিতম্ব দুইটী ও স্তন দুইটী স্থূল, সমস্ত অঙ্গ কোমল ও অনিন্দনীয়, মুখখানি পূর্ণচন্দ্রের তুল্য, নয়নের লোমগুলি সরল এবং ভাষা সুমধুর; সেই সমস্ত দেখিয়া ব্যাধ কামের বশবর্ত্তী হইল।৩২-৩৩

তাহার পর কামার্ত্ত ব্যাধ কোমল বাক্যে ও কোমল ভাবে দময়ন্তীকে আশ্বস্ত করিতে লাগিল; দময়ন্তী তাহা বুঝিতে পারিলেন।৩৪

দময়ন্ত্যপি তং দুষ্টমুপলভ্য পতিব্রতা।
তীব্ররোষসমাবিষ্টা প্রজজ্বালেব মন্যুনা ॥৩৫
স তু পাপমতিঃ ক্ষুদ্রঃ প্রধর্ষয়িতুমাতুরঃ।
দুর্দ্ধর্ষাং তর্কয়ামাস দীপ্তামগ্নিশিখামিব ॥৩৬
দময়ন্তী তু দুঃখার্ত্তা পতিরাজ্যবিনাকৃতা।
অতীতবাক্‌পথে কালে শশাপৈনং রুষান্বিতা ॥৩৭
যদাহং নৈষধাদন্যং মনসাপি ন চিন্তয়ে।
তথায়ং পততাং ক্ষুদ্রো পরাসুর্মৃগজীবনঃ ॥৩৮
উক্তমাত্রে তু বচনে তথা স মৃগজীবনঃ।
ব্যসুঃ পপাত মেদিন্যামগ্নিদগ্ধ ইব দ্রুমঃ ॥৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি নলোপাখ্যানপর্ব্বণি অজগরগ্রস্তদময়ন্তীমোচনে ত্রিষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৩

তখন পতিব্রতা দময়ন্তী সেই দুষ্ট ব্যাধের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, ক্রমে ক্রমে যেন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন।৩৫

কিন্তু কামাতুর, নীচ এবং পাপাত্মা ব্যাধও তখন বলপূর্ব্বক রমণ করিবার ইচ্ছা করিয়াও প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার তুল্যই দময়ন্তীকে স্পর্শ করা দুষ্কর বলিয়া মনে করিল।ঃ৬

রাজ্য ত পূর্ব্বেই গিয়াছে, পতিও চলিয়া গিয়াছেন; তাই অত্যন্ত দুঃখার্ত্তা দময়ন্তী ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া সেই অবর্ণনীয় সময়ে ব্যাধকে অভিসম্পাত করিলেন।৩৭

যখন আমি নলভিন্ন অন্য পুরুষকে মনেও চিন্তা করি না, তখন এই নীচ ব্যাধ প্রাণশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হউক।৩৮

দময়ন্তী সেইরূপ কথা বলিবামাত্র সেই ব্যাধ—অগ্নিদগ্ধ বৃক্ষের ন্যায় প্রাণশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইল।৩৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে অজগর কর্ত্তৃক গ্রস্তা দময়ন্তীমোচনে ত্রিষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৬৩

চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[দময়ন্ত্যা বিলাপঃ প্রলাপশ্চ, তাপসানাং দময়ন্ত্যৈ আশ্বাসদানম্,
বণিগ্‌ভিঃ সহ তস্যাঃ সাক্ষাৎকারশ্চ।]

বৃহদশ্ব উবাচ।
সা নিহত্য মৃগব্যাধং প্রতস্থে কমলেক্ষণা।
বনং প্রতিভয়ং শূন্যং ঝিল্লিকাগণনাদিতম্ ॥১
সিংহ-দ্বীপি-রুরু-ব্যাঘ্র-মহিষর্ক্ষগণৈর্যুতম্।
নানাপক্ষিগণাকীর্ণং ম্লেচ্ছ-তস্করসেবিতম্ ॥২
শাল-বেণু-ধবাশ্বত্থ-তিন্দুকেঙ্গুদ-কিংশুকৈঃ।
অর্জ্জুনারিষ্টসংছন্নং স্যন্দনৈশ্চ সশাল্মলৈঃ ॥৩

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়।

[দময়ন্তীর বিলাপ ও প্রলাপ, তাপসগণ কর্ত্তৃক দময়ন্তীকে আশ্বাস দান এবং বণিগ্‌গণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার।]

বৃহদশ্ব বলিলেন,—পদ্মনয়না দময়ন্তী ব্যাধকে বধ করিয়া (নলের অন্বেষণে) ভয়ঙ্কর শূন্য বনে প্রবেশ করিলেন। তখন সে বনে বহু ঝিঁঝি পোকা ডাকিতেছিল।১

জম্ব্বাম্র-লোধ্র-খদির-সাল-বেত্রসমাকুলম্।
পদ্মকামলক-প্লক্ষ-কদম্বোডুম্বরাবৃতম্ ॥৪

বদরী-বিল্বসঙ্কীর্ণং ন্যগ্রোধৈশ্চ সমাকুলম্।
প্রিয়াল-তাল-খর্জ্জূর-হরীতক-বিভীতকৈঃ ॥৫

নানাধাতুশতৈর্নদ্ধান্ বিবিধানপি চাচলান্।
নিকুঞ্জান্ পরিসংঘুষ্টান্ দরীশ্চাদ্ভুতদর্শনাঃ ॥৬

নদীঃ সরাংসি বাপীশ্চ বিবিধাংশ্চ মৃগদ্বিজান্।
সা বহূন্ ভীমরূপাংশ্চ পিশাচোরগ-রাক্ষসান্ ॥৭

পল্বলানি তড়াগানি গিরিকূটানি সর্বশঃ।
সরিতো নির্ঝরাংশ্চৈব দদর্শাদ্ভুতদর্শনান্ ॥৮

যূথশো দদৃশে চাত্র বিদর্ভাধিপনন্দিনী।
মহিষাংশ্চ বরাহাংশ্চ ঋক্ষাংশ্চ বনপন্নগান্ ॥৯

তেজসা যশসা লক্ষ্ম্যা স্থিত্যা চ পরয়া যুতা।
বৈদর্ভী বিচরত্যেকা নলমন্বেষতী তদা ॥১০

নাবিভ্যৎ সা নৃপসুতা ভৈমী তত্রাথ কস্যচিৎ।
দারুণামটবীং প্রাপ্য ভর্ত্তৃব্যসনপীড়িতা ॥১১

বিদর্ভতনয়া রাজন্ বিললাপ সুদুঃখিতা।
ভর্ত্তৃশোকপরীতাঙ্গী শিলাতলমথাশ্রিতা ॥১২

দময়ন্ত্যুবাচ।

ব্যূঢ়োরস্ক মহাবাহো নৈষধানাং জনাধিপ।
ক্ব নু রাজন্ গতোঽস্যদ্য বিসৃজ্য বিজনে বনে ॥১৩

অশ্বমেধাদিভির্বীর ক্রতুভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ।
কথমিষ্ট্বা নরব্যাঘ্র ময়ি মিথ্যা প্রবর্ত্তসে ॥১৪

সে বন সিংহ, ব্যাঘ্রবিশেষ (কেঁদুয়া বাঘ), সাধারণ ব্যাঘ্র, রুরুহরিণ, অন্যান্য হরিণ, মহিষ, ভল্লুক ও নানাবিধ পক্ষিগণে পরিপূর্ণ ছিল; আর তাহাতে ম্লেচ্ছ ও তস্করগণ বিচরণ করিত এবং সে বন শাল, বাঁশ, ধব, অশ্বত্থ, তিন্দুক, ইঙ্গুদ, কিংশুক, অর্জ্জুন, নিম্ব, তিনিস, শাল্মলী, জম্বূ, আম্র, লোধ্র, খদির, শাক, বেত্র, পদ্মক, আমলকী, পর্কটী, কদম্ব, উডুম্বর, বদরী, বিল্ব, বট, পিয়াল, তাল, খর্জ্জুর, হরীতকী ও বিভীতকীবৃক্ষে পরিপূর্ণ ছিল।২-৫

তারপর দময়ন্তী দেখিলেন—সেই বনে নানাবিধ পর্ব্বত রহিয়াছে, সেগুলি হইতে বহুবিধ ধাতু নির্গত হইতেছে; বহুতর কুঞ্জ আছে, তাহার ভিতরে পক্ষিগণ রব করিতেছে এবং অনেক গুহা আছে, সেগুলির আকৃতি অদ্ভুত; আর দেখিলেন—বহুতর নদী, সরোবর, দীঘী, নানাবিধ পশু ও পক্ষী, ভয়ঙ্করাকৃতি বহুতর পিশাচ, সর্প ও রাক্ষস; অনেক ক্ষুদ্র জলাশয়, বৃহৎ জলাশয়, সর্ব্বপ্রকার পর্ব্বতশৃঙ্গ, ক্ষুদ্র নদী এবং অদ্ভুতাকৃতি বহু নির্ঝর রহিয়াছে।৬-৮

বিদর্ভরাজকুমারী দময়ন্তী সেই বনমধ্যে শ্রেণীবদ্ধভাবে বহু মহিষ, শূকর, ভল্লুক ও বনজাত সর্পে দেখিলেন।৯

অসাধারণ তেজ, যশ, কান্তি ও মর্য্যাদাসম্পন্না দময়ন্তী তখন একাকিনীই নলের অন্বেষণে বিচরণ করিতে লাগিলেন।১০

ভর্ত্তৃবিরহপীড়িতা রাজকন্যা দময়ন্তী সেই ভয়ঙ্করবন মধ্যেও কোন জন্তু হইতে ভীত হইলেন না।১১

রাজন্! তাহার পর ভর্ত্তৃশোকে আকুল ও অতিদুঃখিতা দময়ন্তী একটি শিলাখণ্ডের উপরে বসিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।১২

দময়ন্তী বলিলেন,—বিশালবক্ষা মহাবাহু নিষধরাজ! আপনি আজ আমাকে নির্জ্জন বনে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গেলেন?১৩

বীর নরশ্রেষ্ঠ! আপনি প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ করিয়া আমার উপরে কেন মিথ্যা ব্যবহার করিতেছেন?১৪

যৎ ত্বয়োক্তং নরশ্রেষ্ঠ তৎ সমক্ষং মহাদ্যুতে।
স্মর্তুমর্হসি কল্যাণ বচনং পার্থিবর্ষভ ॥১৫
যচ্চোক্তং বিহগৈর্হংসৈঃ সমীপে তব ভূমিপ।
মৎসমক্ষং যদুক্তঞ্চ তদবেক্ষিতুমর্হসি ॥১৬
চত্বার একতো বেদাঃ সাঙ্গোপাঙ্গাঃ সবিস্তরাঃ।
স্বধীতা মনুজব্যাঘ্র সত্যমেকং কিলৈকতঃ ॥১৭
তস্মাদর্হসি শত্রুঘ্ন সত্যং কর্তুং নরেশ্বর।
উক্তবানসি যদ্ বীর মৎসকাশে পুরা বচঃ ॥১৮
হা বীর নল নামাহং নষ্টা কিল তবানঘ।
অস্যামটব্যাং ঘোরায়াং কিং মাং ন প্রতিভাষসে ॥১৯
কর্ষয়ত্যেষ মাং রৌদ্রো ব্যাত্তাস্যো দারুণাকৃতিঃ।
অরণ্যরাট্ ক্ষুধাবিষ্টঃ কিং মাং ন ত্রাতুমর্হসি ॥২০
ন মে ত্বদন্যা কাচিদ্ধি প্রিয়াস্তীত্যব্রবীঃ সদা।
তামৃতাং কুরু কল্যাণ পুরোক্তাং ভারতীং নৃপ ॥২১
উন্মত্তাং বিলপন্তীং মাং ভার্য্যামিষ্টাং নরাধিপ।
ঈপ্সিতামীপ্সিতোহসি ত্বং কিং মাং ন প্রতিভাষসে ॥২২
কৃশাং দীনাং বিবর্ণাঞ্চ মলিনাং বসুধাধিপ।
বস্ত্রার্ধপ্রাবৃতামেকাং বিলপন্তীমনাথবৎ ॥২৩
যূথভ্রষ্টামিবৈকাং মাং হরিণীং পৃথুলোচন।
ন মানয়সি মামার্য্য রুদন্তীমরিকর্শন ॥২৪
মহারাজ মহারণ্যে অহমেকাকিনী সতী।
দময়ন্ত্যভিভাষে ত্বাং কিং মাং ন প্রাতভাষসে ॥২৫
কুলশীলোপসম্পন্ন চারুসর্বাঙ্গশোভন।
নাদ্য ত্বাং প্রতিপশ্যামি গিরাবস্মিন্ নরোত্তম ॥২৬

নরশ্রেষ্ঠ। মহাতেজস্বিন্। মঙ্গলভাজন। রাজশ্রেষ্ঠ। আপনি আমার সমক্ষে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য করুন।১৫

রাজন্। গগনবিহারী হংসগণ আপনার নিকটে যাহা বলিয়াছিল এবং আমার সমক্ষে যাহা কহিয়াছিল, সেই সকল বিষয়ে লক্ষ্য করুন।১৬

নরশ্রেষ্ঠ। যদি অঙ্গ, উপাঙ্গ ও পুরাণ প্রভৃতির সহিত সবিস্তারে চারিটী বেদের স্বাধ্যায় একদিকে এবং সত্য অন্যদিকে থাকে,—তবে এই উভয়ের মধ্যে সত্যই শ্রেষ্ঠ।১৭

অতএব হে শত্রুনাশন বীর নরনাথ। আপনি পূর্ব্বে আমার নিকটে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা সত্য করুন।১৮

হা নিষ্পাপ বীর। আমি ধারণা করি যে, আমি আপনার প্রিয়, কিন্তু তবে এই ভয়ঙ্কর বনে আমার কথার উত্তর দিতেছেন না কেন ?১৯

ভয়ঙ্করস্বভাব, দারুণাকৃতি, বিবৃতবদন ও ক্ষুধার্ত্ত সিংহ আমাকে নিশ্চয়ই আক্রমণ করিবে, আপনি কি আমাকে রক্ষা করিবেন না ?২০

মঙ্গলভাজন। আপনি সর্ব্বদা বলিতেন যে, তুমি ভিন্ন অন্য কোন রমণীই আমার প্রিয় নহে। রাজন্। আপনার এই পূর্ব্বোক্ত কথা সত্য করুন।২১

নরনাথ। আপনি আমার প্রিয় ভর্ত্তা, আমিও আপনার প্রিয়া ভার্য্যা, এই অবস্থায় আমি উন্মত্তা হইয়া বিলাপ করিতেছি, আপনি উত্তর দিতেছেন না কেন ?২২

হে বিশালনয়ন সম্মানযোগ্য শত্রুনাশন রাজন্। আমি এখন যূথভ্রষ্টা একাকিনী হরিণীর ন্যায় কৃশা, কাতরা, বিবর্ণা, ধূলিধূসরা ও অর্দ্ধবস্ত্রে আবৃতা হইয়া অনাথার ন্যায় একা বিলাপ ও রোদন করিতেছি; আপনি আসিয়া কেন আদর করিতেছেন না ?২৩-২৪

মহারাজ। আমি দময়ন্তী এই মহাবনে একাকিনী হইয়া আপনার উদ্দেশ্যে কত কথা বলিতেছি, আপনি কেন আমাকে কিছুই বলিতেছেন না ?২৫

নরশ্রেষ্ঠ। আপনি উত্তম কুল ও শ্রেষ্ঠ শীলসম্পন্ন এবং সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ; হায়। সেই অবস্থায় আপনাকে আজ এই পর্ব্বতে দেখিতে পাইতেছি না।২৬

বনে চাস্মিন্ মহাঘোরে সিংহ-ব্যাঘ্রনিষেবিতে।
শয়ানমুপবিষ্টং বা স্থিতং বা নিষধাধিপ ॥২৭

প্রস্থিতং বা নরশ্রেষ্ঠ মম শোকবিবর্দ্ধন।
কং নু পৃচ্ছামি দুঃখার্ত্তা ত্বদর্থে শোককর্শিতা ॥২৮

কচ্চিদ্ দৃষ্টস্ত্বয়ারণ্যে সঙ্গত্যেহ নলো নৃপঃ।
কো নু মে বাথ প্রষ্টব্যো বনেহস্মিন্ প্রস্থিতং নলম্ ॥২৯

অভিরূপং মহাত্মানং পরব্যূহবিনাশনম্।
যমন্বেষসি রাজানং নলং পদ্মনিভেক্ষণম্ ॥৩০

অয়ং স ইতি কস্যাদ্য শ্রোষ্যামি মধুরাং গিরম্।
অরণ্যরাড়য়ং শ্রীমাংশ্চতুর্দংষ্ট্রো মহাহনুঃ ॥৩১

শার্দূলোহভিমুখোহভ্যেতি প্রক্ষ্যাম্যেনমশঙ্কিতা।
ভবান্ মৃগাণামধিপস্ত্বমস্মিন্ কাননে প্রভুঃ ॥৩২

বিদর্ভরাজতনয়াং দময়ন্তীতি বিদ্ধি মাম্।
নিষধাধিপতের্ভার্য্যাং নলস্যামিত্রঘাতিনঃ ॥৩৩

পতিমন্বেষতীমেকাং কৃপণাং শোককর্শিতাম্।
আশ্বাসয় মৃগেন্দ্রেহ যদি দৃষ্টস্ত্বয়া নলঃ ॥৩৪

অথবা ত্বং বনপতে নলং যদি ন শংসসি।
মাং খাদয় মৃগশ্রেষ্ঠ দুঃখাদস্মাদ্ বিমোচয় ॥৩৫

শ্রুত্বারণ্যে বিলপিতং ন মামাশ্বাসয়ত্যয়ম্।
যাত্যেতাং স্বাদুসলিলামাপগাং সাগরঙ্গমাম্ ॥৩৬

ইমং শিলোচ্চয়ং পুণ্যং শৃঙ্গৈর্বহুভিরুচ্ছ্রিতৈঃ।
বিরাজিতং দিবস্পৃগ্ভির্নৈকবর্ণৈর্মনোরমৈঃ ॥৩৭

নানাধাতুসমাকীর্ণং বিবিধোপলভূষিতম্।
অস্যারণ্যস্য মহতঃ কেতুভূতমিবোত্থিতম্ ॥৩৮

সিংহ-শার্দূল-মাতঙ্গ-বরাহর্ক্ষ-মৃগাযুতম্।
পতৎত্রিভির্বহুবিধৈঃ সমন্তাদনুনাদিতম্ ॥৩৯

নিষধরাজ! নরশ্রেষ্ঠ! আমার শোকবর্দ্ধক! সিংহ ও ব্যাঘ্রে পরিপূর্ণ এই মহাভয়ঙ্কর বনে দুঃখার্ত্তা ও শোকাকুলা অবস্থায় আমি শায়িত, উপবিষ্ট, দণ্ডায়মান বা গমনকারী কোন্ ব্যক্তিকে আপনার বিষয় জিজ্ঞাসা করিব ?২৭-২৮

'আপনি কি এই বনে রাজা নলের সহিত সম্মিলিত হইয়া উঁহাকে দেখিয়াছেন ?' এই ভাবে আমি এই বনমধ্যে প্রস্থিত নলরাজার বিষয় কাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিব ?২৯

অতীব মনোহর মূর্ত্তিধারী, মহাত্মা, শত্রুসৈন্যহন্তা এবং পদ্মনয়ন যে নলরাজাকে তুমি অন্বেষণ করিতেছ, এই তিনি।'—এইরূপ মধুর বাক্য আজ আমি কাহার নিকট শুনিব ? (সে যাহা হউক,) হৃষ্ট-পুষ্ট-শরীর, বিশালদন্তচতুষ্টয়যুক্ত ও বিশাল হনুশালী এই বনাধিপতি সিংহ এই দিকেই আসিতেছে; আমি নিঃশঙ্কচিত্তে উঁহাকেই জিজ্ঞাসা করি—'পশুশ্রেষ্ঠ! আপনি পশুদের অধিপতি এবং এই বনের রাজা; আপনি অবগত হউন যে, আমি বিদর্ভরাজের দুহিতা এবং শত্রুহন্তা নিষধাধিপতি নলরাজার ভার্য্যা, আমার নাম—'দময়ন্তী'; আমি শোকার্ত্তা ও কাতরা হইয়া একাকিনী পতির অন্বেষণ করিতেছি। অতএব পশুরাজ! আপনি যদি নলরাজাকে দেখিয়া থাকেন তবে তাঁহার বৃত্তান্ত বলিয়া আমাকে আশ্বস্ত করুন।৩০-৩৪

হে বনরাজ! হে পশুশ্রেষ্ঠ! আপনি যদি নলরাজার বিষয় না বলেন, তবে আমাকে ভক্ষণ করুন এবং এই দুঃখ হইতে মুক্ত করুন।৩৫

অহো! এই ব্যাঘ্র আমার বিলাপ শুনিয়াও আমাকে আশ্বস্ত করিল না, কিন্তু স্বাদিষ্টজলে পরিপূর্ণা সাগরগামিনী এই নদীর দিকে যাইতেছে।৩৬

এই একটী পবিত্র উন্নত আকাশস্পর্শী পর্ব্বত, নানাবর্ণ ও মনোহর বহু শৃঙ্গে উহা শোভা পাইতেছে; এই পর্ব্বতটী গৈরিক প্রভৃতি বহুবিধ ধাতুতে ব্যাপ্ত, নানাবিধ প্রস্তরে ভূষিত এবং এই মহারণ্যের ধ্বজের ন্যায় উত্থিত রহিয়াছে; ইহাতে সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী,

কিংশুকাশোক-বকুল-পুন্নাগৈরুপশোভিতম্ ।
কর্ণিকার-ধব-প্লক্ষৈঃ সুপুষ্পৈরুপশোভিতম্ ॥৪০

সরিদ্ভিঃ সবিহঙ্গাভিঃ শিখরৈশ্চ সমাকুলম্ ।
গিরিরাজমিমং তাবৎ পৃচ্ছামি নৃপতিং প্রতি ॥৪১

ভগবন্নচলশ্রেষ্ঠ দিব্যদর্শন বিশ্রুত ।
শরণ্য বহুকল্যাণ নমস্তেঽস্তু মহীধর ॥৪২

প্রণম্যাভিগম্যাহং রাজপুত্রীং নিবোধ মাম্ ।
রাজ্ঞঃ স্নুষাং রাজভার্য্যাং দময়ন্তীতি বিশ্রুতাম্ ॥৪৩

রাজা বিদর্ভাধিপতিঃ পিতা মম মহারথঃ ।
ভীমো নাম ক্ষিতিপতিশ্চাতুর্বর্ণ্যস্য রক্ষিতা ॥৪৪

রাজসূয়াশ্বমেধানাং ক্রতূনাং দক্ষিণাবতাম্ ।
আহর্ত্তা পার্থিবশ্রেষ্ঠঃ পৃথচার্বঞ্চিতেক্ষণঃ ॥৪৫

ব্রহ্মণ্যঃ সাধুবৃত্তশ্চ সত্যবাগনসূয়কঃ ।
শীলবান্ বীর্য্যসম্পন্নঃ পৃথুশ্রীর্ধর্মবিচ্ছুচিঃ ॥৪৬

সম্যগ্ গোপ্তা বিদর্ভাণাং নির্জ্জিতারিগণঃ প্রভুঃ ।
তস্য মাং বিদ্ধি তনয়াং ভগবংস্ত্বামুপস্থিতাম্ ॥৪৭

নিষধেষু মহারাজঃ শ্বশুরো মে নরোত্তমঃ ।
গৃহীতনামা বিখ্যাতো বীরসেন ইতি স্ম হ ॥৪৮

তস্য রাজ্ঞঃ সুতো বীরঃ শ্রীমান্ সত্যপরাক্রমঃ ।
ক্রমপ্রাপ্তং পিতুঃ স্বং যো রাজ্যং সমনুশাস্তি হ ॥৪৯

নলো নামারিদমনঃ পুণ্যশ্লোক ইতি শ্রুতঃ ।
ব্রহ্মণ্যো বেদবিদ্ বাগ্মী পুণ্যকৃৎ সোমপোঽগ্নিমান্ ॥৫০

যষ্টা দাতা চ যোদ্ধা চ সম্যক্ চৈব প্রশাসিতা ।
তস্য মামচলশ্রেষ্ঠ বিদ্ধি ভার্য্যামিহাগতাম্ ॥৫১

ত্যক্তশ্রিয়ং ভর্তৃহীনামনাথাং ব্যসনান্বিতাম্ ।
অন্বেষমাণাং ভর্ত্তারং ত্বং মাং পর্বতসত্তম ॥৫২

বরাহ, ভল্লুক ও হরিণগণ বিচরণ করিতেছে; নানাবিধ পক্ষী সকল দিকে রব করিয়া বেড়াইতেছে; মনোহরপুষ্পশালী কিংশুক, অশোক, বকুল, পুন্নাগ স্থলপদ্ম, ধব ও পর্কটী বৃক্ষসকল এবং অন্যান্য পুষ্পিত বৃক্ষসকল উহার শোভা জন্মাইতেছে।৩৭-৪০

ঐ পর্ব্বতে অনেক নদী প্রবাহিত হইতেছে, তাহাতে আবার পক্ষিগণ বিচরণ করিতেছে এবং বহুতর শিখর পর্ব্বতমধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই পর্ব্বতরাজের নিকট নলরাজার বিষয় জিজ্ঞাসা করি।৪১

দিব্যদর্শন। বিশ্ববিখ্যাত। শরণাগতরক্ষক। বহুমঙ্গলময়। পৃথিবীধর। ভগবন্। পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ। আপনাকে নমস্কার।৪২

আমি আপনার নিকটে উপস্থিত হইয়া আপনাকে নমস্কার করিতেছি। আপনি জানুন যে, আমি রাজার কন্যা, রাজার পুত্রবধূ এবং রাজার ভার্য্যা, আমার নাম 'দময়ন্তী'।৪৩

বিদর্ভদেশের অধিপতি ও ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারি বর্ণের রক্ষক মহারথ ভীমরাজা আমার পিতা। তিনি প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত রাজসূয় ও অশ্বমেধ প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন ও রাজাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহার নয়নযুগল বিশাল, মনোহর ও সরল। আর তিনি ব্রাহ্মণগণের হিতৈষী, সকলের সঙ্গেই সদ্ব্যবহারকারী, সত্যবাদী, অসূয়াশূন্য, সচ্চরিত্র, বীর্য্যশালী, মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন, ধর্ম্মজ্ঞ, পবিত্র, যথাযথভাবে বিদর্ভদেশের রক্ষক, শত্রুবিজয়ী ও প্রভাবসম্পন্ন। ভগবন্ পর্ব্বতরাজ। আমি তাঁহারই কন্যা, আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি, ইহা আপনি অবগত হউন।৪৪-৪৭

নিষধদেশের অধিপতি, নরশ্রেষ্ঠ এবং প্রাতঃস্মরণীয়নামা মহারাজ বীরসেন আমার শ্বশুর ছিলেন।৪৮

সেই রাজার পুত্র, মহাবীর, পরমসুন্দর এবং যথার্থবিক্রমশালী যে নল উত্তরাধিকারিক্রমে পিতার রাজ্য শাসন করিতেন, যিনি শত্রুবিজয়ী, 'পুণ্যশ্লোক'-নামে বিখ্যাত, ব্রাহ্মণগণের হিতৈষী, বেদবিৎ, বাগ্মী

সমুল্লিখদ্ভিরেভৈর্হি ত্বয়া শৃঙ্গশতৈর্নৃপঃ।
কচ্চিদ্ দৃষ্টোঽচলশ্রেষ্ঠ বনেঽস্মিন্ দারুণে নলঃ ॥৫৩
গজেন্দ্রবিক্রমো ধীমান্ দীর্ঘবাহুরমর্ষণঃ।
বিক্রান্তঃ সত্ত্ববান্ বীরো ভর্ত্তা মম মহাযশাঃ ॥
নিষধানামধিপতিঃ কচ্চিদ্ দৃষ্টস্ত্বয়া নলঃ ॥৫৪
বিলপতীং কিমেকাং মাং পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ বিহ্বলাম্।
গিরা নাশ্বাসয়স্যদ্য স্বাং সুতামিব দুঃখিতাম্ ॥৫৫
বীর বিক্রান্ত ধর্মজ্ঞ সত্যসন্ধ মহীপতে।
যদ্যস্ত্যস্মিন্ বনে রাজন্ দর্শয়াত্মানমাত্মনা ॥৫৬
কদা সুস্নিগ্ধগম্ভীরাং জীমূতস্বনসন্নিভাম্।
শ্রোষ্যামি নৈষধস্যাহং বাচাং তামমৃতোপমাম্ ॥৫৭
বৈদর্ভীত্যেব বিস্পষ্টাং শুভাং রাজ্ঞো মহাত্মনঃ।
আম্নায়সারিণীমৃদ্ধাং মম শোকাবনাশিনীম্।
ভীতামাশ্বাসয় চ মাং নৃপতে ধর্ম্মবৎসল ॥৫৮

ইতি সা তং গিরিশ্রেষ্ঠমুক্ত্বা পার্থিবনন্দিনী।
দময়ন্তী ততো ভূয়ো জগাম দিশমুত্তরাম্ ॥৫৯
সা গত্বা ত্রীনহোরাত্রান্ দদর্শ পরমাঙ্গনা।
তাপসারণ্যমতুলং দিব্যকাননশোভিতম্ ॥৬০
বশিষ্ঠ-ভৃগ্বত্রিসমৈস্তাপসৈরুপশোভিতম্।
নিয়তৈঃ সংযতাহারৈর্দম-শৌচসমন্বিতৈঃ ॥৬১
অব্ভক্ষৈর্বায়ুভক্ষৈশ্চ পত্রাহারৈস্তথৈব চ।
জিতেন্দ্রিয়ৈর্মহাভাগৈঃ স্বর্গমার্গদিদৃক্ষুভিঃ ॥৬২
বল্কলাজিনসংবীতৈর্মুনিভিঃ সংযতেন্দ্রিয়ৈঃ।
তাপসাধ্যুষিতং রম্যং দদর্শাশ্রমমণ্ডলম্ ॥৬৩
নানামৃগগণৈর্জুষ্টং শাখামৃগগণাযুতম্।
তাপসৈঃ সমুপেতঞ্চ সা দৃষ্ট্বৈব সমাশ্বসৎ ॥৬৪

পুণ্যকর্মকারী, সোমপায়ী, সাগ্নিক, যজ্ঞকারী, দাতা, এবং সম্যক্ শাসনকর্ত্তা। হে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ। সেই নলরাজারই আমি ভার্য্যা; কিন্তু সম্প্রতি সেই নল কর্ত্তৃকপরিত্যক্তা, অনাথা, কান্তিহীনা ও বিপন্না হইয়া সেই ভর্ত্তারই অন্বেষণ করিতে করিতে আমি এখানে আসিয়াছি, ইহাও আপনি অবগত হউন ৪৯-৫২

পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ। আপনি এই সকল গগনস্পর্শী শৃঙ্গদ্বারা এই ভয়ঙ্কর বনমধ্যে নলরাজাকে কি দেখিয়াছেন?৫৩

গজেন্দ্রের ন্যায় বিক্রমশালী, বুদ্ধিমান্, দীর্ঘবাহু, দুঃখাসহিষ্ণু, অত্যন্তশক্তিসম্পন্ন, অধ্যবসায়ী, বীর ও মহাযশস্বী নিষধরাজ নলকে কি আপনি দেখিয়াছেন?৫৪

হা পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ। আমি আপনার নিজের কন্যার মত বিহ্বলা ও দুঃখিতা হইয়া একাকিনী বিলাপ করিতেছি, তথাপি আপনি আজ বাক্যদ্বারাও আমাকে আশ্বস্ত করিতেছেন না কেন?৫৫

বীর! বিক্রান্ত। ধর্ম্মজ্ঞ। সত্যপ্রতিজ্ঞ। রাজন্! আপনি যদি এই বনে থাকেন, তবে নিজেই নিজে দর্শন দান করুন।৫৬

হায়। মেঘধ্বনির ন্যায় অতিস্নিগ্ধ ও গম্ভীর, অমৃতের ন্যায় মধুর, আমার পক্ষে বেদের তুল্য প্রমাণ, শোকনাশক ও মঙ্গলসূচক এবং উত্তম পদ অর্থসম্পন্ন 'বৈদর্ভি।' এই প্রকার নলরাজার বাক্য আবার কবে শুনিতে পাইব? হা ধর্ম্মবৎসল রাজন্! আমি ভীত হইয়া পড়িয়াছি, আমাকে আশ্ব করুন ৫৭-৫৮

রাজনন্দিনী দময়ন্তী এই ভাবে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠকে বলিয়া তাহার পর আবার উত্তরদিকে গমন করি লাগিলেন।৫৯

নারীশ্রেষ্ঠ দময়ন্তী তিন অহোরাত্র উত্তরদিকে যাইয়া দিব্য বনসুশোভিত একটী অতুলনীয় তপোব দেখিতে পাইলেন।৬০

সেই তপোবনের মধ্যে অনেকগুলি মনো

সুভ্রূঃ সুকেশী সুশ্রোণী সুকুচা সুদ্বিজাননা।
বর্চস্বিনী সুপ্রতিষ্ঠা স্বস্মিতায়তলোচনা ॥৬৫

সা বিবেশাশ্রমপদং বীরসেনসুতপ্রিয়া।
যোষিদ্রত্নং মহাভাগা দময়ন্তী তপস্বিনী ॥৬৬

সাভিবাদ্য তপোবৃদ্ধান্ বিনয়াবনতা স্থিতা।
স্বাগতং ত ইতি প্রোক্তা তৈঃ সর্ব্বৈস্তাপ-
সোত্তমৈঃ ॥৬৭

পূজাং চাস্যা যথান্যায়ং কৃত্বা তত্র তপোধনাঃ।
আস্যতামিত্যথোচুস্তে ব্রূহি কিং করবামহে ॥৬৮

তানুবাচ বরারোহা কচ্চিদ্ ভগবতামিহ।
তপঃস্বগ্নিষু ধর্ম্মেষু মৃগপক্ষিষু চানঘাঃ ॥৬৯

কুশলং বো মহাভাগাঃ স্বধর্মাচরণেষু চ।
তৈরুক্তা কুশলং ভদ্রে সর্বত্রেতি যশস্বিনি ॥৭০

ব্রূহি সর্বানবদ্যাঙ্গি কা ত্বং কিঞ্চ চিকীর্ষসি।
দৃষ্ট্বৈব তে পরং রূপং দ্যুতিঞ্চ পরমামিহ ॥৭১

বিস্ময়ো নঃ সমুৎপন্নঃ সমাশ্বসিহি মা শুচঃ।
অস্যারণ্যস্য দেবী ত্বমুতাহোঽস্য মহীভৃতঃ ॥৭২

অস্যাশ্চ নদ্যাঃ কল্যাণি বদ সত্যমনিন্দিতে।
সাব্রবীৎ তানৃষীন্ নাহমরণ্যস্যাস্য দেবতা ॥৭৩

ন চাপ্যস্য গিরের্বিপ্রা নৈব নদ্যাশ্চ দেবতা।
মানুষীং মাং বিজানীত যূয়ং সর্ব্বে তপোধনাঃ ॥৭৪

আশ্রম দেখিলেন; সেখানকার তপস্বিগণ সকলেই ব্রতপরায়ণ, সংযতাহার, পবিত্র, মহাত্মা, স্বর্গলিপ্সু এবং বল্কল ও অজিনধারী ছিলেন, আর কর্ম্মেন্দ্রিয়, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় জয় করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকে জলমাত্র পান করিতেন, অনেকে বায়ুমাত্র ভোজন করিতেন, আবার অনেকে বৃক্ষের পত্রমাত্র আহার করিতেন।৬১-৬৩

আর, সেই তপোবনে নানাবিধ হরিণ ও বানর বিচরণ করিত এবং বহুতর তপস্বী বাস করিতেন, এতাদৃশ তপোবন দেখিয়াই দময়ন্তী আশ্বস্ত হইলেন।৬৪

যাঁহার ভ্রূযুগল সুন্দর, কেশকলাপ এবং নিতম্বযুগল, স্তনযুগল ও দন্তসমূহ মনোহর, যাঁহার অঙ্গের লাবণ্য ও অবস্থানের ভঙ্গী সুন্দর ছিল, যিনি তেজস্বিনী ও সুপ্রতিষ্ঠ ছিলেন, যাঁহার নয়নযুগল কৃষ্ণবর্ণ, আয়ত ও মনোহর ছিল, সেই নলপ্রিয়া, রমণীরত্ন, মহাভাগা এবং তপস্বিনী দময়ন্তী সেই আশ্রমে প্রবেশ করিলেন।৬৫-৬৬

তিনি বৃদ্ধ তপস্বীদিগকে নমস্কার করত বিনয়ে অবনত হইয়া রহিলেন; তখন সেই সকল শ্রেষ্ঠ তপস্বিগণ তাঁহাকে বলিলেন—আপনার সুখে আগমন হইয়াছে ত?৬৭

সেই তপস্বিগণ যথানিয়মে উঁহার সম্মান করিয়া বলিলেন যে, আপনি উপবেশন করুন এবং আমরা আপনার কি করিব—বলুন।৬৮

সুন্দরী দময়ন্তী তাঁহাদিগকে বলিলেন,—ভগবন্! এখানে আপনাদের তপস্যা, হোমাগ্নি এবং ধর্ম্মের কোনবিঘ্ন হয় নাই ত ও পশু-পক্ষীদিগের কোন বিপদ নাই ত?৬৯

মহাভাগগণ! আপনাদের ধর্ম্মাচরণের মঙ্গল ত? তাঁহারা বলিলেন,—ভদ্রে! যশস্বিনি! আমাদের সর্ব্বত্র মঙ্গল।৭০

সর্ব্বাঙ্গসুন্দরি! বল—তুমি কে? কি করিতেই বা ইচ্ছা করিতেছ? তোমার পরম রূপ এবং অতিশয় তেজ দেখিয়াই আমাদের বিস্ময় জন্মিয়াছে; তুমি আশস্ত হও, শোক করিও না। তুমি কি এই বনের দেবী? না এই পর্ব্বতের দেবী?৭১-৭২

অথবা এই নদীর দেবী? কল্যাণি! অনিন্দিতে! সত্য বল। তখন দময়ন্তী সেই ঋষিগণকে বলিলেন, —আমি এই বনের দেবতা নহি।৭৩

কিংবা এই পর্ব্বত বা এই নদীরও দেবতা নহি। তপোবনস্থিত ব্রাহ্মণগণ! আপনারা সকলে আমাকে মানুষী বলিয়া জানুন।৭৪

বিস্তরেণাভিধাস্যামি তন্মে শৃণুত সর্ব্বশঃ ।
বিদর্ভেষু মহীপালো ভীমো নাম মহীপতিঃ ॥৭৫
তস্য মাং তনয়াং সর্ব্বে জানীত দ্বিজসত্তমাঃ ।
নিষধাধিপতির্ধীমান্ নলো নাম মহাযশাঃ ॥৭৬
বীরঃ সংগ্রামজিদ্ বিদ্বান্ মম ভর্ত্তা বিশাম্পতিঃ ।
দেবতাভ্যর্চ্চনপরো দ্বিজাতিজনবৎসলঃ ॥৭৭
গোপ্তা নিষধবংশস্য মহাতেজা মহাবলঃ ।
সত্যবান্ ধর্ম্মবিৎ প্রাজ্ঞঃ সত্যসন্ধোঽরিমর্দনঃ ॥৭৮
ব্রহ্মণ্যো দৈবতপরঃ শ্রীমান্ পরপুরঞ্জয়ঃ ।
নলো নাম নৃপশ্রেষ্ঠো দেবরাজসমদ্যুতিঃ ॥৭৯
মম ভর্ত্তা বিশালাক্ষঃ পূর্ণেন্দুবদনোঽরিহা ।
আহর্ত্তা ক্রতুমুখ্যানাং বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥৮০
সপত্নানাং মৃধে হন্তা রবি-সোমসমপ্রভঃ ।
স কৈশ্চিন্নিকৃতিপ্রজ্ঞৈরনার্য্যৈরকৃতাত্মভিঃ ॥৮১

আহূয় পৃথিবীপালঃ সত্যধর্ম্মপরায়ণঃ ।
দেবনে কুশলৈর্জিহ্মৈর্হৃতং রাজ্যং বসূনি চ ॥৮২
তস্য মামবগচ্ছধ্বং ভার্য্যাং রাজর্ষভস্য বৈ ।
দময়ন্তীতি বিখ্যাতাং ভর্ত্তুর্দর্শনলালসাম্ ॥৮৩
সা বনানি গিরীংশ্চৈব সরাংসি সরিতস্তথা ।
পল্বলানি চ সর্বাণি তথারণ্যানি সর্বশঃ ॥৮৪
অন্বেষমাণা ভর্ত্তারং নলং রণবিশারদম্ ।
মহাত্মানং কৃতাস্ত্রঞ্চ বিচরামীহ দুঃখিতা ॥৮৫
কচ্চিদ্ ভগবতাং রম্যং তপোবনমিদং নৃপঃ ।
ভবেৎ প্রাপ্তো নলো নাম নিষধানাং জনাধিপঃ ॥৮
যৎকৃতেঽহমিদং ব্রহ্মন্ প্রপন্না ভৃশদারুণম্ ।
বনং প্রতিভয়ং ঘোরং শার্দূল-মৃগসেবিতম্ ॥৮৭
যদি কৈশ্চিদহোরাত্রৈর্ন দ্রক্ষ্যামি নলং নৃপম্ ।
আত্মানং শ্রেয়সা যোক্ষ্যে দেহস্যাস্য বিমোচনাৎ ॥

আমি সবিস্তরে আমার সকল বৃত্তান্ত বলিতেছি, তাহা আপনারা সকলে শ্রবণ করুন,—বিদর্ভদেশে 'ভীম' নামে প্রসিদ্ধ এক রাজা আছেন ।৭৫

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ। আপনারা সকলে আমাকে তাঁহার কন্যা বলিয়া অবগত হউন। আর বুদ্ধিমান্, যশস্বী, বীর, যুদ্ধবিজয়ী, বিদ্বান্ এবং প্রজাপালক নিষধরাজ নল আমার ভর্ত্তা ; তিনি দেবতাপূজাপরায়ণ, দ্বিজাতিবৎসল, নিষধবংশের রক্ষক, মহাতেজস্বী, মহাবল, সত্যপরায়ণ, ধর্ম্মজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, শত্রুবিজেতা, ব্রাহ্মণহিতৈষী, দেবতারাধনতৎপর কান্তিসম্পন্ন, শত্রুনগরবিজয়ী এবং ইন্দ্রের তুল্য শ্রেষ্ঠ রাজা ।৭৬-৭৯।

আমার ভর্ত্তা সেই আয়তনয়ন, পূর্ণচন্দ্রবদন, শত্রুহন্তা, প্রধান যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, বেদ ও বেদাঙ্গের পারদর্শী, যুদ্ধে বিপক্ষবিজয়ী , চন্দ্র ও সূর্য্যের তুল্য তেজস্বী এবং সত্য ও ধর্ম্মপরায়ণ নলরাজাকে আহ্বান করিয়া কতকগুলি শাঠ্যনিপুণ, অসভ্য অশিক্ষিত ক্রীড়াদক্ষ ও কুটিলপ্রকৃতি লোক ক্রূ- তাঁহার রাজ্য ও ধন জয় করিয়া লইয়াছে ।৭৯-৮২

আপনারা অবগত হউন যে, আমি সেই রাজশ্রে নলের ভার্য্যা ; আমার নাম—দময়ন্তী ; আমি ভর্ত্তাকে দেখিবার ইচ্ছা করিতেছি ।৮৩

সুতরাং যুদ্ধবিশারদ; উদারচেতা ও অস্ত্র সুশিক্ষিত সেই ভর্ত্তা নলকে অন্বেষণ করিতে প্রবৃ হইয়া দুঃখিত অবস্থায় আমি এখন উপবন. পর্ব্ব সরোবর, নদী, সমস্ত ক্ষুদ্রজলাশয় এবং সমস্ত অরণ্যে বিচরণ করিতেছি ।৮৪-৮৫

তাই জানিতে ইচ্ছা করি যে, নিষধাধিপতি রাজা নল পরমারাধ্য আপনাদের এই রমণী তপোবনে আসিয়াছেন কি ?৮৬

ব্রহ্মন্। যাঁহার জন্য আমি এই ব্যাঘ্র অন্যান্য পশুগণে পরিপূর্ণ ভয়ঙ্কর বনে আসিয়াছি ?৮৭

কো নু মে জীবিতেনার্থস্তমৃতে পুরুষর্ষভম্।
কথং ভবিষ্যাম্যদ্যাহং ভর্ত্তৃশোকাভিপীড়িতা ॥৮৯

এবং বিলপতীমেকামরণ্যে ভীমনন্দিনীম্।
দময়ন্তীমথোচুস্তে তাপসাঃ সত্যবাদিনঃ ॥৯০

উদর্কস্তব কল্যাণি কল্যাণো ভবিতা শুভে।
বয়ং পশ্যাম তপসা ক্ষিপ্রং দ্রক্ষ্যসি নৈষধম্ ॥৯১

নিষধানামধিপতিং নলং রিপুনিপাতিনম্।
ভৈমি ধর্মভৃতাং শ্রেষ্ঠং দ্রক্ষ্যসে বিগতজ্বরম্ ॥৯২

বিমুক্তং সর্বপাপেভ্যঃ সর্বরত্নসমন্বিতম্।
তদেব নগরং শ্রেষ্ঠং প্রশাসন্তমরিন্দমম্ ॥৯৩

দ্বিষতাং ভয়কর্ত্তারং সুহৃদাং শোকনাশনম্।
পতিং দ্রক্ষ্যসি কল্যাণি কল্যাণাভিজনং নৃপম্ ॥৯৪

এবমুক্ত্বা নলস্যেষ্টাং মহিষীং পার্থিবাত্মজাম্।
অন্তর্হিতাস্তাপসাস্তে সাগ্নিহোত্রাশ্রমাস্তথা ॥৯৫

সা দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং বিস্মিতা হ্যভবৎ তদা।
দময়ন্ত্যনবদ্যাঙ্গী বীরসেননৃপস্নুষা ॥৯৬

কিং নু স্বপ্নো ময়া দৃষ্টঃ কোঽয়ং বিধিরিহাভবৎ।
ক্ব নু তে তাপসাঃ সর্বে ক্ব তদাশ্রমমণ্ডলম্ ॥৯৭

ক্ব সা পুণ্যজলা রম্যা নানাদ্বিজনিষেবিতা।
নদী তে চ নগা হৃদ্যাঃ ফলপুষ্পোপশোভিতাঃ ॥৯৮

ধ্যাত্বা চিরং ভীমসুতা দময়ন্তী শুচিস্মিতা।
ভর্ত্তৃশোকপরা দীনা বিবর্ণবদনাভবৎ ॥৯৯

সা গত্বাথাপরাং ভূমিং বাষ্পসন্দিগ্ধয়া গিরা।
বিললাপাশ্রুপূর্ণাক্ষী দৃষ্ট্বাশোকতরুং ততঃ ॥১০০

যদি আমি কয়েক দিনের মধ্যে রাজা নলকে দেখিতে না পাই, তবে এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া আমার কল্যাণ করিব।৮৮

কারণ, সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ ব্যতীত আমার জীবনের প্রয়োজন কি? আজ আমি ভর্ত্তৃশোকে পীড়িত থাকিয়া জানি না কি প্রকার হইয়া যাইব?৮৯

একাকিনী ভীমনন্দিনী দময়ন্তী বনমধ্যে এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন; তখন সেই সত্যবাদী তপস্বিগণ তাঁহাকে বলিলেন।৯০

কল্যাণি! শুভে! তোমার ভাবী ফল ভালই হইবে; আমরা যোগবলে দেখিতেছি—তুমি শীঘ্রই রাজা নলকে দেখিতে পাইবে।৯১

ভীমসুতে! শত্রুহন্তা ও ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ নিষধরাজ নলকে সন্তাপশূন্য অবস্থাতেই তুমি দেখিতে পাইবে।৯২

শত্রুহন্তা ও সৎকুলজাত রাজা নল পাপজনিত সমস্ত কষ্ট হইতে বিমুক্ত হইয়া এবং সমস্ত রত্ন লাভ করিয়া সেই শ্রেষ্ঠ নগরই শাসন করিবেন, শত্রুদিগের ভয় জন্মাইবেন এবং বন্ধুদিগের শোক নাশ করিবেন; কল্যাণি! এই অবস্থাতেই তুমি তাঁহাকে দেখিতে পাইবে।৯৩-৯৪

নলের প্রিয়তমা মহিষী রাজনন্দিনী দময়ন্তীকে এইরূপ বলিয়া সেই তপস্বিগণ অগ্নিহোত্র ও আশ্রমের সহিত অন্তর্হিত হইলেন।৯৫

বীরসেনরাজার পুত্রবধূ অনিন্দ্যসুন্দরী দময়ন্তী তখন সেই গুরুতর আশ্চর্য্য দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন (এবং মনে মনে ভাবিলেন—)।৯৬

আমি কি স্বপ্ন দেখিলাম! এ কি ঘটনা হইল! সেই তপস্বিগণ সকলে কোথায় গেলেন, সে আশ্রমগুলিই বা কোথায় গেল?৯৭

পুণ্যসলিলা ও নানাপক্ষিসমাকুলা সেই মনোহরা নদী এবং ফল-পুষ্পশোভিত ও সুগন্ধি সেই বৃক্ষগুলি কোথায় গেল?৯৮

ভর্ত্তৃশোকপরায়ণা, দীনা ও শুভ্রহাসিনী ভীমরাজনন্দিনী দময়ন্তী এইরূপ বহু সময় চিন্তা করত বিবর্ণবদনা হইয়া যাইলেন।৯৯

PRESENTED

বিস্তরেণাভিধাস্যামি তন্মে শৃণুত সর্ব্বশঃ ।
বিদর্ভেষু মহীপালো ভীমো নাম মহীপতিঃ ॥৭৫
তস্য মাং তনয়াং সর্ব্বে জানীত দ্বিজসত্তমাঃ ।
নিষধাধিপতির্ধীমান্ নলো নাম মহাযশাঃ ॥৭৬
বীরঃ সংগ্রামজিদ্ বিদ্বান্ মম ভর্ত্তা বিশাম্পতিঃ ।
দেবতাভ্যর্চ্চনপরো দ্বিজাতিজনবৎসলঃ ॥৭৭
গোপ্তা নিষধবংশস্য মহাতেজা মহাবলঃ ।
সত্যবান্ ধর্মবিৎ প্রাজ্ঞঃ সত্যসন্ধোঽরিমর্দনঃ ॥৭৮
ব্রহ্মণ্যো দৈবতপরঃ শ্রীমান্ পরপুরঞ্জয়ঃ ।
নলো নাম নৃপশ্রেষ্ঠো দেবরাজসমদ্যুতিঃ ॥৭৯
মম ভর্ত্তা বিশালাক্ষঃ পূর্ণেন্দুবদনোঽরিহা ।
আহর্ত্তা ক্রতুমুখ্যানাং বেদবেদাঙ্গপারগঃ ॥৮০
সপত্নানাং মৃধে হন্তা রবি-সোমসমপ্রভঃ ।
স কৈশ্চিন্নিকৃতিপ্রজ্ঞৈরনার্য্যৈরকৃতাত্মভিঃ ॥৮১
আহূয় পৃথিবীপালঃ সত্যধর্মপরায়ণঃ ।
দেবনে কুশলৈর্জিহ্মৈর্জিতো রাজ্যং বসূনি চ ॥৮২
তস্য মামবগচ্ছধ্বং ভার্য্যাং রাজর্ষভস্য বৈ ।
দময়ন্তীতি বিখ্যাতাং ভর্ত্তুর্দর্শনলালসাম্ ॥৮৩
সা বনানি গিরীংশ্চৈব সরাংসি সরিতস্তথা ।
পল্বলানি চ সর্বাণি তথারণ্যানি সর্বশঃ ॥৮৪
অন্বেষমাণা ভর্ত্তারং নলং রণবিশারদম্ ।
মহাত্মানং কৃতাস্ত্রঞ্চ বিচরামীহ দুঃখিতাঃ ॥৮৫
কচ্চিদ্ ভগবতাং রম্যং তপোবনমিদং নৃপঃ ।
ভবেৎ প্রাপ্তো নলো নাম নিষধানাং জনাধিপঃ ॥৮
যৎকৃতেঽহমিদং ব্রহ্মন্ প্রপন্না ভৃশদারুণম্ ।
বনং প্রতিভয়ং ঘোরং শার্দূল-মৃগসেবিতম্ ॥৮৭
যদি কৈশ্চিদহোরাত্রৈর্ন দ্রক্ষ্যামি নলং নৃপম্ ।
আত্মানং শ্রেয়সা যোক্ষ্যে দেহস্যাস্য বিমোচনাৎ ॥

আমি সবিস্তরে আমার সকল বৃত্তান্ত বলিতেছি, তাহা আপনারা সকলে শ্রবণ করুন,—বিদর্ভদেশে 'ভীম' নামে প্রসিদ্ধ এক রাজা আছেন।৭৫

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ। আপনারা সকলে আমাকে তাঁহার কন্যা বলিয়া অবগত হউন। আর বুদ্ধিমান্, যশস্বী, বীর, যুদ্ধবিজয়ী, বিদ্বান্ এবং প্রজাপালক নিষধরাজ নল আমার ভর্ত্তা; তিনি দেবতাপূজাপরায়ণ, দ্বিজাতিবৎসল, নিষধবংশের রক্ষক, মহাতেজস্বী, মহাবল, সত্যপরায়ণ, ধর্ম্মজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, সত্যপ্রতিজ্ঞ, শত্রুবিজেতা, ব্রাহ্মণহিতৈষী, দেবতারাধনতৎপর কান্তিসম্পন্ন, শত্রুনগরবিজয়ী এবং ইন্দ্রের তুল্য শ্রেষ্ঠ রাজা।৭৬-৭৯।

আমার ভর্ত্তা সেই আয়তনয়ন, পূর্ণচন্দ্রবদন, শত্রুহন্তা, প্রধান যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা, বেদ ও বেদাঙ্গের পারদর্শী, যুদ্ধে বিপক্ষবিজয়ী, চন্দ্র ও সূর্য্যের তুল্য তেজস্বী এবং সত্য ও ধর্ম্মপরায়ণ নলরাজাকে আহ্বান করিয়া কতকগুলি শাঠ্যনিপুণ, অসভ্য অশিক্ষিত ক্রীড়াদক্ষ ও কুটিলপ্রকৃতি লোক তাঁহার রাজ্য ও ধন জয় করিয়া লইয়াছে।৭৯-৮২

আপনারা অবগত হউন যে, আমি সেই রাজশ্রে নলের ভার্য্যা; আমার নাম—দময়ন্তী; আমি ভর্ত্তাকে দেখিবার ইচ্ছা করিতেছি।৮৩

সুতরাং যুদ্ধবিশারদ; উদারচেতা ও অগ্রে সুশিক্ষিত সেই ভর্ত্তা নলকে অন্বেষণ করিতে প্রবৃ হইয়া দুঃখিত অবস্থায় আমি এখন উপবন. পর্ব্ব সরোবর, নদী, সমস্ত ক্ষুদ্রজলাশয় এবং সমস্ত অরণ্যে বিচরণ করিতেছি।৮৪-৮৫

তাই জানিতে ইচ্ছা করি যে, নিষধাধিপ রাজা নল পরমারাধ্য আপনাদের এই রমণী তপোবনে আসিয়াছেন কি ?৮৬

ব্রহ্মন্। যাঁহার জন্য আমি এই ব্যাঘ্র অন্যান্য পশুগণে পরিপূর্ণ ভয়ঙ্কর আসিয়াছি ?৮৭

কো নু মে জীবিতেনার্থস্তমৃতে পুরুষর্ষভম্ ।
কথং ভবিষ্যাম্যদ্যাহং ভর্তৃশোকাভিপীড়িতা ॥৮৯

এবং বিলপতীমেকামরণ্যে ভীমনন্দিনীম্ ।
দময়ন্তীমথোচুস্তে তাপসাঃ সত্যবাদিনঃ ॥৯০

উদর্কস্তব কল্যাণি কল্যাণো ভবিতা শুভে ।
বয়ং পশ্যাম তপসা ক্ষিপ্রং দ্রক্ষ্যসি নৈষধম্ ॥৯১

নিষধানামধিপতিং নলং রিপুনিপাতিনম্ ।
ভৈমি ধর্মভৃতাং শ্রেষ্ঠং দ্রক্ষ্যসে বিগতজ্বরম্ ॥৯২

বিমুক্তং সর্বপাপেভ্যঃ সর্বরত্নসমন্বিতম্ ।
তদেব নগরং শ্রেষ্ঠং প্রশাসতমরিন্দমম্ ॥৯৩

দ্বিষতাং ভয়কর্ত্তারং সুহৃদাং শোকনাশনম্ ।
পতিং দ্রক্ষ্যসি কল্যাণি কল্যাণাভিজনং নৃপম্ ॥৯৪

এবমুক্ত্বা নলস্যেষ্টাং মহিষীং পার্থিবাত্মজাম্ ।
অন্তর্হিতাস্তাপসাস্তে সাগ্নিহোত্রাশ্রমাস্তথা ॥৯৫

সা দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্য্যং বিস্মিতা হ্যভবৎ তদা ।
দময়ন্ত্যনবদ্যাঙ্গী বীরসেননৃপস্নুষা ॥৯৬

কিং নু স্বপ্নো ময়া দৃষ্টঃ কোঽয়ং বিধিরিহাভবৎ ।
ক্ব নু তে তাপসাঃ সর্বে ক্ব তদাশ্রমমণ্ডলম্ ॥৯৭

ক্ব সা পুণ্যজলা রম্যা নানাদ্বিজনিষেবিতা ।
নদী তে চ নগা হৃদ্যাঃ ফলপুষ্পোপশোভিতাঃ ॥৯৮

ধ্যাত্বা চিরং ভীমসুতা দময়ন্তী শুচিস্মিতা ।
ভর্তৃশোকপরা দীনা বিবর্ণবদনাভবৎ ॥৯৯

সা গত্বাথাপরাং ভূমিং বাষ্পসন্দিগ্ধয়া গিরা ।
বিললাপাশ্রুপূর্ণাক্ষী দৃষ্ট্বাশোকতরুং ততঃ ॥১০০

যদি আমি কয়েক দিনের মধ্যে রাজা নলকে দেখিতে না পাই, তবে এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া আমার কল্যাণ করিব ।৮৮

কারণ, সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ ব্যতীত আমার জীবনের প্রয়োজন কি ? আজ আমি ভর্তৃশোকে পীড়িত থাকিয়া জানি না কি প্রকার হইয়া যাইব ?৮৯

একাকিনী ভীমনন্দিনী দময়ন্তী বনমধ্যে এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন ; তখন সেই সত্যবাদী তপস্বিগণ তাঁহাকে বলিলেন ।৯০

কল্যাণি ! শুভে ! তোমার ভাবী ফল ভালই হইবে ; আমরা যোগবলে দেখিতেছি—তুমি শীঘ্রই রাজা নলকে দেখিতে পাইবে ।৯১

ভীমসুতে ! শত্রুহন্তা ও ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ নিষধরাজ নলকে সন্তাপশূন্য অবস্থাতেই তুমি দেখিতে পাইবে ।৯২

শত্রুহন্তা ও সৎকুলজাত রাজা নল পাপজনিত সমস্ত কষ্ট হইতে বিমুক্ত হইয়া এবং সমস্ত রত্ন লাভ করিয়া সেই শ্রেষ্ঠ নগরই শাসন করিবেন, শত্রুদিগের ভয় জন্মাইবেন এবং বন্ধুদিগের শোক নাশ করিবেন ; কল্যাণি ! এই অবস্থাতেই তুমি তাঁহাকে দেখিতে পাইবে ।৯৩-৯৪

নলের প্রিয়তমা মহিষী রাজনন্দিনী দময়ন্তীকে এইরূপ বলিয়া সেই তপস্বিগণ অগ্নিহোত্র ও আশ্রমের সহিত অন্তর্হিত হইলেন ।৯৫

বীরসেনরাজার পুত্রবধূ অনিন্দ্যসুন্দরী দময়ন্তী তখন সেই গুরুতর আশ্চর্য্য দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন (এবং মনে মনে ভাবিলেন—) ।৯৬

আমি কি স্বপ্ন দেখিলাম ! এ কি ঘটনা হইল ! সেই তপস্বিগণ সকলে কোথায় গেলেন, সে আশ্রমগুলিই বা কোথায় গেল ?৯৭

পুণ্যসলিলা ও নানাপক্ষিসমাকুলা সেই মনোহরা নদী এবং ফল-পুষ্পশোভিত ও সুগন্ধি সেই বৃক্ষগুলি কোথায় গেল ?৯৮

ভর্তৃশোকপরায়ণা, দীনা ও শুভ্রহাসিনী ভীমরাজনন্দিনী দময়ন্তী এইরূপ বহু সময় চিন্তা করত বিবর্ণবদনা হইয়া যাইলেন ।৯৯

PRESENTED

উপগম্য তরুশ্রেষ্ঠমশোকং পুষ্পিতং বনে।
পল্লবাপীড়িতং হৃদ্যং বিহঙ্গৈরনুনাদিতম্ ॥১০১
অহো বতায়মগমঃ শ্রীমানস্মিন্ বনান্তরে।
আপীড়ৈর্বহুভির্ভাতি শ্রীমান্ পর্বতরাড়িব ॥১০২
বিশোকাং কুরু মাং ক্ষিপ্রমশোক প্রিয়দর্শন।
বীতশোকভয়াবাধং কচ্চিৎ ত্বং দৃষ্টবান্ নৃপম্ ॥১০৩
নলং নামারিদমনং দময়ন্ত্যাঃ প্রিয়ং পতিম্।
নিষধানামধিপতিং দৃষ্টবানসি মে প্রিয়ম্ ॥১০৪
একবস্ত্রার্ধসংবীতং সুকুমারতনুত্বচম্।
ব্যসনেনাদিতং বীরমরণ্যমিদমাগতম্ ॥১০৫
যথা বিশোকা গচ্ছেয়মশোকনগ তৎ কুরু।
সত্যনামা ভবাশোক অশোকঃ শোকনাশনঃ ॥১০৬

এবং সাশোকবৃক্ষং তমার্ত্তা ত্রিঃ পরিগম্য হ।
জগাম দারুণতরং দেশং ভৈমী বরাঙ্গনা ॥১০৭
সা দদর্শ নগান্ নৈকান্ নৈকাশ্চ সরিতস্তথা।
নৈকাংশ্চ পর্বতান্ রম্যান্ নৈকাংশ্চ
মৃগপক্ষিণঃ ॥১০৮
কন্দরাংশ্চ নিতম্বাংশ্চ নদীশ্চাদ্ভুতদর্শনাঃ।
দদর্শ সা ভীমসুতা পতিমন্বেষতী তদা ॥১০৯
গত্বা প্রকৃষ্টমধ্বানং দময়ন্তী শুচিস্মিতা।
দদর্শাথ মহাসার্থং হস্ত্যশ্ব-রথসঙ্কুলম্ ॥১১০
উত্তরন্তং নদীং রম্যাং প্রসন্নসলিলাং শুভাম্।
সুশীততোয়াং বিস্তীর্ণাং হ্রদিনীং বেতসৈর্বৃতম্ ॥১১
প্রোদ্‌ঘুষ্টাং ক্রৌঞ্চ-কুররৈশ্চক্রবাকোপকূজিতাম্।
কূর্ম-গ্রাহ-ঝষাকীর্ণাং বিপুলদ্বীপশোভিতাম্ ॥১১২

তাহার পর দময়ন্তী বনের অন্য স্থানে গমন করত একটী অশোকবৃক্ষ দেখিয়া, তাহার নিকটে উপস্থিত হইলেন ও বাষ্পগদ্‌গদবাক্যে অশ্রুপূর্ণনয়নে বিলাপ করিতে লাগিলেন; তখন সেই তরুশ্রেষ্ঠ সুন্দর অশোক-তরুতে প্রচুর ফুল বিকশিত ছিল, পল্লবগুলি মুকুটের ন্যায় শোভা পাইতেছিল এবং পক্ষিগণ রব করিয়া বেড়াইতেছিল।১০০-১০১

'অহো! এই বনের মধ্যে এই মনোহর অশোকবৃক্ষটী ফল-পুষ্পাদি নানা অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হইয়া সুন্দর পর্ব্বতরাজের ন্যায় শোভা পাইতেছে।১০২

হে প্রিয়দর্শন অশোক! শীঘ্র তুমি আমাকে শোক হইতে মুক্ত কর। শোক, ভয় ও পীড়াবিহীন নলরাজাকে তুমি দেখিয়াছ কি?১০৩

শত্রুদমনকারী, দময়ন্তীর প্রিয়পতি এবং নিষধাধিপতি আমার প্রিয়তম নলকে তুমি দেখিয়াছ কি? তাঁহার দেহের নিম্নভাগ একখানি বস্ত্রের এক অর্দ্ধে আবৃত রহিয়াছে এবং শরীরের চর্ম্ম অতিশয় কোমল, আর সেই বীর বিপন্ন হইয়া এই বনে আসিয়াছেন।১০৪-১০৫

অশোকবৃক্ষ! আমি যাহাতে শোকবিহীন হই যাইতে পারি, তুমি তাহা কর! অশোক! তুমি শোক নাশ করিয়া 'অশোক' এই নাম সত্য কর।১০৬

এইরূপ বলিয়া নারীশ্রেষ্ঠা শোকপরায়ণা দময়ন্তী সেই অশোকবৃক্ষটীকে তিনবার প্রদক্ষিণ কর আরও ভয়ঙ্কর স্থানে গমন করিলেন।১০৭

তখন তিনি—বহু বৃক্ষ, অনেক নদী, অনে পর্ব্বত এবং অনেক মনোহর পশু-পক্ষী দর্শ করিলেন।১০৮

এইরূপে পতির অন্বেষণকারিণী দময়ন্তী পর্ব্বতে গুহা ও মধ্যদেশ এবং অদ্ভুতমূর্ত্তি নদীসকল দর্শ করিলেন।১০৯

তাহার পর শুভ্রহাসিনী দময়ন্তী কিছুদূর গম করত হস্তী, অশ্ব ও রথে পরিপূর্ণ এক বিশাল বণি সমবায় দেখিলেন; তাহারা মনোহর ও বিশাল এ নদী পার হইতেছিল; সে নদীটীর জল নির্ম্মল

সা দৃষ্ট্বৈব মহাসার্থং নলপত্নী যশস্বিনী।
উপসর্প্য বরারোহা জনমধ্যং বিবেশ হ ॥১১৩

উন্মত্তরূপা শোকার্ত্তা তথা বস্ত্রার্ধসংবৃতা।
কৃশা বিবর্ণা মলিনা পাংসুধ্বস্তশিরোরুহা ॥১১৪

তাং দৃষ্ট্বা তত্র মনুজাঃ কেচিদ্ ভীতা প্রদুদ্রুবুঃ।
কেচিচ্চিন্তাং পরাং জগ্মুঃ কেচিৎ তত্র বিচু-
ক্রুশুঃ ॥১১৫

প্রহসন্তি স্ম তাং কেচিদভ্যসূয়ন্তি চাপরে।
অকুর্বত দয়াং কেচিৎ পপ্রচ্ছুশ্চাপি ভারত ॥১১৬

কাসি কস্যাসি কল্যাণি কিং বা মৃগয়সে বনে।
ত্বাং দৃষ্ট্বা ব্যথিতাঃ স্মেহ কচ্চিৎ ত্বমসি মানুষী ॥১১৭

বদ সত্যং বনস্যাস্য পর্বতস্যাস্য বা দিশঃ।
দেবতা ত্বং হি কল্যাণি ত্বাং বয়ং শরণং গতাঃ ॥১১৮
যক্ষী বা রাক্ষসী বা ত্বমুতাহোঽসি সুরাঙ্গনা।
সর্বথা কুরু নঃ স্বস্তি রক্ষ বাস্মাননিন্দিতে ॥১১৯
যথায়ং সর্বথা সার্থঃ ক্ষেমী শীঘ্রমিতো ব্রজেৎ।
তথা বিধৎস্ব কল্যাণি যথা শ্রেয়ো হি নো
ভবেৎ ॥১২০
তথোক্তা তেন সার্থেন দময়ন্তী নৃপাত্মজা।
প্রত্যুবাচ ততঃ সাধ্বী ভর্তৃব্যসনপীড়িতা ॥১২১
সার্থবাহঞ্চ সার্থঞ্চ জনা যে চাত্র কেচন।
যুব-স্থবির-বালাশ্চ সার্থস্য চ পুরোগমাঃ ॥১২২
মানুষীং মাং বিজানীত মনুজাধিপতেঃ সুতাম্।
নৃপস্নুষাং রাজভার্য্যাং ভর্তৃদর্শনলালসাম্ ॥১২৩

শীতল ছিল, তাহার নিকটে একটি হ্রদ ছিল, উহার তীরে বহু বেত-বৃক্ষ ছিল, কোঁচবক, বাজকুরুল ও চক্রবাক্-প্রভৃতি পক্ষিগণ রব করিয়া বেড়াইতেছিল এবং সে নদীটা কচ্ছপ, অন্যান্য জলজন্তু ও মৎস্যে পরিপূর্ণ ছিল; আর বৃহৎ বৃহৎ দ্বীপে শোভিত ছিল।১১০-১১২

যশস্বিনী ও সুনিতম্বা দময়ন্তী সেই বিশাল বণিক্সমবায় দেখিয়াই তাহার নিকটে যাইয়া সেই জনপ্রবাহমধ্যে প্রবেশ করিলেন; তখন তিনি উন্মত্তা শোকপরায়ণা, অর্দ্ধবস্ত্রে আবৃতা, ক্ষীণা, বিবর্ণা ও মলিনা ছিলেন এবং তাঁহার চুলগুলি ধূলীতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল।১১৩-১১৪

তখন তাঁহাকে দেখিয়া কতকগুলি লোক ভয়ে পলাইয়া গেল, কতকগুলি লোক অত্যন্ত চিন্তা নিমগ্ন হইল এবং কতকগুলি লোক উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল।১১৫

ভারত! কেহ কেহ তাঁহাকে দেখিয়া হাসিতে লাগিল, কেহ কেহ আবার অসূয়া করিতে লাগিল, কেহ কেহ দয়া করিল এবং কেহ কেহ প্রশ্ন করিতে লাগিল।১১৬

কল্যাণি। তুমি কে? কাহার স্ত্রী? বনেই বা কি অন্বেষণ করিতেছ? তোমাকে দেখিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি; তুমি কি মানবী?১১৭

কল্যাণি! সত্য বল—তুমি কি এই বনের দেবতা? না—এই পর্ব্বতের দেবতা? না—দিগ্-দেবতা? (যাহা হউক,) আমরা এখন তোমার শরণাপন্ন হইলাম।১১৮

অনিন্দিতে! তুমি যক্ষী বা রাক্ষসী কিংবা দেবী? যেই হও না কেন, সর্ব্বপ্রকারে আমাদের মঙ্গল কর এবং আমাদিগকে রক্ষা কর।১১৯

কল্যাণি! এই বণিক্সমূহ যাহাতে কুশলে থাকিয়া সত্বর এ স্থান হইতে যাইতে পারে এবং যাহাতে আমাদের মঙ্গল হয়, তুমি তাহা কর।১২০

সেই বণিক্ সেইরূপ বলিলে, ভর্ত্তৃশোকার্ত্তা রাজনন্দিনী সাধ্বী দময়ন্তী বণিক্দিগের নেতাকে এবং সাধারণ বণিক্দিগকে বলিলেন,—এই বণিক্সমূহের অগ্র, মধ্য ও পশ্চাদ্বর্ত্তী বালক, যুবক ও বৃদ্ধ যে কোন লোক আছেন, তাঁহারা সকলেই জানুন যে,

বিদর্ভরাড়্ মম পিতা ভর্ত্তা রাজা চ নৈষধঃ।
নলো নাম মহাভাগস্তং মৃগ্যাম্যপরাজিতম্ ॥১২৪

যদি জানীত নৃপতিং ক্ষিপ্রং শংসত মে প্রিয়ম্।
নলং পুরুষশার্দূলমমিত্রগণসূদনম্ ॥১২৫

তামুবাচানবদ্যাঙ্গীং সার্থস্য মহতঃ প্রভুঃ।
সার্থবাহঃ শুচির্নাম শৃণু কল্যাণি মদ্বচঃ ॥১২৬

অহং সার্থস্য নেতা বৈ সার্থবাহঃ শুচিস্মিতে।
মনুষ্যং নলনামানং ন পশ্যামি যশস্বিনি ॥১২৭

কুঞ্জর-দ্বীপি-মহিষ-শার্দূলর্ক্ষ-মৃগানপি।
পশ্যাম্যস্মিন্ বনে কৃৎস্নে হ্যমনুষ্যনিষেবিতে ॥১২৮

ঋতে ত্বাং মানুষীং মর্ত্ত্যং ন পশ্যামি মহাবনে।
তথা নো যক্ষরাড়দ্য মণিভদ্রঃ প্রসীদতু ॥১২৯

সাব্রবীদ্ বণিজঃ সর্বান্ সার্থবাহঞ্চ তং ততঃ।
ক নু যাস্যতি সার্থোঽয়মেতদাখ্যাতুমর্হথ ॥১৩০

সার্থবাহ উবাচ।

সার্থোঽয়ং চেদিরাজস্য সুবাহোঃ সত্যবাদিনঃ।
ক্ষিপ্রং জনপদং গন্তা লাভায় নৃবরাত্মজে ॥১৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি নলোপাখ্যানপর্ব্বণি
দময়ন্তীসার্থবাহসংগমে চতুঃষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৪

আমি মানুষী, রাজার তনয়া, রাজার পুত্রবধূ এবং রাজারই ভার্য্যা, এখন ভর্ত্তৃদর্শনাভিলাষিণী।১২১-১২৩

বিদর্ভদেশের রাজা আমার পিতা এবং নিষধদেশের রাজা মহাভাগ নল আমার ভর্ত্তা; আমি সেই রণবিজয়ী ভর্ত্তারই অন্বেষণ করিতেছি ॥১২৪

আপনারা যদি জানেন, তবে সেই শত্রুগণবিজয়ী পুরুষশ্রেষ্ঠ আমার প্রিয়তম রাজা নলের সংবাদ সত্বর বলুন।১২৫

তখন শুচি-নামক সেই বিশাল বণিক্সমূহের প্রভু (মালিক) ও পরিচালক অনিন্দ্য-সুন্দরী দময়ন্তীকে বলিলেন—'কল্যাণি। আপনি আমার কথা শ্রবণ করুন।১২৬

শুভ্রহাসিনি। আমি এই বণিক্সমূহের নায়ক এবং পরিচালক। যশস্বিনি। আমি নলনামক কোন মনুষ্যকে এখানে দেখি নাই।১২৭

মনুষ্যবিহীন এই সমস্ত বনভূমির মধ্যে কেব হাতী, নেকড়ে বাঘ, মহিষ, বাঘ, ভল্লুক এবং হরি দেখিতেছি।১২৮

আপনিই কেবল মানুষী, তাহা ছাড়া অন্য মানু এই মহাবনে দেখিতেছি না। (সে যাহা হউক) আজ আমাদের উপরে যক্ষরাজ মণিভদ্র প্রস হউন।১২৯

তাহার পর দময়ন্তী সকল বণিক্কে এবং বণিক্দের সঞ্চালককে বলিলেন,—এই বণিকের দ কোথায় যাইবেন, ইহা বলুন।১৩০

বণিক্দের সঞ্চালক বলিলেন,—রাজনন্দিনি এই বণিকের দল বিশেষ কিছু লাভ করিবার জ সত্যবাদী চেদিরাজ সুবাহুর রাজ্যে সত্বর গম করিবেন।১৩১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে দময়ন্তী-সার্থবাহদর্শনে চতুঃষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৬৪

পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[বন্যহস্তিভির্বণিজাং সর্ব্বনাশঃ, চেদিরাজভবনে দুঃখিতায়া দময়ন্ত্যা দুঃখেন সহ বাসশ্চ।]

বৃহদশ্ব উবাচ।

সা তচ্ছ্রুত্বানবদ্যাঙ্গী সার্থবাহবচস্তদা।
জগাম সহ তেনৈব সার্থেন পতিলালসা ॥১
অথ কালে বহুতিথে বনে মহতি দারুণে।
তড়াগং সর্বতোভদ্রং পদ্মসৌগন্ধিকং মহৎ ॥২
দদৃশুর্বণিজো রম্যং প্রভূতযবসেন্ধনম্।
বহুপুষ্পফলোপেতং নানাপক্ষিনিষেবিতম্ ॥৩
নির্মলস্বাদুসলিলং মনোহারিসুশীতলম্।
সুপরিশ্রান্তবাহাস্তে নিবেশায় মনো দধুঃ ॥৪
সম্মতে সার্থবাহস্য বিবিশুর্বনমুত্তমম্।
উবাস সার্থঃ সুমহান্ বেলামাসাদ্য পশ্চিমাম্ ॥৫
অথার্ধরাত্রসময়ে নিঃশব্দস্তিমিতে তদা।
সুপ্তে সার্থে পরিশ্রান্তে হস্তিযূথমুপাগমৎ ॥৬
পানীয়ার্থং গিরিনদীং মদপ্রস্রবণাবিলাম্।
অথাপশ্যত সার্থং তং সার্থজান্ সুবহূন্ গজান্ ॥৭
তে তান্ গ্রাম্যগজান্ দৃষ্ট্বা সর্বে বনগজাস্তদা।
সমাদ্রবন্ত বেগেন জিঘাংসন্তো মদোৎকটাঃ ॥৮
তেষামাপততাং বেগঃ করিণাং দুঃসহোঽভবৎ।
নগাগ্রাদিব শীর্ণানাং শৃঙ্গাণাং পততাং ক্ষিতৌ ॥৯
স্পন্দতামপি নাগানাং মার্গা নষ্টা বনোদ্ভবাঃ।
মার্গং সংরুধ্য সংসুপ্তং পদ্মিন্যাঃ সার্থমুত্তমম্ ॥১০
তে তং মমর্দুঃ সহসা চেষ্টমানং মহীতলে।
হাহাকারং প্রমুঞ্চন্তঃ সার্থিকাঃ শরণার্থিনঃ ॥১১
বনগুল্মাংশ্চ ধাবন্তো নিদ্রান্ধা বহবোঽভবন্।
কেচিদ্ দন্তৈঃ করৈঃ কেচিৎ কেচিৎ
পদ্ভ্যাং হতা গজৈঃ ॥১২

পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়।

[বন্যহস্তিগণ কর্ত্তৃক বণিক্‌গণের সর্বনাশ, এবং দুঃখিত দময়ন্তীর চেদিরাজভবনে দুঃখের সহিত বাস।]

বৃহদশ্ব বলিলেন,—তখন অনিন্দ্যসুন্দরী দময়ন্তী সার্থবাহের (বণিক্ সঞ্চালকের) সেই কথা শুনিয়া পতিকে দেখিবার ইচ্ছায় সেই বণিক্‌দের সঙ্গেই যাইতে লাগিলেন।১

তাহার পর বহু সময় অতীত হইলে, সেই বণিকেরা ভয়ঙ্কর বিশাল বনমধ্যে 'সর্ব্বতোভদ্র'—নামে একটী মনোহর বৃহৎ সরোবর দেখিতে পাইলেন; তাহাতে পদ্ম ও নানাজাতীয় বিশেষ পদ্ম ছিল, তাহার তীরে প্রচুর ঘাস, কাষ্ঠ, নানাবিধ ফুল, ফল ও পক্ষী ছিল এবং জল নির্ম্মল, সুস্বাদু, সুশীতল ও মনোহর ছিল। তাই পরিশ্রান্তবাহন বণিকেরা সেই সরোবরের তীরেই বাস করিবার ইচ্ছা করিলেন।২-৪

প্রভুর সম্মতিঅনুসারে সেই বণিকেরা উত্তম বনের মধ্যে প্রবেশ করিল এবং সেই বিশাল বণিক্‌সমূহ অপরাহ্ণকালে সেখানে বাস করিতে আরম্ভ করিল।৫

তাহার পর নীরব ও নিস্তব্ধ অর্দ্ধরাত্রসময়ে পরিশ্রান্ত বণিক্‌গণ নিদ্রিত হইলে, কতকগুলি বন্য হস্তী জলপান করিবার জন্য পার্ব্বত্যনদীতে যাইতে লাগিল; তখন সেই নদীর জল বণিক্‌দিগের হস্তিগণের মদজলস্রাবে আবিল হইয়াছিল। তৎপরে সেই বন্য হস্তীগুলি সেই বণিক্‌দিগকে এবং তাহাদের হস্তীগুলিকে দেখিতে পাইল।৬-৭

তখন মদমত্ত সেই সকল বন্য হস্তী গ্রাম্য হস্তীগুলিকে দেখিয়া সেগুলিকে বধ করিবার ইচ্ছায় বেগে ধাবিত হইল।৮

পর্ব্বতের উপরিভাগ হইতে ভূতলে পতনশীল বিশীর্ণ শৃঙ্গসমূহের ন্যায় সেই বন্য হস্তিগণের আগমনের বেগ তাহাদের পক্ষে দুঃসহ হইল।৯

এদিকে বন্যহস্তীদের আগমনের পথ রুদ্ধ ছিল।

নিহতোষ্ট্রাশ্ববহুলাঃ পদাতিজনসঙ্কলাঃ।
ভয়াদাধাবমানাশ্চ পরস্পরহতাস্তদা ॥১৩

ঘোরান্ নাদান্ বিমুঞ্চন্তো নিপেতুর্ধরণীতলে।
বৃক্ষমারুহ্য সংরব্ধাঃ পতিতা বিষমেষু ॥১৪

এবং প্রকারৈর্বহুভির্দৈবেনাক্রম্য হস্তিভিঃ।
রাজন্ বিনিহতং সর্বং সমৃদ্ধং সার্থমণ্ডলম্ ॥১৫

আরাবঃ সুমহাংশ্চাসীৎ ত্রৈলোক্যভয়কারকঃ।
এষোঽগ্নিরুত্থিতঃ কষ্টস্ত্রায়ধ্বং ধাবতাধুনা ॥১৬

রত্নরাশিবিশীর্ণোঽয়ং গৃহ্নীধ্বং কিং প্রধাবত।
সামান্যমেতদ্ দ্রবিণং ন মিথ্যা বচনং মম ॥১৭

পুনরেবাভিধাস্যামি চিন্তয়ধ্বং সুকাতরাঃ।
এবমেবাভিভাষন্তো বিদ্রবন্তি ভয়াৎ তদা ॥১৮

তস্মিংস্তথা বর্ত্তমানে দারুণে জনসংক্ষয়ে।
দময়ন্তী চ বুবুধে ভয়সন্ত্রস্তমানসা।
অপশ্যদ্ বৈশসং তত্র সর্ব্বলোকভয়ঙ্করম্ ॥১৯

অদৃষ্টপূর্ব্বং তদ্দৃষ্ট্বা বালা পদ্মনিভেক্ষণা।
সংসক্তবদনাশ্বাসা উত্তস্থৌ ভয়বিহ্বলা ॥২০

যে চ তত্র বিনির্ম্মুক্তাঃ সার্থাৎ কেচিদবিক্ষতাঃ।
তেঽব্রুবন্ সহিতাঃ সর্ব্বে কস্যেদং
কর্ম্মণঃ ফলম্ ॥২১

কারণ, বণিকেরা সেই পদ্মসরোবরের পথ রুদ্ধ করিয়া নিদ্রা যাইতেছিল; এমন সময়ে সেই বন্যহস্তিগণের আগমনের শব্দে সেই বণিকেরা অনেকেই জাগিয়া উঠিয়া নিদ্রান্ধ অবস্থাতেই আত্মরক্ষার জন্য তৎক্ষণাৎ পলাইতে আরম্ভ করিল এবং হাহাকার করিতে করিতে বনগুল্মের (সুলার) দিকে ধাবিত হইল; তখন সেই বন্য হস্তীরা কতকগুলি বণিক্‌কে দন্তদ্বারা, কতকগুলিকে শুণ্ডদ্বারা এবং কতকগুলিকে পদদ্বারা মারিয়া ফেলিল; তাহাতে বণিক্‌দের মধ্যে অনেকেই নিহত হইল।১০-১২

আর বহুসংখ্যক উষ্ট্র ও অশ্ব নিহত হওয়ায় পাদচারী বণিকেরা ভয়ে পলাইতে থাকিয়া পরস্পর পরস্পরকে আহত করিল; তখন তাহারা ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইল এবং অনেকে ব্যস্ত হইয়া বৃক্ষে আরোহণ করত সঙ্কটময়স্থানে পতিত হইল।১৩-১৪

রাজন্! এই ভাবে সেই বহুতর বন্য হস্তী দৈববশতঃ আক্রমণ করত সমৃদ্ধিশালী প্রায় সকল বণিক্‌কেই নিহত করিল।১৫

তখন ত্রিভুবনের ভয়জনক এইরূপ গুরুতর আর্ত্তনাদ হইতে লাগিল যে, এই দারুণ অগ্নি উঠিয়াছে, আপনারা এখনই আসুন এবং আমাদিগকে রক্ষা করুন।১৬

(তাহাদের মধ্যে কেহ বলিল—) অরে! এই যে রত্নরাশি বিচ্ছুরিত হইয়া রহিয়াছে, ওগুলি গ্রহণ কর, পলাইতেছ কেন; এগুলি ত সর্ব্বসাধারণের ধন, আমার কথা মিথ্যা নহে।১৭

আমি আবার বলি—হে নিতান্তকাতর বণিক্ সমুদায়! আপনারা চিন্তা করুন। এইরূপ বলিতে বলিতে বণিকেরা ভয়ে তখনই পলায়ন করিল।১৮

সেই দারুণ লোকক্ষয় উপস্থিত হইলে, দময়ন্তী ভয়ে অস্থিরচিত্ত হইয়া জাগরিত হইলেন এবং সমস্ত লোকের ভয়জনক মহামারী দর্শন করিলেন।১৯

ভয়বিহ্বলা ও আশ্বাসশূন্যা পদ্মনয়না বালিকা দময়ন্তী সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব দুর্ঘটনা দেখিয়া দেহ যেন উঠে না এই অবস্থায় গাত্রোত্থান করিলেন।২০

যাহারা অক্ষত অবস্থায় সেই বণিক্‌সঙ্ঘ হইতে মুক্তি পাইয়াছিল, তাহারা সকলে মিলিত হইয়া বলিতে লাগিল,—ইহা কোন্ কর্ম্মের ফল?২১

নূনং ন পূজিতোঽস্মাভির্মণিভদ্রো মহাযশাঃ ।
তথা যক্ষাধিপঃ শ্রীমান্ ন বৈ বৈশ্রবণঃ প্রভুঃ ॥২২
ন পূজা বিঘ্নকর্ত্তৄণামথবা প্রথমং কৃতা ।
শকুনানাং ফলং বাথ বিপরীতমিদং ধ্রুবম্ ।
গ্রহা ন বিপরীতাস্তু কিমন্যদিদমাগতম্ ॥২৩
অপরে ত্বব্রুবন্ দীনা জ্ঞাতিদ্রব্যবিনাকৃতাঃ ।
যাঽসাবদ্য মহাসার্থে নারী হ্যুন্মত্তদর্শনা ॥২৪
প্রবিষ্টা বিকৃতাকারা কৃত্বা রূপমমানুষম্ ।
তয়েয়ং বিহিতা পূর্ব্বং মায়া পরমদারুণা ॥২৫
রাক্ষসী বা ধ্রুবং যক্ষী পিশাচী বা ভয়ঙ্করী ।
তস্যাঃ সর্ব্বমিদং পাপং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥২৬
যদি পশ্যাম তাং পাপাং সার্থঘ্নীং নৈকদুঃখদাম্ ।
লোষ্টভিঃ পাংশুভিশ্চৈব তৃণৈঃ
কাষ্ঠৈশ্চ মুষ্টিভিঃ ॥২৭

অবশ্যমেব হন্যামঃ সার্থস্য কিল কৃত্যকাম্ ।
দময়ন্তী তু তচ্ছ্রুত্বা বাক্যং তেষাং সুদারুণম্ ॥২৮
হ্রীতা ভীতা চ সংবিগ্না প্রাদ্রবদ্ যত্র কাননম্ ।
আশঙ্কমানা তৎ পাপমাত্মানং পর্য্যদেবয়ৎ ॥২৯
অহো মমোপরি বিধেঃ সংরম্ভো দারুণো মহান্ ।
নানুবধ্নাতি কুশলং কস্যেদং কর্ম্মণঃ ফলম্ ॥৩০
ন স্মরাম্যশুভং কিঞ্চিৎ কৃতং কস্যচিদণ্বপি ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা কস্যেদং কর্ম্মণঃ ফলম্ ॥৩১
নূনং জন্মান্তরকৃতং পাপমাপতিতং মহৎ ।
অপশ্চিমামিমাং কষ্টমাপদং প্রাপ্তবত্যহম্ ॥৩২
ভর্ত্তৃরাজ্যাপহরণং স্বজনাচ্চ পরাজয়ঃ ।
ভর্ত্রা সহ বিয়োগশ্চ তনয়াভ্যাঞ্চ বিচ্যুতিঃ ।
নির্নাথতা বনে বাসো বহুব্যালনিষেবিতে ॥৩৩

আমরা যে মহাযশস্বী মণিভদ্রের পূজা করি নাই এবং ঐশ্বর্য্যশালী প্রভু যক্ষরাজ কুবেরদেবের পূজা করি নাই, ইহা নিশ্চয়ই তাহার ফল। ২২

অথবা আমরা প্রথমে যে বিঘ্নকারী বিনায়কগণের পূজা করি নাই, কিংবা আমরা প্রথমে যে অশুভসূচক লক্ষণসমূহ দেখিয়াছিলাম, ইহা নিশ্চয়ই তাহারই ফল। তাহা না হইলে, আমাদের গ্রহ ত বিপরীত ছিল না, তবে এই বিপরীত ফল কেন হইল।২৩

অন্য কতকগুলি লোক বন্ধু ও ধন বিনষ্ট হওয়ায় অতিকাতর হইয়া বলিল,—'আজ আমাদের বণিক্সংঘের মধ্যে উন্মত্তপ্রায়া ও বিকৃতাকারা সেই যে নারী অলৌকিক রূপধারণপূর্ব্বক প্রবেশ করিয়াছিল সে-ই পূর্ব্বে এই অতিদারুণ মায়া প্রকাশ করিয়াছে।২৪-২৫

অতএব নিশ্চয়ই সেই নারী ভয়ঙ্কর রাক্ষসী, যক্ষী, বা পিশাচী হইবে এবং এই দুর্ঘটনা সমস্তই তাহার; এ বিষয়ে কোন বিচারই কর্ত্তব্য নহে।২৬

সুতরাং নানাদুঃখদায়িনী বণিক্সমূহনাশিনী সেই পাপীয়সীকে যদি আমরা দেখিতে পাইতাম, তবে অবশ্যই বণিগ্‌দিগের অনিষ্টকারিণী অপদেবতাস্বরূপা সেই নারীকে—লোষ্ট্র, ধূলি, তৃণ, কাষ্ঠ, বা মুষ্টি দ্বারা হত্যা করিতাম। কিন্তু দময়ন্তী তাহাদের সেই সুদারুণ বাক্য শ্রবণ করত লজ্জিতা, ভীতা ও অস্থিরা হইয়া—যেখানে বনভূমি ছিল, সেইখানে দৌড়াইয়া গেলেন এবং সেইরূপ নিজের মৃত্যু আশঙ্কা করিয়া নিজের বিষয়েই বিলাপ করিতে লাগিলেন।২৭-২৯

অহো! আমার উপরে বিধাতার দারুণ ও বিশাল কোপ রহিয়াছে, যাহার জন্য আমার কোন তিনি মঙ্গলই করিতেছেন না। আমার কোন্ কর্ম্মের এই ফল হইতেছে।৩০

আমি ত কর্ম্ম, মন বা বাক্যদ্বারা কোন ব্যক্তিরই অল্পও কোন অপকার করিয়াছি বলিয়া স্মরণ হইতেছে না; তবে কোন্ কর্ম্মের এই ফল হইতেছে।৩১

নিশ্চয়ই আমার জন্মান্তরকৃত গুরুতর পাপের ফল

অথাপরেদ্যুঃ সম্প্রাপ্তে হতশিষ্টা জনস্তদা।
দেশাত্তস্মাদ্ বিনিষ্ক্রম্য শোচন্তে বৈশসং কৃতম্ ॥৩৪

ভ্রাতরং পিতরং পুত্রং সখায়ঞ্চ নরাধিপ।
অশোচত্তত্র বৈদর্ভী কিং নু মে দুষ্কৃতং কৃতম্ ॥৩৫

যোঽপি মে নির্জনেঽরণ্যে সম্প্রাপ্তোঽয়ং জনার্ণবঃ।
স হতো হস্তিযূথেন মন্দভাগ্যাং মমৈব তৎ ॥৩৬

প্রাপ্তব্যং সুচিরং দুঃখং নূনমদ্যাপি বৈ ময়া।
নাপ্রাপ্তকালো ম্রিয়তে শ্রুতং বৃদ্ধানুশাসনম্ ॥৩৭

যা নাহমদ্য মৃদিতা হস্তিযূথেন দুঃখিতা।
ন হ্যদৈবকৃতং কিঞ্চিন্নরাণামিহ বিদ্যতে ॥৩৮

ন চ মে বাল্যভাবেঽপি কিঞ্চিৎ পাপকৃতং কৃতম্।
কর্ম্মণা মনসা বাচা যদিদং দুঃখমাগতম্ ॥৩৯

মন্যে স্বয়ংবরকৃতে লোকপালাঃ সমাগতাঃ।
প্রত্যাখ্যাতা ময়া তত্র নলস্যার্থায় দেবতাঃ ॥৪০

নূনং তেষাং প্রভাবেণ বিয়োগং প্রাপ্তবত্যহম্।
এবমাদীনি দুঃখানি সা বিলপ্য বরাঙ্গনা ॥৪১

হতশিষ্টৈঃ সহ তদা ব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ।
অগচ্ছদ্ রাজশার্দ্দূল! চন্দ্রলেখেব শারদী ॥৪২

গচ্ছন্তী সা চিরাদ্ বালা পুরমাসাদয়ন্মহৎ।
সায়াহ্নে চেদিরাজস্য সুবাহোঃ সত্যদর্শিনঃ ॥৪৩

উপস্থিত হইয়াছে, যাহার জন্যই আমি কষ্টজনক এই অনন্ত বিপদ ভোগ করিতেছি।৩২

অহো! আমার ভর্ত্তার রাজ্যনাশ, স্বজন হইতে তাঁহার পরাজয়, ভর্ত্তার সহিত আমার বিয়োগ, পুত্র ও কন্যার সহিত আমাদের উভয়ের বিচ্ছেদ, রক্ষকশূন্য অবস্থায় ভ্রমণ এবং বহুহিংস্রজন্তুপূর্ণ বনে বাস করা।৩৩

তদনন্তর পরদিন প্রভাতকালে হতাবশিষ্ট বণিকেরা সেইস্থান হইতে নির্গত হইয়া হস্তিযূথকৃত মহামারীর বিষয় লইয়া শোক করিতে লাগিল।৩৪

'আমি কি দুষ্কার্য্য করিয়াছি' এই কথা বলিয়া দময়ন্তীও তখন ভ্রাতা, পিতা, পুত্র ও বন্ধুবর্গের বিষয় উল্লেখ করিয়া শোক করিতে লাগিলেন।৩৫

'আমি নির্জনবনমধ্যে এই যে জনসমূহ পাইয়াছিলাম, তাহাও হস্তিযূথ আসিয়া সংহার করিল; হায়! উহাও আমারই মন্দভাগ্যের ফল।৩৬

অতএব নিশ্চয়ই এখনও আমার দীর্ঘকাল দুঃখভোগ করিতে হইবে। কারণ, সময় উপস্থিত না হইলে কেহই মরে না, ইহা আমি বৃদ্ধবর্গের নিকট শুনিয়াছি।৩৭

আমি দুঃখিতা, তথাপি হস্তিগণ আমাকে বধ করিল না। কারণ, এই জগতে মানুষের সুখ বা দুঃখলাভ কিছুই দৈবকৃতভিন্ন হয় না।৩৮

আমি বাল্যকালেও বাক্য, মন, বা কর্ম্ম দ্বারা কোন পাপ করি নাই, যাহাতে আমার এইরূপ দুঃখ উপস্থিত হইতে পারে।৩৯

অতএব আমি মনে করি,—ইন্দ্রপ্রভৃতি দিক্পালগণ আমার স্বয়ংবরে আসিয়াছিলেন, আমি নলের জন্য তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি।৪০

সুতরাং নিশ্চয়ই তাঁহাদের কোপপ্রভাবে আমি (পতি-পুত্রাদির) বিয়োগ-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি। রাজশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! দময়ন্তী এইরূপ অনেক দুঃখের উল্লেখপূর্বক বিলাপ করিয়া হতাবশিষ্ট বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের সহিত তখন শরৎকালের চন্দ্রলেখার ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন।৪১-৪২

বালিকা দময়ন্তী গমন করিতে করিতে অনেক দিনের পর একদিন সায়াহ্নকালে সত্যদর্শী চেদিরাজ সুবাহুর বিশাল রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন।৪৩

সা তু তচ্চারুসর্ব্বাঙ্গী সুবাহোস্তুঙ্গগোপুরম্ ।
বস্ত্রার্দ্ধেন চ সংবীতা প্রবিবেশ পুরোত্তমম্ ॥৪৪

তাং বিহ্বলাং কৃশাং দীনাং মুক্তকেশী মমার্জিতাম্ ।
উন্মত্তামিব গচ্ছন্তীং দদৃশুঃ পুরবাসিনঃ ॥৪৫

প্রবিশন্তীঞ্চ তাং দৃষ্ট্বা চেদিরাজপুরীং তদা ।
অনুজগ্মুস্তত্র বালা গ্রামিপুত্রাঃ কুতূহলাৎ ॥৪৬

সা তৈঃ পরিবৃতাগচ্ছৎ সমীপং রাজবেশ্মনঃ ।
তাং প্রাসাদগতাপশ্যদ্ রাজমাতা জনৈর্বৃতাম্ ॥৪৭

ধাত্রীমুবাচ গচ্ছৈনামানয়েতি মমান্তিকম্ ।
জনেন ক্লিশ্যতেহনাথা দুঃখিতা শরণার্থিনী ॥৪৮

যাদৃগ্‌রূপাঞ্চ পশ্যামি বিদ্যোতয়তি মে গৃহম্ ।
উন্মত্তবেশা কল্যাণী শ্রীরিবায়তলোচনা ॥৪৯

সা জনং বারয়িত্বা তং প্রাসাদতলমুত্তমম্ ।
আরোপ্য বিস্মিতা রাজন্ দময়ন্তীমপৃচ্ছত ॥৫০

এবমপ্যসুখাবিষ্টা বিভর্ষি পরমং বপুঃ ।
ভাসি বিদ্যুদিবাভ্রেষু শংস মে কাসি কস্য বা ॥৫১

ন চ তে মানুষং রূপং ভূষণৈরপি বর্জ্জিতম্ ।
অসহায়া নরেভ্যশ্চ নোদ্বিজস্যমরপ্রভে ॥৫২

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্যা ভৈমী বচনমব্রবীৎ ।
মানুষীং মাং বিজানীহি ভর্ত্তারং সমনুব্রতাম্ ॥৫৩

সৈরিন্ধ্রীং জাতিসম্পন্নাং ভুজিষ্যাং কামবাসিনীম্ ।
ফলমূলাশনামেকাং যত্রসায়ংপ্রতিশ্রয়াম্ ॥৫৪

অর্দ্ধবস্ত্রখণ্ডে আবৃতা সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দময়ন্তী ক্রমে সুবাহুরাজার উচ্চদ্বারযুক্ত উত্তম রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন ।৪৪

তখন পুরবাসিগণ—বিহ্বলা, কৃশা, দীনা, মুক্তকেশী ও অপরিষ্কৃতদেহা দময়ন্তীকে উন্মত্তার ন্যায় গমন করিতে দেখিল ।৪৫

তিনি চেদিরাজের রাজধানীতে প্রবেশ করিতেছেন দেখিয়া তখনই গ্রাম্যলোকদের বালক পুত্রগণ কৌতুকবশতঃ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল ।৪৬

দময়ন্তী সেই বালকগণে পরিবেষ্টিত হইয়া রাজভবনের নিকটে গমন করিলেন ; তখন প্রাসাদস্থিত রাজমাতা তাঁহাকে লোকপরিবৃত অবস্থায় দেখিলেন ।৪৭

তখন রাজমাতা তাঁহার ধাত্রীকে বলিলেন—'ধাত্রি। তুমি যাও, যাইয়া ইহাকে আমার নিকট আনয়ন কর ; এই অনাথা দুঃখিতা শরণার্থিনী নারীকে লোকে কষ্ট দিতেছে ।৪৮

আমি ইহাকে যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে শরণার্থিনী বলিয়াই বোধ হইতেছে ; আর লক্ষ্মীর ন্যায় আয়তনয়না উন্মত্তবেশা এই কল্যাণী আমার সমগ্র ভবনকেই আলোকিত করিতেছে ।৪৯

রাজন্। সেই রাজমাতা ধাত্রীদ্বারা সেই লোকগুলিকে বারণ করাইলেন এবং দময়ন্তীকে অট্টালিকার উপরে উঠাইয়া বিস্মিতচিত্তে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ।৫০

কল্যাণি। তুমি এইরূপ দুঃখিত হইয়াও পরম রূপ ধারণ করিতেছ এবং মেঘের উপরে বিদ্যুতের ন্যায় শোভা পাইতেছ। অতএব তুমি আমার নিকট বল—তুমি কে এবং কাহার ভার্য্যা ?৫১

তোমার এই রূপ অলঙ্কারবিহীন হইলেও মানুষের মত নহে। হে দেবীতুল্যে। তুমি সহায়শূন্যা হইয়াও মানুষ হইতে ভয় করিতেছ না ।৫২

রাজমাতার কথা শুনিয়া দময়ন্তী বলিলেন,—আপনি আমাকে মানুষী বলিয়া অবগত হউন এবং আমি ভর্ত্তার অনুকূলা অথচ সৈরিন্ধ্রী, উচ্চ জাতি-

অসংখ্যেয়গুণো ভর্ত্তা মাঞ্চ নিত্যমনুব্রতঃ।
ভক্তাহমপি তং বীরং ছায়েবানুগতা পথি ॥৫৫
তস্য দৈবাৎ প্রসঙ্গোহভূদতিমাত্রং স্ম দেবনে।
দ্যূতে স নির্জ্জিতশ্চৈব বনমেক উপেয়িবান্ ॥৫৬
তমেকবসনং বীরমুন্মত্তামিব বিহ্বলম্।
আশ্বাসয়ন্তী ভর্ত্তারমহমন্বগমং বনম্ ॥৫৭

স কদাচিদ্ বনে বীরঃ কস্মিংশ্চিৎ কারণান্তরে।
ক্ষুৎপরীতস্তু বিমনা বাসশ্চৈকং ব্যসর্জ্জয়ৎ ॥৫৮

তমেকবসনা নগ্নমুন্মত্তবদচেতসম্।
অনুব্রজন্তী বহুলা ন স্বপামি নিশাস্তদা ॥৫৯

সম্পন্না, দাসী, ইচ্ছানুসারে বাস করি, ফল-মূলমাত্র ভোজন করি, একাকিনী থাকি, যেখানে সন্ধ্যা হয় সেই খানেই বাস করি।৫৩-৫৪

আমার ভর্ত্তার গুণের সংখ্যা করা যায় না, আর তিনি সর্ব্বদাই আমার অনুকূল এবং আমিও তাঁহার ভক্তা ; তাই পথে ছায়ার ন্যায় সেই বীরের অনুগমন করিয়াছিলাম।৫৫

দৈববশতঃ দ্যূতক্রীড়ায় তাঁহার অত্যন্ত আসক্তি জন্মিয়াছিল ; তাহাতে তিনি পরাজিত হইয়া একাকী বনে আসিয়াছিলেন।৫৬

একবস্ত্রধারী এবং উন্মত্তের ন্যায় বিহ্বল সেই বীর পতিকে আশ্বস্ত করিতে করিতে আমিও তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে বনে আসিয়াছিলাম।৫৭

ক্ষুধার্ত্ত ও আকুলচিত্ত সেই বীর কোন এক সময়ে বিশেষে কারণবশতঃ সেই একখানি বস্ত্রও পরিত্যাগ করেন।৫৮

আমিও একখানি মাত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া, নগ্ন এবং উন্মত্তের ন্যায় অস্থিরচিত্ত সেই পতির অনুসরণ করিতে থাকিয়া বহুতর রাত্রি নিদ্রা যাই নাই।৫৯

ততো বহুতিথে কালে সুপ্তামুৎসৃজ্য মাং কচিৎ।
বাসসোহর্দ্ধং পরিচ্ছিদ্য ত্যক্তবান্ মামনাগসম্ ॥৬০
তং মার্গমাণা ভর্ত্তারং দহ্যমানা দিবানিশম্।
সাহং কমলগর্ভাভমপশ্যন্তী হৃদি প্রিয়ম্ ॥
ন বিন্দাম্যমরপ্রখ্যং প্রিয়ং প্রাণেশ্বরং প্রভুম্ ॥৬১
তামশ্রুপরিপূর্ণাক্ষীং বিলপন্তীং তথা বহু।
রাজমাতাব্রবীদার্ত্তাং ভৈমীমার্ত্তস্বরাং স্বয়ম্ ॥৬২
বসস্ব ময়ি কল্যাণি প্রীতির্মে পরমা ত্বয়ি।
মৃগয়িষ্যন্তি তে ভদ্রে ভর্ত্তারং পুরুষা মম ॥৬৩
অপি বা স্বয়মাগচ্ছেৎ পরিধাবন্নিতস্ততঃ।
ইহৈব বসতী ভদ্রে ভর্ত্তারমুপলপ্স্যসে ॥৬৪

তাহার পর অনেকদিন গত হইলে কোন এ সময়ে ভর্ত্তা নিদ্রিতা অবস্থায় আমাকে ছাড়িয়া উঠিয় আমারই বস্ত্রের অর্দ্ধেক ছেদন করত (তাহা পরিধান পূর্ব্বক) বিনা অপরাধে আমাকে পরিত্যা করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।৬০

তৎপরে আমি পদ্মকোষের ন্যায় গৌরবর্ণ এ হৃদয়ের প্রিয়তমকে না দেখিয়া বিরহানলে দ হইতে থাকিয়া দিবারাত্র তাঁহার অন্বেষণ করিয়া প্রিয়তম ও প্রাণেশ্বর দেবতার তুল্য স্বামী পাইতেছি না।৬১

শোকার্ত্তা দময়ন্তী অশ্রুপূর্ণনয়নে ও আর্ত্তস্ব সেইরূপ বহু বিলাপ করিতে লাগিলেন, ত রাজমাতা নিজে তাঁহাকে বলিলেন।৬২

কল্যাণি! তুমি আমার নিকটে বাস ক কারণ, তোমার উপরে আমার অত্যন্ত স্নে জন্মিয়াছে। ভদ্রে! আমার লোকেরাই তোমা ভর্ত্তার অন্বেষণ করিবে।৬৩

অথবা ভদ্রে! তোমার ভর্ত্তা ইতস্ততঃ বিচর করিয়া স্বয়ংই এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবে তুমি এইখানে থাকিয়াই তাঁহাকে পাইবে।৬৪

রাজমাতুর্বচঃ শ্রুত্বা দময়ন্তী বচোঽব্রবীৎ।
সময়েনোৎসহে বস্তুং ত্বয়ি বীরপ্রজায়িনি ॥৬৫

উচ্ছিষ্টং নৈব ভুঞ্জীয়াং ন কুর্য্যাং পাদধাবনম্।
ন চাহং পুরুষানন্যান্ প্রভাষেয়ং কথঞ্চন ॥৬৬

প্রার্থয়েদ্ যদি মাং কশ্চিৎ দণ্ড্যস্তে
স পুমান্ ভবেৎ।
বধ্যশ্চ তেঽসকৃন্মন্দ ইতি মে ব্রতমাহিতম্ ।৬৭

ভর্তুরন্বেষণার্থন্তু পশ্যেয়ং ব্রাহ্মণানহম্।
যদ্যেবমিহ বৎস্যামি ত্বৎকাশে ন সংশয়ঃ ॥৬৮

অতোঽন্যথা ন মে বাসো বর্ত্তেত হৃদয়ে ক্বচিৎ।
তাং প্রহৃষ্টেন মনসা রাজমাতেদমব্রবীৎ ॥৬৯

সর্ব্বমেতৎ করিষ্যামি দিষ্ট্যা তে ব্রতমীদৃশম্।
এবমুক্ত্বা ততো ভৈমীং রাজমাতা বিশাম্পতে ॥৭০

উবাচেদং দুহিতরং সুনন্দাং নাম ভারত।
সৈরিন্ধ্রীমভিজানীহি সুনন্দে দেবরূপিণীম্ ॥৭১

বয়সা তুল্যতাং প্রাপ্তা সখী তব ভবত্বিয়ম্।
এতয়া সহ মোদস্ব নিরুদ্বিগ্নমনাঃ সদা ॥৭২

ততঃ পরমসংহৃষ্টা সুনন্দা গৃহমাগমৎ।
দময়ন্তীমুপাদায় সখীভিঃ পরিবারিতা ॥৭৩

সা তত্র পূজ্যমানা বৈ দময়ন্তী ব্যনন্দত।
সর্ব্বকামৈঃ সুবিহিতৈর্নিরুদ্বেগাবসত্তদা ।৭৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি নলোপাখ্যানপর্বণি দময়ন্তী-
চেদিরাজগৃহবাসে পঞ্চষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৫

দময়ন্তী রাজমাতার সেই কথা শুনিয়া এই কথা বলিলেন,—বীরজননি! আপনার নিকটে আমি এই নিয়মে বাস করিতে পারি।৬৫

আমি কাহারও উচ্ছিষ্ট খাইব না, কাহারও পাদপ্রক্ষালন করিব না এবং কোন প্রকারেই অন্য পুরুষের সহিত আলাপ করিব না।৬৬

যদি কোন পুরুষ আমাকে প্রার্থনা করে, তবে সে আপনার নিকট দণ্ডনীয় হইবে; আর যদি কোন মূর্খ বার বার আমাকে প্রার্থনা করে, তবে সে আপনার নিকট বধ্যই হইবে, এই নিয়ম আমি অবলম্বন করিয়াছি।৬৭

কিন্তু আমি ভর্ত্তার অন্বেষণের জন্য ব্রাহ্মণদের সহিত সাক্ষাৎ করিব। যদি এইরূপ নিয়ম রক্ষিত হয়, তবে নিশ্চয়ই আপনার নিকট বাস করিব।৬৮

ইহার অন্যথা হইলে, কোথাও আমার বাস করিবার ইচ্ছা নাই। তখন রাজমাতা আনন্দিতচিত্তে দময়ন্তীকে এই কথা বলিলেন।৬৯

তোমার এই সব কথাই আমি মানিয়া চলিব; ইহা ত সৌভাগ্যের কথা যে, তোমার এইরূপ ব্রত হইয়াছে। নরনাথ! ভরতনন্দন যুধিষ্ঠির! রাজমাতা দময়ন্তীকে এইরূপ বলিয়া নিজতনয়া সুনন্দাকে এই কথা বলিলেন—সুনন্দা! তুমি এই সৈরিন্ধ্রীকে দেবতাস্বরূপিণী জানিবে।৭০-৭১

এ বয়সে তোমার তুল্য, অতএব তোমার সখী হউক। তুমি সর্ব্বদা অনুদ্বিগ্নচিত্তে ইহার সহিত আনন্দ অনুভব কর।৭২

তাহার পর সুনন্দা অত্যন্ত আনন্দিতমনে দময়ন্তীকে সঙ্গে লইয়া সখীপরিবেষ্টিত অবস্থায় আপন গৃহে গমন করিল।৭৩

দময়ন্তীও সেখানে অত্যন্ত সমাদর পাইতে থাকিয়া আনন্দিত হইলেন এবং সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট বিষয় সুসম্পাদিত হইত বলিয়া নিরুদ্বেগে বাস করিতে লাগিলেন।৭৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে
দময়ন্তী-চেদিরাজগৃহবাসে পঞ্চষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৬৫

ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞা নলেন দাববহ্নিতঃ কর্কোটকনাগস্য প্রাণানাং রক্ষা, নাগস্য নলায়াশ্বাসপ্রদানঞ্চ।]

বৃহদশ্ব উবাচ।

উৎসৃজ্য দময়ন্তীং তু নলো রাজা বিশাম্পতে।
দদর্শ দাবং দহ্যন্তং মহান্তং গহনে বনে ॥১

তত্র শুশ্রাব শব্দং বৈ মধ্যে ভূতস্য কস্যচিৎ।
অভিধাব নলেত্যুচ্চৈঃ পুণ্যশ্লোকেতি চাসকৃৎ ॥২

মা ভৈরিতি নলশ্চোক্ত্বা মধ্যমগ্নেঃ প্রবিশ্য তম্।
দদর্শ নাগরাজানং শয়ানং কুণ্ডলীকৃতম্ ॥৩

স নাগঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা বেপমানো নলং তদা।
উবাচ বিদ্ধি মাং নাম্না নাগং কর্কোটকং নৃপ ॥৪

ময়া প্রলব্ধো মহর্ষির্নারদঃ সুমহাতপাঃ।
তেন মন্যুপরীতেন শপ্তোঽস্মি মনুজাধিপ ॥৫

তিষ্ঠ ত্বং স্থাবর ইব যাবদেব নলঃ ক্বচিৎ।
ইতো নেতা হি তত্র ত্বং শাপান্মোক্ষ্যসি
মৎকৃতাৎ ॥৬

তস্য শাপান্ন শক্তোঽস্মি পদাদ্ বিচলিতুং পদম্।
উপদেক্ষ্যামি তে শ্রেয়স্ত্রাতুমর্হতি মাং ভবান্ ॥৭

সখা চ তে ভবিষ্যামি মৎসমো নাস্তি পন্নগঃ।
লঘুশ্চ তে ভবিষ্যামি শীঘ্রমাদায় গচ্ছ মাম্ ॥৮

এবমুক্ত্বা স নাগেন্দ্রো বভূবাঙ্গুষ্ঠমাত্রকঃ।
তং গৃহীত্বা নলঃ প্রায়াদ্দেশং দাববিবর্জিতম্ ॥৯

আকাশদেশমাসাদ্য বিমুক্তং কৃষ্ণবর্ত্মনা।
উৎস্রষ্টুকামং তং নাগঃ পুনঃ
কর্কোটকোঽব্রবীৎ ॥১০

ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়।

[রাজা নল কর্তৃক দাবানল হইতে কর্কোটকনাগের প্রাণরক্ষা এবং নাগ কর্তৃক নলকে আশ্বাস প্রদান।]

বৃহদশ্ব বলিলেন,—নরনাথ। ওদিকে রাজা নল দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করিয়া নিবিড় বনের ভিতরে যাইয়া দেখিলেন—বিশাল দাবাগ্নি বন দগ্ধ করিতেছে।১

সেই বনের মধ্যে কোন প্রাণীর এইরূপ উচ্চ শব্দ বার বার শুনিলেন যে, 'নলরাজা। সত্বর এদিকে আসুন, পুণ্যশ্লোক! সত্বর এদিকে আসুন।২

তখন নলও 'ভয় করিও না' এই কথা বলিয়া, অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করত দেখিলেন,—কুণ্ডলীকৃত একটা বিশাল নাগ শুইয়া আছে।৩

তখন সেই নাগ কৃতাঞ্জলি হইয়া কম্পিত-কলেবরে নলকে বলিল,—রাজন্! আপনি আমাকে কর্কোটকনাগ বলিয়া জানিবেন।৪

রাজন্! অতিমহাতপস্বী মহর্ষি নারদকে আমি প্রতারিত করিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন।৫

যে পর্য্যন্ত রাজা নল তোমাকে এ স্থান হইতে কোন স্থানে লইয়া না যান, সেই পর্য্যন্ত তুমি স্থাবরের তুল্য হইয়া এই স্থানেই থাক; তিনি লইয়া গেলে তুমি আমার শাপ হইতে মুক্তি পাইবে।৬

তাঁহার শাপে আমি একস্থান হইতে অপর স্থানে যাইতে পারি না, অতএব আপনি আমাকে রক্ষা করুন, আমি আপনাকে মঙ্গললাভের উপদেশ দিব।৭

অধিক কি, আমি আপনার সখা হইব; আমার তুল্য নাগ নাই। আর আমি আপনার নিকট ভারশূন্য হইব। অতএব আমাকে লইয়া সত্বর এই স্থান হইতে গমন করুন।৮

এইরূপ বলিয়া কর্কোটক নাগ অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ হইলেন। তখন নল তাঁহাকে লইয়া দাবাগ্নিশূন্য স্থানে গমন করিলেন। ৯

পদানি গণয়ন্ গচ্ছ স্বানি নৈষধ কানিচিৎ।
তত্র তেঽহং মহাবাহো শ্রেয়ো
ধাস্যামি যৎ পরম্ ॥১১

ততঃ সংখ্যাতুমারব্ধমদশদ্দশমে পদে।
তস্য দষ্টস্য তদ্রূপং ক্ষিপ্রমন্তরধীয়ত ॥১২

স দৃষ্ট্বা বিস্মিতস্তস্থাবাত্মানং বিকৃতং নলঃ।
স্বরূপধারিণং নাগং দদর্শ স মহীপতিঃ ॥১৩

ততঃ কর্কোটকো নাগঃ সান্ত্বয়ন্ নলমব্রবীৎ।
ময়া তেঽন্তর্হিতং রূপং ন ত্বাং বিদ্যুর্জনা ইতি ॥১৪

যৎকৃতেনাসি নিকৃতো দুঃখেন মহতা নল।
বিষেণ স মদীয়েন দুঃখং ত্বয়ি নিবৎস্যতি ॥১৫

বিষেণ সংবৃতৈর্গাত্রৈর্যাবত্ত্বাং ন বিমোক্ষ্যতি।
তাবত্ত্বয়ি মহারাজ দুঃখং বৈ স নিবৎস্যতি ॥১৬
অনাগা যেন নিকৃতস্ত্বমনর্হো জনাধিপ।
ক্রোধাদসূয়য়িত্বা তং রক্ষা মে ভবতঃ কৃতা ॥১৭
ন তে ভয়ং নরব্যাঘ্র দংষ্ট্রিভ্যঃ শত্রুতোঽপি বা।
ব্রহ্মবিদ্ভ্যশ্চ ভবিতা মৎপ্রসাদান্নরাধিপ ॥১৮
রাজন্ বিষনিমিত্তা চ ন তে পীড়া ভবিষ্যতি।
সংগ্রামেষু চ রাজেন্দ্র শশ্বজ্জয়মবাপ্স্যসি ॥১৯
গচ্ছ রাজন্নিতঃ সূতো বাহুকোঽহমিতি ব্রুবন্।
সমীপমৃতুপর্ণস্য স হি বেদাক্ষনৈপুণম্ ॥২০
অযোধ্যাং নগরীং রম্যামদ্য বৈ নিষধেশ্বর।
স তেঽক্ষহৃদয়ং দাতা রাজাশ্বহৃদয়েন বৈ ॥২১

দাবাগ্নিরহিত এবং বৃক্ষলতাদিশূন্য স্থানে যাইয়া নল কর্কোটকনাগকে ছাড়িয়া দিবার ইচ্ছা করিলেন; তখন কর্কোটকনাগ পুনরায় নলকে বলিলেন।১০

মহাবাহু নিষধরাজ নল! আপনি নিজেরই কতকগুলি পদক্ষেপকে ('এক' 'দুই' এই ভাবে) গণনা করিতে করিতে গমন করুন; তখন আপনার যাহা পরম মঙ্গল, তাহা আমি করিব।১১

তাহার পর, নল দশম পদক্ষেপ করিয়া যেই 'দশ' বলিয়া গণনা করিলেন; অমনি কর্কোটক তাঁহাকে দংশন করিলেন; দংশন করিবামাত্রই নলের সেই পূর্ব্বরূপ অন্তর্হিত হইল।১২

তখন রাজা নল স্বীয় দেহকে বিকৃত দেখিয়া বিস্মিত হইয়া রহিলেন এবং কর্কোটককে স্বরূপধারী অবস্থায় দেখিলেন।১৩

তদনন্তর কর্কোটক অনুনয় করিয়া নলকে বলিলেন,—লোকে আপনাকে চিনিতে না পারে, এই জন্যই আমি আপনার রূপ তিরোহিত করিলাম।১৪

হে নল! আপনি যাহার কৃত গুরুতর চক্রান্তে রাজ্য প্রভৃতি হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন, সে ব্যক্তি আমার বিষের প্রভাবে আপনার শরীরে অতি কষ্টে বাস করিবে।১৫

মহারাজ! আপনার অঙ্গসমূহ বিষব্যাপ্ত হওয়ায় সে ব্যক্তি যে পর্য্যন্ত আপনাকে ত্যাগ না করিবে, সেই পর্য্যন্তই সে আপনার শরীরে অতিদুঃখে বাস করিবে।১৬

নরনাথ। আপনি নিরপরাধ এবং বঞ্চনার অযোগ্য, তথাপি আপনাকে যে ব্যক্তি বঞ্চিত করিয়াছে, আমি ক্রোধবশতঃ তাহার উপরে অসূয়া করিয়াই এই ভাবে আপনার রক্ষা করিলাম।১৭

নরশ্রেষ্ঠ রাজন্! আমার প্রসাদে দন্তর (দন্তধারী), শত্রু, কিংবা বেদবিৎ ব্যক্তি হইতেও আপনার কোন ভয় হইবে না।১৮

রাজন্! আমার বিষে আপনার কোন পীড়া হইবে না। রাজশ্রেষ্ঠ! আপনি সর্ব্বদাই যুদ্ধে জয়লাভ করিবেন।১৯

নিষধরাজ! 'আমি সারথি এবং আমার নাম—বাহুক' এই কথা বলিয়া পরিচয় দান করত আপনি অদ্যই এই স্থান হইতে মনোহর অযোধ্যানগরীতে

ইক্ষ্বাকুকুলজঃ শ্রীমান্ মিত্রঞ্চৈব ভবিষ্যতি।
ভবিষ্যসি যদাঽক্ষজ্ঞঃ শ্রেয়সা যোক্ষ্যসে তদা ॥২২
সমেষ্যসি চ দারৈস্ত্বং মাস্ম শোকে মনঃ কৃথাঃ।
রাজ্যেন তনয়াভ্যাঞ্চ সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥২৩
স্বং রূপঞ্চ যদা দ্রষ্টুমিচ্ছেথাস্ত্বং নরাধিপ।
সংস্মর্ত্তব্যস্তদা তেঽহং বাসশ্চেদং বিবাসয়েঃ ॥২৪
অনেন বাসসাচ্ছন্নঃ স্বং রূপং প্রতিপৎস্যসে।
ইত্যুক্ত্বা প্রদদৌ তস্মৈ দিব্যং বাসোযুগং তদা ॥২৫

এবং নলং সমাদিশ্য বাসো দত্ত্বা চ কৌরব।
নাগরাজস্ততো রাজংস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি নলোপাখ্যানপর্ব্বণি
নল-কর্কোটকসংবাদে ষট্‌ষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৬

ঋতুপর্ণ-রাজার নিকটে গমন করুন। কারণ, তিনি পাশাখেলা ভাল জানেন; সুতরাং তিনি আপনার নিকট হইতে অশ্ববিদ্যার রহস্য শিক্ষা করিয়া আপনাকে অক্ষক্রীড়ার রহস্য শিক্ষা দান করিবেন।২০-২১

আর সেই ইক্ষ্বাকুবংশজাত সমৃদ্ধিশালী ঋতুপর্ণ রাজা আপনার সখা হইবেন এবং আপনিও যখন দ্যূতক্রীড়ায় বিশেষ অভিজ্ঞ হইবেন, তখন আপনার মঙ্গল হইবে।২২

আপনি শোক করিবেন না, আমি আপনার নিকট সত্য বলিতেছি; আপনি পুনরায় ভার্য্যা, পুত্র ও কন্যার সহিত সম্মিলিত হইবেন এবং রাজ্যলাভ করিবেন।২৩

নরপতে! আপনি যখন নিজের পূর্ব্ব রূপ দেখিবার ইচ্ছা করিবেন, তখন আমাকে স্মরণ করিবেন এবং এই বস্ত্র পরিধান করিবেন।২৪

আপনি এই বস্ত্র পরিধান করিয়া নিজ পূর্ব্ব রূপ লাভ করিবেন, এই কথা বলিয়া কর্কোটক নলকে দিব্য বস্ত্রযুগল দান করিলেন।২৫

কুরুনন্দন রাজন্ যুধিষ্ঠির! নাগরাজ কর্কোটক নলকে এইরূপ উপদেশ দিয়া এবং বস্ত্রযুগল দান করত সেইখানেই অন্তর্হিত হইলেন।২৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে
নলকর্কোটকসংবাদবিষয়ে ষট্‌ষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৬৬

সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞ ঋতুপর্ণস্য ভবনে নলস্যাশ্বাধ্যক্ষপদগ্রহণম্, দময়ন্ত্যৈ তস্য চিন্তা, জীবলেন সহালাপশ্চ।]

বৃহদশ্ব উবাচ।
তস্মিন্নন্তর্হিতে নাগে প্রযযৌ নৈষধো নলঃ।
ঋতুপর্ণস্য নগরং প্রাবিশদ্দশমেঽহনি ॥১

স রাজানমুপাতিষ্ঠদ্ বাহুকোঽহমিতি ব্রুবন্।
অশ্বানাং বাহনে যুক্তঃ পৃথিব্যাং নাস্তি মৎসমঃ ॥২

সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়।

[ঋতুপর্ণ রাজার ভবনে নলকর্তৃক অশ্বাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ এবং দময়ন্তীর জন্য চিন্তা ও জীবলের সহিত আলাপ।]

বৃহদশ্ব বলিলেন—কর্কোটকনাগ অন্তর্হিত হইলে, নিষধরাজ নল গমন করিলেন এবং দশম দিনের দি ঋতুপর্ণরাজার নগরে প্রবেশ করিলেন।১

অর্থকৃচ্ছ্রেষু চৈবাহং প্রষ্টব্যো নৈপুণেষু চ।
অন্নসংস্কারমপি চ জানাম্যন্যৈর্বিশেষতঃ ॥৩
যানি শিল্পানি লোকেঽস্মিন্ যচ্চৈবান্যৎ সুদুষ্করম্।
সর্বং যতিষ্যে তৎ কর্ত্তুমৃতুপর্ণ! ভরস্ব মাম্ ॥৪

ঋতুপর্ণ উবাচ।

বস বাহুক ভদ্রং তে সর্ব্বমেতৎ করিষ্যসি।
শীঘ্রযানে সদা বুদ্ধির্ধ্রিয়তে মে বিশেষতঃ ॥৫
স ত্বমাতিষ্ঠ যোগং তং যেন শীঘ্রা হয়া মম।
ভবেয়ুরশ্বাধ্যক্ষোঽসি বেতনং তে শতং শতাঃ ॥ ৬
ত্বামুপস্থাস্যতশ্চৈব নিত্যং বার্ষ্ণেয়-জীবলৌ।
এতাভ্যাং রংস্যসে সার্দ্ধং বস বৈ ময়ি বাহুক ॥৭

বৃহদশ্ব উবাচ।

এবমুক্তো নলস্তেন ন্যবসত্তত্র পূজিতঃ।
ঋতুপর্ণস্য নগরে সহবার্ষ্ণেয়জীবলঃ ॥৮
স বৈ তত্রাবসদ্ রাজা বৈদর্ভীমনুচিন্তয়ন্।
সায়ং সায়ং সদা চেমং শ্লোকমেকং জগাদ হ ॥৯
ক্ব নু সা ক্ষুৎপিপাসার্ত্তা শ্রান্তা শেতে তপস্বিনী।
স্মরন্তী তস্য মন্দস্য কং বা সাঽদ্যোপতিষ্ঠতি ॥১০
এবং ব্রুবন্তং রাজানং নিশায়াং জীবলোঽব্রবীৎ।
কামেনাং শোচসে নিত্যং শ্রোতুমিচ্ছামি বাহুক ॥১১
অয়ুষ্মন্! কস্য সা নারী যামেবমনুশোচসি।
তমুবাচ নলো রাজা মন্দপ্রজ্ঞস্য কস্যচিৎ ॥১২

নল ঋতুপর্ণরাজার নিকট উপস্থিত হইয়া 'আমার নাম—বাহুক' এই কথা বলিয়া বলিলেন,—আমার তুল্য অশ্বচালনানিপুণ লোক পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় জন নাই।২

আমি অত্যন্ত অর্থসঙ্কটে পড়িয়াছি। যে কোন কার্য্যে নিপুণতাবিষয়ে যদি পরামর্শ ইচ্ছা করেন, তবে আমার নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবেন। আমি খাদ্যবস্তু-নির্ম্মাণও অন্য অপেক্ষা বিশেষ ভাবে জানি।৩

রাজন্। এই জগতে যে কিছু শিল্পকার্য্য আছে এবং অন্য যে কিছু অতিদুষ্কর কার্য্য আছে, সে সমস্তই আমি সম্পাদন করিবার চেষ্টা করিব; আপনি আমাকে ভরণ করুন।৪

ঋতুপর্ণ বলিলেন,—বাহুক। তুমি থাক, তোমার ভাল হইবে, তুমি এ সমস্তই করিবে। আমি সর্ব্বদাই বিশেষ দ্রুতগমনে ইচ্ছা করিয়া থাকি।৫

তুমি তাদৃশ উপায় অবলম্বন কর, যাহাতে আমার অশ্বগুলি দ্রুতগামী হয়; তুমি আমার অশ্বাধ্যক্ষ হইলে, তোমার বার্ষিক বেতন দশহাজার মুদ্রা নির্দ্দিষ্ট রহিল।৬

(আমার পূর্ব্বসারথি) বার্ষ্ণেয় ও জীবল সর্ব্বদাই তোমার সেবা করিবে; সুতরাং তুমি উহাদের সহিত আমোদ অনুভব করিতে পারিবে। অতএব বাহুক। তুমি আমার নিকটেই থাক।৭

বৃহদশ্ব বলিলেন,—ঋতুপর্ণ রাজা এইরূপ বলিলে, নল তৎকর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া বার্ষ্ণেয় ও জীবলের সহিত সেই ঋতুপর্ণরাজার পুরীতেই বাস করিতে লাগিলেন।৮

রাজা নল দময়ন্তীকে স্মরণ করিতে থাকিয়া সেখানে বাস করিতে লাগিলেন এবং প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে তিনি এই শ্লোক পাঠ করিতেন।৯

'ক্ষুৎপিপাসার্ত্তা ও পরিশ্রান্তা সেই দীনা রমণী আজ কোথায় শয়ন করিতেছে এবং সেই মন্দবুদ্ধিকে স্মরণ করিয়া আজ কাহারই বা আশ্রয় লইয়াছে।১০

রাজা নল প্রত্যহ রাত্রিতেই এইরূপ বলিতেন; তখন একদিন জীবল বলিল—'বাহুক। তুমি প্রত্যহই কোন্ রমণীর জন্য এই শোক কর; আমি শুনিতে ইচ্ছা করি।১১

আয়ুষ্মন্। সে নারী কাহার, তুমি যাহার জন্য

আসীদ্ বহুমতা নারী তস্যা দৃঢ়তরশ্চ সঃ ।
স বৈ কেনচিদর্থেন তয়া মন্দো ব্যযুজ্যত ॥১৩
বিপ্রযুক্তঃ স মন্দাত্মা ভ্রমত্যসুখপীড়িতঃ ।
দহ্যমানঃ স শোকেন দিবারাত্রমতন্দ্রিতঃ ॥১৪
নিশাকালে স্মরংস্তস্যাঃ শ্লোকমেবং স গায়তি ।
স বৈ ভ্রমন্ মহীং সর্ব্বাং ক্বচিদাসাদ্য কিঞ্চন ॥১৫
বসত্যনর্হস্তদ্দুঃখং ভূয় এবানুসংস্মরন্ ।
সা তু তং পুরুষং নারী কৃচ্ছ্রেঽপ্যনুগতা বনে ॥১৬
ত্যক্তা তেনাল্পপুণ্যেন দুষ্করং যদি জীবতি ।
একা বালানভিজ্ঞা চ মার্গাণামতথোচিতা ॥১৭
ক্ষুৎ-পিপাসাপরীতাঙ্গী দুষ্করং যদি জীবতি ।
শ্বাপদাচরিতে নিত্যং বনে মহতি দারুণে ।
ত্যক্তা তেনাল্পভাগ্যেন মন্দপ্রজ্ঞেন মারিষ ॥১৮

ইত্যেবং নৈষধো রাজা দময়ন্তীমনুস্মরন্ ।
অজ্ঞাতবাসং ন্যবসদ্ রাজ্ঞস্তস্য নিবেশনে ॥১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি নলোপাখ্যানপর্ব্বণি
নল-বিলাপে সপ্তষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৭

এইরূপ শোক করিতেছ ? রাজা নল সেই জীবলকে বলিলেন,—কোন মন্দবুদ্ধি পুরুষের অত্যন্ত আদরের পাত্র এক স্ত্রী ছিল, সেই পুরুষও সেই নারীর প্রগাঢ় প্রণয়ের পাত্র ছিল ; কিন্তু সেই মন্দবুদ্ধি পুরুষ কোন প্রয়োজনে সেই নারীর সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়াছে।১২-১৩

সেই ভার্য্যাবিচ্ছিন্ন পুরুষ দিবারাত্র দুঃখে পীড়িত এবং শোকে দগ্ধ হইতে থাকিয়া অনবরত ভ্রমণ করিতেছে।১৪

সেই পুরুষ রাত্রিকালে সেই নারীকে স্মরণ করিয়া এইরূপ শ্লোক পাঠ করিয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে সেই পুরুষ সমস্ত পৃথিবী বিচরণ করিয়া, কোন স্থানে কিছু লাভ করত, অনবরত সেই নারীর দুঃখ স্মরণ করিতে থাকিয়া বাস করিতেছে। সেই নারী কিন্তু কষ্টকর বনেও সেই পুরুষের অনুগমন করিতেছিল।১৫-১৬

সেই মন্দভাগ্য পুরুষ কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা, একাকিনী, বালিকা, পথের অনভিজ্ঞা এবং সেরূপ দুঃখভোগের অযোগ্যা সেই নারী এখনও যদি জীবন ধারণ করিয়া থাকে, তবে দুষ্কর কার্য্যই করিতেছে।১৭

সজ্জন জীবল ! সেই অল্পভাগ্য ও মন্দবুদ্ধিপুরুষ কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা সেই নারী সর্ব্বদা হিংস্রজন্তুপরিপূর্ণ বিশাল ও ভয়ঙ্কর বনে ক্ষুধা ও পিপাসায় কাতর হইয়া এখনও যদি জীবন ধারণ করিয়া থাকে, তবে দুষ্কর কার্য্যই করিতেছে।১৮

রাজা নল ঋতুপর্ণরাজার ভবনে এইভাবে দময়ন্তীকে স্মরণ করিতে করিতে সকলের অজ্ঞাতভাবে বাস করিতে লাগিলেন ॥১৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে নলবিলাপবিষয়ে সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৬৭

অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

[নল-দময়ন্ত্যোরন্বেষণায় বিদর্ভরাজেন ব্রাহ্মণানাং প্রেষণম্, চেদিরাজভবনং গত্বা মনসা সুদেবনামক-ব্রাহ্মণস্য দময়ন্ত্যা গুণগ্রামচিন্তা, তস্যা দর্শনলাভশ্চ।]

বৃহদশ্ব উবাচ।

হৃতরাজ্যে নলে ভীমঃ সভার্য্যে চ বনং গতে।
দ্বিজান্ প্রস্থাপয়ামাস নলদর্শনকাঙ্ক্ষয়া ॥১

সন্দিদেশ চ তান্ ভীমো বসু দত্ত্বা সুপুষ্কলম্।
মৃগয়ধ্বং নলং যূয়ং দময়ন্তীঞ্চ মে সুতাম্ ॥২

অস্মিন্ কর্ম্মণি সম্পন্নে বিজ্ঞাতে নিষধাধিপে।
গবাং সহস্রং দাস্যামি যো বস্তাবানয়িষ্যতি ॥৩

অগ্রহারঞ্চ দাস্যামি গ্রামং নগরসম্মিতম্।
ন চেচ্ছক্যাবিহানেতুং দময়ন্তী নলোঽপি বা ॥৪

জ্ঞাতমাত্রেঽপি দাস্যামি গবাং দশশতং ধনম্।
ইত্যুক্তাস্তে যযুর্হৃষ্টা ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বতো দিশম্ ॥৫

পুর-রাষ্ট্রাণি চিন্বন্তো নৈষধং সহ ভার্য্যয়া।
নৈব ক্বাপি প্রপশ্যন্তি নলং বা ভীমপুত্রিকাম্ ॥৬

ততশ্চেদিপুরীং রম্যাং সুদেবো নাম বৈ দ্বিজঃ।
বিচিন্বানোঽথ বৈদর্ভীমপশ্যদ্ রাজবেশ্মনি ॥৭

পুণ্যাহবাচনে রাজ্ঞঃ সুনন্দাসহিতাং স্থিতাম্।
মন্দং প্রখ্যায়মানেন রূপেণাপ্রতিমেন তাম্।
নিরুদ্ধাং ধূমজালেন প্রভামিব বিভাবসোঃ ॥৮

তাং সমীক্ষ্য বিশালাক্ষীমধিকং মলিনাং কৃশাম্।
তর্কয়ামাস ভৈমীতি কারণৈরুপপাদয়ন্ ॥৯

সুদেব উবাচ।

যথেয়ং মে পুরা দৃষ্টা তথারূপেয়মঙ্গনা।
কৃতার্থোঽস্ম্যদ্য দৃষ্ট্বেমাং লোককান্তামিব শ্রিয়ম্ ॥১০

অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়।

[নল-দময়ন্তীকে অন্বেষণ করিবার জন্য বিদর্ভ-রাজ কর্তৃক ব্রাহ্মণগণকে প্রেষণ, চেদিরাজের ভবনে যাইয়া সুদেবনামক ব্রাহ্মণের মনে মনে দময়ন্তীর গুণগ্রাম চিন্তন এবং উঁহার দর্শন লাভ।]

বৃহদশ্ব বলিলেন,—হৃতরাজ্য নল দময়ন্তীর সহিত বনে গমন করিলে, রাজা ভীম নলকে দেখিবার ইচ্ছায় ব্রাহ্মণগণকে প্রেরণ করিলেন।১

রাজা ভীম তাঁহাদিগকে প্রচুর ধন দান করিয়া আদেশ করিলেন যে, আপনারা নলকে এবং আমার কন্যা দময়ন্তীকে অন্বেষণ করুন।২

এই কার্য্য সিদ্ধ হইলে ও নিষধরাজ নলের বিষয় জানিতে পারিলে অর্থাৎ আপনাদের মধ্যে যিনি নল ও দময়ন্তীর সংবাদ জানিয়া তাহাদিগকে আনিতে পারিবেন, তাঁহাকে একসহস্র গো দান করিব।৩

আর নগরের তুল্য একটী গ্রাম অগ্রহার (করমুক্ত) অর্থাৎ ব্রহ্মোত্তর করিয়া দিব। যদি নল ও দময়ন্তীকে এখানে আনিতে না-ও পারেন, তথাপি তাহাদের সংবাদ জানিলেও একসহস্র গো দান করিব। রাজা ভীম এইরূপ বলিলে, সেই ব্রাহ্মণগণ আনন্দিত হইয়া সকল দিকে গমন করিলেন।৪-৫

সেই ব্রাহ্মণগণ নানা নগর ও রাজ্যে বিচরণ করিয়া নল ও দময়ন্তীর বহু অন্বেষণ করত কোথাও নলকে বা ভীমকন্যা দময়ন্তীকে দেখিতে পাইলেন না।৬

তাহার পর সুদেবনামে এক ব্রাহ্মণ মনোহর চেদিরাজের রাজধানী পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাকিয়া রাজভবনে দময়ন্তীকে দেখিতে পাইলেন। তখন রাজার যজ্ঞারম্ভে পুণ্যাহবাচন হইতেছিল; সেখানে বিদর্ভরাজকন্যা দময়ন্তী সুনন্দার সহিত উপস্থিত ছিলেন; তখন তাঁহার অতুলনীয় রূপ অল্প প্রকাশ পাইতেছিল; সুতরাং ধূমাবৃত অগ্নিপ্রভার ন্যায় তিনি অবস্থান করিতেছিলেন।৭-৮

সুদেব সেই বিশালনয়না এবং অত্যন্ত মলিনা

পূর্ণচন্দ্রাননাং শ্যামাং চারুবৃত্তপয়োধরাম্ ।
কুর্বতীং প্রভয়া দেবীং সর্বা বিতিমিরা দিশঃ ॥১১
চারুপদ্মবিশালাক্ষীং মন্মথস্য রতীমিব ।
ইষ্টাং সমস্তলোকস্য পূর্ণচন্দ্রপ্রভামিব ॥১২
বিদর্ভসরসস্তস্মাদ্দৈবদোষাদিবোদ্ধৃতাম্ ।
মলপঙ্কানুলিপ্তাঙ্গীং মৃণালীমিব চোদ্ধৃতাম্ ॥১৩
পৌর্ণমাসীমিব নিশাং রাহুগ্রস্তনিশাকরাম্ ।
পতিশোকাকুলাং দীনাং শুষ্কস্রোতোনদীমিব ॥১৪
বিধ্বস্তপর্ণকমলাং বিত্রাসিতবিহঙ্গমাম্ ।
হস্তিহস্তপরামৃষ্টাং ব্যাকুলামিব পদ্মিনীম্ ॥১৫
সুকুমারীং সুজাতাঙ্গীং রত্নগর্ভগৃহোচিতাম্ ।
দহ্যমানামিবার্কেণ মৃণালীমিব চোদ্ধৃতাম্ ॥১৬

রূপৌদার্য্যগুণোপেতাং মণ্ডনার্হামমণ্ডিতাম্ ।
চন্দ্রলেখামিব নবাং ব্যোম্নি নীলাভ্রসংবৃতাম্ ॥১৭
কামভোগৈঃ প্রিয়ৈর্হীনাং হীনাং বন্ধুজনেন চ ।
দেহং ধারয়তীং দীনাং ভর্ত্তৃদর্শনকাঙ্ক্ষয়া ॥১৮
ভর্তা নাম পরং নার্য্যা ভূষণং ভূষণৈর্বিনা ।
এষা হি রহিতা তেন শোভনাপি ন শোভতে ॥১৯
দুষ্করং কুরুতেঽত্যন্তং হীনো যদনয়া নলঃ ।
ধারয়ত্যাত্মনো দেহং ন শোকেনাবসীদতি ॥২০
ইমামসিতকেশান্তাং শতপত্রায়তেক্ষণাম্ ।
সুখার্হাং দুঃখিতাং দৃষ্ট্বা মমাপি ব্যথতে মনঃ ॥২১
কদা নু খলু দুঃখস্য পারং যাস্যতি বৈ শুভা ।
ভর্ত্তুঃ সমাগমাৎ সাধ্বী রোহিণী শশিনো যথা ॥২২

ও কৃশা নারীকে দেখিয়া, পূর্ব্বদৃষ্ট লক্ষণদ্বারা মিলাইয়া তাঁহাকে দময়ন্তী বলিয়াই মনে করিলেন।৯

তখন সুদেব মনে মনে বলিতে লাগিলেন—'আমি পূর্ব্বে যেমন দময়ন্তীকে দেখিয়াছিলাম, এখনও তেমনই দেখিতেছি। সুতরাং লোকের অভীষ্ট লক্ষ্মীদেবীর ন্যায় ইহাকে দেখিয়া আমি আজ কৃতকার্য্য হইলাম। ইহার মুখখানি পূর্ণচন্দ্রের তুল্য, শরীরের বর্ণ তপ্তকাঞ্চনসদৃশ এবং স্তনদুইটী সুন্দর ও সুগোল; আর ইনি আপন প্রভাদ্বারা সমস্ত দিক্ই যেন অন্ধকারশূন্য করিতেছেন। কামদেবের পত্নী রতীদেবীর ন্যায় ইহারও নয়ন দুইটী পদ্মের তুল্য সুন্দর ও বিশাল এবং ইনি পূর্ণচন্দ্রের প্রভার ন্যায় সমস্ত লোকেরই অভীষ্ট; আর ইনি দৈবদোষে বিদর্ভদেশ-রূপ সরোবর হইতে উদ্ধৃত এবং মল ও কর্দ্দমলিপ্ত মৃণালিনীর ন্যায় অবস্থান করিতেছেন; আর রাহু আসিয়া চন্দ্রকে গ্রাস করিলে পূর্ণিমার রাত্রির ন্যায় এবং স্রোত শুষ্ক হইলে নদীর ন্যায় ইনি পতিশোকে আকুলা হইয়া ক্ষীণা হইয়াছেন; এবং দলবিহীন-পদ্ম সমন্বিত, ভয়ভীতপক্ষীযুক্ত ও হস্তীশুণ্ডমথিত আকুল পদ্মসরসীর ন্যায় অবস্থান করিতেছেন; কোমলাঙ্গী, পরমসুন্দরী এবং রত্নময়-গৃহ-বাসের যোগ্যা দময়ন্তী রবিকিরণদগ্ধ উদ্ধৃত মৃণালিনীর ন্যায় এখানে রহিয়াছেন; ইনি রূপ ও উদারতাসম্পন্না এবং অলঙ্কারের যোগ্যা, অথচ অলঙ্কৃতা নহেন, সুতরাং আকাশে নীলমেঘাবৃত নবীন চন্দ্রলেখার ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতেছেন, আর ইনি প্রিয় কামভোগ-ও বন্ধুজন-বিহীনা এবং দীনা হইয়াও ভর্ত্তাকে দর্শন করিবার ইচ্ছাতেই দেহ ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।১০-১৮

সাধারণ অলঙ্কার না থাকিলেও ভর্ত্তাই নারী প্রধান অলঙ্কার, সুতরাং ইনি সুন্দরী হইয়াও সে ভর্ত্তৃবিচ্ছিন্ন হওয়ায় শোভা পাইতেছেন না।১৯

নল অত্যন্ত দুষ্কর কার্য্যই করিতেছেন, যেহে এই দময়ন্তীবিহীন হইয়াও নিজের দেহ ধার

অস্যা নূনং পুনর্লাভান্নৈষধঃ প্রীতিমেষ্যতি ।
রাজা রাজ্যপরিভ্রষ্টঃ পুনর্লব্ধ্বেব মেদিনীম্ ॥২৩
তুল্যশীলবয়োযুক্তাং তুল্যাভিজনসংযুতাম্ ।
নৈষধোঽর্হতি বৈদর্ভীং তঞ্চেয়মসিতেক্ষণা ॥২৪
যুক্তং তস্যাপ্রমেয়স্য বীর্য্যসত্ত্ববতো ময়া ।
সমাশ্বাসয়িতুং ভার্য্যাং পতিদর্শনলালসাম্ ॥২৫
অহমাশ্বাসয়াম্যেনাং পূর্ণচন্দ্রনিভাননাম্ ।
অদৃষ্টপূর্বাং দুঃখস্য দুঃখার্তাং ধ্যানতৎপরাম্ ॥২৬

বৃহদশ্ব উবাচ ।

এবং বিমৃশ্য বিবিধৈঃ কারণৈর্লক্ষণৈশ্চ তাম্ ।
উপগম্য ততো ভৈমীং সুদেবো ব্রাহ্মণোঽব্রবীৎ ॥২৭

সুদেব উবাচ ।

অহং সুদেবো বৈদর্ভি ! ভ্রাতুস্তে দয়িতঃ সখা ।
ভীমস্য বচনাদ্ রাজ্ঞস্ত্বামন্বেষ্টুমিহাগতঃ ॥২৮
কুশলী তে পিতা রাজ্ঞি ! জননী ভ্রাতরশ্চ তে ।
আয়ুষ্মন্তৌ কুশলিনৌ তত্রস্থৌ দারকৌ চ তৌ ॥২৯
ত্বৎকৃতে বন্ধুবর্গাস্তে গতসত্ত্বা ইবাসতে ।
অন্বেষ্টারো ব্রাহ্মণাশ্চ ভ্রমন্তি শতশো মহীম্ ॥৩০

বৃহদশ্ব উবাচ ।

অভিজ্ঞায় সুদেবং তং দময়ন্তী যুধিষ্ঠির ।
পর্য্যপৃচ্ছত তান্ সর্বান্ ক্রমেণ সুহৃদঃ স্বকান্ ॥৩১
রুরোদ চ ভৃশং রাজন্ ! বৈদর্ভী শোককর্শিতা ।
দৃষ্ট্বা সুদেবং সহসা ভ্রাতুরিষ্টং দ্বিজোত্তমম্ ॥৩২

করিতেছেন, কিন্তু শোকে অবসন্ন হইয়া পড়িতেছেন না।২০

কৃষ্ণকেশী, পদ্মতুল্য আয়তনয়না এবং সুখভোগযোগ্যা দময়ন্তীকে দুঃখিত দেখিয়া আমারও মন ব্যথিত হইতেছে।২১

রোহিণী যেমন চন্দ্রের সম্মেলনে দুঃখসাগর উত্তীর্ণ হন, সেইরূপ এই কল্যাণী ও সাধ্বী দময়ন্তী কবে ভর্তা নলের সম্মেলনে দুঃখসাগর উত্তীর্ণ হইবেন ?২২

রাজ্যভ্রষ্ট রাজা নল পুনরায় রাজ্যলাভের ন্যায় পুনরায় ইহাকে লাভ করিয়া নিশ্চয়ই আনন্দ লাভ করিবেন।২৩

নল যেমন তুল্য কুল-শীল-বয়োযুক্তা দময়ন্তীর যোগ্য, তেমন এই নীলনয়না দময়ন্তীও তাঁহার যোগ্যা।২৪

অপরিমেয়গুণসম্পন্ন এবং বল ও অধ্যবসায়শালী নলের ভার্য্যা পতিদর্শনার্থিনী এই দময়ন্তীকে আমার আশ্বস্ত করা উচিত।২৫

অতএব পূর্ণচন্দ্রবদনা দময়ন্তী সদা নলের চিন্তায় নিমগ্না, তিনি পূর্ব্বে কখনও দুঃখ অনুভব করেন নাই অথচ এখন দুঃখার্ত্তা—এই অবস্থায় তাহাকে আমি আশ্বস্ত করি।২৬

বৃহদশ্ব বলিলেন—ব্রাহ্মণ সুদেব নানাবিধ যুক্তি ও লক্ষণদ্বারা এইভাবে দময়ন্তীকে নিরূপণ করত তাঁহার নিকটে যাইয়া বলিলেন।২৭

সুদেব বলিলেন,—বিদর্ভরাজনন্দিনি ! আমি সুদেব, আপনার ভ্রাতার প্রিয়সখা। আমি ভীমরাজার আদেশে আপনাকে অন্বেষণ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি।২৮

রাজমহিষি ! আপনার পিতা কুশলে আছেন, মাতা এবং ভ্রাতারাও কুশলে আছেন এবং সেখানে আপনার সেই আয়ুষ্মান্ পুত্র-কন্যা দুইটীও কুশলে আছে।২৯

আপনার সেই বন্ধুগণ আপনার জন্যই যেন প্রাণশূন্য হইয়া রহিয়াছেন এবং আপনার অন্বেষণকারী শত শত ব্রাহ্মণ পৃথিবী বিচরণ করিতেছেন।৩০

বৃহদশ্ব বলিলেন,—যুধিষ্ঠির ! দময়ন্তী তখন সেই সুদেবকে চিনিতে পারিয়া নিজের সকল বন্ধুর সংবাদই ক্রমশঃ জিজ্ঞাসা করিলেন।৩১

ততো রুদন্তীং তাং দৃষ্ট্বা সুনন্দা শোককর্শিতা ।
সুদেবেন সহৈকান্তে কথয়ন্তীঞ্চ ভারত !৩৩
জনন্যৈ কথয়ামাস সৈরিন্ধ্রী রুদতে ভৃশম্ ।
ব্রাহ্মণেন সমাগম্য তাং বিদ্ধি যদি মন্যসে ॥৩৪
অথ চেদিপতের্মাতা রাজ্ঞশ্চান্তঃপুরাত্তদা ।
জগাম যত্র সা বালা ব্রাহ্মণেন সহাভবৎ ॥৩৫
ততঃ সুদেবমানায্য রাজমাতা বিশাম্পতে !
পপ্রচ্ছ ভার্য্যা কস্যেয়ং সুতা বা কস্য ভাবিনী ॥৩৬
কথঞ্চ নষ্টা জ্ঞাতিভ্যো ভর্ত্তুর্বা বামলোচনা ।
ত্বয়া চ বিদিতা বিপ্র ! কথমেবং গতা সতী ॥৩৭

এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং ত্বত্তঃ সর্বমশেষতঃ ।
তত্ত্বেন হি মমাচক্ষ্ব পৃচ্ছন্ত্যা দেবরূপিণীম্ ॥৩৮

এবমুক্তস্তয়া রাজন্ ! সুদেবো দ্বিজসত্তমঃ ।
সুখোপবিষ্ট আচষ্ট দময়ন্ত্যা যথাতথম্ ॥৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি নলোপাখ্যানপর্বণি
সুদেব-দময়ন্তীসংবাদে অষ্টষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৬৮

রাজন্ যুধিষ্ঠির ! শোকার্ত্তা দময়ন্তী সহসা ভ্রাতার প্রিয়সখা ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ সুদেবকে দেখিয়া অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিলেন।৩২

ভরতনন্দন ! তৎপরে দময়ন্তী একপ্রান্তে সুদেবের সহিত আলাপ করিতেছেন এবং রোদন করিতেছেন ইহা দেখিয়া সুনন্দাও শোকার্ত্তা হইয়া মাতার নিকট যাইয়া বলিলেন যে, সৈরিন্ধ্রী এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে মিলিত হইয়া অত্যন্ত রোদন করিতেছে ; অতএব আপনি যদি ভাল মনে করেন, তবে যাইয়া সৈরিন্ধ্রীর পরিচয় নিন।৩৩-৩৪

তাহার পর চেদিরাজের মাতা রাজান্তঃপুর হইতে তখনই সেই স্থানে গমন করিলেন, যে স্থানে দময়ন্তী ব্রাহ্মণের সহিত আলাপ করিতেছিলেন।৩৫

নরনাথ ! তাহার পর রাজমাতা সুদেবকে নিকটে আনাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, 'এই সৎস্বভাবা নারী কাহার ভার্য্যা এবং কাহারই বা কন্যা ?৩৬

কি করিয়াই বা জ্ঞাতিগণ ও ভর্ত্তার নিকট হইতে এ বিচ্ছিন্ন হইল ? ব্রাহ্মণ ! এই সুলোচনা এখানে আসিয়াছে—ইহা আপনিই বা কি করিয়া জানিলেন ?৩৭

আমি আপনার নিকট হইতে এই সমস্তই বিশেষভাবে শুনিতে ইচ্ছা করি, তাই এই দেবরূপিণীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছি ; আপনি সত্য বলুন।৩৮

রাজন্ ! রাজমাতা এইরূপ বলিলে, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ সুদেব সুখে উপবেশন করিয়া দময়ন্তীর যথাযথ বৃত্তান্ত বলিলেন।৩৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে
সুদেব-দময়ন্তীসংবাদবিষয়ে অষ্টষষ্টিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৬৮

একোনসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[স্ব-পিতৃভবনে দময়ন্ত্যা গমনম্, ততঃ স্থানাদ্ নলস্যান্বেষণায় স্বসন্দেশং
বিজ্ঞাপ্য ব্রাহ্মণানাং প্রেষণঞ্চ।]

সুদেব উবাচ।

বিদর্ভরাজো ধর্ম্মাত্মা ভীমো নাম মহাদ্যুতিঃ।
সুতেয়ং তস্য কল্যাণী দময়ন্তীতি বিশ্রুতা ॥১

রাজা তু নৈষধো বীরো বীরসেনসুতো নলঃ।
ভার্য্যেয়ং তস্য কল্যাণী পুণ্যশ্লোকস্য ধীমতঃ ॥২

স দ্যূতেন জিতো ভ্রাত্রা হৃতরাজ্যো মহীপতিঃ।
দময়ন্ত্যা গতঃ সার্দ্ধং ন প্রাজ্ঞায়ত কর্হিচিৎ ॥৩

তে বয়ং দময়ন্ত্যর্থে চরামঃ পৃথিবীমিমাম্।
সেয়মাসাদিতা বালা তব দেবি! নিবেশনে ॥৪

অস্যা রূপেণ সদৃশী মানুষী ন হি বিদ্যতে।
অস্যা হ্যেষ ভ্রুবোর্মধ্যে সহজঃ পিপ্লুরুত্তমঃ ॥৫

শ্যামায়াঃ পদ্মসঙ্কাশো লক্ষিতোঽন্তর্হিতো ময়া।
মলেন সংবৃতো হ্যস্যাশ্ছন্নোঽভ্রেণেব চন্দ্রমাঃ ॥৬

চিহ্নভূতো বিভূত্যর্থময়ং ধাত্রা বিনির্ম্মিতঃ।
প্রতিপৎ কলুষস্যেন্দোর্লেখা নাতিবিরাজতে ॥৭

ন চাস্যা নশ্যতে রূপং বপুর্মলসমাচিতম্।
অসংস্কৃতমপি ব্যক্তং ভাতি কাঞ্চনসন্নিভম্ ॥৮

অনেন বপুষা বালা পিপ্লুনানেন সূচিতা।
লক্ষিতেয়ং ময়া দেবী পিহিতোঽগ্নিরিবোষ্মণা ॥৯

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য সুদেবস্য বিশাম্পতে।
সুনন্দা শোধয়ামাস পিপ্লুপ্রচ্ছাদনং মলম্ ॥১০

একোনসপ্ততিতম অধ্যায়।

[নিজ পিতৃভবনে দময়ন্তীর গমন এবং সেখান হইতে নলকে অন্বেষণ করিবার জন্য নিজের সংবাদ দিয়া ব্রাহ্মণগণকে প্রেষণ।]

সুদেব বলিলেন,—বিদর্ভদেশে ধার্ম্মিক ও মহাপ্রতাপশালী ভীমনামে এক রাজা আছেন; এই কল্যাণী তাঁহারই কন্যা এবং ইনি দময়ন্তীনামে প্রসিদ্ধ।১

আর নিষধদেশে বীরসেনরাজার পুত্র 'নল'-নামে এক বীর রাজা ছিলেন, এই কল্যাণী সেই পুণ্যশ্লোক ও বুদ্ধিমান্ নলরাজারই ভার্য্যা।২

সেই নলরাজারই ভ্রাতা পুষ্কর দ্যূতক্রীড়ায় নলকে জয় করেন এবং তাঁহার রাজ্য হরণ করেন; তৎপরে নল দময়ন্তীর সহিত রাজধানী হইতে চলিয়া যান; কিন্তু কোথায় গেলেন, তাহা কখনও কেহ জানিতে পারেন নাই।৩

দেবি! আমরা এই দময়ন্তীর অন্বেষণের জন্যই পৃথিবীতে বিচরণ করিতেছি; কিন্তু আজ আপনার ভবনে এই তাহাকে পাইলাম।৪

রূপে ইহার তুল্য কোন মানুষী নাই এবং ইহার দুই ভ্রূর মধ্যে এই একটী স্বাভাবিক ও সুন্দর জট (জরুর, জড়ুল) রহিয়াছে।৫

তপ্তকাঞ্চনবর্ণা দময়ন্তীর এই পদ্মাকৃতি জটটী—মলাবৃত হইয়া মেঘাবৃত চন্দ্রের ন্যায় অন্তর্হিত থাকিলেও আমি উহা লক্ষ্য করিয়াছি।৬

বিধাতা ভাবী অতুল ঐশ্বর্য্য সূচনা করিবার জন্য এই চিহ্নস্বরূপ জটটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই সময়ে ইনি প্রতিপদের মলিন চন্দ্ররেখার ন্যায় অধিক প্রকাশ পায় না।৭

ইঁহার স্বর্ণবর্ণ রূপটী শারীরিক মলে আবৃত এবং অমার্জিত হইলেও নষ্ট হয় নাই, বরং স্পষ্ট ভাবে প্রকাশই পাইতেছে।৮

এই রূপ এবং এই জটটী দময়ন্তীকে পরিচিত করিয়া দিয়াছে; তাই আমি ধূমাবৃত অগ্নির ন্যায় ইঁহাকে চিনিয়া ফেলিয়াছি।৯

নরনাথ! সুদেবের সেই কথা শুনিয়া সুনন্দা দময়ন্তীর জটটীর আবরণকারী মল মুছিয়া ফেলিলেন।১০

স মলেনাপকৃষ্টেন পিপ্লুস্তস্যা ব্যরোচত।
দময়ন্ত্যাস্তদা ব্যভ্রো নভসীব নিশাকরঃ ॥১১
পিপ্লুং দৃষ্ট্বা সুনন্দা চ রাজমাতা চ ভারত।
রুদন্ত্যৌ তাং পরিষ্বজ্য মুহূর্ত্তমিব তস্থতুঃ ॥১২
উৎসৃজ্য বাষ্পং শনকৈ রাজমাতেদমব্রবীৎ।
ভগিন্যা দুহিতা মেঽসি পিপ্লুনানেন সূচিতা ॥১৩
অহঞ্চ তব মাতা চ রাজ্ঞস্তস্য মহাত্মনঃ।
সুতে দশার্ণাধিপতেঃ সুদাম্নশ্চারুদর্শনে !১৪
ভীমস্য রাজ্ঞঃ সা দত্তা বীরবাহোরহং পুনঃ।
ত্বন্তু জাতা ময়া দৃষ্টা দশার্ণেষু পিতুর্গৃহে ॥১৫
যথৈব তে পিতুর্গেহং তথৈব মম ভাবিনি !
যথৈব চ মমৈশ্বর্য্যং দময়ন্তি ! তথা তব ॥১৬

তাং প্রহৃষ্টেন মনসা দময়ন্তী বিশাম্পতে।
প্রণম্য মাতুর্ভগিনীমিদং বচনমব্রবীৎ ॥১৭
অজ্ঞায়মানাপি সতী সুখমস্ম্যুষিতা ত্বয়ি।
সর্ব্বকামৈঃ সুবিহিতা রক্ষ্যমাণা সদা ত্বয়া ॥১৮
সুখাৎ সুখতরং বাসো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
চিরবিপ্রোষিতাং মাতর্মামনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥১৯
দারকৌ চ হি মে নীতৌ বসতস্তত্র বালকৌ।
পিত্রা বিহীনৌ শোকার্ত্তৌ ময়া চৈব
কথং নু তৌ ॥২০
যদি চাপি প্রিয়ং কিঞ্চিন্ময়ি কর্ত্তুমিহেচ্ছসি।
বিদর্ভান্ যাতুমিচ্ছামি শীঘ্রং মে যানমাদিশ ॥২১
বাঢ়মিত্যেব তামুক্ত্বা হৃষ্টা মাতৃষ্বসা নৃপ।
গুপ্তাং বলেন মহতা পুত্রস্যানুমতে ততঃ ॥২২

মল অপসারিত হইলে, তখন দময়ন্তীর সেই জটটী আকাশের মেঘবিহীন চন্দ্রের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল।১১

ভরতনন্দন! তখন সুনন্দা ও রাজমাতা সেই জটটী দেখিয়া রোদন করিতে করিতে দময়ন্তীকে আলিঙ্গন করিয়া কিছুকাল নীরব রহিলেন।১২

তৎপরে রাজমাতা অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া ধীরে ধীরে এই কথা বলিলেন,—এই জটটীই সূচনা করিয়া দিয়াছে যে, তুমি আমার ভগিনীর মেয়ে।১৩

চারুদর্শনে! আমি এবং তোমার মাতা—দশার্ণদেশাধিপতি মহাত্মা সেই সুদামা রাজার তনয়া।১৪

পিতৃদেব তোমার মাতাকে ভীমরাজার হস্তে দান করেন; আর আমাকে চেদিরাজ বীরবাহুর হস্তে সমর্পণ করেন। তা'র পর, তুমি জন্মিলে, তোমাকে আমি সেই দশার্ণদেশে পিতৃভবনে দেখিয়াছিলাম।১৫

অতএব দময়ন্তী! তোমার পক্ষে তোমার পিতৃগৃহও যেমন, আমার গৃহও তেমন। সুতরাং এই সমৃদ্ধি আমারও যেমন, তোমারও তেমনই।১৬

নরনাথ! তখন দময়ন্তী হৃষ্টচিত্তে সেই মাতৃভগিনীকে প্রণাম করিয়া এই কথা বলিলেন।১৭

আমি আপনার অপরিচিত অবস্থাতেও আপনার নিকট সুখে বাস করিয়াছি। কারণ, আপনি সর্ব্বদাই সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট বস্তু দ্বারা আমাকে পরিপোষণ করিয়াছেন এবং রক্ষা করিয়াছেন।১৮

এখন সে সুখ অপেক্ষাও অধিক সুখে বাস করা হইবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু মাসীমা! আমি বহুকাল প্রবাসে রহিয়াছি; অতএব আমাকে যাইবার অনুমতি দিন।১৯

কারণ, আমার শিশুপুত্র কন্যা দুইটী সেইখানে নীত হইয়া বাস করিতেছে; সুতরাং তাঁহারা পিতৃমাতৃহীন ও শোকার্ত্ত হইয়া কেমন হইয়া গিয়াছে (বলিতে পারি না)।২০

অতএব যদি আমার কিঞ্চিন্মাত্র প্রিয়কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমি বিদর্ভদেশে যাইতে ইচ্ছা করি, আমার জন্য সত্বর যানের ব্যবস্থা করিয়া দিন।২১

প্রাস্থাপয়দ্ রাজমাতা শ্রীমতা নরবাহিনা।
যানেন ভরতশ্রেষ্ঠ ! স্বন্ন-পান-পরিচ্ছদান্ ॥২৩

ততঃ সা নচিরাদেব বিদর্ভানগমৎ পুনঃ।
তান্তু বন্ধুজনঃ সর্বঃ প্রহৃষ্টঃ সমপূজয়ৎ ॥২৪

সর্ব্বান্ কুশলিনো দৃষ্ট্বা বান্ধবান্ দারকৌ চ তৌ।
মাতরং পিতরঞ্চোভৌ সর্ব্বশ্চৈব সখীজনম্ ॥২৫

দেবতাঃ পূজয়ামাস ব্রাহ্মণাংশ্চ যশস্বিনী।
পরেণ বিধিনা দেবী দময়ন্তী বিশাম্পতে ॥২৬

অতর্পয়ৎ সুদেবঞ্চ গোসহস্রেণ পার্থিবঃ।
প্রীতো দৃষ্ট্বৈব তনয়াং গ্রামেণ দ্রবিণেন চ ॥২৭

সা ব্যুষ্টা রজনীং তত্র পিতুর্বেশ্মনি ভাবিনী।
বিশ্রান্তা মাতরং রাজন্নিদং বচনমব্রবীৎ ॥২৮

দময়ন্ত্যুবাচ।
মাঞ্চেদিচ্ছসি জীবন্তীং মাতঃ! সত্যং ব্রবীমি তে।
নরবীরস্য বৈ তস্য নলস্যানয়নে যত ॥২৯

দময়ন্ত্যা তথোক্তা তু সা দেবী ভৃশদুঃখিতা।
বাষ্পেণ পিহিতা রাজ্ঞী নোত্তরং কিঞ্চিদব্রবীৎ ॥৩০

তদবস্থান্তু তাং দৃষ্ট্বা সর্ব্বমন্তঃপুরং তদা।
হা হা ভূতমভীবাসীদ্ভৃশঞ্চ প্ররুরোদ হ ॥৩১

ততো ভীমং মহারাজং ভার্য্যা বচনমব্রবীৎ।
দময়ন্তী তব সুতা ভর্ত্তারমনুশোচতি ॥৩২

অপকৃষ্য চ লজ্জাং সা স্বয়মুক্তবতী নৃপ।
প্রযতন্তাং তব প্রেষ্যাঃ পুণ্যশ্লোকস্য দর্শনে ॥৩৩

তয়া প্রচোদিতা রাজা ব্রাহ্মণান্ বশবর্ত্তিনঃ।
প্রাস্থাপয়দ্দিশঃ সর্ব্বা যতধ্বং নলদর্শনে ॥৩৪

ভরতনন্দন রাজন্ যুধিষ্ঠির! 'অবশ্যই যানের ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি'— এই কথা বলিয়া আনন্দিতা দময়ন্তীর মাতৃষ্বসা রাজমাতা পুত্রের অনুমতিক্রমে বিশাল সৈন্যদ্বারা সুরক্ষিত করিয়া, সুন্দর খাদ্য, পেয় ও পরিচ্ছদ দিয়া, মনোহর মানুষবাহী যান দ্বারা দময়ন্তীকে পাঠাইয়া দিলেন।২২-২৩

তাহার পর, দময়ন্তী অচিরকালমধ্যেই বিদর্ভদেশে উপস্থিত হইলেন; তখন সমস্ত বন্ধুজন আনন্দিত হইয়া তাঁহার সম্মান করিলেন।২৪

নরনাথ! যশস্বিনী দময়ন্তীদেবী সমস্ত বন্ধুজন, সেই পুত্র-কন্যা, মাতা, পিতা এবং সমস্ত সখীজনকে কুশলী দেখিয়া উত্তম উপচারে দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগের পূজা করিলেন।২৫-২৬

রাজা বিদর্ভও দময়ন্তীকে দেখিয়াই আনন্দিত হইয়া সহস্র গো, গ্রাম এবং ধন দ্বারা সুদেবকে সন্তুষ্ট করিলেন।২৭

রাজন্! প্রশস্তস্বভাবা দময়ন্তী সেই পিতৃগৃহে রাত্রিবাস করিয়া বিশ্রামের পর মাতাকে এই কথা বলিলেন।২৮

দময়ন্তী বলিলেন,—মাতঃ! আপনি যদি আমাকে জীবিত দেখিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমি সত্য বলিতেছি—সেই মনুষ্যবীর নলরাজাকে আনয়ন করিবার জন্য চেষ্টা করুন।২৯

দময়ন্তী সেইরূপ বলিলে, রাণী অত্যন্ত দুঃখিত এবং অশ্রুপ্লাবিতনয়ন হইয়া রহিলেন, কিন্তু কোন উত্তরই করিতে পারিলেন না।৩০

তখন রাণীকে সেইরূপ দেখিয়া অন্তঃপুরের সমস্ত লোকই হাহাকার করিতে লাগিল এবং অত্যন্ত রোদন করিতে থাকিল।৩১

তাহার পর, রাণী মহারাজ ভীমকে এই কথা বলিলেন,—মহারাজ! আপনার তনয়া দময়ন্তী ভর্ত্তার জন্য বড়ই শোকপ্রকাশ করিতেছে।৩২

রাজন্! সে লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া নিজেই বলিয়াছে যে, আপনার ভৃত্যগণ পুণ্যশ্লোক নলরাজার দর্শনের জন্য চেষ্টা করুক।৩৩

ততো বিদর্ভাধিপতের্নিয়োগাদ্ ব্রাহ্মণাস্তদা।
দময়ন্তীমথাপৃচ্ছ্য প্রস্থিতাস্তে তথাব্রুবন্ ॥৩৫

অথ তানব্রবীদ্ভৈমী সর্ব্বরাষ্ট্রেম্বিদং বচঃ।
ব্রূত বৈ জনসংসৎসু তত্র তত্র পুনঃ পুনঃ ॥৩৬

ক্ব নু ত্বং কিতবচ্ছিত্ত্বা বস্ত্রার্দ্ধং প্রস্থিতো মম।
উৎসৃজ্য বিপনে সুপ্তামনুরক্তাং প্রিয়াং প্রিয় ॥৩৭

সা বৈ যথা ত্বয়া দৃষ্টা তথাস্তে ত্বৎপ্রতীক্ষিণী।
দহ্যমানা ভৃশং বালা বস্ত্রার্দ্ধেনাভিসংবৃতা ॥৩৮

তস্যা রুদন্ত্যাঃ সততং তেন শোকেন পার্থিব।
প্রসাদং কুরু বৈ বীর প্রতিবাক্যং বদস্ব চ ॥৩৯

এতচ্চান্যচ্চ বক্তব্যং কৃপাং কুর্য্যাদ্ যথা ময়ি।
বায়ুনা ধূয়মানো হি বনং দহতি পাবকঃ ॥৪০

ভর্ত্তব্যা রক্ষণীয়া চ পত্নী হি পতিনা সদা।
তন্নষ্টমুভয়ং কস্মাদ্ধর্ম্মজ্ঞস্য সতস্তব ॥৪১

খ্যাতঃ প্রাজ্ঞঃ কুলীনশ্চ সানুক্রোশো ভবান্ সদা।
সংবৃত্তো নিরনুক্রোশঃ শঙ্কে মদ্ভাগ্যসংক্ষয়াৎ ॥৪২

তৎ কুরুষ্ব মহেষ্বাস দয়াং ময়ি নরেশ্বর।
আনৃশংস্যং পরো ধর্ম্মস্ত্বত্ত এব হি মে শ্রুতঃ ॥৪

এবং ব্রুবাণান্ যদি বঃ প্রতিব্রূয়াদ্ধি কশ্চন।
স নরঃ সর্ব্বথা জ্ঞেয়ঃ কশ্চাসৌ ক্ব নু বর্ত্ততে ॥৪

রাণী এইরূপ অনুরোধ করিলে, রাজা বশবর্ত্তী ব্রাহ্মণদিগকে সকল দিকে প্রেরণ করিলেন (এবং বলিয়া দিলেন যে,) 'আপনারা নলের দর্শনের জন্য চেষ্টা করুন'।৩৪

তৎপরে সেই ব্রাহ্মণগণ বিদর্ভরাজের আদেশ অনুসারে তখনই দময়ন্তীর নিকট বিদায় লইয়া যাইবার সময়ে বলিলেন যে, 'আমরা নলদর্শনের জন্য চেষ্টা করিব'।৩৫

তদনন্তর দময়ন্তী তাঁহাদিগকে বলিলেন—'আপনারা সমস্ত রাজ্যে সেই সেই লোকসভায় বার বার এই কথা বলিবেন—।৩৬

প্রিয় দ্যূতকার! আপনি আমার বস্ত্রের অর্দ্ধ ছেদন করিয়া, অনুরক্তা প্রিয়তমাকে নিদ্রিত অবস্থায় বনের ভিতরে পরিত্যাগপূর্ব্বক কোথায় গিয়াছিলেন ?৩৭

আপনি তাহাকে তখন যেমন দেখিয়াছিলেন, এখনও তিনি শোকে অত্যন্ত দগ্ধ হইতে থাকিয়া আপনার প্রতীক্ষা করত অর্দ্ধবস্ত্রাবৃত অবস্থাতে তেমনই আছেন।৩৮

রাজন্! দময়ন্তী সেই শোকে সর্ব্বদাই রোদন করিতেছেন; অতএব বীর! আপনি তাঁহার উপরে দয়া করুন এবং প্রতিবাক্য বলিয়া দিন।৩৯

আপনারা এইরূপও বলিবেন এবং অন্যরূপ বলিবেন, যাহাতে তিনি আমার উপর দয়া করেন। কারণ, বায়ু সন্ধুক্ষিত করিলে, অগ্নি বন দ করিয়া থাকে।৪০

পতি সর্ব্বদাই পত্নীর ভরণ ও রক্ষণ করিবেন। কিন্তু আপনি ধর্ম্মজ্ঞ এবং সৎপুরুষ হইলেও আপনার সে দুইটীই নষ্ট হইয়া গেল কেন ?৪১

আপনি লোকসমাজে সর্ব্বদাই বুদ্ধিমান্, কুলী ও দয়ালু বলিয়া বিখ্যাত রহিয়াছেন। সুতরা আমি মনে করি—আমার ভাগ্য নষ্ট হওয়াতে আপনি (আমার উপরে) নির্দয় হইয়াছেন।৪২

অতএব মহাধনুর্দ্ধর রাজন্! আপনি আমা উপরে দয়া করুন। কারণ, আমি আপনার নিকটে শুনিয়াছি যে, দয়াই পরম ধর্ম্ম।৪৩

আপনারা এইরূপ বলিতে থাকিলে যদি কে প্রত্যুত্তর করে, তবে আপনারা সর্ব্বপ্রকারে লোকের পরিচয় লইবেন যে, সে লোক কে কোথায় থাকে।৪৪

যশ্চৈবং বচনং শ্রুত্বা ব্রূয়াৎ প্রতিবচো নরঃ।
তদাদায় বচস্তস্য মমাবেদ্যং দ্বিজোত্তমাঃ ॥৪৫
যথা চ বো ন জানীয়াদ্ ব্রুবতো মম শাসনাৎ।
পুনরাগমনঞ্চৈব তথা কার্য্যমতন্দ্রিতৈঃ ॥৪৬
যদি চাসৌ সমৃদ্ধঃ স্যাদ্ যদি বাহপ্যধনো ভবেৎ।
যদি বাহপ্যসমর্থঃ স্যাজ্ জ্ঞেয়মস্য চিকীর্ষিতম্ ॥৪৭
এবমুক্তাস্ত্বগচ্ছংস্তে ব্রাহ্মণাঃ সর্ব্বতো দিশঃ।
নলং মৃগয়িতুং রাজংস্তদা ব্যসনিনং তথা ॥৪৮
তে পুরাণি সরাষ্ট্রাণি গ্রামান্ ঘোষাংস্তথাশ্রমান্।
অন্বেষন্তো নলং রাজন্ নাধিজগ্মুর্দ্বিজাতয়ঃ ॥৪৯
তচ্চ বাক্যং তথা সর্ব্বে তত্র তত্র বিশাম্পতে।
শ্রাবয়াঞ্চক্রিরে বিপ্রা দময়ন্ত্যা যথেরিতম্ ॥৫০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি নলোপাখ্যানপর্বণি
নলান্বেষণে
একোনসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥

দ্বিজোত্তমগণ। যে ব্যক্তি এইরূপ কথা শুনিয়া প্রত্যুত্তর করিবে, তাঁহার সেই উত্তর লইয়া আসিয়া আমাকে জানাইবেন।৪৫

আপনারা সেইরূপ বলিতে লাগিলে, যাহাতে সে লোক আপনাদিগকে চিনিতে না পারে এবং আমার নিকটে আপনাদের পুনরায় আগমন জানিতে না পারে, আমার আদেশ অনুসারে আপনারা সাবধান হইয়া তাহা করিবেন।৪৬

ঐ লোক যদি ধনী, নির্ধন কিংবা, কার্য্যে অসমর্থ হয়, তবে সেই অবস্থাতেই বা উহার কি করিবার ইচ্ছা আছে, তাহা আপনারা জানিয়া লইবেন।৪৭

রাজন্ যুধিষ্ঠির! দময়ন্তী এইরূপ বলিলে, তখনই সেই ব্রাহ্মণগণ বিপন্ন নলরাজাকে অন্বেষণ করিবার জন্য সকল দিকে গমন করিলেন।৪৮

রাজন্! সেই ব্রাহ্মণগণ রাজ্য, নগর, গ্রাম, ঘোষপল্লী এবং আশ্রমসকল অন্বেষণ করিয়াও নলকে পাইলেন না।৪৯

নরনাথ! দময়ন্তী যেমন ভাবে বলিয়াছিলেন, তেমন ভাবেই সেই সকল বাক্য সেই সেই স্থানে ব্রাহ্মণগণ শুনাইয়াছিলেন।৫০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদবাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে
নলান্বেষণবিষয়ে একোনসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৬৯

সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ।

[পর্ণাদস্য দময়ন্তীসমীপে বাহুকরূপধারিণো নলস্য সন্দেশ-কথনম্, রাজ্ঞে ঋতুপর্ণায় স্ব-স্বয়ংবরকথাং বিজ্ঞাপ্য দময়ন্ত্যা সুদেবস্যাযোধ্যায়াং প্রেষণঞ্চ।]

বৃহদশ্ব উবাচ।
অথ দীর্ঘস্য কালস্য পর্ণাদো নাম বৈ দ্বিজঃ।
প্রত্যেত্য নগরং ভৈমীমিদং বচনমব্রবীৎ ॥১
নৈষধং মৃগয়াণেন দময়ন্তি! ময়া নলম্।
অযোধ্যাং নগরীং গত্বা ভাগস্বরিরুপস্থিতঃ ॥২

সপ্ততিতম অধ্যায়।

[পর্ণাদকর্তৃক দময়ন্তীর নিকট বাহুকরূপধারী নলের সংবাদ কথন এবং ঋতুপর্ণ রাজার নিকটে নিজের স্বয়ংবরের কথা জানাইয়া দময়ন্তী কর্তৃক সুদেবকে অযোধ্যায় প্রেরণ।]

বৃহদশ্ব বলিলেন,—তাহার পর দীর্ঘকাল অতীত

শ্রাবিতশ্চ ময়া বাক্যং ত্বদীয়ং স মহাজনে।
ঋতুপর্ণো মহাভাগো যথোক্তং বরবর্ণিনি ॥৩
তচ্ছ্রুত্বা নাব্রবীৎ কিঞ্চিদৃতুপর্ণো নরাধিপঃ।
ন চ পারিষদঃ কশ্চিদ্ভাষ্যমাণো ময়াঽসকৃৎ ॥৪
অনুজ্ঞাতস্তু মাং রাজ্ঞা বিজনে কশ্চিদব্রবীৎ।
ঋতুপর্ণস্য পুরুষো বাহুকো নাম নামতঃ ॥৫
সূতস্তস্য নরেন্দ্রস্য বিরূপো হ্রস্ববাহুকঃ।
শীঘ্রযানেষু কুশলো মিষ্টকর্ত্তা চ ভোজনে ॥৬
স বিনিশ্বস্য বহুশো রুদিত্বা চ পুনঃ পুনঃ।
কুশলঞ্চৈব মাং পৃষ্ট্বা পশ্চাদিদমভাষত ॥৭
বৈষম্যমপি সম্প্রাপ্তা গোপায়ন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
আত্মানমাত্মনা সত্যো জিতস্বর্গা ন সংশয়ঃ ॥৮

হইলে পর, 'পর্ণাদ'-নামে এক ব্রাহ্মণ রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া দময়ন্তীকে এই কথা বলিলেন।১

দময়ন্তি! আমি নিষধরাজ নলের অন্বেষণ করিতে করিতে, অযোধ্যানগরে যাইয়া ঋতুপর্ণরাজার নিকটে উপস্থিত হইলাম।২

হে বরবর্ণিনি! আপনি যে ভাবে আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছিলেন, আমি সেই ভাবেই (বিশাল-সভামধ্যে) সেই মহাভাগ ঋতুপর্ণরাজাকে আপনার সেই কথাগুলি শুনাইলাম।৩

তাহা শুনিয়া রাজা ঋতুপর্ণ কিছুই বলিলেন না, কিংবা আমি বার বার বলিলেও কোন সভ্যই কোন কথা বলিলেন না।৪

তৎপরে রাজা আমাকে নির্জনে যাইবার অনুমতি করিলে, আমি নির্জন স্থানে গেলাম; তখন বাহুক-নামে ঋতুপর্ণরাজারই কোন লোক আমাকে বলিতে লাগিল,—সে নাকি সেই রাজারই সারথি এবং দ্রুত রথ চালাইতে নিপুণ ও সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য নির্ম্মাণ করিতে দক্ষ, আর তাহার আকৃতি বিকৃত এবং বাহুযুগল হ্রস্ব।৫-৬

রহিতা ভর্ত্তৃভিশ্চৈব ন কুপ্যন্তি কদাচন।
প্রাণাংশ্চারিত্রকবচান্ ধারয়ন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ ॥৯
বিষমস্থেন মূঢ়েন পরিভ্রষ্টসুখেন চ।
যৎ সা তেন পরিত্যক্তা তত্র ন ক্রোদ্ধুমর্হতি ॥১০
প্রাণযাত্রাং পরিপ্রেপ্সোঃ শকুনৈর্হৃতবাসসঃ।
আধিভির্দহ্যমানস্য শ্যামা ন ক্রোদ্ধুমর্হতি ॥১১
সৎকৃতাঽসৎকৃতা বাপি পতিং দৃষ্ট্বা তথাগতম্।
ভ্রষ্টরাজ্যং শ্রিয়া হীনং ক্ষুধিতং ব্যসনাপ্লুতম্ ॥১২
তস্য তদ্‌বচনং শ্রুত্বা ত্বরিতোঽহমিহাগতঃ।
শ্রুত্বা প্রমাণং ভবতী রাজ্ঞশ্চৈব নিবেদয় ॥১৩
এতচ্ছ্রুত্বাঽশ্রুপূর্ণাক্ষী পর্ণাদস্য বিশাংপতে।
দময়ন্তী রহোঽভ্যেত্য মাতরং প্রত্যভাষত ॥১৪

সেই বাহুক তখন বহুতর নিশ্বাস ত্যাগ করি বার বার রোদন করিয়া এবং আমার নিকট মঙ্গ জিজ্ঞাসা করিয়া পরে এই কথা বলিল।৭

স্বর্গবিজয়িনী সতী কুলরমণীগণ সঙ্কটাবস্থা পড়িয়াও আপন ক্ষমতাবলেই আপনাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন,—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।৮

ভর্ত্তারা পরিত্যাগ করিলেও, কুলরমণীগণ কখন তাঁহাদের উপরে ক্রুদ্ধ হন না এবং প্রাণ ধা করিয়া থাকেন; সেই সময়ে তাঁহাদের সচ্চরি সেই প্রাণের কবচস্বরূপ থাকে।৯

অতএব সঙ্কটাপন্ন, মোহিত এবং সুখশূন্য যে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, সেই জন্য তাঁ উপরে তিনি ক্রুদ্ধ হইতে পারেন না।১০

কুলরমণী পতিকর্ত্তৃক আদৃতাই হউন বা অনাদৃ হউন, সে পতিকে সেইরূপ ভ্রষ্টরাজ্য, সমৃদ্ধিবি ক্ষুধার্ত্ত এবং বিপদাপন্ন দেখিয়া তাঁহার উপরে ক্রু হইতে পারেন না। বিশেষতঃ সে পতি যখন প্রা

অয়মর্থো ন সংবেদ্যো ভীমে মাতঃ ! কদাচন।
ত্বৎসন্নিধৌ নিযোক্ষ্যেঽহং সুদেবং দ্বিজসত্তমম্ ॥১৫
যথা ন নৃপতির্ভীমঃ প্রতিপদ্যেত মে মতম্।
তথা ত্বয়া প্রকর্ত্তব্যং মম চেৎ প্রিয়মিচ্ছসি ॥১৬
যথৈবাহং সমানীতা সুদেবেনাশু বান্ধবান্।
তেনৈব মঙ্গলেনাশু সুদেবো যাতু মা চিরম্ ॥১৭
সমানেতুং নলং মাতরযোধ্যাং নগরীমিতঃ।
ঋতুপর্ণস্থ নগরে নিবসন্তমরিন্দমম্ ॥১৮
বিশ্রান্তন্তু ততঃ পশ্চাৎ পর্ণাদং দ্বিজসত্তমম্।
অর্চ্চয়ামাস বৈদর্ভী ধনেনাতীব ভাবিনী ॥১৯

উবাচ চৈনং মহতা সম্পূজ্য দ্রবিণেন বৈ।
নলে চেহাগতে বিপ্র ! ভূয়ো দাস্যামি তে বসু ॥২০
ত্বয়া হি মে বহু কৃতং যদন্যো ন করিষ্যতি।
যদ্ভর্ত্রাঽহং সমেষ্যামি শীঘ্রমেব দ্বিজোত্তম ! ॥২১
স এবমুক্তোঽথাশ্বাস্য আশীর্ব্বাদৈঃ সুমঙ্গলৈঃ।
গৃহানুপযযৌ চাপি কৃতার্থঃ সুমহামনাঃ ॥২২
ততঃ সুদেবমানায্য দময়ন্তী যুধিষ্ঠির !।
অব্রবীৎ সন্নিধৌ মাতুর্দুঃখশোকসমন্বিতা ॥২৩
গত্বা সুদেব ! নগরীমযোধ্যাবাসিনং নৃপম্।
ঋতুপর্ণং বচো ব্রূহি সম্পতন্নিব কামগঃ ॥২৪

রক্ষার চেষ্টা করিতেছিল, সেই অবস্থাতেই পক্ষীরা তাহার বস্ত্র হরণ করিয়া নিয়াছিল; তাহাতে সেই পতি মনোদুঃখে দগ্ধ হইতেছিল।১১-১২

রাজপুত্রি। বাহুকের সেই কথা শুনিয়া সত্বর আমি এখানে আসিয়াছি। এখন এই সকল কথা শুনিয়া যাহা করণীয়, তাহা আপনি নির্ণয় করুন এবং যদি প্রয়োজন বুঝেন, তবে রাজার নিকট নিবেদন করুন।১৩

নরনাথ! দময়ন্তী পর্ণাদের নিকট এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করত অশ্রুপূর্ণনয়না হইয়া নির্জনে যাইয়া মাতাকে বলিলেন।১৪

'মা। আপনি এ বিষয়টী কখনও রাজাকে জানাইবেন না। আমি আপনার নিকটেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ সুদেবকে নিযুক্ত করিব।১৫

আপনি যদি আমার প্রিয়কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন, তবে যাহাতে রাজা আমার অভিপ্রায় না জানেন, আপনি তাহা করিবেন।১৬

মা। সুদেব যেমন সত্বরই আমাকে বন্ধুবর্গের নিকট আনয়ন করিয়াছেন, তিনি সেইরূপ মঙ্গলময় কৌশলেই ঋতুপর্ণ রাজার নগরনিবাসী শত্রুহন্তা নলকে আনয়ন করিবার জন্য সত্বরই এ স্থান হইতে অযোধ্যানগরে গমন করুন, বিলম্ব যেন করেন না।১৭-১৮

তৎপরে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ পর্ণাদ বিশ্রাম করিলে, সৎস্বভাবা দময়ন্তী ধনদ্বারা তাঁহাকে অত্যন্ত সন্তুষ্ট করিলেন।১৯

প্রচুর ধনদ্বারা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া বলিলেন—ব্রাহ্মণ! নল এখানে আসিলে আমি পুনরায় আপনাকে ধনদান করিব।২০

কারণ, আপনি আমার বহু উপকার করিয়াছেন, যাহা অন্যে করিতে পারিবে না। যেহেতু সত্বরই আমি ভর্ত্তার সহিত মিলিত হইব।২১

দময়ন্তী এইরূপ বলিলে, পর্ণাদ কৃতার্থ হইয়া সাতিশয় মাঙ্গলিক আশীর্ব্বাদে দময়ন্তীকে আশ্বস্ত করত অতিশয় প্রসন্নচিত্তে আপন গৃহে চলিয়া গেলেন।২২

যুধিষ্ঠির। তাহার পর দময়ন্তী সুদেবকে আনাইয়া, দুঃখিত ও শোকার্ত্ত হইয়া মাতার নিকটেই তাঁহাকে বলিলেন।২৩

'সুদেব! আপনি কামগামী পক্ষীর ন্যায় দ্রুত গমন করত অযোধ্যানগরে উপস্থিত হইয়া অযোধ্যাবাসী ঋতুপর্ণরাজাকে এই কথা বলুন।২৪

আস্থাস্যতি পুনর্ভৈমী দময়ন্তী স্বয়ংবরম্।
তত্র গচ্ছন্তি রাজানো রাজপুত্রাশ্চ সর্ব্বশঃ ॥২৫
যথা চ গণিতঃ কালঃ শ্বো ভূতে স ভবিষ্যতি।
যদি সম্ভাবনীয়ং তে গচ্ছ শীঘ্রমরিন্দম ॥২৬
সূর্য্যোদয়ে দ্বিতীয়ং সা ভর্ত্তারং বরয়িষ্যতি।
ন হি স জ্ঞায়তে বীরো নলো জীবতি বা ন বা ॥২৭

এবং তয়া যথোক্তং বৈ গত্বা রাজানমব্রবীৎ।
ঋতুপর্ণং মহারাজ সুদেবো ব্রাহ্মণস্তদা ॥২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি নলোপাখ্যানপর্ব্বণি
দময়ন্তীপুনঃস্বয়ংবরকথনে
সপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ ॥৭০

ভীমরাজার কন্যা দময়ন্তী পুনরায় স্বয়ংবর (নিজেই পতি বরণ) করিবেন এবং সেখানে অনেক রাজা এবং অনেক রাজপুত্রই যাইতেছেন।২৫

শত্রুদমন! যেরূপ সময় স্থির হইয়াছে, তাহাতে আগামী দিনেই সে স্বয়ংবর হইবে, অতএব যদি এবারে আপনার সেখানে যাওয়া সম্ভব হয়, তবে আপনি সত্বর গমন করুন।২৬

দময়ন্তী আগামীকল্য সূর্য্যোদয়ের সময়ে দ্বিতীয় পতি গ্রহণ করিবেন। কারণ, বীর নলরাজা জীবিত আছেন কিনা, ত.হা জানা যাইতেছে না।২৭

মহারাজ! দময়ন্তী এইরূপ বলিলে, তাহা ব্রাহ্ম সুদেব অযোধ্যায় যাইয়া তখনই ঋতুপর্ণরাজাকে যথোক্তরূপে বলিলেন।২৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে দময়ন্তীর পুনরায় স্বয়ংবরকথনবিষয়ে সপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৭০

একসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞ ঋতুপর্ণস্য বিদর্ভদেশগমনম্, রাজ্ঞো নলস্য বিষয়মধিকৃত্য বার্ষ্ণেয়স্য বিচারঃ, বাহুকস্যাদ্ভুতাশ্বচালননৈপুণ্যেন বার্ষ্ণেয়স্য তথা ঋতুপর্ণস্য বিস্ময়শ্চ।]

বৃহদশ্ব উবাচ।

শ্রুত্বা বচঃ সুদেবস্য ঋতুপর্ণো নরাধিপঃ।
সান্ত্বয়ন্ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা বাহুকং প্রত্যভাষত ॥১
বিদর্ভান্ যাতুমিচ্ছামি দময়ন্ত্যাঃ স্বয়ংবরম্।
একাহ্না হয়তত্ত্বজ্ঞ মন্যসে যদি বাহুক ॥২
এবমুক্তস্য কৌন্তেয় তেন রাজ্ঞা নলস্য হ।
ব্যদীর্য্যত মনো দুঃখাৎ প্রদধ্যৌ স মহামনাঃ ॥৩

একসপ্ততিতম অধ্যায়।

[রাজা ঋতুপর্ণের বিদর্ভদেশে গমন, রাজা নলের বিষয়ে বার্ষ্ণেয়ের বিচার এবং বাহুকের অদ্ভুত অশ্বচালনা দক্ষতায় বার্ষ্ণেয় ও ঋতুপর্ণের বিস্ময়।]

বৃহদশ্ব বলিলেন,—ঋতুপর্ণরাজা সুদেবের কথা শ্রবণ করত কোমল বাক্যে অনুনয় করিয়া বাহুককে বলিলেন।১

অশ্বতত্ত্বজ্ঞ বাহুক! তোমার যদি মত হয়, তবে আমি দময়ন্তীর স্বয়ংবর উদ্দেশ্য করিয়া বিদর্ভদেশে যাইতে ইচ্ছা করি।২

কুন্তীনন্দন! রাজাঋতুপর্ণ এইরূপ বলিলে, নলের হৃদয় যেন দুঃখে বিদীর্ণ হইয়া গেল; তাঁ মহামনস্বী নল চিন্তা করিতে লাগিলেন।৩

দময়ন্তী বদেদেতৎ কুর্য্যাদ্ দুঃখেন মোহিতা।
অস্মদর্থে ভবেদ্বায়মুপায়শ্চিন্তিতো মহান্ ॥৪
নৃশংসং বত বৈদর্ভী কর্ত্তুকামা তপস্বিনী।
ময়া ক্ষুদ্রেণ নিকৃতা পাপেনাকৃতবুদ্ধিনা ॥৫
স্ত্রীস্বভাবশ্চলো লোকে মম দোষশ্চ দারুণঃ।
স্যাদেবমপি কুর্য্যাৎ সা বিবাসাদ্ গতসৌহৃদা ॥৬
মম শোকেন সংবিগ্না নৈরাশ্যাত্তনুমধ্যমা।
নৈবং সা কর্হিচিৎ কুর্য্যাৎ সাপত্যা চ বিশেষতঃ ॥৭
যদত্র সত্যং বাহসত্যং গত্বা বেৎস্যামি নিশ্চয়ম্।
ঋতুপর্ণস্য বৈ কামমাত্মার্থঞ্চ করোম্যহম্ ॥৮
ইতি নিশ্চিত্য মনসা বাহুকো দীনমানসঃ।
কৃতাঞ্জলিরুবাচেদমৃতুপর্ণং নরাধিপম্ ॥৯

'দময়ন্তী কি এই কথা বলিয়াছেন ? অথবা দুঃখে মোহিত হইয়া তিনি করিতেও পারেন ; কিংবা আমার জন্য এই একটী গুরুতর উপায় উদ্ভাবিত করা হইয়াছে।৪

আমি ক্ষুদ্র, পাপিষ্ঠ ও অশিক্ষিত বলিয়া তাঁহাকে প্রতারিত করিয়াছি ; তাহাতেই সেই শোচনীয়া দময়ন্তী এই নিষ্ঠুর কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন।৫

জগতে স্ত্রীলোকের স্বভাব চঞ্চল, আমার অপরাধও ভয়ঙ্কর। অতএব এরূপ হইতেও পারে ; বিশেষতঃ বিচ্ছেদবশতঃ প্রণয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ; তাই তিনি এরূপ করিতেও পারেন।৬

ক্ষীণমধ্যা দময়ন্তী আমার শোকে ও নৈরাশ্যে অত্যন্ত অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। তাহা না হইলে তিনি এরূপ কখনই করিতে পারিতেন না ; বিশেষতঃ তাঁহার সন্তান রহিয়াছে।৭

যাহা হউক, এ বিষয়ে যাহা সত্য বা মিথ্যা, তাহা সেই স্থানে যাইয়া নিশ্চিতভাবে জানিব ; আমি আজ নিজের স্বার্থের জন্যই ঋতুপর্ণের ইচ্ছাপূর্ণ করিব।৮

প্রতিজানামি তে সত্যং গমিষ্যামি নরাধিপ।
একাহ্না পুরুষব্যাঘ্র বিদর্ভনগরং নৃপ ॥১০
ততঃ পরীক্ষামশ্বানাং চক্রে রাজন্ স বাহুকঃ।
অশ্বশালামুপাগম্য ভাগস্বরিনৃপাজ্ঞয়া ॥১১
স ত্বর্য্যমাণো বহুশ ঋতুপর্ণেন বাহুকঃ।
অশ্বান্ জিজ্ঞাসমানো বৈ বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ ॥১২
অধ্যগচ্ছৎ কৃশানশ্বান্ সমর্থানধ্বনি ক্ষমান্।
তেজোবলসমাযুক্তান্ কুলশীলসমন্বিতান্ ॥১৩
বর্জিতান্ লক্ষণৈর্হীনৈঃ পৃথুপ্রোথান্ মহাহনূন্।
শুদ্ধান্ দশভিরাবর্ত্তৈঃ সিন্ধুজান্ বাতরংহসঃ ॥১৪
দৃষ্ট্বা তানব্রবীদ্ রাজা কিঞ্চিৎ কোপসমন্বিতঃ।
কিমিদং প্রার্থিতং কর্ত্তুং প্রলব্ধব্যা ন তে বয়ম্ ॥১৫

বিষণ্ণচিত্ত বাহুক মনে মনে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া ঋতুপর্ণরাজাকে এই কথা বলিলেন।৯

পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজন্! আমি আপনার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, একদিনেই আমি বিদর্ভনগরে যাইব।১০

রাজন্! তাহার পর ঋতুপর্ণরাজার আদেশ অনুসারে বাহুক অশ্বশালায় যাইয়া অশ্বসমূহের পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।১১

তখন ঋতুপর্ণরাজা তাঁহাকে বহুবার ত্বরা করিলেন ; ক্রমে বাহুক পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া, বার বার বিচার করিয়া সিন্ধুদেশজাত কয়েকটী কৃশ অশ্ব পাইলেন ; সেই অশ্বগুলি ভারবহনে সমর্থ, পথে দ্রুতগমন করিতে দক্ষ, তেজ, বল, সৎকুল ও সৎস্বভাবযুক্ত, দুর্লক্ষণশূন্য, বিশাল নাসিকা ও হনুসমন্বিত, নির্ম্মলবর্ণ, দশটী রোমাবর্ত্তবিশিষ্ট এবং বায়ুর ন্যায় বেগবান্ ছিল।১২-১৪

রাজা সেই অশ্বগুলি দেখিয়া, ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—বাহুক! তুমি এ কি করিতে চাইতেছ! তুমি আমাকে প্রতারণা করিবে না ত?১৫

কথমল্পবল-প্রাণা বক্ষ্যন্তীমে হয়া রথম্।
মহানধ্বা স চৈকাহ্না গন্তব্যঃ কথমীদৃশৈঃ ॥১৬

বাহুক উবাচ।

একো ললাটে দ্বৌ মূর্দ্ধ্নি, দ্বৌ দ্বৌ পার্শ্বোপপার্শ্বয়োঃ
দ্বৌ দ্বৌ বক্ষসি বিজ্ঞেয়ৌ প্রয়াণে চৈক এব তু ॥১৭
এতে হয়া গমিষ্যন্তি বিদর্ভান্ নাত্র সংশয়ঃ।
যানন্যান্ মন্যসে রাজন্ ব্রূহি তান্ যোজয়ামি তে ॥১৮

ঋতুপর্ণ উবাচ।

ত্বমেব হয়তত্ত্বজ্ঞঃ কুশলো হ্যসি বাহুক।
যান্ মন্যসে সমর্থাংস্ত্বং ক্ষিপ্রং তানেব যোজয় ॥১৯
ততঃ সদশ্বাংশ্চতুরঃ কুল-শীলসমন্বিতান্।
যোজয়ামাস কুশলো জবযুক্তান্ রথে নলঃ ॥২০

ততো যুক্তং রথং রাজা সমারোহত্ত্বরান্বিতঃ।
অথ পর্য্যপতন্ ভূমৌ জানুভিস্তে হয়োত্তমাঃ ॥২১
ততো নরবরঃ শ্রীমান্ নলো রাজা বিশাংপতে।
সান্ত্বয়ামাস তানশ্বাংস্তেজোবলসমন্বিতান্ ॥২২
রশ্মিভিশ্চ সমুদ্যম্য নলো যাতুমিয়েষ সঃ।
সূতমারোপ্য বার্ষ্ণেয়ং জবমাস্থায় বৈ পরম্ ॥২৩

তে চোদ্যমানা বিধিবদ্ বাহুকেন হয়োত্তমাঃ।
সমুৎপেতুরথাকাশং রথিনং মোহয়ন্তি চ ॥২৪

তথা তু দৃষ্ট্বা তানশ্বান্ বহতো বাতরংহসঃ।
অযোধ্যাপতিঃ শ্রীমান্ বিস্ময়ং পরমং যযৌ ॥২৫

রথঘোষং তু তং শ্রুত্বা হয়সংগ্রহণঞ্চ তৎ।
বার্ষ্ণেয়শ্চিন্তয়ামাস বাহুকস্য হয়জ্ঞতাম্ ॥২৬

কারণ, এ অশ্বগুলির শক্তিও অল্প, জীবনও অল্প। সুতরাং ইহারা কি করিয়া রথ বহন করিবে এবং কি করিয়াই বা একদিনে সেই বিস্তৃত পথ যাইবে।১৬

বাহুক বলিলেন,—যাহার ললাটে একটী, মস্তকে একটী, দুই পার্শ্বে দুইটী, দুই পার্শ্বের নিকটস্থানে দুইটী এবং বক্ষে দুই দুইটী করিয়া চারিটী রোমাবর্ত্ত দেখা যাইবে, তাদৃশ একটী অশ্বই দ্রুতগমনে শ্রেষ্ঠ।১৭

অতএব এই অশ্বগুলি একদিনে বিদর্ভদেশে যাইবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে রাজন্! আপনি অন্য যে অশ্বগুলি ভাল মনে করেন, সে গুলির কথা বলুন, আমি সেই গুলিকেই আপনার রথে যোজনা করি।১৮

ঋতুপর্ণ বলিলেন,—বাহুক! তুমিই অশ্বতত্ত্বজ্ঞ এবং অশ্বচালনে নিপুণ, অতএব তুমি যেগুলিকে সমর্থ মনে কর, সেইগুলিকেই সত্বর রথে যোজনা কর।১৯

তাহার পর অশ্ববিদ্যানিপুণ নল—কুল-শীলযুক্ত এবং বেগবান্ সেই চারিটী উৎকৃষ্ট অশ্বকে রথ সংযোজিত করিলেন।২০

তদনন্তর রাজা ঋতুপর্ণ ত্বরান্বিত হইয়া সেই অশ্বযুক্ত রথে আরোহণ করিলেন। তৎপরে সেই উৎকৃষ্ট অশ্বগুলি জানুদ্বারা ভূতল স্পর্শ করিল।২১

নরনাথ! তাহার পর অশ্ববিদ্যানিপুণ রাজা নল সেই তেজস্বী ও বলবান্ অশ্বগুলিকে সান্ত্বনা করিলেন।২২

নল লাগাম বাঁধিয়া এবং বার্ষ্ণেয় সারথিকে তুলিয়া লইয়া অত্যন্ত বেগ স্থাপন করত যাইবার ইচ্ছা করিলেন।২৩

তখন বাহুক যথাবিধানে রথ চালাইয়া দিলে, সেই উৎকৃষ্ট অশ্বগুলি যেন আকাশে উঠিল এবং রথীকে মোহিত করিতে লাগিল।২৪

অযোধ্যাধিপতি রাজা ঋতুপর্ণ বায়ুর ন্যা বেগবান্ সেই অশ্বগুলিকে সেই ভাবে রথ বহ করিতে দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন।২৫

বার্ষ্ণেয় সেই রথের শব্দ শুনিয়া এবং সেই অ

কিন্নু স্যান্মাতলিরয়ং দেবরাজস্য সারথিঃ ।
তথা তল্লক্ষণং বীরে বাহুকে দৃশ্যতে মহৎ ॥২৭
শালিহোত্রোঽথ কিং নু স্যাদ্ধয়ানাং কুলতত্ত্ববিৎ ।
মানুষ্যং সমনুপ্রাপ্তো বপুঃ পরমশোভনম্ ॥২৮
উতাহোস্বিদ্ ভবেদ্ রাজা নলঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ।
সোঽয়ং নৃপতিরায়াত ইত্যেবং সমচিন্তয়ৎ ॥২৯
অথবা যাং নলো বেদ বিদ্যাং তামেব বাহুকঃ ।
তুল্যং হি লক্ষয়ে জ্ঞানং বাহুকস্য নলস্য চ ॥৩০
অপি চেদং বয়স্তুল্যং বাহুকস্য নলস্য চ ।
নায়ং নলো মহাবীর্য্যস্তদ্ বিদ্যশ্চ ভবিষ্যতি ॥৩১
প্রচ্ছন্না হি মহাত্মানশ্চরন্তি পৃথিবীমিমাম্ ।
দৈবেন বিধিনা যুক্তাঃ শাস্ত্রোক্তৈশ্চ নিরূপণৈঃ ॥৩২
ভবেন্ন মতিভেদো মে গাত্রবৈরূপ্যতাং প্রতি ।
প্রমাণাৎ পরিহীনস্তু ভবেদিতি মতির্মম ॥৩৩
বয়ঃপ্রমাণং তত্তুল্যং রূপেণ তু বিপর্য্যয়ঃ ।
নলং সর্ব্বগুণৈর্যুক্তং মন্যে বাহুকমন্ততঃ ॥৩৪
এবং বিচার্য্য বহুশো বার্ষ্ণেয়ঃ পর্য্যচিন্তয়ৎ ।
হৃদয়েন মহারাজ পুণ্যশ্লোকস্য সারথিঃ ॥৩৫
ঋতুপর্ণশ্চ রাজেন্দ্রো বাহুকস্য হয়জ্ঞতাম্ ।
চিন্তয়ন্ মুমুদে রাজা সহবার্ষ্ণেয়সারথিঃ ॥৩৬
ঐকাগ্র্যঞ্চ তথোৎসাহং হয়সংগ্রহণঞ্চ তৎ ।
পরং যত্নঞ্চ সংপ্রেক্ষ্য পরাং মুদমবাপ হ ॥৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি নলোপাখ্যানপর্বণি
ঋতুপর্ণবিদর্ভগমনে একসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥

ধারণের প্রণালী দেখিয়া বাহুকের অশ্ববিদ্যার বিষয় চিন্তা করিতে লাগিল ।২৬

‘ইনি কি দেবরাজের সারথি মাতলি হইবেন ? কারণ, বীর বাহুকের উপরে তাঁহারই ত বিশেষ লক্ষণ দেখিতেছি ।২৭

অথবা অশ্বতত্ত্বজ্ঞ আচার্য্য শালিহোত্র পরমসুন্দর মনুষ্যশরীর ধারণ করিয়া এখানে আসিয়াছেন ?২৮

কিংবা শত্রুনগরবিজয়ী রাজা নল হইবেন ; তিনিও বাহুকরূপে আসিতে পারেন ; এইরূপও বার্ষ্ণেয় চিন্তা করিল ।২৯

অথবা রাজা নল যে অশ্ববিদ্যা জানেন, বাহুকও সেই অশ্ববিদ্যাই জানে ; কারণ, বাহুকের ও নলের সমান অশ্ববিদ্যাই দেখিতেছি ।৩০

আর বাহুকের ও নলের বয়সও সমানই দেখিতেছি ; তথাপি বাহুক মহাবীর নল নহে ; তবে তাঁহার তুল্য অশ্ববিদ্যানিপুণ হইবে ।৩১

দৈবের বিধানে এবং শাস্ত্রীয় নিয়মে মহাত্মারা গুপ্তবেশে এই পৃথিবী বিচরণ করিয়া থাকেন ।৩২

সেই কারণে—আকৃতির বৈরূপ্য আছে বলিয়াই যে, এ—নল নহে, এরূপ ধারণা আমার হয় না ; তবে নলের শরীরের পরিমাণ অপেক্ষা ইহার শরীরের পরিমাণ খর্ব্ব, এ ধারণা আমার হয় ।৩৩

বয়সের পরিমাণ নলেরই তুল্য ; কিন্তু রূপের বৈষম্য আছে। সে যাহা হউক, পরিশেষে বাহুককে নলের তুল্য সর্ব্বগুণযুক্ত মনে করিতেই হইবে ।৩৪

মহারাজ ! নলের ভূতপূর্ব্ব সারথি বার্ষ্ণেয় এইরূপ বিচার করিয়া মনে মনে অনেক চিন্তা করিল ।৩৫

রাজশ্রেষ্ঠ ঋতুপর্ণরাজাও বাহুকের অশ্ববিদ্যার বিষয় চিন্তা করিয়া বার্ষ্ণেয়সারথির সহিত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন ।৩৬

অযোধ্যাপতি সেই সময় বাহুকের একাগ্রতা, উৎসাহ, অশ্বধারণের প্রণালী ও অশ্বচালনে পরম যত্ন দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন ।৩৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে
ঋতুপর্ণের বিদর্ভদেশগমনবিষয়ে একসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।৭১

দ্বিসপ্ততিতমোহধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞ] ঋতুপর্ণস্যোত্তরীয়বস্ত্রস্য পতনম্, বিভীতকবৃক্ষস্য ফলানাং পতনমধিকৃত্য নলেন সহ তস্যালাপঃ, ঋতুপর্ণান্নলস্য দ্যূতবিদ্যায়া রহস্যপ্রাপ্তিঃ, নলদেহাৎ কলিযুগস্য নির্গমনঞ্চ।]

বৃহদশ্ব উবাচ।

স নদীঃ পর্ব্বতাংশ্চৈব বনানি চ সরাংসি চ।
অচিরেণাতিচক্রাম খেচরঃ খে চরন্নিব ॥১

তথা প্রয়াতে তু রথে তদা ভাগস্বরির্নৃপঃ।
উত্তরীয়মধোহপশ্যদ্ ভ্রষ্টং পরপুরঞ্জয়ঃ ॥২

ততঃ স ত্বরমাণস্তু পটে নিপতিতে তদা।
গ্রহীষ্যামীতি তং রাজা নলমাহ মহামনাঃ ॥৩

নিগৃহ্লীষ মহাবুদ্ধে হয়ানেতান্ মহাজবান্।
বার্ষ্ণেয়ো যাবদেতং মে পটমানয়তামিহ ॥৪

নলস্তু প্রত্যুবাচাথ দূরে ভ্রষ্টঃ পটস্তব।
যোজনং সমতিক্রান্তো নাহর্ত্তুং শক্যতে পুনঃ ॥৫

এবমুক্তো নলেনাথ নাতিপ্রীতিমনা নৃপঃ।
আসসাদ বনে রাজন্ ফলবন্তং বিভীতকম্ ॥৬

তং দৃষ্ট্বা বাহুকং রাজা ত্বরমাণোহভ্যভাষত।
মমাপি সূত পশ্য ত্বং সংখ্যানে পরমং বলম্ ॥৭

সর্ব্বঃ সর্ব্বং ন জানাতি সর্ব্বজ্ঞো নাস্তি কশ্চন।
নৈকত্র পরিনিষ্ঠাস্তি জ্ঞানস্য পুরুষে ক্বচিৎ ॥৮

বৃক্ষেহস্মিন্ যানি পত্রাণি ফলান্যপি চ বাহুক।
পতিতানি চ যান্যত্র তত্রৈকমধিকং শতম্ ॥৯

একপত্রাধিকং চাত্র ফলমেকঞ্চ বাহুক।
পঞ্চ কোট্যাহথ পত্রাণাং দ্বয়োরপি চ শাখয়োঃ ॥১০

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়।

[ঋতুপর্ণরাজার উত্তরীয় বস্ত্র পতন ও বহেড়াবৃক্ষের ফলগুলির পতন বিষয়ে নলের সহিত তাঁহার আলাপ, ঋতুপর্ণের নিকট হইতে নলের দ্যূত বিদ্যার রহস্য প্রাপ্তি এবং উঁহার দেহ হইতে কলির নির্গমন।]

বৃহদশ্ব বলিলেন,—বাহুক অচিরকালমধ্যেই আকাশচারী পক্ষী ন্যায় বহুতর নদী, পর্ব্বত, বন ও সরোবর অতিক্রম করিল।১

যখন সেই রথ সেইরূপ দ্রুত চলিতে লাগিলে, তখন শত্রুনগরবিজয়ী ঋতুপর্ণরাজা দেখিলেন যে, তাঁহার উত্তরীয়বস্ত্রখানি নীচে পড়িয়া গেল।২

উত্তরীয়বস্ত্র পড়িয়া গেলে, তখনই মহামনা ঋতুপর্ণরাজা ব্যস্ত হইয়া নলকে বলিলেন যে, 'কাপড়খানি লইব।৩

অতএব বাহুক! তুমি এই বেগবান্ অশ্বগুলিকে একটু থামাও, যে পর্য্যন্ত না বার্ষ্ণেয় এই কাপড়খানি লইয়া আইসে।৪

নল প্রত্যুত্তর করিলেন,—'মহারাজ! আপনার চাদর দূরে পড়িয়াছে, তাহার পর রথ এক যোজন-পথ অতিক্রম করিয়াছে; সুতরাং আর তাহা অনিতে পারা যাইবে না।৫

রাজন্ যুধিষ্ঠির! নল এইরূপ বলিলে, রাজা ঋতুপর্ণ অনধিক সন্তুষ্ট হইয়া নিকটবর্ত্তী বনে একটী ফলবান্ বিভীতক বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন।৬

সেই বিভীতক বৃক্ষ দেখিয়া রাজা সত্বর বাহুককে বলিলেন,—সারথি! তুমি আমারও গণনায় গুরুতর শক্তি দর্শন কর।৭

সকলে সকল বস্তু জানে না; সুতরাং কেহই সর্ব্বজ্ঞ নহে। এই জন্যই কখনও একজনে সম্পূর্ণ জ্ঞানের পরিসমাপ্তি থাকে না।৮

বাহুক! এই বিভীতক বৃক্ষে যতগুলি পত্র ও ফল আছে এবং ইহার যতগুলি পত্র ও ফল ভূতলে পতিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে বৃক্ষস্থিত পত্র ও ফল অপেক্ষা পতিত পত্র ও ফলের সংখ্যা একশত অধিক।৯

তাহার মধ্যে আবার একটি পত্র ও একটি ফল অধিক (অর্থাৎ বৃক্ষস্থিত পত্র ও ফল অপেক্ষা পতিত পত্র ও ফলের সংখ্যা একশত এক অধিক)। আর দুইটী শাখাতে পাঁচকোটি পত্র আছে।১০

প্রচিনু হ্যস্য শাখে দ্বে যাশ্চাপ্যন্যাঃ প্রশাখিকাঃ।
আভ্যাং ফলসহস্রে দ্বে পঞ্চোনং শতমেব চ ॥১১
ততো রথমবস্থাপ্য রাজানং বাহুকোঽব্রবীৎ।
পরোক্ষমিব মে রাজন্ কত্থসে শত্রুকর্ষণ ॥১২
প্রত্যক্ষমেতৎ কর্ত্তাস্মি শাতয়িত্বা বিভীতকম্।
অথাত্র গণিতে রাজন্ বিদ্যতে ন পরোক্ষতা ॥১৩
প্রত্যক্ষং তে মহারাজ শাতয়িষ্যে বিভীতকম্।
অহং হি নাভিজানামি ভবেদেবং ন বেত্তি বা ॥১৪
সংখ্যাস্যামি ফলান্যস্য পশ্যতস্তে জনাধিপ।
মুহূর্ত্তমপি বার্ষ্ণেয়ো রশ্মীন্ যচ্ছতু বাজিনাম্ ॥১৫
তমব্রবীন্নৃপঃ সূতং নায়ং কালো বিলম্বিতুম্।
বাহুকস্ত্বব্রবীদেনং পরং যত্নং সমাস্থিতঃ।১৬
প্রতীক্ষস্ব মুহূর্ত্তং ত্বমথবা ত্বরতে ভবান্।
এষ যাতি শিবঃ পন্থা যাহি বার্ষ্ণেয়সারথিঃ ॥১৭
অব্রবীদৃতুপর্ণস্তু সান্ত্বয়ন্ কুরুনন্দন।
ত্বমেব যন্তা নান্যোঽস্তি পৃথিব্যামপি বাহুক ॥১৮
ত্বৎকৃতে যাতুমিচ্ছামি বিদর্ভান্ হয়কোবিদ।
শরণং ত্বাং প্রপন্নোঽস্মি ন বিঘ্নং কর্ত্তুমর্হসি ॥১৯
কামঞ্চ তে করিষ্যামি যন্মাং বক্ষ্যসি বাহুক।
বিদর্ভান্ যদি যাত্বাদ্য সূর্য্যং দর্শয়িতাসি মে ॥২০
অথাব্রবীদ্ বাহুকস্তং সংখ্যায় চ বিভীতকম্।
ততো বিদর্ভান্ যাস্যামি কুরুষ্বৈবং বচো মম ॥২১
অকাম ইব তং রাজা গণয়স্বেত্যুবাচ হ।
একদেশঞ্চ শাখায়াঃ সমাদিষ্টং ময়াঽনঘ ॥২২

তোমার যদি ইচ্ছা হয়, ইহার দুইটা বৃহৎ শাখা এবং অন্য যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা আছে, উহা কাটিয়া গণনা কর। এইরূপে উহাতে দুই হাজার পঁচানব্বইটি ফল আছে।১১

তাহার পর বাহুক রথ রাখিয়া রাজাকে বলিলেন—'শত্রুদমন রাজন্। আপনি যেন আমার অসমক্ষে আত্মশ্লাঘা করিতেছেন।১২

আমি এই বিভীতকবৃক্ষ ছেদন করিয়া ইহা প্রত্যক্ষ করিব। রাজন্। তাহার পর গণনা করিলে আর পরোক্ষতা থাকিবে না।১৩

মহারাজ। আপনার সমক্ষেই বিভীতকবৃক্ষ ছেদন করিব। কারণ, আমি বুঝিতেছি না যে, এইরূপ হইবে কি না।১৪

নরপতে। আপনার সাক্ষাতেই আমি বিভীতকবৃক্ষের পত্র ও ফল গণনা করিব; সুতরাং বার্ষ্ণেয় ক্ষণকাল অশ্বসমূহের রশ্মি (লাগাম) ধারণ করুক।১৫

তখন রাজা বাহুককে বলিলেন—'এখন বিলম্ব করিবার সময় নহে'। বাহুকও গণনার বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ করিয়া রাজাকে কহিলেন।১৬

আপনি ক্ষণ কাল (দুইঘণ্টা) অপেক্ষা করুন। অথবা আপনি যদি ব্যস্ত হইয়া থাকেন, তবে বিদর্ভদেশের এই ভাল পথ যাইতেছে, আপনি বার্ষ্ণেয়কে সারথি করিয়া গমন করুন।১৭

কুরুনন্দন। তখন ঋতুপর্ণ তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া বলিলেন,—বাহুক। তুমিই উৎকৃষ্ট সারথি, তোমার মত সারথি পৃথিবীতে আর নাই।১৮

অশ্ববিদ্যাবিশারদ। তোমার প্রযত্নের জন্যই আমি বিদর্ভদেশে যাইতে ইচ্ছা করি। আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম, তুমি বিঘ্ন করিও না।১৯

বাহুক। আজ তুমি যদি বিদর্ভদেশে যাইবার পর আমাকে সূর্য্য দেখাইতে পার, তবে তুমি আমাকে যাহা বলিবে, আমি তোমার সেই কামনাই পূরণ করিব।২০

তাহার পর বাহুক রাজাকে বলিলেন,—আমি বিভীতকবৃক্ষের ফল ও পত্র গণনা করিয়া পরে বিদর্ভদেশে যাইব; আপমি আমার এই কথা রক্ষা করুন।২১

গণয়িত্বাঽশ্বতত্ত্বজ্ঞ ততস্ত্বং প্রীতিমাবহ ।
সোঽবতীর্য্য রথাত্তূর্ণং শাতয়ামাস তং দ্রুমম্ ॥২৩

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো রাজানমিদমব্রবীৎ ।
গণয়িত্বা যথোক্তানি তাবন্ত্যেব ফলানি চ ॥২৪

অত্যদ্ভুতমিদং রাজন্ দৃষ্টবানস্মি তে বলম্ ।
শ্রোতুমিচ্ছামি তে বিদ্যাং যয়ৈতজ্জ্ঞায়তে নৃপ ॥২৫

তমুবাচ ততো রাজা ত্বরিতো গমনে নৃপঃ ।
বিদ্ধ্যক্ষহৃদয়জ্ঞং মাং সংখ্যানে চ বিশারদম্ ॥২৬

বাহুকস্তমুবাচাথ দেহি বিদ্যামিমাং মম ।
মত্তোঽপি চাশ্বহৃদয়ং গৃহাণ পুরুষর্ষভ ॥২৭

ঋতুপর্ণস্ততো রাজা বাহুকং কার্য্যগৌরবাৎ ।
হয়জ্ঞানস্য লোভাচ্চ তং তমেত্যব্রবীদ্ বচঃ ॥২৮
যথোক্তং ত্বং গৃহাণেদমক্ষাণাং হৃদয়ং পরম্ ।
নিক্ষেপো মেঽশ্বহৃদয়ং ত্বয়ি তিষ্ঠতু বাহুক ।
এবমুক্ত্বা দদৌ বিদ্যামৃতুপর্ণো নলায় বৈ ॥২৯
তস্যাক্ষহৃদয়জ্ঞস্য শরীরান্নিঃসৃতঃ কলিঃ ।
কর্কোটকবিষং তীক্ষ্ণং মুখাৎ সততমুদ্বমন্ ॥৩০
কলেস্তস্য তদার্ত্তস্য শাপাগ্নিঃ স বিনিঃসৃতঃ ।
স তেন কর্ষিতো রাজা দীর্ঘকালমনাত্মবান্ ॥৩১
ততো বিষবিমুক্তাত্মা স্বং রূপমকরোৎ কলিঃ ।
তং শপ্তুমৈচ্ছৎ কুপিতো নিষধাধিপতির্নলঃ ॥৩২

তখন রাজা যেন অনিচ্ছুক হইয়াই তাহাকে বলিলেন—'গণনা কর। তবে—হে নিষ্পাপ অশ্বতত্ত্বজ্ঞ। আমি এখন এই শাখাটীর এক অংশেরই ফল ও পত্রের সংখ্যা বলিতেছি, তাহাই তুমি গণনা করিয়া পরে আনন্দ লাভ কর। (এই বলিয়া রাজা কোন শাখার এক অংশের ফল ও পত্রের সংখ্যা বলিলেন) তাহার পর বাহুক অতি সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সেই বিভীতকবৃক্ষ ছেদন করিলেন।২২-২৩

তদন্তররাজা সেই শাখার সেই অংশের যত পত্র ও ফলের সংখ্যা বলিয়াছিলেন, তত ফল ও তত পত্রই গণনা করিয়া দেখিয়া, বাহুক বিস্ময়াপন্ন হইয়া রাজাকে এই কথা বলিলেন।২৪

'রাজন্। আপনার এই শক্তি অতিশয় অদ্ভুতই দেখিলাম। নৃপ। অতএব আপনার এই বিদ্যা আমি জানিতে ইচ্ছা করি, যাহা দ্বারা এইরূপ জানা যায়।২৫

তৎপরে রাজাঋতুপর্ণ গমনে ত্বরান্বিত হইয়া বাহুককে বলিলেন, বাহুক। তুমি অবগত হও যে, আমি অক্ষহৃদয় অর্থাৎ পাশাখেলার রহস্য বিদ্যা জানি এবং দ্রুতগণনায় অত্যন্ত নিপুণ।২৬

তাহার পর বাহুক রাজাকে বলিলেন,—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি আমাকে এই বিদ্যা দান করুন এবং আমার নিকট হইতে অশ্ববিদ্যা গ্রহণ করুন।২৭

তদনন্তর রাজা ঋতুপর্ণ 'ইহা দ্বারা গুরুতর কার্য্য হইবে, এইরূপ ভাবিয়া এবং অশ্ববিদ্যার লোভে বাহুককে বলিলেন যে, 'তাহাই হউক'।২৮

বাহুক। তুমি এই উত্তম অক্ষহৃদয় গ্রহণ কর; আর আমার অশ্বহৃদয় তোমাতেই গচ্ছিত থাক'। এই কথা বলিয়া রাজা ঋতুপর্ণ নলকে সংখ্যাবিদ্যা ও অক্ষবিদ্যা দান করিলেন।২৯

নল অক্ষবিদ্যা জানিবামাত্র, কলি আপন মু হইতে অনবরত কর্কোটকনাগের তীক্ষ্ণ বিষ উদ্গা করিতে করিতে নলের শরীর হইতে নির্গত হইল।৩০

বিষপীড়িত কলির শরীর হইতেও কর্কোটক বিষরূপ দময়ন্তীদত্ত শাপাগ্নি নির্গত হইয়া গেল। এদিকে কলিকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত রাজানল দীর্ঘকাল যাব মোহিত ছিলেন (তিনি এখন প্রকৃতিস্থ হইলেন)।৩১

তাহার পর কলি বিষবিমুক্ত হইয়া আপন রূ

তমুবাচ কলির্ভীতো বেপমানঃ কৃতাঞ্জলিঃ।
কোপং সংযচ্ছ নৃপতে কীর্ত্তিং দাস্যামি
তে পরাম্ ॥৩৩

ইন্দ্রসেনস্য জননী কুপিতা মাঽশপৎ পুরা।
যদা ত্বয়া পরিত্যক্তা ততোঽহং ভৃশপীড়িতঃ ॥৩৪

অবসং ত্বয়ি রাজেন্দ্র সুদুঃখমপরাজিতঃ।
বিষেণ নাগরাজস্য দহ্যমানো দিবানিশম্ ॥৩৫

শরণং ত্বাং প্রপন্নোঽস্মি শৃণু চেদং বচো মম।
যে চ ত্বাং মনুজা লোকে কীর্ত্তয়িষ্যন্ত্যতন্দ্রিতাঃ ॥৩৬

মৎপ্রসূতং ভয়ং তেষাং ন কদাচিদ্ভবিষ্যতি।
ভয়ার্ত্তং শরণং যাতং যদি মাং ত্বং ন শপ্স্যসে ॥৩৭

প্রকাশ করিলেন; অমনি নলও কুপিত হইয়া তাঁহাকে অভিসম্পাত করিতে ইচ্ছা করিলেন।৩২

তখন কলি ভীত, কম্পিত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া নলকে বলিলেন,—রাজন্! আপনি ক্রোধ সংবরণ করুন, আমি আপনাকে উত্তম কীর্ত্তি দান করিব।৩৩

আপনি পূর্ব্বে যখন ইন্দ্রসেনের জননী দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন তিনি কুপিত হইয়া আমাকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন, তাহাতেই আমি অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছিলাম।৩৪

অপরাজিত রাজেন্দ্র! নাগরাজ কর্কোটকের বিষে দিবারাত্র দগ্ধ হইতে থাকিয়া আপনার শরীরে অতিদুঃখে বাস করিতেছিলাম।৩৫

এখন আমি আপনার শরণাগত হইলাম; আপনি আমার এই কথা শ্রবণ করুন—‘আমি ভয়ার্ত্ত ও শরণাগত, এই অবস্থায় আপনি যদি আমাকে অভিসম্পাত না করেন, তবে জগতে যে সকল লোক মনোযোগী হইয়া আপনার নাম কীর্ত্তন করিবে, তাহাদের কখনও আমার ভয় হইবে না’।৩৬-৩৭

এবমুক্তো নলো রাজা ন্যযচ্ছৎ কোপমাত্মনঃ।
ততো ভীতঃ কলিঃ ক্ষিপ্রং প্রবিবেশ
বিভীতকম্ ॥৩৮

কলিস্ত্বন্যৈস্তদাঽদৃশ্যঃ কথয়ন্ নৈষধেন বৈ।
ততো গতজ্বরো রাজা সংখ্যায়াস্য ফলান্যুত ॥৩৯

মুদা পরময়া যুক্তস্তেজসা চ পরেণ বৈ।
রথমারুহ্য তেজস্বী প্রযযৌ জবনৈর্হয়ৈঃ।
বিভীতকশ্চাপ্রশস্তঃ সংবৃত্তঃ কলিসংশ্রয়াৎ ॥৪০

হয়োত্তমানুৎপততো দ্বিজানিব পুনঃ পুনঃ।
নলঃ সঞ্চোদয়ামাস প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ॥৪১
বিদর্ভাভিমুখো রাজা প্রযযৌ স মহাযশাঃ।
নলে তু সমতিক্রান্তে কলিরপ্যগমদ্ গৃহম্ ॥৪২

কলি এইরূপ বলিলে, রাজা নল নিজের ক্রোধ সংবরণ করিলেন। তাহার পর কলি ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ বিভীতকবৃক্ষে প্রবেশ করিল।৩৮

কলি যখন নলের সহিত কথা বলিতেছিলেন, তখন তিনি অন্যের অদৃশ্য ছিলেন। তাহার পর রাজা নল সন্তাপবিহীন হইয়া বিভীতকবৃক্ষের ফলগুলিকে গণনা করত অত্যন্ত আনন্দিত ও উৎসাহী হইয়া রথে আরোহণ পূর্ব্বক বেগবান্ অশ্বগুলিদ্বারা গমন করিতে লাগিলেন। এদিকে কলির আশ্রয়স্বরূপ হওয়ায় বিভীতকবৃক্ষ অপ্রশস্ত হইয়া গেল।৩৯-৪০

উৎকৃষ্ট অশ্বগুলি পক্ষীর ন্যায় বার বার যেন আকাশে উঠিতে লাগিল; এই অবস্থায় নল আনন্দিতচিত্তে সে গুলিকে চালাইতে লাগিলেন।৪১

এই ভাবে মহাযশস্বী রাজা নল বিদর্ভদেশাভিমুখে যাইতে লাগিলেন; তিনি চলিয়া গেলে কলিও আপন গৃহে গমন করিল।৪২

ততো গতজ্বরো রাজা নলোঽভূৎ পৃথিবীপতিঃ।
বিমুক্তঃ কলিনা রাজন্ রূপমাত্রবিয়োজিতঃ ॥৪৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি নলোপাখ্যানপর্বণি কলিনির্গমে দ্বিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭২

রাজন্ যুধিষ্ঠির ! তদনন্তর রাজা নল কলিবিমুক্ত হইয়া সন্তাপবিহীন হইলেন বটে, কিন্তু (বিষের প্রভাবে) সেই বিরূপই থাকিয়া গেলেন।৪৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে কলিনির্গমে দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৭২

ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞ ঋতুপর্ণস্য কুণ্ডিনগরে প্রবেশঃ, দময়ন্ত্যা বিচারঃ, ভীমেণ ঋতুপর্ণস্য সমাদরশ্চ।]

বৃহদশ্ব উবাচ।

ততো বিদর্ভান্ সম্প্রাপ্তং সায়াহ্নে সত্যবিক্রমম্।
ঋতুপর্ণং জনা রাজ্ঞে ভীমায় প্রত্যবেদয়ন্ ॥১
স ভীমবচনাদ্ রাজা কুণ্ডিনং প্রাবিশৎ পুরম্।
নাদয়ন্ রথঘোষেণ সর্ব্বাঃ সবিদিশো দিশঃ ॥২
ততস্তং রথনির্ঘোষং নলাশ্বাস্তত্র শুশ্রুবুঃ।
শ্রুত্বা তু সমহৃষ্যন্ত পুরেব নলসন্নিধৌ ॥৩
দময়ন্তী চ শুশ্রাব রথঘোষং নলস্য তম্।
যথা মেঘস্য নদতো গম্ভীরং জলাদাগমে ॥৪
পরং বিস্ময়মাপন্না শ্রুত্বা নাদং মহাস্বনম্।
নলেন সংগৃহীতেষু পুরেব নলবাজিষু।
সদৃশং রথনির্ঘোষং মেনে ভৈমী তথা হয়াঃ ॥৫
প্রাসাদস্থাশ্চ শিখিনঃ শালাস্থাশ্চৈব বারণাঃ।
হয়াশ্চ শুশ্রুবুস্তস্য রথঘোষং মহীপতেঃ ॥৬

ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়।

[রাজা ঋতুপর্ণের কুনিনগরে প্রবেশ, দময়ন্তীর বিচার এবং ভীন কর্ত্তৃক ঋতুপর্ণের সমাদর।]

বৃহদশ্ব বলিলেন,—তাহার পর যথার্থবিক্রমশালী রাজা ঋতুপর্ণ সায়াহ্নকালে বিদর্ভদেশে উপস্থিত হইলেন ; তখন তত্রত্য লোকেরা যাইয়া ভীমরাজাকে সেই সংবাদ জানাইল।১

রাজা ঋতুপর্ণ ভীমরাজার অনুমতিক্রমে রথশব্দে সমস্ত দিক্ ও বিদিক্ নিনাদিত করিয়া কুণ্ডিননগরে প্রবেশ করিলেন।২

তখন নলের যে সকল অশ্ব পূর্ব্বে সেখানে আসিয়াছিল, তাহারা সেই রথশব্দ শুনিল এবং শুনিয়া—পূর্ব্বে নলের নিকটে যেমন আনন্দিত হইত, সেইরূপই আনন্দিত হইল।৩

দময়ন্তীও বর্ষাকালে মেঘগর্জনের ন্যায় গম্ভীর নলের রথের সেই নির্ঘোষ শুনিতে পাইলেন।৪

পূর্ব্বে নল তাঁহার অশ্ব ধারণ করিলে রথের যেমন গম্ভীর শব্দ হইত, সেইরূপ গম্ভীর শব্দ শুনিয়া দময়ন্তী অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং নলরথের শব্দের তুল্যই সেই রথের শব্দ মনে করিলেন, তত্রত্য অশ্বগুলিও তাহাই মনে করিল।৫

তখন অট্টালিকাস্থ ময়ূরগণ, হস্তিশালাস্থিত হস্তিগণ ও অশ্বশালাস্থ অশ্বগণ নলরাজার সেই রথশব্দ শুনিতে পাইল।৬

তে শ্রুত্বা রথনির্ঘোষং বারণাঃ শিখিনস্তথা ।
প্রণেদুরুন্মুখা রাজন্ মেঘনাদ ইবোৎসুকাঃ ॥৭

দময়ন্ত্যুবাচ ।

যথাসৌ রথনির্ঘোষঃ পূরয়ন্নিব মেদিনীম্ ।
মমাহ্লাদয়তে চেতো নল এষ মহীপতিঃ ॥৮
অদ্য চন্দ্রাভবক্ত্রং তং ন পশ্যামি নলং যদি ।
অসংখ্যেয়গুণং বীরং বিনঙ্ক্ষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥৯
যদি চৈতস্য বীরস্য বাহ্বোর্নাদ্যাহমন্তরম্ ।
প্রবিশামি সুখস্পর্শং ন ভবিষ্যাম্যসংশয়ম্ ॥১০
যদি মাং মেঘনির্ঘোষো নোপগচ্ছতি নৈষধঃ ।
অদ্য চামীকরপ্রখ্যঃ প্রবেক্ষ্যামি হুতাশনম্ ॥১১
যদি মাং সিংহবিক্রান্তো মত্তবারণবিক্রমঃ ।
নাভিগচ্ছতি রাজেন্দ্রো বিনঙ্ক্ষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥১২

ন স্মরাম্যনৃতং কিঞ্চিন্ন স্মরাম্যপকারতাম্ ।
ন চ পর্য্যুষিতং বাক্যং স্বৈরেষ্বপি কদাচন ॥১৩

প্রভুঃ ক্ষমাবান্ বীরশ্চ দাতা চাভ্যধিকো নৃপৈঃ ।
রহোঽনীচানুবর্ত্তী চ ক্লীববন্মম নৈষধঃ ॥১৪

গুণাংস্তস্য স্মরন্ত্যা মে তৎপরায়া দিবানিশম্ ।
হৃদয়ং দীর্য্যত ইদং শোকাৎ প্রিয়বিনাকৃতম্ ॥১৫

এবং বিলপমানা সা নষ্টসংজ্ঞেব ভারত ।
আরুরোহ মহদ্ বেশ্ম পুণ্যশ্লোকদিদৃক্ষয়া ॥১৬

ততো মধ্যমকক্ষায়াং দদর্শ রথমাস্থিতম্ ।
ঋতুপর্ণং মহীপালং সহবার্ষ্ণেয়বাহুকম্ ॥১৭

ততোঽবতীর্য্য বার্ষ্ণেয়ো বাহুকশ্চ রথোত্তমাৎ ।
হয়াংস্তানবমুচ্যাথ স্থাপয়ামাসতু রথম্ ॥১৮

রাজন্! সেই হস্তিগণ ও ময়ূরগণ সেই রথের শব্দ শুনিয়া, মেঘগর্জনের সময়ে যেমন করে, তেমনই উৎকণ্ঠিত ও তদভিমুখ হইয়া কণ্ঠধ্বনি করিতে লাগিল ।৭

দময়ন্তী (মনে মনে) বলিতে লাগিলেন,—যখন ঐ রথশব্দ পৃথিবী পূর্ণ করিয়াই যেন আমার চিত্ত আনন্দিত করিতেছে, তখন ইনি নলরাজাই হইবেন ।৮

আজ চন্দ্রবদন ও অসংখ্যগুণসম্পন্ন সেই বীর নলকে যদি দেখিতে না পাই, তবে নিশ্চয়ই মরিয়া যাইব ।৯

আজ যদি সেই বীরের সুখস্পর্শ বাহুযুগলের ভিতরে প্রবেশ করিতে না পারি, তবে আমি নিশ্চয়ই আর বাঁচিব না ।১০

মেঘের ন্যায় গম্ভীর স্বর এবং স্বর্ণের ন্যায় গৌরবর্ণ নল যদি আজ আমার নিকটে না আসেন, তাহা হইলে আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিব ।১১

সিংহের ন্যায় বিক্রমশালী এবং মত্তহস্তীর ন্যায় পরাক্রমসম্পন্ন রাজশ্রেষ্ঠ নল যদি আজ আমার নিকট না আসেন, তবে নিশ্চয়ই মৃত্যুবরণ করিব ।১২

কখনও তাঁহার সহিত কোন মিথ্যা ব্যবহার করিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না. কোন অপকার করিয়াছি বলিয়াও মনে হয় না এবং ইচ্ছানুরূপ ব্যবহারেও তাঁহার আদেশ বিলম্বে সম্পাদন করিয়াছি বলিয়া ধারণা হয় না ।১৩

আমার নিষধরাজ নল প্রভাবশালী, ক্ষমাগুণসম্পন্ন, বীর, অন্য রাজা অপেক্ষা অধিক দাতা, গোপনেও কোন নীচকার্য্য করেন না এবং পরস্ত্রীর নিকটে সর্ব্বদাই নপুংসকের ন্যায় থাকেন ।১৪

আমি দিবারাত্রি তাঁহারই গুণ স্মরণ করিয়া থাকি এবং তাঁহাতেই আসক্ত রহিয়াছি, সুতরাং তাঁহার বিচ্ছেদে আমার এই হৃদয় শোকে বিদীর্ণ হইতেছে ।১৫

ভরতনন্দন! দময়ন্তী এইরূপ বিলাপ করত লুপ্তচৈতন্যের ন্যায় হইয়া, নলকে দেখিবার ইচ্ছায় উচ্চ অট্টালিকার উপরে আরোহণ করিলেন ।১৬

তাহার পর তিনি দেখিলেন—বাড়ীর মধ্যম মহলে

সোঽবতীর্য্য রথোপস্থাদৃতুপর্ণো নরাধিপঃ।
উপতস্থে মহারাজং ভীমং ভীমপরাক্রমম্ ॥১৯
তং ভীমঃ প্রতিজগ্রাহ পূজয়া পরয়া ততঃ।
স তেন পূজিতো রাজ্ঞা ঋতুপর্ণো নরাধিপঃ ॥২০
স তত্র কুণ্ডিনে রম্যে বসমানো মহীপতিঃ।
ন চ কিঞ্চিত্তদাঽপশ্যৎ প্রেক্ষমাণো মুহুর্মুহুঃ ॥২১
স তু রাজ্ঞা সমাগম্য বিদর্ভপতিনা তদা।
অকস্মাৎ সহসা প্রাপ্তং স্ত্রীমন্ত্রং ন স্ম বিন্দতি ॥২২
কিং কার্য্যং স্বাগতং তেঽস্তু রাজ্ঞা পৃষ্টশ্চ ভারত।
নাভিজজ্ঞে স নৃপতির্দুহিত্রর্থং সমাগতম্ ॥২৩
ঋতুপর্ণোঽপি রাজা স ধীমান্ সত্যপরাক্রমঃ।
রাজানং রাজপুত্রং বা ন স্ম পশ্যতি কঞ্চন ॥২৪
নৈব স্বয়ংবরকথাং ন চ বিপ্রসমাগমম্।
ন চান্যং কঞ্চিদারম্ভং স্বয়ংবরবিধিং প্রতি ॥২৫
ততো বিগণয়ন্ রাজা মনসা কোশলাধিপঃ।
আগতোঽস্মীত্যুবাচৈনং ভবন্তমভিবাদকঃ ॥২৬
রাজাপি চ স্ময়ন্ ভীমো মনসা সমচিন্তয়ৎ।
অধিকং যোজনশতং তস্যাগমনকারণম্ ॥২৭
রাজ্ঞশ্চান্যানতিক্রম্য প্রাপ্তোঽয়মভিবাদকঃ।
গ্রামান্ বহূনতিক্রম্য নাধ্যগচ্ছদ্ যথাতথম্ ॥২৮
অথ কার্য্যং বিনির্দ্দিষ্টং তস্যাগমনকারণম্।
পশ্চাদুদর্কে জ্ঞাস্যামি কারণং যদ্ভবিষ্যতি ॥২৯
নৈতদেবং স নৃপতিস্তং সৎকৃত্য ব্যসর্জয়ৎ।
বিশ্রাম্যতামিত্যুবাচ ক্লান্তোঽসীতি পুনঃ পুনঃ ॥৩০

রথ আসিয়াছে, তাহাতে বার্ষ্ণেয় ও বাহুকের সহিত ঋতুপর্ণরাজা রহিয়াছেন ।১৭

তৎপরে বার্ষ্ণেয় ও বাহুক সেই উত্তম রথ হইতে নামিয়া, সেই অশ্বগুলিকে মুক্ত করত রথখানাকে স্থাপিত করিল ।১৮

তদনন্তর রাজাঋতুপর্ণ রথ হইতে নামিয়া ভীমপরাক্রম মহারাজ ভীমের নিকট উপস্থিত হইলেন ।১৯

তখন রাজা ভীম বিশেষ সম্মান করিয়া ঋতুপর্ণরাজাকে গ্রহণ করিলেন এবং পরেও সম্মান করিতে লাগিলেন ।২০

রাজা ঋতুপর্ণ সেই মনোহর কুণ্ডিননগরে অবস্থান করত বার বার চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া স্বয়ংবরের কিছুই দেখিতে পাইলেন না ।২১

রাজা ঋতুপর্ণ তখন ভীমরাজার সহিত মিলিত হইয়া কেবল বুদ্ধিবলে হঠাৎ দময়ন্তী ও তাঁহার মাতার পূর্ব্ব মন্ত্রণা বুঝিতে পারিলেন না ।২২

ভরতনন্দন ! আপনার শুভাগমন হউক এই কথা বলিয়া ভীমরাজাও ঋতুপর্ণরাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আপনার এখানে আসিবার কারণ কি ? কারণ, রাজা ভীম জানিতেন না যে, ঋতুপর্ণরাজা দময়ন্তীর জন্যই আসিয়াছেন ।২৩

বুদ্ধিমান্ ও যথার্থবিক্রমশালী ঋতুপর্ণরাজাও কোন রাজা, রাজপুত্র, ব্রাহ্মণসমাগম বা স্বয়ংবরের কোন আয়োজন দেখিতে পাইলেন না, কিংবা স্বয়ংবরের কোন কথাও শুনিতে পাইলেন না ।২৪-২৫

তখন রাজা ঋতুপর্ণ মনে মনে বিবেচনা করিয়া ভীমরাজাকে বলিলেন যে, 'আমি আপনাকে অভিবাদন করিবার জন্য আসিয়াছি' ।২৬

ভীমরাজাও বিস্মিত হইয়া একশত যোজনেরও অধিক পথ ঋতুপর্ণের আগমনের কারণ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন ।২৭

ইনি বহুতর গ্রাম অতিক্রম করিয়া অন্যান্য রাজাকে লঙ্ঘনপূর্ব্বক আমাকে অভিবাদন করিতে আসিয়াছেন। এই বিষয়ে যথার্থ কারণ ভীমরাজ বুঝিতে পারিলেন না ।২৮

(তাহার পর তিনি মনে মনে বলিলেন—) ইহার আগমনের কারণ আমার নিশ্চয় করিতেই হইবে। যাহা হউক, ইহার আগমনের কারণ যাহা হইবে, তাহা ভাবী ফল দেখিয়া পরে জানিব ।২৯

স সংকৃতঃ প্রহৃষ্টাত্মা প্রীতঃ প্রীতেন পার্থিবঃ।
রাজপ্রেষ্যৈরনুগতো দিষ্টং বেশ্ম সমাবিশৎ ॥৩১
ঋতুপর্ণে গতে রাজন্ বার্ষ্ণেয়সহিতে নৃপে।
বাহুকো রথমাদায় রথশালামুপাগমৎ ॥৩২
স মোচয়িত্বা তানশ্বান্ পরিচর্য্য চ শাস্ত্রতঃ।
স্বয়ঞ্চৈতান্ সমাশ্বাস্য রথোপস্থ উপাবিশৎ ॥৩৩
দময়ন্ত্যপি শোকার্ত্তা দৃষ্ট্বা ভাগস্বরিং নৃপম্।
সূতপুত্রঞ্চ বার্ষ্ণেয়ং বাহুকঞ্চ তথাবিধম্ ॥৩৪
চিন্তয়ামাস বৈদর্ভী কস্যৈষ রথনিস্বনঃ।
নলস্যেব মহানাসীন্ন চ পশ্যামি নৈষধম্ ॥৩৫
বার্ষ্ণেয়েন ভবেন্নূনং বিদ্যা সৈবোপশিক্ষিতা।
তেনাদ্য রথনির্ঘোষো নলস্যেব মহানভূৎ॥৩৬
অহোস্বিদৃতুপর্ণোহপি যথা রাজা নলস্তথা।
ততোহয়ং রথনির্ঘোষো নৈষধস্যেব লক্ষ্যতে ॥৩৭
এবং সা তর্কয়িত্বা তু দময়ন্তী বিশাম্পতে।
দূতীং প্রস্থাপয়ামাস নৈষধান্বেষণে শুভা ॥৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি নলোপাখ্যানপর্বণি ঋতুপর্ণস্য
ভীমপুর-প্রবেশে ত্রিসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৩

কিন্তু ইনি যেরূপ বলিলেন, সেরূপ কারণ নহে'। ইহার পর রাজা ভীম ঋতুপর্ণরাজাকে আদর করিয়া বিদায় দিলেন; বিদায় দিবার পূর্ব্বে বার বার এই কথা বলিলেন যে, আপনি ক্লান্ত হইয়াছেন, অতএব আমার লোকেরা আপনাকে বিশ্রাম করা'ক।৩০

রাজা ভীম আনন্দিতচিত্তে আদর করিলে, স্বভাবতঃ আনন্দিতচিত্ত ঋতুপর্ণরাজা আরও আনন্দিত হইয়া রাজভৃত্যগণের সহিত নির্দিষ্ট গৃহে প্রবেশ করিলেন।৩১

যুধিষ্ঠির! রাজা ঋতুপর্ণ বার্ষ্ণেয়ের সহিত চলিয়া গেলে, বাহুক রথ লইয়া রথশালায় গমন করিল।৩২

বাহুক সেই অশ্বগুলিকে মোচনপূর্ব্বক শাস্ত্র অনুসারে পরিচর্য্যা করিয়া এবং নিজেই সেগুলিকে আশ্বস্ত করিয়া রথে আসিয়া বসিলেন।৩৩

দময়ন্তীও ঋতুপর্ণরাজাকে, বার্ষ্ণেয়সারথিকে এবং সারথিরূপেই বাহুককে দেখিয়া অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইলেন।৩৪

তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন—এই রথশব্দ হইল কাহার? নলের রথশব্দের তুল্যই ত' গম্ভীর শব্দ হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহাকে ত দেখিতে পাইতেছি না।৩৫

নিশ্চয়ই বার্ষ্ণেয় সেই বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছে; তাহাতেই আজ নলের রথশব্দের মত এই গম্ভীর রথশব্দ হইয়াছে।৩৬

অথবা নল যেমন অশ্ববিদ্যা জানিতেন, ঋতুপর্ণরাজাও তেমনই অশ্ববিদ্যা জানেন; তাহাতেই নলের মতই এই রথশব্দ লক্ষ্য করিয়াছি।৩৭

রাজন্ যুধিষ্ঠির! কল্যাণী দময়ন্তী মনে মনে এইরূপ তর্ক করিয়া নিকটবর্ত্তিনী শুভলক্ষণা দূতীকে নলের অন্বেষণে প্রেরণ করিলেন।৩৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে
ঋতুপর্ণের ভীমপুর-প্রবেশেবিষয়ে ত্রিসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৭৩

চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[বাহুক-কেশিন্যোরালাপঃ।]

দময়ন্ত্যুবাচ।

গচ্ছ কেশিনি! জানীহি ক এষ রথবাহকঃ।
উপবিষ্টো রথোপস্থে বিকৃতো হ্রস্ববাহুকঃ ॥১

অভ্যেত্য কুশলং ভদ্রে! মৃদুপূর্ব্বং সমাহিতা।
পৃচ্ছেথাঃ পুরুষং হ্যেনং যথাতত্ত্বমনিন্দিতে! ॥২

অত্র মে মহতী শঙ্কা ভবেদেষ নলো নৃপঃ।
যথা চ মনসস্তুষ্টির্হৃদয়স্য চ নির্বৃতিঃ ॥৩

ব্রূয়াশ্চৈনং কথান্তে ত্বং পর্ণাদবচনং যথা।
প্রতিবাক্যঞ্চ সুশ্রোণি! বুধ্যেথাস্ত্বমনিন্দিতে ॥৪

ততঃ সমাহিতা গত্বা দূতী বাহুকমব্রবীৎ।
দময়ন্ত্যপি কল্যাণী প্রাসাদস্থাঽন্ববৈক্ষত ॥৫

কেশিন্যুবাচ।

স্বাগতং তে মনুষ্যেন্দ্র! কুশলং তে ব্রবীম্যহম্।
দময়ন্ত্যা বচঃ সাধু নিবোধ পুরুষর্ষভ! ॥৬

কদা বৈ প্রস্থিতা যূয়ং কিমর্থমিহ চাগতাঃ।
তত্ত্বং ব্রূহি যথান্যায়ং বৈদর্ভী শ্রোতুমিচ্ছতি ॥৭

বাহুক উবাচ।

শ্রুতঃ স্বয়ংবরো রাজ্ঞা কোশলেন মহাত্মনা।
দ্বিতীয়ো দময়ন্ত্যা বৈ ভবিতা শ্ব ইতি দ্বিজাৎ ॥৮

শ্রুত্বৈতৎ প্রস্থিতো রাজা শতযোজনযায়িভিঃ।
হয়ৈর্বাতজবৈর্মুখ্যৈরহমস্য চ সারথিঃ ॥৯

চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়।

[বাহুক ও কেশিনীর আলাপ।]

দময়ন্তী বলিলেন,—কেশিনি। তুমি যাও, যাইয়া জান যে, রথোপরি উপবিষ্ট, বিকৃতমূর্ত্তি ও হ্রস্ববাহু এই রথচালকটি কে?১

ভদ্রে। অনিন্দিতে। তুমি নিকটে যাইয়া মনোযোগের সহিত যথার্থভাবে কোমলবাক্যে এই পুরুষটির নিকট উহার মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিবে।২

আমার মনে যেমন আনন্দ জন্মিতেছে এবং হৃদয়ে যেমন নির্বৃতি (শান্তি) হইতেছে; তাহাতেই উঁহার উপরে আমার গুরুতর ধারণা হইতেছে যে, উনিই নল হইবেন।৩

অতএব সুনিতম্বে। অনিন্দিতে। তুমি কথার মধ্যে উঁহাকে পর্ণাদের বাক্যের মতই বাক্য বলিবে এবং উঁহার প্রত্যুত্তর বুঝিয়া আসিবে।৪

তাহার দূতী যাইয়া মনোযোগের সহিত বাহুককে বলিতে লাগিল, কল্যাণী দময়ন্তী অট্টালিকার উপরে থাকিয়া সেই ঘটনা দেখিতে লাগিলেন।৫

কেশিনী বলিলি,—নরশ্রেষ্ঠ। আপনার সুখে আগমন হইয়াছে ত? আমি আপনার মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিতেছি। পুরুষশ্রেষ্ঠ। আপনি দময়ন্তীর বাক্য সম্যক্ শ্রবণ করুন।৬

আপনারা কবে অযোধ্যা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন, এখানেই বা কি জন্য আসিয়াছেন, তাহা আপনি যথানিয়মে বলুন; দময়ন্তী তাহা শুনিতে ইচ্ছা করিতেছেন।৭

বাহুক বলিলেন,—মহাত্মা ঋতুপর্ণ রাজা এক ব্রাহ্মণের নিকট শুনিয়াছিলেন যে, আগামী ক দময়ন্তীর দ্বিতীয়বার স্বয়ংবর হইবে।

ইহা শুনিয়া রাজা ঋতুপর্ণ শতযোজনগামী ও বায়ুর তুল্য বেগবান্ উৎকৃষ্ট অশ্বচালিত রথে প্রস্থান করিয়াছিলেন; আমি উঁহার সারথি ছিলাম।৮

কেশিন্যুবাচ ।

অথ যোহসৌ তৃতীয়ো বঃ স কুতঃ কস্য বা পুনঃ ।
ত্বঞ্চ কস্য কথঞ্চেদং ত্বয়ি কর্ম্ম সমাহিতম্ ॥১০

বাহুক উবাচ ।

পুণ্যশ্লোকস্য বৈ সূতো বার্ষ্ণেয় ইতি বিশ্রুতঃ ।
স নলে বিদ্রুতে ভদ্রে ভাগস্বরিমুপস্থিতঃ ॥১১

অহমপ্যশ্বকুশলঃ সূতত্বে চ প্রতিষ্ঠিতঃ ।
ঋতুপর্ণেন সারথ্যে ভোজনে চ বৃতঃ স্বয়ম্ ॥১২

কেশিন্যুবাচ ।

অথ জানাত বার্ষ্ণেয়ঃ ক্ব নু রাজা নলো গতঃ ।
কথঞ্চ ত্বয়ি বা তেন কথিতং স্যাত্তু বাহুক ॥১৩

বাহুক উবাচ ।

ইহৈব পুত্রৌ নিক্ষিপ্য নলস্যাশুভকর্ম্মণঃ ।
গতস্ততো যথাকামং নৈষ জানাত নৈষধম্ ॥১৪

ন চান্যঃ পুরুষঃ কশ্চিন্নলং বেত্তি যশস্বিনি ।
গূঢ়শ্চরতি লোকেহস্মিন্ নষ্টরূপো মহীপতিঃ ॥১৫

আত্মৈব হি নলং বেদ যা চাস্য তদনন্তরা ।
ন হি বৈ স্বানি লিঙ্গানি নলং শংসতি কর্হিচিৎ ॥১৬

কেশিন্যুবাচ ।

যোহসাবযোধ্যাং প্রথমং গতবান্ ব্রাহ্মণস্তদা ।
ইমানি নারীবাক্যানি কথয়ানঃ পুনঃ পুনঃ ॥১৭

ক্ব নু ত্বং কিতব ছিত্ত্বা বস্ত্রার্দ্ধং প্রস্থিতো মম ।
উৎসৃজ্য বিপিনে সুপ্তামনুরক্তাং প্রিয়াং প্রিয় ॥১৮

সা বৈ যথা ত্বয়া দৃষ্টা তথাস্তে ত্বৎপ্রতীক্ষিণী ।
দহ্যমানা ভৃশং বালা বস্ত্রার্দ্ধেনাভিসংবৃতা ॥১৯

তস্যা রুদন্ত্যাঃ সততং তেন শোকেন পার্থিব ।
প্রসাদং কুরু বৈ বীর প্রতিবাক্যং বদস্ব চ ॥২০

কেশিনী বলিল,—আপনাদের মধ্যে ঐ যে তৃতীয় লোকটী, তিনি কোথা হইতে ঋতুপর্ণরাজার নিকট আসিয়াছেন? কাহারই বা লোক? আর আপনিই বা কাহার লোক এবং কি জন্যই বা আপনার উপরে এই কার্য্য ন্যস্ত হইয়াছে?১০

বাহুক বলিলেন,—ভদ্রে! বার্ষ্ণেয়নামে নলের একজন সারথি ছিল; নল চলিয়া গেলে, সে—ঋতুপর্ণরাজার নিকট আসিয়াছে।১১

আমিও অশ্ববিদ্যায় নিপুণ এবং সারথ্যকার্য্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ। এই জন্যই রাজা ঋতুপর্ণ নিজেই আমাকে তাঁহার সারথ্যকার্য্যে এবং খাদ্যবস্তু নির্ম্মাণকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন।১২

কেশিনী বলিল,—বাহুক! রাজা নল কোথায় গিয়াছেন, তাহা কি বার্ষ্ণেয় জানে? কিংবা বার্ষ্ণেয় আপনার নিকট বলিয়াছে?১৩

বাহুক বলিল,—অশুভকর্ম্মা নলের পুত্র-কন্যাকে এখানেই রাখিয়া বার্ষ্ণেয় ইচ্ছানুসারে চলিয়া গিয়াছিল; সুতরাং সে নিষধরাজ নলের সংবাদ জানে না।১৪

যশস্বিনি! অন্য কোন লোকও নলের সংবাদ জানে না। কারণ, নলের সে রূপ বিনষ্ট হইয়াছে, তাই তিনি গুপ্ত অবস্থায় এই জগতে বিচরণ করিতেছেন।১৫

তবে ভগবান্ আর নলের অন্তরাত্মা নলের সংবাদ জানেন। কারণ, নল কখনও কাহারও নিকট নিজের লক্ষণসমূহ বলেন না।১৬

কেশিনী বলিল,—সেই যে ব্রাহ্মণ প্রথম অযোধ্যায় গিয়াছিলেন এবং তখন বার বার নারীর এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন—'প্রিয় দ্যুতকার!

তস্যাস্তৎ প্রিয়মাখ্যানং প্রবদস্ব মহামতে।
তদেব বাক্যং বৈদর্ভী শ্রোতুমিচ্ছত্যনিন্দিতা ॥২১

এতচ্ছ্রুত্বা প্রতিবচস্তস্য দত্তং ত্বয়া কিল।
যৎ পুরা তৎ পুনস্ত্বত্তো বৈদর্ভী শ্রোতুমিচ্ছতি ॥২২

বৃহদশ্ব উবাচ।

এবমুক্তস্য কেশিন্যা নলস্য কুরুনন্দন।
হৃদয়ং ব্যথিতঞ্চাসীদশ্রুপূর্ণে চ লোচনে ॥২৩

স নিগৃহ্যাত্মনো দুঃখং দহ্যমানো মহীপতিঃ।
বাষ্পসন্দিগ্ধয়া বাচা পুনরেবেদমব্রবীৎ ॥২৪

বাহুক উবাচ।

বৈষম্যমপি সম্প্রাপ্তা গোপায়ন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
আত্মানমাত্মনা সত্যো জিতস্বর্গা ন সংশয়ঃ ॥২৫

রহিতা ভর্ত্তৃভিশ্চৈব ন কুপ্যন্তি কদাচন।
প্রাণাংশ্চারিত্রকবচান্ ধারয়ন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ ॥২৬

বিষমস্থেন মূঢ়েন পরিভ্রষ্টসুখেন চ।
যৎ সা তেন পরিত্যক্তা তত্র ন ক্রোদ্ধুমর্হতি ॥২৭

প্রাণযাত্রাং পরিপ্রেপ্সোঃ শকুনৈর্হৃতবাসসঃ।
আধিভির্দহ্যমানস্য শ্যামা ন ক্রোদ্ধুমর্হতি ॥২৮

সংকৃতাঽসংকৃতা বাপি পতিং দৃষ্ট্বা তথাগতম্।
রাজ্যভ্রষ্টং শ্রিয়া হীনং ক্ষুধিতং ব্যসনাপ্লুতম্ ॥২৯

এবং ব্রুবাণস্তদ্বাক্যং নলঃ পরমদুর্ম্মনাঃ।
ন বাষ্পমশকৎ সোঢ়ুং প্ররুরোদাথ ভারত ॥৩০

আপনি আমার বস্ত্রের অর্দ্ধ ছেদন করিয়া অনুরক্তা প্রিয়তমাকে নিদ্রিত অবস্থায় বনের ভিতর পরিত্যাগপূর্ব্বক কোথায় গিয়াছিলেন? আপনি তাহাকে তখন যেমন দেখিয়াছিলেন, এখনও তিনি শোকে অত্যন্ত দগ্ধ হইতে থাকিয়া আপনার প্রতীক্ষা করত অর্দ্ধবস্ত্রাবৃত অবস্থাতে তেমনই আছেন। রাজন্! দময়ন্তী সেই শোকে সর্ব্বদাই রোদন করিতেছেন; অতএব বীর! আপনি তাহার উপরে দয়া করুন এবং প্রতিবাক্য বলিয়া দিন। মহামতে! আপনি তাহার প্রিয় সংবাদ বলুন; অনিন্দিতা দময়ন্তী সেই বাক্যই শুনিতে ইচ্ছা করেন’। ইহা শুনিয়া আপনি সেই ব্রাহ্মণের নিকটে পূর্ব্বে যে প্রত্যুত্তর দিয়াছিলেন, তাহাই আবার দময়ন্তী আপনার নিকট হইতে শুনিতে ইচ্ছা করেন।১৭-২২

বৃহদশ্ব বলিলেন,—কুরুনন্দন যুধিষ্ঠির! কেশিনী এইরূপ বলিলে, নলের হৃদয় ব্যথিত হইল এবং নয়নযুগলও অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল।২৩

তখন তিনি নিজের দুঃখ রোধ করত শোকে দগ্ধ হইতে থাকিয়া বাষ্পগদ্গদবাক্যে পুনরায় এইরূপ বলিলেন।২৪

বাহুক বলিলেন,—স্বর্গবিজয়িনী সতী কুলস্ত্রীগণ সঙ্কটাবস্থায় পড়িয়াও আপন ক্ষমতাবলেই আপনাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।২৫

ভর্ত্তারা পরিত্যাগ করিলেও, কুলস্ত্রীগণ কখনও তাঁহাদের উপরে ক্রুদ্ধ হন না এবং প্রাণ ধারণ করিয়া থাকেন; সেই সময়ে তাঁহাদের সচ্চরিত্রই প্রাণধারণের কবচস্বরূপ হইয়া থাকে।২৬

অতএব সঙ্কটাপন্ন, মোহিত এবং সুখশূন্য ভর্ত্তা যে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, সেই জন্য তাহার উপরে তিনি ক্রুদ্ধ হইতে পারেন না।২৭

কুলস্ত্রী পতিকর্ত্তৃক আদৃতাই হউন বা অনাদৃতাই হউন, সে পতিকে সেইরূপ ভ্রষ্টরাজ্য, সমৃদ্ধিবিহীন, ক্ষুধার্ত্ত এবং বিপদাপন্ন দেখিয়া তাহার উপরে ক্রু

ততঃ সা কেশিনী গত্বা দময়ন্ত্যৈ ন্যবেদয়েৎ।
তৎ সর্ব্বং কথিতঞ্চৈব বিকারং তস্য চৈব তম্ ॥৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি নলোপাখ্যানপর্ব্বণি
নল-কেশিনীসংবাদে চতুঃসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৪

হইতে পারেন না। বিশেষতঃ সে পতি তখন প্রাণরক্ষার চেষ্টা করিতেছিল, সেই অবস্থাতেই পক্ষীরা তাহার বস্ত্র হরণ করিয়া লইয়াছিল; তাহাতে সেই পতি তখন মনোদুঃখে দগ্ধ হইতেছিল।২৮-২৯

ভরতনন্দন! নল এইরূপ সেই কথাগুলি বলিতে বলিতে অত্যন্ত বিষণ্ণচিত্ত হইয়া, অশ্রুসংবরণ করিতে পারিলেন না; তাহার পর তিনি রোদনই করিতে লাগিলেন।৩০

তদনন্তর ঐ কেশিনী যাইয়া দময়ন্তীর নিকটে নলের সেই সমস্ত উক্তি এবং তাঁহার সেই বিকৃত অবস্থা জানাইল।৩১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে
নল-কেশিনীসংবাদে চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৭৪

পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[দময়ন্ত্যা আদেশেন কেশিন্যা বাহুকস্য পরীক্ষা, স্বপুত্রৌ দৃষ্ট্বা তাভ্যাং সহ সস্নেহালাপশ্চ ।]

বৃহদশ্ব উবাচ।
দময়ন্তী তু তচ্ছ্রুত্বা ভৃশং শোকপরায়ণা।
শঙ্কমানা নলং তং বৈ কেশিনীমিদমব্রবীৎ ॥১
গচ্ছ কেশিনি ভূয়স্ত্বং পরীক্ষাং কুরু বাহুকে।
অব্রুবাণা সমীপস্থা চরিতান্যস্য লক্ষয় ॥২
যদা চ কিঞ্চিৎ কুর্য্যাৎ স কৌশলং তত্র ভাবিনি।
তত্র সঞ্চেষ্টমানস্য লক্ষয়ন্তী বিচেষ্টিতম্ ॥৩
ন চাস্য প্রতিবন্ধেন দেয়োঽগ্নিরপি কেশিনি।
যাচতে ন জলং দেয়ং সর্বথা ত্বরমাণয়া ॥৪

পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়।

[দময়ন্তী আদেশে কেশিনী কর্ত্তৃক বাহুকের পরীক্ষা এবং নিজ পুত্র-কন্যাকে দেখিয়া তাহাদের সহিত আলাপ।]

বৃহদশ্ব বলিলেন,—দময়ন্তী সেই সব কথা শ্রবণ করত অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়া, সেই ব্যক্তিকেই নল মনে করিয়া, কেশিনীকে এই কথা বলিলেন—।১

'কেশিনি! তুমি পুনরায় সেখানে যাও, বাহুককে পরীক্ষা কর; কিছু না বলিয়া নিকটে থাকিয়া উহার চরিত্র লক্ষ্য কর।২

প্রশস্তস্বভাবে! উনি যখন কোন কার্য্য করিবেন, তখন তুমি সেই কার্য্যের কৌশল এবং প্রণালী লক্ষ্য করিবে।৩

কেশিনি! উনি বিশেষ আগ্রহ জানাইলেও তুমি উঁহাকে আগুন দিও না এবং জল চাহিলেও তুমি নিতান্ত সত্বরতার সহিত জল দিও না।৪

এতৎ সর্ব্বং সমীক্ষ্য ত্বং চরিতং মে নিবেদয় ।
যচ্চান্যদপি পশ্যেথাস্তচ্চাখ্যেয়ং ত্বয়া মম ॥৫

দময়ন্ত্যৈবমুক্তা সা জগামাথাশু কেশিনী ।
নিশাম্যাথ হয়জ্ঞস্য লিঙ্গানি পুনরাগমৎ ॥৬

সা তৎ সর্বং যথাবৃত্তং দময়ন্ত্যৈ ন্যবেদয়ৎ ।
নিমিত্তং যৎ ত্বয়া দৃষ্টং বাহুকে দিব্য-মানুষম্ ॥৭

কেশিন্যুবাচ ।

দৃঢ়ং শুচ্যুপচারোঽসৌ ন ময়া মানুষঃ ক্বচিৎ ।
দৃষ্টপূর্ব্বঃ শ্রুতো বাপি দময়ন্তি তথাবিধঃ ॥৮

হ্রস্বমাসাদ্য সঞ্চারং নাসৌ বিনমতে ক্বচিৎ ।
তং তু দৃষ্ট্বা যথাঽসঙ্গমুৎসর্পতি যথাসুখম্ ।
সঙ্কটেঽপ্যস্য সুমহান্ বিবরো জায়তেঽধিকঃ ॥৯

ঋতুপর্ণস্য চার্থায় ভোজনীয়মনেকশঃ ।
প্রেষিতং তত্র রাজ্ঞা তু মাংসং বহু চ পাশবম্ ॥১০

তস্য প্রক্ষালনার্থায় কুম্ভাস্তত্রোপকল্পিতাঃ ।
তে তেনাবেক্ষিতাঃ কুম্ভাঃ পূর্ণা এবাভবংস্ততঃ ॥১১

ততঃ প্রক্ষালনং কৃত্বা সমধিশ্রিত্য বাহুকঃ ।
তৃণমুষ্টিং সমাদায় সবিতুস্তং সমাদধৎ ॥১২

অথ প্রজ্বলিতস্তত্র সহসা হব্যবাহনঃ ।
তদদ্ভুততমং দৃষ্ট্বা বিস্মিতাহমিহাগতা ॥১৩

অন্যচ্চ তস্মিন্ সুমহদাশ্চর্য্যং লক্ষিতং ময়া ।
যদগ্নিমপি সংস্পৃশ্য নৈবাসৌ দহ্যতে শুভে ॥১৪

ছন্দেন চোদকং তস্য বহত্যাবর্জিতং দ্রুতম্ ।
অতীব চান্যৎ সুমহদাশ্চর্য্যং দৃষ্টবত্যহম্ ॥১৫

যৎ স পুষ্পাণ্যুপাদায় হস্তাভ্যাং মমৃদে শনৈঃ ।
মৃদ্যমানানি পাণিভ্যাং তেন পুষ্পাণি নান্যথা ॥১৬

তুমি এই সমস্ত বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিয়া উঁহার চরিত্র আমাকে জানাইও এবং আরও অন্যান্য যাহা দেখিবে, তাহাও আমাকে বলিও ।৫

দময়ন্তী এইরূপ বলিলে, কেশিনী সত্বরই সেখানে গমন করিল এবং নলের কার্য্যকলাপ দেখিয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিল ।৬

কেশিনী বাহুকের লৌকিক ও অলৌকিক যাহা কিছু কার্য্য দেখিয়াছিল, তৎ সমস্তই আসিয়া যথাযথভাবে দময়ন্তীকে নিবেদন করিল ।৭

কেশিনী বলিল,—দময়ন্তি ! আমি উঁহার তুল্য অত্যন্ত পবিত্রাচারসম্পন্ন মানুষ পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই বা শুনি নাই ।৮

উনি কখনও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বারে যাইয়াও অবনত হন না ; কিন্তু সেই দ্বারই উঁহাকে দেখিয়া যাহাতে মস্তকে সংলগ্ন না হয়, সেইভাবে যথাসুখে উঁচু হয় এবং ক্ষুদ্রপার্শ্বযুক্ত দ্বারও উঁহার নিকট সুবৃহৎ হইয়া যায় ।৯

তা'র পর আমাদের রাজা ঋতুপর্ণরাজার জন্য নানাবিধ পশুমাংস প্রচুর পরিমাণে সেখানে পাঠাইয়া দিয়াছেন ।১০

সেই মাংস প্রক্ষালন করিবার জন্য অনেক কলসীও সেখানে রাখিয়া দিয়াছেন ; কিন্তু বাহুক দেখিবামাত্র সে কলসগুলি জলপূর্ণ হইয়া গিয়াছে ।১১

তাহার পর বাহুক প্রক্ষালন করিয়া উনুনের উপর উহা স্থাপন পূর্ব্বক একমুষ্টি তৃণ লইয়া তাহা সূর্য্যের কিরণে ধরিলেন ।১২

তারপর তৎক্ষণাৎই উহাতে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। আমি সেই অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া বিস্মিত হইয়া এখানে আসিয়াছি ।১৩

কল্যাণি ! আমি সেখানে আর একটী অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক কার্য্য দেখিলাম যে, বাহুক অগ্নিস্পর্শ করিয়াও দগ্ধ হন নাই । ।১৪

সেখানে পাত্রপ্রদত্ত জল বাহুকের ইচ্ছামাত্রেই তৎক্ষণাৎ প্রচুর হইয়া উঠিল। আমি আরও একটী অতীব আশ্চর্য্যজনক কর্ম দেখিলাম ।১৫

ভূয় এব সুগন্ধীনি হৃষিতানি ভবন্তি হি।
এতান্যদ্ভুতলিঙ্গানি দৃষ্ট্বাহং দ্রুতমাগতা ॥১৭

বৃহদশ্ব উবাচ।

দময়ন্তী তু তচ্ছ্রুত্বা পুণ্যশ্লোকস্য চেষ্টিতম্।
অমন্যত নলং প্রাপ্তং কর্মচেষ্টাভিসূচিতম্ ॥১৮

সা শঙ্কমানা ভর্ত্তারং নলং বাহুকরূপিণম্।
কেশিনীং শ্লক্ষ্ণয়া বাচা রুদতী পুনরব্রবীৎ ॥১৯

পুনর্গচ্ছ প্রমত্তস্য বাহুকস্যোপসংস্কৃতম্।
মহানসাচ্ছৃতম্ তং মাংসমানয়স্বেহ ভাবিনি ॥২০

সা গত্বা বাহুকস্যাগ্রে তন্মাংসমপকৃষ্য চ।
অত্যুষ্ণমেব ত্বরিতা তৎক্ষণাৎ প্রিয়কারিণী ॥
দময়ন্ত্যৈ ততঃ প্রাদাৎ কেশিনী কুরুনন্দন ॥২১

সোচিতা নলসিদ্ধস্য মাংসস্য বহুশঃ পুরা।
প্রাশ্য মত্বা নলং সূতং প্রাক্রোশদ্ ভৃশদুঃখিতা ॥২২

বৈক্লব্যং পরমং গত্বা প্রক্ষাল্য চ মুখং ততঃ।
মিথুনং প্রেষয়ামাস কেশিন্যা সহ ভারত ॥২৩
ইন্দ্রসেনাং সহ ভ্রাত্রা সমভিজ্ঞায় বাহুকঃ।
অভিদ্রুত্য ততো রাজা পরিষ্বজ্যাঙ্কমানয়ৎ ॥২৪

বাহুকস্তু সমাসাদ্য সুতৌ সুরসুতোপমৌ।
ভৃশং দুঃখপরীতাত্মা সস্বনং প্ররুরোদ হ ॥২৫

নৈষধো দর্শয়িত্বা তু বিকারমসকৃত্তদা।
উৎসৃজ্য সহসা পুত্রৌ কেশিনীমিদমব্রবীৎ ॥২৬
ইদং সুসদৃশং ভদ্রে মিথুনং মম পুত্রয়োঃ।
অতো দৃষ্ট্বৈব সহসা বাষ্পমুৎসৃষ্টবাহনম্ ॥২৭

তিনি হাতে ফুল লইয়া ধীরে ধীরে মর্দ্দন করিলেন, তাহাতেও কিন্তু সে ফুলগুলি কোনরূপ বিকৃত হইল না।১৬

বরং আরও সুগন্ধি এবং আরও বিকশিত হইল। এই সকল আশ্চর্য্যজনক লক্ষণ দেখিয়া আমি দ্রুত এখানে আসিয়াছি।১৭

বৃহদশ্ব বলিলেন,—দময়ন্তী পুণ্যশ্লোক নলের সেই সকল কার্য্য শুনিয়া, সেই কার্য্য ও কার্য্যপ্রণালীর দ্বারা উপস্থিত ব্যক্তিকে নল বলিয়াই মনে করিলেন।১৮

তখন তিনি বাহুককে ভর্ত্তা নল মনে করিয়া রোদন করিতে করিতে কোমল বাক্যে পুনরায় কেশিনীকে বলিলেন।১৯

কেশিনি! তুমি আবার যাও, যাইয়া বাহুক যখন অসতর্ক থাকিবেন, তখন তুমি পাকস্থান হইতে উঁহার পক্ব সুপরিশুদ্ধ মাংস এখানে আনয়ন কর।২০

যুধিষ্ঠির! সেই প্রিয়কারিণী কেশিনী তৎক্ষণাৎ যাইয়া, বাহুকের ব্যগ্রতার সময়ে তাঁহার উষ্ণ মাংসই আকর্ষণ করিয়া লইয়া, সত্বর আসিয়া তাহা দময়ন্তীকে প্রদান করিল।২১

দময়ন্তী পূর্ব্বে বহুবারই নলপক্ব মাংস ভক্ষণ করিয়া তাহার আস্বাদ বুঝিয়াছিলেন; তাই তিনি সেই মাংস ভক্ষণ করিয়াই বাহুককে নল মনে করত, অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া রোদন করিলেন।২২

ভরতনন্দন! তাহার পর তিনি অত্যন্ত আকুল হইয়া মুখ প্রক্ষালন করত, কেশিনীর সঙ্গে নিজের পুত্র-কন্যা দুইটীকে বাহুকের নিকটে পাঠাইয়া দিলেন।২৩

তৎপরে বাহুক—ভ্রাতা ইন্দ্রসেনের সহিত ভগিনী ইন্দ্রসেনাকে চিনিতে পারিয়া দ্রুত গমন করত তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া কোলে লইলেন।২৪

দেবতার পুত্র-কন্যার ন্যায় নিজের পুত্র-কন্যা দুইটীকে পাইয়া বাহুক অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া সশব্দে রোদন করিতে লাগিলেন।২৫

তিনি তখন বার বার নিজের বিকৃত অবস্থা দেখাইয়া, হঠাৎ পুত্র-কন্যা দুইটীকে পরিত্যাগ করত কেশিনীকে এই কথা বলিলেন।২৬

বহুশঃ সম্পতন্তীং ত্বাং জনঃ শঙ্কেত দোষতঃ।
বয়ঞ্চ দেশাতিথয়ো গচ্ছ ভদ্রে যথাসুখম্ ॥২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি নলোপাখ্যানপর্ব্বণি নল-
কন্যাপুত্রদর্শনে পঞ্চসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৫

ভদ্রে! এই বালক-বালিকা দুইটী আমারই পুত্র-কন্যার সদৃশ; এই জন্যই আমি ইহাদিগকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎই অশ্রুমোচন করিয়াছি।২৭

ভদ্রে! তুমি বার বার এখানে আসিতেছ, ইহাতে লোকে দোষের আশঙ্কা করিবে এবং আমরাও অন্য-দেশের অতিথি: অতএব তুমি যথাসুখে গমন কর।২৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদবাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে নলের কন্যাপুত্রদর্শনবিষয়ে পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৭৫

ষট্‌সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[বাহুক-দময়ন্ত্যোঃ কথোপকথনম্, নলস্য প্রকটতা, নল-দময়ন্ত্যোর্মিলনঞ্চ।]

বৃহদশ্ব উবাচ।

সর্ব্বং বিকারং দৃষ্ট্বা তু পুণ্যশ্লোকস্য ধীমতঃ।
আগত্য কেশিনী ক্ষিপ্রং দময়ন্ত্যৈ ন্যবেদয়ৎ ॥১
দময়ন্তী ততো ভূয়ঃ প্রেষয়ামাস কেশিনীম্।
মাতুঃ সকাশং দুঃখার্ত্তা নলদর্শনকাঙ্ক্ষয়া ॥২
পরীক্ষিতো মে বহুশো বাহুকো নলশঙ্কয়া।
রূপে মে সংশয়স্ত্বেকঃ স্বয়মিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥৩
স বা প্রবেশ্যতাং মাতঃ! মাং বানুজ্ঞাতুমর্হসি।
বিদিতং বাঽথবাঽজ্ঞাতং পিতুর্মে সংবিধীয়তাম্॥৪

এবমুক্তা তু বৈদর্ভ্যা সা দেবী ভীমমব্রবীৎ।
দুহিতুস্তমভিপ্রায়মন্বজানাৎ স পার্থিবঃ ॥৫

সা বৈ পিত্রাঽভ্যনুজ্ঞাতা মাত্রা চ ভরতর্ষভ!।
নলং প্রবেশয়ামাস যত্র তস্যাঃ প্রতিশ্রয়ঃ ॥৬

ষট্‌সপ্ততিতম অধ্যায়।

[বাহুক ও দময়ন্তীর কথোপকথন, নলের আত্ম-প্রকাশ এবং নল-দময়ন্তীর মিলন।]

বৃহদশ্ব বলিলেন,—কেশিনী ধীমান্ পুণ্যশ্লোক নলের সর্ব্বপ্রকার বিকৃতভাব দেখিয়া সত্বর আসিয়া দময়ন্তীকে সেই সমস্ত জানাইল।১

তাহার পর দুঃখার্ত্তা দময়ন্তী নলকে দেখিবার ইচ্ছা করিয়া কেশিনীকে নিজমাতার নিকট পাঠাইয়া দিলেন।২

মা! আমি নল মনে করিয়া বাহুককে বহুপ্রকারে পরীক্ষা করিয়াছি; তাহাতে কেবল রূপের বিষয়েই আমার সন্দেহ আছে, (অন্য বিষয়ে নাই); অতএ আমি নিজেই জানিতে ইচ্ছা করি।৩

অতএব তাঁহাকেই আমার গৃহে প্রবেশ করান, কিংবা আমাকেই তাঁহার নিকট যাইবার অনুম দিন; ইহা পিতৃদেবের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসা করুন।৪

দময়ন্তী এইরূপ বলিলে, তাঁহার মাতা রাজ ভীমকে তাহা বলিলেন। তখন রাজা তনয়ার সে ইচ্ছায় অনুমোদন করিলেন।৫

তাং তু দৃষ্ট্বৈব সহসা দময়ন্তীং নলো নৃপঃ ।
আবিষ্টঃ শোক-দুঃখাভ্যাং বভূবাশ্রুপরিপ্লুতঃ ॥৭
তং তু দৃষ্ট্বা তথাযুক্তং দময়ন্তী নলং তদা ।
তীব্রশোকসমাবিষ্টা বভূব বরবর্ণিনী ॥৮
ততঃ কাষায়বসনা জটিলা মলপঙ্কিনী ।
দময়ন্তী মহারাজ ! বাহুকং বাক্যমব্রবীৎ ॥৯
দৃষ্টপূর্বস্ত্বয়া কশ্চিদ্ধর্ম্মজ্ঞো নাম বাহুক ।
সুপ্তামুৎসৃজ্য বিপিনে যো গতঃ পুরুষঃ স্ত্রিয়ম্ ॥১০
অনাগসং প্রিয়াং ভার্য্যাং বিজনে শ্রমমোহিতাম্ ।
অপহায় তু কো গচ্ছেৎ পুণ্যশ্লোকমৃতে নলম্ ॥১১
কিমু তস্য ময়া বাল্যাদপরাদ্ধং মহীপতেঃ ।
যো মামুৎসৃজ্য বিপিনে গতবান্ নিদ্রয়া হৃতাম্ ॥১২
সাক্ষাদ্দেবানপাহায় বৃতো যঃ স পুরা ময়া ।
অনুব্রতাং সাভিকামাং পুত্রিণীং ত্যক্তবান্ কথম্ ॥১৩
অগ্নৌ পাণিং গৃহীত্বা চ দেবানামগ্রতস্তথা ।
ভবিষ্যামীতি সত্যঞ্চ প্রতিশ্রুত্য ক্ব তৎ কৃতম্ ॥১৪
দময়ন্ত্যা ব্রুবন্ত্যাস্তু সর্ব্বমেতদরিন্দম ।
শোকজং বারি নেত্রাভ্যামসুখং প্রাস্রবদ্ বহু ॥১৫
অতীবকৃষ্ণতারাভ্যাং রক্তান্তাভ্যাং জলন্তু তৎ ।
পরিস্রবন্নলো দৃষ্ট্বা শোকার্ত্তামিদমব্রবীৎ ॥১৬
মম রাজ্যং প্রনষ্টং যন্নাহং তৎ কৃতবান্ স্বয়ম্ ।
কলিনা তৎ কৃতং ভীরু ! যচ্চ ত্বামহমত্যজম্ ॥১৭
যত্ত্বয়া ধর্ম্মকৃচ্ছ্রেষ্ঠে ! শাপেনাভিহতঃ পুরা ।
বনস্থয়া দুঃখিতয়া শোচন্ত্যা মাং দিবানিশম্ ॥১৮

ভরতবংশশ্রেষ্ঠ ! তখন দময়ন্তী পিতা ও মাতার অনুমতি পাইয়া তাঁহার যেখানে বাসস্থান ছিল, সেইখানে নলকে প্রবেশ করাইলেন ।৬

রাজা নল হঠাৎ দময়ন্তীকে দেখিয়াই শোকে ও দুঃখে অভিভূত হইয়া নয়নজলে আপ্লুত হইয়া পড়িলেন ।৭

উত্তমাঙ্গনা দময়ন্তীও তখন নলরাজাকে সেইরূপ দেখিয়া তদপেক্ষা অধিক শোকাভিভূতা হইলেন ।৮

মহারাজ যুধিষ্ঠির ! তদনন্তর গৈরিকবসনা, জটাধারিণী এবং মলপূর্ণাঙ্গী দময়ন্তী বাহুককে এই সকল কথা বলিলেন ।৯

বাহুক ! যিনি বনের ভিতরে নিদ্রিত অবস্থায় নিজ ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, এমন কোন ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষকে আপনি দেখিয়াছেন কি ?১০

পুণ্যশ্লোক নল ব্যতীত অন্য কোন্ পুরুষ নিরপরাধা, প্রিয়তমা এবং পরিশ্রান্তা ভার্য্যাকে নির্জনে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারে ?১১

যিনি নিদ্রিত অবস্থায় আমাকে বনের ভিতরে ফেলিয়া গিয়াছিলেন, সেই রাজার নিকটে আমি বাল্যকাল হইতে কি অপরাধ করিয়াছিলাম ?১২

আমি প্রত্যক্ষ ইন্দ্রাদি দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া যাঁহাকে পূর্ব্বে বরণ করিয়াছিলাম, তিনি—অনুকূলা, কামপরায়ণা ও পুত্রবতী অবস্থাতেই আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন কেন ?১৩

তা'র পর তিনি অগ্নির নিকটে এবং দেবগণের সম্মুখে 'চিরকাল তোমার ভরণ-পোষণ করিব' এইরূপ সত্যপ্রতিজ্ঞা করিয়া, তাহা পালন করিলেন কোথায় ?১৪

অরিন্দম যুধিষ্ঠির ! এই সমস্ত বলিবার সময়ে দময়ন্তীর নয়নযুগল হইতে শোক ও দুঃখজনিত প্রচুর জল নির্গত হইল ।১৫

অত্যন্তকৃষ্ণতারাযুক্ত ও রক্তপ্রান্ত দময়ন্তীর নয়নযুগল হইতে সেই অশ্রু নির্গত হইতেছে দেখিয়া নল শোকার্ত্তা দময়ন্তীকে এইরূপ বলিলেন ।১৬

ভয়শীলে ! আমার রাজ্য যে নষ্ট হইয়াছে এবং আমি তোমাকে যে ত্যাগ করিয়াছিলাম, তাহা আমি নিজে করি নাই, কলিই উহা করিয়াছে ।১৭

স মচ্ছরীরে ত্বচ্ছাপাদ্দহ্যমানোঽবসৎ কলিঃ।
ত্বচ্ছাপদগ্ধঃ সততং সোঽগ্নাবগ্নিরিবাহিতঃ ॥১৯
মম চ ব্যবসায়েন তপসা চৈব নির্জ্জিতঃ।
দুঃখস্যান্তেন চানেন ভবিতব্যং হি নৌ শুভে ।২০
বিমুচ্য মাং গতঃ পাপঃ স ততোঽহমিহাগতঃ।
ত্বদর্থং বিপুলশ্রোণি ! ন হি মেঽন্যৎ প্রয়োজনম্ ॥২
কথং নু নারী ভর্ত্তারমনুরক্তমনুব্রতম্।
উৎসৃজ্য বরয়েদন্যং যথা ত্বং ভীরু কর্হিচিৎ ॥২২
দূতাশ্চরন্তি পৃথিবীং কৃৎস্নাং নৃপতিশাসনাৎ।
ভৈমী কিল স্ম ভর্ত্তারং দ্বিতীয়ং বরয়িষ্যতি ॥২৩
স্বৈরবৃত্তা যথাকামমনুরূপমিবাত্মনঃ।
শ্রুত্বৈব চৈবং ত্বরিতো ভাগস্বরিরুপস্থিতঃ ॥২৪

দময়ন্তী তু তচ্ছ্রুত্বা নলস্য পরিদেবিতম্।
প্রাঞ্জলির্বেপমানা চ ভীতা বচনমব্রবীৎ ॥২৫

দময়ন্ত্যুবাচ।

ন মামর্হসি কল্যাণ দোষেণ পরিশঙ্কিতুম্।
ময়া হি দেবানুৎসৃজ্য বৃতস্ত্বং নিষধাধিপ ॥২৬
তবাভিগমনার্থন্তু সর্ব্বতো ব্রাহ্মণা গতাঃ।
বাক্যানি মম গাথাভির্গায়মানা দিশো দশ ॥২৭
ততস্ত্বাং ব্রাহ্মণো বিদ্বান্ পর্ণাদো নাম পার্থিব।
অভ্যগচ্ছৎ কোশলায়ামৃতুপর্ণনিবেশনে ॥২৮
তেন বাক্যেন সম্যক্ তে প্রতিবাক্যে তথা কৃতে।
উপায়োঽয়ং ময়া দৃষ্টো নৈষধানয়নে তব ॥২৯

ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠে! তুমি বনে থাকিবার সময়ে দুঃখিতচিত্তে দিবারাত্রি আমার জন্য শোক করিতে থাকিয়া পূর্ব্বে যে অভিসম্পাত করিয়াছিলে, তাহাতেই কলি সর্ব্বদা দগ্ধ হইতে থাকিয়া অগ্নিতে স্থাপিত অগ্নির ন্যায় আমার শরীরে বাস করিয়াছিল।১৮-১৯

কল্যাণি। তাহার পর আমাদের এই দুঃখের অবসান হইবে বলিয়া আমি নিজের চেষ্টায় ও তপস্যায় কলিকে জয় করিয়াছি।২০

তাহাতে সেই কলি পাপাত্মা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছে। বিশালনিতম্বে! তাহার পর আমি তোমার জন্যই এখানে আসিয়াছি, আমার অন্য কোন প্রয়োজন ছিল না।২১

ভয়শীলে। তুমি যেমন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, সেইরূপ কখনও অন্য রমণী অনুরক্ত ও অনুকূল পতিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য পুরুষকে কি প্রকারে বরণ করিতে পারে?২২

স্বেচ্ছাচারিণী দময়ন্তী ইচ্ছানুসারে নিজের অনুরূপ দ্বিতীয় পতি বরণ করিবেন এই কথা বলিয়া দূতগণ ভীমরাজার আদেশ অনুসারে সমস্ত পৃথিবী বিচরণ করিতেছে; এইরূপ শুনিয়াই ঋতুপর্ণ সত্বর এখানে উপস্থিত হইয়াছেন।২৩-২৪

দময়ন্তী কিন্তু নলের সেই বিলাপ শুনিয়া ভীত, কম্পিত ও কৃতাঞ্জলি হইয়া এই কথা বলিলেন।২৫

দময়ন্তী বলিলেন,—মঙ্গলভাজন নিষধরাজ। আপনি আমার দোষের আশঙ্কা করিতে পারেন না; কারণ, আমি দেবগণকে পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে বরণ করিয়াছিলাম।২৬

কিন্তু আপনাকে আনিবার জন্যই ব্রাহ্মণগণ আমার বাক্যগুলিকে গানরূপে গাহিতে থাকিয়া দশ দিকের সর্ব্বত্রই গিয়াছিলেন।২৭

রাজন্। তাহার পর পর্ণাদনামে এক বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ অযোধ্যানগরে ঋতুপর্ণরাজার ভবনে আপনাকে পাইয়াছিলেন।২৮

নিষধরাজ। তিনি আমার সেই বাক্য যথানিয়মে বলিলে এবং আপনিও সেইরূপ উত্তর করিলে, আপনাকে আনিবার জন্য আমিই এই উপায় স্থির করিয়াছিলাম।২৯

অনুচ্চার্য্যা ত্রিগুণী বা তুরীয়া মাত্রাও আমি, আমি গায়ত্রী, আমি অপরিণামিনী শ্রেষ্ঠা শক্তি। আমি দেববৃন্দের আদি মাতা। আমিই জগৎ ধারণ করে আছি, আমি জগৎ সৃষ্টি করি। আমি ইহা পালন করি, প্রলয়ে আমিই এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সংহার করি, আমি জগৎস্বরূপা, আমি জগতের সৃষ্টিকালে সৃষ্টিশক্তিরূপা, আমি পালনকালে স্থিতিশক্তিরূপিণী ও প্রলয়কালে সংহার শক্তিরূপা।

আমি মহাবিদ্যা, আমি মহামায়া, আমি মহামেধা, আমি মহাস্মৃতি, আমি মহামোহা, আমি দেবী, আমি মহাসুরী, আমি ত্রিগুণের পরিণামবিধায়িনী প্রকৃতি, আমি কালরাত্রি, মহারাত্রি, ভয়ঙ্করী, মোহরাত্রি।

আমি লক্ষ্মী, আমি ঈশ্বরী, আমি হ্রী, আমি নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, আমি লজ্জা, আমি পুষ্টি, আমি তুষ্টি, আমি শান্তি, আমি ক্ষান্তি, আমি খড়্গিনী, আমি শূলিনী, আমি ভীষণা গদিনী, আমি চক্রিণী, আমি শঙ্খিনী, আমি ধনুর্ধারিণী, আমি বাণভুষণ্ডী ও পরিঘাস্ত্রধারিণী, আমি সুরগণের প্রতি সৌম্যা, আমি অসুরসমূহের প্রতি রুদ্রা, আমি সকল সুন্দর বস্তু হতেও অতি সুন্দরী, আমি সুরপতি প্রভৃতি হতেও শ্রেষ্ঠা, আসর্ব্বপ্রধানা দেবী, আমি পরমেশ্বরী।

যে কোন স্থানে যাহা কিছু চেতন অচেতন বস্তু ছিল, বর্ত্তমানে আছে, ভবিষ্যতে হবে—সে সকলের যে শক্তি তা আমি, বিশ্বপ্রপঞ্চে আমি ভিন্ন আর কিছু নাই। কেবল মাত্র আছি আমি। কার্য্য আমি, কারণ আমি, কার্য্য-কারণের অতীত আমি, এমন কেহ নাই যে আমার রূপ-গুণবর্ণনা করতে পারে। আমি সম্পূর্ণ জগতের প্রভাব, পরমকারণ ও সংহারক। আমি সকল ভূতের সনাতন বীজ, আমি বুদ্ধিমান্‌গণের বুদ্ধি, আমি তেজস্বিগণের তেজ, আমি বলবান্‌গণের কামরাগবিবর্জ্জিত বল, আমি সর্ব্বভূতের ধর্ম্মানুগত কাম, যে সকল সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিকভাব আছে সে সমস্ত আমা হতে উৎপন্ন এবং আমার অধীন।

আমি অজ, আমি অব্যয়, আমি অভয়, আমি অমৃত, আমি আনন্দ। আমি যোগমায়ায় প্রচ্ছন্ন থাকি, তাই মূঢ়গণ আমাকে জন্মহীন অব্যয় বলে জানে না। আমি ত রমণীয়, আমি কুৎসিত, আমি আলো, আমি আঁধার, আমি মুক্তি, আমি বন্ধন, আমি জীবন, আমি মরণ, আমি সুখ, আমি দুঃখ, আমি শান্তি, আমি অশান্তি—সব আমি, সব আমি, সব আমি।

LIBRARY
No.........
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

আর্য্যশাস্ত্র

PRESENTED

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ ২৮।১।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

সদানন্দময়ি মা   করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা   করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা   করুণাময় গুরুদেব !
মা   মা   মা !
প্রাণময়ি মা   প্রাণাধিকে মা   প্রাণেশ্বরি মা !
গুরো,   রসতম   গুরুদেব !
যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

যুগে যুগে আমি
হই অবতীর্ণ—ধরণী মাঝারে ।

আমি সব, আমি সব, আমি সব। আমি দেবী, আমি মহাদেবী, আমি শিবা, আমি প্রকৃতি, আমি ভদ্রা, আমি রৌদ্রা, আমি নিত্যা, আমি গৌরী, আমি ধাত্রী, আমি জ্যোৎস্না, আমি ইন্দুরূপিণী, আমি সুখা, আমি কল্যাণী, আমি বৃদ্ধি, আমি সিদ্ধি, আমি কূর্ম্মা, আমি নৈর্ঋতি, আমি রাজলক্ষ্মী, আমি সর্ব্বাণী,

[মহাভারত— ষোড়শ

[অষ্টমবর্ষ, আশ্বিন মাস, ১৩৭৬] [চতুর্থ সংখ্যা—বামপার্শ্বিকা যাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

মহাভারতম্

LIBRARY
No............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

PRESENTED

PRESENTED

শ্রীনিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক স্বল্পমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

---

* * *

যুগ্ম-সম্পুজক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

[প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা]

[বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫.০০ টাকা]

স্বত্বাধিকারী :—

শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ

(জয়গুরু সম্প্রদায়)

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ এম্. এ.

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর :—
কিঙ্কর বিমলানন্দ।
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্র নাথ দে, এম্. বি., ডি. ও. এম্. এস্.
ডি. পি. এইচ. ডি. টি. এম্. এণ্ড
এইচ. (লণ্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারা
বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ.
রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত
৯এ, হরি পাল লেন, কলিকাতা—
আলেকজান্ড্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত
১৫ই আশ্বিন, ১৩৭৬।

কার্য্যালয় :—
৩৮সি, বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৪-৪৪০৮

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, বাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তারপর আর্য্যশাস্ত্রে অপ্রকাশিত যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫·০০, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ মাত্র ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০, প্রতি সংখ্যা ২·০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রভৃতি থাকিলে "সম্পূজক আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি বিষয়ক পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮।স, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুণ্ড
গোঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্য সত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন—

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

আর্য্যশাস্ত্রে পূর্ব্বপ্রকাশিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি এখনও পাওয়া যায়।

১।	মনুসংহিতা	৩·০০	টাকা
২।	বিংশতিসংহিতা ও স্মৃতি	২২·৫০	”

সংহিতা—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনঃ, আঙ্গিরঃ, যম, আপস্তম্ব. সংবর্ত্ত. কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ. লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বসিষ্ঠ।

স্মৃতি—প্রজাপতি, লঘুশঙ্খ, শঙ্খ-লিখিত, ঔশনস, বৃহদ্‌যম, লঘুযম, অরুণ, অত্রি, আঙ্গিরস, কপিল, লঘ্বাশ্বলায়ন, বাধূল, বৃদ্ধহারীত, লোহিত, দাল্‌ভ্য. কণ্ব. বৃহৎপরাশর, নারদ।)

৩।	শ্রীবাল্মীকি রামায়ণ	৩০·০০	টাকা
৪।	শ্রীবিষ্ণুপুরাণ	৯·০০	”
৫।	শ্রীমদ্‌ভাগবত	৪২·০০	”

(ডাক মাশুল স্বতন্ত্র)

ত্বামৃতে নহি লোকেঽন্য একাহ্না পৃথিবীপতে।
সমর্থো যোজনশতং গন্তুমশ্বৈর্নরাধিপ ॥৩০
স্পৃশেঽহং তেন সত্যেন পাদাবেতৌ মহীপতে।
যথা নাসৎকৃতং কিঞ্চিন্মনসাপি চরাম্যহম্ ॥৩১
অয়ং চরতি লোকেঽস্মিন্ ভূতসাক্ষী সদাগতিঃ।
এষ মে মুঞ্চতু প্রাণান্ যদি পাপং চরাম্যহম্ ॥৩২
তথা চরতি তিগ্মাংশুঃ পরিতো ভুবনং সদা।
স মুঞ্চতু মম প্রাণান্ যদি পাপং চরাম্যহম্ ॥৩৩
চন্দ্রমাঃ সর্ব্বভূতানামন্তশ্চরতি সাক্ষিবৎ।
স মুঞ্চতু মম প্রাণান্ যদি পাপং চরাম্যহম্ ॥৩৪
এতে দেবাস্ত্রয়ঃ কৃৎস্নং ত্রৈলোক্যং ধারয়ন্তি বৈ।
তে ব্রুবন্তু যথাতথ্যমেতে বাঽদ্য ত্যজন্তু মাম্ ॥৩৫

এবমুক্তে ততো বায়ুরন্তরীক্ষাদভাষত।
নৈব কৃতবতী পাপং নল সত্যং ব্রবীমি তে ॥৩৬
রাজন্ শীলনিধিং স্ফীতো দময়ন্ত্যা সুরক্ষিতঃ।
সাক্ষিণো রক্ষিণশ্চাস্যা বয়ং ত্রীন্ পরিবৎসরান্ ॥৩৭
উপায়ো বিহিতশ্চায়ং ত্বদর্থমতুলোঽনয়া।
ন হ্যেকাহ্না শতং গন্তা ত্বামৃতেঽন্যঃ পুমানিহ ॥৩৮
উপপন্না ত্বয়া ভৈমী ত্বঞ্চ ভৈম্যা মহীপতে।
নাত্র শঙ্কা ত্বয়া কার্য্যা সঙ্গচ্ছ সহ ভার্য্যয়া ॥৩৯
তথা ব্রুবতি বায়ৌ তু পুষ্পবৃষ্টিঃ পপাত হ।
দেবদুন্দুভয়ো নেদুর্ববৌ চ পবনঃ শিবঃ ॥৪০
তদদ্ভুততমং দৃষ্ট্বা নলো রাজাঽথ ভারত।
দময়ন্ত্যাং বিশঙ্কাং তাং ব্যপাকর্ষদরিন্দমঃ ॥৪১

হে ভূপতে! হে নরেশ! কারণ, এই জগতে আপনি ভিন্ন অন্য কোন লোকই অশ্বসমূহচালিত রথ দ্বারা একদিনে একশত যোজন পথ গমন করিতে সমর্থ হইবে না।৩০

মহীপাল! এই চরণ দু'খানি স্পর্শ করিয়া আমি সত্য বলিতেছি যে, আমি মনের দ্বারাও কোন অসৎ কার্য্য করি নাই।৩১

প্রাণিগণের সাক্ষী এই বায়ু এই জগতে বিচরণ করিতেছেন; সুতরাং আমি যদি পাপ করিয়া থাকি, তবে ইনি আমার প্রাণ হরণ করুন।৩২

এই সূর্য্য সর্ব্বদাই জগতের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছেন; অতএব আমি যদি পাপ করিয়া থাকি, তবে তিনি আমার প্রাণ হরণ করুন।৩৩

আর, চন্দ্রও সাক্ষীর ন্যায় সমস্ত প্রাণীর অন্তরে বিচরণ করিতেছেন; অতএব আমি যদি কোন পাপ করিয়া থাকি, তবে ইনি আমার প্রাণ হরণ করুন।৩৪

এই তিনজন দেবতা সমস্ত ত্রিভুবন রক্ষা করেন, তাঁহারা সত্য বলুন; অথবা ইঁহারা আজই আমাকে ত্যাগ করুন।৩৫

দময়ন্তী এইরূপ বলিলে, তাহার পর বায়ু আকাশ হইতে বলিলেন,—নল! আমি আপনার নিকট সত্য বলিতেছি—ইনি কোন পাপ করেন নাই।৩৬

রাজন্! দময়ন্তী নিজের উজ্জ্বল স্বভাবনিধিকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়াছেন, আমরা এই তিন বৎসর যাবৎ ইহার সাক্ষী ও রক্ষক হইয়া রহিয়াছি।৩৭

আপনার জন্যই ইনি এই অসাধারণ উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। কারণ, এই জগতে আপনি ভিন্ন অন্য কোন পুরুষই একদিনে একশতযোজন পথ গমন করিতে পারে না।৩৮

মহীপতে! আপনি নিজ যোগ্যা ভার্য্যা দময়ন্তীকে পাইয়াছেন, দময়ন্তীও নিজ যোগ্য পতি আপনাকে পাইয়াছেন; অতএব আপনি ইহার উপরে আশঙ্কা করিবেন না, ভার্য্যার সহিত মিলিত হউন।৩৯

ততস্তদ্বস্ত্রমজরং প্রাবৃণোদ্ বসুধাধিপঃ।
সংস্মৃত্য নাগরাজং তং ততো লেভে স্বকং বপুঃ ॥৪২

স্বরূপিণস্তু ভর্ত্তারং দৃষ্ট্বা ভীমসুতা তদা।
প্রাক্রোশদুচ্চৈরালিঙ্গ্য পুণ্যশ্লোকমনিন্দিতা ॥৪৩

ভৈমীমপি নলো রাজা ভজমানা যথা পুরা।
সস্বজে স্বসুতৌ চাপি যথাবৎ প্রত্যনন্দত ॥৪৪

ততঃ স্বোরসি বিন্যস্য বক্ত্রং তস্য শুভাননা।
পরীতা তেন দুঃখেন নিশশ্বাসায়তেক্ষণা ॥৪৫

তথৈব মলদিগ্ধাঙ্গীং পরিষজ্য শুচিস্মিতাম্।
সুচিরং পুরুষব্যাঘ্রস্তস্থৌ শোকপরিপ্লুতঃ ॥৪৬

ততঃ সর্ব্বং যথাবৃত্তং দময়ন্ত্যা নলস্য চ।
ভীমায়াকথয়ৎ প্রীত্যা বৈদর্ভ্যা জননী নৃপ ॥৪৭

ততোঽব্রবীন্মহারাজঃ কৃতশৌচমহং নলম্।
দময়ন্ত্যা সহোপেতং কল্যে দ্রষ্টা সুখোষিতম্ ॥৪৮

ততস্তৌ সহিতৌ রাত্রিং কথয়ন্তৌ পুরাতনম্।
বনে বিচরিতং সর্ব্বমূষতুর্মুদিতৌ নৃপ ॥৪৯

গৃহে ভীমস্য নৃপতেঃ পরস্পরসুখৈষিণৌ।
বসেতাং হৃষ্টসঙ্কল্পৌ বৈদর্ভী চ নলশ্চ হ ॥৫০

স চতুর্থে ততো বর্ষে সঙ্গম্য সহ ভার্য্যয়া।
সর্ব্বকামৈঃ সুসিদ্ধার্থো লব্ধবান্ পরমাং মুদম্ ॥৫১

যখন বায়ু এই কথা বলিতেছিলেন, তখন আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল, দেবদুন্দুভি বাজিয়া উঠিল এবং মঙ্গলময় বায়ু বহিতে লাগিল।৪০

ভরতনন্দন। তাহার পর অরিন্দম রাজা নল সেই অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিয়া দময়ন্তীর উপরে নিজ আশঙ্কা পরিত্যাগ করিলেন।৪১

তদনন্তর রাজা নল কর্কোটকনাগকে স্মরণ করিয়া তৎপ্রদত্ত চিরনূতন বস্ত্রখানি পরিধান করিলেন, তাহাতে তৎক্ষণাৎ তিনি নিজের পূর্ব্বরূপ লাভ করিলেন।৪২

তখন অনিন্দিতা দময়ন্তী ভর্ত্তা নলকে নিজ রূপধারণ করিতে দেখিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন।৪৩

নলরাজার আলিঙ্গনপ্রবৃত্তা দময়ন্তীকে তিনি পূর্ব্বেরই ন্যায় আলিঙ্গন করিলেন এবং আপনার পুত্র-কন্যা দুইটিকে যথানিয়মে আদর করিলেন।৪৪

তদনন্তর শুভাননা ও আয়তনয়না দময়ন্তী আপন মুখখানি নলের বক্ষঃস্থলে ধরিয়া দুঃখে আকুল হইয়া নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন।৪৫

পুরুষশ্রেষ্ঠ নলও সেই মললিপ্তাঙ্গী এবং শুভ্রহাসিনী দময়ন্তীকে আলিঙ্গন করত শোকার্ত হইয়া দীর্ঘকাল সেইভাবে অবস্থান করিলেন।৪৬

রাজন্! তাহার পর দময়ন্তীর মাতা আনন্দসহকারে যাইয়া নল ও দময়ন্তীর যথাবৎ বৃত্তা সমস্ত ভীমরাজাকে বলিলেন।৪৭

তৎপরে রাজা ভীম বলিলেন,—নল আগামী সকালে পবিত্র হইয়া দময়ন্তীর সহিত আসিয়া সুখে উপবেশন করিলে, আমি উহার সহিত সাক্ষা করিব।৪৮

রাজন্। তাহার পর নল ও দময়ন্তী মিলিত হই বনের সেই পুরাতন সমস্ত বৃত্তান্ত পরস্পর বলি বলিতে আনন্দিতচিত্তে রাত্রি বাস করিলেন।৪৯

এই ভাবে নল ও দময়ন্তী পরস্পর সুখাভিলা হইয়া আনন্দিতচিত্তে ভীমরাজার গৃহে বাস করি লাগিলেন।৫০

তদনন্তর চতুর্থ বৎসরে নল ভার্য্যার সহিত মিলি হইয়া সকল অভীষ্টলাভে সমস্ত প্রয়োজন সি হওয়ায় পরম আনন্দ লাভ করিলেন।৫১

দময়ন্ত্যপি ভর্ত্তারমাসাদ্যাপ্যায়িতা ভৃশম্ ।
অর্দ্ধসঞ্জাতশস্যেব তোয়ং প্রাপ্য বসুন্ধরা ॥৫২

সৈবং সমেত্য ব্যপনীয় তন্দ্রাং
শান্তজ্বরা হর্ষবিবৃদ্ধসত্ত্বা ।
ররাজ ভৈমী সমবাপ্তকামা
শীতাংশুনা রাত্রিরিবোদিতেন ॥৫৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি নলোপাখ্যানপর্বণি
নলদময়ন্তীসমাগমে ষট্সপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৬

অর্দ্ধসঞ্জাতশস্যা ভূমি যেমন বৃষ্টির জল পাইয়া অত্যন্ত উল্লসিত হয়, সেইরূপ দময়ন্তী ভর্ত্তাকে পাইয়া অত্যন্ত উল্লসিত হইলেন ।৫২

এই ভাবে পতির সহিত সম্মিলিত হইয়া ভীমরাজসুতা দময়ন্তীর বিষাদ ও সন্তাপ তিরোহিত হইল, আনন্দে উৎসব বৃদ্ধি পাইল এবং সমস্ত অভীষ্ট সিদ্ধ হইল। তাহাতে চন্দ্রোদয়ের রাত্রির ন্যায় তিনি শোভা পাইতে লাগিলেন।৫৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে
নল-দময়ন্তীমিলনে ষট্সপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৭৬

PRESENTED

সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[নলস্যাত্মপ্রকাশানন্তরং বিদর্ভদেশে মহোৎসবপালনম্, ঋতুপর্ণেন সহ নলস্যালাপঃ, নলাদশ্ববিদ্যাং প্রশিক্ষ্য ঋতুপর্ণস্যাযোধ্যাগমনঞ্চ।]

বৃহদশ্ব উবাচ ।
অথ তামুষিতো রাত্রিং নলো রাজা স্বলঙ্কৃতঃ ।
বৈদর্ভ্যা সহিতঃ কল্যং দদর্শ বসুধাধিপম্ ॥১
ততোঽভিবাদয়ামাস প্রয়তঃ শ্বশুরং নলঃ ।
ততোঽনু দময়ন্তী চ ববন্দে পিতরং শুভা ॥২
তং ভীমঃ প্রতিজগ্রাহ পুত্রবৎ পরয়া মুদা ।
যথার্হং পূজয়িত্বা চ সমাশ্বাসয়ত প্রভুঃ ॥৩

নলেন সহিতাং তত্র দময়ন্তীং পতিব্রতাম্ ।
অনুজগ্রাহ মহতা সৎকারেণ ক্ষিতীশ্বরঃ ॥৪

সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায় ।

[নলের আত্মপ্রকাশের পর বিদর্ভদেশে মহোৎসব-পালন, ঋতুপর্ণের সহিত নলের বার্ত্তালাপ এবং নলের নিকট হইতে অশ্ববিদ্যা শিক্ষা করিয়া ঋতুপর্ণের অযোধ্যায় গমন ।]

বৃহদশ্ব বলিলেন,—রাজা নল সেই রাত্রি যাপন করত প্রভাতকালে সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত হইয়া দময়ন্তীর সহিত গমনপূর্ব্বক ভীমরাজার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।১

তদনন্তর রাজা নল বিনীতভাবে শ্বশুর ভীমকে অভিবাদন করিলেন। তৎপরে কল্যাণী দময়ন্তীও পিতাকে প্রণাম করিলেন।২

তখন নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ ভীম পরমানন্দসহকারে নলকে পুত্রের ন্যায় গ্রহণ করিলেন এবং যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিয়া আশ্বস্ত করিলেন।৩

ক্ষিতিপতি ভীম সেখানে নলের সহিত পতিব্রতা দময়ন্তীকে রাজোচিত বিশেষ সৎকারের দ্বারা সম্মান প্রদর্শন করিলেন।৪

তামর্হণাং নলো রাজা প্রতিগৃহ্য যথাবিধি।
পরিচর্য্যাং স্বকাং তস্মৈ যথাবৎ প্রত্যবেদয়ৎ ॥৫
ততো বভূব নগরে সুমহান্ হর্ষজঃ স্বনঃ।
জনস্য সম্প্রহৃষ্টস্য নলং দৃষ্ট্বা তথাগতম্ ॥৬
অশোভয়চ্চ নগরীং পতাকা-ধ্বজ-মালিনীম্।
সিক্তাঃ সুমৃষ্টপুষ্পাঢ্যা রাজমার্গাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ ॥৭
দ্বারি দ্বারি চ পৌরাণাং পুষ্পভঙ্গঃ প্রকল্পিতঃ।
অর্চ্চিতানি চ সর্ব্বাণি দেবতায়তনানি চ ॥৮
ঋতুপর্ণোঽপি শুশ্রাব বাহুকচ্ছদ্মিনং নলম্।
দময়ন্ত্যা সমাযুক্তং জহৃষে চ নরাধিপঃ ॥৯
তমানায্য নলং রাজা ক্ষময়ামাস পার্থিবম্।
স চ তং ক্ষময়ামাস হেতুভির্বুদ্ধিসম্মিতঃ ॥১০

তখন রাজা নল যথাবিধানে সেই সম্মান গ্রহণ করিয়া, আবার যথানিয়মে নিজের সেবাও তাঁহাকে জানাইলেন।৫

তাহার পর রাজধানী কুণ্ডিননগরে নল সেই ভাবে আসিয়াছেন দেখিয়া আনন্দিতজনসমূহের অতিশয় আনন্দকোলাহলধ্বনি হইতে লাগিল।৬

রাজভৃত্যগণ রাজধানীকে পতাকা, ধ্বজ ও মাল্যদ্বারা শোভিত করিল এবং রাজপথগুলিকে সিক্ত, মার্জিত এবং পুষ্পযুক্ত করিয়া ভূষিত করিল।৭

আর পুরবাসিগণের দ্বারে দ্বারে রাশি রাশি পুষ্প ছড়াইয়া দেওয়া হইল এবং দেবগণকে পূজা ও সমস্ত দেবালয়গুলিকে সুসজ্জিত করা হইল।৮

বাহুকবেশধারী রাজা নল দময়ন্তীর সহিত মিলিত হইয়াছেন এই সংবাদ ঋতুপর্ণ রাজাও শুনিতে পাইলেন এবং তাহাতে তিনি আনন্দিত হইলেন।৯

তখন রাজা ঋতুপর্ণ নলরাজাকে আনাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা জানাইলেন; বুদ্ধিমান্ নল রাজাও নানাবিধ যুক্তিদ্বারা তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।১০

স সৎকৃতো মহীপালো নৈষধং বিস্মিতাননঃ।
দিষ্ট্যা সমেতো দারৈঃ স্বৈর্ভবানিত্যভ্যনন্দত ॥১১
কচ্চিত্তু নাপরাধং তে কৃতবানস্মি নৈষধ।
অজ্ঞাতবাসং বসতো মদ্গৃহে বসুধাধিপ ॥১২
যদি বা বুদ্ধিপূর্ব্বাণি যদ্যবুদ্ধ্যাপি কানিচিৎ।
ময়া কৃতান্যকার্য্যাণি তানি ত্বং ক্ষন্তুমর্হসি ॥১৩
নল উবাচ।
ন মেঽপরাধং কৃতবাংস্ত্বং স্বল্পমপি কানিচিৎ।
কৃতোঽপি চ ন মে কোপঃ ক্ষন্তব্যং হি ময়া তব ॥১৪
পূর্ব্বং হ্যপি সখা মেঽসি সম্বন্ধী চ জনাধিপ।
অত ঊর্দ্ধন্তু ভূয়স্ত্বং প্রীতিমাহর্ত্তুমর্হসি ॥১৫
সর্ব্বকামৈঃ সুবিহিতৈঃ সুখমস্ম্যুষিতস্ত্বয়ি।
ন তথা স্বগৃহে রাজন্ যথা তব গৃহে সদা ॥১৬

আদৃত ও বিস্ময়ে প্রফুল্লবদন ঋতুপর্ণরাজ এই বলিয়া নলকে অভিনন্দিত করিলেন যে, আপনি ভাগ্যবশতঃ আপন ভার্য্যার সহিত মিলিত হইয়াছেন।১১

নিষধরাজ। ভূপতে! অপনি যখন আমার গৃহে অজ্ঞাতবাস করিতেছিলেন, তখন আমি আপনার নিকট কোন অপরাধ করি নাই ত।১২

বুদ্ধিপূর্ব্বক বা অবুদ্ধিপূর্ব্বক আমি যদি কোন অন্যায় কার্য্য করিয়া থাকি, তবে তাহা আপনি ক্ষমা করুন।১৩

নল বলিলেন,—রাজন্। আপনি আমার নিকট অল্পও অপরাধ করেন নাই; যদিও করিতেন, তথাপি আমার ক্রোধ হইত না; কারণ, আপনার সম্বন্ধে আমার ক্ষমা করাই উচিত।১৪

যেহেতু, আপনি পূর্ব্বেও আমার সখা এবং আত্মীয় ছিলেন; ইহার পরে ত আরও প্রীতি আদায় করিবার যোগ্য হইলেন।১৫

ইদঞ্চৈব হয়জ্ঞানং ত্বদায়ং ময়ি তিষ্ঠতি।
তদুপাকর্ত্তুমিচ্ছামি মন্যসে যদি পার্থিব ॥১৭
এবমুক্ত্বা দদৌ বিদ্যামৃতুপর্ণায় নৈষধঃ।
স চ তাং প্রতিজগ্রাহ বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥১৮
গৃহীত্বা চাশ্বহৃদয়ং রাজন্ ভাগস্বরির্নৃপঃ।
নিষধাধিপতেশ্চাপি দত্ত্বাক্ষহৃদয়ং নৃপ।
সূতমন্যমুপাদায় যযৌ স্বপুরমেব তৎ ॥১৯

ঋতুপর্ণে গতে রাজন্ নলো রাজা বিশাম্পতে।
নগরে কুণ্ডিনে কালং নাতিদীর্ঘমিবাবসৎ ॥২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি নলোপাখ্যানপর্বণি
ঋতুপর্ণস্বদেশগমনে সপ্তসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৭

রাজন্। আপনি আমার সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট সুসম্পন্ন করিয়াছেন বলিয়া আমি আপনার নিকটে সুখেই বাস করিয়াছি; আপনার ভবনে যেমন সর্ব্বদা সুখে বাস করিয়াছি, তেমনি নিজের ভবনেও বাস করা যায় না।১৬

আপনার এই অশ্ববিদ্যা আমার নিকট গচ্ছিত রহিয়াছে। অতএব রাজন্। আপনি যদি অনুমতি করেন, তবে তাহা আপনাকে দান করিতে ইচ্ছা করি।১৭

এইরূপ বলিয়া নল ঋতুপর্ণকে অশ্ববিদ্যা দান করিলেন; ঋতুপর্ণও যথাবিধানে তাহা গ্রহণ করিলেন।১৮

রাজন্। রাজা ঋতুপর্ণ অশ্ববিদ্যা গ্রহণ করিয়া নলকেও অক্ষবিদ্যা দান করিলেন এবং অন্য সারথির সাহায্যে আপন রাজধানীতে চলিয়া গেলেন।১৯

নরনাথ যুধিষ্ঠির। অযোধ্যাপতি ঋতুপর্ণ চলিয়া গেলে, রাজা নল কিছু কাল কুণ্ডিনগরে বাস করিলেন। সেই কাল তাঁহার নিকট ক্ষণকালের ন্যায় প্রতীত হইল।২০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে
ঋতুপর্ণের স্বদেশগমন নামক সপ্তসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৭৭

অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অক্ষক্রীড়ায়াং নলেন পুষ্করস্য পরাজয়ঃ, নলস্য স্বনগরে প্রবেশশ্চ।]

বৃহদশ্ব উবাচ।
স মাসমুষ্য কৌন্তেয় ভীমমামন্ত্র্য নৈষধঃ।
পুরাদল্পপরীবারো জগাম নিষধান্ প্রতি ॥১
রথেনৈকেন শুভ্রেণ দন্তিভিঃ পরিষোড়শৈঃ।
পঞ্চাশদ্ভির্হয়ৈশ্চৈব ষট্‌শতৈশ্চ পদাতিভিঃ ॥২

স কম্পয়ন্নিব মহীং ত্বরমাণো মহীপতিঃ।
প্রবিবেশ সুসংরব্ধস্তরসৈব মহামনাঃ ॥৩

ততঃ পুষ্করমাসাদ্য বীরসেনসুতো বলী।
উবাচ দীব্যাব পুনর্বহু বিত্তং ময়ার্জিতম্ ॥৪

অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়।

[পাশাখেলায় নল কর্ত্তৃক পুষ্করের পরাজয় এবং নলের স্বনগরে প্রবেশ।]

বৃহদশ্ব বলিলেন,—কুন্তীনন্দন। নিষধরাজ নল কুণ্ডিননগর একমাস বাস করিয়া সেখান হইতে নিষধদেশে গমন করিলেন।১

মহামনা রাজা নল শুভ্রবর্ণ একখানি রথ, ষোলটী হস্তী, পঞ্চাশটী অশ্ব এবং ছয়শত পদাতিদ্বারা পৃথিবী

দময়ন্তী চ যচ্চান্যন্মম কিঞ্চন বিদ্যতে।
এষ বৈ মম সন্ন্যাসস্তব রাজ্যন্তু পুষ্কর ॥৫
পুনঃ প্রবর্ত্ততাং দ্যূতমিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ।
একপাণেন ভদ্রং তে প্রাণয়োশ্চ পণাবহে ॥৬

জিত্বা পরস্বমাহৃত্য রাজ্যং বা যদি বা বসু।
প্রতিপাণঃ প্রদাতব্যঃ পরমো ধর্ম উচ্যতে ॥৭
ন চেদ্ বাঞ্ছসি দ্যূতং ত্বং যুদ্ধদ্যূতং প্রবর্ত্ততাম্।
দ্বৈরথেনাস্তু বৈ শান্তিস্তব বা মম বা নৃপ ॥৮
বংশভোগ্যমিদং রাজ্যং মার্গিতব্যং যথা তথা।
যেন কেনাপ্যুপায়েন বৃদ্ধানামিতি শাসনম্ ॥৯
দ্বয়োরেকতরে বুদ্ধিঃ ক্রিয়তামদ্য পুষ্কর।
কৈতবেনাক্ষবত্যাং বা যুদ্ধে বা নাম্যতাং ধনুঃ ॥১০

নৈষধেনৈবমুক্তস্তু পুষ্করঃ প্রহসন্নিব।
ধ্রুবমাত্মজয়ং মত্বা প্রত্যাহ পৃথিবীপতিম্ ॥১১

দিষ্ট্যা ত্বয়ার্জ্জিতং বিত্তং প্রতিপাণায় নৈষধ।
দিষ্ট্যা চ দুষ্কৃতং কর্ম্ম দময়ন্ত্যাঃ ক্ষয়ং গতম্ ॥১২
দিষ্ট্যা চ ধ্রিয়সে রাজন্ সদারোঽদ্য মহাভুজ।
ধনেনানেন বৈদর্ভী জিতেন সমলঙ্কৃতা ॥১৩

মামুপস্থাস্যতি ব্যক্তং দিবি শক্রমিবাপ্সরাঃ।
নিত্যশো হি স্মরামি ত্বাং প্রতীক্ষেঽপি চ নৈষধ।
দেবনে চ মম প্রীতির্ভবেত্যবাসুহৃদ্‌গণৈঃ ॥১৪

জিত্বা ত্বদ্য বরারোহাং দময়ন্তীমনিন্দিতাম্।
কৃতকৃত্যো ভবিষ্যামি সা হি মে নিত্যশো হৃদি ॥১৫

কম্পিত করিয়া সত্বর গমন করত মহাদর্পে বলপূর্ব্বক রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন।২-৩

তাহার পর বলবান্ রাজা নল পুষ্করের নিকট যাইয়া বলিলেন,—আবার আমরা দ্যূতক্রীড়া করিব, আমি বহুতর ধন উপার্জ্জন করিয়াছি।৪

দময়ন্তী এবং আমার অন্য যে কিছু ধন আছে, এই সমস্তই আমার পণ; কিন্তু পুষ্কর! তোমার পণ—রাজ্য।৫

এই একমাত্র পণ রাখিয়াই আবার দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হউক, তোমার মঙ্গল হইবে। আর ইহা না হইলে, আমরা প্রাণদ্বয়ের পণও করিব। এইরূপ বুদ্ধিই আমি স্থির করিয়াছি।৬

পণে পরের রাজ্য ও ধন জয় করিয়া লইয়া প্রতিপণও দিতে হয়; ইহাকেই মনস্বিগণ পরম ধর্ম্ম বলেন।৭

রাজন্! তুমি যদি দ্যূতক্রীড়া করিতে ইচ্ছা না কর, তবে যুদ্ধক্রীড়া হউক। দ্বৈরথযুদ্ধ দ্বারা তোমার বা আমার রাজ্যলিপ্সার নিবৃত্তি হউক।৮

কারণ বৃদ্ধবর্গের এইরূপ উপদেশ আছে যে, যে কোন উপায় অবলম্বন করত এই বংশপরম্পরা প্রাপ্য রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করিবে।৯

অতএব পুষ্কর! ছলপূর্ব্বক দ্যূতক্রীড়া কিংবা যুদ্ধ এই দুইটীর একটীতে তুমি আজ বুদ্ধি স্থির কর। যদি তুমি যুদ্ধ স্থির কর, তবে ধনু ধারণ কর।১০

নল এইরূপ বলিলে, 'নিশ্চয়ই নিজের জয় হইবে' ইহা ভাবিয়া পুষ্কর হাসিতে হাসিতেই যেন নলকে বলিলেন।১১

নিষধরাজ! আপনি আমার ভাগ্যবশতঃ পুনরায় খেলা করিবার জন্য ধন উপার্জন করিয়াছেন এবং আমার ভাগ্যবশতই দময়ন্তীর পাপক্ষয় হইয়াছে।১১

মহাবাহু রাজন্! আপনি আমার ভাগ্যবশতই আজ ভার্য্যার সহিত জীবিত রহিয়াছেন। কারণ, অপ্সরা যেমন স্বর্গে ইন্দ্রের সেবা করে, সেইরূপ আমি আপনার ধন জয় করিলে, তাহার দ্বারাই সুসজ্জিত হইয়া দময়ন্তী আমার সেবা করিবে। নিষধরাজ! এই জন্য সর্ব্বদাই আমি আপনাকে স্মরণ করিতেছি এবং প্রতীক্ষা করিতেছি। বিশেষতঃ শত্রুদিগের সহিত দ্যূতক্রীড়ায় আমার বড়ই আনন্দ হয়।১৩-১৪

শ্রুত্বা তস্য তু তা বাচো বহ্ববদ্ধপ্রলাপিনঃ।
ইয়েষ স শিরশ্ছেত্তুং খড়্গেন কুপিতো নলঃ ॥১৬
স্ময়ংস্তু রোষতাম্রাক্ষস্তমুবাচ নলো নৃপঃ।
পণাবঃ কিং ব্যাহরসে জিত্বা বৈ ব্যাহরিষ্যসি ॥১৭
ততঃ প্রাবর্ত্তত দ্যূতং পুষ্করস্য নলস্য চ।
একপাণেন বীরেণ নলেন স পরাজিতঃ ॥১৮
স রত্নকোষনিচয়ৈঃ প্রাণেন পণিতোঽপি চ।
জিত্বা চ পুষ্করং রাজা প্রহসন্নিদমব্রবীৎ ॥১৯
মম সর্ব্বমিদং রাজ্যমব্যগ্রং হতকণ্টকম্।
তস্যাস্ত্বং সপরীবারো মূঢ় দাসত্বমাগতঃ ॥২০
বৈদর্ভী ন ত্বয়া শক্যা রাজাপসদ বীক্ষিতুম্।
ন ত্বয়া তৎ কৃতং কর্ম্ম যেনাহং বিজিতঃ পুরা।
কলিনা তৎ কৃতং কর্ম্ম মূঢ় ত্বঞ্চ ন বুধ্যসে ॥২১

নাহং পরকৃতং দোষং ত্বয্যাধাস্যে কথঞ্চন।
যথাসুখং বৈ জীব ত্বং প্রাণানবসৃজামি তে ॥২২
তথৈব সর্ব্বসম্ভারং স্বমংশং বিতরামি তে।
তথৈব চ মম প্রীতিস্ত্বয়ি বীর ন সংশয়ঃ ॥২৩
সৌহার্দ্দঞ্চাপি মে ত্বত্তো ন কদাচিৎ প্রহাস্যতি।
পুষ্কর ত্বং হি মে ভ্রাতা সঞ্জীব শরদঃ শতম্ ॥২৪
এবং নলঃ সান্ত্বয়িত্বা ভ্রাতরং সত্যবিক্রমঃ।
বচনৈস্তোষয়ামাস পরিষ্বজ্য পুনঃ পুনঃ ॥২৫
সান্ত্বিতো নৈষধেনৈবং পুষ্করঃ প্রত্যুবাচ তম্।
পুণ্যশ্লোকং তদা রাজন্নভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ ॥২৬
কীর্ত্তিরস্তু তবাক্ষয্যা জীব বর্ষাযুতং সুখী।
যো মে বিতরসি প্রাণানধিষ্ঠানঞ্চ পার্থিব ॥২৭

আজ অনিন্দ্যসুন্দরী সুনিতম্বা দময়ন্তীকে জয় করিয়া কৃতকার্য্য হইব। কারণ, তিনি আমার হৃদয়ে সর্ব্বদাই বাস করিতেছেন।১৫

বহুতর অসম্বদ্ধপ্রলাপী পুষ্করের সেই কথাগুলি শুনিয়া নল ক্রুদ্ধ হইয়া তরবারিদ্বারা তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিবার ইচ্ছা করিলেন।১৬

পরে রাজা নল ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া ঈষৎ হাস্য করত পুষ্করকে বলিলেন,—আমরা পণ রাখিয়া খেলা করিব, ইহার মধ্যে কথা বলিতেছ কেন, জয় করিয়া কথা বলিবে।১৭

তাহার পর নল ও পুষ্করের দ্যূতক্রীড়া আরম্ভ হইল এবং এক পণেই বীর রাজা নল পুষ্করকে জয় করিলেন। পুষ্কর—রত্ন, কোষসমূহ ও প্রাণও পণ ধরিয়াছিলেন; এই অবস্থাতেই তাঁহাকে জয় করিয়া রাজা নল হাসিতে হাসিতে এই কথা বলিলেন।১৮-১৯

এই সমস্তই রাজ্যই এখন শান্ত ও নিষ্কণ্টক হইল। মূর্খ। রাজাধম। তুমি দময়ন্তীকে দেখিতেও পারিলে না, বরং পরিবারবর্গের সহিত তুই তাঁহার দাস হইলে। ২০

তুমি সেরূপ কোন কার্য্য কর নাই, যাহাতে আমাকে জয় করিতে পারিতে। মূর্খ। সেকার্য্য কলিই করিয়াছিল, তুমি তাহা বুঝিতে পার নাই।২১

আমি পরকৃত দোষ তোমার উপরে কোন প্রকারেই আরোপ করিব না; তুমি যথাসুখে বাঁচিয়া থাক, তোমার প্রাণ দান করিলাম।২২

এই সমস্ত দ্রব্যসম্ভারের সহিত তোমার নিজ প্রাপ্য অংশ তোমাকে দিলাম; আর বীর। তোমার উপরে আমার প্রীতি সেইরূপই থাকিবে —এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।২৩

আমার সৌহার্দ্দ তোমা হইতে কখনও স্খলিত হইবে না। পুষ্কর। তুমি আমার ভ্রাতা; সুতরাং একশত বৎসর জীবিত থাক।২৪

যথার্থবিক্রমশালী নল এই ভাবে ভ্রাতাকে আশ্বস্ত করিয়া এবং বার বার তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া আরও নানাবিধ বাক্যে সন্তুষ্ট করিলেন।২৫

রাজন্। নল এই ভাবে আশ্বস্ত করিলে, তখন পুষ্কর অভিবাদন করত কৃতাঞ্জলি হইয়া পুণ্যশ্লোক নলকে বলিলেন।২৬

স তথা সৎকৃতো রাজ্ঞা মাসমুষ্য ততো নৃপ।
প্রযযৌ স্বপুরং হৃষ্টঃ পুষ্করঃ স্বজনাবৃতঃ ॥২৮

মহত্যা সেনয়া সার্দ্ধং বিনীতৈঃ পরিচারকৈঃ।
ভ্রাজমান ইবাদিত্যো বপুষা ভরতর্ষভ ॥২৯

প্রস্থাপ্য পুষ্করং রাজা বিত্তবন্তমনাময়ম্।
প্রবিবেশ পুরীং শ্রীমানত্যর্থমুপশোভিতাম্ ॥৩০

প্রবিশ্য সান্ত্বয়ামাস পৌরাংশ্চ নিষধাধিপঃ।
হিতেষু চৈষাং সততং পিতেবাবহিতোঽভবৎ ॥৩১

পৌরজানপদাশ্চাপি সম্প্রহৃষ্টতনূরুহাঃ।
ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে সামাত্যপ্রমুখা জনাঃ ॥৩২

অদ্য স্ম নির্বৃতা রাজন্ পুরে জনপদেঽপি চ।
উপাসতুং পুনঃ প্রাপ্তা দেবা ইব শতক্রতুম্ ॥৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি নলোপাখ্যানপর্বণি পুষ্কর-
পরাভবপূর্ব্বকং রাজ্যপ্রত্যানয়নে
অষ্টসপ্ততিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৮

'রাজন্! আপনার অক্ষয় কীর্ত্তি হউক এবং আপনি দশ হাজার বৎসর সুখে জীবনধারণ করুন; যেহেতু আপনি আমার প্রাণ ও রাজ্য উভয়ই দান করিলেন।২৭

ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! রাজা নল সেইরূপ সদ্ব্যবহার করিলে, পুষ্কর সেখানে একমাস বাস করত স্বজনে পরিবেষ্টিত হইয়া এবং বিশাল সৈন্য ও বিনীত অনুচরবর্গের সহিত শরীরতেজে সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি পাইতে থাকিয়া, হৃষ্টচিত্তে আপন রাজধানীতে চলিয়া গেলেন।২৮-২৯

শ্রীমান্ রাজা নল প্রচুর ধন দিয়া নিরাময়দেহে পুষ্করকে প্রেরণ করত, অত্যন্ত সুসজ্জিত রাজভবনে প্রবেশ করিলেন।৩০

রাজা নল বাসভবনে প্রবেশ করিয়া পুরবাসিগণকে আশ্বস্ত করিলেন এবং পিতার ন্যায় সদা তাহাদের হিতকার্য্যে মনোযোগী হইলেন।৩১

তখন অমাত্যপ্রভৃতি পুরবাসী ও দেশবাসী সমস্ত লোক আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন।৩২

রাজন্! আজ আমরা পুরবাসী ও দেশবাসী লোকেরা শান্তি লাভ করিলাম। কারণ, দেবতাগণ যেমন সেবার জন্য দেবরাজকে পাইয়া থাকেন, আমরাও তেমনি সেবার জন্য পুনরায় আপনাকে পাইয়াছি।৩৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে পুষ্করের পরাভবপূর্ব্বক রাজ্যপ্রত্যানয়নবিষয়ে অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৭৮

একোনাশীতিতমোঽধ্যায়।

[রাজ্ঞো নলস্যাখ্যানকীর্ত্তনস্য মহত্ত্বকথনম্, বৃহদশ্বমুনিনা যুধিষ্ঠিরায়াশ্বাসস্য প্রদানম্,
দ্যূতবিদ্যায়া অশ্ববিদ্যায়াশ্চ রহস্যমুক্ত্বা বৃহদশ্বস্য গমনঞ্চ।]

বৃহদশ্ব উবাচ।

প্রশান্তে তু পুরে হৃষ্টে সম্প্রবৃত্তে মহোৎসবে।
মহত্যা সেনয়া রাজা দময়ন্তীমুপানয়ৎ ॥১

দময়ন্তীমপি পিতা সৎকৃত্য পরবীরহা।
প্রাস্থাপয়দমেয়াত্মা ভীমো ভীমপরাক্রমঃ ॥২

আগতায়ান্তু বৈদর্ভ্যাং সপুত্রায়াং নলো নৃপঃ।
বর্ত্তয়ামাস মুদিতো দেবরাড়িব নন্দনে ॥৩

ততঃ প্রকাশতাং যাতো জম্বূদ্বীপে স রাজসু।
পুনঃ শশাস তদ্রাজ্যং প্রত্যাহৃত্য মহাযশাঃ ॥৪

ঈজে চ বিবিধৈর্যজ্ঞৈর্বিধিবচ্চাপ্তদক্ষিণৈঃ।
তথা ত্বমপি রাজেন্দ্র সসুহৃদ্ যক্ষ্যসেঽচিরাৎ ॥৫

দুঃখমেতাদৃশং প্রাপ্তো নলঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
দেবনেন নরশ্রেষ্ঠ সভার্য্যো ভরতর্ষভ ॥৬

একাকিনৈব সুমহন্নলেন পৃথিবীপতে।
দুঃখমাসাদিতং ঘোরং প্রাপ্তশ্চাভ্যুদয়ঃ পুনঃ ॥৭

ত্বং পুনর্ভ্রাতৃসহিতঃ কৃষ্ণয়া চৈব পার্থিব।
রমসেঽস্মিন্ মহারণ্যে ধর্ম্মমেবানুচিন্তয়ন্ ॥৮

ব্রাহ্মণৈশ্চ মহাভাগৈর্বেদবেদাঙ্গপারগৈঃ।
নিত্যমন্বাস্যসে রাজন্ তত্র কা পরিদেবনা ॥৯

কর্কোটকস্য নাগস্য দময়ন্ত্যা নলস্য চ।
ঋতুপর্ণস্য রাজর্ষেঃ কীর্ত্তনং কলিনাশনম্॥১০

একোনাশীতিতম অধ্যায়।

[রাজা নলের আখ্যান কীর্ত্তনে মহত্ত্বকথন, বৃহদশ্বমুনিকর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাসদান এবং দ্যূতবিদ্যা ও অশ্ববিদ্যার রহস্য বলিয়া বৃহদশ্বের গমন।]

বৃহদশ্ব বলিলেন,—পুরবাসিগণের উদ্বেগ নিবৃত্তি হইলে, সকলের আনন্দ জন্মিলে এবং মহোৎসব চলিতে থাকিলে, রাজা নল বিশাল সৈন্য প্রেরণ করিয়া দময়ন্তীকে আনয়ন করিলেন।১

শত্রুবীরহন্তা, উদারচেতা এবং ভয়ঙ্করপরাক্রমশালী পিতা ভীমও দময়ন্তীকে সম্মানিত করিয়া পাঠাইয়া দিলেন।২

পুত্র ও কন্যার সহিত দময়ন্তী আসিলে, নন্দনবনে দেবরাজের ন্যায় রাজা নল আনন্দিত হইয়া স্বীয় নগরে শোভা পাইতে লাগিলেন।৩

তদনন্তর মহাযশস্বী রাজা নল জম্বূদ্বীপের রাজাদের মধ্যে ক্রমশঃ প্রাধান্য বিস্তার করিয়া সেই নিজ রাজ্য পুনরায় অধীনস্থ করত শাসন করিতে লাগিলেন।৪

তখন তিনি প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত নানাবিধ যজ্ঞদ্বারা যথাবিধানে দেবগণের পূজা করিতে লাগিলেন। রাজশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! আপনি সেইরূপ বন্ধুবর্গের সহিত মিলিত হইয়া অচিরকালমধ্যে যজ্ঞ করিবেন।৫

হে নরশ্রেষ্ঠ ভরতপ্রধান যুধিষ্ঠির! শত্রুনগরবিজয়ী রাজা নল দ্যূতক্রীড়া করিয়া ভার্য্যার সহিত এইরূপ দুঃখভোগ করিয়াছিলেন।৬

যুধিষ্ঠির! রাজা নল একাকীই গুরুতর ও ভয়ঙ্কর দুঃখ পাইয়াছিলেন, কিন্তু পুনরায় তিনি উন্নতিলাভও করিয়াছিলেন।৭

আর আপনি ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদীর সহিত মিলিত হইয়া এই মহাবনমধ্যে ধর্ম্মের আলোচনা করিতে থাকিয়াই আমোদ অনুভব করিতেছেন।৮

বেদ-বেদাঙ্গপারদর্শী মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদাই আপনার সঙ্গে অবস্থান করিতেছেন। অতএব হে রাজন্! আপনার এই বনবাসে বিলাপের কারণ কি আছে?৯

ইতিহাসমিমঞ্চাপি কলিনাশনমচ্যুত।
শক্যমাশ্বসিতুং শ্রুত্বা তদ্বিধেন বিশাংপতে ॥১১

অস্থিরত্বঞ্চ সঞ্চিন্ত্য পুরুষার্থস্য নিত্যদা।
তস্যোদয়ে ব্যয়ে চাপি ন চিন্তয়িতুমর্হসি ॥১২

শ্রুত্বেতিহাসং নৃপতে সমাশ্বসিহি মা শুচঃ।
ব্যসনে ত্বং মহারাজ ন বিষীদিতুমর্হসি ॥১৩

বিষমাবস্থিতে দৈবে পৌরুষেঽফলতাং গতে।
বিষাদয়ন্তি নাত্মানং সত্ত্বোপাশ্রয়িণো নরাঃ ॥১৪

যে চেদং কথয়িষ্যন্তি নলস্য চরিতং মহৎ।
শ্রোষ্যন্তি চাপ্যভীক্ষ্ণং বৈ নালক্ষ্মীস্তান্ ভজিষ্যতি॥১৫

অর্থাস্তস্যোপপৎস্যন্তে ধন্যতাঞ্চ গমিষ্যন্তি।
ইতিহাসমিমং শ্রুত্বা পুরাণং শশ্বদুত্তমম্ ॥১৬

পুত্রান্ পৌত্রান্ পশূংশ্চাপি লভতে নৃষু চাগ্র্যতাম্।
নীরোগঃ প্রীতিমাংশ্চৈব ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥১৭

ভয়াত্ত্রস্যসি যচ্চ ত্বমাহ্বয়িষ্যতি মাং পুনঃ।
অক্ষজ্ঞ ইতি তত্তেঽহং নাশয়িষ্যামি পার্থিব ॥১৮

বেদাক্ষহৃদয়ং কৃৎস্নমহং সত্যপরাক্রম।
উপপদ্যস্ব কৌন্তেয় প্রসন্নোঽহং ব্রবীমি তে ॥১৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো হৃষ্টমনা রাজা বৃহদশ্বমুবাচ হ।
ভগবন্নক্ষহৃদয়ং জ্ঞাতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥২০

ততোঽক্ষহৃদয়ং প্রাদাৎ পাণ্ডবায় মহাত্মনে।
দত্ত্বা চাশ্বশিরোঽগচ্ছদুপস্প্রষ্টুং মহাতপাঃ ॥২১

বৃহদশ্বে গতে পার্থমশ্রৌষীৎ সব্যসাচিনম্।
বর্ত্তমানং তপস্যুগ্রে বায়ুভক্ষং মনীষিণম্ ॥২২

কর্কোটকনাগ, দময়ন্তী, নল এবং রাজর্ষি ঋতুপর্ণের নাম কীর্ত্তন করিলে কলি অপসৃত হন।১০

নিজ ধর্ম হইতে অবিচ্যুত নরনাথ। এই কলিনাশন ইতিহাস শুনিয়াও আপনার মত লোক আশ্বস্ত হইতে পারেন।১১

আর, সকল পুরুষার্থই চিরকাল অস্থির অর্থাৎ বিনাশশীল, ইহা ভাবিয়াও তাহার প্রাপ্তিতে এবং বিনাশে চিন্তা করিতে পারেন না।১২

রাজন্! আপনি এই ইতিহাস শুনিয়া আশ্বস্ত হউন, শোক করিবেন না। মহারাজ! আপনি বিপদে বিষণ্ণ হইবার যোগ্য নহেন।১৩

দৈব অনিষ্ট করিতে থাকিলেও এবং পুরুষকার বিফল হইলেও, সত্ত্বগুণের আশ্রয়কারী অধ্যবসায়ী মনুষ্যগণ মনকে কখনও বিষাদগ্রস্ত করেন না।১৪

যাঁহারা বার বার এই প্রশস্ত নলচরিত্র বলিবেন বা শুনিবেন, তাঁহাদিগকে অলক্ষ্মী স্পর্শ করিবে না।১৫

তাঁহাদের ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম সম্পন্ন হইবে এবং তাঁহারা ধন্য হইয়া যাইবে। এই উত্ত প্রাচীন ইতিহাস সর্ব্বদা শ্রবণ করিয়া মানুষ পুত্র, পৌত্র, পশু ও প্রাধান্য লাভ করিবে এবং নীরোগ ও আনন্দিত হইবে—এ বিষয়ে কোন সন্দে নাই।১৬-১৭

রাজন্! 'কোন দ্যূতজ্ঞ লোক আবার আমা দ্যূতক্রীড়ার জন্য আহ্বান করিবে' এই ভয়ে আপ যে অস্থির হইতেছেন, তাহা আমি দূর করিব।১৮

হে সত্যপরাক্রম! আমি সমস্ত অক্ষবিদ্যা জানি; কুন্তীনন্দন! আপনি তাহা গ্রহণ করু আমি প্রসন্ন হইয়া তাহা আপনাকে বলিতেছি।১৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তাহার পর যুধিষ্ঠি হৃষ্টচিত্ত হইয়া মহর্ষি বৃহদশ্বকে বলিলেন,—ভগবন্! আমি যথার্থরূপে অক্ষক্রীড়ার রহস্য জানিতে ইচ্ছা করি।২০

তদনন্তর মহাতপস্বী বৃহদশ্ব মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকে অক্ষবিদ্যার রহস্য দান করিলেন এবং উহা দা করিয়া স্নান করিবার জন্য তিনি হয়শীর্ষতীর্থে

ব্রাহ্মণেভ্যস্তপস্বিভ্যঃ সম্পতদ্ভ্যস্ততস্ততঃ।
তীর্থ-শৈল-বনেভ্যশ্চ সমেতেভ্যো দৃঢ়ব্রতঃ ॥২৩
ইতি পার্থো মহাবাহুর্দুরাপং তপ আস্থিতঃ।
ন তথা দৃষ্টপূর্ব্বোঽন্যঃ কশ্চিদুগ্রতপা ইতি ॥২৪
যথা ধনঞ্জয়ঃ পার্থস্তপস্বী নিয়তব্রতঃ।
মুনিরেকচরঃ শ্রীমান্ ধর্ম্মো বিগ্রহবানিব ॥২৫
তং শ্রুত্বা পাণ্ডবো রাজন্ তপ্যমানং মহাবনে।
অন্বশোচত কৌন্তেয়ঃ প্রিয়ং বৈ ভ্রাতরং জয়ম্ ॥২৬
দহ্যমানেন তু হৃদা শরণার্থী মহাবনে।
ব্রাহ্মণান্ বিবিধজ্ঞানান্ পর্য্যপৃচ্ছদ্ যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি নলোপাখ্যানপর্বণি
নলোপাখ্যান সমাপ্তং নাম
একোনাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৭৯

গমন করিলেন।২১

বৃহদশ্বমুনি চলিয়া গেলে, কঠোর বনবাসরূপব্রতচারী যুধিষ্ঠির সেই সেই স্থান হইতে আগত ব্রাহ্মণগণ এবং তীর্থ, পর্ব্বত ও বন হইতে আগত তপস্বিগণের নিকট শুনিলেন যে, জ্ঞানী অর্জ্জুন বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া ভয়ঙ্কর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।২২-২৩

ইহাও শুনিলেন যে, মহাবাহু অর্জ্জুন দুষ্কর তপস্যা অবলম্বন করিয়াছেন; তাঁহার ন্যায় ভয়ঙ্কর-তপস্যাকারী অন্য কোন লোককেই পূর্ব্বে দেখা যায় নাই, পৃথানন্দন শ্রীমান্ অর্জ্জুন মুনি ও একাকী হইয়া মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্মের ন্যায় অবস্থান করত নির্দিষ্ট নিয়মে সেরূপ তপস্যা করিতেছেন ২৪-২৫

রাজন্! কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনকে মহাবনে তপস্যা করিতে শুনিয়া সেই প্রিয় ভ্রাতা অর্জ্জুনের জন্য শোক করিতে লাগিলেন।২৬

যুধিষ্ঠির বিরহসন্তপ্তহৃদয়ে শরণার্থী হইয়া মহাবনমধ্যে নানাবিধ জ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণের নিকট অর্জ্জুনের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।২৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত নলোপাখ্যানপর্ব্বে
নলোপাখ্যান সমাপ্ত নামক একোনাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৭৯

(তীর্থযাত্রাপর্ব্ব।)

অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জ্জুনায় দ্রৌপদ্যা সহ পাণ্ডবানাং চিন্তা।]

জনমেজয় উবাচ।
ভগবন্ কাম্যকাৎ পার্থে গতে মে প্রপিতামহে।
পাণ্ডবাঃ কিমকুর্ব্বন্ত তমৃতে সব্যসাচিনম্ ॥১
স হি তেষাং মহেষ্বাসো গতিরাসীদনীকজিৎ।
আদিত্যানাং যথা বিষ্ণুস্তথৈব প্রতিভাতি মে ॥২

(তীর্থযাত্রা পর্ব্ব।)

অশীতিতম অধ্যায়।

[অর্জ্জুনের জন্য দ্রৌপদীর সহিত পাণ্ডবগণের চিন্তা।]

জনমেজয় বলিলেন,—ভগবন্! আমার প্রপিতামহ অর্জ্জুন কাম্যকবন হইতে চলিয়া গেলে, সেই সব্যসাচী অর্জ্জুন ব্যতীত অপর পাণ্ডবগণ কি করিলেন?।১

বিষ্ণু যেমন দেবগণের গতি, সেইরূপই মহাধনুর্দ্ধর

তেনেন্দ্রসমবীর্য্যেণ সংগ্রামেষ্বনিবর্ত্তিনা।
বিনাভূতা বনে বীরাঃ কথমাসন্ পিতামহাঃ ॥৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

গতে তু পাণ্ডবে তাত কামকাৎ সত্যবিক্রমে।
বভূবুঃ পাণ্ডবেয়াস্তে দুঃখ-শোকপরায়ণাঃ ॥৪
আক্ষিপ্তসূত্রা মণয়শ্ছিন্নপক্ষা ইব দ্বিজাঃ।
অপ্রীতমনসঃ সর্বে বভূবুরথ পাণ্ডবাঃ ॥৫
বনঞ্চ তদভূত্তেন হীনমক্লিষ্টকর্ম্মণা।
কুবেরেণ যথা হীনং বনং চৈত্ররথং তথা ॥৬
তমৃতে পুরুষব্যাঘ্রং পাণ্ডবা জনমেজয়।
মুদমপ্রাপ্নুবন্তো বৈ কাম্যকে ন্যবসংস্তদা ॥৭
ব্রাহ্মণার্থে পরাক্রান্তাঃ শুদ্ধৈর্বাণৈর্মহারথাঃ।
নিঘ্নন্তো ভরতশ্রেষ্ঠা মেধ্যান্ বহুবিধান্ মৃগান্ ॥৮
নিত্যং হি পুরুষব্যাঘ্রা বন্যাহারমরিন্দমাঃ।
উপাকৃত্য সমাহৃত্য ব্রাহ্মণেভ্যো ন্যবেদয়ন্ ॥৯
এবং তে ন্যবসংস্তত্র শোকার্ত্তাঃ পুরুষর্ষভাঃ।
অহৃষ্টমনসঃ সর্বে গতে রাজন্ ধনঞ্জয়ে ॥১০
বিশেষতস্তু পাঞ্চালী স্মরন্তী মধ্যমং পতিম্।
উদ্বিগ্নং পাণ্ডবশ্রেষ্ঠমিদং বচনমব্রবীৎ ॥১১
যোঽর্জ্জুনেনার্জ্জুনস্তুল্যো দ্বিবাহুর্বহুবাহুনা।
তমৃতে পাণ্ডবশ্রেষ্ঠং বনং ন প্রতিভাতি মে ॥১২
শূন্যামিব চ পশ্যামি তত্র তত্র মহীমিমাম্।
বহ্বাশ্চর্য্যমিদঞ্চাপি বনং কুসুমিতদ্রুমম্।
ন তথা রমণীয়ং বৈ তমৃতে সব্যসাচিনম্ ॥১৩
নীলাম্বুদচয়প্রখ্যং মত্তমাতঙ্গবিক্রমম্।
তমৃতে পুণ্ডরীকাক্ষং কাম্যকং নাতিভাতি মে ॥১৪

ও শত্রুসৈন্যবিজয়ী অর্জ্জুনই তাঁহাদের গতি ছিলেন —ইহই আমার ধারণা।২

ইন্দ্রের তুল্য পরাক্রমশালী এবং যুদ্ধে অনিবর্ত্তী অর্জ্জুন ব্যতীত আমার প্রপিতামহ বীর যুধিষ্ঠির অপর প্রভৃতি কি করিয়া বনে ছিলেন ?৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বৎস জনমেজয়! যথার্থবিক্রমশালী অর্জ্জুন কাম্যকবন হইতে চলিয়া গেলে, পাণ্ডবগণ অত্যন্ত দুঃখিত ও শোকার্ত্ত হইলেন।৪

সূত্র আকর্ষণ করিয়া নিলে মণিগণের ন্যায় শ্রীহীন এবং পক্ষচ্ছেদন করিলে পক্ষিগণের ন্যায় ও গতিহীন পাণ্ডবগণ সকলেই বিষণ্ণ হইলেন।৫

কুবের ব্যতীত চৈত্ররথবন যেরূপ শোভাহীন হইয়া পড়ে, সেইরূপ অক্লিষ্টকর্ম্মা অর্জ্জুন ব্যতীত সেই কাম্যকবনও শোভাহীন হইয়া পড়িল।৬

জনমেজয়! তখন পাণ্ডবগণ সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন ব্যতীত অত্যন্ত বিষণ্ণচিত্ত হইয়া কাম্যকবনে বাস করিতে লাগিলেন।৭

পরাক্রমশালী, মহারথ ভরতবংশপ্রধান, পুরুষশ্রেষ্ঠ ও শত্রুদমনকারী পাণ্ডবগণ ব্রাহ্মণগণের জন্য প্রত্যহই নির্দ্দোষ বাণদ্বারা নানাবিধ পবিত্র মৃগ বধ করিয়া, তাহা ছেদনপূর্ব্বক আশ্রমে আনয়ন করত ব্রাহ্মণদিগকে বন্য আহাররূপে সমর্পণ করিতেন।৮-৯

রাজন্! অর্জ্জুন চলিয়া গেলে, সেই শোকার্ত্ত পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ সকলেই অত্যন্ত বিষণ্ণচিত্তে কাম্যকবনে এই ভাবে বাস করিতে লাগিলেন।১০

একদা দ্রৌপদী অর্জ্জুনকে স্মরণ করিতে করিতে বিশেষবিষণ্ণচিত্ত হইয়া পাণ্ডবগণশ্রেষ্ঠ উদ্বিগ্নমনা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিলেন।১১

যে অর্জ্জুন দ্বিবাহু হইয়াও বহুবাহু কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের তুল্য মহাপরাক্রমশালী, সেই পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন ব্যতীত এই বনভূমি আমার নিকট ভাল লাগিতেছে না।১২

অর্জ্জুন ব্যতীত সেই সেই স্থানে এই পৃথিবীকেই যেন শূন্য দেখিতেছি এবং বহুতরাশ্চর্য্যময় ও পুষ্পিত বৃক্ষে পরিপূর্ণ এই বনভূমিকেও সুন্দর বলিয়া বোধ হইতেছে না।১৩

যস্য স্ম ধনুষো ঘোষঃ শ্রূয়তেঽশনিনিস্বনঃ ।
ন লভে শর্ম্ম বৈ রাজন্ তং স্মরন্তী কিরীটিনম্ ॥১৫
তথা লালপ্যমানাং তাং নিশাম্য পরবীরহা ।
ভীমসেনো মহারাজ দ্রৌপদীমিদমব্রবীৎ ॥১৬
মনঃপ্রীতিকরং ভদ্রে যদ্ ব্রবীষি সুমধ্যমে ।
তন্মে প্রীণাতি হৃদয়মমৃতপ্রাশনোপমম্ ॥১৭
যস্য দীর্ঘৌ সমৌ পীনৌ ভুজৌ পরিঘসন্নিভৌ ।
মৌর্বীকৃতকিণৌ বৃত্তৌ খড়্গায়ুধধনুর্দ্ধরৌ ॥১৮
নিষ্কাঙ্গদকৃতাপীড়ৌ পঞ্চশীর্ষাবিবোরগৌ ।
তমৃতে পুরুষব্যাঘ্রং নষ্টসূর্য্যমিবাম্বরম্ ॥১৯
যমাশ্রিত্য মহাবাহুং পাঞ্চালাঃ কুরবস্তথা ।
সুরাণামপি যত্তানাং পৃতনাসু ন বিভ্যতি ॥২০

জলপূর্ণ মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ, মত্ত হস্তীর ন্যায় বিক্রমশালী এবং পদ্মের ন্যায় সুন্দরনয়ন সেই অর্জ্জুন ব্যতীত এই কাম্যকবন আমার নিকট বিশেষ শোভা পাইতেছে না।১৪

রাজন্। বজ্রের নির্ঘোষের ন্যায় যাঁহার ধনুর নির্ঘোষ শুনিতাম, সেই অর্জ্জুনকে স্মরণ করিয়া আমি শান্তি পাইতেছি না।১৫

মহারাজ! দ্রৌপদী বার বার সেইরূপ বলিতেছেন দেখিয়া শত্রুবীরহন্তা ভীমসেন দ্রৌপদীকে এই কথা বলিলেন।১৬

'ভদ্রে। সুমধ্যমে। তুমি মনের প্রীতিজনক যাহা বলিতেছ, তাহা অমৃতপানের তুল্য আমার হৃদয়কে আপ্যায়িত করিতেছে।১৭

যাঁহার পরিঘতুল্য বাহুযুগল দীর্ঘ, সমান, স্থুল, ধনুর গুণঘর্ষণে কৃতচিহ্ন, গোল, তরবারি ও কার্ম্মুকধারী, স্বর্ণকেয়ূরে ভূষিত এবং পঞ্চমস্তকযুক্ত সর্পযুগলের ন্যায় বিরাজিত, সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন উপস্থিত না থাকায় সূর্য্যবিহীন আকাশের ন্যায় এই বনভূমিকে লক্ষ্য করিতেছি।১৮-১৯

যস্য বাহূ সমাশ্রিত্য বয়ং সর্ব্বে মহাত্মনঃ ।
মন্যামহে জিতানাজৌ পরান্ প্রাপ্তাঞ্চ মেদিনীম্ ॥২১
তমৃতে ফাল্গুনং বীরং ন লভে কাম্যকে ধৃতিম্ ।
শূন্যামিব চ পশ্যামি তত্র তত্র মহীমিমাম্ ॥২২
পশ্যামি চ দিশঃ সর্ব্বাস্তিমিরেণাবৃতা ইব ।
ততোঽব্রবীৎ সাশ্রুকণ্ঠো নকুলঃ পাণ্ডুনন্দনঃ ॥২৩
যস্য দিব্যানি কর্ম্মাণি কথয়ন্তি রণাজিরে ।
দেবা অপি যুধাং শ্রেষ্ঠং তমৃতে কা রতির্বনে ॥২৪
উদীচীং যো দিশং গত্বা জিত্বা যুধি মহাবলান্ ।
গন্ধর্ব্বমুখ্যান্ শতশো হয়ান্ লেভে মহাদ্যুতিঃ ॥২৫
রাজন্ তিত্তিরিকল্মাষান্ শ্রীমতোঽনিলরংহসঃ ।
প্রাদাদ্ ভ্রাতৃপ্রিয়ঃ প্রেম্ণা রাজসূয়ে মহাক্রতৌ ॥২৬

যে মহাবাহুকে অবলম্বন করিয়া পাঞ্চালগণ ও কৌরবগণ যত্নপরায়ণ দেবগণের সৈন্য হইতেও ভয় পান না এবং যে মহাত্মার বাহু আশ্রয় করিয়া আমরা সকলেই যুদ্ধে শত্রুদিগকে বিজিত বলিয়া মনে করিতেছি এবং পুনরায় রাজ্য যেন পাইয়াছি বলিয়াই ধারণা করিতেছি, সেই মহাবীর অর্জ্জুন ব্যতীত কাম্যকবনে ধৈর্য্যই পাইতেছি না এবং সেই সেই স্থানে এই পৃথিবীকেই যেন শূন্য বলিয়া ধারণা করিতেছি।২০-২২

আমি সকল দিক্ যেন অন্ধকারাবৃত দেখিতেছি। তাহার পর নকুল বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠ হইয়া বলিলেন।২৩

দেবগণ সমরাঙ্গনে যাঁহার অলৌকিক কর্ম্মের প্রশংসা করিয়া থাকেন, সেই যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন ব্যতীত বনের ভিতরে কি সুখ আছে ?২৪

হে দেবোপম রাজন্। যে ভ্রাতৃপ্রিয় মহাতেজা উত্তরদিকে যাইয়া, শত শত মহাবল গন্ধর্ব্বশ্রেষ্ঠকে যুদ্ধে জয় করিয়া অশ্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং রাজসূয়মহাযজ্ঞ সময়ে তিত্তিরিপক্ষীর ন্যায়

তমৃতে ভীমধন্বানং ভীমাদবরজং বনে।
কাময়ে কাম্যকে বাসং নেদানীমমরোপম ॥২৭

সহদেব উবাচ।

যো ধনানি চ কন্যাশ্চ যুধি জিত্বা মহারথঃ।
আজহার পুরা রাজ্ঞো রাজসূয়ে মহাক্রতৌ ॥২৮

যঃ সমেতান্ মৃধে জিত্বা যাদবানমিতদ্যুতিঃ।
সুভদ্রামাজহারৈকো বাসুদেবস্য সম্মতে ॥২৯

তস্য জিষ্ণোর্বৃষীং দৃষ্ট্বা শূন্যাং মম নিবেশনে।
হৃদয়ং বৈ মহারাজ ন শাম্যতি কদাচন ॥৩০

বনাদস্মাদ্ বিবাসন্তু রোচয়েঽহমরিন্দম।
ন হি নস্তমৃতে বীরং রমণীয়মিদং বনম্ ॥৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি
অর্জ্জুনানুশোচনে অশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥১০

বিচিত্রবর্ণ, পরমসুন্দর ও বায়ুর ন্যায় সেই বেগগামী অশ্বগুলি আপনাকে দিয়াছিলেন, সেই ভয়ঙ্কর গাণ্ডীবধনুর্ধারী ভীমের কনিষ্ঠ অর্জ্জুন ব্যতীত এই কাম্যকবনে এখন আর বাস করিতে ইচ্ছা করি না।২৫-২৭

সহদেব বলিলেন,—মহারাজ! পূর্ব্বে আপনার রাজসূয়মহাযজ্ঞ উপলক্ষ্যে যে মহারথ অর্জুন যুদ্ধে ধন ও কন্যা জয় করিয়া আনিয়াছিলেন এবং যে অমিততেজস্বী একাকী, কৃষ্ণের সম্মতিক্রমে যাদবগণকে যুদ্ধে জয় করিয়া সুভদ্রাকে আনয়ন করিয়াছিলেন, আশ্রমে সেই অর্জ্জুনের আসনখানি শূন্য দেখিয়া আমার মন কোন সময়েই শান্তিলাভ করিতেছে না।২৮-৩০

অতএব অরিন্দম! আমি এই বন হইতে অন্যত্র বাস করিবারই ইচ্ছা করি। কারণ, সেই মহাবীর ব্যতীত এ বনভূমি আমাদের নিকট রমণীয় নহে।৩১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে অর্জুনের জন্য পাণ্ডবগণের অনুশোচনানামক অশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৮০

একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরসমীপে দেবর্ষি-নারদস্যাগমনম্, তীর্থযাত্রা-ফলং জ্ঞাতুং প্রার্থনায়াং কৃতায়াং নারদেন ভীষ্ম-পুলস্ত্যয়োরালাপস্য বর্ণনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ধনঞ্জয়োৎসুকানান্তু ভ্রাতৃণাং কৃষ্ণয়া সহ।
শ্রুত্বা বাক্যানি বিমনা ধর্ম্মরাজোঽপ্যজায়ত ॥১

অথাপশ্যন্মহাত্মানং দেবর্ষিং তত্র নারদম্।
দীপ্যমানং শ্রিয়া ব্রাহ্ম্যা হুতার্চ্চিষমিবানলম্ ॥২

একাশীতিতম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের নিকট দেবর্ষি নারদের আগমন, তীর্থযাত্রার ফল জানিতে প্রার্থনা করিলে নারদ কর্ত্তৃক ভীষ্ম ও পুলস্ত্যের আলাপবর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অর্জ্জুনের জন্য উৎকণ্ঠিত দ্রৌপদীর সহিত ভ্রাতৃগণের বাক্য শুনিয়া যুধিষ্ঠিরও বিষণ্ণচিত্ত হইলেন।১

তাহার পর তিনি তখনই আহুত অগ্নির ন্যায়

তমাগতমাভপ্রেক্ষ্য ভ্রাতৃভিঃ সহ ধর্ম্মরাট্ ।
প্রত্যুত্থায় যথান্যায়ং পূজাঞ্চক্রে মহাত্মনে ॥৩

স তৈঃ পরিবৃতঃ শ্রীমান্ ভ্রাতৃভিঃ কুরুসত্তমঃ ।
বিরভাবতিদীপ্তৌজা দেবৈরিব শতক্রতুঃ ॥৪

যথা চ বেদান্ সাবিত্রী যাজ্ঞসেনী তথা পতীন্ ।
ন জহৌ ধর্ম্মতঃ পার্থান্ মেরুমর্কপ্রভা যথা ॥৫

প্রতিগৃহ্য চ তাং পূজাং নারদো ভগবানৃষিঃ ।
আশ্বাসয়দ্ধর্ম্মসুতং যুক্তরূপমিবানঘ ॥৬

উবাচ চ মহাত্মানং ধর্ম্মরাজং যুধিষ্ঠিরম্ ।
ব্রূহি ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠ কেনার্থঃ কিং দদামি তে ॥৭

অথ ধর্ম্মসুতো রাজা প্রণম্য ভ্রাতৃভিঃ সহ ।
উবাচ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা নারদং দেবসম্মতম্ ॥৮

ত্বয়ি তুষ্টে মহাভাগ সর্ব্বলোকাভিপূজিতে ।
কৃতমিত্যেব মন্যেঽহং প্রসাদাত্তব সুব্রত ॥৯
যদি ত্বহমনুগ্রাহ্যো ভ্রাতৃভিঃ সহিতোঽনঘ ।
সন্দেহং মে মুনিশ্রেষ্ঠ তত্ত্বতশ্ছেত্তুমর্হসি ॥১০
প্রদক্ষিণাং যঃ কুরুতে পৃথিবীং তীর্থতৎপরঃ ।
কিং ফলং তস্য কার্ৎস্ন্যেন তদ্ভবান্ বক্তুমর্হতি ॥১১

নারদ উবাচ ।

শৃণু রাজন্নবহিতো যথা ভীষ্মেণ ধীমতা ।
পুলস্ত্যস্য সকাশাদ্ বৈ সর্ব্বমেতদুপশ্রুতম্ ॥১২
পুরা ভাগীরথীতীরে ভীষ্মো ধর্ম্মভৃতাং বরঃ ।
পিত্র্যং ব্রতং সমাস্থায় ন্যবসন্মুনিভিঃ সহ ॥১৩
শুভে দেশে মহারাজ পুণ্যে দেবর্ষিসেবিতে ।
গঙ্গাদ্বারে মহাতেজা দেব-গন্ধর্ব্বসেবিতে ॥১৪

ব্রাহ্মতেজে দীপ্যমান মহাত্মা দেবর্ষি নারদকে দেখিতে পাইলেন ।২

সেই নারদকে আগমন করিতে দেখিয়া ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের সহিত গাত্রোত্থান করত যথানিয়মে সেই মহাত্মার পূজা করিলেন ।৩

কুরুকুলশ্রেষ্ঠ উজ্জ্বলতেজা শ্রীমান্ যুধিষ্ঠির সেই ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত থাকিয়া দেবগণে পরিবেষ্টিত দেবরাজের ন্যায় বিশেষ শোভা পাইতে লাগিলেন ।৪

সাবিত্রী যেমন বেদসমূহকে পরিত্যাগ করেন না এবং সূর্য্যের প্রভাও যেমন সুমেরুকে ছাড়িয়া থাকে না, দ্রৌপদীও তেমনই ধর্ম্মানুসারে পাণ্ডবগণকে ছাড়িয়া থাকিতেন না ।৫

নিষ্পাপ জনমেজয় ! ভগবান্ নারদমুনি সেই পূজা গ্রহণ করিয়া উপযুক্তভাবেই যুধিষ্ঠিরকে আশ্বস্ত করিলেন ৬

তিনি মহাত্মা ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,—ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ! তোমার কোন বস্তুর প্রয়োজন এবং আমি তোমাকে কি দিব তাহা বল ।৭

তাহার পর ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ভ্রাতাদের সহিত মিলিত হইয়া দেবর্ষি নারদকে প্রণাম করত কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন ।৮

মহাভাগ ব্রতপরায়ণ ! আপনি সমস্ত জগৎকর্ত্তৃক পরিপূজিত ; সুতরাং আপনি সন্তুষ্ট থাকায় আপনার অনুগ্রহে আমার সকল প্রয়োজনই সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করিতেছি ।৯

নিষ্পাপ মুনিশ্রেষ্ঠ ! তবে ভ্রাতাদের সহিত আমি যদি আপনার অনুগ্রহের যোগ্য হই, তাহা হইলে যথার্থ বিষয় বলিয়া আমার সংশয় দূর করুন ।১০

যে লোক তীর্থপর্য্যটনে ব্যাপৃত হইয়া সমগ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে, তাহার কি ফল হয়, আপনি তৎ সমস্ত বলুন ।১১

নারদ বলিলেন,—রাজন্ ! মনোযোগী হইয়া শ্রবণ করুন,—যেমন বুদ্ধিমান্ ভীষ্ম পুলস্ত্যের নিকট এই সকল শ্রবণ করিয়াছিলেন ।১২

মহারাজ ! পূর্বে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ও মহাবীর ভীষ্ম

স পিতৄংস্তর্পয়ামাস দেবাংশ্চ পরমদ্যুতিঃ।
ঋষীংশ্চ তর্পয়ামাস বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥১৫
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য জপন্নেব মহাযশাঃ।
দদর্শাদ্ভুতসঙ্কাশং পুলস্ত্যমৃষিসত্তমম্ ॥১৬
স তং দৃষ্ট্বোগ্রতপসং দীপ্যমানমিব শ্রিয়া।
প্রহর্ষমতুলং লেভে বিস্ময়ঞ্চ পরং যযৌ ॥১৭
উপস্থিতং মহারাজ পূজয়ামাস ভারত।
ভীষ্মো ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠো বিধিদৃষ্টেন কর্ম্মণা ॥১৮
শিরসা চার্ঘ্যমাদায় শুচিঃ প্রয়তমানসঃ।
নাম সঙ্কীর্ত্তয়ামাস তস্মিন্ ব্রহ্মর্ষিসত্তমে ॥১৯
ভীষ্মোঽহমিতি ভদ্রং তে দাসোঽস্মি তব সুব্রত।
তব সন্দর্শনাদেব মুক্তোঽহং সর্ব্বকিল্বিষৈঃ ॥২০
এবমুক্ত্বা মহারাজ ভীষ্মো ধর্ম্মভৃতাং বরঃ।
বাগ্যতঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা তূষ্ণীমাসীদ্ যুধিষ্ঠির ॥২১
তং দৃষ্ট্বা নিয়মেনাথ স্বাধ্যায়েন চ কর্শিতম্।
ভীষ্মং কুরুকুলশ্রেষ্ঠং মুনিঃ প্রীতমনাঽভবৎ ॥২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রাপর্ব্বণি
পার্থ-নারদসংবাদে একাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮১

গঙ্গাতীরে দেব, দেবর্ষি ও গন্ধর্ব্বগণসেবিত পবিত্র এবং উৎপাতশূন্য গঙ্গাদ্বারে পিতৃলোকের সেবায় ব্যাপৃত হইয়া মুনিগণের সহিত বাস করিয়াছিলেন।১৩-১৪

মহাতেজস্বী ভীষ্ম শাস্ত্রকথিত নিয়ম অনুসারে দেবগণ এবং পিতৃগণের তর্পণ করিতেন ও ঋষিগণের তর্পণ করিতেন।১৫

তাহার পর কিছুকাল অতীত হইলে, একদা মহাযশস্বী ভীষ্ম জপ করিতেছিলেন, এমন সময়ে তিনি অদ্ভুত তেজস্বী ঋষিশ্রেষ্ঠ পুলস্ত্যকে দেখিতে পাইলেন।১৬

তখন উগ্রতপা পুলস্ত্য আপন তেজে যেন জ্বলিতেছিলেন, এই অবস্থায় তাঁহাকে দেখিয়া ভীষ্ম অনুপম আনন্দ লাভ করিলেন এবং অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন।১৭

ভরতনন্দন মহারাজ! ক্রমে পুলস্ত্য আসিয়া উপস্থিত হইলে, ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম শাস্ত্রীয় নিয়ম অনুসারে তাঁহার পূজা করিলেন।১৮

পবিত্র ও একাগ্রচিত্ত ভীষ্ম মস্তকে অর্ঘ্য লইয়া সেই ব্রহ্মর্ষিশ্রেষ্ঠের নিকটে আপনার নাম কীর্ত্তন করিলেন (এবং বলিলেন)।১৯

হে সুব্রত! আপনার মঙ্গল হউক, আমি আপনার দাস ভীষ্ম; আজ আপনার দর্শনেই আমি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইলাম।২০

মহারাজ যুধিষ্ঠির! এই কথা বলিয়া ধার্ম্মিকগণশ্রেষ্ঠ ও সংযতবাক্ ভীষ্ম কৃতাঞ্জলি ও মৌনী হইয়া রহিলেন।২১

তদনন্তর কুরুকুলশ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে নিয়ম, ব্রত, বেদপাঠ ও বেদোক্তকর্ম্মের অনুষ্ঠানে ক্ষীণশরীর দেখিয়া পুলস্ত্যমুনি সন্তুষ্ট হইলেন।২২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে
পার্থ-নারদসংবাদ বিষয়ক একাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৮১

দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্মেণ জিজ্ঞাসিতস্য পুলস্ত্যস্য বিভিন্নতীর্থযাত্রামাহাত্ম্যবর্ণনম্।]

পুলস্ত্য উবাচ।

অনেন তব ধর্ম্মজ্ঞ প্রশ্রয়েণ দমেন চ।
সত্যেন চ মহাভাগ তুষ্টোঽস্মি তব সুব্রত ॥১

যস্যেদৃশস্তে ধর্ম্মোঽয়ং পিতৃভক্ত্যাশ্রিতোঽনঘ।
তেন পশ্যসি মাং পুত্র প্রীতিশ্চাপি মম ত্বয়ি ॥২

অমোঘদর্শী ভীষ্মাহং ব্রূহি কিং করবাণি তে।
যদ্ বক্ষ্যসি কুরুশ্রেষ্ঠ তস্য দাতাস্মি তেঽনঘ ॥৩

ভীষ্ম উবাচ।

প্রীতে ত্বয়ি মহাভাগ সর্বলোকাভিপূজিতে।
কৃতমেতাবতা মন্যে যদহং দৃষ্টবান্ প্রভুম্ ॥৪

যদি ত্বহমনুগ্রাহ্যস্তব ধর্ম্মভৃতাং বর।
প্রক্ষ্যামি কৃৎস্নং সন্দেহং তং মে ত্বং ছেত্তুমর্হসি ॥৫

অস্তি মে ভগবন্! কশ্চিত্তীর্থেভ্যো ধর্মসংশয়ঃ।
তমহং শ্রোতুমিচ্ছামি পৃথক্ সঙ্কীর্ত্তিতং ত্বয়া ॥৬

প্রদক্ষিণাং যঃ পৃথিবীং করোত্যমরসন্নিভ।
কিং ফলং তস্য বিপ্রর্ষে তন্মে ব্রূহি তপোধন ॥৭

পুলস্ত্য উবাচ

হন্ত তে কথয়িষ্যামি যদৃষীণাং পরায়ণম্।
তদেকাগ্রমনাস্তাত শৃণু তীর্থেষু যৎ ফলম্ ॥৮

যস্য হস্তৌ চ পাদৌ চ মনশ্চৈব সুসংযতম্।
বিদ্যা তপশ্চ কীর্ত্তিশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে ॥৯

প্রতিগ্রহাদপাবৃত্তঃ সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অহঙ্কারনিবৃত্তিশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে ॥১০

দ্ব্যশীতিতম অধ্যায়।

[ভীষ্মকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া পুলস্ত্যের বিভিন্ন তীর্থযাত্রার মাহাত্ম্যবর্ণন।]

পুলস্ত্য বলিলেন,—হে ধর্ম্মজ্ঞ! মহাভাগ! ব্রতপরায়ণ! তোমার এই বিনয়, ইন্দ্রিয়দমন এবং সত্যপালনে আমি তোমার উপরে সন্তুষ্ট হইয়াছি।১

হে নিষ্পাপ পুত্র! যেইহেতু তোমার এইরূপ পিতৃভক্তিসংশ্রিত ধর্ম্ম রহিয়াছে, সেই হেতুই তুমি আমাকে দেখিতেছ এবং তোমার উপরে আমার প্রীতি জন্মিয়াছে।২

হে নিষ্পাপ কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম! আমার দর্শন অব্যর্থ; অতএব বল—আমি তোমার কি করিব? তুমি যাহা বলিবে, তাহাই আমি তোমাকে দান করিব।৩

ভীষ্ম বলিলেন,—মহাভাগ! আপনি সমস্ত জগতে পূজিত; সুতরাং আপনি যে সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং আমি যে আপনাকে দেখিতে পাইয়াছি, ইহাতেই আমার সব কিছুই করা হইয়াছে।৪

হে ধার্ম্মিকগণশ্রেষ্ঠ! আমি যদি আপনার অনুগ্রহের যোগ্য হইয়া থাকি, তাহা হইলে আমি সমস্ত সন্দেহ বলিব, আপনি তাহা দূর করুন।৫

ভগবন্! তীর্থধর্ম্মবিষয়ে আমার কোন কোন সন্দেহ আছে, আপনি তাহার পৃথক্ পৃথক্ভাবে সমাধান করুন, আমি উহা শুনিতে ইচ্ছা করি।৬

দেবতুল্য তপোধন! যে লোক তীর্থসেবার উদ্দেশ্যে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে, তাহার কি ফল হয়, তাহা আপনি আমার নিকট বলুন।৭

পুলস্ত্য বলিলেন,—তীর্থযাত্রা ঋষিদিগেরও পরম আশ্রয়ণীয়। আমি সেই বিষয়ে তোমার নিকট বলিব। বৎস! তীর্থকার্য্যে যে ফল হয়, তাহা তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর।৮

যাহার হস্তযুগল, চরণযুগল ও মন অত্যন্ত সংযত থাকে এবং বিদ্যা, তপস্যা ও কীর্ত্তি থাকে, সেই লোকই তীর্থের ফল লাভ করে।৯

অকল্ককো নিরারম্ভো লঘ্বাহারো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিমুক্তঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ স তীর্থফলমশ্নুতে ॥১১
অক্রোধনশ্চ রাজেন্দ্র সত্যশীলো দৃঢ়ব্রতঃ।
আত্মোপমশ্চ ভূতেষু স তীর্থফলমশ্নুতে ॥১২
ঋষিভিঃ ক্রতবঃ প্রোক্তা বেদেষ্বপি যথাক্রমম্।
ফলঞ্চৈব যথাতত্ত্বং প্রেতং চেহ চ সর্ব্বশঃ ॥১৩
ন তে শক্যা দরিদ্রেণ যজ্ঞাঃ প্রাপ্তুং মহীপতে।
বহূপকরণা যজ্ঞা নানাসম্ভারবিস্তরাঃ ॥১৪
প্রাপ্যন্তে পার্থিবৈরেতে সমৃদ্ধৈর্বা নরৈঃ ক্বচিৎ।
নার্থন্যূনৈর্নাবগণৈরেকাত্মভিরসাধনৈঃ ॥১৫
যো দরিদ্রৈরপি বিধিঃ শক্যঃ প্রাপ্তুং নরেশ্বর।
তুল্যো যজ্ঞফলৈঃ পুণ্যৈস্তন্নিবোধ যুধাং বর ॥১৬
ঋষীণাং পরমং গুহ্যমিদং ভরতসত্তম।
তীর্থাভিগমনং পুণ্যং যজ্ঞৈরপি বিশিষ্যতে ॥১৭
অনুপোষ্য ত্রিরাত্রাণি তীর্থান্যনভিগম্য চ।
অদত্ত্বা কাঞ্চনং গাশ্চ দরিদ্রো নাম জায়তে ॥১৮
অগ্নিষ্টোমাদিভির্যজ্ঞৈরিষ্ট্বা বিপুলদক্ষিণৈঃ।
ন তৎ ফলমবাপ্নোন্তি তীর্থাভিগমনেন যৎ ॥১৯
নৃলোকে দেবদেবস্য তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্।
পুষ্করং তীর্থমাসাদ্য দেবদেবসমো ভবেৎ ॥২০

যে ব্যক্তি কোন প্রকার প্রতিগ্রহ করে না, যে কোন বস্তু দ্বারা সদা সন্তুষ্ট হয় এবং অহঙ্কারশূন্য থাকে, সেই ব্যক্তিই তীর্থের ফল লাভ করে।১০

যে ব্যক্তি কপটতা বা দম্ভাদিদোষশূন্য, কর্ত্তৃত্বের অভিমানহীন, অল্প আহার করে, জিতেন্দ্রিয় হয় এবং সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত থাকে, সেই ব্যক্তিই তীর্থের ফল লাভ করে।১১

হে রাজশ্রেষ্ঠ! যে লোক ক্রোধশূন্য, সত্যপরায়ণ, দৃঢ়ভাবে ব্রতনিষ্ঠ এবং সকল প্রাণীর প্রতিই নিজের মত ব্যবহার করে, সেই লোকই তীর্থের ফল লাভ করে।১২

ঋষিগণ যজ্ঞসমূহের কথা বলিয়াছেন, বেদেও যথাক্রমে যজ্ঞের কথা রহিয়াছে এবং ঋষিগণ ও বেদসমূহ ইহলোকে ও পরলোকে যজ্ঞের সর্ব্বপ্রকার ফলের কথা বলিয়াছেন।১৩

ভূপতে! কিন্তু দরিদ্রগণ সে যজ্ঞ করিতে সমর্থ হয় না; কারণ, যজ্ঞে বহুতর উপকরণের প্রয়োজন এবং নানাবিধ বস্তুর আবশ্যকতা আছে।১৪

অতএব রাজারাই যজ্ঞ করিতে পারেন এবং ধনী লোকেরাও বা কখন কখনও উহা অনুষ্ঠান করিতে পারেন; কিন্তু যাহারা অল্পধনবিশিষ্ট, সৎ-পরিজনহীন, নিঃসহায় (একক) দ্রব্যসম্ভারশূন্য এবং সাধনারহিত, তাহারা পারে না।১৫

যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ নরপতে! সুতরাং দরিদ্রেরাও যে কার্য্য করিতে সমর্থ হয় এবং যে কার্য্য যজ্ঞের তুল্যই ফল জন্মায়, তাহা তুমি শ্রবণ কর।১৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই পুণ্যজনক তীর্থপর্য্যটন-কর্ম যজ্ঞ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট এবং ঋষিদের নিকটও পর গোপনীয় রহস্য।১৭

যে ব্যক্তি স্বর্ণদান ও গো-দান না করিয়া থাকে, তীর্থে তিন দিন উপবাস না করে এবং তীর্থ গমন না করে, সেই ব্যক্তিই পরজন্মে দরিদ্র হয়।১৮

মানুষ তীর্থগমনে যে ফল লাভ করে, প্রচু দক্ষিণাযুক্ত অগ্নিষ্টোমপ্রভৃতি যজ্ঞ করিয়াও সে ফ লাভ করিতে সমর্থ হয় না।১৯

মনুষ্যলোকে দেবাধিদেব ব্রহ্মার ত্রিভুবনবিখ্যা তীর্থ, যাহা পুষ্কর নামে প্রসিদ্ধ; মানুষ সেই তীর্ যাইয়া দেবদেব ব্রহ্মার তুল্য হয়।২০

দশকোটিসহস্রাণি তীর্থানাং বৈ মহামতে ।
সান্নিধ্যং পুষ্করে চৈষাং ত্রিসন্ধ্যং কুরুনন্দন ॥২১

আদিত্যা বসবো রুদ্রাঃ সাধ্যাশ্চ সমরুদ্‌গণাঃ ।
গন্ধর্বাপ্সরসশ্চৈব তত্র সন্নিহিতা বিভো ॥২২

যত্র দেবাস্তপস্তপ্ত্বা দৈত্যা ব্রহ্মর্ষয়স্তথা ।
দিব্যযোগা মহারাজ পুণ্যেন মহতান্বিতাঃ ॥২৩

মনসাঽভ্যেতুকামস্য পুষ্করাণি মনস্বিনঃ ।
পূয়ন্তে সর্বপাপানি নাকপৃষ্ঠে চ পূজ্যতে ॥২৪

অস্মিংস্তীর্থে মহারাজ নিত্যমেব পিতামহঃ ।
উবাস পরমপ্রীতো ভগবান্ কমলাসনঃ ॥২৫

পুষ্করেষু মহাভাগ দেবাঃ সর্ষিগণাঃ পুরা ।
সিদ্ধিং পরমিকাং প্রাপ্তাঃ পুণ্যেন মহতান্বিতাঃ ॥২৬

হে মহামতে কুরুনন্দন! কারণ, পুষ্করতীর্থে তিন সন্ধ্যায়ই শাস্ত্রোক্ত দশসহস্রকোটি তীর্থ সন্নিহিত থাকেন।২১

হে বিভো। আদিত্য, বসু, রুদ্র, সাধ্য, অন্যান্য দেবতা, গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ সর্ব্বদাই পুষ্করতীর্থে সন্নিহিত থাকেন।২২

মহারাজ। দেব, দৈত্য ও ব্রহ্মর্ষিগণ যে পুষ্করতীর্থে তপস্যা করিয়া অলৌকিক শক্তিশালী ও মহাপুণ্যশালী হইয়াছেন।২৩

যে মনস্বী মনে মনেও পুষ্করতীর্থে যাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারও সকল পাপ নষ্ট হয় এবং তিনি—স্বর্গলোকে পূজিত হন।২৪

হে মহারাজ। ভগবান্ পদ্মাসন ব্রহ্মা অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া সর্ব্বদাই এই পুষ্করতীর্থে বাস করেন।২৫

মহাভাগ। পূর্বকালে ঋষিগণের সহিত দেবগণ এই পুরষ্কতীর্থেই মহাপুণ্যশালী হইয়া পরম সিদ্ধি লাভ কারয়াছিলেন।২৬

তত্রাভিষেকং যঃ কুর্য্যাৎ পিতৃদেবার্চনে রতঃ ।
সোঽশ্বমেধমবাপ্নোতি ব্রহ্মলোকে চ পূজ্যতে ॥২৭

অপ্যেকং ভোজয়েদ্ বিপ্রং পুষ্করারণ্যমাশ্রিতঃ ।
তেনাসৌ কর্মণা ভীষ্ম প্রেত্য চেহ চ মোদতে ॥২৮

শাকৈর্মূলৈঃ ফলৈর্বাপি যেন বর্ত্তয়তে স্বয়ম্ ।
তদ্ বৈ দদ্যাদ্ ব্রাহ্মণায় শ্রদ্ধাবাননসূয়কঃ ॥
তেনৈব প্রাপ্নুয়াৎ প্রাজ্ঞো হয়মেধফলং নরঃ ॥২৯

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা বা রাজসত্তম ।
ন বৈ যোনৌ প্রজায়ন্তে স্নাতাস্তীর্থে মহাত্মনঃ ॥৩০

কার্ত্তিকীন্তু বিশেষেণ যোঽভিগচ্ছতি পুষ্করম্ ।
প্রাপ্নুয়াৎ স নরো লোকান্ ব্রহ্মণঃ
সদনেঽক্ষয়ান্ ॥৩১

অতএব যে ব্যক্তি পিতৃগণ ও দেবগণের পূজায় ব্যাপৃত থাকিয়া সেই পুষ্করতীর্থে স্নান করেন, তিনি অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ করেন এবং ব্রহ্মলোকে পূজিত হন।২৭

ভীষ্ম। যে লোক পুষ্করবনে থাকিয়া একটীমাত্র ব্রাহ্মণকেও ভোজন করান, তিনি সেই কার্য্যদ্বারাই ইহলোক ও পরলোকে আনন্দভাগী হন।২৮

বিবেকী মানুষ ফল, মূল, শাক কিংবা অন্য যে কোন বস্তুদ্বারা নিজে জীবন ধারণ করেন, তাহাই অসূয়া না করিয়া শ্রদ্ধাপূর্বক ব্রাহ্মণকে দান করিবেন; তিনি তাহাতেই অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল পাইবেন।২৯

ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র কিংবা অন্য যে কোন জাতি মহাত্মা ব্রহ্মার তীর্থ পুষ্করে স্নান করিয়া আর যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন না।৩০

বিশেষতঃ যে ব্যক্তি কার্ত্তিকমাসের পূর্ণিমাতে পুষ্করতীর্থে গমন করেন, সেই ব্যক্তি ব্রহ্মলোকে অক্ষয় বন্ধুজন লাভ করেন।৩১

সায়ং প্রাতঃ স্মরেদ্ যস্তু পুষ্করাণি কৃতাঞ্জলিঃ ।
উপস্পৃষ্টং ভবেত্তেন সর্ব্বতীর্থেষু ভারত ॥৩২
জন্মপ্রভৃতি যৎ পাপং স্ত্রিয়া বা পুরুষস্য বা ।
পুষ্করে স্নাতমাত্রস্য সর্বমেব প্রণশ্যতি ॥৩৩
যথা সুরাণাং সর্বেষামাদিস্তু মধুসূদনঃ ।
তথৈব পুষ্করং রাজন্ তীর্থানামাদিরুচ্যতে ॥৩৪
উষ্য দ্বাদশ বর্ষাণি পুষ্করে নিয়তঃ শুচিঃ ।
ক্রতূন্ সর্বানবাপ্নোতি ব্রহ্মলোকে স গচ্ছতি ॥৩৫
যস্তু বর্ষশতং পূর্ণমগ্নিহোত্রমুপাসতে ।
কার্ত্তিকীং বা বসেদেকাং পুষ্করে সমমেব তৎ ॥৩৬
দুষ্করং পুষ্করং গন্তুং দুষ্করং পুষ্করে তপঃ ।
দুষ্করং পুষ্করে দানং বস্তুঞ্চৈব সুদুষ্করম্ ॥৩৭

উষ্য দ্বাদশরাত্রন্তু নিয়তো নিয়তাশনঃ ।
প্রদক্ষিণমুপাবৃত্তো জম্বূমার্গং সমাবিশেৎ ॥৩৮
জম্বূমার্গং সমাবিশ্য দেবর্ষি-পিতৃসেবিতম্ ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি বিষ্ণুলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥৩৯
তত্রোষ্য রজনীঃ পঞ্চ পূতাত্মা জায়তে নরঃ ।
ন দুর্গতিমবাপ্নোতি সিদ্ধিং প্রাপ্নোতি চোত্তমাম্ ॥৪০
জম্বূমার্গাদুপাবৃত্তো গচ্ছেত্তন্দুলিকাশ্রমম্ ।
ন দুর্গতিমবাপ্নোতি ব্রহ্মলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥৪১
আগস্ত্যং সর আসাদ্য পিতৃদেবার্চ্চনে রতঃ ।
ত্রিরাত্রোপোষিতো রাজন্নগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥৪২
শাকবৃত্তিঃ ফলৈর্বাপি কৌমারং বিন্দতে পদম্ ।
কণ্বাশ্রমং ততো গচ্ছেৎ শ্রীজুষ্টং লোকপূজিতম্ ॥৪৩

ভরতনন্দন ! যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে কৃতাঞ্জলি হইয়া পুষ্করতীর্থ স্মরণ করেন, তাঁহার সমস্ত তীর্থেই স্নান করার ফল লাভ হয় ।৩২

স্ত্রীলোকের বা পুরুষের জন্ম হইতে যে পাপ সঞ্চিত হয়, পুষ্করে স্নান করিবামাত্র তাহাদের তৎ সমস্ত পাপই নষ্ট হয় ।৩৩

রাজন্ ! যেমন নারায়ণ সমস্ত দেবতার আদি, পুষ্করতীর্থও তেমনই সমস্ত তীর্থের আদি বলিয়া কথিত হন ।৩৪

মানুষ পবিত্র ও একাহারাদিনিয়মযুক্ত হইয়া বার বৎসর পুষ্করতীর্থে বাস করত সমস্ত যজ্ঞের ফল লাভ করে এবং ব্রহ্মলোকে গমন করে ।৩৫

যে ব্যক্তি পূর্ণ একশত বৎসরপর্য্যন্ত অগ্নিহোত্রযাগ করে, কিংবা একমাত্র কার্ত্তিকমাসের পূর্ণিমাতে পুষ্করতীর্থে বাস করে, সেই উভয় কার্য্যেরই তাহার সমান ফললাভ হয় ।৩৬

পুষ্করে গমন করা অত্যন্ত দুর্লভ, পুষ্করে তপস্যা করা দুষ্কর, পুষ্করে দান করা দুষ্কর, আর পুষ্করে বাস করাও অতিদুষ্কর ।৩৭

নিরামিষ একাহারাদিনিয়মযুক্ত হইয়া বার দিন পুষ্করে বাস করত, তৎপরে পুষ্করতীর্থকে প্রদক্ষিণ করিয়া জম্বূমার্গতীর্থে গমন করিবে ।৩৮

দেব, ঋষি ও পিতৃগণসেবিত জম্বূমার্গতীর্থে যাইয়া মানুষ অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ করে এবং বিষ্ণুলোকে গমন করে ।৩৯

মানুষ সেই জম্বূমার্গতীর্থে পাঁচ রাত্রি বাস করিয়া পবিত্রচিত্ত হয়, দুর্গতি ভোগ করে না এবং উত্তম সিদ্ধি লাভ করে ।৪০

জম্বূমার্গ হইতে নির্গত হইয়া তন্দুলিকাশ্রমতীর্থে গমন করিবে ; তাহা হইলে সেই ব্যক্তি দুর্গতিভোগ করিবে না, পরন্তু ব্রহ্মলোকে যাইবে ।৪১

মানুষ অগস্ত্যসরোবরে গমন করত পিতৃপূজা ও দেবপূজায় নিরত থাকিয়া এবং ত্রিরাত্র উপবাসে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করিবে ।৪২

সেখানে শাক ও ফলমাত্র ভোজন করিয়া রহিলে কার্ত্তিকেয়ের পদ লাভ হয় । তাহার পরে শোভাযুক্ত ও জগৎপূজিত হইয়া মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে যাইবে ।৪৩

ধর্মারণ্যং হি তৎ পুণ্যমাদ্যঞ্চ ভরতর্ষভ ।
যত্র প্রবিষ্টমাত্রো বৈ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৪৪
অর্চ্চয়িত্বা পিতৄন্ দেবান্ নিয়তো নিয়তাশনঃ ।
সর্ব্বকামসমৃদ্ধস্য যজ্ঞস্য ফলমশ্নুতে ॥৪৫
প্রদক্ষিণং ততঃ কৃত্বা যযাতিপতনং ব্রজেৎ ।
হয়মেধস্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি তত্র বৈ ॥৪৬
মহাকালং ততো গচ্ছেন্নিয়তো নিয়তাশনঃ ।
কোটিতীর্থ উপস্পৃশ্য হয়মেধফলং লভেৎ ॥৪৭
ততো গচ্ছেত ধর্মজ্ঞঃ খ্যাতং তীর্থমুমাপতেঃ ।
নাম্না ভদ্রবটং নাম ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্ ॥৪৮
তত্রাভিগম্য চেশানং গোসহস্রফলং লভেৎ ।
মহাদেবপ্রসাদাচ্চ গাণপত্যঞ্চ বিন্দতি ॥
সমৃদ্ধমসপত্নঞ্চ শ্রিয়া যুক্তং নরোত্তমঃ ॥৪৯

নর্মদান্তু সমাসাদ্য নদীং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতাম্ ।
তর্পয়িত্বা পিতৄন্ দেবানগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥৫০
দক্ষিণং সিন্ধুমাসাদ্য ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
অগ্নিষ্টোমমবাপ্নোতি বিমানঞ্চাধিরোহতি ॥৫১
চর্ম্মণ্বতীং সমাসাদ্য নিয়তো নিয়তাশনঃ ।
রন্তিদেবাভ্যনুজ্ঞাতমগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥৫২
ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ হিমবৎসুতমর্বুদম্ ।
পৃথিব্যাং যত্র বৈ ছিদ্রং পূর্ব্বমাসীদ্ যুধিষ্ঠির ॥৫৩
তত্রাশ্রমো বশিষ্ঠস্য ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ ।
তত্রোষ্য রজনীমেকাং গোসহস্রফলং লভেৎ ॥৫৪
পিঙ্গতীর্থ উপস্পৃশ্য ব্রহ্মচারী নরাধিপ ।
কপিলানাং নরব্যাঘ্র শতস্য ফলমশ্নুতে ॥৫৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই কণ্বাশ্রম ধর্ম্মারণ্য, পবিত্র এবং আদিম তীর্থ ; যেখানে প্রবেশ করিবামাত্রই মানুষ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয় ।৪৪

মানুষ সেখানে নিরামিষ একাহারাদিনিয়মযুক্ত হইয়া পিতৃগণ ও দেবগণের অর্চ্চনা করত সর্বাঙ্গসম্পন্ন যজ্ঞের ফল লাভ করে ।৪৫

তদনন্তর কণ্বাশ্রমকে প্রদক্ষিণ করিয়া যযাতিপতননামক তীর্থে যাইবে ; তাহা হইলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ করিবে ।৪৬

তৎপরে সেখান হইতে মহাকাল তীর্থে গমন করিবে এবং সেখানে নিরামিষ একাহারাদিনিয়মযুক্ত হইয়া তত্রত্য কোটিতীর্থে স্নান করত অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ করিবে ।৪৭

তাহার পর ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তি শিবের তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ ত্রিভুবনবিখ্যাত ভদ্রবটনামক তীর্থে গমন করিবে ।৪৮

নরশ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি সেখানে গমন করত শিবের পূজা করিয়া সহস্র-গোদানের ফল লাভ করিবে এবং শিবের অনুগ্রহে সমৃদ্ধিযুক্ত, শত্রুশূন্য এবং শোভাসম্পন্ন রাজত্ব লাভ করিবে ।৪৯

তদনন্তর ত্রিভুবনবিখ্যাত নর্ম্মদানদীতে যাইয়া পিতৃশ্রাদ্ধ ও দেবতাপূজা করত অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফল লাভ করিবে ।৫০

তৎপরে দক্ষিণসিন্ধুতীর্থে গমন পূর্ব্বক ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় থাকিয়া (স্নানশ্রাদ্ধাদি করিয়া) অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফললাভ করিবে এবং অন্তিমে দেবপ্রেরিত বিমানে আরোহণ করিবে ।৫১

তাহার পর চর্ম্মণ্বতীনদীতে গমন করত নিরামিষ একাহারাদিনিয়মযুক্ত থাকিয়া রন্তিদেবের অনুমতিক্রমে অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফললাভ করিবে ।৫২

ধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির ! তাহার পর পূর্বে যেখানে ভূতলে গর্ত্ত ছিল, সেই হিমালয়জাত অর্বুদনামক পর্ব্বতে গমন করিবে ।৫৩

সেখামে ত্রিভুবনবিখ্যাত বশিষ্ঠাশ্রম রহিয়াছে। সেই স্থানে একরাত্রি বাস করিয়া সহস্রগোদানের ফল লাভ করিবে ।৫৪

ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র প্রভাসং তীর্থমুত্তমম্ ।
যত্র সন্নিহিতো নিত্যং স্বয়মেব হুতাশনঃ ॥৫৬
দেবতানাং মুখং বীর জ্বলনোঽনিলসারথিঃ ।
তস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা শুচিঃ প্রয়তমানসঃ ॥
অগ্নিষ্টোমাতিরাত্রাভ্যাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ॥৫৭
ততো গত্বা সরস্বত্যাঃ সাগরস্য চ সঙ্গমম্ ।
গোসহস্রফলং তস্য স্বর্গলোকঞ্চ বিন্দতি ॥৫৮
তীর্থে সলিলরাজস্য স্নাত্বা প্রয়তমানসঃ ।
ত্রিরাত্রমুষিতস্তত্র তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ ॥৫৯
প্রভাসতে যথা সোমঃ সোঽশ্বমেধঞ্চ বিন্দতি ।
বরদানং ততো গচ্ছেত্তীর্থং ভরতসত্তম ॥৬০

নরশ্রেষ্ঠ রাজন্। তৎপরে ব্রহ্মচারী থাকিয়া পিঙ্গনামক তীর্থে স্নান করত শত কপিলাধেনুদানের ফল লাভ করিবে।৫৫

হে বীর! হে রাজশ্রেষ্ঠ। তাহার পর উত্তম প্রভাসতীর্থে গমন করিবে; যেখানে দেবগণের মুখস্বরূপ, বায়ু-সারথি ও জ্বলিতমূর্ত্তি স্বয়ং অগ্নিদেব সর্ব্বদাই সন্নিহিত রহিয়াছেন।৫৬

মানুষ পবিত্র ও সংযতচিত্ত হইয়া সেই প্রভাসতীর্থে স্নান করত অগ্নিষ্টোমযজ্ঞ ও অতিরাত্রযজ্ঞের ফললাভ করিবে।৫৭

তদনন্তর সরস্বতীনদী ও সমুদ্রের সঙ্গমে যাইয়া স্নান করিবে; তাহা হইলে তাহার সহস্রগোদানের ফললাভ হইবে এবং সে স্বর্গলাভ করিবে।৫৮

মানুষ সংযতচিত্ত হইয়া সরস্বতীসাগর-সঙ্গমে স্নান করত এবং সেখানে তিন দিন বাস করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ ও দেবপূজা করিবে।৫৯

সেরূপ করিলে মানুষ চন্দ্রের ন্যায় কান্তিমান্ হইবে এবং অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভ করিবে। ভরতশ্রেষ্ঠ। তাহার পর বরদানতীর্থে যাইবে।৬০

বিষ্ণোদুর্বাসসা যত্র বরো দত্তো যুধিষ্ঠির ।
বরদানে নরঃ স্নাত্বা গোসহস্রফলং লভেৎ ॥৬১
ততো দ্বারবতীং গচ্ছেন্নিয়তো নিয়তাশনঃ ।
পিণ্ডারকে নরঃ স্নাত্বা লভেদ্ বহুসুবর্ণকম্ ॥৬২
তস্মিংস্তীর্থে মহাভাগ পদ্মলক্ষণলক্ষিতাঃ ।
অদ্যাপি মুদ্রা দৃশ্যন্তে তদদ্ভুতমরিন্দম ॥৬৩
ত্রিশূলাঙ্কানি পদ্মানি দৃশ্যন্তে কুরুনন্দন ।
মহাদেবস্য সান্নিধ্যং তত্র বৈ পুরুষর্ষভ ॥৬৪
সাগরস্য চ সিন্ধোশ্চ সঙ্গমং প্রাপ্য ভারত ।
তীর্থে সলিলরাজস্য স্নাত্বা প্রযতমানসঃ ॥৬৫
তর্পয়িত্বা পিতৄন্ দেবানৃষীংশ্চ ভরতর্ষভ ।
প্রাপ্নোষি বারুণং লোকং দীপ্যমানঃ স্বতেজসা॥৬৬

যুধিষ্ঠির! যেখানে দুর্ব্বাসামুনি বিষ্ণুকে বরদান করিয়াছিলেন, সেই বরদানতীর্থে স্নান করিয়া মানুষ সহস্রগোদানের ফললাভ করে।৬১

তাহার পর দ্বারকাতীর্থে গমন করিবে। নিরামিষ একাহারাদিনিয়মযুক্ত হইয়া তত্রত্য পিণ্ডারকতীর্থে স্নান করত মানুষ বহুসুবর্ণদানের ফললাভ করিবে।৬২

মহাভাগ অরিন্দম! অদ্যাপি সেই তীর্থে পদ্মচিহ্নে চিহ্নিত বহুতর স্বর্ণমুদ্রা দেখিতে পাওয়া যায়; তাহা অতি অদ্ভুতই বটে।৬৩

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ কুরুনন্দন! সেখানে ত্রিশূলচিহ্নে চিহ্নিত স্বর্ণপদ্মও দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং ঐ স্থানে মহাদেব সন্নিহিত আছেন।৬৪

ভরতনন্দন! তাহার পর সমুদ্র ও সিন্ধুনদীর সঙ্গমে যাইয়া বরুণতীর্থে স্নান করত সংযতচিত্তে পিতৃগণ, দেবগণ ও ঋষিগণের তর্পণ পূর্ব্বক আপন তেজে দীপ্তি পাইতে থাকিয়া বরুণলোকে গমন করিবে।৬৫-৬৬

শঙ্কুকর্ণেশ্বরং দেবমর্চ্চয়িত্বা যুধিষ্ঠির।
অশ্বমেধাদ্দশগুণং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥৬৭
প্রদক্ষিণমুপাবৃত্য গচ্ছেত ভরতর্ষভ।
তীর্থং কুরুবরশ্রেষ্ঠ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্ ॥৬৮
দমীতি নাম্না বিখ্যাতং সর্বপাপপ্রণাশনম্।
যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা উপাসন্তে মহেশ্বরম্ ॥৬৯
তত্র স্নাত্বাঽর্চ্চয়িত্বা চ রুদ্রং দেবগণৈর্বৃতম্।
জন্মপ্রভৃতি যৎ পাপং তৎ স্নাতস্য প্রণশ্যতি ॥৭০
দমী চাত্র নরশ্রেষ্ঠ সর্ব্বদেবৈরভিষ্টুতঃ।
তত্র স্নাত্বা নরশ্রেষ্ঠ হয়মেধমবাপ্নুয়াৎ ॥৭১
গত্বা যত্র মহাপ্রাজ্ঞ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
পুরা শৌচং কৃতং রাজন্ হত্বা দৈতেয়-দানবান্ ॥৭২
ততো গচ্ছেত ধর্মজ্ঞ বসুধারামভিষ্টুতাম্।
গমনাদেব তস্যাং হি হয়মেধমবাপ্নুয়াৎ ॥৭৩
স্নাত্বা কুরুবরশ্রেষ্ঠ প্রয়তাত্মা তু মানবঃ।
তর্পায়িত্বা পিতৄন্ দেবান্ বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥৭৪
তীর্থে চাত্র সরঃ পুণ্যং বসূনাং ভরতর্ষভ।
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ বসূনাং সম্মতো ভবেৎ ॥৭৫
সিন্ধূত্তমমিতি খ্যাতং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্।
তত্র স্নাত্বা নরশ্রেষ্ঠ লভেদ্ বহুসুবর্ণকম্ ॥৭৬
ভদ্রতুঙ্গং সমাসাদ্য শুচিঃ শীলসমন্বিতঃ।
ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি গতিঞ্চ পরমাং ব্রজেৎ ॥৭৭
কুমারিকাণাং শক্রস্য তীর্থং সিদ্ধনিষেবিতম্।
তত্র স্নাত্বা নরশ্রেষ্ঠ শক্রলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥৭৮

আর, তত্রত্য শঙ্কুকর্ণেশ্বরনামক শিবের পূজা করিয়া অশ্বমেধযজ্ঞের দশগুণ ফললাভ হয়, এই কথা জ্ঞানিগণ বলিয়া থাকেন।৬৭

ভরতবংশপ্রধান কুরুবরশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! সেই বারুণতীর্থ প্রদক্ষিণ করিয়া পরে ত্রিভুবনবিখ্যাত সর্ব্বপাপনাশক দমীনামে প্রসিদ্ধ তীর্থে গমন করিবে; যেখানে ব্রহ্মাদি দেবগণ শিবের উপাসনা করিয়া থাকেন।৬৮-৬৯

সেখানে স্নান করিয়া দেবগণবেষ্টিত শিবের পূজা করিলে, পূর্ব্ব জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া পর জন্ম পর্য্যন্ত যে পাপ থাকিবে, তাহাই নষ্ট হইয়া যাইবে।৭০

নরশ্রেষ্ঠ! সেখানে 'দমী'—নামে শিব আছেন, সমস্ত দেবতাবৃন্দ তাঁহার স্তব করেন। হে নরোত্তম! সেই স্থানে স্নান করিয়া অশ্বমেধযজ্ঞের ফল পাইবেন।৭১

মহাপ্রাজ্ঞ রাজন্! পূর্ব্বে প্রভাবশালী বিষ্ণু দৈত্যগণ ও দানবগণকে বধ করিয়া যেখানে যাইয়া পবিত্র হইয়াছিলেন।৭২

ধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির! তাহার পর মহর্ষিগণপ্রশংসিত বসুধারাতীর্থে গমন করিবে; সেখানে গমন করিবামাত্রই অশ্বমেধযজ্ঞের ফল পাইবে।৭৩

হে কৌরবশ্রেষ্ঠ! মানুষ সংযতচিত্ত হইয়া সেই বসুধারাতীর্থে ধনাদি দান পূর্ব্বক পিতৃগণ ও দেবগণের তর্পণ করিয়া বিষ্ণুলোকে প্রতিষ্ঠিত হয়।৭৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই বসুধারাতীর্থে বসুগণের একটী পবিত্র সরোবর আছে, তাহাতে স্নান করিয়া এবং তাহার জল পান করিয়া মানুষ বসুদেবতাগণের প্রীতিভাজন হয়।৭৫

নরশ্রেষ্ঠ! সেই বসুধারাতীর্থে 'সিন্ধূত্তম'—নামে সর্ব্বপাপনাশক আর একটী তীর্থ আছে, তাহাতে দান করিয়া বহুসুবর্ণদানের ফল লাভ করে।৭৬

তৎপরে ভদ্রতুঙ্গতীর্থে গমন করত পবিত্র ও সংযতচিত্ত হইয়া কার্য্য করিলে, ব্রহ্মলোকে যায় এবং তথা হইতে উত্তম গতি অর্থাৎ মুক্তিলাভ করে।৭৭

নরশ্রেষ্ঠ! 'শক্রকুমারিকা—' নামে সিদ্ধসেবিত একটী তীর্থ আছে, তাহাতে স্নান করিয়া মানুষ ইন্দ্রলোকে গমন করে।৭৮

রেণুকায়াশ্চ তত্রৈব তীর্থং সিদ্ধনিষেবিতম্।
তত্র স্নাত্বা ভবেদ্ বিপ্রো নির্মলশ্চন্দ্রমা যথা ॥৭৯
অথ পঞ্চনদং গত্বা নিয়তো নিয়তাশনঃ।
পঞ্চ যজ্ঞানবাপ্নোতি ক্রমশো যেঽনুকীর্ত্তিতাঃ ॥৮০
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ভীমায়াঃ স্থানমুত্তমম্।
অত্র স্নাত্বা চ যোন্যাং বৈ নরো ভরতসত্তম ॥৮১
দেব্যাঃ পুত্রো ভবেদ্ রাজন্ রত্নকুণ্ডলবিগ্রহঃ।
গবাং শতসহস্রস্য ফলঞ্চৈবাপ্নুয়ান্মহৎ ॥৮২
শ্রীকুণ্ডন্তু সমাসাদ্য ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্।
পিতামহং নমস্কৃত্য গোসহস্রফলং লভেৎ ॥৮৩
ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ বিমলং তীর্থমুত্তমম্।
অদ্যাপি যত্র দৃশ্যন্তে মৎস্যাঃ সৌবর্ণ-রাজতাঃ ॥৮৪

সেইখানেই সিদ্ধসেবিত রেণুকাতীর্থ নামে এক তীর্থ আছে, তাহাতে স্নান করিয়া মানুষ চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল হয়।৭৯

তাহার পর পঞ্চনদ তীর্থে গমন করত নিরামিষ একাহারিনিয়মে থাকিয়া—ক্রমিক যেগুলি বলা হইয়াছে, সেই পঞ্চযজ্ঞের ফল পাওয়া যায়।৮০

ভরতশ্রেষ্ঠ রাজেন্দ্র। তাহার পর উত্তম ভীমা-দেবীর স্থানে যাইবে এবং তত্রত্য যোনিতীর্থে স্নান করিয়া মানুষ রত্নকুণ্ডলধারী দেবীপুত্র হইবে, আর শতসহস্র গোদানের মহৎ ফল লাভ করিবে।৮১-৮২

ত্রিভূবনবিখ্যাত শ্রীকুণ্ডতীর্থে যাইয়া ব্রহ্মাকে নমস্কার করত সহস্র গোদানের ফল লাভ করিবে।৮৩

ধর্ম্মজ্ঞ। তাহার পর উত্তম বিমলতীর্থে গমন করিবে; যেখানে অদ্যাপি স্বর্ণবর্ণ ও রৌপ্যবর্ণ মৎস্যসকল দৃষ্টিগোচর হয়।৮৪

তত্র স্নাত্বা নরব্যাঘ্র বাজপেয়মবাপ্নুয়াৎ।
সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা গচ্ছেচ্চ পরমাং গতিম্ ॥৮৫
বিতস্তাঞ্চ সমাসাদ্য সন্তর্প্য পিতৃদেবতাঃ।
নরঃ ফলমবাপ্নোতি বাজপেয়স্য ভারত ॥৮৬
কাশ্মীরেষ্বেব নাগস্য ভবনং তক্ষকস্য চ।
বিতস্তাখ্যমিতি খ্যাতং সর্ব্বপাপপ্রমোচনম্ ॥৮৭
তত্র স্নাত্বা নরো নূনং বাজপেয়মবাপ্নুয়াৎ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা গচ্ছেচ্চ পরমাং গতিম্ ॥৮৮
ততো গচ্ছেত বড়বাং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতাম্।
পশ্চিমায়ান্তু সন্ধ্যায়ামুপস্পৃশ্য যথাবিধি ॥৮৯
চরুং সপ্তার্চ্চিষে রাজন্ যথাশক্তি নিবেদয়েৎ।
পিতৃণামক্ষয়ং দানং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥৯০

নরশ্রেষ্ঠ। সেই বিমলতীর্থে স্নান করিয়া বাজপেয়যজ্ঞের ফললাভ করিবে এবং সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া মুক্তিলাভ করিবে।৮৫

ভরতনন্দন। বিতস্তা নদীতে যাইয়া পিতৃগণ ও দেবগণের তর্পণ করত মানুষ বাজপেয়যজ্ঞের ফল লাভ করে।৮৬

কাশ্মীরদেশেই তক্ষকনাগের আশ্রয় বিতস্তাতীর্থ নামে এক বিখ্যাত তীর্থ আছে। সে তীর্থ সমস্ত পাপ নষ্ট করে।৮৭

সেই বিতস্তাতে স্নান করিয়া মানুষ নিশ্চয়ই বাজপেয়যজ্ঞের ফল লাভ করিবে এবং সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরম গতি লাভ করিবে।৮৮

রাজন্। তাহার পর ত্রিভুবনবিখ্যাত বড়বাতীর্থে গমন করিবে এবং সেখানে সায়ংকালে যথাবিধানে স্নান করিয়া শক্তি অনুসারে অগ্নিদেবকে চরু নিবেদন করিবে; আর সেখানে পিতৃলোকের উদ্দেশে দান করিলে তাহাতে অক্ষয় ফল হয়, এ কথা জ্ঞানীরা বলিয়া থাকেন।৮৯-৯০

ঋষয়ঃ পিতরো দেবা গন্ধর্বাপ্সরসাং গণাঃ।
গুহ্যকাঃ কিন্নরা যক্ষাঃ সিদ্ধা বিদ্যাধরা নরাঃ ॥৯১

রাক্ষসা দিতিজা রুদ্রা ব্রহ্মা চ মনুজাধিপ।
নিয়তঃ পরমাং দীক্ষামাস্থায়াব্দসহস্রকীম্ ॥৯২

বিষ্ণোঃ প্রসাদনং কুর্বংশ্চরুঞ্চ শ্রপয়ংস্তথা।
সপ্তভিঃ সপ্তভিশ্চৈব ঋগ্‌ভিস্তুষ্টাব কেশবম্ ॥৯৩

দদাবষ্টগুণৈশ্বর্য্যং তেষাং তুষ্টস্তু কেশবঃ।
যথাভিলষিতানন্যান্ কামান্ দত্ত্বা মহীপতে ॥৯৪

তত্রৈবান্তর্দধে দেবো বিদ্যুদভ্রেষু বৈ যথা।
নাম্না সপ্তচরুং তেন খ্যাতং লোকেষু ভারত ॥৯৫

গবাং শতসহস্রেণ রাজসূয়শতেন চ।
অশ্বমেধসহস্রেণ শ্রেয়ান্ সপ্তার্চ্চিষশ্চরুঃ ॥৯৬

ততো নিবৃত্তো রাজেন্দ্র রৌদ্রং পদমথাবিশেৎ।
অর্চ্চয়িত্বা মহাদেবমশ্বমেধফলং লভেৎ ॥৯৭

মণিমন্তং সমাসাদ্য ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
একরাত্রোষিতো রাজন্ অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥৯৮

অথ গচ্ছেত রাজেন্দ্র দেবিকাং লোকবিশ্রুতাম্।
প্রসূতির্যত্র বিপ্রাণাং শ্রূয়তে ভরতর্ষভ ॥৯৯

ত্রিশূলপাণেঃ স্থানঞ্চ যত্র লোকেষু বিশ্রুতম্।
দেবিকায়াং নরঃ স্নাত্বা সমভ্যর্চ্চ্য মহেশ্বরম্ ॥১০০

যথাশক্তি চরুং তত্র নিবেদ্য ভরতর্ষভ।
সর্বকামসমৃদ্ধস্য যজ্ঞস্য লভতে ফলম্ ॥১০১

কামাখ্যং তত্র রুদ্রস্য তীর্থং দেবনিষেবিতম্।
তত্র স্নাত্বা নরঃ ক্ষিপ্রং সিদ্ধিং প্রাপ্নোতি
ভারত ॥১০২

যজনং যাজনঞ্চৈব তথৈব ব্রহ্মবালুকম্।
পুষ্পাম্ভশ্চ উপস্পৃশ্য ন শোচেন্মরণং গতঃ ॥১০৩

ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, গন্ধর্বগণ, অপ্সরোগণ, গুহ্যকগণ, কিন্নরগণ, যক্ষগণ, সিদ্ধগণ, বিদ্যাধরগণ, মনুষ্যগণ, রাক্ষসগণ, দৈত্যগণ, রুদ্রগণ এবং ব্রহ্মা বিশেষনিয়মযুক্ত হইয়া বহুকালের জন্য বিশেষ সঙ্কল্প করত বিষ্ণুর প্রসন্নতার জন্য চরু পাক করিয়া সাত সাতটী মন্ত্রদ্বারা বিষ্ণুকে স্তুতি করিয়াছিলেন।৯১-৯৩

ইহাতে বিষ্ণু সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য দান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের আশানুরূপ অন্যান্য বর দান করিয়া মেঘে বিদ্যুতের ন্যায় সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইয়াছিলেন; তাহাতেই সেই স্থানটী ‘সপ্তচরু’-নামে জগতে বিখ্যাত হইয়াছে।৯৪-৯৫

লক্ষগোদান, শত রাজসূয়যজ্ঞ এবং সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞ অপেক্ষাও সেখানে অগ্নিকে চরুদান করা অধিক ফলজনক।৯৬

রাজশ্রেষ্ঠ। তাহার পর সে স্থান হইতে নির্গত হইয়া মহাদেবস্থানে গমন করিবে এবং সেখানে মহাদেবকে পূজা করিয়া অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ করিবে।৯৭

রাজন্। সেই মণিমান্ নামক মহাদেবের নিকটে ব্রহ্মচারী ও ধ্যানস্থ হইয়া একরাত্রি বাস করত অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফল লাভ করিবে।৯৮

রাজশ্রেষ্ঠ। তাহার পর জগদ্বিখ্যাত দেবিকাতীর্থে গমন করিবে। ভারতপ্রধান। যেখানে ব্রাহ্মণগণের প্রথম উৎপত্তি শুনা যায়।৯৯

যেখানে ত্রিভুবনবিখ্যাত শিবস্থান রহিয়াছে; সেই দেবিকানদীতে স্নান করিয়া শিবের পূজা এবং তাঁহাকে যথাশক্তি চরু নিবেদন করত মানুষ সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন যজ্ঞের ফল লাভ করে।১০০-১০১

সেই দেবিকাতে দেবসেবিত কামনামে শিবতীর্থ

অর্দ্ধযোজনবিস্তারাং পঞ্চযোজনমায়তাম্।
এতাবদ্দেবিকামাহুঃ পুণ্যাং দেবর্ষিসেবিতাম্ ॥১০৪

ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ দীর্ঘসত্রং যথাক্রমম্।
যত্র ব্রহ্মর্ষয়ো দেবাঃ সিদ্ধাশ্চ পরমর্ষয়ঃ।
দীর্ঘসত্রমুপাসন্তে দীক্ষিতা নিয়তব্রতাঃ ॥১০৫

গমনাদেব রাজেন্দ্র দীর্ঘসত্রমরিন্দম।
রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥১০৬

ততো বিনশনং গচ্ছেন্নিয়তো নিয়তাশনঃ।
গচ্ছত্যন্তর্হিতা যত্র মেরুপৃষ্ঠে সরস্বতী ॥১০৭

চমসে চ শিবোদ্ভেদে নাগোদ্ভেদে চ দৃশ্যতে।
স্নাত্বা চ চমসোদ্ভেদে অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥১০৮

শিবোদ্ভেদে নরঃ স্নাত্বা গোসহস্রফলং লভেৎ।
নাগোদ্ভেদে নরঃ স্নাত্বা নাগলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥১০৯
শশযানঞ্চ রাজেন্দ্র তীর্থমাসাদ্য দুর্লভম্।
শশরূপপ্রতিচ্ছন্নাঃ পুষ্করা যত্র ভারত ॥১১০
সরস্বত্যাং মহারাজ অনুসংবৎসরং হি তে।
দৃশ্যন্তে ভরতশ্রেষ্ঠ বৃত্তাং বৈ
কার্ত্তিকীং সদা ॥১১১
তত্র স্নাত্বা নরব্যাঘ্র দ্যোততে শশিবৎ সদা।
গোসহস্রফলঞ্চৈব প্রাপ্নুয়াদ্ভরতর্ষভ ॥১১২
কুমারকোটিমাসাদ্য নিয়তঃ কুরুনন্দন।
তত্রাভিষেকং কুর্ব্বীত পিতৃদেবার্চ্চনে রতঃ ॥১১৩
গবাময়নমাপ্নোতি কুলঞ্চৈব সমুদ্ধরেৎ।
ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ রুদ্রকোটিং সমাহিতঃ ॥১১৪

আছে; ভরতনন্দন! তাহাতে স্নান করিয়া মানুষ সত্বর সিদ্ধি লাভ করে।১০২

এই দেবিকাতে যজন, যাজন, ব্রহ্মবালুক ও পুষ্পাম্ভনামে চারিটী তীর্থ আছে, তাহাতে স্নান করিয়া মানুষ মৃত্যুর পর পরজন্মে শোকভাগী হয় না।১০৩

শাস্ত্রজ্ঞগণ বলেন,—এই দেবিকাতীর্থ বিস্তারে অর্দ্ধযোজন এবং দৈর্ঘ্যে পঞ্চযোজন, পবিত্র ও দেবর্ষিসেবিত।১০৪

ধর্ম্মজ্ঞ! তাহার পর যথাক্রমে দীর্ঘসত্রতীর্থে গমন করিবে; যেখানে ব্রহ্মর্ষিগণ, দেবগণ, সিদ্ধগণ, ও মহর্ষিগণ কৃতসঙ্কল্প ও নিয়মযুক্ত হইয়া দীর্ঘকাল যজ্ঞ করিয়া থাকেন।১০৫

অরিন্দম রাজশ্রেষ্ঠ! মানুষ দীর্ঘসত্রতীর্থে গমন করিয়াই রাজসূয় ও অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ করে।১০৬

তাহার পর নিরামিষ একভক্তাদিনিয়মযুক্ত হইয়া বিনশনতীর্থে গমন করিবে। যেখানে মেরুপৃষ্ঠে স্থিতা সরস্বতীনদী অদৃশ্যভাবে বহিতেছে।১০৭

কিন্তু চমস, শিবোদ্ভেদ ও নাগোদ্ভেদে এই সরস্বতীনদীকে দেখা যায়। সেই চমসোদ্ভেদে স্নান করিয়া অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করিবে।১০৮

মানুষ শিবোদ্ভেদে স্নান করিয়া সহস্রগোদানের ফল লাভ করিবে এবং নাগোদ্ভেদে স্নান করিয়া নাগলোকে গমন করিবে।১০৯

রাজশ্রেষ্ঠ! তাহার পর দুর্লভ শশযানতীর্থে গমন করিবে; ভরতনন্দন মহারাজ! যেখানে সেই সাগরপক্ষিগণ শশরূপ ধারণ করিয়া প্রতিবৎসর কার্ত্তিকী পূর্ণিমার দিন সরস্বতীনদীতে লোকের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে; সেই শশযানতীর্থে স্নান করিয়া সর্বদা চন্দ্রের ন্যায় কান্তিমান্ হইয়া থাকে এবং সহস্রগোদানের ফল লাভ করে।১১০-১১২

কুরুনন্দন! তাহার পর কোন নিয়মযুক্ত হইয়া কুমারকোটিতীর্থে যাইয়া স্নান করিবে এবং পিতৃদেবার্চ্চনে ব্যাপৃত হইবে।১১৩

তাহা হইলে সে লোক গবায়নযজ্ঞের ফল লাভ

পুরা যত্র মহারাজ মুনিকোটিঃ সমাগতা ।
হর্ষেণ মহতাবিষ্টা রুদ্রদর্শনকাঙ্ক্ষয়া ॥১১৫
অহং পূর্বমহং পূর্বং দ্রক্ষ্যামি বৃষভধ্বজম্ ।
এবং সম্প্রস্থিতা রাজন্নৃষয়ঃ কিল ভারত ॥১১৬
ততো যোগেশ্বরেণাপি যোগমাস্থায় ভূপতে ।
তেষাং মন্যুপ্রণাশার্থমৃষীণাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥১১৭
সৃষ্টা কোটীস্তি রুদ্রাণামৃষীণামগ্রতঃ স্থিতা ।
ময়া পূর্বতরং দৃষ্ট ইতি তে মেনিরে পৃথক্ ॥১১৮
তেষাং তুষ্টো মহাদেবো মুনীনাং ভাবিতাত্মনাম্ ।
ভক্ত্যা পরময়া রাজন্ বরং তেষাং প্রদিষ্টবান্ ॥
অদ্যপ্রভৃতি যুষ্মাকং ধর্ম্মবৃদ্ধির্ভবিষ্যতি ॥১১৯
তত্র স্নাত্বা নরব্যাঘ্র রুদ্রকোট্যাং নরঃ শুচিঃ ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি কুলঞ্চৈব সমুদ্ধরেৎ ॥১২০

ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র সঙ্গমং লোকবিশ্রুতম্ ।
সরস্বত্যা মহাপুণ্যং কেশবং সমুপাসতে ॥১২১
যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা ঋষয়ঃ সিদ্ধ-চারণাঃ ।
অভিগচ্ছন্তি রাজেন্দ্র চৈত্রশুক্লচতুর্দ্দশীম্ ॥১২২
তত্র স্নাত্বা নরব্যাঘ্র বিন্দেদ্ বহুসুবর্ণকম্ ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা ব্রহ্মলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥১২৩
ঋষীণাং যত্র সত্রাণি সমাপ্তানি নরাধিপ ।
সত্রাবসানমাসাদ্য গোসহস্রফলং লভেৎ ॥১২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রাপর্ব্বণি
তীর্থযাত্রায়াং দ্ব্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮২

করিবে এবং আত্মবংশ উদ্ধার করিতে পারিবে। তৎপরে সংযত হইয়া রুদ্রকোটিতীর্থে গমন করিবে।১১৪

মহারাজ। পূর্বকালে যে তীর্থে কোটিসংখ্যক মুনি রুদ্রকে দেখিবার ইচ্ছায় অত্যন্ত হর্ষাবিষ্ট হইয়া আসিয়াছিলেন।১১৫

ভরতনন্দন রাজন্। 'আমি আগে মহাদেবকে দেখিব, আমি আগে মহাদেবকে দেখিব' এইরূপ বলিতে থাকিয়া সেই ঋষিগণ যাইতে লাগিলেন।১১৬

রাজন্। তখন মহাদেবও যোগপ্রভাব অবলম্বন করিয়া, সেই বিশুদ্ধচিত্ত ঋষিদের দৈন্যনিবারণের জন্য তাঁহাদের প্রত্যেকের সম্মুখে (এক একটী হিসাবে) একেকোটি রুদ্র হইলেন; এই কারণে সেই ঋষিগণ প্রত্যেকেই 'আমি আগে দেখিয়াছি' এইরূপ ধারণা করিলেন।১১৭-১১৮

রাজন্। তৎপরে মহাদেব সেই বিশুদ্ধচিত্ত ঋষিদের পরম ভক্তিতে তাঁহাদের উপরে সন্তুষ্ট হইয়া এই বর দিলেন যে, 'আজ হইতে তোমাদের ধর্ম্মবৃদ্ধি হইবে'।১১৯

নরশ্রেষ্ঠ। মানুষ সেই রুদ্রকোটিতীর্থে স্নান করিয়া নিষ্পাপ হইবে, অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিবে এবং নিজ কুল উদ্ধার করিতেপারিবে।১২০

রাজশ্রেষ্ঠ! তাহার পর জগদ্বিখ্যাত মহাপুণ্য সরস্বতীসঙ্গমে গমন করিবে, যেখানে মুনিগণ নারায়ণের উপাসনা করিয়া থাকেন।১২১

রাজশ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মাদিদেবগণ, ঋষিগণ, সিদ্ধগণ ও চারণগণ চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষের চতুর্দ্দশী লক্ষ্য করিয়া যেখানে স্নান করিতে যাইয়া থাকেন।১২২

নরশ্রেষ্ঠ। সেই সরস্বতীসঙ্গমে স্নান করিয়া মানুষ বহুসুবর্ণদানের ফল পায় এবং সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে।১২৩

হে রাজন! যেখানে ঋষিগণের যজ্ঞ সমাপ্ত হইয়াছিল, সেই সত্রাবসানতীর্থে যাইয়া মানুষ সহস্রগোদানের ফল লাভ করে।১২৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে
তীর্থযাত্রাবিষয়ে দ্ব্যশীততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৮২

LIBRARY
No.............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[কুরুক্ষেত্রস্য সীমায়ামবস্থিতানেকতীর্থানাং মহত্ত্বকথনম্।]

পুলস্ত্য উবাচ।

ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র কুরুক্ষেত্রমভিষ্টুতম্।
পাপেভ্যো যত্র মুচ্যন্তে দর্শনাৎ সর্ব্বজন্তবঃ ॥১

কুরুক্ষেত্রং গমিষ্যামি কুরুক্ষেত্রে বসাম্যহম্।
য এবং সততং ব্রূয়াৎ সোঽপি পাপৈর্বিমুচ্যতে ॥২

পাংশবোঽপি কুরুক্ষেত্রে বায়ুনা সমুদীরিতাঃ।
অপি দুষ্কৃতকর্ম্মাণং নয়ন্তি পরমাং গতিম্ ॥৩

দক্ষিণেন সরস্বত্যা দৃষদ্বত্যুত্তরেণ চ।
যে বসন্তি কুরুক্ষেত্রে তে বসন্তি ত্রিপিষ্টপে ॥৪

তত্র মাসং বসেদ্ধীরঃ সরস্বত্যাং নরাধিপ।
যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা ঋষয়ঃ সিদ্ধ-চারণাঃ ॥৫

গন্ধর্বাপ্সরসো যক্ষাঃ পন্নগাশ্চ মহীপতে।
ব্রহ্মক্ষেত্রং মহাপুণ্যমভিগচ্ছন্তি ভারত ॥৬

মনসাঽপ্যভিকামস্য কুরুক্ষেত্রং যুধিষ্ঠির।
পাপানি বিপ্রণশ্যন্তি ব্রহ্মলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥৭

গত্বা হি শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ কুরুক্ষেত্রং কুরূদ্বহ।
ফলং প্রাপ্নোতি চ তদা রাজসূয়াশ্বমেধয়োঃ ॥৮

ততো মঙ্কণকং নাম দ্বারপালং মহাবলম্।
যক্ষং সমভিবাদ্যৈব গোসহস্রফলং লভেৎ ॥৯

ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ বিষ্ণোঃ স্থানমনুত্তমম্।
সততং নাম রাজেন্দ্র যত্র সন্নিহিতো হরিঃ ॥১০

ত্র্যশীতিতম অধ্যায়।

[কুরুক্ষেত্রের সীমায় স্থিত অনেক তীর্থের মহত্ত্ব-কথন।]

পুলস্ত্য বলিলেন,—রাজশ্রেষ্ঠ। তাহার পর সর্বতোভাবে প্রশংসিত কুরুক্ষেত্রে গমন করিবে; যেখানে দর্শনমাত্রেই সকল প্রাণী পাপ হইতে মুক্ত হয়।১

'আমি কুরুক্ষেত্রে যাইব এবং কুরুক্ষেত্রে বাস করিব' এইরূপ যে সর্ব্বদা বলে, সে-ও সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়।২

কুরুক্ষেত্রের ধূলিগুলিও বায়ুকর্ত্তৃক সঞ্চালিত হইয়া পাপিষ্ঠলোকের দেহ পতিত হইলে, তাহার উত্তম গতি সম্পাদন করে।৩

সরস্বতীনদীর দক্ষিণ এবং দৃষদ্বতীনদীর উত্তরে কুরুক্ষেত্রের এই স্থানে যাহারা বাস করে, তাহারা স্বর্গেই বাস করে।৪

ভরতনন্দন নরনাথ রাজন্। জ্ঞানী লোক সরস্বতীনদীর সেই স্থানে এক মাস বাস করিবে; যে স্থানে ব্রহ্মাদিদেবগণ, ঋষিগণ, সিদ্ধগণ, চারণগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরোগণ, যক্ষগণ ও নাগগণ মহাপুণ্য এবং তপস্যাক্ষেত্র বলিয়া গমন করিয়া থাকেন।৫-৬

হে যুধিষ্ঠির। যে ব্যক্তি মনে মনেও কুরুক্ষেত্রে গমনের অভিলাষ করেন, তাঁহাদের সমস্ত পাপ নষ্ট হয় এবং তিনি ব্রহ্মলোকে গমন করেন।৭

কৌরবশ্রেষ্ঠ। শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া কুরুক্ষেত্রে গমন করিলে মানব রাজসূয় ও অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ করে।৮

তাহার পর সেখানে অতিশয় বলবান্ দ্বারপাল 'মঙ্কণক'-নামক যক্ষকে অষ্টাঙ্গ নমস্কার করিয়াই সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়।৯

ধর্ম্মজ্ঞ রাজশ্রেষ্ঠ। তদনন্তর যেখানে বিষ্ণু সর্ব্বদাই সন্নিহিত আছেন, সেই সর্ব্বতীর্থশ্রেষ্ঠ বিষ্ণুর স্থানে গমন করিবে।১০

তত্র স্নাত্বা চ নত্বা চ ত্রিলোকপ্রভবং হরিম্।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি বিষ্ণুলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥১১

ততঃ পারিপ্লবং গচ্ছেত্তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্।
অগ্নিষ্টোমাতিরাত্রাভ্যাং ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥১২

পৃথিবীতীর্থমাসাদ্য গোসহস্রফলং লভেৎ।
ততঃ শালূকিনীং গত্বা তীর্থসেবী নরাধিপ ॥১৩

দশাশ্বমেধে স্নাত্বা চ তদেব ফলমাপ্নুয়াৎ।
সর্পদেবীং সমাসাদ্য নাগানাং তীর্থমুত্তমম্ ॥১৪

অগ্নিষ্টোমমবাপ্নোতি নাগলোকঞ্চ বিন্দতি।
ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ দ্বারপালং তরন্তুকম্ ॥১৫

তত্রোষ্য রজনীমেকাং গোসহস্রফলং লভেৎ।
ততঃ পঞ্চনদং গত্বা নিয়তো নিয়তাশনঃ ॥১৬

কোটিতীর্থমুপস্পৃশ্য হয়মেধফলং লভেৎ।
অশ্বিনোস্তীর্থমাসাদ্য রূপবানভিজায়তে ॥১৭

ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ বারাহং তীর্থমুত্তমম্।
বিষ্ণুর্বরাহরূপেণ পূর্ব্বং যত্র স্থিতোহভবৎ ॥১৮

তত্র স্নাত্বা নরব্যাঘ্র অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ।
ততো জয়ন্ত্যাং রাজেন্দ্র সোমতীর্থং
সমাবিশেৎ ॥১৯

স্নাত্বা ফলমবাপ্নোতি রাজসূয়স্য মানবঃ।
একহংসে নরঃ স্নাত্বা গোসহস্রফলং লভেৎ ॥২০

কৃতশৌচং সমাসাদ্য তীর্থসেবী নরাধিপ।
পুণ্ডরীকমবাপ্নোতি কৃতশৌচো ভবেচ্চ সঃ ॥২১

ততো মুঞ্জবটং নাম স্থাণোঃ স্থানং মহাত্মনঃ।
উপোষ্য রজনীমেকাং গাণপত্যমবাপ্নুয়াৎ ॥২২

তত্রৈব চ মহারাজ যক্ষিণীং লোকবিশ্রুতাম্।
স্নাত্বাভিগম্য রাজেন্দ্র সর্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥২৩

সেখানে স্নান করিয়া এবং ত্রিভুবনকারণ বিষ্ণুকে নমস্কার করিয়া মানুষ অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ করে এবং বিষ্ণুলোকে গমন করে।১১

তাহার পর মানুষ ত্রিভুবনবিখ্যাত পারিপ্লবতীর্থে গমন করিবে, তাহাতেই অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্র-যজ্ঞের ফললাভ করিবে।১২

নরপতে! তদনন্তর তীর্থসেবী লোক পৃথিবীতীর্থে যাইয়া স্নান করিলে সহস্রগোদানের ফল লাভ করিবে। তৎপরে শালূকিনীনদীতে যাইয়া দশাশ্বমেধস্থানে স্নান করত সেই সহস্রগোদানের ফলই পাইবে। তৎপরে উত্তম নাগতীর্থ সর্পদেবীতে যাইয়া মানুষ অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফল লাভ করে এবং নাগলোকে গমন করে। ধর্ম্মজ্ঞ! তাহার পর সেখান হইতে 'তরন্তুক'-নামক দ্বারপালের নিকট যাইবে।১৩-১৫

সেখানে এক রাত্রি বাস করিয়া সহস্রগোদানের ফল লাভ করিবে। তৎপরে পঞ্চনদে গমন করত নিরামিষ একভক্তাদিনিয়মযুক্ত হইয়া তত্রত্য কোটি-তীর্থে স্নান করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ করিবে। তৎপরে সেখান হইতে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের তীর্থে যাইয়া রূপবান্ হইবে।১৬-১৭

ধর্ম্মজ্ঞ! তাহার পর যেখানে পূর্ব্বে বিষ্ণু বরাহরূপে অবস্থান করিয়াছিলেন, সেই উত্তম বারাহতীর্থে গমন করিবে।১৮

নরশ্রেষ্ঠ! সেই বারাহতীর্থে স্নান করিয়া অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফল লাভ করিবে। রাজেন্দ্র! তাহার পর জয়ন্তীনগরে সোমতীর্থে প্রবেশ করিবে।১৯

সেখানে স্নান করিয়া মানুষ রাজসূয়যজ্ঞের ফল লাভ করে এবং একহংসতীর্থে স্নান করিয়া সহস্রগোদানের ফল পায়।২০

নরপতে! তৎপরে তীর্থসেবী লোক 'কৃতশৌচ'-নামক তীর্থে যাইয়া বিষ্ণুকে লাভ করিবে এবং পরমপবিত্র হইবে।২১

LIBRARY
No.............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

কুরুক্ষেত্রস্য তদ্দ্বারং বিশ্রুতং ভরতর্ষভ।
প্রদক্ষিণমুপাবৃত্য তীর্থসেবী সমাহিতঃ ॥২৪

সম্মিতে পুষ্করাণাঞ্চ স্নাত্বার্চ্চ্য পিতৃদেবতাঃ।
জামদগ্ন্যেন রামেণ কৃতং তৎ সুমহাত্মনা ॥২৫

কৃতকৃত্যো ভবেদ্ রাজন্নশ্বমেধঞ্চ বিন্দতি।
ততো রামহ্রদান্ গচ্ছেত্তীর্থসেবী সমাহিতঃ ॥২৬

যত্র রামেণ রাজেন্দ্র তরসা দীপ্ততেজসা।
ক্ষত্রমুৎসাদ্য বীরেণ হ্রদাঃ পঞ্চ নিবেশিতাঃ ॥২৭

পূরয়িত্বা নরব্যাঘ্র রুধিরেণেতি নঃ শ্রুতম্।
পিতরস্তর্পিতাঃ সর্বে তথৈব প্রপিতামহাঃ ॥২৮

ততস্তে পিতরঃ প্রীতা রামমূচুর্নরাধিপ।
রাম রাম মহাভাগ প্রীতাঃ স্ম তব ভার্গব ॥২৯

অনয়া পিতৃভক্ত্যা চ বিক্রমেণ চ তে প্রভো।
বরং বৃণীষ্ব ভদ্রং তে কিমিচ্ছসি মহাদ্যুতে ॥৩০

এবমুক্তঃ স রাজেন্দ্র রামঃ প্রহরতাং বরঃ।
অব্রবীৎ প্রাঞ্জলির্বাক্যং পিতৄন্ স
গগনে স্থিতান্ ॥৩১

ভবন্তো যদি তে প্রীতা যদ্যনুগ্রাহ্যতা ময়ি।
পিতৃপ্রসাদমিচ্ছেয়ং তপ আপ্যায়নং পুনঃ ॥৩২
যচ্চ রোষাভিভূতেন ক্ষত্রমুৎসাদিতং ময়া।
ততশ্চ পাপান্মুচ্যেয়ং যুষ্মাকং তেজসাপ্যহম্ ॥৩৩

তাহার পর মহাত্মা শিবের ‘মুঞ্জবট’-নামক স্থানে যাইয়া এক রাত্রি বাস করত গণপতিপদ (প্রমথগণের মধ্যে প্রাধান্য) লাভ করিবে।২২

মহারাজ! সেই স্থানেই জগদ্‌বিখ্যাত যক্ষিণী তীর্থ আছে। রাজেন্দ্র! সেখানে যাইয়া স্নান করিলে সমস্ত কামনা পূর্ণ হয়।২৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই স্থানটী কুরুক্ষেত্রের বিখ্যাত দ্বার; সুতরাং তীর্থসেবী মানুষ একাগ্রচিত্তে সেই স্থানটীকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়া পুষ্করতুল্য সেই তীর্থে স্নান করত এবং পিতৃগণ ও দেবগণের পূজা করিয়া কৃতকার্য্য হইবে এবং অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ করিবে। কারণ, উত্তম মহাত্মা জমদগ্নিপুত্র রাম সেই স্থানটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। রাজন্! তাহার পর তীর্থসেবী মানুষ একাগ্রচিত্তে রামহ্রদে গমন করিবে।২৪-২৬

রাজশ্রেষ্ঠ! মহাপ্রভাবশালী ও মহাবীর রাম (পরশুরাম) বলপূর্ব্বক ক্ষত্রিয়দিগকে সংহার করিয়া এবং তাঁহাদেরই রক্তে পূর্ণ করিয়া যেখানে পাঁচটী হ্রদ স্থাপন করিয়াছিলেন; আর সেই রক্তদ্বারাই পিতৃগণ ও পিতামহগণের তর্পণ করিয়াছিলেন, ইহা আমাদের শুনা আছে ২৭-২৮

রাজন্! তাহার পর সেই পিতৃগণ সন্তুষ্ট হইয়া রামকে বলিলেন—‘রাম! রাম! মহাত্মন্! ভৃগুনন্দন! প্রভাবসম্পন্ন! তোমার এই পিতৃভক্তি ও বিক্রম দেখিয়া তোমার উপরে আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। হে মহাশক্তিশালিন্! সুতরাং তোমার মঙ্গল হউক। তুমি যেরূপ ইচ্ছা কর, সেইরূপ বর গ্রহণ কর।২৯-৩০

রাজশ্রেষ্ঠ! পিতৃগণ এইরূপ বলিলে, যোদ্ধৃশ্রেষ্ঠ রাম কৃতাঞ্জলি হইয়া আকাশস্থিত পিতৃগণকে এই কথা বলিলেন।৩১

আপনারা যদি আমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন এবং আমি যদি আপনাদের অনুগ্রহের যোগ্য হইয়া থাকি, তবে আমি আপনাদের প্রসন্নতা ইচ্ছা করি, আর আবার অতিশয় তপস্যা করিতে ইচ্ছা করি।৩২

আমি ক্রোধের বশীভূত হইয়া ক্ষত্রিয়জাতিকে যে উৎসন্ন করিয়াছি, আপনাদের বরপ্রভাবে আমি সেই পাপ হইতে যেন মুক্ত হইতে পারি।৩৩

হ্রদাশ্চ তীর্থভূতা মে ভবেয়ুর্ভুবি বিশ্রুতাঃ ।
এতচ্ছ্রুত্বা শুভং বাক্যং রামস্য পিতরস্তদা ॥৩৪
প্রত্যূচুঃ পরমপ্রীতা রামং হর্ষসমন্বিতাঃ ।
তপস্তে বর্দ্ধতাং ভূয়ঃ পিতৃভক্ত্যা বিশেষতঃ ॥৩৫
যচ্চ রোষাভিভূতেন ক্ষত্রমুৎসাদিতং ত্বয়া ।
ততশ্চ পাপান্মুক্তস্ত্বং পতিতাস্তে স্বকর্ম্মভিঃ ॥৩৬
হ্রদাশ্চ তব তীর্থত্বং গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ।
হ্রদেষ্বেতেষু যঃ স্নাত্বা পিতৄন্ সন্তর্পয়িষ্যতি ॥৩৭
পিতরস্তস্য বৈ প্রীতা দাস্যন্তি ভুবি দুর্লভম্ ।
ঈপ্সিতঞ্চ মনঃকামং স্বর্গলোকঞ্চ শাশ্বতম্ ॥৩৮
এবং দত্ত্বা বরান্ রাজন্ রামস্য পিতরস্তদা ।
আমন্ত্র্য ভার্গবং প্রীত্যা তত্রৈবান্তর্হিতাস্ততঃ ॥৩৯

এবং রামহ্রদাঃ পুণ্যা ভার্গবস্য মহাত্মনঃ ।
স্নাত্বা হ্রদেষু রামস্য ব্রহ্মচারী শুভব্রতঃ ॥৪০
রামমভ্যর্চ্চ্য রাজেন্দ্র লভেদ্ বহুসুবর্ণকম্ ।
বংশমূলকমাসাদ্য তীর্থসেবী কুরূদ্বহ ॥৪১
স্ববংশমুদ্ধরেদ্ রাজন্ স্নাত্বা বৈ বংশমূলকে ।
কায়শোধনমাসাদ্য তীর্থং ভরতসত্তম ॥৪২
শরীরশুদ্ধিমাপ্নোতি স্নাতস্তস্মিন্ ন সংশয়ঃ ।
শুদ্ধদেহশ্চ সংযাতি শুভান্ লোকাননুত্তমান্ ॥৪৩
ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্ ।
লোকা যত্রোদ্ধৃতাঃ পূর্ব্বা বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা ॥৪৪
লোকোদ্ধারং সমাসাদ্য তীর্থং ত্রৈলোক্যপূজিতম্ ।
স্নাত্বা তীর্থবরে রাজন্ লোকানুদ্ধরতে
স্বকান্ ॥৪৫

আর, আমার এই হ্রদগুলি যেন জগদ্‌বিখ্যাত তীর্থ হয়। রামের এই মঙ্গলময় বাক্য শুনিয়া পিতৃগণ পরমসন্তুষ্ট ও উৎফুল্লবদন হইয়া রামকে বলিলেন,—তোমার বিশেষ পিতৃভক্তিবশতঃ পুনরায় তপস্যা বৃদ্ধিলাভ করুক।৩৪-৩৫

তুমি ক্রোধের বশীভূত হইয়া যে ক্ষত্রিয়জাতিকে উৎসন্ন করিয়াছ, সে পাপ হইতে তুমি মুক্তই আছ; কারণ, তাহারা আপন আপন কর্ম্মেই উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে।৩৬

আর, তোমার হ্রদগুলিও তীর্থ হইবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং যে লোক এই হ্রদগুলিতে স্নান করিয়া পিতৃতর্পণ করিবে, পিতৃগণ তাহার উপরে সন্তুষ্ট হইয়া জগতে দুর্লভ এবং সকলেরই অভীষ্ট প্রত্যাশিত বিষয় পূরণ করিবেন এবং চিরস্থায়ী স্বর্গ দান করিবেন।৩৭-৩৮

রাজন্। তখন পিতৃগণ রামকে এইরূপ বর দান করিয়া এবং সন্তোষ সহকারে রামের অনুমতি লইয়া সেই খানেই অন্তর্হিত হইলেন।৩৯

রাজশ্রেষ্ঠ। এই ভাবে মহাত্মা রামের হ্রদগুলি পুণ্যজনক হইয়াছিল। সুতরাং তীর্থসেবী মানব ব্রহ্মচারী ও শুভনিয়মযুক্ত হইয়া রামহ্রদে স্নান করত এবং রামের পূজা করিয়া বহুসুবর্ণদানের ফল লাভ করিবে। কুরুশ্রেষ্ঠ রাজন্। তৎপরে সেখান হইতে তীর্থসেবী মানব বংশমূলকতীর্থে যাইয়া এবং তাহাতে স্নান করিয়া আপন বংশ উদ্ধার করিবে। ভরতশ্রেষ্ঠ। তাহার পর কায়শোধনতীর্থে যাইয়া তাহাতে স্নান করত নিশ্চয়ই শরীরশুদ্ধি লাভ করিবে এবং শুদ্ধশরীর হইয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও মঙ্গলময় স্বর্গলোকে যাইবে।৪০-৪৩

ধর্ম্মজ্ঞ। তাহার পর ত্রিভুবনবিখ্যাত লোকোদ্ধার তীর্থে গমন করিবে; যেখানে পূর্ব্বে প্রভাবশালী বিষ্ণু প্রলয়সমুদ্র হইতে জগৎকে উদ্ধার করিয়াছিলেন।৪৪

রাজন্। ত্রিভুবনপূজিত তীর্থশ্রেষ্ঠ সেই লোকোদ্ধারতীর্থে যাইয়া তাহাতে স্নান করত আপন পিতৃপুরুষগণকে উদ্ধার করিবে।৪৫

শ্রীতীর্থঞ্চ সমাসাদ্য স্নাত্বা নিয়তমানসঃ।
অর্চয়িত্বা পিতৄন্ দেবান্ বিন্দতে শ্রিয়মুত্তমাম্ ॥৪৬
কপিলাতীর্থমাসাদ্য ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ
তত্র স্নাত্বার্চ্চয়িত্বা চ পিতৄন্ স্বান্ দৈবতান্যপি ॥৪৭
কপিলানাং সহস্রস্য ফলং বিন্দতি মানবঃ।
সূর্য্যতীর্থং সমাসাদ্য স্নাত্বা নিয়তমানসঃ ॥৪৮
অর্চ্চয়িত্বা পিতৄন্ দেবানুপবাসপরায়ণঃ।
অগ্নিষ্টোমমবাপ্নোতি সূর্য্যলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥৪৯
গবাং ভবনমাসাদ্য তীর্থসেবী যথাক্রমম্।
তত্রাভিষেকং কুর্বাণো গোসহস্রফলং লভেৎ॥৫০
শঙ্খিনীতীর্থমাসাদ্য তীর্থসেবী নরাধিপ।
দেব্যাস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা লভতে বীর্য্যমুত্তমম্ ॥৫১
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র দ্বারপালং তরন্তুকম্।
তচ্চ তীর্থং সরস্বত্যাং যক্ষেন্দ্রস্য মহাত্মনঃ ॥৫২

তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ।
ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ ব্রহ্মাবর্ত্তং নরাধিপ ॥৫৩

ব্রহ্মাবর্ত্তে নরঃ স্নাত্বা ব্রহ্মলোকমবাপ্নুয়াৎ।
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র সুতীর্থকমনুত্তমম্ ॥৫৪

তত্র সন্নিহিতা নিত্যং পিতরো দৈবতৈঃ সহ।
তত্রাভিষেকং কুর্বীত পিতৃদেবার্চ্চনে রতঃ ॥৫৫

অশ্বমেধমবাপ্নোতি পিতৃলোকঞ্চ গচ্ছতি।
ততোঽম্বুমত্যাং ধর্ম্মজ্ঞ সুতীর্থকমনুত্তমম্ ॥৫৬

কাশীশ্বরস্য তীর্থে চ স্নাত্বা ভরতসত্তম।
সর্ব্বব্যাধিবিনির্ম্মুক্তো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥৫৭

মাতৃতীর্থঞ্চ তত্রৈব যত্র স্নাতস্য ভারত।
প্রজা বিবর্দ্ধতে রাজন্নতন্বীং শ্রিয়মশ্নুতে ॥৫৮

তৎপরে সেখান হইতে শ্রীতীর্থে যাইয়া সংযতচিত্তে স্নান, পিতৃপূজা ও দেবপূজা করিয়া মানুষ উত্তম সম্পদ লাভ করে।৪৬

তাহার পর মানুষ কপিলাতীর্থে গমনপূর্ব্বক ব্রহ্মচারী ও একাগ্রচিত্ত হইয়া স্নান, পিতৃপূজা ও দেবপূজা করত সহস্র কপিলা গোদানের ফল লাভ করে। তদনন্তর সূর্য্যতীর্থে গমন করত সংযতচিত্ত ও উপবাসী থাকিয়া স্নান, পিতৃপূজা ও দেবপূজা করিয়া অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফল লাভ করে এবং সূর্য্যলোকে গমন করে।৪৭-৪৯

তৎপরে তীর্থসেবী মানব ক্রমশঃ গোভবনতীর্থে যাইয়া সেখানে স্নান করত সহস্রগোদানের ফল লাভ করে।৫০

রাজন্। তীর্থসেবী মানব শঙ্খিনীতীর্থে যাইয়া সেই শঙ্খিনীদেবীর তীর্থে স্নান করত উত্তম শক্তি লাভ করে।৫১

রাজশ্রেষ্ঠ। তাহার পর তরন্তুক-নামক দ্বারপালের নিকট যাইবে; সরস্বতীনদীর স্থানবিশেষে সেই তীর্থটী মহাত্মা যক্ষরাজ কুবেরের তীর্থ।৫২

রাজন্! সেই তীর্থে স্নান করিয়া মানুষ অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফল লাভ করে। ধর্ম্মজ্ঞ রাজন্। তাহার পর ব্রহ্মাবর্ত্তে যাইবে।৫৩

মানুষ ব্রহ্মাবর্ত্তে স্নান করিয়া ব্রহ্মলোক লাভ করে। রাজশ্রেষ্ঠ। তৎপরে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুতীর্থে গমন করিবে।৫৪

সেখানে সর্ব্বদাই দেবগণের সহিত পিতৃগণ অবস্থান করেন। সুতরাং সেখানে স্নান করিবে এবং পিতৃশ্রাদ্ধ ও দেবপূজা করিবে।৫৫

তাহাতে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল পাইবে এবং পিতৃলোকে গমন করিবে। ধর্ম্মজ্ঞ। তাহার পর প্রশস্তসলিলা মণিকর্ণিকার সর্ব্বোত্তম সুতীর্থে গমন করিবে।৫৬

ভরতশ্রেষ্ঠ। মানুষ কাশীনাথের সেই তীর্থে স্নান করত সমস্ত রোগ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে।৫৭

ততঃ শীতবনং গচ্ছেন্নিয়তো নিয়তাশনঃ।
তীর্থং তত্র মহারাজ মহদন্যত্র দুর্লভম্ ॥৫৯
পুনাতি গমনাদেব কুলমেকং নরাধিপ।
কেশানভ্যুক্ষ্য বৈ তস্মিন্ পূতো ভবতি ভারত ॥৬০
তত্র তীর্থবরঞ্চান্যৎ শ্বাবিল্লোমাপহং স্মৃতম্।
তত্র বিপ্রা নরব্যাঘ্র বিদ্বাংসস্তীর্থতৎপরাঃ ॥৬১
প্রীতিং গচ্ছন্তি পরমাং স্নাত্বা ভরতসত্তম।
শ্বাবিল্লোমাপনয়নে তীর্থে ভরতসত্তম ॥৬২
প্রাণায়ামৈর্নির্হরন্তি স্বলোমানি দ্বিজোত্তমাঃ।
পূতাত্মানশ্চ রাজেন্দ্র প্রযান্তি পরমাং গতিম্ ॥৬৩
দশাশ্বমেধিকঞ্চৈব তস্মিংস্তীর্থে মহীপতে।
তত্র স্নাত্বা নরব্যাঘ্র গচ্ছেত পরমাং গতিম্ ॥৬৪

ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র মানুষং লোকবিশ্রুতম্।
যত্র কৃষ্ণমৃগা রাজন্ ব্যাধেন শরপীড়িতাঃ ॥৬৫
বিগাহ্য তস্মিন্ সরসি মানুষত্বমুপাগতাঃ।
তস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ॥৬৬
সর্ব্বপাপবিমুক্তাত্মা স্বর্গলোকে মহীয়তে।
মানুষস্য তু পূর্ব্বেণ ক্রোশমাত্রে মহীপতে ॥৬৭
আপগা নাম বিখ্যাতা নদী সিদ্ধনিষেবিতা।
শ্যামাকং ভোজনং তত্র যঃ প্রযচ্ছতি মানবঃ ॥৬৮
দেবান্ পিতৄন্ সমুদ্দিশ্য তস্য ধর্ম্মফলং মহৎ।
একস্মিন্ ভোজিতে বিপ্রে কোটির্ভবতি ভোজিতা ॥৬৯
তত্র স্নাত্বার্হর্চ্চয়িত্বা চ পিতৄন্ বৈ দৈবতানি চ।
উষিত্বা রজনীমেকামগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥৭০

ভরতনন্দন রাজন্! সেই কাশীশ্বরতীর্থেই মাতৃতীর্থনামে একটী তীর্থ আছে, যাহাতে স্নান করিলে সন্তান বৃদ্ধি পায় এবং বিশাল সম্পত্তি লাভ হয়।৫৮

মহারাজ! তাহার পর নিরামিষ একাহারাদিনিয়মযুক্ত হইয়া শীতবনে গমন করিবে; সেখানে এক মহাতীর্থ আছে, তাহা অন্যত্র দুর্লভ।৫৯

ভরতনন্দন রাজন্! মানুষ সেখানে গমন করিয়াই পিতৃকুল পবিত্র করে এবং কেশ অভ্যুক্ষণ করিয়া পবিত্র হয়।৬০

নরশ্রেষ্ঠ! সেখানে 'শ্বাবিল্লোমাপহ'—নামে আর একটি প্রধান তীর্থ আছে। ভরতসত্তম! বিদ্বান্ ও তীর্থসেবী ব্রাহ্মণগণ সেই শ্বাবিল্লোমাপহতীর্থে স্নান করিয়া পরমপ্রীতি লাভ করেন।৬১-৬২

হে রাজশ্রেষ্ঠ! সেখানে ব্রাহ্মণগণ প্রাণায়াম করিয়া আপন লোম ছেদন করেন, তাহাতে পবিত্র হন এবং পরম গতি লাভ করেন।৬৩

নরশ্রেষ্ঠ রাজন্! সেই তীর্থে 'দশাশ্বমেধিক'-নামে একটী স্থান আছে, তাহাতে স্নান করিয়া মানুষ পরম গতি লাভ করে।৬৪

রাজশ্রেষ্ঠ! তাহার পর জগদ্বিখ্যাত মানুষতীর্থে গমন করিবে। রাজন্! সেখানে পূর্ব্বকালে বহুতর কৃষ্ণসারহরিণ ব্যাধের বাণে পীড়িত হইয়া তত্রত্য সরোবরে অবগাহন করত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। মানুষ ব্রহ্মচারী ও একাগ্রচিত্ত হইয়া সেই সরোবরে স্নান করিলে, সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করে। হে মহীপতে! সেই মানুষতীর্থের পূর্ব্বদিকে একক্রোশ দূরে 'আপগা-নামে বিখ্যাত সিদ্ধসেবিত একটী নদী আছে; সেখানে যে লোক দেবগণ ও পিতৃগণের উদ্দেশে শ্যামাধানের অন্ন দান করে, তাহার অধিক ধর্ম্মফল লাভ হয় এবং একটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন করান হয়।৬৫-৬৯

সেখানে স্নান, পিতৃগণ ও দেবগণের পূজা এবং একরাত্রি বাস করিয়া মানুষ অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফল লাভ করে।৭০

LIBRARY
No............
Shri Shri Ma Anandamayee Ash

ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ব্রহ্মণঃ স্থানমুত্তমম্।
ব্রহ্মোডুম্বরমিত্যেবং প্রকাশং ভুবি ভারত ॥৭১
তত্র সপ্তর্ষিকুণ্ডেষু স্নাতস্য নরপুঙ্গব।
কেদারে চৈব রাজেন্দ্র কপিলস্য মহাত্মনঃ ॥৭২
ব্রহ্মাণমধিগম্যাথ শুচিঃ প্রয়তমানসঃ।
সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা ব্রহ্মলোকং প্রপদ্যতে ॥৭৩
কপিলস্য চ কেদারং সমাসাদ্য সুদুর্লভম্।
অন্তর্দ্ধানমবাপ্নোতি তপসা দগ্ধকিল্বিষঃ ॥৭৪
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র সরকং লোকবিশ্রুতম্।
কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দ্দশ্যামভিগম্য বৃষধ্বজম্ ॥৭৫
লভতে সর্ব্বকামান্ হি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি।
তিস্রঃ কোট্যস্তু তীর্থানাং সরকে কুরুনন্দন ॥৭৬
রুদ্রকোট্যাং তথা কূপে হ্রদেষু চ মহীপতে।
ইলাস্পদঞ্চ তত্রৈব তীর্থং ভরতসত্তম ॥৭৭

তত্র স্নাত্বার্চ্চয়িত্বা চ দৈবতানি পিতৄনথ।
ন দুর্গতিমবাপ্নোতি বাজপেয়ঞ্চ বিন্দতি ॥৭৮
কিংদানে চ নরঃ স্নাত্বা কিংজপ্যে চ মহীপতে।
অপ্রমেয়মবাপ্নোতি দানং জপ্যঞ্চ ভারত ॥৭৯
কলস্যাং বার্য্যুপস্পৃশ্য শ্রদ্দধানো জিতেন্দ্রিয়ঃ
অগ্নিষ্টোমস্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥৮০
সরকস্য তু পূর্বেণ নারদস্য মহাত্মনঃ।
কুরুশ্রেষ্ঠ শুভং তীর্থমম্বাজন্মেতি বিশ্রুতম্ ॥৮১
তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা প্রাণামুৎসৃজ্য ভারত।
নারদেনাভ্যনুজ্ঞাতো লোকান্
প্রাপ্নোত্যনুত্তমান্ ॥৮২
শুক্লপক্ষে দশম্যাঞ্চ পুণ্ডরীকং সমাবিশেৎ।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ পুণ্ডরীকফলং
লভেৎ ॥৮৩

ভরতনন্দন রাজশ্রেষ্ঠ। তাহার পর 'জগতে 'ব্রহ্মোডুম্বর'-নামে বিখ্যাত ব্রহ্মার উত্তমস্থানে গমন করিবে।৭১

নরশ্রেষ্ঠ রাজেন্দ্র! সেখানকার সপ্তর্ষিকুণ্ড এবং মহাত্মা কপিলের খাতে স্নান করিলে মহাপুণ্য হয়।৭২

তাহার পর পবিত্র ও সংযতচিত্ত হইয়া ব্রহ্মার নিকটে গমন করত সমস্ত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে।৭৩

অতিদুর্লভ সপ্তর্ষিকুণ্ডে এবং কপিলকেদারে গমন করত তপস্যার প্রভাবে পাপবিহীন হইয়া অন্তর্দ্ধানশক্তি লাভ করে।৭৪

রাজশ্রেষ্ঠ। তাহার পর জগদ্বিখ্যাত সরকতীর্থে গমন করিবে। মানুষ সেখানে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীর দিন শিবের নিকটে যাইয়া সমস্ত অভীষ্ট লাভ করে এবং স্বর্গলোকে গমন করে। কারণ, সরক, রুদ্রকোটি, কূপ ও হ্রদে তিন কোটি তীর্থ অবস্থান করে। কুরুনন্দন ভরতশ্রেষ্ঠ রাজন্! সেই স্থানেই 'ইলাস্পদ'-নামে আর একটী তীর্থ আছে।৭৫-৭৭

সেই ইলাস্পদতীর্থে স্নান এবং দেবতাপূজা ও পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া মানুষ দুর্গতি ভোগ করে না এবং বাজপেয়যজ্ঞের ফল পায়।৭৮

ভরতনন্দন রাজন্! মানুষ কিংদান-তীর্থে এবং কিংজপ্য-তীর্থে স্নান করিয়া অপরিমেয় দানের ফল ও জপের ফল লাভ করে।৭৯

ধর্ম্মবিশ্বাসী ও জিতেন্দ্রিয় মানব কলসীতীর্থের জলে স্নান করিয়া অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফল লাভ করে।৮০

হে কুরুকুলশ্রেষ্ঠ! সরকতীর্থের পূর্ব্বদিকে মহাত্মা নারদের অম্বাজন্মানামক বিখ্যাত তীর্থ আছে।৮১

হে ভারত! মানুষ সেই তীর্থে স্নান করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিলে নারদের অনুমোদিত উত্তম লোকসমূহ লাভ করে।৮১-৮২

ততস্ত্রিপিষ্টপং গচ্ছেৎ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্ ।
তত্র বৈতরণী পুণ্যা নদী পাপপ্রণাশিনী ॥৮৪

তত্র স্নাত্বাহর্চয়িত্বা চ শূলপাণিং বৃষধ্বজম্ ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা গচ্ছেত পরমাং গতিম্ ॥৮৫

ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ফলকীবনমুত্তমম্ ।
তত্র দেবাঃ সদা রাজন্ ফলকীবনমাশ্রিতাঃ ॥৮৬

তপশ্চরন্তি বিপুলং বহুবর্ষসহস্রকম্ ।
দৃষদ্বত্যাং নরঃ স্নাত্বা তর্পয়িত্বা চ দেবতাঃ ॥৮৭

অগ্নিষ্টোমাতিরাত্রাভ্যাং ফলং বিন্দতি ভারত ।
তীর্থে চ সর্বদেবানাং স্নাত্বা ভরতসত্তম ॥৮৮

গোসহস্রস্য রাজেন্দ্র ফলমাপ্নোতি মানবঃ ।
পাণিখাতে নরঃ স্নাত্বা তর্পয়িত্বা চ দেবতাঃ ॥৮৯

অগ্নিষ্টোমাতিরাত্রাভ্যাং ফলং বিন্দতি ভারত ।
রাজসূয়মবাপ্নোতি ঋষিলোকঞ্চ বিন্দতি ॥৯০

ততো গচ্ছেত ধর্মজ্ঞ মিশ্রকং তীর্থমুত্তমম্ ।
তত্র তীর্থানি রাজেন্দ্র মিশ্রিতানি মহাত্মনা ॥৯১

ব্যাসেন নৃপশার্দ্দূল দ্বিজার্থমিতি নঃ শ্রুতম্ ।
সর্বতীর্থেষু স স্নাতি মিশ্রকে স্নাতি যো নরঃ ॥৯২

ততো ব্যাসবনং গচ্ছেন্নিয়তো নিয়তাশনঃ ।
মনোজবে নরঃ স্নাত্বা গোসহস্রফলং লভেৎ ॥৯৩

গত্বা মধুবটীঞ্চৈব দেব্যাস্তীর্থে নরঃ শুচিঃ ।
তত্র স্নাত্বাহর্চয়িত্বা চ পিতৄন্ দেবাংশ্চ পুরুষঃ ॥৯৪

স দেব্যাঃ সমনুজ্ঞাতো গোসহস্রফলং লভেৎ ।
কৌশিক্যাঃ সঙ্গমে যস্তু দৃষদ্বত্যাশ্চ ভারত ॥৯৫

স্নাতি বৈ নিয়তাহারঃ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।
ততো ব্যাসস্থলী নাম যত্র ব্যাসেন ধীমতা ॥৯৬

পুত্রশোকাভিতপ্তেন দেহত্যাগে কৃতা মতিঃ ।
ততো দেবৈস্তু রাজেন্দ্র পুনরুত্থাপিতস্তদা ॥৯৭

শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে পুণ্ডরীকতীর্থে প্রবেশ করিবে। হে রাজন্! তথায় স্নান করিলে পুণ্ডরীকযজ্ঞের ফল লাভ হয়।৮৩

তারপর ত্রিপিষ্টপতীর্থে গমন করিবে। সেখানে পুণ্যময়ী পাপপ্রণাশিনী বৈতরণী নদী আছে। ঐ নদীতে স্নান করিয়া শূলপাণি শঙ্করের অর্চ্চনা করিলে তীর্থযাত্রী সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া পরমা গতি প্রাপ্ত হয়। ৮৪-৮৫

হে রাজেন্দ্র! তারপর উত্তম ফলকীবন তীর্থে গমন করিবে। সেখানে দেবগণ বহু সহস্র বৎসর বিপুল তপস্যা করিতেছেন। হে ভারত! যে দৃষদ্বতীতে স্নান করত দেবতাগণের তর্পণ করে, সে অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্রনামক যজ্ঞদ্বয়ের ফল লাভ করে। হে ভরতসত্তম! সর্ব্বদেবতীর্থে স্নান করিলে সহস্রগোদানের ফল লাভ হয়। হে ভারত! মানব পাণিখাতনামক তীর্থে স্নান করত পিতৃগণ ও দেবগণের তর্পণ করিলে অতিরাত্র, অগ্নিষ্টোম ও রাজসূয়—এই তিনটি যজ্ঞের ফল লাভ করত ঋষিলোকে গমন করে।৮৬-৯০

হে রাজেন্দ্র! তারপর তীর্থসেবী মিশ্রকনামক উত্তম তীর্থে গমন করিবে। ব্যাসদেব এখানে ব্রাহ্মণগণের জন্য সমস্ত তীর্থকে মিশ্রিত করিয়াছেন—এইরূপ শোনা যায়। এজন্য মিশ্রকে যে স্নান করে, সে সর্ব্বতীর্থেই স্নান করে বুঝিতে হইবে।৯১-৯২

তারপর তীর্থযাত্রী মিতাহারী হইয়া নিয়মপূর্ব্বক ব্যাসবন তীর্থে গমন করিবে; কারণ, তথায় মনোজব-তীর্থে স্নান করিলে সহস্রগোদানের ফল লাভ হয়।৯৩

তারপর মানব শুচি হইয়া মধুবটীতে দেবী তীর্থে গমন করত স্নান করিয়া পিতৃ ও দেবগণের অর্চ্চনা করিলে, তীর্থসেবী দেবীর অনুমোদিত সহস্রগোদানের ফল লাভ করে।

কৌশিকী ও দৃষদ্বতী নদীর সঙ্গমে নিয়মিত

অভিগম্য স্থলীং তস্য গোসহস্রফলং লভেৎ।
কিংদত্তং কূপমাসাদ্য তিলপ্রস্থং প্রদায় চ ॥৯৮

গচ্ছেত পরমাং সিদ্ধিমৃণৈর্মুক্তঃ কুরূদ্বহ।
বেদীতীর্থে নরঃ স্নাত্বা গোসহস্রফলং লভেৎ ॥৯৯

অহশ্চ সুদিনঞ্চৈব দ্বে তীর্থে লোকবিশ্রুতে।
তয়োঃ স্নাত্বা নরব্যাঘ্র সূর্য্যলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥১০০

মৃগধূমং ততো গচ্ছেত্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্।
তত্রাভিষেকং কুর্বীত গঙ্গায়াং নৃপসত্তম ॥১০১

অর্চয়িত্বা মহাদেবমশ্বমেধফলং লভেৎ।
দেব্যাস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা গোসহস্রফলং লভেৎ ॥১০২

ততো বামনকং গচ্ছেত্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্।
তত্র বিষ্ণুপদে স্নাত্বা সমভ্যর্চ্য চ বামনম্ ॥১০৩

সর্ব্বপাপবিমুক্তাত্মা বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ।
কুলম্পুনে নরঃ স্নাত্বা পুনাতি স্বকুলং ততঃ ॥১০৪

পবনস্য হ্রদং গত্বা মরুতাং তীর্থমুত্তমম্।
তত্র স্নাত্বা নরব্যাঘ্র বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥১০৫

অমরাণাং হ্রদে স্নাতা সমভ্যর্চ্যামরাধিপম্।
অমরাণাং প্রভাবেণ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥১০৬

শালিহোত্রস্য তীর্থে চ শালিসূর্য্যে যথাবিধি।
স্নাত্বা নরবরশ্রেষ্ঠ গোসহস্রফলং লভেৎ ॥১০৭

শ্রীকুঞ্জঞ্চ সরস্বত্যাং তীর্থং ভরতসত্তম।
তত্র স্নাত্বা নরশ্রেষ্ঠ অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥১০৮

ততো নৈমিষকুঞ্জঞ্চ সমাসাদ্য কুরূদ্বহ।
ঋষয়ঃ কিল রাজেন্দ্র নৈমিষেয়াস্তপস্বিনঃ ॥১০৯

আহার করিয়া স্নান করিলে মানব সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়।

তাহার পরই হইল ব্যাসস্থলীনামক তীর্থ; যেস্থানে উত্তম বুদ্ধিমান্ ব্যাসদেব পুত্রশোকে অতিশয় সন্তপ্ত হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলে দেবগণ আসিয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। এই তীর্থে গমন করত স্নান করিলে সহস্রগোদানের ফল লাভ হয়।

হে কুরূদ্বহ! কিংদত্তনামক কূপের নিকটে গিয়া তিলপ্রস্থ প্রদান করিলে, মানব দেবঋণ, পিতৃঋণ ও ঋষিঋণ এই ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হইয়া পরমা সিদ্ধি লাভ করে। মানুষ বেদীতীর্থে স্নান করিলে সহস্রগোদানের ফল লাভ করে।৯৪-৯৯

হে নরশ্রেষ্ঠ! 'অহঃ' ও 'সুদিন' নামক দুইটি ত্রিলোকবিখ্যাত তীর্থ আছে। তথায় তথায় স্নান করিলে সূর্য্যলোক প্রাপ্তি হয়।১০০

তারপর তীর্থসেবী ত্রিলোকবিশ্রুত মৃগধূম নামক তীর্থে গমন করত স্নান করিবে। সেখানে গঙ্গায় স্নান করিয়া মহাদেবে অর্চ্চনা করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ হয়। দেবীতীর্থে স্নান করিলে সহস্রগোদানের ফল লাভ হয়।১০২

তারপর ত্রিভুবনখ্যাত বামনক-নামক তীর্থে গমন করিবে। তথায় বিষ্ণুপদে স্নান করিয়া বামনদেবের পূজা করিলে মানব সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে। কুলম্পুন-তীর্থে স্নান করিলে তীর্থযাত্রীর নিজ কুলের উদ্ধার হয়।১০৩-১০৪

নরশ্রেষ্ঠ! মরুদ্গণের উত্তম তীর্থ পবনহ্রদে স্নান করিয়া মানুষ বিষ্ণুলোকে পূজিত হয়।১০৫

দেবগণের পরম তীর্থ অমরহ্রদে স্নান করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের পূজা করিলে দেবগণের প্রভাবে স্বর্গলোকে পূজিত হয়।১০৬

হে নরবরশ্রেষ্ঠ! শালিসূর্য্যনামক শালিহোত্রের তীর্থে স্নান করিলে সহস্রগোদানের ফল লাভ হয়।১০৭

হে নরশ্রেষ্ঠ ভরতসত্তম! শ্রীকুঞ্জনামক সরস্বতীর তীর্থে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোমের সমান ফল লাভ হয়।১০৮

তীর্থযাত্রাং পুরস্কৃত্য কুরুক্ষেত্রং গতাঃ পুরা।
তত্র কুঞ্জঃ সরস্বত্যাং কৃতো ভরতসত্তম ॥১১০
ঋষীণামবকাশঃ স্যাদ্ যথা তুষ্টিকরো মহান্।
তস্মিন্ কুঞ্জে নরঃ স্নাত্বা অগ্নিষ্টোমফলং
লভেৎ ॥১১১

ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ কন্যাতীর্থমনুত্তমম্।
কন্যাতীর্থে নরঃ স্নাত্বা গোসহস্রফলং লভেৎ ॥১১২
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ব্রহ্মণস্তীর্থমুত্তমম্।
তত্র বর্ণাবরঃ স্নাত্বা ব্রাহ্মণ্যং লভতে নরঃ ॥১১৩
ব্রাহ্মণশ্চ বিশুদ্ধাত্মা গচ্ছেত পরমাং গতিম্।
ততো গচ্ছেন্নরশ্রেষ্ঠ সোমতীর্থমনুত্তমম্ ॥১১৪
তত্র স্নাত্বা নরব্যাঘ্র সোমলোকমবাপ্নুয়াৎ।
সপ্তসারস্বতং তীর্থং ততো গচ্ছেন্নরাধিপ ॥১১৫

হে কুরুবংশধর! তারপর নৈমিষকুঞ্জে যাত্রা করিবে। রাজেন্দ্র! নৈমিষারণ্যবাসী তপস্বী ঋষিগণ পূর্ব্বে তীর্থযাত্রা উপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে গিয়াছিলেন। হে ভরতসত্তম! সরস্বতী নদীর তীরে এই কুঞ্জ তাঁহারাই নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।১০৯-১১০

এই কুঞ্জ অত্যন্ত ঋষিগণের প্রীতিকর ও অবকাশযাপনের স্থান। এখানে স্নান করিলে মানব অগ্নিষ্টোমের সমান ফললাভ করে।১১১

হে ধর্মজ্ঞ! তারপর উত্তম কন্যাতীর্থে গমন করিবে। তথায় স্নান করিলে মানুষ সহস্রগোদানের ফললাভ করে। ১১২

হে রাজেন্দ্র! তারপর ব্রহ্মতীর্থে যাত্রা করিবে। তথায় স্নান করিলে ব্রাহ্মণেতর বর্ণও জন্মান্তরে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করে।১১৩

ঐ তীর্থে ব্রাহ্মণ স্নান করিলে উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হন। নরশ্রেষ্ঠ! তারপর উত্তম সোমতীর্থে যাত্রা করিবে।১১৪

যত্র মঙ্কণকঃ সিদ্ধো মহর্ষির্লোকবিশ্রুতঃ।
পুরা মঙ্কণকো রাজন্ কুশাগ্রেণেতি
নঃ শ্রুতম্ ॥১১৬
ক্ষতঃ কিল করে রাজংস্তস্য শাকরসোঽস্রবৎ।
স বৈ শাকরসং দৃষ্ট্বা হর্ষাবিষ্টো মহাতপাঃ ॥১১৭
প্রনৃত্তঃ কিল বিপ্রর্ষির্বিস্ময়োৎফুল্ললোচনঃ।
ততস্তস্মিন্ প্রনৃত্তে বৈ স্থাবরং জঙ্গমঞ্চ যৎ ॥১১৮
প্রনৃত্তমুভয়ং বীর তেজসা তস্য মোহিতম্।
ব্রহ্মাদিভিঃ সুরৈ রাজন্নৃষিভিশ্চ তপোধনৈঃ ॥১১৯
বিজ্ঞপ্তো বৈ মহাদেব ঋষেরর্থে নরাধিপ।
নায়ং নৃত্যেদ্ যথা দেব তথা ত্বং কর্ত্তুমর্হসি ॥১২০
তং প্রনৃত্তং সমাসাদ্য হর্ষাবিষ্টেন চেতসা।
সুরাণাং হিতকামার্থমৃষিং দেবোঽভ্যভাষত ॥১২১

নরোত্তম! রাজন্! মানুষ তথায় স্নান করিলে চন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয়। তারপর সপ্তসারস্বততীর্থে গমন করিবে।১১৫

হে রাজন্! বহুপূর্ব্বে এখানে লোকবিশ্রুত মঙ্কণকনামক মহর্ষি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। পুরাকালে মঙ্কণক ঋষির হাতের মধ্যে কুশের অগ্রভাগ ঢুকিয়া গিয়াছিল; তাহাতে তাঁহার হাতে ঘা হইল। সেই ঘা হইতে শাকরস বাহির হইতে লাগিল। ইহা দেখিয়া মহাতপস্বী ঋষি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

হে বীর! তিনি নৃত্য করিতে থাকিলে তাঁহার দ্বারা প্রভাবিত হইয়া সচরাচর সকল জগৎই নৃত্য করিতে লাগিল।

হে রাজন্! তখন ব্রহ্মাদি দেবতা ও তপোধন ঋষিগণ সকলে গিয়া মহাদেবের নিকট মঙ্কণক ঋষির নৃত্যের কথা নিবেদন করিলেন—“দেব! যাহাতে মঙ্কণক ঋষির নৃত্য শান্ত হয়, তাহার ব্যবস্থা করুন।”

ভো ভো মহর্ষে ধর্ম্মজ্ঞ কিমর্থং নৃত্যতে ভবান্।
হর্ষস্থানং কিমর্থং বা তবাদ্য মুনিপুঙ্গব ॥১২২

ঋষিরুবাচ।
তপস্বিনো ধর্ম্মপথে স্থিতস্য দ্বিজসত্তম।
কিং ন পশ্যসি মে ব্রহ্মন্ করাচ্ছাকরসং
স্রুতম্ ॥১২৩

যং দৃষ্ট্বা সম্প্রনৃত্তোঽহং হর্ষেণ মহতান্বিতঃ।
তং প্রহস্যাব্রবীদ্দেব ঋষিং রাগেণ মোহিতম্ ॥১২৪

অহন্তু বিস্ময়ং বিপ্র ন গচ্ছামীতি পশ্য মাম্।
এবমুক্ত্বা নরশ্রেষ্ঠ মহাদেবেন বৈ তদা ॥১২৫

অঙ্গুল্যগ্রেণ রাজেন্দ্র স্বাঙ্গুষ্ঠস্তাড়িতোঽনঘ।
ততো ভস্ম ক্ষতাদ্ রাজন্ নির্গতং
হিমসন্নিভম্ ॥১২৬

তদ্ দৃষ্ট্বা ব্রীড়িতো রাজন্ স মুনিঃ পাদয়োর্গতঃ।
নান্যদ্দেবাৎ পরং মেনে রুদ্রাৎ পরতরং
মহৎ ॥১২৭

সুরাসুরস্য জগতো গতিস্ত্বমসি শূলধৃক্।
ত্বয়া সর্ব্বমিদং সৃষ্টং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥১২৮

ত্বমেব সর্ব্বান্ গ্রসসি পুনরেব যুগক্ষয়ে।
দেবৈরপি ন শক্যস্ত্বং পরিজ্ঞাতুং
কুতো ময়া ॥১২৯

ত্বয়ি সর্ব্বে প্রদৃশ্যন্তে সুরা ব্রহ্মাদয়োঽনঘ।
সর্ব্বস্ত্বমসি লোকানাং কর্ত্তা কারয়িতা চ হ ॥১৩০

ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরাঃ সর্ব্বে মোদন্তীহাকুতোভয়াঃ।
এবং স্তুত্বা মহাদেবং স ঋষিঃ প্রণতোঽব্রবীৎ ॥১৩১

ত্বৎপ্রসাদান্মহাদেব তপো মে ন ক্ষরেত বৈ।
ততো দেবঃ প্রহৃষ্টাত্মা ব্রহ্মর্ষিমিদমব্রবীৎ ॥১৩২

তখন মহাদেব আনন্দিতচিত্তে উদ্দাম নৃত্যকারী সেই ঋষির নিকট গিয়া দেবতাগণের হিতের নিমিত্ত বলিলেন,—"হে ধর্ম্মজ্ঞ মহর্ষি! আপনি কেন নৃত্য করিতেছেন? হে মুনিবর! আপনার এত আনন্দিত হইবার কারণই বা কি?" ১১৬-১২২

ঋষি বলিলেন,—"হে বিপ্রশ্রেষ্ঠ! আমি ধর্ম্মপথে অবস্থান করত তপস্যা করিতেছিলাম; ব্রহ্মন্! এই অবস্থায় আমার হাত হইতে শাকরস নির্গত হইতেছে—ইহা কি আপনি দেখিতে পাইতেছেন না? আমি ইহা দেখিয়াই আনন্দে নৃত্য করিতেছি। তখন মহর্ষিকে রাগের দ্বারা মোহিত দেখিয়া মহাদেব বলিলেন—"হে বিপ্র! আমি ইহাতে মোটেই বিস্ময় বোধ করিতেছি না। হে নিষ্পাপ! "এই দেখুন" এই বলিয়া সর্ব্বজ্ঞ মহাদেব নিজ অঙ্গুলির অগ্রভাগের দ্বারা অঙ্গুষ্ঠে ক্ষত সৃষ্টি করিলেন। রাজন্! সেই ক্ষতস্থান হইতে তৎক্ষণাৎ তুষারের ন্যায় শুভ্র ভস্ম নির্গত হইতে লাগিল।১২৩-১২৬।

তাহা দেখিয়া ঋষি লজ্জিত হইলেন এবং মহাদেবের চরণে পতিত হইলেন, তিনি বুঝিয়াছিলেন ইনি মহাদেব ভিন্ন অন্য কেহ নন এবং ইহাও নিশ্চয় করিলেন যে, রুদ্র হইতে শ্রেষ্ঠ কোন দেবতা নাই।১২৭

তখন তিনি তাঁহাকে স্তুতি করিতে লাগিলেন,—হে শূলধৃক্! আপনি সুরাসুর সমস্ত জগতের একমাত্র গতি; এই চরাচর জগৎ আপনার দ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছে।১২৮

প্রলয়কালে পুনরায় আপনিই সমস্ত জগৎকে গ্রাস করেন। আপনার স্বরূপ দেবগণও জানিতে পারেন না; সুতরাং আমি কিরূপে অবগত হইব?১২৯

হে অনঘ! আপনাতেই ব্রহ্মাদিদেবগণ দৃষ্ট হইতেছেন; আপনি সমস্ত লোকের কর্ত্তা ও কারয়িতা।১৩০

তপস্তে বর্দ্ধতাং বিপ্র মৎপ্রসাদাৎ সহস্রধা।
আশ্রমে চেহ বৎস্যামি ত্বয়া সহ মহামুনে ॥১৩৩
সপ্তসারস্বতে স্নাত্বা অর্চ্চয়িষ্যন্তি যে তু মাম্।
ন তেষাং দুর্লভং কিঞ্চিদিহ লোকে পরত্র চ ॥১৩৪
সারস্বতঞ্চ তে লোকং গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ।
এবমুক্ত্বা মহাদেবস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥১৩৫
ততস্ত্বৌশনসং গচ্ছেত্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্।
যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ॥১৩৬
কার্ত্তিকেয়শ্চ ভগবাংস্ত্রিসন্ধ্যং কিল ভারত।
সান্নিধ্যমকরোন্নিত্যং ভার্গবপ্রিয়কাম্যয়া ॥১৩৭
কপালমোচনং তীর্থং সর্ব্বপাপপ্রমোচনম্।
তত্র স্নাত্বা নরব্যাঘ্র সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১৩৮
অগ্নিতীর্থং ততো গচ্ছেত্তত্র স্নাত্বা নরর্ষভ।
অগ্নিলোকমবাপ্নোতি কুলঞ্চৈব সমুদ্ধরেৎ ॥১৩৯
বিশ্বামিত্রস্য তত্রৈব তীর্থং ভরতসত্তম।
তত্র স্নাত্বা নরশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ্যমধিগচ্ছতি ॥১৪০
ব্রহ্মযোনিং সমাসাদ্য শুচিঃ প্রয়তমানসঃ।
তত্র স্নাত্বা নরব্যাঘ্র ব্রহ্মলোকং প্রপদ্যতে ॥১৪১

পুনাত্যাসপ্তমঞ্চৈব কুলং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র তীর্থং ত্রৈলোক্য-
বিশ্রুতম্ ॥১৪২
পৃথূদকমিতি খ্যাতং কার্ত্তিকেয়স্য বৈ নৃপ।
তত্রাভিষেকং কুর্ব্বীত পিতৃদেবার্চ্চনে রতঃ ॥১৪৩
অজ্ঞানাজ্জ্ঞানতো বাপি স্ত্রিয়া বা পুরুষেণ বা।
যৎ কিঞ্চিদশুভং কর্ম্ম কৃতং মানুষবুদ্ধিনা ॥১৪৪
তৎ সর্ব্বং নশ্যতে তত্র স্নাতমাত্রস্য ভারত।
অশ্বমেধফলঞ্চাপি লভতে স্বর্গমেব চ ॥১৪৫

আপনার কৃপাতেই দেবগণ অকুতোভয় হইয়া আনন্দে বিচরণ করেন। এইরূপে স্তুতি করত ঋষি মহাদেবকে প্রণাম করিয়া এই কথা বলিলেন।১৩১

"হে মহাদেব! আপনার কৃপায় যেন তপস্যা ক্ষীণ না হয়।" তখন মহাদেব পরম প্রীত হইয়া সেই ব্রহ্মর্ষিকে বলিলেন—"হে বিপ্র! তোমার তপস্যা আমার প্রসাদে পূর্ব্ব হইতে সহস্র গুণ বর্দ্ধিত হউক। মহামুনে! আমি তোমার সহিত এই আশ্রমে বাস করিব। এই সপ্তসারস্বততীর্থে স্নান করিয়া যাহারা আমার অর্চ্চনা করিবে, ইহলোকে ও পরলোকে কোন বস্তু তাঁহার নিকট দুর্ল্লভ থাকিবে না এবং তাঁহারা সারস্বতলোক প্রাপ্ত হইবে।" এই বলিয়া মহাদেব সেইখানেই অন্তর্দ্ধান করিলেন ১৩২-১৩৫

তারপর ঔশনস তীর্থে যাত্রা করিবে। ভারত! যে তীর্থে ব্রহ্মাদি দেববৃন্দ, তপোধন ঋষিবৃন্দ, এবং ভগবান্ কার্ত্তিকেয় ভার্গবের প্রিয় কামনায় নিত্য তিন সন্ধ্যাতেই উপস্থিত থাকেন।১৩৬-১৩৭

কপালমোচননামক তীর্থ সকল পাপের নাশক। সেখানে স্নান করিলে মানব সর্ব্বপাপ হইতে বিমুক্ত হয়।১৩৮

তারপর অগ্নিতীর্থে গমন করিবে। তথায় স্নান করিলে অগ্নিলোকপ্রাপ্তি হয় এবং নিজ কুলের উদ্ধার হয়।১৩৯

হে ভরতসত্তম! সেই খানেই বিশ্বামিত্রতীর্থ আছে। নরশ্রেষ্ঠ! সেখানে স্নান করিলে জন্মান্তরে ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়।১৪০

শুচি হইয়া সংযতচিত্তে ব্রহ্মযোনিতীর্থে গিয়া স্নান করিলে মানব ব্রহ্মলোক লাভ করে এবং নিজের সাত পুরুষকে নিঃসংশয়ে উদ্ধার করে।

হে রাজেন্দ্র! তারপর তীর্থসেবী ত্রিলোক-বিখ্যাত পৃথূদকনামক কার্ত্তিকেয়ের তীর্থে গমন করিবে। তথায় স্নান করিয়া দেবতা ও পিতৃগণের

পুণ্যমাহুঃ কুরুক্ষেত্রং কুরুক্ষেত্রাৎ সরস্বতী।
সরস্বত্যাশ্চ তীর্থানি তীর্থেভ্যশ্চ পৃথূদকম্ ॥১৪৬
উত্তমে সর্ব্বতীর্থানাং যস্ত্যজেদাত্মনস্তনুম্।
পৃথূদকে জপ্যপরো ন পুনর্জ্জন্ম সংলভেৎ ॥১৪৭
গীতং সনৎকুমারেণ ব্যাসেন চ মহাত্মনা।
বেদে চ নিয়তং রাজন্নধিগচ্ছেৎ পৃথূদকম্ ॥১৪৮
পৃথূদকাৎ পুণ্যতমং নান্যত্তীর্থং নরোত্তম।
এতন্মেধ্যং পবিত্রঞ্চ পাবনঞ্চ ন সংশয়ঃ ॥১৪৯
তত্র স্নাত্বা দিবং যান্তি যেঽপি পাপকৃতো জনাঃ।
পৃথূদকে নরশ্রেষ্ঠ প্রাহুরেবং মনীষিণঃ ॥১৫০
মধুস্রবঞ্চ তত্রৈব তীর্থং ভরতসত্তম।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ গোসহস্রফলং লভেৎ ॥১৫১

ততো গচ্ছেন্নরশ্রেষ্ঠ তীর্থং মেধ্যং যথাক্রমম্।
সরস্বত্যারুণায়াশ্চ সঙ্গমং লোকবিশ্রুতম্ ॥১৫২
ত্রিরাত্রোপোষিতঃ স্নাত্বা মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া।
অগ্নিষ্টোমাতিরাত্রাভ্যাং ফলং বিন্দতি মানবঃ ॥
আসপ্তমং কুলঞ্চৈব পুনাতি ভরতর্ষভ ॥১৫৩
অর্দ্ধকীলঞ্চ তত্রৈব তীর্থং কুরুকুলোদ্বহ।
বিপ্রাণামনুকম্পার্থং দর্ভিণা নির্ম্মিতং পুরা ॥১৫৪
ব্রতোপনয়নাভ্যাঞ্চাপ্যুপবাসেন চাপ্যুত।
ক্রিয়ামন্ত্রৈশ্চ সংযুক্তো ব্রাহ্মণঃ স্যান্ন সংশয়ঃ ॥১৫৫
ক্রিয়ামন্ত্রবিহীনোঽপি তত্র স্নাত্বা নরর্ষভ।
চীর্ণব্রতো ভবেদ্ বিদ্বান্ দৃষ্টমেতৎ পুরাতনৈঃ ॥১৫৬

অর্চ্চনায় নিরত হইলে স্ত্রী বা পুরুষ মানুষবুদ্ধির বশীভূত হইয়া জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যত পাপ করে, তাহারা সেই সমস্ত পাপ হইতে স্নানমাত্রই মুক্ত হয় এবং অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল লাভ করত স্বর্গলোকে গমন করে।১৪১-১৪৫

কুরুক্ষেত্র স্বতঃতই পবিত্র স্থান। সরস্বতীনদী উহা অপেক্ষাও পবিত্র। সরস্বতী হইতে তীর্থসমূহ অধিক পবিত্র এবং তীর্থসমূহ হইতে পৃথূদক অধিক পবিত্র।১৪৬

ইহা সকল তীর্থ হইতে শ্রেষ্ঠ; যে ব্যক্তি ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে এই তীর্থে শরীর ত্যাগ করে, তাহার আর পুনরায় জন্ম হয় না অর্থাৎ সে মুক্তি লাভ করে।১৪৭

সনৎকুমার ও মহাত্মা ব্যাসদেব ইহার প্রশংসা গান করিয়াছেন; সুতরাং হে রাজন্! পৃথূদক তীর্থে গমন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।১৪৮

পৃথূদক হইতে শ্রেষ্ঠ কোন তীর্থ নাই; উহা মেধ্য, পরম পবিত্র ও পরম পাবন তীর্থ—ইহাতে কোন সংশয় নাই।১৪৯

নরশ্রেষ্ঠ! মনীষিগণ বলেন,—ঐ পৃথূদক তীর্থে গমন করিয়া স্নান করিলে পাপী মানুষও পাপশূন্য হইয়া স্বর্গে গমন করে।১৫০

ঐখানেই মধুস্রবনামক অপর তীর্থ আছে। হে ভরতসত্তম! সেখানে স্নান করিলে সহস্র-গোদানের ফল লাভ হয়।১৫১

হে রাজেন্দ্র! তারপর তীর্থসেবী লোকবিখ্যাত পরম পবিত্র তীর্থে সরস্বতী ও অরুণানদীর সঙ্গমস্থানে গমন করিবে।১৫২

সেখানে স্নান করিয়া তীর্থসেবী তিনরাত্রি বাস করিলে ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হয় এবং অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্র যোগের ফল লাভ করে এবং নিজের সপ্তম পুরুষ উদ্ধার করে।১৫৩

হে কুরুকুলোদ্বহ! সেইখানে অর্দ্ধকীলনামক অপর তীর্থ আছে। বিপ্রগণের উপর কৃপা করিবার জন্য দর্ভী মুনি উহা সৃষ্টি করিয়াছিলেন।১৫৪

ঐ স্থানে ব্রত, উপনয়ন, উপবাস এবং মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে মানুষ ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়—ইহাতে সন্দেহ নাই।১৫৫

হে নরর্ষভ! ক্রিয়া ও মন্ত্রবিহীন পুরুষও যদি সেখানে স্নান করে, তবে সে ধৃতব্রত বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে—ইহা প্রাচীগণ বলিয়া থাকেন।১৫৬

সমুদ্রাশ্চাপি চত্বারঃ সমনীতাশ্চ দর্ভিণা।
তেষু স্নাতো নরশ্রেষ্ঠ ন দুর্গতিমবাপ্নুয়াৎ ॥১৫৭

ফলানি গোসহস্রাণাং চতুর্ণাং বিন্দতে চ সঃ।
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র তীর্থং শতসহস্রকম্ ॥১৫৮

সহস্রকঞ্চ তত্রৈব দ্বে তীর্থে লোকবিশ্রুতে।
উভয়োর্হি নরঃ স্নাত্বা গোসহস্রফলং লভেৎ ॥১৫৯

দানং বাপ্যুপবাসো বা সহস্রগুণিতং ভবেৎ।
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র রেণুকাতীর্থমুত্তমম্ ॥১৬০

তত্রাভিষেকং কুর্ব্বীত পিতৃদেবার্চ্চনে রতঃ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥১৬১

বিমোচন উপস্পৃশ্য জিতমন্যুর্জিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রতিগ্রহকৃতৈঃ পাপৈঃ সর্বৈঃ স পরিমুচ্যতে ॥১৬২

ততঃ পঞ্চবটীং গত্বা ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
পুণ্যেন মহতা যুক্তঃ সতাং লোকে মহীয়তে ॥১৬৩

যত্র যোগেশ্বরঃ স্থাণুঃ স্বয়মেব বৃষধ্বজঃ।
তমর্চ্চয়িত্বা দেবেশং গমনাদেব সিধ্যতি ॥১৬৪

তৈজসং বারুণং তীর্থং দীপ্যতে স্বেন তেজসা।
যত্র ব্রহ্মাদিভির্দেবৈ ঋষিভিশ্চ তপোধনৈঃ ॥১৬৫

সৈনাপত্যেন দেবানামভিষিক্তো গুহস্তদা।
তৈজসস্য তু পূর্ব্বেণ কুরুতীর্থং কুরূদ্বহ ॥১৬৬

কুরুতীর্থে নরঃ স্নাত্বা ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বপাপবিশুদ্ধাত্মা ব্রহ্মলোকং প্রপদ্যতে ॥১৬৭

স্বর্গদ্বারং ততো গচ্ছেন্নিয়তো নিয়তাশনঃ।
অগ্নিষ্টোমমবাপ্নোতি ব্রহ্মলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥১৬৮

দর্ভী মুনি তপস্যার বলে সেখানে চারি সমুদ্রকেও আনয়ন করিয়াছিলেন। হে নরশ্রেষ্ঠ। সেই চারি সমুদ্রে স্নান করিলে মানুষ কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না এবং সে চারি সহস্র গোদানের ফল লাভ করে।

হে ধর্ম্মজ্ঞ। উহার নিকটেই অবস্থিত শতসহস্রক ও সহস্রক নাম দুইটি বিখ্যাত তীর্থ আছে। ঐ উভয় তীর্থে গমন করত স্নান করিলে সহস্রগোদানের ফল লাভ হয়।১৫৭-১৫৯

সেই তীর্থে দান ও উপবাসের সহস্রগুণ ফল হয়। হে রাজেন্দ্র। তারপর উত্তম রেণুকাতীর্থে যাইবে।১৬০

তথায় স্নান করত পিতৃপুরুষ ও দেবতাগণের অর্চ্চনা করিলে মানুষ সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করে।১৬১

বহিরিন্দ্রিয়সমূহ ও ক্রোধকে সংযত করিয়া বিমোচনতীর্থে স্নান করিলে মানুষ প্রতিগ্রহকৃত সমস্ত দোষ হইতে মুক্ত হয়।১৬২

তারপর ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া পঞ্চবটী-তীর্থে গমন করিবে। তথায় গমনমাত্রই মানুষ মহাপুণ্য লাভ করত সৎপুরুষগণের লোকে পূজিত হইয়া অবস্থান করে।১৬৩

সেখানে যোগেশ্বর বৃষধ্বজ শঙ্কর বিরাজমান আছেন, তাঁহাকে অর্চ্চনা করিয়া সেস্থানে গমনমাত্রই সিদ্ধিলাভ করে।১৬৪

ঐখানেই নিজ তেজে দীপ্যমান তৈজসনামে বরুণদেবসম্বন্ধীয় এক তীর্থ আছে। তথায় ব্রহ্মাদি-দেবগণ এবং তপস্বী ঋষিগণ কার্ত্তিকেয়কে দেবসেনা-পতির পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। হে কুরুবংশধর! ঐ তৈজস তীর্থেরই পূর্ব্বদিকে কুরুতীর্থ আছে।১৬৫-১৬৬

ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া কুরুতীর্থে স্নান করিলে মানুষ সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে।১৬৭

PRESENTED

ততো গচ্ছেদনরকং তীর্থসেবী নরাধিপ।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ ন দুর্গতিমবাপ্নুয়াৎ ॥১৬৯

তত্র ব্রহ্মা স্বয়ং নিত্যং দেবৈঃ সহ মহীপতে।
অন্বাস্তে পুরুষব্যাঘ্র নারায়ণপুরোগমৈঃ ॥১৭০

সান্নিধ্যং তত্র রাজেন্দ্র রুদ্রপত্ন্যাঃ কুরূদ্বহ।
অভিগম্য চ তাং দেবীং ন দুর্গতিমবাপ্নুয়াৎ ॥১৭১

তত্রৈব চ মহারাজ বিশ্বেশ্বরমুমাপতিম্।
অভিগম্য মহাদেবং মুচ্যতে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ ॥১৭২

নারায়ণঞ্চাভিগম্য পদ্মনাভমরিন্দম।
রোচমানো মহারাজ বিষ্ণুলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥১৭৩

তীর্থেষু সর্ব্বদেবানাং স্নাতঃ স পুরুষর্ষভ।
সর্ব্বদুঃখৈঃ পরিত্যক্তো দ্যোততে শশিবন্নরঃ ॥১৭৪

ততঃ স্বস্তিপুরং গচ্ছেত্তীর্থসেবী নরাধিপ।
প্রদক্ষিণমুপাবৃত্য গোসহস্রফলং লভেৎ ॥১৭৫

পাবনং তীর্থমাসাদ্য তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ।
অগ্নিষ্টোমস্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি ভারত ॥১৭৬

গঙ্গাহ্রদশ্চ তত্রৈব কূপশ্চ ভরতর্ষভ।
তিস্রঃ কোট্যশ্চ তীর্থানাং তস্মিন্ কূপে মহীপতে।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ স্বর্গলোকং প্রপদ্যতে ॥১৭৭

আপগায়াং নরঃ স্নাত্বা অর্চ্চয়িত্বা মহেশ্বরম্।
গাণপত্যমবাপ্নোতি কুলঞ্চৈব সমুদ্ধরেৎ ॥১৭৮

ততঃ স্থাণুবটং গচ্ছেত্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্।
তত্র স্নাত্বা স্থিতো রাত্রিং রুদ্রলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥১৭৯

তারপর নিয়মপালন পূর্ব্বক মিতাহার হইয়া তীর্থসেবী স্বর্গদ্বার তীর্থে যাইবে। তথায় গমন করিয়া স্নান করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফললাভ করে এবং ব্রহ্মলোকে গমন করে।১৬৮

হে নরাধিপ। তারপর তীর্থসেবী অনরকনামক তীর্থে গমন করিবে। রাজন্। তথায় স্নান করিলে মানব কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না।১৬৯

হে পুরুষব্যাঘ্র। হে ভূপতে! স্বয়ং ব্রহ্মা নারায়ণপ্রমুখ দেবতাগণের সহিত সেখানে নিত্যই অবস্থান করেন।১৭০

হে রাজেন্দ্র। হে কুরুবংশশ্রেষ্ঠ। ঐ স্থানে রুদ্রপত্নী শ্রীদুর্গাদেবীর স্থান আছে। ঐ দেবী দর্শন করিলে মানুষ কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না।১৭১

মহারাজ। ঐ স্থানে উমাপতি বিশ্বেশ্বরেরও স্থান আছে। এই মহাদেব দর্শনে মানব সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়।১৭২

অরিন্দম মহারাজ ঐ স্থানে অবস্থিত পদ্মনাভ নারায়ণ মূর্ত্তিকে দর্শন করিলে মানুষ তেজোদীপ্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে। ১৭৩

পুরুষশ্রেষ্ঠ। সকল দেবতার অধিষ্ঠানস্বরূপ ঐ তীর্থে স্নান করিয়া মানুষ সর্ব্ব দুঃখ বিমুক্ত হইয়া চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তি পাইতে থাকে।১৭৪

হে নরাধিপ। তারপর তীর্থসেবী স্বস্তিপুর তীর্থে গমন করিবে। ঐ তীর্থকে প্রদক্ষিণ করিলে সহস্র গো-দানের ফল হয়।১৭৫

ভারত। তারপর পাবন তীর্থে গমন করত পিতৃপুরুষ ও দেবতাগণের তর্পণ করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয়।১৭৬

হে ভরতর্ষভ। সেই স্থানে গঙ্গাহ্রদ নামক একটি কূপ আছে। হে ভূপতে। ঐ কূপে তিন কোটি দেবতা অবস্থান করেন। হে রাজন্। ঐ কূপে স্নান করিলে মানুষ স্বর্গলোকে গমন করে।১৭৭

তত্রত্য আপগাতীর্থে স্নান করত মহেশ্বরকে পূজা করিলে মানুষ গণপতি পদলাভ করে এবং নিজ কুলকে উদ্ধার করে।১৭৮

বদরীপাচনং গচ্ছেদ্ বশিষ্ঠস্যাশ্রমং ততঃ ।
বদরীং ভক্ষয়েত্তত্র ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ ॥১৮০
সম্যগ্ দ্বাদশ বর্ষাণি বদরান্ ভক্ষয়েত্তু যঃ ।
ত্রিরাত্রোপোষিতস্তেন ভবেত্তুল্যো নরাধিপ ॥১৮১
ইন্দ্রমার্গং সমাসাদ্য তীর্থসেবী নরাধিপ ।
অহোরাত্রোপবাসেন শক্রলোকে মহীয়তে ॥১৮২
একরাত্রং সমাসাদ্য একরাত্রোষিতো নরঃ ।
নিয়তঃ সত্যবাদী চ ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥১৮৩
ততো গচ্ছেচ্চ ধর্ম্মজ্ঞ তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্ ।
আদিত্যস্যাশ্রমো যত্র তেজোরাশের্মহাত্মনঃ ॥১৮৪
তস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা পূজয়িত্বা বিভাবসুম্ ।
আদিত্যলোকং ব্রজতি কুলঞ্চৈব সমুদ্ধরেৎ ॥১৮৫
সোমতীর্থে নরঃ স্নাত্বা তীর্থসেবী নরাধিপ ।
সোমলোকমবাপ্নোতি নরো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥১৮৬
ততো গচ্ছেচ্চ ধর্ম্মজ্ঞ দধীচস্য মহাত্মনঃ ।
তীর্থং পুণ্যতমং রাজন্ পাবনং লোকবিশ্রুতম্॥১৮৭
যত্র সারস্বতো জাতঃ সোহঙ্গিরাস্তপসো নিধিঃ ।
তস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা বাজিমেধফলং লভেৎ॥১৮৮
সারস্বতীং গতিঞ্চৈব লভতে নাত্র সংশয়ঃ ।
ততঃ কন্যাশ্রমং গচ্ছেন্নিয়তো ব্রহ্মচর্য্যবান্ ॥১৮৯
ত্রিরাত্রমুষিতো রাজন্ নিয়তো নিয়তাশনঃ ।
লভেৎ কন্যাশতং দিব্যং ব্রহ্মলোকঞ্চগচ্ছতি ॥১৯০
ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ তীর্থং সন্নিহতীমপি ।
যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ॥১৯১

তারপর ত্রিভুবনবিখ্যাত স্থাণুবটতীর্থে গমন করিবে। তথায় স্নান করিয়া এক রাত্রি বাস করিলে মানুষ রুদ্রলোক প্রাপ্ত হয়।১৭৯

তৎপরে বদরীপাচননামক মহর্ষি বশিষ্ঠের আশ্রমে গমন করিবে। মানুষ সেখানে তিনরাত্রি উপবাস করিয়া বদরী (কুল) ভক্ষণ করিবে।১৮০

যদি কেহ সেখানে তিনরাত্রি উপবাস করত দ্বাদশবৎসর ধরিয়া বদরীভক্ষণ করে, রাজন্! তবে সে বশিষ্ঠের তুল্যতা প্রাপ্ত হয়।১৮১

অনন্তর তীর্থসেবী ইন্দ্রমার্গ তীর্থে গমন করত অহোরাত্র উপবাস করিলে ইন্দ্রলোকে পূজিত হইয়া অবস্থান করে।১৮২

নিয়মপালনপূর্ব্বক সত্যবাদী হইয়া একরাত্রনামক তীর্থে গমন করত একরাত্রি উপবাস করিলে মানব ব্রহ্মলোকে পূজিত হইয়া অবস্থান করে।১৮৩

হে রাজেন্দ্র। তারপর তীর্থসেবী ত্রিলোকবিশ্রুত আদিত্যতীর্থে গমন করিবে। তেজোরাশিস্বরূপ মহাত্মা আদিত্যদেবেরই ঐ তীর্থ। তথায় স্নান করত সূর্য্যদেবের পূজা করিলে তীর্থসেবী আদিত্যলোকে গমন করে এবং স্বকুল উদ্ধার করে।১৮৪-১৮৫

হে নরাধিপ। তীর্থসেবী সোমতীর্থে স্নান করিলে চন্দ্রলোকে প্রাপ্ত হয়—ইহাতে সন্দেহের অবকাশমাত্র নেই।১৮৬

হে ধর্ম্মজ্ঞ রাজন্। তারপর মহাত্মা দধিচের পরম পুণ্যময় লোকবিখ্যাত তীর্থ পাবনতীর্থে গমন করিবে।১৮৭

যেখানে তপোনিধি সরস্বতীর বরপুত্র অঙ্গিরা ঋষি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই তীর্থে স্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং সারস্বতী গতি প্রাপ্ত হওয়া যায়—ইহাতে সন্দেহ নাই। তারপর তথায় নিয়মপালনপূর্ব্বক ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া কন্যাশ্রমে গমন করিবে॥১৮৮-১৮৯

রাজন্! সেখানে তিন রাত্রি উপবাস করিয়া নিয়মপালনপূর্ব্বক নিয়মিত ভোজন করিলে দিব্য একশত কন্যালাভ হয় এবং ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়।১৯০

ধর্ম্মজ্ঞ। তারপর সন্নিহতী তীর্থে গমন করিবে। প্রতিমাসে সেখানে ব্রহ্মাদি দেবগণ ও তপস্বী ঋষিগণ

মাসি মাসি সমায়ান্তি পুণ্যেন মহতান্বিতাঃ।
সন্নিহত্যামুপস্পৃশ্য রাহুগ্রস্তে দিবাকরে ॥১৯২
অশ্বমেধশতং তেন তত্রেষ্টং শাশ্বতং ভবেৎ।
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি অন্তরীক্ষে চ যানি চ ॥১৯৩
নদ্যো হ্রদাস্তড়াগাশ্চ সর্ব্বপ্রস্রবণানি চ।
উদপানানি বাপ্যশ্চ তীর্থান্যায়তনানি চ ॥১৯৪
নিঃসংশয়মমাবাস্যাং সমেষ্যন্তি নরাধিপ।
মাসি মাসি নরব্যাঘ্র সন্নিহত্যাং ন সংশয়ঃ ॥১৯৫
তীর্থসন্নিহনাদেব সন্নিহত্যেতি বিশ্রুতা।
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥১৯৬
অমাবাস্যান্তু তত্রৈব রাহুগ্রস্তে দিবাকরে।
যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে মর্ত্ত্যস্তস্য পুণ্যফলং শৃণু ॥১৯৭
অশ্বমেধসহস্রস্য সম্যগিষ্টস্য যৎ ফলম্।
স্নাত এব তদাপ্নোতি কৃত্বা শ্রাদ্ধঞ্চ মানবঃ ॥১৯৮

মহাপুণ্য যুক্ত হইয়া আগমন করেন। সন্নিহতীতীর্থে সূর্য্যগ্রহণের সময় স্নান করিলে মানব শাশ্বত শতাশ্বমেধযজ্ঞরূপ অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হয়। হে নরাধিপ। এই পৃথিবীতে ও অন্তরীক্ষে যত তীর্থ আছে, নদী, হ্রদ, পুষ্করিণী, প্রস্রবণ, কূপ, বাপী, এবং পুণ্য আয়তন আছে, সে সমস্তই অমাবস্যা তিথিতে সন্নিহতীতীর্থে আসিয়া সমবেত হন। তীর্থসমূহের একত্রীকরণ বশতই উহার নাম সন্নিহতী তীর্থ হইয়াছে। সেখানে স্নান ও উহার জল পান করিলে স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠা লাভ হয়।১৯১-১৯৬

অমাবস্যায় সূর্য্যগ্রহণের দিন যে মানব এখানে শ্রাদ্ধ করে, তাহার পুণ্যফলের কথা শ্রবণ কর।১৯৭

সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠিত সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের যে ফল, তাহা এখানে স্নান করিয়া শ্রাদ্ধ করামাত্রই মানব লাভ করে।১৯৮

যৎ কিঞ্চিদ্ দুষ্কৃতং কর্ম্ম স্ত্রিয়া বা পুরুষস্য বা।
স্নাতমাত্রস্য তৎ সর্ব্বং নশ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥১৯৯
পদ্মবর্ণেন যানেন ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি।
অভিবাদ্য ততো যক্ষং দ্বারপালং মচক্রুকম্ ॥২০০
কোটিতীর্থ উপস্পৃশ্য লভেদ্ বহুসুবর্ণকম্।
গঙ্গাহ্রদশ্চ তত্রৈব তীর্থং ভরতসত্তম ॥২০১
তত্র স্নায়ীত ধর্ম্মজ্ঞ ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং ফলং বিন্দতি মানবঃ ॥২০২
পৃথিব্যাং নৈমিষং তীর্থমন্তরীক্ষে চ পুষ্করম্।
ত্রয়াণামপি লোকানাং কুরুক্ষেত্রং প্রশস্যতে ॥২০৩
পাংশবোঽপি কুরুক্ষেত্রাদ্ বায়ুনা সমুদীরিতাঃ।
অপি দুষ্কৃতকর্ম্মাণং নয়ন্তি পরমাং গতিম্ ॥২০৪
উত্তরেণ দৃষদ্বত্যা দক্ষিণেন সরস্বতীম্।
যে বসন্তি কুরুক্ষেত্রে তে বসন্তি ত্রিপিষ্টপে ॥২০৫

স্ত্রী বা পুরুষ জন্মাবধি যত পাপই করুক না কেন, এখানে স্নাম করা মাত্রই সে সমস্তই নাশ প্রাপ্ত হয়—ইহাতে সংশয় নাই।১৯৯

মৃত্যুর পরে সেই ব্যক্তি পদ্মবর্ণ বিমানে আরোহণ করত ব্রহ্মলোকে গমন করে। অনন্তর মচক্রুকনামক দ্বারপালকে নমস্কার করিয়া কোটিতীর্থে স্নান করিলে প্রচুর সুবর্ণ লাভ হয়। ভরতসত্তম। সেইখানেই গঙ্গাহ্রদনামক তীর্থ আছে।২০০-২০১

ধর্ম্মজ্ঞ। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করত সমাহিতচিত্তে উহাতে স্নান করিলে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়।২০২

পৃথিবীতে নৈমিষারণ্য তীর্থ প্রশস্ত, অন্তরিক্ষে পুষ্করতীর্থ এবং তিনলোকেই কুরুক্ষেত্রতীর্থ প্রশস্ত।২০

বায়ুর দ্বারা উড্ডীয়মান কুরুক্ষেত্রের ধূলিকণা-সমূহও পাপিগণকে পরমা গতি লাভ করাইয়া থাকে।২০৪

যাহারা সরস্বতীর দক্ষিণে দৃষদ্বতীর উত্তরে

কুরুক্ষেত্রং গমিষ্যামি কুরুক্ষেত্রে বসাম্যহম্ ।
অপ্যেকাং বাচমুৎসৃজ্য সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥২০৬
ব্রহ্মবেদী কুরুক্ষেত্রং পুণ্যং ব্রহ্মর্ষিসেবিতম্ ।
তস্মিন্ বসন্তি যে মর্ত্ত্যা ন তে শোচ্যাঃ
কথঞ্চন ॥২০৭
তরন্তুকারন্তুকয়োর্যদন্তরং
রামহ্রদানাঞ্চ মচক্রুকস্য চ ।
এতৎ কুরুক্ষেত্রসমন্তপঞ্চকং
পিতামহস্যোত্তরবেদিরুচ্যতে ॥২০৮
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রাপর্ব্বণি
নানাতীর্থকথনে ত্র্যশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮৩

কুরুক্ষেত্রের অংশবিশেষে বাস করে, তাহারা স্বর্গেই বাস করিতেছে বুঝিতে হইবে।২০৫

"আমি কুরুক্ষেত্রে যাইব" "আমি কুরুক্ষেত্রে বাস করিব" শুধু এইরূপ যে কোন একটি বাক্য উচ্চারণ করিলেই মানুষ সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়।২০৬

কুরুক্ষেত্র ব্রহ্মার বেদীস্বরূপ, ইহা ব্রহ্মর্ষিগণ কর্ত্তৃক সেবিত হওয়ায় অধিক পুণ্যস্থান। সেখানে যে সকল মনুষ্য বাস করে, তাহারা কখনও শোকজনক অবস্থায় পতিত হয় না।২০৭

তরন্তুক ও অরন্তুক এবং রামহ্রদ ও মচক্রুক ইহাদের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগই কুরুক্ষেত্র ও সমন্তপঞ্চক। ইহাকে ব্রহ্মার উত্তর বেদী বলা হয়।২০৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে
নানা তীর্থকথনবিষয়ে ত্র্যশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৮৩

চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[বিভিন্নতীর্থানাং মহিমকথনম্ ।]

পুলস্ত্য উবাচ।
ততো গচ্ছেন্মহারাজ ধর্ম্মতীর্থমনুত্তমম্ ।
যত্র ধর্ম্মো মহাভাগস্তপ্তবাননুত্তমং তপঃ ॥১
তেন তীর্থং কৃতং পুণ্যং স্বেন নাম্না চ বিশ্রুতম্ ।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ ধর্ম্মশীলঃ সমাহিতঃ ॥২
আ সপ্তমং কুলং চৈব পুনীতে নাত্র সংশয়ঃ ।
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র জ্ঞানপাবনমুত্তমম্ ॥৩
অগ্নিষ্টোমমবাপ্নোতি মুনিলোকঞ্চ গচ্ছতি ।
সৌগন্ধিকবনং রাজন্ ততো গচ্ছেত মানবঃ ॥৪

চতুরশীতিতম অধ্যায়

[বিভিন্ন তীর্থসমূহের মহিমা কথন।]

পুলস্ত্য বলিলেন,—হে মহারাজ! তাহার পর যেস্থানে মহাভাগ স্বয়ং ধর্ম্ম উগ্রতপস্যা করিয়াছিলেন, সেই অনুত্তম ধর্ম্মতীর্থে তীর্থসেবী গমন করিবে।১

সেই ধর্ম্মই এই পুণ্যতীর্থ স্থাপন করিয়াছেন এবং তাঁহারই নামেই তীর্থের নামকরণ হইয়াছে। রাজন্! সেখানে স্নান করিলে মানুষ একাগ্রচিত্ত ও ধর্ম্মপরায়ণ হয় এবং নিজ সপ্তম কুল পর্য্যন্ত উদ্ধার করে—ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। হে রাজেন্দ্র! তারপর জ্ঞানপাবননামক উত্তম তীর্থে গমন করিবে।২-৩

তথায় গমন করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল

তত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।
সিদ্ধ-চারণ-গন্ধর্বাঃ কিন্নরাশ্চ মহোরগাঃ ॥৫
তদ্ বনং প্রবিশন্নেব সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
ততশ্চাপি সরিচ্ছ্রেষ্ঠা নদীনামুত্তমা নদী ॥৬
প্লক্ষাদ্ দেবা স্রুতা রাজন্ মহাপুণ্যা সরস্বতী।
তত্রাভিষেকং কুর্বীত বল্মীকান্নিঃসৃতে জলে ॥৭
অর্চয়িত্বা পিতৄন্ দেবানশ্বমেধফলং লভেৎ।
ঈশানাধ্যুষিতং নাম তত্র তীর্থং সুদুর্লভম্ ॥৮
ষট্‌সু শম্যানিপাতেষু বল্মীকাদিতি নিশ্চয়ঃ।
কপিলানাং সহস্রঞ্চ বাজিমেধঞ্চ বিন্দতি ॥৯
তত্র স্নাত্বা নরব্যাঘ্র দৃষ্টমেতৎ পুরাতনৈঃ।
সুগন্ধাং শতকুম্ভাঞ্চ পঞ্চযজ্ঞাঞ্চ ভারত ॥১০
অভিগম্য নরশ্রেষ্ঠ স্বর্গলোকে মহীয়তে।
ত্রিশূলখাতং তত্রৈব তীর্থমাসাদ্য ভারত ॥১১
তত্রাভিষেকং কুর্বীত পিতৃদেবার্চনে রতঃ।
গাণপত্যঞ্চ লভতে দেহং ত্যক্ত্বা ন সংশয়ঃ ॥১২
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র দেব্যাঃ স্থানং সুদুর্লভম্।
শাকম্ভরীতি বিখ্যাতা ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা ॥১৩
দিব্যং বর্ষসহস্রং হি শাকেন কিল সুব্রতা।
আহারং সা কৃতবতী মাসি মাসি নরাধিপ ॥১৪
ঋষয়োঽভ্যাগতাস্তত্র দেব্যা ভক্ত্যা তপোধনাঃ।
আতিথ্যঞ্চ কৃতং তেষাং শাকেন কিল ভারত ॥১৫
ততঃ শাকম্ভরীত্যেব নাম তস্যাং প্রতিষ্ঠিতম্।
শাকম্ভরীং সমাসাদ্য ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ॥১৬

লাভ হয় এবং মুনিলোক প্রাপ্ত হয়। হে রাজন্। তারপর মানব সৌগন্ধিকবনতীর্থে গমন করিবে।৪

সেখানে ব্রহ্মাদিদেবগণ, তপস্বী ঋষিগণ, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব, কিন্নর, ও মহোরগগণ সতত বাস করেন।৫

সেই বনে প্রবেশমাত্রই মানুষ সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। উহার কিছু দূরে নদী ও সরিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠা সরস্বতী নদী প্লক্ষবৃক্ষ হইতে নিঃসৃত হইয়াছেন। হে রাজন্। সেখানে উইঢিপি হইতে নিঃসৃতজলে স্নান করিবে ৬-৭

সেখানে স্নান করত পিতৃপুরুষ ও দেবগণের অর্চ্চনা করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। এ স্থানেই ঈশানাধ্যুষিত নামক পরম দুর্লভ তীর্থ বিদ্যমান আছে।৮

উই ঢিপি হইতে ঐ স্থানের দূরত্ব ছয়টী শম্যানিপাত (বলবান্ পুরুষের দ্বারা নিক্ষিপ্ত লাঠি যতদূর যায়, উহাকে এক শম্যানিপাত বলে)। নরশ্রেষ্ঠ। সেখানে স্নান করিলে সহস্র কামধেনুদান ও অশ্বমেধ যজ্ঞ এই উভয়ের সমান ফল লাভ হয়—প্রাচীনগণ ইহা পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন।

ভারত। নরশ্রেষ্ঠ। সুগন্ধা, শতকুম্ভা ও পঞ্চযজ্ঞা তীর্থে স্নান করিলে স্বর্গলোক লাভ হয়।

সেই খানেই ত্রিশূলখ্যাতনামক তীর্থ আছে, তথায় গিয়া স্নান করত পিতৃপুরুষ ও দেবতাগণের অর্চ্চনা করিলে শরীর পরিত্যাগের পর গণপতিপদ লাভ হয়—ইহাতে সন্দেহ নাই।৯-১২

রাজেন্দ্র। অনন্তর শাকম্ভরীনামে ত্রিলোকবিখ্যাত সুদুর্ল্লভ দেবীর তীর্থে গমন করিবে।১৩

উত্তমব্রত পালনকারিণী দেবী দিব্য দুই সহস্র বৎসর এক এক মাস পর পর শাক আহার করিয়াছিলেন এবং নরপতে। সেই স্থানে তপস্বী ঋষিগণ আতিথ্য গ্রহণ করিলে দেবী তাঁহাদের শাকের দ্বারাই আতিথ্য সৎকার করিয়াছিলেন।১৪-১৫

ভারত। সেই জন্য সেই তীর্থের নাম শাকম্ভরী তীর্থ হইয়াছে। তথায় ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে শাক ভক্ষণ করত তিন রাত্রি শুচি হইয়া

ত্রিরাত্রমুষিতঃ শাকং ভক্ষয়িত্বা নরঃ শুচিঃ।
শাকাহারস্য যৎ কিঞ্চিদ্ বর্ষৈর্দ্বাদশভিঃ কৃতম্ ॥১৭
তৎ ফলং তস্য ভবতি দেব্যাশ্ছন্দেন ভারত।
ততো গচ্ছেৎ সুবর্ণাখ্যং ত্রিষু লোকেষু
বিশ্রুতম্ ॥১৮

তত্র বিষ্ণুঃ প্রসাদার্থং রুদ্রমারাধয়ৎ পুরা।
বরাংশ্চ সুবহূঁল্লেভে দৈবতেষু সুদুর্লভান্ ॥১৯
উক্তশ্চ ত্রিপুরঘ্নেন পরিতুষ্টেন ভারত।
অপি চ ত্বং প্রিয়তরো লোকে কৃষ্ণ ভবিষ্যসি ॥২০
ত্বন্মুখঞ্চ জগৎ সর্বং ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
তত্রাভিগম্য রাজেন্দ্র পূজয়িত্বা বৃষধ্বজম্ ॥২১
অশ্বমেধমবাপ্নোতি গাণপত্যঞ্চ বিন্দতি।
ধূমাবতীং ততো গচ্ছেৎ ত্রিরাত্রোপোষিতো
নরঃ ॥২২

মনসা প্রার্থিতান্ কামাঁল্লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
দেব্যাস্তু দক্ষিণার্দ্ধেন রথাবর্ত্তো নরাধিপ ॥২৩
তত্রারোহেত ধর্মজ্ঞ শ্রদ্দধানো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
মহাদেবপ্রসাদাদ্ধি গচ্ছেত পরমাং গতিম্ ॥২৪
প্রদক্ষিণমুপাবৃত্য গচ্ছেত ভরতর্ষভ।
ধারাং নাম মহাপ্রাজ্ঞ সর্বপাপপ্রমোচনাম্ ॥২৫
তত্র স্নাত্বা নরব্যাঘ্র ন শোচতি নরাধিপ।
ততো গচ্ছেত ধর্মজ্ঞ নমস্কৃত্য মহাগিরিম্ ॥২৬
স্বর্গদ্বারেণ যৎ তুল্যং গঙ্গাদ্বারং ন সংশয়ঃ।
তত্রাভিষেকং কুর্বীত কোটিতীর্থে সমাহিতঃ ॥২৭
পুণ্ডরীকমবাপ্নোতি কুলং চৈব সমুদ্ধরেৎ।
উষ্যৈকাং রজনীং তত্র গোসহস্রফলং লভেৎ ॥২৮

সপ্তগঙ্গে ত্রিগঙ্গে চ শক্রাবর্তে চ তর্পয়ন্।
দেবান্ পিতৄংশ্চ বিধিবৎ পুণ্যে লোকে
মহীয়তে ॥২৯

ততঃ কনখলে স্নাত্বা ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥৩০

বাস করিলে মানব দেবীর কৃপায় দ্বাদশ বৎসর শাকাহারপূর্ব্বক তপস্যার ফল লাভ করে।

তারপর ত্রিলোকবিখ্যাত সুবর্ণ তীর্থের দিকে যাত্রা করিবে। তথায় বিষ্ণু রুদ্রের প্রসন্নতার জন্য আরাধনা করিয়া দেবগণেরও সুদুর্ল্লভ বরসমূহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।১৬-১৯

হে ভারত! ত্রিপুরারি শ্রীকৃষ্ণকে বর দিয়াছিলেন,—হে কৃষ্ণ! তুমি জগতে সকলের প্রিয় হইবে এবং জগতে তোমারই প্রাধান্য হইবে সন্দেহ নাই। তথায় গিয়া স্নান করত শঙ্করের পূজা করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ হয় এবং গণপতিপদ প্রাপ্ত হয়। ওখান হইতে ধূমাবতী তীর্থে গমন করিবে। তথায় তিন রাত্রি উপবাস করিলে নিঃসন্দেহে মনোবাঞ্ছিত সমস্ত অভীষ্ট লাভ হয়।

হে নরেশ্বর! দেবীর দক্ষিণভাগে রথাবর্ত্তনামক তীর্থ আছে। হে ধর্ম্মজ্ঞ! যে শ্রদ্ধাবান্ পুরুষ জিতেন্দ্রিয় হইয়া তথায় গমন করে, মহাদেবের প্রসাদে সে পরমা গতি প্রাপ্ত হয়।২০-২৪

হে ভরতর্ষভ! ঐ তীর্থ প্রদক্ষিণ করত মহাপ্রাজ্ঞ পুরুষ সর্ব্বপাপনাশিনী ধারানামক তীর্থে গমন করিবে। সেখানে স্নান করিলে মানব শোক প্রাপ্ত হয় না।২৫

সেই মহাগিরিকে নমস্কার করিয়া স্বর্গদ্বারতুল্য গঙ্গাদ্বারতীর্থে গমন করিবে। তথায় কোটি-তীর্থে একাগ্রচিত্তে স্নান করিলে পুণ্ডরীকযজ্ঞের ফল লাভ হয়। তথায় একরাত্রি বাস করিলে সহস্রগোদানের ফল লাভ করে।২৬-২৮

সপ্ততীর্থ, ত্রিগঙ্গ ও শক্রাবর্ত্ত তীর্থে দেবতা

কপিলাবটং ততো গচ্ছেৎ তীর্থসেবী নরাধিপ।
উপোষ্য রজনীং তত্র গোসহস্রফলং লভেৎ ॥৩১

নাগরাজস্য রাজেন্দ্র কপিলস্য মহাত্মনঃ।
তীর্থং কুরুবরশ্রেষ্ঠ সর্বলোকেষু বিশ্রুতম্ ॥৩২

তত্রাভিষেকং কুর্বীত নাগতীর্থে নরাধিপ।
কপিলানাং সহস্রস্য ফলং বিন্দতি মানবঃ ॥৩৩

ততো ললিতকং গচ্ছেচ্ছান্তনোস্তীর্থমুত্তমম্।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ ন দুর্গতিমবাপ্নুয়াৎ ॥৩৪

গঙ্গা-যমুনয়োর্মধ্যে স্নাতি যঃ সংগমে নরঃ।
দশাশ্বমেধানাপ্নোতি কুলং চৈব সমুদ্ধরেৎ ॥৩৫

ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র সুগন্ধং লোকবিশ্রুতম্।
সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥৩৬

রুদ্রাবর্তং ততো গচ্ছেৎ তীর্থসেবী নরাধিপ।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥৩৭

গঙ্গায়াশ্চ নরশ্রেষ্ঠ সরস্বত্যাশ্চ সঙ্গমে।
স্নাত্বাশ্বমেধং প্রাপ্নোতি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥৩৮

ভদ্র-কর্ণেশ্বরং গত্বা দেবমর্চ্য যথাবিধি।
ন দুর্গতিমবাপ্নোতি নাকপৃষ্ঠে চ পূজ্যতে ॥৩৯

ততঃ কুব্জাম্রকং গচ্ছেৎ তীর্থসেবী নরাধিপ।
গোসহস্রমবাপ্নোতি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥৪০

অরুন্ধতীবটং গচ্ছেৎ তীর্থসেবী নরাধিপ।
সামুদ্রকমুপস্পৃশ্য ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ॥৪১

ও পিতৃগণের তর্পণ করিলে মানব পুণ্যলোকে গমন করত পূজিত হয়।২৯

তারপর কনখলে স্নান করত তিন রাত্রি উপবাস করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ করত স্বর্গলোকে গমন করে।৩০

হে রাজন্! তারপর তীর্থসেবী কপিলাবট তীর্থে গমন করিবে। তথায় একরাত্রি উপবাস করিলে সহস্রগোদানের ফল লাভ হয়।৩১

হে রাজেন্দ্র! হে কুরুবরশ্রেষ্ঠ! অনন্তর নাগরাজ মহাত্মা কপিলের সর্ব্বলোকবিখ্যাত তীর্থে গমন করিবে।৩২

নরপতে! সেই নাগতীর্থে স্নান করিবে। ইহাতে মনুষ্য সহস্র কামধেনুদানের ফল লাভ করে।৩৩

তারপর শান্তনুর ললিতক নামক তীর্থে গমন করিবে। রাজন্! তথায় স্নান করিলে কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না।৩৪

গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে প্রয়াগে যে স্নান করে, সে দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে এবং নিজ কুলকে উদ্ধার করে।৩৫

রাজেন্দ্র! তারপর ত্রিলোকবিখ্যাত সুগন্ধ তীর্থে যাইবে। তথায় গেলে মানুষ সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।৩৬

নরপতে! তদনন্তর তীর্থসেবী মানুষ রুদ্রাবর্ত্ত তীর্থে গমন করিবে। রাজন্! তথায় স্নান করিলে স্বর্গলোক লাভ হয়।৩৭

নরশ্রেষ্ঠ! গঙ্গা ও সরস্বতীর সঙ্গমস্থলে স্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয় এবং স্বর্গলোকে গতি হয়।৩৮

ভদ্রকর্ণেশ্বরের নিকট গিয়া ঐ দেবতার যথাবিধি অর্চ্চনা করিলে মানুষ কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না এবং স্বর্গলোকে সম্মানিত হয়।৩৯

হে নরাধিপ! তারপর তীর্থসেবী কুব্জাম্রকতীর্থে গমন করিবে। তথায় গেলে মানুষ সহস্রগোদানের পুণ্য লাভ করিয়া স্বর্গে গমন করে।৪০

অশ্বমেধমবাপ্নোতি ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ।
গোসহস্রফলং বিন্দ্যাৎ কুলং চৈব সমুদ্ধরেৎ ॥৪২
ব্রহ্মাবর্ত্তং ততো গচ্ছেদ্ ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি সোমলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥৪৩
যমুনাপ্রভবং গত্বা সমুপস্পৃশ্য যামুনম্।
অশ্বমেধফলং লব্ধ্বা স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥৪৪
দর্বীসংক্রমণং প্রাপ্য তীর্থং ত্রৈলোক্যপূজিতম্।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥৪৫
সিন্ধোশ্চ প্রভবং গত্বা সিদ্ধ-গন্ধর্বসেবিতম্।
তত্রোষ্য রজনীঃ পঞ্চ বিন্দেদ্ বহুসুবর্ণকম্ ॥৪৬
অথ বেদীং সমাসাদ্য নরঃ পরমদুর্গমাম্।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥৪৭

ঋষিকুল্যাং সমাসাদ্য বাশিষ্ঠং চৈব ভারত।
বাশিষ্ঠীং সমতিক্রম্য সর্বে বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ ॥৪৮
ঋষিকুল্যাং সমাসাদ্য নরঃ স্নাত্বা বিকল্মষঃ।
দেবান্ পিতৄংশ্চার্চয়িত্বা ঋষিলোকং প্রপদ্যতে ॥৪৯
যদি তত্র বসেন্মাসং শাকাহারো নরাধিপ।
ভৃগুতুঙ্গং সমাসাদ্য বাজিমেধফলং লভেৎ ॥৫০
গত্বা বীরপ্রমোক্ষঞ্চ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
কৃত্তিকা-মঘয়োশ্চৈব তীর্থমাসাদ্য ভারত ॥৫১
অগ্নিষ্টোমাতিরাত্রাভ্যাং ফলমাপ্নোতি মানবঃ।
তত্র সন্ধ্যাং সমাসাদ্য বিদ্যাতীর্থমনুত্তমম্ ॥৫২
উপস্পৃশ্য চ বৈ বিদ্যাং যত্র তত্রোপপদ্যতে।
মহাশ্রমে বসেদ্ রাত্রিং সর্বপাপপ্রমোচনে ॥৫৩

তারপর তীর্থসেবী অরুন্ধতীবট নামক তীর্থে গমন করিবে। তথায় গমন করত ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া সামুদ্রকতীর্থে স্নান করত ত্রিরাত্র উপবাস করিলে অশ্বমেধ ও সহস্রগোদানের পুণ্য লাভ করে এবং নিজ কুলের উদ্ধার করে।৪১-৪২

তারপর তীর্থসেবী ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া ব্রহ্মাবর্ত্ত তীর্থে গমন করিবে। তথায় গমন করিলে মানুষ অশ্বমেধের পুণ্য লাভ করে ও চন্দ্রলোকে গমন করে।৪৩

যমুনাপ্রভবতীর্থে গমন করত যমুনার জলে স্নান করিলে মানুষ অশ্বমেধের পুণ্য লাভ করিয়া স্বর্গে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।৪৪

ত্রিলোকপূজিত দর্বীসংক্রমণতীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধের পুণ্য লাভ করে এবং স্বর্গে গমন করে।৪৫

সিদ্ধ ও গন্ধর্ব্বসেবিত সিন্ধুনদের উৎপত্তিস্থানে গিয়া পাঁচ রাত্রি বাস করিলে বহু সুবর্ণের প্রাপ্তি হয়।৪৬

অনন্তর মনুষ্য পরমদুর্গমা বেদীতীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের পুণ্য লাভ করে এবং স্বর্গে গমন করে।৪৭

ভারত! ঋষিকুল্যা ও বশিষ্ঠ তীর্থে গমন করত স্নান করিয়া সেইস্থান অতিক্রম করিলে সকল বর্ণই (মরণান্তে) দ্বিজাতিত্ব প্রাপ্ত হয়।৪৮

মনুষ্য ঋষিকুল্যাতীর্থে যাইয়া স্নান করত দেবতা ও পিতৃগণের অর্চ্চনা করিলে তাহার ঋষিলোক প্রাপ্তি হয়।৪৯

হে নরেশ্বর! যদি কেহ ভৃগুতুঙ্গে গিয়া শাকাহার করত একমাস বাস করে, তবে সে অশ্বমেধের পুণ্যলাভ করে।৫০

বীরপ্রমোক্ষতীর্থে গমন করিলে সর্ব্বপাপবিমুক্তি হয়। ভারত! কৃত্তিকা ও মঘার তীর্থে গমন করিলে অগ্নিষ্টোম ও অতিরাত্র যজ্ঞের ফললাভ করে। সেখানে প্রাতঃসন্ধ্যার সময় সর্বোৎকৃষ্ট বিদ্যাতীর্থে স্নান করিলে যেখানে সেখানে থাকিলেও বিদ্যালাভ হয়। সর্বপাপপ্রমোচন মহাশ্রমতীর্থে একবেলা নিরাহারে বাস করিলে মানুষ শুভলোকসমূহে বাস করে।

LIBRARY
No.………
Shri Ma Anandamayee Ashram

এককালং নিরাহারো লোকানাবসতে শুভান্ ।
ষষ্ঠকালোপবাসেন মাসমুষ্য মহালয়ে ॥৫৪

সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা বিন্দেদ্ বহুসুবর্ণকম্ ।
দশাপরান্ দশ পূর্বান্ নরানুদ্ধরতে কুলম্ ॥৫৫

অথ বেতসিকাং গত্বা পিতামহনিষেবিতাম্ ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি গচ্ছেদৌশনসীং গতিম্ ॥৫৬

অথ সুন্দরিকাতীর্থং প্রাপ্য সিদ্ধনিষেবিতম্ ।
রূপস্য ভাগী ভবতি দৃষ্টমেতৎ পুরাতনৈঃ ॥৫৭

ততো বৈ ব্রাহ্মণীং গত্বা ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।
পদ্মবর্ণেন যানেন ব্রহ্মলোকং প্রপদ্যতে ॥৫৮

ততস্তু নৈমিষং গচ্ছেৎ পুণ্যং সিদ্ধনিষেবিতম্ ।
তত্র নিত্যং নিবসতি ব্রহ্মা দেবগণৈঃ সহ ॥৫৯

নৈমিষং মৃগয়ানস্য পাপস্যার্ধং প্রণশ্যতি ।
প্রবিষ্টমাত্রস্তু নরঃ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৬০

তত্র মাসং বসেদ্ ধীরো নৈমিষে তীর্থতৎপরঃ ।
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি তানি তীর্থানি নৈমিষে ॥৬১

কৃতাভিষেকস্তত্রৈব নিয়তো নিয়তাশনঃ ।
গবাং মেধস্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি ভারত ॥৬২

পুনাত্যাসপ্তমং চৈব কুলং ভরতসত্তম ।
যস্ত্যজেন্নৈমিষে প্রাণানুপবাসপরায়ণঃ ॥৬৩

স মোদেৎ সর্বলোকেষু এবমাহুর্মনীষিণঃ ।
নিত্যং মেধ্যঞ্চ পুণ্যঞ্চ নৈমিষং নৃপসত্তম ॥৬৪

গঙ্গোদ্ভেদং সমাসাদ্য ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ ।
বাজপেয়মবাপ্নোতি ব্রহ্মভূতো ভবেৎ সদা ॥৬৫

সরস্বতীং সমাসাদ্য তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ ।
সারস্বতেষু লোকেষু মোদতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৬৬

যে ব্যক্তি ছয় বেলা উপবাস করিয়া মহালয়তীর্থে এক মাস বাস করে, সে সর্ব্বপাপ মুক্ত হইয়া বহু সুবর্ণখণ্ড প্রাপ্ত হয় এবং পূর্ব্ববর্ত্তী দশকুল পরবর্ত্তী দশকুল উদ্ধার করে।৫১-৫৫

অনন্তর পিতামহ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সেবিত বেতসিকা-তীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধের পুণ্য প্রাপ্ত হইয়া ঔশনসী (ভার্গবী) গতি লাভ করে।৫৬

অনন্তর সিদ্ধনিষেবিত সুন্দরিকাতীর্থে গমন করিলে মানুষ রূপবান্ হয়—ইহা প্রাচীনগণ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।৫৭

তারপর ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণী তীর্থে গমন করিলে পদ্মবর্ণ বিমানে আরোহণ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে।৫৮

তারপর তীর্থসেবী সিদ্ধগণনিষেবিত নৈমিষারণ্য-তীর্থে গমন করিবে, যেস্থানে দেবগণের সহিত ব্রহ্মা স্বয়ং বাস করেন।৫৯

নৈমিষ তীর্থের অন্বেষণ করিলেই মানুষের অর্দ্ধেক পাপ নষ্ট হয় ; কিন্তু তথায় প্রবেশ করিবা-মাত্রই সকল পাপই নষ্ট হয়।৬০

তীর্থগমনতৎপর ধীর ব্যক্তি নৈমিষতীর্থে এক মাস বাস করিবে ; কারণ, পৃথিবীতে যে সমস্ত তীর্থ বর্ত্তমান আছে, সে সমস্ত তীর্থই নৈমিষে বর্ত্তমান।৬১

ভারত ! নিয়মিতাহার হইয়া ব্রতের নিয়ম পালনপূর্ব্বক সেখানে স্নান করিলে গোমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়।৬২

ভরতসত্তম ! তাহা ছাড়া সপ্তম পর্য্যন্ত নি কুলেরও উদ্ধার হয়। যে উপবাস করত নৈমিষতীর্থে প্রাণ পরিত্যাগ করে, মনীষিগণ বলেন, সে সর্ব্বলোকে আনন্দে বিহার করে। নৃপশ্রেষ্ঠ ! নৈমিষতীর্থ নিত্য, মেধ্য ও পুণ্যজনক।৬৩-৬৪

গঙ্গোদ্ভেদতীর্থে গিয়া ত্রিরাত্র উপবাস করিলে অশ্বমেধের পুণ্য লাভ করে এবং কালে সদা ব্রহ্মনিষ্ঠা লাভ করে।৬৫

ততশ্চ বাহুদাং গচ্ছেদ্ ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ।
তত্রোষ্য রজনীমেকাং স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥৬৭
দেবসত্রস্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি কৌরব ।
ততঃ ক্ষীরবতীং গচ্ছেৎ পুণ্যাপুণ্যতরৈর্বৃতাম্ ॥৬৮
পিতৃদেবার্চনপরো বাজপেয়মবাপ্নুয়াৎ ।
বিমলাশোকমাসাদ্য ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ॥৬৯
তত্রোষ্য রজনীমেকাং স্বর্গলোকে মহীয়তে ।
গোপ্রতারং ততো গচ্ছেৎ সরয্বাস্তীর্থমুত্তমম্ ॥৭০

যত্র রামো গতঃ স্বর্গং সভৃত্য-বল-বাহনঃ ।
স চ বীরো মহারাজ তস্য তীর্থস্য তেজসা ॥৭১

রামস্য চ প্রসাদেন ব্যবসায়াচ্চ ভারত ।
তস্মিংস্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা গোপ্রতারে নরাধিপ ॥৭২
সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা স্বর্গলোকে মহীয়তে ।
রামতীর্থে নরঃ স্নাত্বা গোমত্যাং কুরুনন্দন ॥৭৩
অশ্বমেধমবাপ্নোতি পুনাতি চ কুলং নরঃ ।
শতসাহস্রকং তীর্থং তত্রৈব ভরতর্ষভ ॥৭৪
তত্রোপস্পর্শনং কৃত্বা নিয়তো নিয়তাশনঃ ।
গোসহস্রফলং পুণ্যং প্রাপ্নোতি ভরতর্ষভ ॥৭৫

ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ভর্তৃস্থানমনুত্তমম্ ।
অশ্বমেধস্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥৭৬
কোটিতীর্থে নরঃ স্নাত্বা অর্চয়িত্বা গুহং নৃপ ।
গোসহস্রফলং বিন্দ্যাৎ তেজস্বী চ ভবেন্নরঃ ॥৭৭

ততো বারাণসীং গত্বা অর্চয়িত্বা বৃষধ্বজম্ ।
কপিলাহ্রদে নরঃ স্নাত্বা রাজসূয়মবাপ্নুয়াৎ ॥৭৮

সরস্বতী তীর্থে গিয়া (স্নান করত) পিতৃদেবতাগণের তর্পণ করিলে সারস্বত লোক লাভ করে এবং তথায় আনন্দে অবস্থান করে—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ।৬৬

তারপর ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া বাহুদাতীর্থে গমন করিবে । কুরুনন্দন । সেখানে একরাত্রি বাস করিলে স্বর্গলোকে পূজিত হইয়া অবস্থান করে এবং দেবসত্র যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি হয় ।

তারপর পুণ্যময়ী ক্ষীরবতীনামক তীর্থে গমন করিবে । সেখানে পিতৃপুরুষ ও দেবগণের অর্চ্চনা করিলে বাজপেয়যজ্ঞের ফল লাভ হয় ।

অনন্তর বিমলাশোকনামক উত্তমতীর্থে ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া একরাত্রি বাস করিলে স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তি হয় ।

তারপর সরযূনদীর তীরস্থ গোপ্রতারনামক তীর্থে গমন করিবে । মহারাজ । যেখানে বীর শ্রীরামচন্দ্র সেই তীর্থের মহিমায় ভৃত্য, সৈন্য ও বাহনগণের সহিত স্বর্গলোকে গমন করিয়াছিলেন ।৬৭-৭১

ভারত । রাজন্ । যে মানব ঐ গোপ্রতার তীর্থে স্নান করে, সে শ্রীরামচন্দ্রের কৃপা ও নিজ সাধু উদ্যোগে সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠালাভ করে ।

হে কুরুনন্দন । গোমতীতে রামতীর্থে স্নান করিলে মানব অশ্বমেধের পুণ্য লাভ করে এবং নিজ কুলকে উদ্ধার করে ।

হে ভরতসত্তম ! সেই স্থানেই শতসাহস্রকতীর্থ আছে । ভরতর্ষভ । সেখানে গিয়া নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক নিয়তাহার হইয়া স্নান করিলে মানব সহস্রগোদানের পুণ্য লাভ করে ।৭৩-৭৫

হে রাজেন্দ্র । তারপর তীর্থসেবী ভর্তৃস্থান তীর্থে গমন করিবে । তথায় গমন করিলে মানুষ অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে ।৭৬

হে রাজন্ । কোটিতীর্থে স্নান করিয়া কার্ত্তিকেয়ের অর্চ্চনা করিলে মানুষ সহস্রগোদানের ফল লাভ করে এবং তেজস্বী হয় ।৭৭

তারপর বারাণসীতে (কাশীধামে) গিয়া কপিলাহ্রদে স্নান করত বিশ্বেশ্বরের অর্চ্চনা করিলে রাজসূয়যজ্ঞের ফল লাভ হয় ।৭৮

অবিমুক্তং সমাসাদ্য তীর্থসেবী কুরূদ্বহ।
দর্শনাদ্ দেবদেবস্য মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥৭৯
প্রাণানুৎসৃজ্য তত্রৈব মোক্ষং প্রাপ্নোতি মানবঃ।
মার্কণ্ডেয়স্য রাজেন্দ্র তীর্থমাসাদ্য দুর্লভম্ ॥৮০
গোমতী-গঙ্গয়োশ্চৈব সঙ্গমে লোকবিশ্রুতে।
অগ্নিষ্টোমমবাপ্নোতি কুলঞ্চৈব সমুদ্ধরেৎ ॥৮১
ততো গয়াং সমাসাদ্য ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি কুলং চৈব সমুদ্ধরেৎ ॥৮২
তত্রাক্ষয়বটোনাম ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।
তত্র দত্তং পিতৃভ্যস্তু ভবত্যক্ষয়মুচ্যতে ॥৮৩
মহানদ্যামুপস্পৃশ্য তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ।
অক্ষয়ান্ প্রাপ্নুয়াল্লোকান্ কুলং চৈব সমুদ্ধরেৎ ॥৮৪
ততো ব্রহ্মসরো গত্বা ধর্মারণ্যোপশোভিতম্।
ব্রহ্মলোকমবাপ্নোতি প্রভাতামেব শর্বরীম্ ।৮৫

ব্রহ্মণা তত্র সরসি যূপশ্রেষ্ঠঃ সমুচ্ছ্রিতঃ।
যূপং প্রদক্ষিণং কৃত্বা বাজপেয়ফলং লভেৎ ॥৮৬

ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ধেনুকং লোকবিশ্রুতম্।
একরাত্রোষিতো রাজন্ প্রযচ্ছেৎ
তিলধেনুকাম্ ॥৮৭
সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা সোমলোকং ব্রজেদ্ ধ্রুবম্।
তত্র চিহ্নং মহদ্ রাজন্নদ্যাপি সুমহদ্ ভৃশম্ ॥৮৮
কপিলায়াঃ সবৎসায়াশ্চরন্ত্যাঃ পর্বতে কৃতম্।
সবৎসায়াঃ পদানি স্ম দৃশ্যন্তেঽদ্যাপি ভারত ॥৮৯
তেষূপস্পৃশ্য রাজেন্দ্র পদেষু নৃপসত্তম।
যৎ কিঞ্চিদশুভং কর্ম তৎ প্রণশ্যতি ভারত ॥৯০
ততো গৃধ্রবটং গচ্ছেৎ স্থানং দেবস্য ধীমতঃ।
স্নায়ীত ভস্মনা তত্র অভিগম্য বৃষধ্বজম্ ॥৯১

হে কুরুদ্বহ! তীর্থসেবী অবিমুক্ত কাশীধামে গিয়া বিশ্বেশ্বরের দর্শনমাত্রই ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হয়।৭৯

তথায় মানুষ প্রাণ পরিত্যাগ করিলে মুক্তিলাভ অবশ্যম্ভাবী। রাজেন্দ্র! গঙ্গা ও গোমতীর সঙ্গমস্থলের নিকটে মার্কেণ্ডেয়ের দুর্ল্লভ তীর্থ আছে। তথায় গমন করিলে অগ্নিষ্টোমযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় এবং নিজ কুলকে উদ্ধার করে।৮০-৮১

অনন্তর ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া গয়াতীর্থে গমন করিলে মানব অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে এবং নিজ কুলকে উদ্ধার করে।৮২

সেখানে অক্ষয় বটনামে এক বটবৃক্ষ আছে, উহার তলদেশে পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশ্যে কৃত শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম অক্ষয় ফল প্রদান করে।৮৩

মহানদীতে স্নান করত পিতৃপুরুষ ও দেবগণের তর্পণ করিলে অক্ষয় লোকসকলের প্রাপ্তি হয় এবং তর্পণকারী নিজ কুলের উদ্ধার করে।৮৪

তারপর ধর্ম্মারণ্যের দ্বারা সুশোভিত ব্রহ্মসরোবরতীর্থে গমন করত একরাত্রি প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত বাস করিলে তীর্থসেবী ব্রহ্মলোকে গমন করে।৮৫

ব্রহ্মা সেই সরোবরে এক শ্রেষ্ঠ যূপকাষ্ঠের স্থাপন করিয়াছেন। ঐ যূপকে প্রদক্ষিণ করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি হয়।৮৬

রাজেন্দ্র! তারপর তীর্থসেবী লোকবিখ্যাত ধেনুকতীর্থে গমন করিবে। রাজন্! তথায় একরাত্রি বাস করিয়া তিলধেনু দান করিলে মানব সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া নিশ্চয়ই চন্দ্রলোকে গমন করে।

রাজন্! ঐ স্থানে এক পর্ব্বতমধ্যে বিচরণকারিণী সবৎসা কামধেনুর বিশাল পদচিহ্ন অঙ্কিত আছে। হে ভারত! উহা আজও দেখিতে পাওয়া যায়।৮৭-৮৯

হে ভারত! নৃপশ্রেষ্ঠ রাজেন্দ্র! সেই পদচিহ্নসমূহ স্পর্শ করিলে মানুষের সমস্ত অশুভ কর্ম্ম বিনাশ প্রাপ্ত হয়।৯০

ব্রাহ্মণেন ভবেচ্চীর্ণং ব্রতং দ্বাদশবার্ষিকম্ ।
ইতরেষাং তু বর্ণানাং সর্বপাপং প্রণশ্যতি ॥৯২
উদ্যন্তঞ্চ ততো গচ্ছেৎ পর্বতং গীতনাদিতম্ ।
সাবিত্র্যাস্তু পদং তত্র দৃশ্যতে ভরতর্ষভ ॥৯৩
তত্র সন্ধ্যামুপাসীত ব্রাহ্মণঃ সংশিতব্রতঃ ।
তেন হ্যুপাস্তা ভবতি সন্ধ্যা দ্বাদশবার্ষিকী ॥৯৪
যোনিদ্বারঞ্চ তত্রৈব বিশ্রুতং ভরতর্ষভ ।
তত্রাভিগম্য মুচ্যেত পুরুষো যোনিসঙ্কটাৎ ॥৯৫
কৃষ্ণ-শুক্লাবুভৌ পক্ষৌ গয়ায়াং যো বসেন্নরঃ ।
পুনাত্যাসপ্তমং রাজন্ কুলং নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥৯৬
এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যেকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ ।
যজেত বাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ ॥৯৭

ততঃ ফল্গুং ব্রজেদ্ রাজংস্তীর্থসেবী নরাধিপ ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি সিদ্ধিঞ্চ মহতীং ব্রজেৎ ॥৯৮
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ধর্মপ্রস্থং সমাহিতঃ ।
তত্র ধর্মো মহারাজ নিত্যমাস্তে যুধিষ্ঠির ॥৯৯
তত্র কূপোদকং কৃত্বা তেন স্নাতঃ শুচিস্তথা
পিতৄন্ দেবাংস্তু সন্তর্প্য মুক্তপাপো দিবং
ব্রজেৎ ॥১০০
মতঙ্গস্যাশ্রমস্তত্র মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ ।
তং প্রবিশ্যাশ্রমং শ্রীমচ্ছ্রমশোকবিনাশনম্ ॥১০১
গবাময়নযজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ।
ধর্মং তত্রাভিসংস্পৃশ্য বাজিমেধমবাপ্নুয়াৎ ॥১০২
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ব্রহ্মস্থানমনুত্তমম্ ।
তত্রাভিগম্য রাজেন্দ্র ব্রহ্মাণং পুরুষর্ষভ ॥১০৩

তারপর মহাদেবের স্থান গৃধ্রবটতীর্থে গমন করত বৃষভধ্বজের নিকট উপস্থিত হইয়া ভস্মের দ্বারা স্নান করিবে অর্থাৎ সর্ব্বাঙ্গে ভস্মলেপন করিবে।৯১

তথায় গমনে ব্রাহ্মণের দ্বাদশ বর্ষকাল ব্রতানুষ্ঠানের ফল হয়। ব্রাহ্মণেতর বর্ণের সর্ব্ব পাপ বিনষ্ট হয়।৯২

ভরতশ্রেষ্ঠ! তারপর সঙ্গীত ধ্বনির দ্বারা মুখরিত উদয়পর্ব্বতে গমন করিবে। সেখানে সাবিত্রী দেবীর পদচিহ্ন এখনও দেখা যায়।৯৩

সেখানে ব্রাহ্মণ গমন করত উত্তম ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিবে। তাহাতে দ্বাদশবর্ষব্যাপী সন্ধ্যানুষ্ঠানের ফলপ্রাপ্তি হইবে।৯৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! উহারই নিকটে বিখ্যাত যোনিদ্বার তীর্থ বর্ত্তমান আছে; তথায় গমন করিলে পুরুষ যোনিসঙ্কট হইতে মুক্ত হয় অর্থাৎ পুনরায় জন্মলাভ করে না।৯৫

রাজন্! শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষ যে ব্যক্তি গয়ায় বাস করে, সে নিজকুলের সপ্ত পুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার করে—ইহাতে সংশয় নাই।৯৬

গৃহস্থ ব্যক্তি বহু পুত্র প্রাপ্তির ইচ্ছা করিবে; কারণ, হয়তো উহাদের মধ্যে একজনও গয়ায় গমন করিতে পারে, অথবা অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে পারে, কিংবা শ্রাদ্ধে নীল বৃষ* উৎসর্গ করিতে পারে।৯৭

হে রাজন্! তীর্থসেবী গয়ায় গিয়া ফল্গুনদীতে গমন করিবে। তথায় গেলে সে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল সহ মহতী সিদ্ধি লাভ করিবে।৯৮

হে মহারাজ! তারপর একাগ্রচিত্তে ধর্ম্মপ্রস্থে গমন করিবে। যুধিষ্ঠির! ধর্ম্ম তথায় নিত্যই অবস্থান করিতেছেন।৯৯

তথায় কূপ হইতে জল তুলিয়া স্নান করত শুচি হইয়া দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করিলে মানব সর্ব্ব পাপমুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করে।১০০

ঐখানেই ভাবিতাত্মা মহর্ষি মতঙ্গের আশ্রম আছে। সেই শ্রম ও শোকবিনাশন আশ্রমে প্রবেশ করিলেই মানুষের গোমেধ যজ্ঞের ফলপ্রাপ্তি হয় এবং তথায় ধর্মদেবতাকে স্পর্শ করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের পুণ্য লাভ হয়।১০১-১০২

---

* লোহিতো যস্তু বর্ণেন মুখে পুচ্ছে চ পাণ্ডরঃ।
শ্বেতঃ খুর-বিষাণাভ্যাং স নীলো বৃষ উচ্যতে ॥

রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং ফলং বিন্দতি মানবঃ।
ততো রাজগৃহং গচ্ছেৎ তীর্থসেবী নরাধিপ ॥১০৪
উপস্পৃশ্য ততস্তত্র কক্ষীবানিব মোদতে।
যক্ষিণ্যা নৈত্যকং তত্র প্রাশ্নীত পুরুষঃ শুচিঃ ॥১০৫
যক্ষিণ্যাস্তু প্রসাদেন মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া।
মণিনাগং ততো গত্বা গোসহস্রফলং লভেৎ ॥১০৬
তৈর্থিকং ভুঞ্জতে যস্তু মণিনাগস্য ভারত।
দষ্টস্যাশীবিষেণাপি ন তস্য ক্রমতে বিষম্ ॥১০৭
তত্রোষ্য রজনীমেকাং গোসহস্রফলং লভেৎ।
ততো গচ্ছেত ব্রহ্মর্ষের্গৌতমস্য বনং প্রিয়ম্ ॥১০৮
অহল্যায়া হ্রদে স্নাত্বা ব্রজেত পরমাং গতিম্।
অভিগম্যাশ্রমং রাজন্ বিন্দতে শ্রিয়মাত্মনঃ ॥১০৯

তত্রোদপানং ধর্মজ্ঞ ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্।
তত্রাভিষেকং কৃত্বা তু বাজিমেধমবাপ্নুয়াৎ ॥১১০
জনকস্য তু রাজর্ষেঃ কূপস্ত্রিদশপূজিতঃ।
তত্রাভিষেকং কৃত্বা তু বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥১১১
ততো বিনশনং গচ্ছেৎ সর্বপাপপ্রমোচনম্।
বাজপেয়মবাপ্নোতি সোমলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥১১২
গণ্ডকীং তু সমাসাদ্য সর্বতীর্থজলোদ্ভবাম্।
বাজপেয়মবাপ্নোতি সূর্য্যলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥১১৩
ততো বিশল্যামাসাদ্য নদীং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতাম্।
অগ্নিষ্টোমমবাপ্নোতি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥১১৪
ততোঽধিবঙ্গং ধর্মজ্ঞ সমাবিশ্য তপোবনম্।
গুহ্যকেষু মহারাজ মোদতে নাত্র সংশয়ঃ ॥১১৫

হে রাজেন্দ্র। তারপর ব্রহ্মস্থাননামক উত্তম তীর্থে গমন করিবে। পুরুষশ্রেষ্ঠ। তথায় ব্রহ্মার দর্শন করিলে রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্তি হয়।

রাজন্। তারপর তীর্থসেবী রাজগৃহ তীর্থে গমন করিবে। তথায় স্নান করিলে কক্ষীবানের ন্যায় প্রসন্নতা লাভ হইবে। তত্রত্য যক্ষিণী দেবীর নৈবেদ্য ভক্ষণ করিবে, তাহা হইলে তাঁহার প্রসাদে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হইবে। তারপর মণিনাগ-তীর্থে গমন করিবে। তথায় গমন করিলে সহস্র-গোদানের ফল লাভ হয়।১০৩-১০৬

যে মণিনাগের নৈবেদ্যাদি ভক্ষণ করে, সে সর্প কর্ত্তৃক দষ্ট হইলেও তাঁহার শরীরে বিষক্রিয়া হয় না।১০৭

তথায় এক রাত্রি বাস করিলে সহস্রগোদানের ফল লাভ হয়। তারপর তীর্থসেবী ব্রহ্মর্ষি গৌতমের প্রিয় বনে গমন করিবে।১০৮

তথায় অহল্যাহ্রদে স্নান করিলে পরমা গতি প্রাপ্ত হইবে। রাজন্। ঐ আশ্রমে যাওয়ামাত্রই মানুষ লক্ষ্মী লাভ করে।১০৯

ধর্মজ্ঞ। সেখানে ত্রিলোকবিশ্রুত একটী কূপ আছে। উহার জলে স্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের পুণ্য লাভ হয়।১১০

দেবতাগণের দ্বারা পূজিত রাজর্ষি জনকের একটী কূপ আছে। তথায় স্নান করিলে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয়।১১১

তারপর তীর্থসেবী সর্ব্বপাপনাশন বিনশনতীর্থে গমন করিবে। তথায় গমনে বাজপেয় যজ্ঞের পুণ্য লাভ করিয়া মানুষ চন্দ্রলোকে গমন করে।১১২

সকল তীর্থের জলে পরিপূর্ণ গণ্ডকীনদীর জলে স্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের পুণ্য লাভ করিয়া মানব সূর্য্যলোকে গমন করে।১১৩

অনন্তর ত্রিলোকবিখ্যাতা বিশল্যা নদীতে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করত স্বর্গলোকে গমন করে।১১৪

ধর্মজ্ঞ মহারাজ। তারপর বঙ্গদেশীয় তপোবনে গমন করিবে; তথায় গমন করিলে মনুষ্য দেহান্তে গুহ্যলোকে গুহ্যকগণের সহিত আনন্দে বাস করে—ইহাতে সংশয় নাই।১১৫

কম্পনাং তু সমাসাদ্য নদীং সিদ্ধনিষেবিতাম্।
পুণ্ডরীকমবাপ্নোতি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥১১৬
অথ মাহেশ্বরীং ধারাং সমাসাদ্য ধরাধিপ।
অশ্বমেধমবাপ্নোত কুলং চৈব সমুদ্ধরেৎ ॥১১৭
দিবৌকসাং পুষ্করিণীং সমাসাদ্য নরাধিপ।
ন দুর্গতিমবাপ্নোতি বাজিমেধঞ্চ বিন্দতি ॥১১৮
অথ সোমপদং গচ্ছেদ্ ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
মাহেশ্বরপদে স্নাত্বা বাজিমেধং ফলং লভেৎ ॥১১৯
তত্র কোটিস্তু তীর্থানাং বিশ্রুতা ভরতর্ষভ।
কূর্মরূপেণ রাজেন্দ্র হ্যসুরেণ দুরাত্মনা ॥১২০
হ্রিয়মাণা হৃতা রাজন্ বিষ্ণুনা প্রভবিষ্ণুনা।
তত্রাভিষেকং কুর্বীত তীর্থকোট্যাং যুধিষ্ঠির ॥১২১
পুণ্ডরীকমবাপ্নোতি বিষ্ণুলোকঞ্চ গচ্ছতি।
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র স্থানং নারায়ণস্য চ ॥১২২
সদা সংনিহিতো যত্র বিষ্ণুর্বসতি ভারত।
যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ॥১২৩

আদিত্যা বসবো রুদ্রা জনার্দনমুপাসতে।
শালগ্রাম ইতি খ্যাতো বিষ্ণুরদ্ভুতকর্মকঃ ॥১২৪

অভিগম্য ত্রিলোকেশং বরদং বিষ্ণুমব্যয়ম্।
অশ্বমেধমবাপ্নোত বিষ্ণুলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥১২৫

তত্রোদপানং ধর্মজ্ঞ সর্বপাপপ্রমোচনম্।
সমুদ্রাস্তত্র চত্বারঃ কূপে সংনিহিতা সদা ॥১২৬

তত্রোপস্পৃশ্য রাজেন্দ্র ন দুর্গতিমবাপ্নুয়াৎ।
অভিগম্য মহাদেবং বরদং রুদ্রমব্যয়ম্ ॥১২৭

বিরাজতে যথা সোমো মেঘৈর্মুক্তো নরাধিপ।
জাতিস্মরমুপস্পৃশ্য শুচিঃ প্রয়তমানসঃ ॥১২৮

মানুষ সিদ্ধগণনিষেবিত কম্পনা নদীতে স্নান করিলে পুণ্ডরীক যজ্ঞের পুণ্য লাভ করত স্বর্গে গমন করে।১১৬

হে রাজন্! অনন্তর মাহেশ্বরী ধারাতে গমন করিবে। তথায় গেলে অশ্বমেধের পুণ্য লাভ করিবে এবং নিজ কুলের উদ্ধার করিবে।১১৭

নরপতে! দেবপুষ্করিণী তীর্থে গমন করত স্নান করিলে মানব কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না এবং অশ্বমেধযজ্ঞের.ফল লাভ করে।১১৮

তারপর ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া সোমপদ তীর্থে গমন করত স্নান করিবে। তাহাতে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হইবে।১১৯

হে ভরতকুলতিলক রাজেন্দ্র! সেখানে অবস্থিত কোটিসংখ্যক তীর্থে কোন এক অসুর কূর্ম্মরূপ ধারণ করিয়া হরণ করিতেছিল। রাজন্! তাহা দেখিয়া ভগবান্ বিষ্ণু সেই অসুরের নিকট ঐ তীর্থকে উদ্ধার করিয়া পুনরায় তথায় স্থাপন করেন। হে যুধিষ্ঠির! সেই তীর্থকোটিতে স্নান করিবে।১২০-১২১

সেখানে স্নান করিলে পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফল লাভ করত বিষ্ণুলোকে গমন করে। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর নারায়ণ-স্থান তীর্থে যাইবে।১২২

হে ভারত! যেখানে ভগবান বিষ্ণু সর্ব্বদা সন্নিহিত থাকেন। ব্রহ্মাদিদেববৃন্দ, তপস্বী ঋষিগণ, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু এবং একাদশ রুদ্র ভগবান্ জনার্দ্দনের উপাসনা করেন। অদ্ভুতকর্ম্মা ভগবান্ বিষ্ণু সেখানে শালগ্রামরূপে বিখ্যাত। ১২৩-১২৪

সেখানে ত্রিলোকেশ্বর অব্যয় বরদাতা বিষ্ণুর দর্শন করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের পুণ্য লাভ করত বিষ্ণুলোকে গমন করে।১২৫

ধর্মজ্ঞ! তথায় সর্ব্বপাপনাশক কূপ আছে; চারি সমুদ্র সেই কূপে সর্ব্বদা সন্নিহিত আছে।১২৬

হে রাজেন্দ্র! সেই কূপের জলে স্নান করিলে মানুষ কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না। বরদাতা অব্যয় মহাদেবের দর্শন করিলে মেঘনির্ম্মুক্ত চন্দ্রের ন্যায়

জাতিস্মরত্বমাপ্নোতি স্নাত্বা তত্র ন সংশয়ঃ।
মাহেশ্বরপুরং গত্বা অর্চয়িত্বা বৃষধ্বজম্ ॥১২৯
ঈপ্সিতাল্লঁভতে কামানুপবাসান্ন সংশয়ঃ।
ততস্তু বামনং গত্বা সর্বপাপপ্রমোচনম্ ॥১৩০
অভিগম্য হরিং দেবং ন দুর্গতিমবাপ্নুয়াৎ।
কুশিকস্যাশ্রমং গচ্ছেৎ সর্বপাপপ্রমোচনম্ ॥১৩১
কৌশিকীং তত্র গচ্ছেত মহাপাপপ্রণাশিনীম্।
রাজসূয়স্য যজ্ঞস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥১৩২
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র চম্পকারণ্যমুত্তমম্।
তত্রোষ্য রজনীমেকাং গোসহস্রফলং লভেৎ ॥১৩৩
অথ জ্যেষ্ঠিলমাসাদ্য তীর্থং পরমদুর্লভম্।
তত্রোষ্য রজনীমেকাং গো-সহস্রফলং লভেৎ ॥১৩৪

তত্র বিশ্বেশ্বরং দৃষ্ট্বা দেব্যা সহ মহাদ্যুতিম্।
মিত্রাবরুণয়োর্লোকানাপ্নোতি পুরুষর্ষভ ॥১৩৫
ত্রিরাত্রোপোষিতস্তত্র অগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ।
কন্যাসংবেদ্যমাসাদ্য নিয়তো নিয়তাশনঃ ॥১৩৬
মনোঃ প্রজাপতের্লোকানাপ্নোতি পুরুষর্ষভ।
কন্যায়াং যে প্রযচ্ছন্তি দানমণ্বপি ভারত ॥১৩৭
তদক্ষয্যমিতি প্রাহুর্ঋষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ।
নিশ্চীরাং চ সমাসাদ্য ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতাম্ ॥১৩৮
অশ্বমেধমবাপ্নোতি বিষ্ণুলোকঞ্চ গচ্ছতি।
যে তু দানং প্রযচ্ছন্তি নিশ্চীরা সঙ্গমে নরাঃ ॥১৩৯
তে যান্তি নরশার্দূল শক্রলোকমনাময়ম্।
তত্রাশ্রমো বশিষ্ঠস্য ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ ॥১৪০

দীপ্তি পায়। রাজন্! ঐখানেই জাতিস্মরতীর্থ আছে, উহার জল স্পর্শ করিলেই শরীরে শুচিতা ও মনে একাগ্রতা আসে।১২৭-১২৮

তথায় স্নান করিলে মানুষের পূর্ব্বজন্মের স্মরণ হয়,—ইহাতে সন্দেহ নাই। তারপর মাহেশ্বরপুরে গমন করত বৃষভধ্বজকে অর্চ্চনা করিয়া উপবাস করিলে নিঃসংশয়ে সকল প্রকার অভীষ্ট বস্তুর লাভ হয়। তারপর সর্ব্বপাপনাশন বামন তীর্থে গিয়া শ্রীহরির অর্চ্চনা করিলে মানুষ কখনও দুর্গতিগ্রস্ত হয় না। অনন্তর সর্ব্বপাপনাশন কুশিকের আশ্রমে গমন করিবে।১২৯-১৩১

ঐখানেই মহাপাপপ্রণাশিনী কৌশিকী নদী আছে। উহাতে স্নান করিলে মানুষ রাজসূয় যজ্ঞের ফল লাভ করে।১৩২

রাজেন্দ্র! তারপর উত্তম চম্পকারণ্যে গমন করিবে। তথায় এক রাত্রি বাস করিলে সহস্র গোদানের ফল হয়।১৩৩

অনন্তর পরম দুর্ল্লভ তীর্থ জ্যেষ্ঠিল তীর্থে যাইবে। তথায় এক রাত্রি বাস করিলে সহস্র গোদানের ফল হয়।১৩৪

পুরুষশ্রেষ্ঠ! সেখানে দেবীর সহিত মহাজ্যোতির্ম্ময় বিশ্বেশ্বরের দর্শন করিলে মিত্রাবরুণের লোকে গমন করে। তথায় ত্রিরাত্র উপবাস করিলে অগ্নিষ্টোমের ফল হয়।

পুরুষভূষণ! নিয়ম পালনপূর্ব্বক নিয়তাহার হইয়া কন্যাসংবেদ্যতীর্থে গমন করিলে মানুষ মনু ও প্রজাপতির লোক লাভ করে।

ভারত! সেই কন্যাতীর্থে যাহারা সামান্যও দান করেন, তাঁহাদের সেই দান অক্ষয় হইয়া থাকে—ইহা উত্তম ব্রতধারী ঋষিগণ বলিয়া থাকেন। অনন্তর ত্রিলোকবিখ্যাত নিশ্চীরা তীর্থে গমন করিবে। তথায় গমনে মানব অশ্বমেধের পুণ্য লাভ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে। যে সকল মানুষ নিশ্চীরা সঙ্গমে গিয়া দান করে, তাহারা সকলেই অনাময় শক্রলোকে গমন করে। সেই খানেই ত্রিলোকবিশ্রুত বশিষ্ঠদেবের এক আশ্রম আছে।১৩৫-১৪০

তত্রাভিষেকং কুর্বাণো বাজপেয়মবাপ্নুয়াৎ।
দেবকূটং সমাসাদ্য ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতম্ ॥১৪১
অশ্বমেধমবাপ্নোতি কুলং চৈব সমুদ্ধরেৎ।
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র কৌশিকস্য মুনের্হ্রদম্ ॥১৪২
যত্র সিদ্ধিং পরাং প্রাপ্তো বিশ্বামিত্রোহথ কৌশিকঃ।
তত্র মাসং বসেদ্ বীর কৌশিক্যাং ভরতর্ষভ ॥১৪৩
অশ্বমেধস্য যৎ পুণ্যং তন্মাসেনাধিগচ্ছতি।
সর্বতীর্থবরে চৈব যো বসেত মহাহ্রদে ॥১৪৪
ন দুর্গতিমবাপ্নোতি বিন্দেদ্ বহুসুবর্ণকম্।
কুমারমভিগম্যাথ বীরাশ্রমনিবাসিনম্ ॥১৪৫
অশ্বমেধমবাপ্নোতি নরো নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।
অগ্নিধারাং সমাসাদ্য ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতাম্ ॥১৪৬
তত্রাভিষেকং কুর্বাণো হ্যগ্নিষ্টোমমবাপ্নুয়াৎ।
অধিগম্য মহাদেবং বরদং বিষ্ণুমব্যয়ম্ ॥১৪৭

পিতামহসরো গত্বা শৈলরাজসমীপতঃ।
তত্রাভিষেকং কুর্বাণো হ্যগ্নিষ্টোমমবাপ্নুয়াৎ ॥১৪৮
পিতামহস্য সরসঃ প্রস্রুতা লোকপাবনী।
কুমারধারা তত্রৈব ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা ॥১৪৯
যত্র স্নাত্বা কৃতার্থোহস্মীত্যাত্মানমবগচ্ছতি।
ষষ্ঠকালোপবাসেন মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥১৫০
ততো গচ্ছেত ধর্মজ্ঞ তীর্থসেবনতৎপরঃ।
শিখরং বৈ মহাদেব্যা গৌর্যাস্ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্ ॥১৫১
সমারুহ্য নরশ্রেষ্ঠ স্তনকুণ্ডেষু সংবিশেৎ।
স্তনকুণ্ডমুপস্পৃশ্য বাজপেয়ফলং লভেৎ ॥১৫২
তত্রাভিষেকং কুর্বাণঃ পিতৃদেবার্চনে রতঃ।
হয়মেধমবাপ্নোতি শক্রলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥১৫৩
তাম্রারুণং সমাসাদ্য ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি ব্রহ্মলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥১৫৪

সেখানে স্নান করিলে মানুষ বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ করে। ব্রহ্মর্ষিগণসেবিত দেবকূট তীর্থে গমন করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের সমান ফল লাভ করে এবং নিজ কুলকেও উদ্ধার করে।

রাজেন্দ্র। তারপর কৌশিক মুনির মহাহ্রদে গমন করিবে। যেখানে কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্র পরমা সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সেখানে কৌশিকী নদীর তীরে তীর্থযাত্রী এক মাস বাস করিবে।১৪১-১৪৩

এক মাস বাস করিলে অশ্বমেধযজ্ঞের যাহা ফল, তৎতুল্য ফল লাভ হয়। সর্ব্বতীর্থশ্রেষ্ঠ এই মহাহ্রদে যে বাস করে, সে দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না এবং বহু সুবর্ণ লাভ করে।

বীরাশ্রমে অবস্থিত কুমার কার্ত্তিকেয়মূর্ত্তির দর্শন করিলে মানুষ অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয়,—ইহাতে সংশয় নাই।

ত্রিলোকেবিখ্যাত অগ্নিধারাতে স্নান করিলে অগ্নিষ্টোমের ফল লাভ হয়। ওখানে বরদাতা দেবশ্রেষ্ঠ অব্যয় বিষ্ণুকে দর্শন করিবে।১৪৪-১৪৭

হিমালয়ের নিকট পিতামহসরোবরে গিয়া স্নান করিলে অগ্নিষ্টোমের ফল লাভ হয়। পিতামহের সরোবর হইতে লোকপাবনী একটি ধারা প্রবাহিত হইয়াছে। উহা তিন লোকে কুমারধারা নামে বিখ্যাত।১৪৮-১৪৯

ওখানে স্নান করিয়া মানব 'আমি কৃতার্থ হইবাম' এইরূপ নিজেকে মনে করে। ওখানে অবস্থান করিয়া ছয় বেলা উপবাস করিলে মানুষ ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হয়।১৫০

হে ধর্ম্মজ্ঞ। তীর্থসেবী ওখান হইতে মহাদেবী গৌরীর ত্রিলোকবিখ্যাত শিখরে গমন করিবে।১৫১

নরশ্রেষ্ঠ। ঐ শিখরে আরোহণ করত স্তনকুণ্ডে স্নান করিলে বাজপেয় যজ্ঞের ফল লাভ করিবে।১৫২

ঐ তীর্থে স্নান করিয়া দেবতা ও পিতৃগণের

নন্দিন্যাঞ্চ সমাসাদ্য কূপং দেবনিষেবিতম্।
নরমেধস্য যৎ পুণ্যং তদাপ্নোতি নরাধিপ ॥১৫৫
কালিকাসঙ্গমে স্নাত্বা কৌশিক্যরুণয়োর্গতঃ।
ত্রিরাত্রোপোষিতো রাজন্ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥১৫৬
উর্বশীতীর্থমাসাদ্য ততঃ সোমাশ্রমং বুধঃ।
কুম্ভকর্ণাশ্রমং গত্বা পূজ্যতে ভুবি মানবঃ ॥১৫৭
কোকামুখমুপস্পৃশ্য ব্রহ্মচারী যতব্রতঃ।
জাতিস্মরত্বমাপ্নোতি দৃষ্টমেতৎ পুরাতনৈঃ ॥১৫৮
প্রাঙ্নদীঞ্চ সমাসাদ্য কৃতাত্মা ভবতি দ্বিজঃ।
সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা শক্রলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥১৫৯
ঋষভদ্বীপমাসাদ্য মেধ্যং ক্রৌঞ্চনিষূদনম্।
সরস্বত্যামুপস্পৃশ্য বিমানস্থো বিরাজতে ॥১৬০
ঔদ্দালকং মহারাজ তীর্থং মুনিনিষেবিতম্।
তত্রাভিষেকং কৃত্বা বৈ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১৬১
ধর্মতীর্থং সমাসাদ্য পুণ্যং ব্রহ্মর্ষিসেবিতম্।
বাজপেয়মবাপ্নোতি বিমানস্থশ্চ পূজ্যতে ॥১৬২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রাপর্ব্বণি
পুলস্ত্যতীর্থযাত্রায়াং চতুরশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮৪

অর্চ্চনায় রত হইলে অশ্বমেধের পুণ্য লাভ করত ইন্দ্রলোকে গমন করে।১৫৩

তারপর ব্রহ্মচারী ও একাগ্রচিত্ত হইয়া তাম্রারুণ তীর্থে গমন করিলে মানব অশ্বমেধযজ্ঞের পুণ্য লাভ করে এবং ব্রহ্মলোকে-গমন করে।১৫৪

নন্দিনীতীর্থে দেবগণসেবিত একটি কূপ আছে। রাজন্। ঐ কূপের জলে স্নান করিলে নরমেধযজ্ঞের যা পুণ্যফল, তাহারই প্রাপ্তি হয়।১৫৫

রাজন্। কৌশিকী ও অরুণার সঙ্গম এবং কালিকা সঙ্গমে স্নান করিয়া তথায় তিন রাত্রি উপবাস করিলে মানুষ সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়।১৫৬

তদনন্তর উর্ব্বশী তীর্থ, সোমাশ্রম ও কুম্ভকর্ণাশ্রমে গমন করিলে মানুষ জগতে পূজিত হয়।১৫৭

ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক সংযমাদি নিয়ম পালন করত কোকামুখতীর্থে স্নান করিলে জাতিস্মর প্রাপ্তি হয়,—ইহা প্রাচীনগণ প্রত্য করিয়াছেন।১৫৮

তীর্থসেবী ব্যক্তি ঋষভদ্বীপ ও ক্রৌঞ্চনিষূদ দ্বীপে গমন করত সরস্বতী নদীতে স্নান করিলে স্বর্গে গিয়া বিমানে বিহার করে।১৬০

হে মহারাজ! মুনিগণনিষেবিত ঔদ্দাল তীর্থে স্নান করিলে মানুষ সকল পাপ হইতে মু হয়।১৬১

ব্রহ্মর্ষিগণনিষেবিত ধর্ম্মতীর্থে গিয়া স্নান করিলে তীর্থসেবী বাজপেয়-যজ্ঞের পুণ্য লাভ করত স্ব গিয়া বিমানে অবস্থান করিয়া পূজা লাভ করে।১৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে পুলস্ত্যতীর্থযাত্রা-বিষয়ে চতুরশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৮৪

পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[গঙ্গাসাগরাযোধ্যা-চিত্রকূট-প্রয়াগাদি-বিভিন্নতীর্থানাং মহিমবর্ণনম্, গঙ্গায়া মাহাত্ম্যকথনঞ্চ।]

পুলস্ত্য উবাচ।

অথ সন্ধ্যাং সমাসাদ্য সংবেদ্যং তীর্থমুত্তমম্।
উপস্পৃশ্য নরো বিদ্যাং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥১
রামস্য চ প্রভাবেণ তীর্থং রাজন্ কৃতং পুরা।
তল্লৌহিত্যং সমাসাদ্য বিন্দ্যাদ্ বহু সুবর্ণকম্ ॥২
করতোয়াং সমাসাদ্য ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি প্রজাপতিকৃতো বিধিঃ ॥৩
গঙ্গায়াস্তত্র রাজেন্দ্র সাগরস্য চ সঙ্গমে।
অশ্বমেধং দশগুণং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥৪
গঙ্গায়াস্ত্বপরং পারং প্রাপ্য যঃ স্নাতি মানবঃ।
ত্রিরাত্রমুষিতো রাজন্ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৫
ততো বৈতরণীং গচ্ছেৎ সর্বপাপপ্রমোচনীম্।
বিরজং তীর্থমাসাদ্য বিরাজতি যথা শশী ॥৬
প্রভবেচ্চ কুলং পুণ্যং সর্বপাপং ব্যপোহতি।
গোসহস্রফলং লব্ধ্বা পুনাতি স্বকুলং নরঃ ॥৭
শোণস্য জ্যোতিরথ্যায়াঃ সঙ্গমে নিয়তঃ শুচিঃ।
তর্পয়িত্বা পিতৄন্ দেবানগ্নিষ্টোমফলং লভেৎ ॥৮
শোণস্য নর্মদায়াচ্চ প্রভবে কুরুনন্দন।
বংশগুল্ম উপস্পৃশ্য বাজিমেধফলং লভেৎ ॥৯
ঋষভং তীর্থমাসাদ্য কোশলায়াং নরাধিপ।
বাজপেয়মবাপ্নোতি ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ ॥১০
গোসহস্রফলং বিন্দ্যাৎ কুলং চৈব সমুদ্ধরেৎ।
কোশলাং তু সমাসাদ্য কালতীর্থমুপস্পৃশেৎ ॥১১

পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়

[গঙ্গাসাগর, অযোধ্যা, চিত্রকূট ও প্রয়াগাদি বিভিন্নতীর্থের মহিমা বর্ণন এবং গঙ্গার মাহাত্ম্য কথন।]

পুলস্ত্য বলিলেন,—অনন্তর প্রাতঃ সন্ধ্যার সময় সংবেদ্যতীর্থে স্নান করিলে মানুষ বিদ্যালাভ করে,—ইহাতে সংশয় নাই।১

হে রাজন্! পুরাকালে শ্রীরামচন্দ্রের প্রভাবে যে তীর্থের সৃষ্টি হইয়াছিল, উহার নাম লৌহিত্য-তীর্থ; তথায় স্নান করিলে বহু সুবর্ণ প্রাপ্তি হয়।২

করতোয়ায় গমন করত স্নান করিয়া ত্রিরাত্র উপবাস করিলে অশ্বমেধতুল্য ফল লাভ হয়,—ইহা প্রজাপতি ব্রহ্মার বিধান।৩

হে রাজেন্দ্র! মনীষিগণ বলেন,—গঙ্গার সহিত সাগরের সঙ্গমস্থলে স্নান করিলে অশ্বমেধের দশগুণ ফল লাভ হয়।৪

গঙ্গা-সাগর সঙ্গমে গঙ্গার অপর পারে গিয়া স্নান করিলে মানব সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হয়।৫

তারপর সর্ব্বপাপনাশিনী বৈতরণী তীর্থে যাত্রা করিবে, তথায় অবস্থিত বিরজতীর্থে স্নান করিলে মানুষ চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তি পাইয়া থাকে।৬

ঐ স্নানকারী ব্যক্তির পুণ্যময় কুল উদ্ধার প্রাপ্ত হয়। মানুষ সহস্র গোদানের ফল লাভ করিয়া পবিত্র হয়।৭

যদি মানব শুচিতা ও ইন্দ্রিয় সংযম সহকারে শোণ নদ ও জ্যোতিরথ্যা নদীর সঙ্গমে স্নান করিয়া দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করে, তবে সে অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করে।৮

হে কুরুনন্দন! শোণ নদ ও নর্ম্মদা নদীর উৎপত্তিস্থান বংশতীর্থে স্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়।৯

অযোধ্যা রাজ্যে অবস্থিত ঋষভ তীর্থে গিয়া স্নান করিয়া অশ্বমেধযজ্ঞের ফল লাভ করে এবং তিন রাত্রি উপবাস করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ করত নিজ কুলকে উদ্ধার করে।

বৃষভৈকাদশফলং লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
পুষ্পবত্যামুপস্পৃশ্য ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ ॥১২
গোসহস্রফলং লব্ধ্বা পুনাতি স্বকুলং নৃপ।
ততো বদরিকাতীর্থং স্নাত্বা ভরতসত্তম ॥১৩
দীর্ঘমায়ুরবাপ্নোতি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি।
অথ চম্পাং সমাসাদ্য ভাগীরথ্যাং কৃতোদকঃ ॥১৪
দণ্ডাখ্যমভিগম্যৈব গোসহস্রফলং লভেৎ।
লপেটিকাং ততো গচ্ছেৎ পুণ্যাং পুণ্যোপ-
শোভিতাম্ ॥১৫
বাজপেয়মবাপ্নোতি দেবৈঃ সর্বৈশ্চ পূজ্যতে।
ততো মহেন্দ্রমাসাদ্য জামদগ্ন্যনিষেবিতম্ ॥১৬
রামতীর্থে নরঃ স্নাত্বা অশ্বমেধফলং লভেৎ।
মতঙ্গস্য তু কেদারস্তত্রৈব কুরুনন্দন ॥১৭

তত্র স্নাত্বা কুরুশ্রেষ্ঠ গোসহস্রফলং লভেৎ।
শ্রীপর্বতং সমাসাদ্য নদীতীরমুপস্পৃশেৎ ॥১৮
অশ্বমেধমবাপ্নোতি পূজয়িত্বা বৃষধ্বজম্।
শ্রীপর্বতে মহাদেবো দেব্যা সহ মহাদ্যুতিঃ ॥১৯
ন্যবসৎ পরমপ্রীতো ব্রহ্মা চ ত্রিদশৈঃ সহ।
তত্র দেবহ্রদে স্নাত্বা শুচিঃ প্রয়তমানসঃ ॥২০
অশ্বমেধমবাপ্নোতি পরাং সিদ্ধিঞ্চ গচ্ছতি।
ঋষভং পর্বতং গত্বা পাণ্ড্যে দৈবতপূজিতম্।
বাজপেয়মবাপ্নোতি নাকপৃষ্ঠে চ মোদতে ॥২১
ততো গচ্ছেত কাবেরীং বৃতামপ্সরসাং গণৈঃ।
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ গোসহস্রফলং লভেৎ ॥২২
ততস্তীরে সমুদ্রস্য কন্যাতীর্থমুপস্পৃশেৎ।
তত্রোপস্পৃশ্য রাজেন্দ্র সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥২৩

অযোধ্যায় গিয়া কালতীর্থে স্নান করিলে নিঃসংশয়ে একাদশ বৃষভদানের ফলপ্রাপ্তি হয়। হে নৃপ। পুষ্পবতীতে স্নান করিয়া ত্রিরাত্র উপবাস করিলে মানব সহস্র গোদানের পুণ্য লাভ করত নিজ কুলকে উদ্ধার করে।

ভরতসত্তম! অনন্তর বদরিকাতীর্থে স্নান করিলে ইহলোকে দীর্ঘ আয়ু লাভ করে এবং মৃত্যুর পর স্বর্গে গমন করে।

অনন্তর ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত চম্পাতীর্থে গিয়া ভাগীরথীতে স্নান করিবে এবং পরে দণ্ডতীর্থে যাইবে, তাহা হইলে সহস্র গোদানের ফল হইবে।

তারপর পুণ্যদায়িকা পুণ্যময়ী লপেটিকাতীর্থে গিয়া স্নান করিবে, তাহা হইলে বাজপেয়যজ্ঞের পুণ্যে স্বর্গে গমন করত সকল দেবগণের পূজা লাভ করিবে।

তারপর পরশুরামনিষেবিত মহেন্দ্র পর্ব্বতে গিয়া রামতীর্থে স্নান করিবে। তাহা হইলে অশ্বমেধের পুণ্য লাভ করিবে।

হে কুরুনন্দন! উহার সন্নিধানেই মতঙ্গমুনির কেদারতীর্থ আছে। কুরুশ্রেষ্ঠ! তথায় স্নানে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়।

শ্রীপর্ব্বতে গমন করত তীর্থসেবী নদীতীরে বসিয়া স্নান পূর্ব্বক ভগবান্ বৃষভধ্বজের অর্চ্চনা করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ করে।

শ্রীপর্ব্বতে দেবীর সহিত স্বয়ং জ্যোতির্ম্ময় মহাদেব পরম প্রীতি সহকারে অবস্থান করেন এবং ব্রহ্মাও দেবতাগণের সহিত তথায় অধিষ্ঠিত আছেন। সেখানে দেবহ্রদে শুচি ও সংযম সহকারে স্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল এবং পরমা সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। পাণ্ড্যদেশস্থ দেবগণপূজিত ঋষভপর্ব্বতে গমন করিলে মানব বাজপেয়যজ্ঞের পুণ্যে স্বর্গে গমন করিয়া বিহার করিতে থাকে।১০-২১

রাজন্! তারপর অপ্সরাগণপরিবৃত কাবেরী নদীতে স্নান করিলে পর মানুষ সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়।২২

অথ গোকর্ণমাসাদ্য ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্ ।
সমুদ্রমধ্যে রাজেন্দ্র সর্বলোকনমস্কৃতম্ ॥২৪

যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ।
ভূত-যক্ষ-পিশাচাশ্চ কিন্নরাঃ সমহোরগাঃ ॥২৫

সিদ্ধ-চারণ-গন্ধর্বমানুষাঃ পন্নগাস্তথা ।
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলা উপাসন্ত উমাপতিম্ ॥২৬

তত্রেশানং সমভ্যর্চ্য ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি গাণপত্যঞ্চ বিন্দতি ॥২৭

উষ্য দ্বাদশরাত্রং তু পূতাত্মা চ ভবেন্নরঃ ।
তত এব চ গায়ত্র্যাঃ স্থানং ত্রৈলোক্যপূজিতম্ ॥২৮

ত্রিরাত্রমুষিতস্তত্র গোসহস্রফলং লভেৎ ।
নিদর্শনঞ্চ প্রত্যক্ষং ব্রাহ্মণানাং নরাধিপ ॥২৯

গায়ত্রীং পঠতে যস্তু যোনিসঙ্করজস্তথা ।
গাথা চ গাথিকা চাপি তস্য সম্পদ্যতে নৃপ ॥৩০

অব্রাহ্মণস্য সাবিত্রীং পঠতস্তু প্রণশ্যতি ।
সংবর্ত্তস্য তু বিপ্রর্ষের্বাপীমাসাদ্য দুর্লভাম্ ॥৩১

রূপস্য ভাগী ভবতি সুভগশ্চ প্রজাপতে ।
ততো বেণাং সমাসাদ্য ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ ॥৩২

ময়ূর-হংসসংযুক্তং বিমানং লভতে নরঃ ।
ততো গোদাবরীং প্রাপ্য নিত্যং
সিদ্ধনিষেবিতাম্ ॥৩৩

গবাং মেধমবাপ্নোতি বাসুকের্লোকমুত্তমম্ ।
বেণায়াঃ সঙ্গমে স্নাত্বা বাজিমেধফলং লভেৎ ॥৩৪

বরদাসঙ্গমে স্নাত্বা গোসহস্রফলং লভেৎ ।
ব্রহ্মস্থানং সমাসাদ্য ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ ।৩৫

হে রাজশ্রেষ্ঠ। তারপর কন্যাতীর্থে (কন্যাকুমারিকাতে) গমন করিয়া সমুদ্রের জলে স্নান করিলে সকল পাপ হইতে মানুষ মুক্ত হয়।২৩

রাজেন্দ্র! তারপর সমুদ্রমধ্যস্থ ত্রিলোকবিখ্যাত ও সর্ব্বলোকবন্দিত গোকর্ণতীর্থে গমন করিবে। সেখানে ব্রহ্মাদি দেবগণ, তপস্বী ঋষিগণ, ভূত, যক্ষ, পিশাচ, কিন্নর, মহোরগ, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, পন্নগ ও মনুষ্যগণ এবং নদী, সাগর ও পর্ব্বতের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ ভগবান্ উমাপতির উপাসনা করিয়া থাকেন।২৪-২৬

সেখানে ভগবান্ শঙ্করের অর্চ্চনা করত যে ত্রিরাত্র উপবাস করে, সে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইয়া গণপতিপদ লাভ করে।২৭

দ্বাদশ রাত্রি সেখানে বাস করিলে মানুষ সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া পূতচিত্ত হয়। সেই স্থানেই গায়ত্রীদেবীর ত্রিলোকপূজিত তীর্থ বিদ্যমান আছে।২৮

সেখানে ত্রিরাত্র বাস করিলে সহস্র গোদানের ফল হয়। রাজন্! ঐ তীর্থ প্রকৃত ব্রাহ্মণের পরিচয়ের পক্ষে প্রত্যক্ষ উদাহরণস্বরূপ।২৯

রাজন্। যোনিসাঙ্কর্য্যবিশিষ্ট ব্যক্তি সেস্থানে গায়ত্রী পাঠ করিলে তাহার উচ্চারণ বিকৃত হইয়া গাথা ও গানের ন্যায় স্বর নির্গত হইবে। অব্রাহ্মণ কেহ তথায় গায়ত্রী পাঠ করিতে চেষ্টা করিলে তাহার উচ্চারণে পদ ও বর্ণ স্খলিত হইবে।

রাজন্! ব্রহ্মর্ষি সংবর্ত্তের দুর্ল্লভা বাপীতে গমন ও উহার জলে স্নান করিলে মানুষ রূপবান্ ও সৌভাগ্যশালী হয়।

তারপর বেণাতীর্থে গিয়া ত্রিরাত্র উপবাস করিলে ময়ূর ও হংসবাহিত বিমান লাভ করে অর্থাৎ ঐ বিমানে আরোহণ করিয়া স্বর্গে বিহার করে।

তারপর সদা সিদ্ধগণনিষেবিত গোদাবরীতে গমন করিবে। তথায় স্নান করিলে গোমেধ যজ্ঞের পুণ্য লাভ করিয়া মানুষ বাসুকির লোকে গমন করে। বেণা-সঙ্গমে স্নান করিয়া মানুষ অশ্বমেধের ফল লাভ করে।৩৩-৩৪

গোসহস্রফলং বিন্দ্যাৎ স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি।
কুশপ্লবনমাসাদ্য ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ॥৩৬
ত্রিরাত্রমুষিতঃ স্নাত্বা অশ্বমেধফলং লভেৎ।
ততো দেবহ্রদেঽরণ্যে কৃষ্ণবেণাজলোদ্ভবে ॥৩৭
জাতিস্মরহ্রদে স্নাত্বা ভবেজ্জাতিস্মরো নরঃ।
যত্র ক্রতুশতৈরিষ্ট্বা দেবরাজো দিবং গতঃ ॥৩৮
অগ্নিষ্টোমফলং বিন্দ্যাদ্ গমনাদেব ভারত।
সর্বদেবহ্রদে স্নাত্বা গোসহস্রফলং লভেৎ ॥৩৯
ততো বাপীং মহাপুণ্যাং পয়োষ্ণীং সরিতাং বরাম্।
পিতৃদেবার্চনরতো গোসহস্রফলং লভেৎ ॥৪০
দণ্ডকারণ্যমাসাদ্য পুণ্যং রাজন্নুপস্পৃশেৎ।
গোসহস্রফলং তস্য স্নাতমাত্রস্য ভারত ॥৪১

শরভঙ্গাশ্রমং গত্বা শুকস্য চ মহাত্মনঃ।
ন দুর্গতিমবাপ্নোতি পুনাতি চ কুলং নরঃ ॥৪২
ততঃ শূর্পারকং গচ্ছেজ্জামদগ্ন্যনিষেবিতম্।
রামতীর্থে নরঃ স্নাত্বা বিন্দ্যাদ্ বহুসুবর্ণকম্ ॥৪৩
সপ্তগোদাবরে স্নাত্বা নিয়তো নিয়তাশনঃ।
মহৎ পুণ্যমবাপ্নোতি দেবলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥৪৪
ততো দেবপথং গত্বা নিয়তো নিয়তাশনঃ।
দেবসত্রস্য যৎ পুণ্যং তদেবাপ্নোতি মানবঃ ॥৪৫
তুঙ্গকারণ্যমাসাদ্য ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
বেদানধ্যাপয়ৎ তত্র ঋষিঃ সারস্বতঃ পুরা ॥৪৬
তত্র বেদেষু নষ্টেষু মুনেরঙ্গিরসঃ সুতঃ।
ঋষীণামুত্তরীয়েষু সূপবিষ্টো যথাসুখম্ ॥৪৭

বরদাসঙ্গমে স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফল হয়। ব্রহ্মস্থানে গিয়া তিন রাত্রি উপবাস করিলে মানুষ সহস্র গোদানের ফল লাভ করে এবং স্বর্গলোকে গমন করে।

কুশপ্লবনতীর্থে গিয়া স্নান করত ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া ত্রিরাত্রি বাস করিলে অশ্বমেধের ফল লাভ করে।

তারপর কৃষ্ণবেণাজল হইতে উৎপন্ন দেবহ্রদে স্নান করিয়া মানুষ জাতিস্মর হয়। এজন্য উহাকে জাতিস্মর হ্রদ বলে। যেখানে একশত যজ্ঞ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গে গিয়াছিলেন।৩৫-৩৮

ভারত! সেখানে যাওয়ামাত্রই তীর্থযাত্রীর অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ হয়। তারপর সর্ব্বদেবহ্রদে স্নান করিয়া সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়।৩৯

তারপর নদীসমূহশ্রেষ্ঠা মহাপুণ্যা পয়োষ্ণী নাম্নী বাপীতে গমন করত স্নান করিয়া দেবতা ও পিতৃগণের অর্চ্চনা করিলে সহস্র গোদানের ফল হয়।৪০

হে রাজন্ ভরতনন্দন! পুণ্য দণ্ডকারণ্যে গিয়া স্নান করামাত্রই সহস্র গোদানের ফল হয়।৪১

শরভঙ্গমুনির ও মহাত্মা শুকদেবের আশ্রমে গমন করিলে মানব দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না এবং নিজ কুলকে পবিত্র করে।৪২

তারপর জামদগ্ন্য (পরশুরাম)-নিষেবিত শূর্পারক তীর্থে গমন করিবে। তথায় অবস্থিত রামতীর্থে স্নান করিলে মানুষ বহু সুবর্ণ প্রাপ্ত হয়।৪৩

সপ্ত-গোদাবর তীর্থে নিয়মপূর্ব্বক নিয়তাহার হইয়া স্নান করিলে মহাপুণ্য লাভ করত দেবলোকে গমন করে।৪৪

তারপর নিয়মরত হইয়া নিয়মিত ভোজন করত দেবপথে গমন করিলে মানব দেবসত্র যজ্ঞের যে পুণ্য, তাহাই লাভ করে।৪৫

ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া তুঙ্গকারণ্যে গমন করিবে। তথায় পুরাকালে সারস্বত ঋষি অন্যান্য ঋষিগণকে বেদ অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন।৪৬

কিন্তু এক সময় বেদাধ্যায়ী ঋষিগণ বেদ ভুলিয়া গেলেন, তখন অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি ঋষি ঋষিগণের উত্তরীয় বস্ত্রে যথাসুখে উপবিষ্ট হইয়া ওঙ্কার উচ্চারণ করিতে লাগিলেন।৪৭

ওঙ্কারেণ যথান্যায়ং সম্যগুচ্চারিতেন হ।
যেন যৎ পূর্বমভ্যস্তং তৎ সর্বং সমুপস্থিতম্ ॥৪৮

ঋষয়স্তত্র দেবাশ্চ বারুণোঽগ্নিঃ প্রজাপতিঃ।
হরির্নারায়ণস্তত্র মহাদেবস্তথৈব চ ॥৪৯

পিতামহশ্চ ভগবান্ দেবৈঃ সহ মহাদ্যুতিঃ।
ভৃগুং নিয়োজয়ামাস যাজনার্থে মহাদ্যুতিম্ ॥৫০

ততঃ স চক্রে ভগবানৃষীণাং বিধিবৎ তদা।
সর্বেষাং পুনরাধানং বিধিদৃষ্টেন কর্মণা ॥৫১

আজ্যভাগেন তত্রাগ্নিং তর্পয়িত্বা যথাবিধি।
দেবাঃ স্বভবনং যাতা ঋষয়শ্চ যথাক্রমম্ ॥৫২

তদরণ্যং প্রবিষ্টস্য তুঙ্গকং রাজসত্তম।
পাপং প্রণশ্যত্যখিলং স্ত্রিয়ো বা পুরুষস্য বা ॥৫৩

তত্র মাসং বসেদ্ ধীরো নিয়তো নিয়তাশনঃ।
ব্রহ্মলোকং ব্রজেদ্ রাজন্ কুলং চৈব সমুদ্ধরেৎ ॥৫৪

মেধাবিকং সমাসাদ্য পিতৄন্ দেবাংশ্চ তর্পয়েৎ।
অগ্নিষ্টোমমবাপ্নোতি স্মৃতিং মেধাঞ্চ বিন্দতি ॥৫৫

অত্র কালঞ্জরং নাম পর্বতং লোকবিশ্রুতম্।
তত্র দেবহ্রদে স্নাত্বা গোসহস্রফলং লভেৎ ॥৫৬

যো স্নাতঃ সাধয়েৎ তত্র গিরৌ কালঞ্জরে নৃপ।
স্বর্গলোকে মহীয়তে নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥৫৭

ততো গিরিবরশ্রেষ্ঠে চিত্রকূটে বিশাম্পতে।
মন্দাকিনীং সমাসাদ্য সর্বপাপপ্রণাশিনীম্ ॥৫৮

তত্রাভিষেকং কুর্বাণঃ পিতৃদেবার্চনে রতঃ।
অশ্বমেধমবাপ্নোতি গতিঞ্চ পরমাং ব্রজেৎ ॥৫৯

ততো গচ্ছেত ধর্মজ্ঞ ভর্তৃস্থানমনুত্তমম্।
যত্র নিত্যং মহাসেনো গুহঃ সন্নিহিতো নৃপ ॥৬০

তত্র গত্বা নৃপশ্রেষ্ঠ গমনাদেব সিধ্যতি।
কোটিতীর্থে নরঃ স্নাত্বা গোসহস্রফলং লভেৎ ॥৬১

নিয়মানুসারে যথাযথভাবে ওঙ্কারের সম্যক্ উচ্চারণ দ্বারা ঋষিগণের পূর্ব্বাভ্যস্ত সমস্ত বেদ পুনরায় স্মৃতিপথে উদিত হইল।৪৮

ঐ সময় সেখানে বহু ঋষি, দেবগণ, বরুণ, অগ্নি, প্রজাপতি, নারায়ণ শ্রীহরি, মহাদেব ও মহাতেজস্বী পিতামহ ব্রহ্মা অন্যান্য দেবগণের সহিত উপস্থিত হইয়া মহাতেজা ভৃগুকে যজন কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।৪৯-৫০

তারপর সেই ভৃগুমুনি পুনরায় শাস্ত্রবিধি অনুসারে ঋষিগণের অগ্ন্যাধান করাইলেন এবং সেই অগ্নিতে দেবগণের উদ্দেশ্যে যথাবিধি ঘৃতাহুতি প্রদান করিলে দেবগণ তৃপ্ত হইয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন এবং যথাক্রমে সমাগত ঋষিগণও স্বস্থানে ফিরিয়া গেলেন।৫১-৫২

হে রাজসত্তম! ঐ তুঙ্গকারণ্যে প্রবেশ করিলে স্ত্রী বা পুরুষ প্রত্যেকেরই সকল পাপ নষ্ট হয়।৫৩

রাজন্! সেখানে নিয়মপূর্ব্বক ভোজন ও সংযতচিত্ত হইয়া এক মাস বাস করিলে ধীর মানব ব্রহ্মলোকেগমন করে এবং নিজ কুলকে উদ্ধার করে।৫৪

তারপর মেধাবিক তীর্থে গিয়া স্নান করত দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করিলে অগ্নিষ্টোমের ফল হয় এবং তীর্থসেবী মেধা ও স্মৃতিশক্তি লাভ করিয়া থাকে।৫৫

এখানেই লোকবিখ্যাত কালঞ্জর নামে এক পর্ব্বত আছে। তত্রত্য দেবহ্রদে স্নান করিলে সহস্র গো-দানের ফল হয়।৫৬

রাজন্। যে ব্যক্তি তথায় স্নান করিয়া কালঞ্জর পর্ব্বতে সাধন ভজন করে, সে স্বর্গলোকে সম্মানিত হয়—ইহাতে সন্দেহ নাই।৫৭

রাজন্! তারপর গিরিশ্রেষ্ঠ চিত্রকূটে গিয়া তত্রত্য সর্ব্বপাপনাশিনী মন্দাকিনীতে (গঙ্গায়) স্নান করত দেবতা ও পিতৃগণের অর্চ্চনা করিলে মানুষ অশ্বমেধের পুণ্যলাভ করত পরমা গতি প্রাপ্ত হয়।৫৮-৫৯

প্রদক্ষিণমুপাবৃত্য জ্যেষ্ঠস্থানং ব্রজেন্নরঃ।
অভিগম্য মহাদেবং বিরাজতি যথা শশী ॥৬২
তত্র কূপে মহারাজ বিশ্রুতা ভরতর্ষভ।
সমুদ্রাস্তত্র চত্বারো নিবসন্তি যুধিষ্ঠির ॥৬৩
তত্রোপস্পৃশ্য রাজেন্দ্র পিতৃদেবার্চ্চনে রতঃ।
নিয়তাত্মা নরঃ পূতো গচ্ছেত পরমাং গতিম্ ॥৬৪
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র শৃঙ্গবেরপুরং মহৎ।
যত্র তীর্ণো মহারাজ রামো দাশরথিঃ পুরা ॥৬৫
তস্মিংস্তীর্থে মহাবাহো স্নাত্বা পাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
গঙ্গায়াং তু নরঃ স্নাত্বা ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ॥৬৬
বিধূতপাপ্মা ভবতি বাজপেয়ঞ্চ বিন্দতি।
ততো মুঞ্জবটং গচ্ছেৎ স্থানং দেবস্য ধীমতঃ ॥৬৭
অভিগম্য মহাদেবমভিবাদ্য চ ভারত।
প্রদক্ষিণমুপাবৃত্য গাণপত্যমবাপ্নুয়াৎ ॥৬৮

তস্মিংস্তীর্থে তু জাহ্নব্যাং স্নাত্বা পাপৈঃ প্রমুচ্যতে
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র প্রয়াগমৃষিসংস্তুতম্ ॥৬৯
তত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা দিশশ্চ সদিগীশ্বরাঃ।
লোকপালশ্চ সাধ্যাশ্চ পিতরো লোকসম্মতাঃ ॥৭০
সনৎকুমারপ্রমুখাস্তথৈব পরমর্ষয়ঃ।
অঙ্গিরঃপ্রমুখাশ্চৈব তথা ব্রহ্মর্ষয়োঽমলাঃ ॥৭১
তথা নাগাঃ সুপর্ণাশ্চ সিদ্ধাশ্চক্রচরাস্তথা।
সরিতঃ সাগরাশ্চৈব গন্ধর্বাপ্সরসোঽপি চ ॥৭২
হরিশ্চ ভগবানাস্তে প্রজাপতিপুরস্কৃতঃ।
তত্র ত্রীণ্যগ্নিকুণ্ডানি যেষাং মধ্যেন জাহ্নবী ॥৭৩
বেগেন সমতিক্রান্তা সর্বতীর্থপুরস্কৃতা।
তপনস্য সুতা দেবী ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতা ॥৭৪
যমুনা গঙ্গয়া সার্ধং সঙ্গতা লোকপাবনী।
গঙ্গা-যমুনয়োর্মধ্যং পৃথিব্যা জঘনং স্মৃতম ॥৭৫

হে ধর্ম্মজ্ঞ। তাহার পর সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভর্তৃস্থান তীর্থে গমন করিবে। রাজন্! তথায় দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয় নিত্যই সন্নিহিত আছেন।৬০

হে নৃপশ্রেষ্ঠ। তথায় গমনমাত্রই সিদ্ধিলাভ হয়, মানুষ কোটিতীর্থে স্নান করিলে সহস্র গোদানের ফল লাভ করে।৬১

উহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া তীর্থযাত্রী জ্যেষ্ঠস্থান তীর্থে গমন করিবে। তথায় মহাদেবের দর্শন-পূজন করিলে মানুষ চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিমান্ হয়।৬২

মহারাজ! ওখানে একটী কূপ আছে। হে ভরতর্ষভ! যুধিষ্ঠির! উহাতে চারি সমুদ্রই অবস্থিত আছে।৬৩

হে রাজেন্দ্র। সেই কূপের জল স্নান করত জিতাত্মা পুরুষ পবিত্র হইয়া দেবতা ও পিতৃগণের অর্চ্চনা করত পরমা গতি প্রাপ্ত হয়।৬৪

রাজেন্দ্র। তারপর সেই পরম সুন্দর শৃঙ্গবেরপুরে যাইবে। মহারাজ। পুরাকালে যথায় শ্রীরামচন্দ্র গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।৬৫

মহাবাহো। ঐ তীর্থে স্নান করিলে মানুষ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। তথায় ব্রহ্মচারী ও সমাহিত হইয়া গঙ্গায় স্নান করিলে পাপশূন্য হইয়া মানুষ বাজপেয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। তারপর মুঞ্জবট-নামক মহাদেবের স্থানে গমন করিবে।৬৬-৬৭

হে ভারত। সেখানে মহাদেবের নিকট যাইয়া তাঁহাকে প্রণাম করত প্রদক্ষিণ করিলে গণপতিপদ লাভ হয়।৬৮

সেই তীর্থে জাহ্নবীতে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ হইতে মুক্তি হয়। তারপর ঋষিগণের দ্বারা প্রশংসিত প্রয়াগে গমন করিবে।৬৯

যেখানে ব্রহ্মাদি দেবগণ, দিক্‌সমূহ দিক্‌পালগণ, লোকপালগণ, সাধু ও পিতৃগণ, সনৎকুমারাদি পরমর্ষিবৃন্দ, অঙ্গিরাপ্রমুখ ব্রহ্মর্ষিগণ, নাগ, গরুড়, সিদ্ধ, চক্রচরগণ, নদী, সমুদ্র, গন্ধর্ব, অপ্সরোগণ এবং প্রজাপতি সহিত স্বয়ং শ্রীহরি সেখানে অবস্থান করেন। সেখানে তিনটী অগ্নিকুণ্ড আছে, উহাদের মধ্যে জাহ্নবী সকল তীর্থের সহিত

প্রয়াগং জঘনস্থানমুপস্থমৃষয়ো বিদুঃ।
প্রয়াগং সপ্রতিষ্ঠানং কম্বলাশ্বতরৌ তথা ॥৭৬
তীর্থং ভোগবতী চৈব বেদিরেষা প্রজাপতেঃ।
তত্র বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ মূর্ত্তিমন্তো যুধিষ্ঠির ॥৭৭
প্রজাপতিমুপাসন্তে ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।
যজন্তে ক্রতুভির্দেবাস্তথা চক্রধরা নৃপাঃ ॥৭৮
ততঃ পুণ্যতমং নাম ত্রিষু লোকেষু ভারত।
প্রয়াগং সর্বতীর্থেভ্যঃ প্রবদন্ত্যধিকং বিভো ॥৭৯
গমনাৎ তস্য তীর্থস্য নামসঙ্কীর্তনাদপি।
মৃত্যুকালভয়াচ্চাপি নরঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥৮০
তত্রাভিষেকং যঃ কুর্য্যাৎ সঙ্গমে লোকবিশ্রুতে।
পুণ্যং স ফলমাপ্নোতি রাজসূয়াশ্বমেধয়োঃ ॥৮১

এষা যজনভূমির্হি দেবানামভিসংস্কৃতা।
তত্র দত্তং সূক্ষ্মমপি মহদ্ ভবতি ভারত ॥৮২
ন বেদবচনাৎ তাত ন লোকবচনাদপি।
মতিরুৎক্রমণীয়া তে প্রয়াগমরণং প্রতি ॥৮৩
দশ তীর্থসহস্রাণি ষষ্টিঃ কোট্যস্তথাপরাঃ।
যেষাং সান্নিধ্যমত্রৈব কীর্তিতং কুরুনন্দন ॥৮৪
চতুর্বিদ্যে চ যৎ পুণ্যং সত্যবাদিষু চৈব যৎ।
স্নাত এব তদাপ্নোতি গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে ॥৮৫
তত্র ভোগবতী নাম বাসুকেস্তীর্থমুত্তমম্।
তত্রাভিষেকং যঃ কুর্য্যাৎ সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ ॥৮৬
তত্র হংসপ্রপতনং তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্।
দশাশ্বমেধিকং চৈব গঙ্গায়াং কুরুনন্দন ॥৮৭

বেগে প্রবাহিত হইতেছেন। ত্রিলোকবিখ্যাত সূর্য্যপুত্রী লোকপাবনী যমুনা গঙ্গার সহিত তথায় মিলিত হইয়াছেন। ঐ স্থানে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তীভাগকে পৃথিবীর জঘন দেশ বলা হয়।৭০-৭৫

ঋষিগণ বলেন,—প্রয়াগ হইতেছে পৃথিবীর জঘন স্থান এবং উপস্থ (যোনি)। প্রতিষ্ঠানপুরের (ঝাঁসী) সহিত প্রয়াগ, কম্বল, অশ্বতর নাগ ও ভোগবতী তীর্থ—ইহারা প্রজাপতি ব্রহ্মার বেদি। হে যুধিষ্ঠির। এই সকল তীর্থে বেদ ও যজ্ঞসমূহ মূর্ত্তিধারণ করিয়া অবস্থান করেন। তপস্বী ঋষিগণ এখানে প্রজাপতির উপাসনা করেন। ভরতনন্দন! দেবগণ ও চক্রবর্ত্তী রাজগণ এখানে যজ্ঞ করিয়া থাকেন; এজন্য অন্য সব তীর্থ হইতে ইহা (প্রয়াগ) পুণ্যতম স্থানরূপে ত্রিলোকে বিখ্যাত হইয়াছে। বিভো! মনীষিগণ ইহাকে সর্ব্বতীর্থ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। এখানে গমন করিলে অথবা দূর হইতে ইহার নাম কীর্ত্তন করিলেও মৃত্যুরূপ কালের ভয় এবং পাপ হইতে মানুষ পরিত্রাণ লাভ করে।৭৬-৮০

এখানের লোকবিখ্যাত সঙ্গমে যে স্নান করে, সে রাজসূয় ও অশ্বমেধ উভয় যজ্ঞেরই পুণ্যফল লাভ করে।৮১

ভারত। ইহা দেবতাগণের দ্বারা অভিসংস্কৃত যজ্ঞভূমি, সুতরাং এখানে অল্প কিছু দান করিলেও মহদ্ দানে পরিণত হয়।৮২

তাত। তোমার প্রয়াগে মৃত্যুর ইচ্ছা হইলে কোন বৈদিক অথবা কোন লৌকিক নিষেধে তোমার সেই প্রয়াগে মরণের ইচ্ছা পরিত্যাগ করা উচিত নয়।৮৩

হে কুরুনন্দন। ষাট কোটি দশ হাজার তীর্থের সান্নিধ্য এই প্রয়াগে আছে। আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী, বার্ত্তা ও দণ্ডনীতি—এই চার বিদ্যার্জ্জনে যে পুণ্য হয়, সেই সমস্ত পুণ্য গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমে স্নানমাত্রই লাভ হয়।৮৪-৮৫

এইখানেই ভোগবতী নামে বাসুকীর উত্তম তীর্থ আছে; সেখানে যে স্নান করিবে তাহার অশ্বমেধের ফল লাভ হয়।৮৬

কুরুক্ষেত্রসমা গঙ্গা যত্র তত্রাবগাহিতা।
বিশেষো বৈ কনখলে প্রয়াগে পরমং মহৎ ॥৮৮

যত্ত্বকার্য্যশতং কৃত্বা কৃতং গঙ্গাভিষেচনম্।
সর্বং তৎ তস্য গঙ্গাম্ভো দহত্যগ্নিরিবেন্ধনম্ ॥৮৯

সর্ব কৃতযুগে পুণ্যং ত্রেতায়াং পুষ্করং স্মৃতম্।
দ্বাপরেহপি কুরুক্ষেত্রং গঙ্গা কলিযুগে স্মৃতা ॥৯০

পুষ্করে তু তপস্তপ্যেদ্ দানং দদ্যান্মহালয়ে।
মলয়ে ত্বগ্নিমারোহেদ্ ভৃগুতুঙ্গে ত্বনাশনম্ ॥৯১

পুষ্করে তু কুরুক্ষেত্রে গঙ্গায়াং মধ্যমেষু চ।
স্নাত্বা তারয়তে জন্তুঃ সপ্তসপ্তাবরাংস্তথা ॥৯২

পুনাতি কীর্তিতা পাপং দৃষ্ট্বা ভদ্রং প্রযচ্ছতি।
অবগাঢ়া চ পীতা চ পুনাত্যাসপ্তমং কুলম্ ॥৯৩

যাবদস্থি মনুষ্যস্য গঙ্গায়াঃ স্পৃশতে জলম্।
তাবৎ স পুরুষো রাজন্ স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥৯৪

যথা পুণ্যানি তীর্থানি পুণ্যান্যায়তনানি চ।
উপাস্য পুণ্যং লব্ধ্বা চ ভবত্যমরলোকভাক্ ॥৯৫

ন গঙ্গাসদৃশং তীর্থং ন দেবঃ কেশবাৎ পরঃ।
ব্রাহ্মণেভ্যঃ পরং নাস্তি এবমাহ পিতামহঃ ॥৯৬

যত্র গঙ্গা মহারাজ স দেশস্তৎ তপোবনম্।
সিদ্ধক্ষেত্রঞ্চ তজ্‌জ্ঞেয়ং গঙ্গাতীরসমাশ্রিতম্ ॥৯৭

কুরুনন্দন! ঐখানেই গঙ্গাতে হংসপ্রপতন ও দশাশ্বমেধিক নামে দুইটি ত্রিলোকবিখ্যাত তীর্থ আছে।৮৭

যে কোন স্থানে গঙ্গায় স্নানমাত্রই কুরুক্ষেত্রের সমান পুণ্য হয়; উহা হইতেও কনখলে গঙ্গা স্নানের বিশেষ মাহাত্ম্য আছে; কিন্তু প্রয়াগে গঙ্গাস্নানে সব চেয়ে অধিক ফল হয়।৮৮

শত অকার্য্য করিয়াও যদি গঙ্গায় স্নান করা যায়, তাহা হইলে গঙ্গা সে সমস্ত পাপই অগ্নির কাষ্ঠদাহের ন্যায় দগ্ধ করেন।৮৯

সত্যযুগে সব তীর্থে পুণ্য সমান হইত, ত্রেতাতে পুষ্করতীর্থে অধিক পুণ্য; দ্বাপর যুগে কুরুক্ষেত্রে অধিক পুণ্য; কিন্তু কলিযুগে গঙ্গাতেই সর্ব্বাধিক পুণ্য হইয়া থাকে।৯০

পুষ্করতীর্থে তপস্যা করিবে, মহালয়-তীর্থে দান করিবে, মলয় পর্ব্বতে অগ্নির উপর আরোহণ করিবে অর্থাৎ প্রবেশ করিবে এবং ভৃগুতুঙ্গ তীর্থে অনশন করিবে।৯১

পুষ্করে, কুরুক্ষেত্রে, গঙ্গায় এবং প্রয়াগাদি মধ্যবর্ত্তী তীর্থে যে স্নান করে, সে নিজ কুলের ঊর্দ্ধ সাত পুরুষ ও অধঃ সাত পুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার করে।৯২

গঙ্গার নাম কীর্ত্তন করিলেই পাপ নষ্ট হয়, দর্শন করিলে মঙ্গল হয় এবং উহার জলে স্নান ও গঙ্গা জল পান করিলে সাত পুরুষ পর্য্যন্ত পবিত্রতা লাভ করে।৯৩

রাজন্! যতদিন পর্য্যন্ত মানুষের অস্থি গঙ্গায় অবস্থান করে, ততদিন পর্য্যন্ত সেই মানুষ স্বর্গে সম্মানিত হইয়া অবস্থান করে।৯৪

যত পুণ্যতীর্থ ও পুণ্য দেবমন্দির আছে, উহাদের সকলের সেবার দ্বারা পুণ্য লাভ করিয়া মানুষ স্বর্গলোকে গমন করে।৯৫

গঙ্গার সদৃশ তীর্থ নাই, কেশব হইতে শ্রেষ্ঠ দেবতা নাই এবং ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেষ্ঠ বর্ণ নাই—ইহা পিতামহ ব্রহ্মা বলিয়াছেন।৯৬

মহারাজ! যেখানে গঙ্গা আছে, ঐ দেশই উত্তম দেশ এবং উহাই তপোবন। গঙ্গার তটবর্ত্তী সকল স্থানই সিদ্ধক্ষেত্র।৯৭

ইদং সত্যং দ্বিজাতীনাং সাধূনামাত্মজস্য চ ।
সুহৃদাং চ জপেৎ কর্ণে শিষ্যস্যানুগতস্য চ ॥৯৮

ইদং ধন্যমিদং মেধ্যমিদং স্বর্গ্যমনুত্তমম্ ।
ইদং পুণ্যমিদং রম্যং পাবনং ধর্ম্যমুত্তমম্ ॥৯৯

মহর্ষীণামিদং গুহ্যং সর্বপাপপ্রমোচনম্ ।
অধীত্য দ্বিজমধ্যে চ নির্মলঃ স্বর্গমাপ্নুয়াৎ ॥১০০

শ্রীমৎ স্বর্গ্যং তথা পুণ্যং সপত্নশমনং শিবম্ ।
মেধাজননমগ্র্যং বৈ তীর্থবংশানুকীর্তনম্ ॥১০১

অপুত্রো লভতে পুত্রমধনো ধনমাপ্নুয়াৎ ।
মহীং বিজয়তে রাজা বৈশ্যো ধনমবাপ্নুয়াৎ ॥১০২

শূদ্রো যথেপ্সিতান্ কামান্ ব্রাহ্মণঃ পারগঃ পঠন্ ।
যশ্চেদং শৃণুয়ান্নিত্যং তীর্থপুণ্যং নরঃ শুচিঃ ॥১০৩

জাতীঃ স স্মরতে বহ্বীর্নাকপৃষ্ঠে চ মোদতে ।
গম্যান্যপি চ তীর্থানি কীর্তিতান্যগমানি চ ॥১০৪

মনসা তানি গচ্ছেত সর্বতীর্থসমীক্ষয়া ।
এতানি বসুভিঃ সাধ্যৈরাদিত্যৈর্মরুদশ্বিভিঃ ॥১০৫

ঋষিভির্দেবকল্পৈশ্চ স্নাতানি সুকৃতৈষিভিঃ ।
এবং ত্বমপি কৌরব্য বিধিনানেন সুব্রত ॥১০৬

ব্রজ তীর্থান নিয়তঃ পুণ্যং পুণ্যেন বর্ধয়ন্ ।
ভাবিতৈঃ করণৈঃ পূর্বমাস্তিক্যাচ্ছ্রুতিদর্শনাৎ ॥১০৭

প্রাপ্যন্তে তানি তীর্থানি সদ্ভিঃ শাস্ত্রানুদর্শিভিঃ ।
নাব্রতী নাকৃতাত্মা চ নাশুচির্ন চ তস্করঃ ॥১০৮

স্নাতি তীর্থেষু কৌরব্য ন চ বক্রমতির্নরঃ ।
ত্বয়া তু সম্যগ্বৃত্তেন নিত্যং ধর্মার্থদর্শিনা ॥১০৯

পিতা পিতামহশ্চৈব সর্বে চ প্রপিতামহাঃ ।
পিতামহপুরোগাশ্চ দেবাঃ সর্ষিগণা নৃপঃ ॥১১০

এই সত্য কথা ব্রাহ্মণগণ, সাধু, নিজ পুত্র, সুহৃদ্, শিষ্য ও অনুগত পুরুষগণের কর্ণে জপিয়া দেওয়া উচিত ।৯৮

এই গঙ্গা মাহাত্ম্য -ধন্য, মেধ্য, স্বর্গজনক, সুখসম্পাদক, রমণীয়, পুণ্যকারক ও উত্তম ধর্ম্ম সঙ্গত ।৯৯

মহর্ষিগণের গোপনীয় রহস্য এই গঙ্গা মাহাত্ম্য সর্ব্বপাপ নাশক। দ্বিজমণ্ডলীর মধ্যে উহা পাঠ করিলে মানুষ নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গে গমন করে ।১০০

তীর্থসমূহের মহিমা কীর্ত্তন করিলে ঐশ্বর্য্য, স্বর্গ, পুণ্য, শত্রুবিনাশ, মঙ্গল, মেধা প্রভৃতির লাভ হয় ।১০১

ইহা দ্বারা অপুত্রক পুত্র ও নির্ধন ধন লাভ করে এবং রাজা যুদ্ধে জয়লাভ করে এবং বৈশ্য প্রচুর ধনের অধিকারী হয় ।১০২

ইহাতে শূদ্র অভীষ্ট বস্তু লাভ করে, ব্রাহ্মণ ইহা পাঠ করিয়া শাস্ত্রপারদর্শী হয়। যে মানব গম্য ও অগম্য সকল তীর্থের মাহাত্ম্য শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রবণ করে, সে জাতিস্মর হয় এবং স্বর্গে আনন্দে বিহার করে ।১০৩-১০৪

সকল তীর্থদর্শনের ইচ্ছায় অগম্য তীর্থসমূহে মনে মনেও গমন করিবে। বসু, সাধ্য, আদিত্য, মরুদ্গণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, এবং সুকৃতি লাভেচ্ছু দেবকল্প ঋষিগণ এই সকল তীর্থে স্নানাদি করিয়া থাকেন।

সুতরাং হে সুব্রত কুরুবংশধর! তুমি পুণ্যকামী হইয়া এই সকল পুণ্য তীর্থে গমন কর।

সদ্ভাবনাময় ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা, আস্তিক্যবশতঃ ও শ্রুতির নির্দ্দেশে শাস্ত্রানুগবুদ্ধিসম্পন্ন সজ্জনগণ এই সকল তীর্থ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

কুরুনন্দন! যাহারা অব্রতস্থ, অজিতেন্দ্রিয়, কুটিল, অশুচি ও তস্কর—ইহারা তীর্থে স্নান করিতে প্রবৃত্ত হয় না।

বৎস! তুমি সর্ব্বদা সদাচারপরায়ণ, নিত্যই

তব ধর্ম্মেণ ধর্মজ্ঞ নিত্যমেবাভিতোষিতাঃ।
অবাপ্স্যসি ত্বং লোকান্ বৈ বসূনাং বাসবোপম।
কীর্তিঞ্চ মহতীং ভীষ্ম প্রাপ্স্যসে ভুবি
শাশ্বতীম্ ॥১১১

নারদ উবাচ।

এবমুক্ত্বাভ্যনুজ্ঞায় পুলস্ত্যো ভগবানৃষিঃ।
প্রীতঃ প্রীতেন মনসা তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥১১২
ভীষ্মশ্চ কুরুশার্দূল শাস্ত্রতত্ত্বার্থদর্শিবান্।
পুলস্ত্যবচনাচ্চৈব পৃথিবীং পরিচক্রমে ॥১১৩
এবমেষা মহাভাগ প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিতা।
তীর্থযাত্রা মহাপুণ্যা সর্বপাপপ্রমোচনী ॥১১৪
অনেন বিধিনা যস্তু পৃথিবীং সঞ্চরিষ্যতি।
অশ্বমেধশতস্যাগ্র্যং ফলং প্রেত্য স ভোক্ষ্যতি ॥১১৫
ততশ্চাষ্টগুণং পার্থ প্রাপ্স্যসে ধর্মমুত্তমম্।
ভীষ্মঃ কুরূণাং প্রবরো যথাপূর্বমবাপ্তবান্ ॥১১৬
নেতা চ ত্বমৃষীন্ যস্মাৎ তেন তেঽষ্টগুণং ফলম্।
রক্ষোগণবিকীর্ণানি তীর্থান্যেতানি ভারত।
ন গতানি মনুষ্যৈরেন্দ্রৈস্ত্বামৃতে কুরুনন্দন।১১৭

ইদং দেবর্ষিচরিতং সর্বতীর্থাভিসংবৃতম্।
যঃ পঠেৎ কল্যমুত্থায় সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১১৮

ঋষিমুখ্যাঃ সদা যত্র বাল্মীকিস্ত্বথ কশ্যপঃ।
আত্রেয়ঃ কুণ্ডজঠরো বিশ্বামিত্রোঽথ গৌতমঃ ॥১১৯
অসিতো দেবলশ্চৈব মার্কণ্ডেয়োঽথ গালবঃ।
ভরদ্বাজো বশিষ্ঠশ্চ মুনিরুদ্দালকস্তথা ॥১২০
শৌনকঃ সহ পুত্রেণ ব্যাসশ্চ তপতাং বরঃ।
দুর্বাসাশ্চ মুনিশ্রেষ্ঠো জাবালিশ্চ মহাতপাঃ ॥১২১

এতে ঋষিবরাঃ সর্বে তৎপ্রতীক্ষাস্তপোধনাঃ।
এভিঃ সহ মহারাজ তীর্থান্যেতান্যনুব্রজ ॥১২২

ধর্ম্মার্থদর্শী এবং ঋষিগণের সহিত পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষগণের তৃপ্তি সাধন করিয়াছ। হে ভীষ্ম! তুমি ধর্ম্মজ্ঞ, সুতরাং তুমি তীর্থসমূহ দর্শন করিলে বসুগণের মধ্যে ইন্দ্রের ন্যায় সসম্মানে বিরাজ করিবে এবং পৃথিবীতে তুমি মহতী কীর্ত্তি লাভ করিবে।১০৯-১১১

নারদ বলিলেন,—মহর্ষি ভগবান্ পুলস্ত্য ভীষ্মকে এইরূপ বলিয়া ও ভীষ্মের ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সম্মতিক্রমে প্রীতমনে সেই স্থানেই অন্তর্দ্ধান করিলেন।১১২

হে কুরুশার্দ্দূল! ভীষ্মদেবও শাস্ত্রতত্ত্বদর্শিতাবশতঃ মহর্ষি পুলস্ত্যের উপদেশানুসারে পৃথিবী ভ্রমণ করিলেন।১১৩

হে মহাভাগ! মহর্ষি পুলস্ত্য সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী মহাপুণ্যময়ী এই সকল তীর্থযাত্রার মহাত্ম্য কথা প্রতিষ্ঠানপুরেই (প্রয়াগে) সমাপ্ত করিয়াছিলেন।১১৪

এই বিধি অনুসারে যে পৃথিবী ভ্রমণ করিবে সে মৃত্যুর পর শতাশ্বমেধের অধিক পুণ্যফল ভোগ করিবে।১১৫

হে কুন্তীনন্দন! ভীষ্ম তীর্থ ভ্রমণে যত পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তুমি তাহার আটগুণ উত্তম পুণ্য লাভ করিবে।১১৬

যেহেতু তুমি এই ঋষিগণের নেতা, সেই হেতু তুমি আটগুণ বেশী ফল পাইবে। ভারত! এই সকল তীর্থই রাক্ষসগণের দ্বারা পরিপূর্ণ। হে কুরুনন্দন! তুমি ভিন্ন অন্য কোন রাজা এই সকল তীর্থে যাত্রা করেন নাই।১১৭

এই দেবর্ষি পুলস্ত্য কথিত সর্ব্বতীর্থের মহাত্ম্য প্রকরণ যিনি প্রভাতে উঠিয়াই পাঠ করেন, তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হন।১১৮

বাল্মীকি, কশ্যপ, আত্রেয়, কুণ্ড-জঠর, বিশ্বামিত্র, গৌতম, অসিত, দেবল, মার্কণ্ডেয়, গালব, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, উদ্দালক, শৌনক, পুত্র শুকদেব সহ তপস্বিশ্রেষ্ঠ

এষ তে লোমশো নাম মহর্ষিরমিতদ্যুতিঃ ।
সমেষ্যতি মহারাজ তেন সার্ধমনুব্রজ ॥১২৩
ময়াপি সহ ধর্মজ্ঞ তীর্থান্যেতান্যনুক্রমাৎ ।
প্রাপ্স্যসে মহতীং কীর্তিং যথা রাজা মহাভিষঃ॥১২৪
যথা যযাতির্ধর্মাত্মা যথা রাজা পুরূরবাঃ ।
তথা ত্বং রাজশার্দূল স্বেন ধর্মেণ শোভসে ॥১২৫
যথা ভগীরথো রাজা যথা রামশ্চ বিশ্রুতঃ ।
তথা ত্বং সর্বরাজভ্যো ভ্রাজসে রশ্মিবানিব ॥১২৬
যথা মনুর্যথেক্ষ্বাকুর্যথা পুরুর্মহাযশাঃ ।
যথা বৈণ্যো মহারাজ তথা ত্বমপি বিশ্রুতঃ ॥১২৭
যথা চ বৃত্রহা সর্বান্ সপত্নান্ নির্দহন্ পুরা ।
ত্রৈলোক্যং পালয়ামাস দেবরাড্ বিগতজ্বরঃ ॥১২৮
তথা শত্রুক্ষয়ং কৃত্বা ত্বং প্রজাঃ পালয়িষ্যসি ।
স্বধর্মবিজিতামুর্বীং প্রাপ্য রাজীবলোচন ॥১২৯
খ্যাতিং যাস্যসি ধর্মেণ কার্তবীর্য্যার্জুনো যথা ॥১৩০

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমাশ্বাস্য রাজানং নারদো ভগবানৃষিঃ ।
অনুজ্ঞাপ্য মহারাজ তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥১৩১
যুধিষ্ঠিরোঽপি ধর্মাত্মা তমেবার্থং বিচিন্তয়ন্ ।
তীর্থযাত্রাশ্রিতং পুণ্যমৃষীণাং প্রত্যবেদয়ৎ ॥১৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি
পুলস্ত্যতীর্থযাত্রায়াং নারদবাক্যে
পঞ্চাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ।৮৫

ব্যাস, দুর্ব্বাসা, মহাতপস্বী জাবালি প্রভৃতি তপোধন ঋষিশ্রেষ্ঠগণ তোমারই প্রতীক্ষা করিতেছেন। হে মহারাজ! তুমি ইঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া তীর্থসমূহ পর্য্যটন কর।১১৯-১২২

হে মহারাজ! এখনই অমিততেজস্বী মহর্ষি লোমশমুনি তোমার নিকট আগমন করিবেন। তুমি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া তীর্থ ভ্রমণ কর।১২৩

হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমিও তোমার এই তীর্থযাত্রার সঙ্গী হইব। ইহাতে তুমি প্রাচীন রাজা মহাভিষের ন্যায় মহতী কীর্ত্তি প্রাপ্ত হইবে।১২৪

রাজশ্রেষ্ঠ! ধর্মাত্মা রাজা যযাতি ও পুরূরবার ন্যায় তুমিও নিজ ধর্ম্মের প্রভাবে শোভা প্রাপ্ত হইতেছ।১২৫

রাজা ভগীরথ ও বিখ্যাত দাশরথি রামের ন্যায় তুমিও সূর্য্যসদৃশ সকল রাজবৃন্দ হইতে অধিক দীপ্তিমান্ হইবে।১২৬

মহারাজ! মনু, ইক্ষ্বাকু, মহাযশা পূরু এবং বেণপুত্র পৃথু যেমন জগতে বিখ্যাত হইয়াছেন, তুমিও তাঁহাদের ন্যায় বিখ্যাত হইবে।১২৭

যেমন দেবরাজ ইন্দ্র সকল শত্রুকে বিনাশ করত নিষ্কণ্টক হইয়া ত্রিলোক পালন করিয়াছিলেন, পদ্মনয়ন! তুমিও শত্রুগণকে বিনাশ করত স্বধর্ম্মের দ্বারা বিজিত রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া প্রজাগণকে পালন করিবে এবং কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের ন্যায় খ্যাতি লাভ করিবে।১২৮-১৩০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ জনমেজয়! এইরূপে রাজা যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাসন দিয়া দেবর্ষি ভগবান্ নারদ সেই স্থানেই অন্তর্দ্ধান করিলেন।১৩১

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরও ঋষিগণের তীর্থযাত্রাশ্রিত পুণ্যের কথা চিন্তা করিয়া মনে মনে তাহা লাভ করিবার জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন।১৩২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে
পুলস্ত্যতীর্থযাত্রাবিষয়ে নারদবাক্যে পঞ্চাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ৷৮৫

ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[ধৌম্যমুনিসমীপে যুধিষ্ঠিরস্য পুণ্যতপোবনাশ্রম-নদীপ্রভৃতি-বিষয়জিজ্ঞাসা ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ভ্রাতৄণাং মতমাজ্ঞায় নারদস্য চ ধীমতঃ ।
পিতামহসমং ধৌম্যং প্রাহ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥১
ময়া স পুরুষব্যাঘ্রো জিষ্ণুঃ সত্যপরাক্রমঃ ।
অস্ত্রহেতোর্মহাবাহুরমিতাত্মা বিবাসিতঃ ॥২
স হি বীরোঽনুরক্তশ্চ সমর্থশ্চ তপোধনঃ ।
কৃতী চ ভৃশমপ্যস্ত্রে বাসুদেব ইব প্রভুঃ ॥৩
অহং হ্যেতাবুভৌ ব্রহ্মন্ কৃষ্ণাবরিবিঘাতিনৌ ।
অভিজানামি বিক্রান্তৌ তথা ব্যাসঃ প্রতাপবান্ ॥৪
ত্রিযুগৌ পুণ্ডরীকাক্ষৌ বাসুদেব-ধনঞ্জয়ৌ ।
নারদোঽপি তথা বেদ যোঽপ্যশংসৎ সদা মম ॥৫
তথাহমপি জানামি নর-নারায়ণাবৃষী ।
শক্তোঽয়মিত্যতো মত্বা ময়া স প্রেষিতোঽর্জুনঃ ॥৬
ইন্দ্রাদনবরঃ শক্রং সুরসূনুঃ সুরাধিপম্ ।
দ্রষ্টুমস্ত্রাণি চাদাতুমিন্দ্রাদিতি বিবাসিতঃ ॥৭
ভীষ্মদ্রোণাবতিরথৌ কৃপো দ্রৌণিশ্চ দুর্জয়ঃ ।
ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রেণ বৃতা যুধি মহারথাঃ ॥৮
সর্বে বেদবিদঃ শূরাঃ সর্বাস্ত্রবিদুষস্তথা ।
যোদ্ধুকামাশ্চ পার্থেন সততং যে মহাবলাঃ ।
স চ দিব্যাস্ত্রবিৎ কর্ণঃ সূতপুত্রো মহারথঃ ॥৯
যোঽস্ত্রবেগানিলবলঃ শরার্চিস্তলনিঃস্বনঃ ।
রজো ধূমোঽস্ত্রসম্পাতো ধার্তরাষ্ট্রানিলোদ্ধতঃ ॥১০

ষড়শীতিতম অধ্যায়

[ধৌম্যমুনির নিকট যুধিষ্ঠিরের পুণ্য তপোবন, আশ্রম ও নদী প্রভৃতি বিষয়ে জিজ্ঞাসা ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভ্রাতৃগণ ও জ্ঞানী দেবর্ষি নারদের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির পিতামহ ব্রহ্মাতুল্য প্রভাবশালী ধৌম্যকে বলিলেন ।১

হে পুরুষব্যাঘ্র ! আমি সত্যপরাক্রম অসাধারণ ধৈর্য্যশালী মহাবাহু পুরুষশ্রেষ্ঠ জিষ্ণুকে (অর্জুনকে) অস্ত্রলাভের জন্য নির্ব্বাসিত করিয়াছি ।২

সে বীর, আমার অনুরক্ত, সর্ব্বকার্যসাধনে সমর্থ, তপস্বী, সে বাসুদেবের ন্যায় সমস্ত অস্ত্রে অত্যন্ত কৃতী এবং প্রভাবশালী ।৩

ব্রহ্মন্ ! শত্রুনিষূদন দুই কৃষ্ণকে (কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে) বিক্রমশীল বলিয়া জানি এবং প্রতাপশালী ব্যাসদেবও আমাকে তাহাই বলিয়াছেন ।৪

কমললোচন এই বাসুদেব ও ধনঞ্জয় সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর—এই তিন যুগেই সর্ব্বদা একসঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছেন—দেবর্ষি নারদও নিজে ইহা জানেন এবং আমাকে সর্ব্বদাই তিনি একথা বলিয়া থাকেন ।৫

আমিও এই দুইজনকে নর ও নারায়ণ ঋষি বলিয়া জানি। সুতরাং অর্জ্জুন দৈবাস্ত্রসমূহ আহরণে সমর্থ—ইহা জানিয়াই আমি তাহাকে ঐ কার্যে প্রেরণ করিয়াছি। ইন্দ্রেরই পুত্র ইন্দ্রতুল্য অর্জ্জুন ইন্দ্রকে দর্শন করিতে ও তাঁহার নিকট হইতে দৈবাস্ত্রসমূহ আহরণ করিতে সমর্থ—ইহা জানিয়াই তাহাকে নির্ব্বাসিত করিয়াছি ।৬-৭

অতিরথ ভীষ্ম ও দ্রোণ, কৃপ, দুর্জ্জয় অশ্বত্থামা প্রভৃতি মহারথগণকে ধৃতরাষ্ট্রতনয় যুদ্ধে বরণ করিয়া রাখিয়াছে। ইহারা সকলেই বেদজ্ঞ, সর্ব্বাস্ত্রবিদ্ এবং বীর ; এই সকল মহাবল সততই পার্থের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য ইচ্ছুক। ইহা ছাড়া মহারথ সূতপুত্র কর্ণও দিব্যাস্ত্রবিদ্ ।৮-৯

নিসৃষ্ট ইব কালেন যুগান্তে জ্বলনো মহান্ ।
মম সৈন্যময়ং কক্ষং প্রধক্ষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥১১

তং স কৃষ্ণানিলোদ্ধূতো দিব্যাস্ত্রজ্বলনো মহান্ ।
শ্বেতবাজি-বলাকাভৃদ্ গাণ্ডীবেন্দ্রায়ুধোল্বণঃ ॥১২

সংরব্ধঃ শরধারাভিঃ সুদীপ্তং কর্ণপাবকম্ ।
অর্জুনোদীরিতো মেঘঃ শময়িষ্যতি সংযুগে ॥১৩

স সাক্ষাদেব সর্বাণি শক্রাৎ পরপুরঞ্জয়ঃ ।
দিব্যান্যস্ত্রাণি বীভৎসুস্ততশ্চ প্রতিপৎস্যতে ॥১৪

অলং স তেষাং সর্বেষামিতি মে ধীয়তে মতিঃ ।
নাস্তি ত্বতিকৃতার্থানাং রণেঽরীণাং প্রতিক্রিয়া ॥১৫

তে বয়ং পাণ্ডবং সর্বে গৃহীতাস্ত্রমরিন্দমম্ ।
দ্রষ্টারো ন হি বীভৎসুর্ভারমুদ্যম্য সীদতি ॥১৬

বয়ং তু তমৃতে বীরং বনেঽস্মিন্ দ্বিপদাং বর ।
অবধানং ন গচ্ছামঃ কাম্যকে সহ কৃষ্ণয়া ॥১৭

ভবানন্যদ্ বনং সাধু বহ্বন্নং ফলবচ্ছুচি ।
আখ্যাতু রমণীয়ঞ্চ সেবিতং পুণ্যকর্মভিঃ ॥১৮

যত্র কঞ্চিদ্ বয়ং কালং বসন্তঃ সত্যবিক্রমম্ ।
প্রতীক্ষামোঽর্জুনং বীরং বৃষ্টিকামা ইবাম্বুদম্ ॥১৯

বিবিধানাশ্রমান্ কাংশ্চিদ্ দ্বিজাতিভ্যঃ
প্রতিশ্রুতান্ ।
সরাংসি সরিতশ্চৈব রমণীয়াংশ্চ পর্বতান্ ॥২০

অস্ত্রের বেগ যাহার বায়ুতুল্য, বাণ যাহার জ্বালা, হস্ততল যাহার ধ্বনি, ধূলিই যাহার ধুম, অস্ত্রবর্ষণ যাহার স্ফুলিঙ্গ, ধৃতরাষ্ট্র তনয়গণ যাহার বায়ুরূপে সহায়, কালের দ্বারা প্রেরিত প্রলয়কালীন মহান্ অগ্নিস্বরূপ ঐ সূতপুত্র আমার সৈন্যময় কক্ষকে নিঃসংশয়ে দগ্ধ করিবে ।১০-১১

ঐরূপ মহাগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিতে একমাত্র অর্জ্জুনরূপ মেঘই সমর্থ ; ঐ অর্জ্জুনরূপ মেঘের কৃষ্ণই প্রেরক বায়ু, দিব্যাস্ত্রসমূহই উহার বিদ্যুৎ, শ্বেত অশ্বই উহার বলাকা, গাণ্ডীব উহার দুঃসহ ইন্দ্রধনু। ঐ অর্জ্জুনরূপী মেঘই যুদ্ধে শররূপ বারিধারা বর্ষণ করিয়া কর্ণরূপ মহাগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিতে সমর্থ। সেই পরপুরঞ্জয় বীভৎসু (অর্জুন) সাক্ষাৎ ইন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়া দিব্যাস্ত্রসমূহ লাভ করিবে সন্দেহ নাই ।১২-১৪

সে একাকীই শত্রুপক্ষের সকল রথীর সঙ্গেই যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ। অতিকৃতার্থাভিমানী শত্রুগণের প্রতিকার বিষয়ে তাহাকে ছাড়া অন্য কোন উপায় দেখিতেছি না ।১৫

সেই আমরা শত্রুদমনকারী বীভৎসুকে (অর্জুনকে) গৃহীতাস্ত্র হইয়া এখানে আসিতে কবে দেখিব ? আমরা তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছি। বীভৎসু কোন কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া কখনও অবসন্ন হয় না ।১৬

হে নরবর। কৃষ্ণার সহিত আমরা সেই বীর অর্জুনকে হারাইয়া এই কাম্যকবনে শান্তিতে অবস্থান করিতে পারিতেছি না ।১৭

আপনি অন্য একটা এমন সুন্দর বনের কথা বলুন, যাহা পবিত্র, রমণীয়, পুণ্যাত্মগণের আবাসভূমি এবং ফল ও অন্নে পরিপূর্ণ ।১৮

বৃষ্টিকামী পুরুষগণ যেমন মেঘের প্রতীক্ষা করে, আমরা কিছুকাল বাস করিয়া যেখানে তাহার অপেক্ষা করিতে পারি, এমন একটী বনের কথা আপনি বলুন ।১৯

আপনি দ্বিজাতিগণের নিকট হইতে পূর্ব্বে

আচক্ষ্ব ন হি মে ব্রহ্মন্ রোচতে তমৃতেঽর্জুনম্ ।
বনেঽস্মিন্ কাম্যকে বাসো গচ্ছামোঽন্যাং
দিশং প্রতি ॥২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি ধৌম্যতীর্থযাত্রায়াং ষড়শীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮৬

শুনিয়াছেন, এমন কতকগুলি রমণীয় আশ্রম, সরোবর ও নদীর কথা বলুন। অর্জ্জুন ব্যতীত এই কাম্যক বনে আমাদের আর বাস করিতে ইচ্ছা হইতেছে না; অন্য কোথাও যাইতে আমাদের ইচ্ছা হইতেছে ।২০-২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে ধৌম্যতীর্থযাত্রাবিষয়ে ষড়শীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ॥৮৬

সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[ধৌম্যেন পূর্ব্বদিক্স্থিতানাং তীর্থানাং বর্ণনম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।
তান্ সর্বানুৎসুকান্ দৃষ্ট্বা পাণ্ডবান্ দীনচেতসঃ ।
আশ্বাসয়ংস্তথা ধৌম্যো বৃহস্পতিসমোঽব্রবীৎ ॥১
ব্রাহ্মণানুমতান্ পুণ্যানাশ্রমান্ ভরতর্ষভ ।
দিশস্তীর্থানি শৈলাংশ্চ শৃণু মে বদতোঽনঘ ॥২
যান্ শ্রুত্বা গদতো রাজন্ বিশোকো ভবিতাসি হ ।
দ্রৌপদ্যা চানয়া সার্দ্ধং ভ্রাতৃভিশ্চ নরেশ্বর ॥৩
শ্রবণাচ্চৈব তেষাং ত্বং পুণ্যমাপ্স্যসি পাণ্ডব ।
গত্বা শতগুণং চৈব তেভ্য এব নরোত্তম ॥৪

পূর্বং প্রাচীং দিশং রাজন্ রাজর্ষিগণসেবিতাম্ ।
রম্যাং তে কথয়িষ্যামি যুধিষ্ঠির যথাস্মৃতি ॥৫
তস্যাং দেবর্ষিজুষ্টায়াং নৈমিষং নাম ভারত ।
যত্র তীর্থানি দেবানাং পুণ্যানি চ পৃথক্ পৃথক্ ॥৬

সপ্তাশীতিতম অধ্যায়

[ধৌম্যকর্ত্তৃক পূর্ব্বদিক্স্থিত তীর্থসমূহের বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অর্জুনকে দেখিতে উৎসুক পাণ্ডবগণকে দীনচিত্ত দেখিয়া বৃহস্পতিতুল্য জ্ঞানী ধৌম্যমুনি তাঁহাদিগকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন।১

হে অনঘ! ব্রাহ্মণগণের অনুমোদিত উত্তম আশ্রম, তীর্থ, পর্ব্বত ও দেশসমূহের বিষয় আমি বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর।২

হে নরোত্তম রাজন্! উহাদের কথা আমার নিকট শ্রবণ করিলে তুমি ভ্রাতৃগণ ও এই দ্রৌপদীর সহিত শোকশূন্য হইবে।৩

হে পাণ্ডব! ইহাদের কথা শ্রবণ করিলেই তোমার পুণ্য হইবে, তথায় গেলে আরও শতগুণ অধিক পুণ্য হইবে।৪

হে রাজন্ যুধিষ্ঠির! আমার যেরূপ স্মরণ আছে, তদনুসারে প্রথমতঃ পূর্ব্বদিকে অবস্থিত রাজর্ষিগণসেবিত রমণীয় আশ্রম ও দেশসমূহের কথাই বলিব।৫

ভারত! দেবর্ষিগণ নিষেবিত পূর্ব্বদিকে নৈমিষ-নামক তীর্থ আছে, যেখানে সমস্ত দেবগণের সকল তীর্থ বর্ত্তমান আছে।৬

যত্র সা গোমতী পুণ্যা রম্যা দেবর্ষিসেবিতা।
যজ্ঞভূমিশ্চ দেবানাং শামিত্রঞ্চ বিবস্বতঃ ॥৭

তস্মাং গিরিবরঃ পুণ্যো গয়ো রাজর্ষিসৎকৃতঃ।
শিবং ব্রহ্মসরো যত্র সেবিতং ত্রিদশর্ষিভিঃ ॥৮

যদর্থে পুরুষব্যাঘ্র কীর্তয়ন্তি পুরাতনাঃ।
এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যেকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ ॥৯

যজেত বাশ্বমেধেন নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ।
উত্তারয়তি সন্তত্যা দশপূর্বান্ দশাবরান্ ॥১০

মহানদী চ তত্রৈব তথা গয়শিরো নৃপ।
যত্রাসৌ কীর্ত্যতে বিপ্রৈরক্ষয্যকরণো বটঃ ॥১১

যত্র দত্তং পিতৃভ্যোঽন্নমক্ষয্যং ভবতি প্রভো।
সা চ পুণ্যজলা তত্র ফল্গুর্নাম মহানদী ॥১২

বহুমূলফলা চাপি কৌশিকী ভরতর্ষভ।
বিশ্বামিত্রোঽধ্যগাদ্ যত্র ব্রাহ্মণত্বং তপোধনঃ ॥১৩

গঙ্গা যত্র নদী পুণ্যা যস্যাস্তীরে ভগীরথঃ।
অযজৎ তত্র বহুভিঃ ক্রতুভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ ॥১৪

পঞ্চালেষু চ কৌরব্য কথয়ন্ত্যুৎপলাবনম্।
বিশ্বামিত্রোঽযজদ্ যত্র পুত্রেণ সহ কৌশিকঃ ॥১৫

যত্রানুবংশং ভগবান্ জামদগ্ন্যস্তথা জগৌ।
বিশ্বামিত্রস্য তাং দৃষ্ট্বা বিভূতিমতিমানুষীম্ ॥১৬

কান্যকুব্জেঽপিবৎ সোমমিন্দ্রেণ সহ কৌশিকঃ।
ততঃ ক্ষত্রাদপাক্রামদ্ ব্রাহ্মণোঽস্মীতি চাব্রবীৎ ॥১৭

পবিত্রমৃষিভির্জুষ্টং পুণ্যং পাবনমুত্তমম্।
গঙ্গা-যমুনয়োর্বীর সঙ্গমং লোকবিশ্রুতম্ ॥১৮

সেখানে দেবর্ষিসেবিতা রমণীয়া ও পুণ্যা গোমতী নদী আছে এবং দেবতাদের যজ্ঞভূমি ও সূর্য্যের শামিত্র (যজ্ঞ পাত্র) আছে।৭

ঐ পূর্ব্বদিকে রাজর্ষিগণের দ্বারা সংস্কৃত গয়নামক পুণ্য পর্ব্বত আছে এবং দেবর্ষিগণসেবিত মঙ্গলময় ব্রহ্মসরোবর আছে।৮

যাহাকে লক্ষ্য করিয়া প্রাচীনগণ বলিয়া থাকেন—"গৃহস্থ পুরুষ অনেক পুত্র লাভ করিতে ইচ্ছা করিবেন। কেননা, যদি একটিমাত্র পুত্রও ঐ গয়ায় গমন করে। অথবা অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, কিংবা শ্রাদ্ধে নীল বৃষ উৎসর্গ করে এবং ঐ কর্ম্মের দ্বারা ঊর্দ্ধ দশ ও অধঃ দশ—এই বিংশতি পুরুষকে উদ্ধার করে।৯-১০

হে রাজন্। সেখানে মহানদী এবং অক্ষয় বট আছে, সেখানে বটবৃক্ষে দত্ত পিণ্ড অক্ষয়তাপ্রাপ্ত হয়—ইহা ব্রাহ্মণগণ বলেন।১১

ঐ বটতলে পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অন্ন অক্ষয়তা প্রাপ্ত হয়। ভরতশ্রেষ্ঠ। সেখানে পুণ্যসলিলা ফল্গু নামে মহানদী ও সেখানে বহুফল-মূলযুক্তা কৌশিকীনদী প্রবাহিত হইতেছে। যাহার তীরে তপোধন বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।১২-১৩

পূর্ব্বদিকে পুণ্যা গঙ্গা নদী আছে, যাহার তীরে ভগীরথ প্রচুর দক্ষিণা সহ বহু যজ্ঞ করিয়াছিলেন।১৪

কুরুনন্দন। পাঞ্চালদেশে উৎপলাবন নামে একটি স্থান আছে, যেখানে কুশিকপুত্র বিশ্বামিত্র পুত্রের সহিত যজ্ঞ করিয়াছিলেন।১৫

বিশ্বামিত্রের অলৌকিক বিভূতি দেখিয়া স্বয়ং জমদগ্নিপুত্র ভগবান্ পরশুরাম তাঁহার বংশের অনুরূপ যশ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।১৬

কান্যকুব্জে ইন্দ্রের সহিত কৌশিক সোম পান করিয়াছিলেন। তাহাতেই তিনি ক্ষত্রিয় হইতে উন্নীত হইয়া 'আমি ব্রাহ্মণ হইয়াছি' এই কথা বলিয়াছিলেন।১৭

বীর। ঋষিগণসেবিত ত্রিলোকবিখ্যাত পাপবিনাশক পুণ্যময় গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম এই পূর্বদিকে অবস্থিত।১৮

যত্রাযজত ভূতাত্মা পূর্বমেব পিতামহঃ।
প্রয়াগমিতি বিখ্যাতং তস্মাদ্ ভরতসত্তম ॥১৯

অগস্ত্যস্য তু রাজেন্দ্র তত্রাশ্রমবরো নৃপ।
তৎ তথা তাপসারণ্যং তাপসৈরুপশোভিতম্ ॥২০

হিরণ্যবিন্দুঃ কথিতো গিরৌ কালঞ্জরে মহান্।
আগস্ত্যপর্বতো রম্যঃ পুণ্যো গিরিবরঃ শিবঃ ॥২১

মহেন্দ্রো নাম কৌরব্য ভার্গবস্য মহাত্মনঃ।
অযজৎ তত্র কৌন্তেয় পূর্বমেব পিতামহঃ ॥২২

যত্র ভাগীরথী পুণ্যা সরস্যাসীদ্ যুধিষ্ঠির।
যত্র সা ব্রহ্মশালেতি পুণ্যা খ্যাতা বিশাম্পতে ॥২৩

ধূতপাপ্মভিরাকীর্ণা পুণ্যং তস্যাশ্চ দর্শনম্।
পবিত্রো মঙ্গলীয়শ্চ খ্যাতো লোকে মহাত্মনঃ ॥২৪

কেদারশ্চ মতঙ্গস্য মহানাশ্রম উত্তমঃ।
কুণ্ডোদঃ পর্বতো রম্যো বহুমূলফলোদকঃ ॥২৫
নৈষধস্তৃষিতো যত্র জলং শর্ম চ লব্ধবান্।
যত্র দেববনং পুণ্যং তাপসৈরুপশোভিতম্ ॥২৬
বাহুদা চ নদী যত্র নন্দা চ গিরিমূর্ধনি।
তীর্থানি সরিতঃ শৈলাঃ পুণ্যান্যায়তনানি চ ॥২৭

প্রাচ্যাং দিশি মহারাজ কীর্তিতানি ময়া তব।
তিসৃষ্বন্যানি পুণ্যানি দিক্ষু তীর্থানি মে শৃণু।
সরিতঃ পর্বতাংশ্চৈব পুণ্যান্যায়তনানি চ ॥২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রাপর্ব্বণি
ধৌম্যতীর্থযাত্রায়াং সপ্তাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮৭

হে ভরতসত্তম! যেহেতু পুরাকালে ভূতাত্মা পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং সেখানে (যাগ) যজ্ঞ করিয়াছিলেন, সেইহেতু উহার নাম প্রয়াগ হইয়াছে।১৯

হে রাজেন্দ্র! ঐখানেই তাপসগণে সুশোভিত মহর্ষি অগস্ত্যের তাপসারণ্যনামে একটি শ্রেষ্ঠ আশ্রম আছে।২০

কালঞ্জরপর্ব্বতে হিরণ্যবিন্দুনামে প্রসিদ্ধ এক তীর্থ আছে। সেখানকার অগস্ত্যপর্ব্বত খুবই রমণীয় পুণ্যময় মঙ্গলকর শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত।২১

হে কুরুনন্দন! মহাত্মা ভার্গবের নিবাস স্থান মহেন্দ্র পর্ব্বত। কুন্তীতনয়! যেখানে পূর্ব্বকালে পিতামহ ব্রহ্মা যজ্ঞ করিয়াছিলেন।২২

যুধিষ্ঠির! যেখানে ভাগীরথী গঙ্গা সরোবরের মধ্যে অবস্থিত ছিলেন। রাজন্! যেখানে পুণ্যময়ী গঙ্গা ব্রহ্মশালা নামে বিখ্যাতা।২৩

ঐ পুণ্যক্ষেত্র নিষ্পাপ পুরুষগণের দ্বারা নিষেবিত। তাহার দর্শন মাত্রেই পুণ্য হয়। এখানেই লোকবিখ্যাত মহর্ষি মতঙ্গের কেদারনামক মহান্ আশ্রম আছে; উহা পবিত্র ও মঙ্গলজনক। কুণ্ডোদনামক রমণীয় পর্ব্বত বহু ফল-মূলে পরিপূর্ণ। যেখানে তৃষ্ণার্ত্ত নিষধরাজ নল জল লাভ করিয়াছিলেন ও শান্তি পাইয়াছিলেন।

সেখানে দেববননামক তাপসগণ নিষেবিত একটি বন আছে এবং সেখানে পর্ব্বতশিখরে বাহুদা ও নন্দা নামে দুইটি নদী আছে।

মহারাজ! তীর্থ, নদী, পর্ব্বত ও পুণ্য দেবমন্দিরসমূহ যাহা পূর্ব্বদিকে বিরাজমান, তাহা সবই আপনাকে বলিলাম। এখন অন্য তিন দিকে যে সকল পুণ্য তীর্থ, নদী, পর্ব্বত ও দেবমন্দির আছে; তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।২৪-২৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে
ধৌম্যতীর্থযাত্রা-বিষয়ে সপ্তাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৮৭

অষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ধৌম্যেন দক্ষিণদিক্স্থিতানাং তীর্থানাং বর্ণনম্।]

দক্ষিণস্যাং তু পুণ্যানি শৃণু তীর্থানি ভারত।
বিস্তরেণ যথাবুদ্ধি কীর্ত্যমানানি তানি বৈ ॥১

যস্যামাখ্যায়তে পুণ্যা দিশি গোদাবরী নদী।
বহ্বারামা বহুজলা তাপসাচরিতা শিবা ॥২

বেণা ভীমরথী চৈব নদ্যৌ পাপভয়াপহে।
মৃগ-দ্বিজসমাকীর্ণে তাপসালয়ভূষিতে ॥৩

রাজর্ষেস্তস্য চ সরিন্নৃগস্য ভরতর্ষভ।
রম্যতীর্থা বহুজলা পয়োষ্ণী দ্বিজসেবিতা ॥৪

অপি চাত্র মহাযোগী মার্কণ্ডেয়ো মহাযশাঃ।
অনুবংশ্যাং জগৌ গাথাং নৃগস্য ধরণীপতেঃ ॥৫

নৃগস্য যজমানস্য প্রত্যক্ষমিতি নঃ শ্রুতম্।
অমাদ্যদিন্দ্রঃ সোমেন দক্ষিণাভির্দ্বিজাতয়ঃ ॥৬

পয়োষ্ণ্যাং যজমানস্য বারাহে তীর্থ উত্তমে।
উদ্ধৃতং ভূতলস্থং বা বায়ুনা সমুদীরিতম্।
পয়োষ্ণ্যা হরতে তোয়ং পাপমামরণান্তিকম্ ॥৭

স্বর্গাদুত্তুঙ্গমমলং বিষাণং যত্র শূলিনঃ।
স্বমাত্মবিহিতং দৃষ্ট্বা মর্ত্ত্যঃ শিবপুরং ব্রজেৎ ॥৮

একতঃ সরিতঃ সর্বা গঙ্গাদ্যাঃ সলিলোচ্চয়াঃ।
পয়োষ্ণী চৈকতঃ পুণ্যা তীর্থেভ্যো হি মতা মম ॥৯

মাঠরস্য বনং পুণ্যং বহুমূলফলং শিবম্।
যূপশ্চ ভরতশ্রেষ্ঠ বরুণস্রোতসে গিরৌ ॥১০

অষ্টাশীতিতম অধ্যায়।

[ধৌম্যমুনি কর্ত্তৃক দক্ষিণদিক্স্থিত তীর্থ-সমূহের বর্ণন।]

ধৌম্য বলিলেন,—হে ভারত! দক্ষিণ দিকে যে সকল পুণ্য তীর্থ আছে, তাহা বিস্তারপূর্ব্বক আমার বুদ্ধি অনুসারে বলিতেছি শ্রবণ কর।১

যে দিকে পুণ্যময়ী গোদাবরী নদী আছে; ঐ নদী বহু জলপূর্ণা, বহু উদ্যানবিশিষ্টা, মঙ্গলময়ী ও তাপসগণের দ্বারা নিষেবিতা।২

দক্ষিণ দিকে পাপভয়হারিণী বেণা ও ভীমরথী নামে দুইটি নদী আছে; উহাদের তীরে মৃগ, পক্ষী ও তাপসগণ বাস করেন।৩

ভরতনন্দন! রাজর্ষি নৃগের পয়োষ্ণী নদীও ঐ দিকেই আছে, উহার তীরে ব্রাহ্মণগণ অবস্থান করেন, উহা রমণীয় তীর্থে (ঘাটে) সুশোভিত এবং উহার জলও খুবই গভীর।৪

এখানে মহাযোগী মহাযশস্বী মার্কণ্ডেয়মুনি নৃগরাজার বংশানুক্রমিক গাথা গান করিয়াছেন। যজমান নৃগরাজার প্রত্যক্ষেই দেবরাজ ইন্দ্র সোম পান করিয়া এবং ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণা লাভ করিয়া আনন্দিত হইতেন। রাজা নৃগ পয়োষ্ণী নদীর তীরস্থ উত্তম বারাহতীর্থে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ঐ পয়োষ্ণী হইতে উদ্ধৃত, ভূতলস্থ অথবা বায়ুতাড়িত জল শরীরে স্পৃষ্ট হওয়া মাত্রই জন্মাবধি মরণান্ত সমস্ত পাপ নাশ করে।৫-৭

যেখানে ভগবান্ শঙ্করের নিজের জন্যই নির্ম্মিত অতি নির্ম্মল ও স্বর্গ হইতেও উচ্চ বিষাণ (শৃঙ্গ) রহিয়াছে। মানব উহা দর্শন করিলে শিবলোকে গমন করে।৮

যদি একদিকে অগাধ জলপূর্ণা গঙ্গা প্রভৃতি সমস্ত পুণ্য নদী, অন্য দিকে পয়োষ্ণীকে রাখা যায়, তাহা হইলে অন্যান্য সকল তীর্থ হইতে পয়োষ্ণীকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমার মনে হয়।৯

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! দক্ষিণ দিকে বহু ফল-মূলে

প্রবেণ্যুত্তরমার্গে তু পুণ্যে কণ্বাশ্রমে তথা।
তাপসানামরণ্যানি কীর্তিতানি যথাশ্রুতি ॥১১
বেদী শূর্পারকে তাত জমদগ্নের্মহাত্মনঃ।
রম্যা পাষাণতীর্থা চ পুনশ্চন্দ্রা চ ভারত ॥১২
অশোকতীর্থং তত্রৈব কৌন্তেয় বহুলাশ্রমম্।
অগস্ত্যতীর্থং পাণ্ড্যেষু বারুণঞ্চ যুধিষ্ঠির ॥১৩
কুমার্য্যঃ কথিতাঃ পুণ্যাঃ পাণ্ড্যেষ্বেব নরর্ষভ।
তাম্রপর্ণীং তু কৌন্তেয় কীর্তয়িষ্যামি তাং শৃণু।১৪
যত্র দেবৈস্তপস্তপ্তং মহদিচ্ছদ্ভিরাশ্রমে।
গোকর্ণ ইতি বিখ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু ভারত ॥১৫
শীততোয়ো বহুজলঃ পুণ্যস্তাত শিবঃ শুভঃ।
হ্রদঃ পরমদুষ্প্রাপো মানুষৈরকৃতাত্মভিঃ ॥১৬

তত্র বৃক্ষ-তৃণাদ্যৈশ্চ সম্পন্নঃ ফল-মূলবান্।
আশ্রমোঽগস্ত্যশিষ্যস্য পুণ্যো দেবসমো গিরিঃ ॥১৭
বৈদূর্য্যপর্বতস্তত্র শ্রীমান্ মণিময়ঃ শিবঃ।
অগস্ত্যস্যাশ্রমশ্চৈব বহু মূল-ফলোদকঃ ॥১৮
সুরাষ্ট্রেষ্বপি বক্ষ্যামি পুণ্যান্যায়তনানি চ।
আশ্রমান্ সরিতশ্চৈব সরাংসি চ নরাধিপ ॥১৯
চমসোদ্ভেদনং বিপ্রাস্তত্রাপি কথয়ন্ত্যত।
প্রভাসং চোদধৌ তীর্থং ত্রিদশানাং যুধিষ্ঠির ॥২০
তত্র পিণ্ডারকং নাম তাপসাচরিতং শিবম্।
উজ্জয়ন্তশ্চ শিখরী ক্ষিপ্রং সিদ্ধিকরো মহান্ ॥২১
তত্র দেবর্ষিবর্য্যেণ নারদেনানু কীর্তিতঃ।
পুরাণঃ শ্রূয়তে শ্লোকস্তং নিবোধ যুধিষ্ঠির ॥২২

পরিপূর্ণ পুণ্য মাঠর (যম) বন এবং বরুণস্রোতস নামক পর্ব্বতে মাঠর দেবতার যূপ অর্থাৎ বিজয়স্তম্ভ আছে।১০

এই যূপ প্রবেণী নদীর উত্তর মার্গে কণ্বমুনির পুণ্য আশ্রমে বর্ত্তমান। এইরূপ আমি শুনিয়াছি যে, উহার নিকট তপস্বী মহাপুরুষগণের অনেক আশ্রমও আছে।১১

হে বৎস! শূর্পারকক্ষেত্রে মহাত্মা জমদগ্নির বেদী আছে এবং সেখানে রমণীয়া পাষাণতীর্থা ও পুনশ্চন্দ্রা নামক আরও দুইটী তীর্থ আছে।১২

কুন্তীপুত্র! ঐখানেই অশোকতীর্থও বর্ত্তমান। সেখানে ঋষিগণের বহু আশ্রম আছে। হে যুধিষ্ঠির! পাণ্ড্যদেশে অগস্ত্যতীর্থ ও বারুণতীর্থ আছে। হে রাজন্! ঐ পাণ্ড্যদেশের কুমারী কন্যাগণ অত্যন্ত পুণ্যময়ী। কুন্তীনন্দন! ইহার পর আমি তোমার নিকট তাম্রপর্ণী নদীর কথা বলিব, তুমি তাহা শুন।১৩-১৪

হে ভরতনন্দন! যেখানে মোক্ষলাভেচ্ছু হইয়া দেবগণ তীব্র তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই আশ্রমের নাম গোকর্ণ।১৫

বৎস! গোকর্ণ তীর্থের জল সুশীতল, গভীর, পুণ্য ও মঙ্গলজনক। এই গোকর্ণ হ্রদবিশেষ, অজিতেন্দ্রিয় মানুষের পক্ষে উহা দুর্ল্লভ।১৬

ওখানে অগস্ত্যমুনির এক শিষ্যের ফল-মূলে পরিপূর্ণ একটি আশ্রম আছে এবং দেবসমনামক পর্ব্বতও আছে; ঐ পর্ব্বতেই ঐ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত।১৭

ওখানে মণিময় বৈদূর্য্যপর্ব্বত আছে, ঐ পর্ব্বত মঙ্গলময়; ঐ পর্ব্বতে অগস্ত্যমুনির বহু ফলমূলপূর্ণ আশ্রম আছে। ৮

নরপতি! সুরাষ্ট্রেও (সৌরাষ্ট্র দেশে) বহু পুণ্য দেবমন্দির, আশ্রম, নদী ও সরোবর আছে, তাহা আমি বলিতেছি।১৯

ঐ দেশে চমসোদ্ভেদ তীর্থের কথা ব্রাহ্মণগণ বলিয়া থাকেন এবং হে যুধিষ্ঠির! দেবতাগণের তীর্থ প্রভাসও ঐ দেশেই সমুদ্রের তীরে অবস্থিত।২০

ঐখানেই তপস্বিগণসেবিত মঙ্গলময় পিণ্ডারক

পুণ্যে গিরৌ সুরাষ্ট্রেষু মৃগ-পক্ষিনিষেবিতে।
উজ্জয়ন্তে স্তুতপ্তাঙ্গো নাকপৃষ্ঠে মহীয়তে ॥২৩
পুণ্যা দ্বারবতী তত্র যত্রাসৌ মধুসূদনঃ।
সাক্ষাদ্ দেবঃ পুরাণোঽসৌ স হি ধর্ম্মঃ সনাতনঃ ॥২৪
যে চ বেদবিদো বিপ্রা যে চাধ্যাত্মবিদো জনাঃ।
তে বদন্তি মহাত্মানং কৃষ্ণং ধর্ম্মং সনাতনম্ ॥২৫
পবিত্রাণাং হি গোবিন্দঃ পবিত্রং পরমুচ্যতে।
পুণ্যানামপি পুণ্যোঽসৌ মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্।
ত্রৈলোক্যে পুণ্ডরীকাক্ষো দেবদেবঃ সনাতনঃ ॥২৬
অব্যয়াত্মা ব্যয়াত্মা চ ক্ষেত্রজ্ঞঃ পরমেশ্বরঃ।
আস্তে হরিরচিন্ত্যাত্মা তত্রৈব মধুসূদনঃ ॥২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রাপর্ব্বণি
ধৌম্যতীর্থযাত্রায়ামষ্টাশীতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮৮

নামে এক তীর্থ আছে এবং ঐ দেশেই সত্বর উত্তম সিদ্ধিপ্রদ উজ্জয়ন্তনামক মহাপর্ব্বত আছে।২১

সেখানে দেবর্ষিশ্রেষ্ঠ নারদের গীত পুরাতন শ্লোক শুনিতে পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠির! আমি তাহা বলিতেছি, শুন।২২

সৌরাষ্ট্র দেশে মৃগ-পক্ষিনিষেবিত পুণ্য উজ্জয়ন্ত পর্ব্বতে যে ব্যক্তি তপস্যায় দেহ সন্তপ্ত করে, সে স্বর্গলোকে সকলের দ্বারা সম্মানিত হয়।২৩

সেই সৌরাষ্ট্র দেশেই পুণ্য দ্বারকাতীর্থ বর্ত্তমান। সেখানে সনাতন ধর্ম্মের মূর্ত্তবিগ্রহ পুরাণপুরুষ সাক্ষাৎ আদিদেব মধুসূদন অবস্থান করেন।২৪

বেদবিদ্ ও অধ্যাত্মবিদ্যায় পারদর্শী ব্রাহ্মণগণ ভগবান্ কৃষ্ণকেই সাক্ষাৎ সনাতন ধর্ম্মস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করেন।২৫

ত্রিলোকমধ্যে পবিত্র পুরুষগণের মধ্যে পরম পবিত্র পুণ্যসমূহের মধ্যে পরম পুণ্য এবং মঙ্গলসমূহের মধ্যে পরম মঙ্গলস্বরূপ হইতেছেন কমললোচন দেবদেব সনাতন গোবিন্দ। যিনি ক্ষর, অক্ষর ও ক্ষেত্রজ্ঞ ত্রিতয়স্বরূপ, সেই অচিন্ত্যতত্ত্ব পরমেশ্বর মধুসূদন শ্রীহরি স্বয়ং সেই দ্বারাবতী নদীতে নিত্যই অবস্থান করেন।২৬-২৭.

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে
ধৌম্যতীর্থযাত্রাবিষয়ক অষ্টাশীতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৮৮

একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ধৌম্যেন পশ্চিমদিক্স্থিতানাং তীর্থানাং বর্ণনম্।]

ধৌম্য উবাচ।

আনর্ত্তেষু প্রতীচ্যাং বৈ কীর্ত্তয়িষ্যামি তে দিশি।
যানি তত্র পবিত্রাণি পুণ্যান্যায়তনানি চ ॥১
প্রিয়ঙ্গ্বাম্রবনোপেতা বানীরফলমালিনী।
প্রত্যক্স্রোতা নদী পুণ্যা নর্মদা তত্র ভারত ॥২

একোননবতিতম অধ্যায়।

[ধৌম্য কর্ত্তৃক পশ্চিমদিক্স্থিত তীর্থসমূহের বর্ণন।]

ধৌম্য বলিলেন—এখন পশ্চিম দিকে অবস্থিত আনর্ত্ত দেশে যে সকল পবিত্র তীর্থ ও দেবমন্দির আছে, তাহা বলিব।১

ত্রৈলোক্যে যানি তীর্থানি পুণ্যান্যায়তনানি চ।
সরিদ্বনানি শৈলেন্দ্রা দেবাশ্চ সপিতামহাঃ ॥৩
নর্মদায়াং কুরুশ্রেষ্ঠ সহ সিদ্ধর্ষিচারণৈঃ।
স্নাতুমায়ান্তি পুণ্যৌঘৈঃ সদা বারিষু ভারত ॥৪
নিকেতঃ শ্রূয়তে পুণ্যো যত্র বিশ্রবসো মুনেঃ।
জজ্ঞে ধনপতির্যত্র কুবেরো নরবাহনঃ ॥৫
বৈদূর্য্যশিখরো নাম পুণ্যো গিরিবরঃ শিবঃ।
নিত্যপুষ্পফলাস্তত্র পাদপা হরিতচ্ছদাঃ ॥৬
তস্য শৈলস্য শিখরে সরঃ পুণ্যং মহীপতে।
ফুল্লপদ্মং মহারাজ দেব-গন্ধর্বসেবিতম্ ॥৭
বহ্বাশ্চর্য্যং মহারাজ দৃশ্যতে তত্র পর্বতে।
পুণ্যে স্বর্গোপমে চৈব দেবর্ষিগণসেবিতে ॥৮

হ্রদিনী পুণ্যতীর্থা চ রাজর্ষেস্তত্র বৈ সরিৎ।
বিশ্বামিত্রনদী রাজন্ পুণ্যা পরপুরঞ্জয় ॥৯
যস্যাস্তীরে সতাং মধ্যে যযাতির্নহুষাত্মজঃ।
পপাত স পুনর্লোকাঁল্লেভে ধর্মান্ সনাতনান্ ॥১০
তত্র পুণ্যো হ্রদঃ খ্যাতো মৈনাকশ্চৈব পর্বতঃ।
বহুমূলফলোপেতস্ত্বসিতো নাম পর্বতঃ ॥১১
আশ্রমঃ কক্ষসেনস্য পুণ্যস্তত্র যুধিষ্ঠির।
চ্যবনস্যাশ্রমশ্চৈব বিখ্যাতস্তত্র পাণ্ডব ॥১২
তত্রাল্পেনৈব সিধ্যন্তি মানবাস্তপসা বিভো।
জম্বূমার্গো মহারাজ ঋষীণাং ভাবিতাত্মনাম্ ॥১৩
আশ্রমঃ শাম্যতাং শ্রেষ্ঠ মৃগ-দ্বিজনিষেবিতঃ।
ততঃ পুণ্যতমা রাজন্ সততং তাপসৈর্যুতা ॥১৪

হে ভারত! পশ্চিম দিকে পুণ্যময়ী নর্ম্মদা নদী প্রবাহিতা হইয়াছেন। ঐ নদীর তীরে প্রিয়ঙ্গু ও আম্র বৃক্ষের বন এবং বেতস বন রহিয়াছে।২

কৌরবশ্রেষ্ঠ! ত্রৈলোক্যে যত পুণ্যতীর্থ, দেবমন্দির, নদী, বন, পর্ব্বত আছে, তাহারা এবং পিতামহ প্রমুখ দেবতাগণ এবং সিদ্ধ, ঋষি ও চারণগণ—সব নর্ম্মদায় প্রতিষ্ঠিত। দেবগণ নিত্যই নর্ম্মদার জলে স্নান করিতে আসেন।৪

উহার তীরেই বিশ্রবামুনির আশ্রম ছিল এবং ঐখানেই তাঁহার ঔরসে নরবাহন ধনপতি কুবেরের জন্ম হইয়াছে।৫

বৈদূর্য্যশিখরনামক পুণ্য মঙ্গলময় গিরিবরও নর্ম্মদার তীরেই অবস্থিত, যাহাতে নিত্যই পুষ্পফলে পরিপূর্ণ ও বহু হরিদ্বর্ণের পত্রশোভিত বৃক্ষ আছে।৬

রাজন্! সেই পর্ব্বতের শিখরদেশে একটি পুণ্য সরোবর আছে, যাহা প্রস্ফুটিত পদ্মসমূহে পরিশোভিত। মহারাজ! এই সরোবর দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণের দ্বারা সেবিত।৭

হে মহারাজ! দেবর্ষি ও গন্ধর্ব্বগণ সেবিত পুণ্যজনক স্বর্গতুল্য সেই পর্ব্বতে বহু আশ্চর্য্য জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায়।৮

হে পরপুরঞ্জয় রাজন্! এই স্থানে রাজর্ষি বিশ্বামিত্রের তপস্যাপ্রসূত পুণ্যতীর্থময়ী বিশ্বামিত্রনদী আছে; যাহার তীরে নিবাসকারী সাধুজনগণের মধ্যে নহুষাত্মজ যযাতি স্বর্গ হইতে পতিত হইয়াছিলেন এবং সৎসঙ্গের মহিমায় পুনরায় সেখান হইতেই সনাতন ধর্ম্মময় লোক লাভ করিয়াছিলেন।৯-১০

ঐখানে একটী পুণ্য সরোবর, বিখ্যাত মৈনাক পর্ব্বত এবং বহু ফল-মূলসমন্বিত অসিতনামক এক পর্ব্বত আছে।১১

হে পাণ্ডব যুধিষ্ঠির! ঐ পর্ব্বতে কক্ষসেন ও চ্যবন মুনির বিখ্যাত পুণ্য আশ্রমদ্বয় বিরাজমান।১২

বিভো! এখানে অল্প তপস্যার দ্বারাই মানুষ সিদ্ধিলাভ করে। হে শস্তাগণশ্রেষ্ঠ মহারাজ! পশ্চিম দিকে জম্বূমার্গ আছে, যেখানে বিশুদ্ধচিত্ত মহর্ষিগণের মৃগপক্ষিনিষেবিত আশ্রম আছে।

কেতুমালা চ মেধ্যা চ গঙ্গাদ্বারং চ ভূমিপ।
খ্যাতং চ সৈন্ধবারণ্যং পুণ্যং দ্বিজনিষেবিতম্ ॥১৫

পিতামহসরঃ পুণ্যং পুষ্করং নাম মারত!।
বৈখানসানাং সিদ্ধানামৃষীণামাশ্রমঃ প্রিয়ঃ ॥১৬

অপ্যত্র সংশ্রয়ার্থায় প্রজাপতিরথো জগৌ।
পুষ্করেষু কুরুশ্রেষ্ঠ গাথাং সুকৃতিনাং বর ॥১৭

মনসাপ্যভিকামস্য পুষ্করাণি মনস্বিনঃ।
বিপ্রণশ্যন্তি পাপানি নাকপৃষ্ঠে চ মোদতে ॥১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রাপর্ব্বণি বৈয়াসিকাং ধৌম্য তীর্থযাত্রায়াম্ একোননবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৮৯

ঐস্থানেই তাপসগণনিষেবিত পুণ্যতমা কেতুমালা, মেধ্যা এবং গঙ্গাদ্বার (হরিদ্বার) তীর্থ বর্ত্তমান। ভূপতে। ব্রাহ্মণগণের নিবাসভূমি পুণ্যজনক সুপ্রসিদ্ধ সৈন্ধ্যবারণ্যও ঐ দিকেই অধিষ্ঠিত।১৩-১৫

বানপ্রস্থ ঋষিগণের এবং সিদ্ধ ও মহর্ষিগণের প্রিয় আশ্রমভূমি এবং পিতামহ ব্রহ্মার পুণ্য সরোবর পুষ্করও ঐ দিকেই অবস্থিত।১৬

হে সুকৃতিশ্রেষ্ঠ কুরুনন্দন! পুষ্কর ক্ষেত্রে যাহাতে তপস্বিগণ বাস করিতে ইচ্ছুক হন, এজন্য পিতামহ একটি গাথা গাহিয়াছিলেন—"কোন মনস্বী পুরুষ যদি মনে মনেও পুষ্করতীর্থে নিবাস করিতে ইচ্ছুক হয়, তাহা হইলেও সে সর্ব্বপাপশূন্য হইয়া স্বর্গে সানন্দে বিহার করে।১৭-১৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে ধৌম্যতীর্থযাত্রাবিষয়ক একোননবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৮৯

নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ধৌম্যেন উত্তরদিক্‌স্থিতানাং তীর্থানাং বর্ণনম্।]

ধৌম্য উবাচ।
উদীচ্যাং রাজশার্দূল দিশি পুণ্যানি যানি বৈ।
তানি তে কীর্ত্তয়িষ্যামি পুণ্যান্যায়তনানি চ ॥১

শৃণুষ্বাবহিতো ভূত্বা মম মন্ত্রয়তঃ প্রভো।
কথাপ্রতিগ্রহো বীর শ্রদ্ধাং জনয়তে শুভাম্ ॥ ২

সরস্বতী মহাপুণ্যা হ্রদিনী তীর্থমালিনী।
সমুদ্রগা মহাবেগা যমুনা যত্র পাণ্ডব ॥৩
যত্র পুণ্যতরং তীর্থং প্লক্ষাবতরণং শুভম্।
যত্র সারস্বতৈরিষ্ট্বা গচ্ছন্ত্যবভৃথৈর্দ্বিজাঃ ॥৪
পুণ্যং চাখ্যায়তে দিব্যং শিবমগ্নিশিরোঽনঘ।
সহদেবোঽযজদ্ যত্র শম্যাক্ষেপেণ ভারত ॥৫

নবতিতম অধ্যায়

[ধৌম্যকর্তৃক উত্তরদিক্‌স্থিত তীর্থসমূহের বর্ণন।]

ধৌম্য বলিলেন,—হে রাজশার্দ্দূল! উত্তর দিকে যে সকল পুণ্য দেবমন্দির ও তীর্থ আছে, আমি এখন তাহাই কীর্ত্তন করিতেছি।১

প্রভো! তুমি অবহিত হইয়া উহা শ্রবণ কর। বীর! তীর্থের কথা সাবধানে গ্রহণ করিলে মঙ্গলময়ী শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়।২

এই উত্তর দিকে তীর্থের মালাপরিহিতা হ্রদযুক্তা পুণ্যময়ী সরস্বতী নদী প্রবাহিতা হইয়াছেন। পাণ্ডুনন্দন! সমুদ্রগামিনী মহাবেগবতী যমুনা নদীও ঐ উত্তর দিকেই অবস্থিত।৩

এতস্মিন্নেব চার্থেঽসাবিন্দ্রগীতা যুধিষ্ঠির।
গাথা চরতি লোকেঽস্মিন্ গীয়মানা
দ্বিজাতিভিঃ ॥৬

অগ্নয়ঃ সহদেবেন সেবিতা যমুনামনু।
তে তস্য কুরুশার্দূল সহস্রশতদক্ষিণাঃ ॥৭
তত্রৈব ভরতো রাজা চক্রবর্ত্তী মহাযশাঃ।
বিংশতিঃ সপ্ত চাষ্টৌ চ হয়মেধানুপাহরৎ ॥৮
কামকৃদ্ যো দ্বিজাতীনাং শ্রুতস্তাত যথা পুরা।
অত্যন্তমাশ্রমঃ পুণ্যঃ শরভঙ্গস্য বিশ্রুতঃ ॥৯
সরস্বতী নদী সদ্ভিঃ সততং পার্থ পূজিতা।
বালখিল্যৈর্মহারাজ যত্রেষ্টমৃষিভিঃ পুরা ॥১০

ঐ দিকেই পুণ্যতর শুভপ্রদ প্লক্ষাবতরণ তীর্থ বর্ত্তমান। যেখানে সারস্বত ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞান্তে অবভৃত স্নান করত স্বস্থানে প্রস্থান করিতেন।৪

হে অনঘ! ঐ দিকেই দিব্য, কল্যাণময়, শুভ ও পুণ্য অগ্নিশিরনামক তীর্থ আছে। যেখানে শম্যাক্ষেপপরিমিত * ভূমি অধিকার করত সহদেব (সুপ্রসিদ্ধ রাজা সৃঞ্জয়ের পুত্র) যজ্ঞ করিয়াছিলেন।৫

যুধিষ্ঠির! এই বিষয়ে ইন্দ্র কর্ত্তৃক গীত এইরূপ একটি গাথা আছে, যাহা ব্রাহ্মণগণ পৃথিবীতে গান করত প্রচার করিয়া থাকেন।৬

কুরুশ্রেষ্ঠ! যমুনার তটে লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা দক্ষিণা দিয়া সহদেব এখানে অগ্নির উপাসনা অর্থাৎ যজ্ঞ করিয়াছেন।৭

ঐখানেই রাজচক্রবর্ত্তী মহাযশস্বী ভরত পঁয়ত্রিশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন।৮

তাত! রাজা সহদেব ব্রাহ্মণগণের অভীষ্টপূরণকারী রাজা ছিলেন—এই বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এই উত্তরাখণ্ডেই শরভঙ্গ মুনির অত্যন্ত পুণ্যপ্রদ একটি বিখ্যাত আশ্রম আছে।৯

দৃষদ্বতী মহাপুণ্যা যত্র খ্যাতা যুধিষ্ঠির।
ন্যগ্রোধাখ্যস্তু পুণ্যাখ্যঃ পাঞ্চাল্যো দ্বিপদাং বর ॥১১
দাল্‌ভ্যঘোষশ্চ দাল্‌ভ্যশ্চ ধরণীস্থো মহাত্মনঃ।
কৌন্তেয়ানন্তযশসঃ সুব্রতস্যামিতৌজসঃ ॥১২

আশ্রমঃ খ্যায়তে পুণ্যস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।
এতাবর্ণাববর্ণৌ চ বিশ্রুতৌ মনুজাধিপ ॥১৩
বেদজ্ঞৌ বেদবিদ্বাংসৌ বেদবিদ্যাবিদাবুভৌ।
ঈজাতে ক্রতুভির্মুখ্যৈঃ পুণ্যৈর্ভরতসত্তম ॥১৪
সমেত্য বহুশো দেবাঃ সেন্দ্রাঃ সবরুণাঃ পুরা।
বিশাখযূপেঽতপ্যন্ত তেন পুণ্যতমশ্চ সঃ ॥১৫

কুন্তীপুত্র! সাধু পুরুষগণ এই সরস্বতী নদীর সর্ব্বদা উপাসনা করেন। হে মহারাজ! পুরাকালে এখানে বালখিল্য ঋষিগণ বহু যজ্ঞ করিয়াছেন।১০

যুধিষ্ঠির! মহাপুণ্যা দৃষদ্বতী নদীও উত্তর দিকেই অবস্থিত। মনুষ্যগণশ্রেষ্ঠ! উহার তীরে ন্যগ্রোধ, পুণ্য, পাঞ্চাল্য, দাল্‌ভ্যঘোষ ও দাল্‌ভ্য—এই পাঁচটি আশ্রম আছে। কুন্তীনন্দন! অমিততেজস্বী অনন্ত কীর্ত্তিশালী সুব্রত ঋষির পুণ্য ত্রিলোকবিখ্যাত আশ্রমও ঐ উত্তরাখণ্ডেই অবস্থিত। হে নরেশ্বর! ঐ উত্তরাখণ্ডেই নর ও নারায়ণ ঋষির মূর্ত্তি সহ বদরিকাশ্রম অবস্থিত। তাঁহারা উভয়ে এতাবর্ণ অর্থাৎ শ্যামবর্ণ—সাকার হইলেও তত্ত্বতঃ অবর্ণ অর্থাৎ নিরাকার।১১-১৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! বেদজ্ঞ, বেদমর্ম্মজ্ঞ ও বেদবিদ্যাবিশারদ ঐ দুই মুনিশ্রেষ্ঠ পুণ্য যজ্ঞসমূহের দ্বারা দেবতাগণের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন।১৪

পুরাকালে ইন্দ্র বরুণপ্রমুখ বহু দেবতাগণ বিশাখযূপনামক স্থানে তপস্যা করিয়াছিলেন, এজন্য উহা পুণ্যতম বলিয়া খ্যাত।১৫

---

* বলবান্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত যষ্টি যতদূর পর্য্যন্ত যায়, সেই পরিমাণ ভূমিকে বলে 'শম্যাক্ষেপ' পরিমিত ভূমি।

ঋষির্মহান্ মহাভাগো জমদগ্নির্মহাযশাঃ।
পলাশকেষু পুণ্যেষু রম্যেষ্বযজত প্রভুঃ ॥১৬
যত্র সর্বাঃ সরিচ্ছ্রেষ্ঠাঃ সাক্ষাৎ তমৃষিসত্তমম্।
স্বং স্বং তোয়মুপাদায় পরিবার্য্যোপতস্থিরে ॥১৭
অপি চাত্র মহারাজ স্বয়ং বিশ্বাবসুর্জগৌ।
ইমং শ্লোকং তদা বীর প্রেক্ষ্য দীক্ষাং মহাত্মনঃ ॥১৮
যজমানস্য বৈ দেবান্ জমদগ্নের্মহাত্মনঃ।
আগম্য সরিতো বিপ্রান্ মধুনা সমতর্পয়ন্ ॥১৯
গন্ধর্ব-যক্ষ-রক্ষোভিরপ্সরোভিশ্চ সেবিতম্।
কিরাত-কিন্নরাবাসং শৈলং শিখরিণাং বরম্ ॥২০
বিভেদ তরসা গঙ্গা গঙ্গাদ্বারং যুধিষ্ঠির।
পুণ্যং তৎ খ্যায়তে রাজন্ ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতম্ ॥২১
সনৎকুমারঃ কৌরব্য পুণ্যং কনখলং তথা।
পর্বতশ্চ পুরুর্নাম যত্র যাতঃ পুরূরবাঃ ॥২২
ভৃগুর্যত্র তপস্তেপে মহর্ষিগণসেবিতে।
রাজন্ স আশ্রমঃ খ্যাতো ভৃগুতুঙ্গো
মহাগিরিঃ ॥২৩
যঃ স ভূতং ভবিষ্যচ্চ ভবচ্চ ভরতর্ষভ।
নারায়ণঃ প্রভুর্বিষ্ণুঃ শাশ্বতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥২৪
তস্যাতিযশসঃ পুণ্যাং বিশালাং বদরীমনু।
আশ্রমঃ খ্যায়তে পুণ্যাস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ ॥২৫
উষ্ণতোয়বহা গঙ্গা শীততোয়বহা পুরা।
সুবর্ণসিকতা রাজন্ বিশালাং বদরীমনু ॥২৬
ঋষয়ো যত্র দেবাশ্চ মহাভাগা মহৌজসঃ।
প্রাপ্য নিত্যং নমস্যন্তি দেবং নারায়ণং প্রভুম্ ॥২৭
যত্র নারায়ণো দেবঃ পরমাত্মা সনাতনঃ।
তত্র কৃৎস্নং জগৎ সর্বং তীর্থান্যায়তনানি চ ॥২৮

মহাভাগ মহাযশস্বী মহাপ্রভাবশালী মহর্ষি জমদগ্নি রমণীয় পুণ্য পলাশবনে যজ্ঞ করিয়াছিলেন।১৬

যেখানে সকল শ্রেষ্ঠ নদী মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক এই ঋষিশ্রেষ্ঠকে নিজ নিজ জল অর্পণ করত তাঁহার চতুর্দিকে ঘিরিয়া উপস্থিত থাকিতেন।১৭

হে বীর মহারাজ! স্বয়ং বিশ্বাবসু সেই মহাত্মা ঋষির যজ্ঞদীক্ষা দর্শন করিয়া এইরূপ গাথা গাহিয়াছিলেন।১৮

মহাত্মা জমদগ্নি যখন যজ্ঞদ্বারা দেবতাগণের যজন করিতেন, তখন তাঁহার যজ্ঞে নদীসমূহ তথায় স্বয়ং আগমন করত যজ্ঞস্থ ব্রাহ্মণগণকে মধুদ্বারা তৃপ্ত করিয়াছিলেন।১৯

যুধিষ্ঠির! গন্ধর্ব্ব, যক্ষ ও অপ্সরাগণের দ্বারা সেবিত, কিন্নর ও কিরাতগণের আবাসস্থল পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়কে নিজবেগে ভেদ করিয়া গঙ্গা যেখানে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ঐ স্থানের নাম গঙ্গাদ্বার (হরিদ্বার)। রাজন্! উহা পরম পুণ্যস্থান বলিয়া খ্যাত ও ব্রহ্মর্ষিগণনিষেবিত।২০-২১

হরিদ্বারের সন্নিহিত কনখল পুণ্যস্থান। তথায় সনৎকুমার যাত্রা করিয়াছিলেন। কুরুনন্দন! ঐখানে পুরু নামে এক পর্ব্বত আছে, যেখানে পুরূরবা যাত্রা করিয়াছিলেন।২২

রাজন্! যেখানে ভৃগুমুনি তপস্যা করিয়াছিলেন, সেই মহর্ষিগণসেবিত ভৃগুতুঙ্গনামক মহাগিরিতে ভৃগুমুনির আশ্রম আছে।২৩

ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কাল যাঁহার স্বরূপ, যিনি জগতের একমাত্র শাশ্বত প্রভু পুরুষোত্তম; সেই অতিযশস্বী ভগবান্ নারায়ণের বিশাল বদরী বৃক্ষের নিকট যে আশ্রম আছে, উহাকেই ত্রিভুবন বিখ্যাত পুণ্যময় বদরিকাশ্রম বলে।২৪-২৫

রাজন্! পুরাকাল হইতেই বিশাল বদরী বৃক্ষের নিকটেই গঙ্গা কোনস্থলে উষ্ণজলে ও কোন স্থলে শীতলজলে প্রবাহিত হইতেছেন। উহার বালুকণা সুবর্ণময়।২৬

ঋষিগণ ও মহাতেজস্বী মহাভাগ্যবান্ দেবতাগণ

তৎ পুণ্যং পরমং ব্রহ্ম তৎ তীর্থং তৎ
তপোবনম্।
তৎ পরং পরমং দেবং ভূতানাং পরমেশ্বরম্ ॥২৯
শাশ্বতং পরমং চৈব ধাতারং পরমং পদম্।
যং বিদিত্বা ন শোচন্তি বিদ্বাংসঃ শাস্ত্রদৃষ্টয়ঃ ॥৩০
তত্র দেবর্ষয়ঃ সিদ্ধাঃ সর্বে চৈব তপোধনাঃ।
আদিদেবো মহাযোগী যত্রাস্তে মধুসূদনঃ ॥৩১
পুণ্যানামপি তৎ পুণ্যমত্র তে সংশয়োঽস্তু মা।
এতানি রাজন্ পুণ্যানি পৃথিব্যাং পৃথিবীপতে ॥৩২
কীর্তিতানি নরশ্রেষ্ঠ তীর্থান্যায়তনানি চ।
এতানি বসুভিঃ সাধ্যৈরাদিত্যৈর্মরুদশ্বিভিঃ ॥৩৩
ঋষিভির্দেবকল্পৈশ্চ সেবিতানি মহাত্মভিঃ।
চরন্নেতানি কৌন্তেয় সহিতো ব্রাহ্মণর্ষভৈঃ।
ভ্রাতৃভিশ্চ মহাভাগৈরুৎকণ্ঠাং বিহরিষ্যসি ॥৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি
ধৌম্যতীর্থযাত্রায়াং নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৯০

যেখানে যেখানে গিয়া অমিতপ্রভাবশালী নিত্যই নারায়ণকে নমস্কার করিয়া থাকেন। যেখানে স্বয়ং পরমেশ্বর সনাতন নারায়ণ, সমস্ত জগৎ এবং সকল তীর্থ ও দেবমন্দির অধিষ্ঠিত আছেন।২৭-২৮

উহাই (বদরিকাশ্রমই) পরম পুণ্যস্বরূপ, উহাই পরম ব্রহ্মস্বরূপ, উহাই তীর্থ, ও তপোবনস্বরূপ উহাই ভগবান্ এবং উহাই সর্ব্বভূতের ঈশ্বর পরমেশ্বর স্বরূপ।২৯

উহাই সনাতন বিধাতার স্বরূপ এবং উহাই পরম পদ। যাঁহার তত্ত্ব জ্ঞাত হইলে শাস্ত্রদর্শী বিদ্বান্গণ কখনও শোক করেন না।৩০

সেখানে দেবর্ষিগণ, সিদ্ধগণ ও সকল তপোধনগণই বাস করেন। আদিদেব মহাযোগী মধুসূদন ঐ স্থানে নিত্যই অধিষ্ঠিত থাকায় উহা পুণ্যময়গণেরও পরম পুণ্য স্থান—ইহাতে যেন তোমার সংশয় না হয়। এই তোমার নিকট উত্তর দিক্স্থিত সমস্ত তীর্থ ও দেবমন্দিরের কথা বলিলাম। সাধ্য, বসু, আদিত্য, মরুৎ, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি দেবকল্প ঋষিগণ ও মহাত্মাগণ এই সকল তীর্থে বিহার করেন। সুতরাং হে কৌন্তেয়। তুমি ভ্রাতৃগণ ও বিপ্রগণের সহিত এই সকল তীর্থে বিহার করিয়া উৎকণ্ঠাকে দূর করিতে পারিবে।৩১-৩৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে
ধৌম্যতীর্থযাত্রাবিষয়ে নবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৯০

একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[মহর্ষিলোমশস্যাগমনম্, যুধিষ্ঠিরসমীপে অর্জুনস্য পাশুপতপ্রভৃতিদিব্যাস্ত্রসমূহপ্রাপ্তিবিষয়স্য
বর্ণনম্, ইন্দ্রস্য সন্দেশজ্ঞাপনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবং সম্ভাষমাণে তু ধৌম্যে কৌরবনন্দন।
লোমশঃ স মহাতেজা ঋষিস্তত্রাজগাম হ ॥১

একনবতিতম অধ্যায়

[মহর্ষি লোমশের আগমন, যুধিষ্ঠিরের নিকট অর্জুনের পাশুপত প্রভৃতি দিব্যাস্ত্রসমূহের প্রাপ্তির বর্ণন এবং ইন্দ্রের সংবাদ জ্ঞাপন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে কৌরবনন্দন। যখন ধৌম্যমুনি যুধিষ্ঠিরের সহিত এইরূপ

তং পাণ্ডবাগ্রজো রাজা সগণো ব্রাহ্মণাশ্চ তে।
উপাতিষ্ঠন্মহাভাগং দিবি শক্রমিবামরাঃ ॥২
সমভ্যর্চ্য যথান্যায়ং ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
পপ্রচ্ছাগমনে হেতুমটনে চ প্রযোজনম্ ॥৩
স পৃষ্টঃ পাণ্ডুপুত্রেণ প্রীয়মাণো মহামনাঃ।
উবাচ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা হর্ষয়ন্নিব পাণ্ডবান্ ॥৪
সঞ্চরন্নস্মি কৌন্তেয় সর্বাল্লোঁকান্ যদৃচ্ছয়া।
গতঃ শক্রস্য ভবনং তত্রাপশ্যং সুরেশ্বরম্ ॥৫
তব চ ভ্রাতরং বীরমপশ্যং সব্যসাচিনম্।
শক্রস্যার্ধাসনগতং তত্র মে বিস্ময়ো মহান্ ॥৬
আসীৎ পুরুষশার্দূল দৃষ্ট্বা পার্থং তথাগতম্।
আহ মাং তত্র দেবেশো গচ্ছ পাণ্ডুসুতান্ প্রতি ॥৭

সোঽহমভ্যাগতঃ ক্ষিপ্রং দিদৃক্ষুস্ত্বাং সহানুজম্।
বচনাৎ পুরুহূতস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ ॥৮
আখ্যাস্যে তে প্রিয়ং তাত মহৎ পাণ্ডবনন্দন।
ঋষিভিঃ সহিতো রাজন্ কৃষ্ণয়া চৈব তচ্ছৃণু ॥৯
যৎ ত্বয়োক্তো মহাবাহুরস্ত্রার্থং ভরতর্ষভ।
তদস্ত্রমাপ্তং পার্থেন রুদ্রাদপ্রতিমং বিভো ॥১০
যৎ তদ্ ব্রহ্মশিরো নাম তপসা রুদ্রমাগমৎ।
অমৃতাদুত্থিতং রৌদ্রং তল্লব্ধং সব্যসাচিনা ॥১১
তৎ সমন্ত্রং সসংহারং সপ্রায়শ্চিত্তমঙ্গলম্।
বজ্রমস্ত্রাণি চান্যানি দণ্ডাদীনি যুধিষ্ঠির ॥১২
যমাৎ কুবেরাদ্ বরুণাদিন্দ্রাচ্চ কুরুনন্দন।
অস্ত্রাণ্যধীতবান্ পার্থো দিব্যান্যমিতবিক্রমঃ ॥১৩

কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন, তখন সেখানে সহসা মহাতেজস্বী লোমশমুনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন।১

পাণ্ডবাগ্রজ রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও ব্রাহ্মণগণের সহিত, দেবগণ যেমন দেবরাজের আগমনে দণ্ডায়মান হন, তেমনই আসন হইতে উত্থিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন।২

ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির তাঁহার যথাযোগ্য সম্যক্ অর্চ্চনা করত তাঁহাকে ভ্রমণ ও তথায় আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।৩

পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া মহামনা লোমশমুনি মধুর ভাষায় পাণ্ডবগণকে যেন হর্ষিত করিয়া বলিলেন।৪

হে কৌন্তেয়! যদৃচ্ছাক্রমে সকল লোক ঘুরিতে ঘুরিতে ইন্দ্রের অমরাবতীতে গিয়া দেবরাজের দর্শন লাভ করিলাম।৫

সেখানে তোমার অনুজ ভ্রাতা বীর সব্যসাচী-(অর্জুন)কে ইন্দ্রের অর্দ্ধাসনে উপবিষ্ট দেখিলাম এবং উহাতে বড়ই আশ্চর্য্য অনুভব করিলাম।৬

পুরুষশ্রেষ্ঠ। যখন আমি পার্থকে তথায় দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া অবস্থান করিতেছিলাম, তখন দেবরাজ আমাকে বলিলেন—“আপনি পাণ্ডুপুত্রগণের নিকটে গমন করুন”।৭

তাই আমি দেবরাজ ও মহাত্মা পার্থ উভয়ের বাক্যানুসারে অনুজগণের সহিত তোমাকে দেখিবার জন্য সত্বর এখানে আসিলাম।৮

পাণ্ডবগণের আনন্দবর্দ্ধন বৎস যুধিষ্ঠির। তোমাকে এখন অত্যন্ত প্রিয় কথা বলিব, হে রাজন্। তুমি কৃষ্ণা ও ঋষিগণের সহিত তাহা শ্রবণ কর।৯

ভরতশ্রেষ্ঠ। তুমি যে অস্ত্র-প্রাপ্তির জন্য অর্জুনকে বলিয়াছিলে, সে তাহা লাভ করিয়াছে। বিভো। প্রথমেই সে ভগবান্ শঙ্করকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট অতুলনীয় ‘পাশুপত’ অস্ত্র লাভ করিয়াছে।১০

যে ‘ব্রহ্মশির’ নামক পাশুপত অস্ত্র অমৃত হইতে উৎপন্ন হইয়া তপঃপ্রভাবে শঙ্করের নিকট গিয়াছিল, সেই অস্ত্র সব্যসাচী মহাদেবের নিকট হইতে লাভ করিয়াছে।১১

যুধিষ্ঠির। সে রুদ্র দেবতার নিকটই মন্ত্র, সংহার

বিশ্বাবসোস্তু তনয়াদ্ গীতং নৃত্যঞ্চ সাম চ।
বাদিত্রঞ্চ যথান্যায়ং প্রত্যবিন্দদ্ যথাবিধি ॥১৪
এবং কৃতাস্ত্রঃ কৌন্তেয়ো গান্ধর্ব্বং বেদমাপ্তবান্।
সুখং বসতি বীভৎসুরনুজস্যানুজস্তব ॥১৫
যদর্থং মাং সুরশ্রেষ্ঠ ইদং বচনমব্রবীৎ।
তচ্চ তে কথয়িষ্যামি যুধিষ্ঠির নিবোধ মে ॥১৬
ভবান্ মনুষ্যলোকেঽপি গমিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
ব্রূয়াদ্ যুধিষ্ঠিরং তত্র বচনান্মে দ্বিজোত্তম ॥১৭
আগমিষ্যতি তে ভ্রাতা কৃতাস্ত্রঃ ক্ষিপ্রমর্জুনঃ।
সুরকার্য্যং মহৎ কৃত্বা যদশক্যং দিবৌকসাম্ ॥১৮
তপসাপি ত্বমাত্মানং যোজয় ভ্রাতৃভিঃ সহ।
তপসো হি পরং নাস্তি তপসা বিন্দতে মহৎ ॥১৯

অহঞ্চ কর্ণং জানামি যথাবদ্ ভরতর্ষভ।
সত্যসন্ধং মহোৎসাহং মহাবীর্য্যং মহাবলম্ ॥২০
মহাহবেষ্বপ্রতিমং মহাযুদ্ধবিশারদম্।
মহাধনুর্দ্ধরং বীরং মহাস্ত্রং বরবর্ণিনম্ ॥২১
মহেশ্বরসুতপ্রখ্যমাদিত্যতনয়ং প্রভুম্।
তথার্জুনমতিস্কন্দং সহজোল্বণপৌরুষম্ ॥২২
ন স পার্থস্য সংগ্রামে কলামর্হন্তি যোড়শীম্।
যচ্চাপি তে ভয়ং কর্ণান্মনসিস্থমরিন্দম ॥২৩
তচ্চাপ্যপহরিষ্যামি সব্যসাচিন্যুপাগতে।
যচ্চ তে মানসং বীর তীর্থযাত্রামিমাং প্রতি।
স মহর্ষির্লোমশস্তে কথয়িষ্যত্যসংশয়ম্ ॥২৪

প্রায়শ্চিত্ত ও মঙ্গলের সহিত সেই বজ্রের ন্যায় দুর্ভেদ্য অস্ত্র লাভ করিয়াছে; সঙ্গে দণ্ড আদি অন্যান্য অস্ত্রও সে লাভ করিয়াছে।১২

কুরুনন্দন! যম, বরুণ, কুবের এবং ইন্দ্রের নিকট হইতেও অতুলনীয় বিক্রমশালী অর্জ্জুন মন্ত্রের সহিত অস্ত্রবিদ্যা অধ্যয়ন করত তাঁহাদের অস্ত্র গ্রহণ করিয়াছে।১৩

বিশ্বাবসুর পুত্র চিত্রসেনের নিকট হইতে সে যথাবিধি ন্যায়ানুসারে নৃত্য, গীত, বাদ্য ও সামগান শিক্ষা করিয়াছে।১৪

এইরূপে অস্ত্রবিদ্যা লাভ করিবার পর গান্ধর্ব্ববিদ্যা (সঙ্গীতবিদ্যা) প্রাপ্ত হইয়া তোমার এই অনুজ ভ্রাতা ভীমেরও অনুজ কুন্তীপুত্র অর্জুন সুখে ইন্দ্রলোকে বাস করিতেছে।১৫

হে যুধিষ্ঠির! দেবরাজ ইন্দ্র তোমাকে বলিবার জন্য যাহা আমাকে বলিয়াছেন, আমি তাহাও বলিতেছি, শ্রবণ কর।১৬

তিনি আমাকে বলিলেন,—আপনি বিচরণ করিতে করিতে মর্ত্ত্যভূমিতেও যাইবেন—ইহাতে সংশয় নাই। সেজন্য হে দ্বিজোত্তম! আপনি আমার অনুরোধে যুধিষ্ঠিরকে বলিবেন, তাহার ভ্রাতা অর্জ্জুন কৃতাস্ত্র হইয়া শীঘ্রই আসিবে। যাহা দেবতাগণেরও অসাধ্য, এমন দেবকার্য্য সম্পাদন করত সে ফিরিয়া আসিবে। তুমি ভ্রাতৃগণের সহিত তপস্যায় আত্মনিয়োগ কর; কারণ, তপস্যার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কিছু নাই, তপস্যার দ্বারা মহদ্বস্তুও লাভ করা যায়।১৭-১৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি কর্ণকেও ভালভাবে জানি। সে সত্যপ্রতিজ্ঞ, মহোৎসাহী, মহাবীর্য্যবান্ এবং মহাবলশালী। সে মহা যুদ্ধবিশারদ, সংগ্রামে অতুলনীয়, মহাধনুর্দ্ধর, পরম সুন্দর, বীর এবং মহাস্ত্রবিদ্; সূর্য্যনন্দন কর্ণ মহেশ্বরপুত্র কার্ত্তিকেয়-তুল্য শক্তিশালী। আমি অর্জ্জুনকেও তেমনই জানি। সে স্বাভাবিক তেজ ও পৌরুষযুক্ত হওয়ায় কার্ত্তিকেয়কেও অতিক্রম করিতে সমর্থ। সুতরাং কর্ণ অর্জ্জুনের যোড়শাংশের এক অংশেরও যোগ্য নয়। অরিন্দম কর্ণপ্রযুক্ত তোমার মনে যে ভয় আছে, সব্যসাচী এখানে আসিলে আমি সে ভয়ও বিদূরিত করিব। এখন তোমার মনে যে ইচ্ছা হইয়াছে, তুমি সেই তীর্থযাত্রাই কর।

যচ্চ কিচিৎ তপোযুক্তং ফলং তীর্থেষু ভারত ।
ব্রহ্মর্ষিরেষ ব্রূয়াৎ তে তচ্ছ্রদ্ধেয়ং ন চান্যথা ।২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-
সংবাদে একনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৯১

সে বিষয়ে এই মহর্ষি লোমশ তোমাকে নিঃসন্দেহে সব কিছুই উপদেশ করিবে ।২০-২৪

কোন তীর্থে কিরূপ তপস্যায় কিরূপ ফল হয়, তাহা এই ব্রহ্মর্ষি তোমাকে বলিবেন। ইান যাহা বলিবেন, তাহাতে শ্রদ্ধা করিবে, ইহার অন্যথা করিও না ।২৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে
লোমশসংবাদবিষয়ে একনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।৯১

দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

[মহর্ষিলোমশস্য মুখত ইন্দ্রার্জুনয়োঃ সন্দেশং শ্রুত্বা যুধিষ্ঠিরস্য প্রসন্নতা, তীর্থযাত্রোদ্যোগং
কৃত্বা বহুনাং সহচরাণাং পরিত্যাগশ্চ ।]

লোমশ উবাচ ।

ধনঞ্জয়েন চাপ্যুক্তং যৎ তচ্ছৃণু যুধিষ্ঠির ।
যুধিষ্ঠিরং ভ্রাতরং মে যোজয়েধর্ম্যয়া শ্রিয়া ॥১

ত্বং হি ধর্মান্ পরান্ বেত্থ তপাংসি চ তপোধন ।
শ্রীমতাং চাপি জানাসি ধর্মং রাজ্ঞাং সনাতনম্ ॥২

স ভবান্ পরমং বেদ পাবনং পুরুষং প্রতি ।
তেন সংযোজয়েথাস্ত্বং তীর্থপুণ্যেন পাণ্ডবান্ ॥৩

যথা তীর্থানি গচ্ছেত গাশ্চ দদ্যাৎ স পার্থিবঃ ।
তথা সর্বাত্মনা কার্য্যমিতি মামর্জুনোঽব্রবীৎ ॥৪

ভবতা চানুগুপ্তোঽসৌ চরেৎ তীর্থানি সর্বশঃ ।
রক্ষোভ্যো রক্ষিতব্যশ্চ দুর্গেষু বিষমেষু চ ॥৫

দধীচ ইব দেবেন্দ্রং যথা চাপ্যঙ্গিরা রবিম্ ।
তথা রক্ষস্ব কৌন্তেয়ান্ রাক্ষসেভ্যো দ্বিজোত্তম ॥৬

দ্বিনবতিতম অধ্যায় ।

[মহর্ষি লোমশের মুখে ইন্দ্র-অর্জ্জুনের সংবাদ শুনিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রসন্নতা এবং তীর্থযাত্রার উদ্যোগ করত বহু সঙ্গীকে পরিত্যাগ ।]

লোমশমুনি বলিলেন,—হে যুধিষ্ঠির ! ধনঞ্জয় যাহা আমাকে বলিয়াছে, তুমি তাহাও শ্রবণ কর। সে বলিল,—হে তপোধন। আপনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম্মানুকূল রাজলক্ষ্মীর দ্বারা যুক্ত করিবেন। শ্রীমান্ রাজগণের যে কি সনাতন ধর্ম্ম, তাহা আপনিই ভাল করিয়া জানেন ।১-২

পুরুষকে পাবত্র করিবার উত্তম সাধনও আপনার জানা আছে। আপনি পাণ্ডবগণকে সেই সাধন এবং তীর্থযাত্রাজনিত পুণ্যের সহিত যুক্ত করিতে চেষ্টা করিবেন ।৩

যাহাতে তিনি তীর্থসমূহ পর্য্যটন করেন এবং সেই উপলক্ষে গোদানাদিও করেন, আপনি সর্ব্বতোভাবে তাহা করিতে চেষ্টা করিবেন—এই কথাগুলি অর্জ্জুন আমাকে বলিতে বলিয়াছে ।৪

সে আরও বলিয়াছে,—আপনার দ্বারা রক্ষিত হইয়াই তিনি যেন তীর্থ পর্য্যটন করেন এবং আপনিও তাঁহাকে দুর্গম ও বিষম স্থানসমূহে বিপদে

যাতুধানা হি বহবো রাক্ষসাঃ পর্বতোপমাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তং কৌন্তেয়ং ন বিবর্তেয়ুরন্তিকম্ ॥৭

সোহহমিন্দ্রস্য বচনাম্ন যোগাদর্জুনস্য চ।
রক্ষমাণো ভয়েভ্যস্ত্বাং চরিষ্যামি ত্বয়া সহ ॥৮

দ্বিতীর্থানি ময়া পূর্বং দৃষ্টানি কুরুনন্দন।
ইদং তৃতীয়ং দ্রক্ষ্যামি তান্যেব ভবতা সহ ॥৯

ইয়ং রাজর্ষিভির্যাতা পুণ্যকৃদ্ভির্যুধিষ্ঠির।
মন্বাদিভির্মহারাজ তীর্থযাত্রা ভয়াপহা ॥১০

নানৃজুর্নাকৃতাত্মা চ নাবিদ্যো ন চ পাপকৃৎ।
স্নাতি তীর্থেষু কৌরব্য ন চ বক্রমতির্নরঃ ॥১১

ত্বং তু ধর্মমতির্নিত্যং ধর্মজ্ঞঃ সত্যসঙ্গরঃ।
বিমুক্তঃ সর্বসঙ্গেভ্যো ভূয় এব ভবিষ্যসি ॥১২

যথা ভগীরথো রাজা রাজানশ্চ গয়াদয়ঃ।
যথা যযাতিঃ কৌন্তেয় তথা ত্বমপি পাণ্ডব ॥১৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ন হর্ষাৎ সম্প্রপশ্যামি বাক্যস্যাস্যোত্তরং কচিৎ।
স্মরেদ্ধি দেবরাজো যং কো নামাভ্যধিকস্ততঃ ॥১৪

ভবতা সঙ্গমো যস্য ভ্রাতা চৈব ধনঞ্জয়ঃ।
বাসবঃ স্মরতে যস্য কো নামাভ্যধিকস্ততঃ ॥১৫

যচ্চ মাং ভগবানাহ তীর্থানাং দর্শনং প্রতি।
ধৌম্যস্য বচনাদেষা বুদ্ধিঃ পূর্বং কৃতৈব মে ॥১৬

আপদে রাক্ষসগণ হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবেন।৫

দ্বিজশ্রেষ্ঠ। যেরূপ দধীচিমুনি দেবরাজ ইন্দ্রকে এবং মহর্ষি অঙ্গিরা সূর্য্যকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেইরূপ আপনিও রাক্ষসদের নিকট হইতে কুন্তীকুমারগণকে রক্ষা করিবেন।৬

পর্ব্বততুল্য আকৃতিবিশিষ্ট বহু রাক্ষস এবং পিশাচ তীর্থসমূহে বাস করে, আপনি রক্ষক থাকিলে তাহারা কুন্তীপুত্রগণের নিকট যাইতে পারিবে না।৭

রাজন্। আমি ইন্দ্রের বচনানুসারে ও অর্জ্জুনের অনুরোধে তোমাদিগকে সকল ভয়স্থান হইতে রক্ষা করত তোমার সহিত তীর্থ পর্য্যটন করিব।৮

কুরুনন্দন। আমি ইতঃপূর্ব্বে দুইবার তীর্থসমূহ পর্য্যটন করিয়াছি, এই তৃতীয়বার তোমাকে সঙ্গে করিয়া উহাদের আবার দর্শন করিব।৯

হে মহারাজ যুধিষ্ঠির। পুণ্যবান্ মন্বাদি রাজর্ষিগণ সকলেই তীর্থযাত্রা করিয়াছেন; এই তীর্থযাত্রা সর্ব্ববিধ ভয় হইতে ত্রাণ করে।১০

কুরুনন্দন। অসরল অর্থাৎ শঠ, অজিতেন্দ্রিয়, মূর্খ, পাপানুষ্ঠানকারী এবং কুটিল মনুষ্যগণ তীর্থে স্নান করিতে সক্ষম হয় না।১১

তুমি স্বভাবতঃই ধার্ম্মিক, সত্যনিষ্ঠ এবং সমস্ত কুসংসর্গ হইতে মুক্ত, সুতরাং তুমি তীর্থযাত্রা করিলে অধিক পুণ্য লাভ করিবে।১২

কুন্তীনন্দন। ভগীরথ, যযাতি ও গয় প্রভৃতি রাজগণ যেমন ধার্ম্মিক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, হে পাণ্ডব। তুমিও তদ্রূপ।১৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—আপনার কথা শুনিয়া আমি আনন্দে এত অভিভূত হইতেছি যে, আপনার বাক্যের উত্তর দিবার সামর্থ হইতেছে না। দেবরাজ যাহাকে স্মরণ করেন, তাহার চেয়ে অধিক ভাগ্যবান্ কে আছে?১৪

যে আপনার ন্যায় মহাপুরুষের সঙ্গলাভ করিয়াছে, ধনঞ্জয় যাহার ভ্রাতা এবং দেবরাজ যাহাকে স্মরণ করেন, তাহার ন্যায় ভাগ্যবান্ কে আছে?১৫

ভগবৎতুল্য আপনি যে আমাকে তীর্থদর্শন করিতে উপদেশ দিতেছেন, উহা আমি মহামুনি

তদ্ যদা মন্যসে ব্রহ্মন্ গমনং তীর্থদর্শনে।
তদৈব গন্তাস্মি তীর্থান্যেষ মে নিশ্চয়ঃ পরঃ ॥১৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

গমনে কৃতবুদ্ধিং তু পাণ্ডবং লোমশোঽব্রবীৎ।
লঘুর্ভব মহারাজ লঘুঃ স্বৈরং গমিষ্যসি ॥১৮

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ভিক্ষাভুজো নিবর্তন্তাং ব্রাহ্মণা যতয়শ্চ যে।
ক্ষুত্তৃড়ধ্বশ্রমায়াসশীতার্তিমসহিষ্ণবঃ ॥১৯

তে সর্বে বিনিবর্তন্তাং যে চ মিষ্টভুজো দ্বিজাঃ।
পক্কান্নলেহ্যপানানাং মাংসানাঞ্চ বিকল্পকাঃ ॥২০

তেঽপি সর্বে নিবর্তন্তাং যে চ সূদানুযায়িনঃ।
ময়া যথোচিতাজ্জীব্যৈঃ সংবিভক্তাশ্চ বৃত্তিভিঃ ॥২১

যে চাপ্যনুরতাঃ পৌরা রাজভক্তিপুরঃসরাঃ।
ধৃতরাষ্ট্রং মহারাজমভিগচ্ছন্তু তে চ বৈ ॥২২

স দাস্যতি যথাকালমুচিতা যস্য যা ভৃতিঃ।
স চেদ্ যথোচিতাং বৃত্তিং ন দদ্যান্মনুজেশ্বরঃ ॥২৩

অস্মৎপ্রিয়হিতার্থায় পাঞ্চাল্যো বঃ প্রদাস্যতি ॥২৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো ভূয়িষ্ঠশঃ পৌরা গুরুভারপ্রপীড়িতাঃ।
বিপ্রাশ্চ যতয়ো মুখ্যা জগ্মুর্নাগপুরং প্রতি ॥২৫

তান্ সর্বান্ ধর্মরাজস্য প্রেম্না রাজাম্বিকাসুতঃ।
প্রতিজগ্রাহ বিধিবদ্ ধনৈশ্চ সমতর্পয়ৎ ॥২৬

ধৌম্যের সহিত পরামর্শ করিয়া পূর্ব্বেই নিশ্চয় করিয়াছি।১৬

ব্রহ্মন্। যে সময়কে তীর্থদর্শনের পক্ষে আপনি উপযুক্ত মনে করেন. আমি সেই সময়েই তীর্থদর্শনে বহির্গত হইব—ইহাই আমার একান্ত নিশ্চয়।১৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়। পূর্ব্ব হইতে তীর্থদর্শনে কৃতবুদ্ধি যুধিষ্ঠিরকে লোমশমুনি বলিলেন, তুমি সহচর লোকজনকে কমাইয়া লঘু হও অর্থাৎ অল্পপরিজন সঙ্গে লও; মহারাজ! তাহা হইলে ইচ্ছামত ভ্রমণ করিতে পারিবে।১৮

তখন যুধিষ্ঠির বলিলেন,—যাঁহারা সন্ন্যাসী এবং ভিক্ষোপজীবী ব্রাহ্মণ এবং যাঁহারা ক্ষুধা, তৃষ্ণা, পথশ্রম, কষ্ট স্বীকার ও শীত সহ্য করিতে সক্ষম নন, তাঁহারা তীর্থদর্শন হইতে নিবৃত্ত হউন।১৯

যে সকল ব্রাহ্মণ সুস্বাদু বস্তুভোজী, তাঁহারা নিবৃত্ত হউন। যাঁহারা পক্কান্ন, লেহ্য, পেয় এবং মাংস প্রভৃতি ভোজনে প্রিয়, তাঁহারাও নিবৃত্ত হউন।২০

যাঁহারা পাচকের অধীন, তাঁহারাও নিবৃত্ত হউন, আমি সকলের পৃথক্ পৃথক্ জীবিকার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছি; ইহারা সকলেই নিবৃত্ত হউন।২১

যাহারা রাজভক্ত ও আমার অনুগত পুরবাসী, তাহারা মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট চলিয়া যাউক, তিনিই তাহাদের বৃত্তির ব্যবস্থা করিবেন। যদি রাজা ধৃতরাষ্ট্র না করেন, তবে আমাদের প্রিয় ও হিতকারী পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ তাহা অবশ্যই করিবেন।২২-২৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন—তখন বহু পুরবাসী, শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসী মানসিক দুঃখে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া হস্তিনাপুরের দিকে চলিলেন।২৫

রাজা যুধিষ্ঠিরের প্রতি স্নেহবশতঃ অম্বিকাপুত্র রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন এবং বিধিমত ধনের দ্বারা সন্তুষ্ট করিলেন।২৬

ততঃ কুন্তীসুতো রাজা লঘুভির্ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
লোমশেন চ সুপ্রীতস্ত্রিরাত্রং কাম্যকেঽবসৎ ॥২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্য বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশতীর্থযাত্রায়াং দ্বিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৯২

তারপর কুন্তীপুত্র অত্যন্ত প্রীত যুধিষ্ঠির অল্প সংখ্যক ব্রাহ্মণ ও লোমশমুনির সহিত কাম্যক বনে আরও তিন রাত্রি বাস করিলেন।২৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রাবিষয়ে দ্বিনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৯২

ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ঋষীন্ প্রণম্য তীর্থযাত্রায়ৈ পাণ্ডবানাং গমনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততঃ প্রয়ান্তং কৌন্তেয়ং ব্রাহ্মণা বনবাসিনঃ।
অভিগম্য তদা রাজন্নিদং বচনমব্রুবন্ ॥১
রাজংস্তীর্থানি গন্তাসি পুণ্যানি ভ্রাতৃভিঃ সহ।
ঋষিণা চৈব সহিতো লোমশেন মহাত্মনা ॥২

অস্মানপি মহারাজ নেতুমর্হসি পাণ্ডবঃ।
অস্মাভিহি ন শক্যানি ত্বদৃতে তানি কৌরব ॥৩

শ্বাপদৈরুপসৃষ্টানি দুর্গাণি বিষমাণি চ।
অগম্যানি নরৈরল্পৈস্তীর্থানি মনুজেশ্বর ॥৪

ভবতো ভ্রাতরঃ শূরা ধনুর্দ্ধরবরাঃ সদা।
ভবদ্ভিঃ পালিতাঃ শূরৈর্গচ্ছামো বয়মপ্যুত ॥৫

ভবৎপ্রসাদাদ্ধি বয়ং প্রাপ্নুয়াম সুখং ফলম্।
তীর্থানাং পৃথিবীপাল বনানাঞ্চ বিশাম্পতে ॥৬

ত্রিনবতিতম অধ্যায়

[ঋষিগণকে প্রণাম করিয়া তীর্থযাত্রার জন্য পাণ্ডবগণের গমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে রাজন্! তীর্থদর্শনে গমনোদ্যত কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরের নিকট আগমন করত বনবাসী ব্রাহ্মণগণ এইরূপ বলিলেন।১

হে রাজন্! আপনি ভ্রাতৃগণকে সঙ্গে লইয়া পুণ্যতীর্থসমূহ দর্শন করিতে মহাত্মা লোমশ মুনির সহিত নির্গত হইতেছেন।২

মহারাজ! আমাদিগকেও আপনি সঙ্গে লউন। কুরুনন্দন পাণ্ডব! আমরা আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া এখন থাকিতে পারিব না।৩

হে মনুজেশ্বর! হিংস্রজন্তুতে পরিপূর্ণ, দুর্গম, উচ্চাবচ বিষম তীর্থসমূহ খুব অল্প লোকেই দর্শন করিতে পারে।৪

আপনার ভাইগণ সকলেই বীর ও সদা ধনুর্দ্ধর, মহাবীর্য্যশালী আপনাদের দ্বারা রক্ষিত হইয়া আমরাও তীর্থদর্শনে যাইব।৫

হে পৃথিবীপাল! আপনার কৃপায় আমরাও তীর্থের ও বনসমূহের ফল আনন্দ অনুভব করিতে পারিব।৬

তব বীর্য্যপরিত্রাতাঃ শুদ্ধাস্তীর্থপরিপ্লুতাঃ ।
ভবেম ধূতপাপ্মানস্তীর্থসন্দর্শনান্নৃপ ॥৭
ভবানপি নরেন্দ্রস্য কার্তবীর্য্যস্য ভারত ।
অষ্টকস্য চ রাজর্ষের্লোমপাদস্য চৈব হ ॥৮
ভরতস্য চ বীরস্য সার্বভৌমস্য পার্থিব ।
ধ্রুবং প্রাপ্স্যসি দুষ্প্রাপাল্লোঁকাংস্তীর্থপরিপ্লুতঃ ॥৯
প্রভাসাদীনি তীর্থানি মহেন্দ্রাদীংশ্চ পর্বতান্ ।
গঙ্গাদ্যাঃ সরিতশ্চৈব প্লক্ষাদীংশ্চ বনস্পতীন্ ॥১০
ত্বয়া সহ মহীপাল দ্রষ্টুমিচ্ছামহে বয়ম্ ।
যদি তে ব্রাহ্মণেষ্বস্তি কাচিৎ প্রীতির্জনাধিপ ॥১১
কুরু ক্ষিপ্রং বচোঽস্মাকং ততঃ শ্রেয়োঽভিপৎস্যসে ।
তীর্থানি হি মহাবাহো তপোবিঘ্নকরৈঃ সদা ॥১২
অনুকীর্ণানি রক্ষোভিস্তেভ্যো নস্ত্রাতুমর্হসি ।
তীর্থান্যুক্তানি ধৌম্যেন নারদেন চ ধীমতা ॥১৩

যান্যুবাচ চ দেবর্ষির্লোমশঃ সুমহাতপাঃ ।
বিধিবৎ তানি সর্বাণি পর্য্যটস্ব নরাধিপ ॥১৪
ধূতপাপ্মা সহাস্মাভির্লোমশেনাভিপালিতঃ ।
স রাজা পূজ্যমানস্তৈর্হর্ষাদশ্রুপরিপ্লুতঃ ॥১৫
ভীমসেনাদিভির্বীরৈর্ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ ।
বাঢ়মিত্যব্রবীৎ সর্বাংস্তানৃষীন্ পাণ্ডবর্ষভঃ ॥১৬
লোমশং সমনুজ্ঞাপ্য ধৌম্যং চৈব পুরোহিতম্ ।
ততঃ স পাণ্ডবশ্রেষ্ঠো ভ্রাতৃভিঃ সহিতো বশী ॥১৭
দ্রৌপদ্যা চানবদ্যাঙ্গ্যা গমনায় মনো দধে ।
অথ ব্যাসো মহাভাগস্তথা পর্বত-নারদৌ ॥১৮
কাম্যকে পাণ্ডবং দ্রষ্টুং সমাজগ্মুর্মনীষিণঃ ।
তেষাং যুধিষ্ঠিরো রাজা পূজাং চক্রে যথাবিধি ।
সৎকৃতাস্তে মহাভাগা যুধিষ্ঠিরমথাব্রুবন্ ॥১৯

নৃপ! আপনার বলবীর্য্যের দ্বারা রক্ষিত হইয়া আমরাও তীর্থদর্শনে ও স্নানে সর্ব্বপাপশূন্য পরম পবিত্র হইতে পারিব ।৭

হে রাজন্ ভারত! আপনিও রাজা কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, রাজর্ষি অষ্টক, লোমপাদ এবং সার্ব্বভৌম সম্রাট্ ভরতের ন্যায় তীর্থসমূহে স্নান করিয়া দুষ্প্রাপ্য অভীষ্ট পুণ্য লোকসকল নিশ্চয়ই লাভ করিবেন—ইহাতে সন্দেহ নাই ।৮-৯

মহীপাল! প্রভাসাদি তীর্থ, মহেন্দ্রাদি পর্ব্বত, গঙ্গা প্রভৃতি নদী, প্লক্ষ প্রভৃতি বনস্পতিসমূহের দর্শন করিতে আমাদের বড়ই ইচ্ছা হইতেছে। হে রাজন্! যদি ব্রাহ্মণগণের প্রতি আপনার কিঞ্চিৎ প্রীতিও থাকে, তাহা হইলে আপনি আমাদের বাক্য সত্বর গ্রহণ করুন, ইহাতে আপনার মঙ্গল হইবে। তীর্থসমূহ প্রায়শই তপোবিঘ্নকারী রাক্ষসগণের দ্বারা পরিপূর্ণ ; আপনি আমাদিগকে তাহা হইতে রক্ষা করুন। রাজন্! যে সকল তীর্থের কথা ধৌম্য, দেবর্ষি নারদ ও মহাতপস্বী লোমশ মুনি বলিয়াছেন, আপনি বিধিবৎ সেই সকল তীর্থই মহর্ষি লোমশের দ্বারা রক্ষিত হইয়া আমাদের সহিত পর্য্যটন করুন। তাহা হইলে সর্ব্বপাপনির্মুক্ত হইবেন।

তখন ভীমসেনাদি ভ্রাতৃগণের সহিত রাজা যুধিষ্ঠির ঋষিগণ কর্ত্তৃক সম্মানিত হইলেন এবং তাঁহাদের কথায় আনন্দিত হইয়া অশ্রু পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি লোমশমুনি ও পুরোহিত ধৌম্যমুনির অনুমতি লইয়া তাঁহাদের বাক্য গ্রহণ করিলেন। তারপর পাণ্ডবগণশ্রেষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় যুধিষ্ঠির অনবদ্যাঙ্গী দ্রৌপদীর সহিত ভ্রাতৃগণও তীর্থদর্শনে বহির্গত হইতে মনঃস্থির করিলেন।

ইত্যবসরে মহাভাগ ব্যাস, নারদ ও পর্ব্বতমুনি প্রভৃতি মনীষিগণ কাম্যকবনে যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করিতে আসিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহাদের যথোচিত সৎকার করিলে মহাভাগ মহর্ষিগণ

PRESENTE

ঋষয়ঃ উচুঃ

যুধিষ্ঠির যমৌ ভীম মনসা কুরুতার্জবম্ ।
মনসা কৃতশৌচা বৈ শুদ্ধাস্তীর্থানি যাস্যথ ॥২০
শরীরনিয়মং প্রাহুর্ব্রাহ্মণা মানুষং ব্রতম্ ।
মনোবিশুদ্ধাং বুদ্ধিঞ্চ দৈবমাহুর্ব্রতং দ্বিজাঃ ॥২১
মনো হ্যদুষ্টং শৌচায় পর্য্যাপ্তং বৈ নরাধিপ ।
মৈত্রীং বুদ্ধিং সমাস্থায় শুদ্ধাস্তীর্থানি দ্রক্ষ্যথ ॥২২
তে যূয়ং মানসৈঃ শুদ্ধাঃ শরীরনিয়মব্রতৈঃ ।
দৈবং ব্রতং সমাস্থায় যথোক্তং ফলমাপ্স্যথ ॥২৩
তে তথেতি প্রতিজ্ঞায় কৃষ্ণয়া সহ পাণ্ডবাঃ ।
কৃতস্বস্ত্যয়নাঃ সর্বে মুনিভির্দিব্য-মানুষৈঃ ॥২৪
লোমশস্যোপসংগৃহ্য পাদৌ দ্বৈপায়নস্য চ ।
নারদস্য চ রাজেন্দ্র দেবর্ষেঃ পর্বতস্য চ ॥২৫
ধৌম্যেন সহিতা বীরাস্তথা তৈর্বনবাসিভিঃ ।
মার্গশীর্ষ্যামতীতায়াং পুষ্যেণ প্রযযুস্ততঃ ॥২৬
কঠিনানি সমাদায় চীরাজিনজটাধরাঃ ।
অভেদ্যৈঃ কবচৈর্যুক্তাস্তীর্থান্যন্বচরংস্তদা ॥২৭
ইন্দ্রসেনাদিভির্ভৃত্যৈ রথৈঃ পরিচতুর্দশৈঃ ।
মহানসব্যাপৃতৈশ্চ তথান্যৈঃ পরিচারকৈঃ ॥২৮
সায়ুধা বদ্ধনিস্ত্রিংশাস্তূণবন্তঃ সমার্গণাঃ ।
প্রাঙ্মুখাঃ প্রযযুর্বীরাঃ পাণ্ডবা জনমেজয় ॥২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রাপর্ব্বণি
লোমশতীর্থযাত্রায়াং ত্রিনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৯৩

তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ।১০-১৯

ঋষিগণ বলিলেন,—হে যুধিষ্ঠির ! ভীম ! নকুল ! সহদেব ! তোমরা তীর্থের প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়া মনকে সরল কর। মনকে পবিত্র করিয়া তীর্থদর্শন করিবার জন্য তোমরা গমন কর ।২০

মনীষিগণ শরীরের বিশুদ্ধিকে মানুষব্রত ও মনো-বিশুদ্ধিকে দৈবব্রত বলিয়াছেন ।২১

রাজন্ ! মন অদুষ্ট থাকিলে তীর্থদর্শনে পর্য্যাপ্ত ফললাভ হয়। তোমরা সর্ব্বপ্রাণীতে মৈত্রীভাবাপন্ন হইয়া মন বিশুদ্ধ করত তীর্থসমূহ দর্শন করিবে ।২২

তোমরা এইরূপ বিশুদ্ধমনে শারীরিক নিয়ম ব্রতাদি পালন করিতে করিতে তীর্থ দর্শন করিলে তীর্থের যথার্থ ফল প্রাপ্ত হইবে ।২৩

কৃষ্ণার সহিত পাণ্ডবগণ 'তাহাই হউক' বলিয়া তাঁহাদের কথা গ্রহণ করিয়া দিব্য ও মানুষ উভয়প্রকার ব্রতের দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইলেন ।২৪

মহর্ষি লোমশ, ব্যাস, পর্ব্বত ও ধৌম্যমুনির পাদস্পর্শপূর্ব্বক প্রণাম করত ভ্রাতৃগণ ও বনবাসী ব্রাহ্মণগণের সহিত রাজা যুধিষ্ঠির অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা তিথির পর পুষ্যানক্ষত্রে তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইলেন ।২৫-২৬

তাঁহারা সূর্য্যদত্তস্থালী ও অন্যান্য স্থালীপ্রভৃতি লইয়া বস্ত্র, মৃগচর্ম্ম ও জটাপ্রভৃতি ধারণ করত অভেদ্য কবচ পরিধান করিয়া তীর্থভ্রমণ করিতে লাগিলেন ।১৭

ইন্দ্রসেন প্রভৃতি চৌদ্দজন ভৃত্য রথ লইয়া পাককার্য্যে ব্যাপৃত পাচক ও পরিচারকগণের সহিত তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন ।২৮

হে জনমেজয় ! অস্ত্রসমূহ গ্রহণ করত কবচসমূহ পরিধান করিয়া ধনু ও তূণ প্রভৃতি লইয়া বীর পাণ্ডবগণ পূর্ব্বাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন ।২৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে
লোমশতীর্থযাত্রাবিষয়ে ত্রিনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।৯৩

[নানারূপোদহরণং প্রদায় ধর্মতো হানিকথনম্, পুণ্যস্য মহিমবর্ণনম্, যুধিষ্ঠিরায়াশ্বাসাদানঞ্চ।]

চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ন বৈ নিগুর্ণমাত্মানং মন্যে দেবর্ষিসত্তম।
তথাস্মি দুঃখসন্তপ্তো যথা নান্যো মহীপতিঃ ॥১
পরাংশ্চ নিগুর্ণান্ মন্যে ন চ ধর্মগতানপি।
তে চ লোমশ লোকেঽস্মিন্নৃধ্যন্তে কেন হেতুনা ॥২

লোমশ উবাচ।

নাত্র দুঃখং ত্বয়া রাজন্ কার্য্যং পার্থ কথঞ্চন।
যদধর্মেণ বর্ধেয়ুরধর্মরুচয়ো জনাঃ ॥৩
বর্ধত্যধর্মেণ নরস্ততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি ॥৪
ময়া হি দৃষ্টা দৈতেয়া দানবাশ্চ মহীপতে।
বর্ধমানা হ্যধর্মেণ ক্ষয়ং চোপগতাঃ পুনঃ ॥৫
পুরা দেবযুগে চৈব দৃষ্টং সর্বং ময়া বিভো।
অরোচয়ন্ পুরা ধর্মং ধর্মং তত্যজিরেঽসুরাঃ ॥৬

তীর্থানি দেবা বিবিশুর্নাবিশন্ ভারতাসুরাঃ।
তানধর্মকৃতো দর্পঃ পূর্বমেব সমাবিশৎ ॥৭
দর্পান্মানঃ সমভবন্মানাৎ ক্রোধো ব্যজায়ত।
ক্রোধাদহ্রীস্ততোঽলজ্জা বৃত্তং তেষাং ততোঽনশৎ ॥৮
তানলজ্জান্ গতহ্রীকান্ হীনবৃত্তান্ বৃথাব্রতান্।
ক্ষমা লক্ষ্মীঃ স্বধর্মশ্চ নচিরাৎ প্রজহুস্ততঃ ॥৯
লক্ষ্মীস্তু দেবানগমদলক্ষ্মীরসুরান্ নৃপ।
তানলক্ষ্মীসমাবিষ্টান্ দর্পোপহতচেতসঃ ॥১০

চতুর্নবতিতম অধ্যায়।

[নানারূপ উদাহরণ দিয়া অধর্ম্ম হইতে হানি কথন
এবং পুণ্যের মহিমা বর্ণন ও যুধিষ্ঠিরকে
আশ্বাস প্রদান।]

যুধিষ্ঠির লোমশমুনিকে বলিলেন—হে দেবর্ষি-সত্তম। আমি নিজেকে সাত্ত্বিকগুণশূন্য মনে করি না। তথাপি কেন এত কষ্ট পাইতেছি? আমার মত দুঃখী বোধহয় আর কোন রাজা নাই।১

লোমশ। আমার শত্রুগণ সাত্ত্বিকশূন্য, কেননা ধর্ম্মবুদ্ধিহীন, তথাপি এই সংসারে তাহারা কিভাবে সমৃদ্ধি ও সুখ লাভ করিতেছে?২

লোমশ বলিলেন—হে রাজন্। তুমি ইহাতে দুঃখ করিও না। অধর্ম্ম-রুচিসম্পন্ন মনুষ্যগণ প্রথমতঃ অধর্ম্মের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।৩

অধর্ম্মের দ্বারা প্রথমে অধার্ম্মিক ব্যক্তি বর্দ্ধিত হয়, কিছুদিন ইষ্ট বস্তুও লাভ করে এবং নিজ শত্রুগণকে কপটতার দ্বারা জয়ও করে, কিন্তু পরে সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়।৪

ভূপতে। আমি এমন বহু দৈত্য ও দানব দেখিয়াছি, যাহারা অধর্ম্মের দ্বারা প্রথম বৃদ্ধি পাইয়া পরে পুনরায় সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে।৫

বিভো। পুরাকালে দেবযুগে আমি দেখিয়াছি, দেবতাগণ ধর্ম্মে রুচিমান্ ছিলেন, কিন্তু অসুরগণ ধর্ম্মকে ত্যাগ করিয়াছে।৬

দেবতাগণ তীর্থ পর্য্যটন করিতেন, কিন্তু অসুরগণ করিত না; অধর্ম্ম-জন্য দর্প তাহাদের মধ্যে পূর্ব্ব হইতেই প্রবেশ করিয়াছিল।৭

দর্প হইতে তাহাদের মধ্যে মানের উৎপত্তি হইত, মান হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে (কুকর্ম্ম করিতে করিতে) নির্লজ্জতা উৎপন্ন হইল; তাহার পর সেই লজ্জাহীনতা তাহাদের সদাচার নষ্ট করিল।৮

নির্লজ্জ, হীনবৃত্তি ও ব্যর্থব্রত সেই অসুরগণকে অচিরেই ক্ষমা, স্বধর্ম্ম ও লক্ষ্মী পরিত্যাগ করিল।৯

রাজন্। লক্ষ্মী দেবগণের নিকট এবং অলক্ষ্মী অসুরগণের নিকট গেলেন। অলক্ষ্মীর কবলে পড়িয়া দাম্ভিক দানবগণকে

দৈত্যেয়ান্ দানবাংশ্চৈব কলিরপ্যাবিশৎ ততঃ।
তানলক্ষ্মীসমাবিষ্টান্ দানবান্ কলিনা হতান্ ॥১১
দর্পাভিভূতান্ কৌন্তেয় ক্রিয়াহীনানচেতসঃ।
মানাভিভূতানচিরাদ্ বিনাশঃ সমপদ্যত ॥১২
নির্যশস্কাস্তথা দৈত্যাঃ কৃৎস্নশো বিলয়ং গতাঃ।
দেবাস্তু সাগরাংশ্চৈব সরিতশ্চ সরাংসি চ ॥১৩
অভ্যগচ্ছন্ ধর্মশীলাঃ পুণ্যান্যায়তনানি চ।
তপোভিঃ ক্রতুভির্দানৈরাশীর্বাদৈশ্চ পাণ্ডব ॥১৪
প্রজহুঃ সর্বপাপানি শ্রেয়শ্চ প্রতিপেদিরে।
এবমাদানবন্তশ্চ নিরাদানাশ্চ সর্বশঃ ॥১৫
তীর্থান্যগচ্ছন্ বিবুধাস্তেনাপুর্ভূতিমুত্তমাম্।
(যত্র ধর্মেণ বর্তন্তে রাজানো রাজসত্তম ॥
সর্বান্ সপত্নান্ বাধন্তে রাজ্যং চৈষাং বিবর্ধতে ॥)
তথা ত্বমপি রাজেন্দ্র স্নাত্বা তীর্থেষু সানুজঃ ॥১৬
পুনর্বেৎস্যসি তাং লক্ষ্মীমেষ পন্থাঃ সনাতনঃ।
যথৈব হি নৃগো রাজা শিবিরৌশীনরো যথা ॥১৭
ভগীরথো বসুমনা গয়ঃ পূরুঃ পুরূরবাঃ।
চরমাণাস্তপো নিত্যং স্পর্শনাদম্ভসশ্চ তে ॥১৮
তীর্থাভিগমনাৎ পূতা দর্শনাচ্চ মহাত্মনাম্।
অলভন্ত যশঃ পুণ্যং ধনানি চ বিশাম্পতে ॥১৯
তথা ত্বমপি রাজেন্দ্র লব্ধাসি বিপুলাং শ্রিয়ম্।
যথা চেক্ষ্বাকুরভবৎ সপুত্রজনবান্ধবঃ ॥২০
মুচুকুন্দোঽথ মান্ধাতা মরুত্তশ্চ মহীপতিঃ।
কীর্তিং পুণ্যামবিন্দন্ত যথা দেবাস্তপোবলাৎ ॥২১
দেবর্ষয়শ্চ কাৎস্ন্যেন তথা ত্বমপি বেৎস্যসি।
ধার্তরাষ্ট্রাস্ত্বধর্মেণ মোহেন চ বশীকৃতাঃ ॥
নচিরাদ্ বৈ বিনঙ্ক্ষ্যন্তি দৈত্যা ইব ন সংশয়ঃ ॥২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্ববণি তীর্থযাত্রাপর্ব্ববণি লোমশতীর্থযাত্রায়াং চতুর্নবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৯৪

কলিও আক্রমণ করিল। অলক্ষ্মীসমাবিষ্ট কলিহত অসুরগণকে দর্প আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে ক্রিয়া ও বিবেকশূন্য করিল। কৌন্তেয়! এইভাবে অভিমানী অসুরগণের বিনাশকাল উপস্থিত হইল।১০-১২

যশশূন্য হইয়া দৈত্যগণ সর্ব্বথা বিনাশ প্রাপ্ত হইল। কিন্তু ধর্মাশ্রয়ী দেবতাগণ সাগর, নদী, সরোবর, পুণ্য দেবমন্দিরসমূহ দর্শন করিলেন এবং তপস্যা, যজ্ঞ, দান এবং মহাপুরুষগণের আশীর্ব্বাদ প্রভৃতির সহায়তায় সর্ব্বপাপ নাশ করত শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে প্রতিগ্রহশূন্য ও দানশীল দেবতাগণ তীর্থ পর্য্যটন করিয়া প্রভূত ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াছিলেন। (রাজশ্রেষ্ঠ! যে রাজগণ ধর্ম্মের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন, তাঁহারা শত্রুগণকে জয় করিয়া সমৃদ্ধ রাজ্য লাভ করেন)। হে রাজেন্দ্র! তুমিও সেইরূপ তীর্থে স্নান করত অনুজ ভ্রাতৃগণের সহিত পুনরায় রাজলক্ষ্মী লাভ করিবে—ইহাই সনাতন পথ।

পূর্ব্বে যেমন নৃগ, শিবি, ঔশীনর, ভগীরথ, বসুমনা, গয়, পূরু, পুরূরবা প্রভৃতি রাজন্যবৃন্দ তীর্থের গমন, দর্শন ও উহার জল স্পর্শ করিয়া পুণ্য, যশ ও ধন লাভ করিয়াছিলেন, তেমনই তুমিও বিপুলা শ্রী লাভ করিবে।

যেমন পুত্র ও বান্ধবগণের সহিত মহারাজ ইক্ষ্বাকু, মুচুকুন্দ, মান্ধাতা, মরুত্তপ্রভৃতি রাজগণ পুণ্যকীর্ত্তি লাভ করিয়াছিলেন, যেমন দেবগণ ও ঋষিগণ তপোবলে সব কিছুই লাভ করিয়াছিলেন, তেমনই তুমিও তপোবলে সব কিছু লাভ করিবে। অধর্ম্ম ও মোহে বশীভূত ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণ অচিরেই দৈত্যগণের ন্যায় বিনষ্ট হইবে।১৭-২২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রাবিষয়ে চতুর্নবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৯৪

[পাণ্ডবানাং নৈমিষারণ্য-প্রয়াগ-তীর্থপ্রভৃতিষু গমনম্, গয়রাজ্ঞো মহতো যজ্ঞস্য কথাশ্রবণঞ্চ ।]

পঞ্চনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ।

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তে তথা সহিতা বীরা বসন্তস্তত্র তত্র হ ।
ক্রমেণ পৃথিবীপাল নৈমিষারণ্যমাগতাঃ ॥১

ততস্তীর্থেষু পুণ্যেষু গোমত্যাঃ পাণ্ডবা নৃপ ।
কৃতাভিষেকাঃ প্রদদুর্গাশ্চ বিত্তঞ্চ ভারত ॥২

তত্র দেবান্ পিতৄন্ বিপ্রাংস্তর্পয়িত্বা পুনঃ পুনঃ ।
কন্যাতীর্থেঽশ্বতীর্থে চ গবাং তীর্থে চ ভারত ।
কালকোট্যাং বৃষপ্রস্থে গিরাবুষ্য চ পাণ্ডবাঃ ॥৩

বাহুদায়াং মহীপাল চক্রুঃ সর্বেঽভিষেচনম্ ।
প্রয়াগে দেবযজনে দেবানাং পৃথিবীপতে ॥৪

উষুরাপ্লুত্য গাত্রাণি তপশ্চাতস্থুরুত্তমম্ ।
গঙ্গা-যমুনয়োশ্চৈব সঙ্গমে সত্যসঙ্গরাঃ ॥৫

বিপাপ্মানো মহাত্মানো বিপ্রেভ্যঃ প্রদদুর্বসু ।
তপস্বিজনজুষ্টাঞ্চ ততো বেদীং প্রজাপতেঃ ॥৬

জগ্মুঃ পাণ্ডুসুতা রাজন্ ব্রাহ্মণৈঃ সহ ভারত ।
তত্র তে ন্যবসন্ বীরাস্তপশ্চাতস্থুরুত্তমম্ ॥৭

সন্তর্পয়ন্তঃ সততং বন্যেন হবিষা দ্বিজান্ ।
ততো মহীধরং জগ্মুর্ধর্মজ্ঞেনাভিসংস্কৃতম্ ॥৮

রাজর্ষিণা পুণ্যকৃতা গয়েনানুপমদ্যুতে ।
নগো গয়শিরো যত্র পুণ্যা চৈব মহানদী ॥৯

বানীরমালিনী রম্যা নদী পুলিনশোভিতা ।
দিব্যং পবিত্রকূটঞ্চ পবিত্রং ধরণীধরম্ ॥১০

ঋষিজুষ্টং সুপুণ্যং তৎ তীর্থং ব্রহ্মসরোত্তমম্ ।
অগস্ত্যো ভগবান্ যত্র গতো বৈবস্বতং প্রতি ॥১১

উবাস চ স্বয়ং তত্র ধর্মরাজঃ সনাতনঃ ।
সর্বাসাং সরিতাং চৈব সমুদ্ভেদো বিশাম্পতে ॥১২

পঞ্চনবতিতম অধ্যায় ।

[পাণ্ডবগনের নৈমিষারণ্য, প্রয়াগ ও গয়াতীর্থ প্রভৃতিতে গমন এবং গয়রাজার মহান্ যজ্ঞের কথা শ্রবণ ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন—হে পৃথিবীপাল! এইরূপে বিভিন্ন স্থানে বাস করিতে করিতে বীর পাণ্ডবগণ নৈমিষারণ্যতীর্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।১

হে রাজন্ ভারত! অনন্তর গোমতী নদীর তীরস্থ পুণ্য তীর্থসমূহে স্নান করত তাহারা অনেক গো ও ধন দান করিলেন ।২

ভারত! সেখানে পুনঃপুনঃ দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ ও ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া কন্যাতীর্থ, অশ্বতীর্থ, গোতীর্থ ও কালকোটিতীর্থ দর্শন করত বৃষপ্রস্থ পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া বাসপূর্ব্বক বাহুদাতীর্থে আসিয়া সকলে স্নান করিলেন। ভূপতে! সত্যাশ্রয়ী পাণ্ডবগণ তারপর দেবযজ্ঞভূমি প্রয়াগে স্নান করত তথায় বাস করিয়া গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমে উত্তম তপস্যা করিলেন ।৩-৫

সেই মহাত্মাগণ পাপশূন্য হইয়া ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিলেন এবং তপস্বিগণসেবিত ব্রহ্মার বেদিতে ব্রাহ্মণদিগের সহিত পাণ্ডুপুত্রগণ সেখানে বাস করত উত্তম তপস্যা করিলেন ।৬-৭

তাঁহারা বনজাত ফলমূলাদির দ্বারা দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করিবার পর পুণ্যাত্মা রাজর্ষি গয়ের দ্বারা অভিসংস্কৃত গয়পর্ব্বতের সন্নিকটে গয়াতীর্থে গেলেন। অমিততেজস্বী জনমেজয়! যেখানে গয়শির নামক পর্ব্বত ও পুণ্যময়ী মহানদী আছে। রমণীয় ঐ নদীর তীরে বেতস বৃক্ষের শ্রেণী বর্ত্তমান।

মহর্ষিগণসেবিত পবিত্র শিখরবিশিষ্ট আর একটি দিব্য পর্ব্বত সেখানে আছে। ঐখানেই ঋষিগণনিষেবিত পুণ্য ব্রহ্ম সরোবর আছে; যেখান হইতে ভগবান্ অগস্ত্য যমের সহিত সাক্ষাৎকারের জন্য দক্ষিণ দিকে গিয়াছিলেন ।১০-১১

যত্র সন্নিহিতো নিত্যং মহাদেবঃ পিনাকধৃক্ ।
তত্র তে পাণ্ডবা বীরাশ্চাতুর্মাস্যৈস্তদেজিরে ॥১৩
ঋষিযজ্ঞেন মহতা যত্রাক্ষয়বটো মহান্ ।
অক্ষয়ে দেবযজনে অক্ষয়ং যত্র বৈ ফলম্ ॥১৪
তে তু তত্রোপবাসাংস্তু চক্রুর্নিশ্চিতমানসাঃ।
ব্রাহ্মণাস্তত্র শতশঃ সমাজগ্মুস্তপোধনাঃ ॥১৫
চাতুর্মাস্যেনাযজন্ত আর্ষেণ বিধিনা তদা ।
তত্র বিদ্যাতপোবৃদ্ধা ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ ॥
কথাং প্রচক্রিরে পুণ্যাং সদসিস্থা মহাত্মনাম্ ॥১৬
তত্র বিদ্যাব্রতস্নাতঃ কৌমারং ব্রতমাস্থিতঃ ।
শমঠোঽকথয়দ্ রাজন্নামূর্তরয়সং গয়ম্ ॥১৭

শমঠ উবাচ ।

অমূর্তরয়সঃ পুত্রো গয়ো রাজর্ষিসত্তমঃ ।
পুণ্যানি যস্য কর্মাণি তানি মে শৃণু ভারত ॥১৮

যস্য যজ্ঞো বভূবেহ বহ্বন্নো বহুদক্ষিণঃ ।
যত্রান্নপর্বতা রাজন্ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥১৯
ঘৃতকুল্যাশ্চ দধ্নশ্চ নদ্যো বহুশতাস্তথা ।
ব্যঞ্জনানাং প্রবাহাশ্চ মহার্হাণাং সহস্রশঃ ॥২০
অহন্যহনি চাপ্যেবং যাচতাং সম্প্রদীয়তে ।
অন্যে চ ব্রাহ্মণা রাজন্ ভুঞ্জতেঽন্নং সুসংস্কৃতম্ ॥২১
তত্র বৈ দক্ষিণাকালে ব্রহ্মঘোষো দিবং গতঃ ।
ন চ প্রজ্ঞায়তে কিঞ্চিদ্ ব্রহ্মশব্দেন ভারত ॥২২
পুণ্যেন চরতা রাজন্ ভূর্দিশঃ খং নভস্তথা ।
আপূর্ণমাসীচ্ছব্দেন তদপ্যাসীন্মহাদ্ভুতম্ ॥২৩
যত্র স্ম গাথা গায়ন্তি মনুষ্যা ভরতর্ষভ ।
অন্নপানৈঃ শুভৈস্তৃপ্তা দেশে দেশে সুবর্চসঃ ॥২৪
গয়স্য যজ্ঞে কে ত্বদ্য প্রাণিনো ভোক্তুমীপ্সবঃ ।
তত্র ভোজনশিষ্টস্য পর্বতাঃ পঞ্চবিংশতিঃ ॥২৫

রাজন্ ! ঐ সরোবরে সকল নদী প্রকাশিতা আছে। সনাতন ধর্ম্মরাজ যম সেখানে নিত্যই বাস করেন।১২

ঐখানে পিনাকপাণি ভগবান্ শঙ্কর নিত্যই অধিষ্ঠিত। পাণ্ডবগণ সেখানে চাতুর্ম্মাস্যব্রত গ্রহণ করত মহা ঋষিযজ্ঞ (বেদাধ্যয়ন) করিলেন। সেইখানেই মহান্ অক্ষয়বট বিরাজমান। দেবযজ্ঞভূমিতে স্থিত অক্ষয়বটের নীচে দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশ্যে দেয় বস্তু অক্ষয় ফল দান করিয়া থাকে।১৩-১৪

তাঁহারা সেখানে সংযতচিত্তে উপবাস করিলেন। তখন শত শত তপোধন ব্রাহ্মণ ঐ সময় সেখানে সমাগত হইলেন। তাঁহারা সেখানে শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে চাতুর্ম্মাস্য-যাগ করিলেন। সেই সময় বিদ্যা ও তপস্যায় প্রবীণ ব্রাহ্মণগণ মহাত্মাগণের সভায় বসিয়া মহাপুরুষগণের পুণ্য কথা বলিতে লাগিলেন।১৫-১৬

তাঁহাদের মধ্যে শমঠনামক একজন ব্রাহ্মণ, যিনি ব্রহ্মচর্য্যব্রত সমাপ্ত করিয়া স্নাতক হইয়াছিলেন। তিনি অমূর্ত্তরয়ার পুত্র গয়ের কথা বলিতে লাগিলেন।১৭

শমঠ বলিলেন—হে ভারত। অমূর্ত্তরয়ার পুত্র গয়নামে এক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজর্ষি ছিলেন। তাঁহার কথা বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন।১৮

রাজা গয় প্রকাণ্ড এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে বহু অন্ন ও দক্ষিণা দেওয়া হইয়াছিল। ঐ যজ্ঞে শত শত সহস্র সহস্র অন্নের পর্ব্বত, ঘৃতের কুণ্ড এবং দধির নদী বহিয়া যাইতেছিল এবং বহু উত্তমোত্তম ব্যঞ্জনসমূহের সহস্র সহস্র প্রবাহ চলিতেছিল।১৯-২০

যাচকগণকে প্রতিদিনই এইরূপ ভোজন দান করা হইতেছিল। অন্যান্য নিমন্ত্রিত বহু ব্রাহ্মণ সুসংস্কৃত অন্ন ভোজন করিতেছিলেন।২১

ভারত। সেখানে দক্ষিণাদানকালে এরূপ বেদধ্বনি সমুত্থিত হইয়াছিল যে, উহা আকাশমার্গেও গমন করিয়াছিল, সেই সময় অন্য কোন শব্দ আর শুনা যাইতেছিল না।২২

ন তৎ পূর্বে জনাশ্চক্রুর্ন করিষ্যন্তি চাপরে।
গয়ো যদকরোদ্ যজ্ঞে রাজর্ষিরমিতদ্যুতিঃ ॥২৬
কথং তু দেবা হবিষা গয়েন পরিতর্পিতাঃ॥
পুনঃ শক্যাস্ত্যুপাদাতুমন্যৈর্দত্তানি কানিচিৎ ॥২৭
সিকতা বা যথা লোকে যথা বা দিবি তারকাঃ
যথা বা বর্ষতো ধারা অসংখ্যেয়াঃ স্ম কেনচিৎ।
তথা গণয়িতুং শক্যা গয়যজ্ঞে ন দক্ষিণাঃ ॥২৮

এবংবিধাঃ সুবহবস্তস্য যজ্ঞা মহীপতেঃ।
বভূবুরস্য সরসঃ সমীপে কুরুনন্দন ॥২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রাপর্ব্বণি লোমশ-
তীর্থযাত্রায়াং গয়যজ্ঞকথনে পঞ্চনবতি-
তমোঽধ্যায়ঃ ॥৯৫

রাজন্! সেই পুণ্য বেদধ্বনিতে দশ দিক্ ও আকাশ এমন মুখরিত হইয়াছিল, যে উহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক মনে হইতেছিল। ভরতশ্রেষ্ঠ! ঐ যজ্ঞে পবিত্র অন্ন ও পানীয়ের দ্বারা তৃপ্ত সকল লোক দেশে দেশে এইরূপ গাথা গান করিয়া বেড়াইতেছিল।২৩-২৪

গয়ের যজ্ঞে ভোজন করিতে ইচ্ছুক এমন কি কোন প্রাণী আছে? সকলের ভোজনের পরেও সেখানে পঁচিশটি অন্নের পর্ব্বত ছিল।২৫

অমিততেজা রাজর্ষি গয় তাঁহার যজ্ঞে যাহা করিলেন, তাহা ইতঃপূর্ব্বে কেহ করেন নাই এবং ভবিষ্যতেও করিতে পারিবেন না।২৬

গয়ের অনুষ্ঠিত যজ্ঞে হবির দ্বারা পরিতৃপ্ত দেবগণ অন্য যজ্ঞে প্রদত্ত যে কোন হবি কি করিয়া গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন?২৭

পৃথিবীর বালুকা, আকাশের তারকা এবং অসংখ্যেয় বর্ষার ধারাও গণনা করা যাইতে পারে, কিন্তু গয়ের যজ্ঞে প্রদত্ত দক্ষিণা গণনা করা সম্ভব নয়।২৮

হে কুরুনন্দন! সেই ব্রহ্ম সরোবরের নিকটে তীর্থে রাজা গয় এইরূপ অনেক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে
লোমশতীর্থযাত্রাবিষয়ে পঞ্চনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত '৯৫

ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ইল্বল-বাতাপিদৈত্যয়োর্বর্ণনম্, পিতৃণামুদ্ধারায় বিবাহং কর্ত্তুং মহর্ষেরগস্ত্যস্য নিশ্চয়ঃ,
বিদর্ভরাজকন্যায়াঃ পত্নীত্বেন প্রাপ্তিশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততঃ সম্প্রস্থিতো রাজা কৌন্তেয়ো ভূরিদক্ষিণঃ।
অগস্ত্যাশ্রমমাসাদ্য দুর্জয়ায়ামুবাস হ ॥১

তত্রৈব লোমশং রাজা পপ্রচ্ছ বদতাং বরঃ।
অগস্ত্যেনেহ বাতাপিঃ কিমর্থমুপশামিতঃ ॥২

ষণ্ণবতিতম অধ্যায়।

[ইল্বল ও বাতাপি দৈত্যের বর্ণন, পিতৃগণের
উদ্ধারের জন্য বিবাহ করিতে মহর্ষি
অগস্ত্যের নিশ্চয় এবং বিদর্ভরাজ-
কন্যাকে পত্নীরূপে প্রাপ্তি।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর মহারাজ কুন্তীপুত্র ব্রাহ্মণগণকে বহু দক্ষিণা প্রদান করত অগস্ত্য মুনির আশ্রমসন্নিহিতা দুর্জ্জয়া মণিমতী নগরীতে বাস করিতে লাগিলেন।১

তথায় লোমশমুনিকে বক্তৃশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির

আসীদ্‌বা কিং প্রভাবশ্চ স দৈত্যো মানবান্তকঃ।
কিমর্থং চোদিতো মন্যুরগস্ত্যস্য মহাত্মনঃ ॥৩
লোমশ উবাচ।
ইল্বলো নাম দৈতেয় আসীৎ কৌরবনন্দন।
মণিমত্যাং পুরি পুরা বাতাপিস্তস্য চানুজঃ ॥৪
স ব্রাহ্মণং তপোযুক্তমুবাচ দিতিনন্দনঃ।
পুত্রং মে ভগবানেকমিন্দ্রতুল্যং প্রযচ্ছতু ॥৫
তস্মৈ স ব্রাহ্মণো নাদাৎ পুত্রং বাসবসম্মিতম্‌।
চুক্রোধ সোঽসুরস্তস্য ব্রাহ্মণস্য ততো ভৃশম্‌ ॥৬
তদাপ্রভৃতি রাজেন্দ্র ইল্বলো ব্রহ্মহাসুরঃ।
মন্যুমান্‌ ভ্রাতরং ছাগং মায়াবী হ্যকরোৎ ততঃ ॥৭
মেষরূপী চ বাতাপিঃ কামরূপ্যভবৎ ক্ষণাৎ।
সংস্কৃত্য চ ভোজয়তি ততো বিপ্রং জিঘাংসতি ॥৮
স চাহ্বয়তি যং বাচা গতং বৈবস্বতক্ষয়ম্‌।
স পুনর্দেহমাস্থায় জীবন্‌ স্ম প্রত্যদৃশ্যত ॥৯

ততো বাতাপিমসুরং ছাগং কৃত্বা সুসংস্কৃতম্‌।
তং ব্রাহ্মণং ভোজয়িত্বা পুনরেব সমাহ্বয়ৎ ॥১০
তামিল্বলেন মহতা স্বরেণ বাচমীরিতাম্‌।
শ্রুত্বাতিমায়ো বলবান্‌ ক্ষিপ্রং ব্রাহ্মণকণ্টকঃ ॥১১

তস্য পার্শ্বং বিনির্ভিদ্য ব্রাহ্মণস্য মহাসুরঃ।
বাতাপিঃ প্রহসন্‌ রাজন্‌ নিশ্চক্রাম বিশাম্পতে ॥১২

এবং স ব্রাহ্মণান্‌ রাজন্‌ ভোজয়িত্বা পুনঃ পুনঃ।
হিংসয়ামাস দৈতেয় ইল্বলো দুষ্টচেতনঃ ॥১৩
অগস্ত্যশ্চাপি ভগবানেতস্মিন্‌ কাল এব তু।
পিতৄন্‌ দদর্শ গর্তে বৈ লম্বমানানধোমুখান্‌ ॥১৪
সোঽপৃচ্ছল্লম্বমানাংস্তান্‌ ভবন্ত ইব কম্পিতাঃ।
(কিমর্থং বেহ লম্বধ্বং গর্তে যূয়মধোমুখাঃ।)
সন্তানহেতোরিতি তে প্রত্যূচুর্ব্রহ্মবাদিনঃ ॥১৫

জিজ্ঞাসা করিলেন—মহর্ষি অগস্ত্য এখানে বাতাপিকে কেন শাসন করিয়াছিলেন? সেই নরভক্ষক রাক্ষসেরই বা কিরূপ প্রভাব ছিল? মহাত্মা অগস্ত্যেরই ক্রোধ তাহার উপর হইল কেন?২-৩

লোমশ বলিলেন—হে কৌরবনন্দন! মণিমতী পুরীতে ইল্বল নামে এক দৈত্য ছিল; তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল বাতাপি।৪

সেই দৈত্য এক তপস্বী ব্রাহ্মণের নিকট ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী পুত্র লাভের জন্য বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ তাহার সেই ইন্দ্রতুল্য পুত্রলাভের প্রার্থনা পূর্ণ করেন নাই। তাহাতে সেই অসুর ব্রাহ্মণের উপর ক্রুদ্ধ হইল।৫-৬

রাজেন্দ্র! তারপর হইতে সেই অসুর ইল্বল ব্রহ্মঘাতী হইল। সেই ক্রোধী মায়াবী অসুর তাহার ভাইকে মায়ার ছাগ বানাইত এবং মেষরূপধারী বাতাপি সঙ্গে সঙ্গেই ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণ করিত। তারপর ইল্বল মাংস রাঁধাইয়া সেই ছাগের মাংস ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া বধ করিত।৭-৮

ইল্বলের মধ্যে এমন শক্তি ছিল যে, সে মৃত ব্যক্তিকে আহ্বান করিবামাত্রই সে জীবিত হইয়া স্বশরীরে তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইত।৯

বাতাপি অসুরকে ছাগ বানাইয়া তাহার মাংস রন্ধন করাইয়া ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবার পর পুনরায় তাহাকে আহ্বান করিত।১০

রাজন্‌! ইল্বলের উচ্চৈস্বরে আহ্বান শুনিবামাত্রই মায়াবী ব্রাহ্মণশত্রু বলবান্‌ মহাদৈত্য বাতাপি নিজ মূর্ত্তি ধরিয়া সেই ব্রাহ্মণের পার্শ্বদেশ ভেদ করত হাসিতে হাসিতে বাহির হইয়া আসিত।১১-১২

রাজন্‌! এইরূপে সেই দুষ্টচেতা ইল্বল বার বার ব্রাহ্মণগণকে বাতাপির মাংস ভোজন করাইয়া বধ করিতে লাগিল।১৩

এই সময় ভগবান্‌ অগস্ত্য একদিন কোথাও যাইতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন তাঁহার পিতৃপুরুষগণ এক গর্ত্তের মধ্যে অধোমুখ হইয়া ঝুলিতেছে।১৪

তে তস্মৈ কথয়ামাসুর্বয়ং তে পিতরঃ স্বকাঃ।
গর্তমেতমনুপ্রাপ্তা লম্বামঃ প্রসবার্থিনঃ ॥১৬

যদি নো জনয়েথাস্ত্বমগস্ত্যাপত্যমুত্তমম্।
স্যান্মোহস্মান্নিরয়াম্মোক্ষস্ত্বঞ্চ পুত্রাপ্নুয়া গতিম্ ॥১৭

স তানুবাচ তেজস্বী সত্যধর্মপরায়ণঃ।
করিষ্যে পিতরঃ কামং ব্যেতু বো মানসো জ্বরঃ ॥১৮

ততঃ প্রসবসন্তানং চিন্তয়ন্ ভগবানৃষিঃ।
আত্মনঃ প্রসবস্যার্থে নাপশ্যৎ সদৃশীং স্ত্রিয়ম্ ॥১৯

স তস্য তস্য সত্ত্বস্য তৎ তদঙ্গমনুত্তমম্।
সংগৃহ্য তৎসমৈরঙ্গৈর্নির্মমে স্ত্রিয়মুত্তমাম্ ॥২০

স তাং বিদর্ভরাজস্য পুত্রার্থং তপ্যতস্তপঃ।
নির্মিতামাত্মনোহর্থায় মুনিঃ প্রাদান্মহাতপাঃ ॥২১

সা তত্র জজ্ঞে সুভগা বিদ্যুৎসৌদামনী যথা।
বিভ্রাজমানা বপুষা ব্যবর্ধত শুভাননা ॥২২

জাতমাত্রাঞ্চ তাং দৃষ্ট্বা বৈদর্ভঃ পৃথিবীপতিঃ।
প্রহর্ষেণ দ্বিজাতিভ্যো ন্যবেদয়ত ভারত ॥২৩

অভ্যনন্দন্ত তাং সর্বে ব্রাহ্মণা বসুধাধিপ।
লোপামুদ্রেতি তস্যাশ্চ চক্রিরে নাম তে দ্বিজাঃ॥২৪

ববৃধে সা মহারাজ বিভ্রতী রূপমুত্তমম্।
অপ্স্বিবোৎপলিনী শীঘ্রমগ্নেরিব শিখা শুভা ॥২৫

তাং যৌবনস্থাং রাজেন্দ্র শতং কন্যাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।
দাস্যঃ শতঞ্চ কল্যাণীমুপাতস্থুর্বশানুগাঃ ॥২৬

অগস্ত্য মুনি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনারা কেন এইভাবে কাঁপিতে কাঁপিতে গর্ত্তের মধ্যে ঝুলিতেছেন? ব্রহ্মবাদী সেই পুরুষগণ প্রত্যুত্তরে বলিলেন—আমাদের বংশ লোপ হইবার সম্ভাবনায় এইরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে।১৫

তাঁহারা আরও বলিলেন,—আমরা তোমারই নিজ পূর্ব্বপুরুষ সন্তান লাভের সম্ভাবনায় এইরূপে গর্ত্তের মধ্যে ঝুলিতেছি।১৬

অগস্ত্য! তুমি যদি আমাদের বংশে একটি উত্তম সন্তান উৎপাদন কর, তবে এই নরক হইতে আমাদের মুক্তি হইবে এবং তুমিও সদ্‌গতি প্রাপ্ত হইবে।১৭

"পিতৃগণ! আপনাদের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া আমার মনে যে কষ্ট হইতেছে, উহা দূর করিবার জন্য আপনাদের কথা আমি রক্ষা করিব"—এই কথা সত্যধর্ম্মপরায়ণ তেজস্বী অগস্ত্য তাঁহাদিগকে বলিলেন।১৮

তারপর ভগবান্ মহর্ষি অগস্ত্য সন্তানলাভের জন্য নিজের অনুরূপ স্ত্রী তিনি চিন্তা করিয়াও স্থির করিতে পারিলেন না।১৯

তখন তিনি প্রত্যেক প্রাণীর সর্বোত্তম অঙ্গসমূহ একত্রিত করিয়া একটি উত্তম স্ত্রীরত্ন নির্ম্মাণ করিলেন।২০

বিদর্ভরাজ তখন সন্তানলাভের জন্য তপস্যা করিতেছিলেন। মহাতপস্বী অগস্ত্যমুনি নিজের জন্য নির্ম্মিত সেই স্ত্রী বিদর্ভরাজকে প্রদান করিলেন।২১

সেই সুমুখী সুন্দরী কন্যা সন্ধ্যাকালে বিদ্যুতের ন্যায় দ্যুতিবিশিষ্টা হইয়া রাজমহিষীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিল এবং বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।২২

ভারত! জন্মিবামাত্রই সেই কন্যাকে দেখিয়া বিদর্ভরাজ খুবই আনন্দিত হইলেন এবং ব্রাহ্মণগণকে উহা জানাইলেন।২৩

রাজন্! ব্রাহ্মণগণও তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং তাহার নামকরণ করিলেন লোপামুদ্রা।২৪

রাজন্! সেই কন্যা উত্তম রূপ ধারণ করিয়া জলে কমলিনীর ন্যায় এবং কাষ্ঠে অগ্নির শিখার ন্যায় অতি সত্বর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।২৫

সা স্ম দাসীশতবৃতা মধ্যে কন্যাশতস্য চ।
আস্তে তেজস্বিনী কন্যা রোহিণীব দিবি প্রভা ॥২৭
যৌবনস্থামপি চ তাং শীলাচারসমন্বিতাম্।
ন বব্রে পুরুষঃ কশ্চিদ্ ভয়াৎ তস্য মহাত্মনঃ ॥২৮
সা তু সত্যবতী কন্যা রূপেণাপ্সরসোঽপ্যতি।
তোষয়ামাস পিতরং শীলেন স্বজনং তথা ॥২৯
বৈদর্ভীং তু তথাযুক্তাং যুবতীং প্রেক্ষ্য বৈ পিতা।
মনসা চিন্তয়ামাস কস্মৈ দদ্যামিমাং সুতাম্ ॥৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশতীর্থযাত্রায়াম্ অগস্ত্যোপাখ্যানে ষণ্ণবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৯৬

হে রাজেন্দ্র! সে যখন যৌবনপ্রাপ্ত হইল, তখন অলঙ্কৃতা শতকন্যা সখীরূপে এবং শতকন্যা দাসীরূপে তাহার সতত সেবা করিতে লাগিল।২৬

শত দাসী ও শত সখী কন্যার দ্বারা পরিবৃতা হইয়া সেই তেজস্বিনী লোপামুদ্রা আকাশে সূর্য্যের প্রভার ন্যায় এবং নক্ষত্রমধ্যে রোহিণীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল।২৭

সৎস্বভাব ও সদাচারসমন্বিতা লোপামুদ্রা যৌবনপ্রাপ্ত হইলেও মহর্ষি অগস্ত্যের ভয়ে কোন ব্যক্তি তাহাকে পত্নীরূপে বরণ করিতে সাহস করে নাই।২৮

সেই সত্যবতী রাজকুমারী অপ্সরাতুল্য রূপবতী হইলেও নিজ পবিত্র চরিত্রের দ্বারা পিতাকে ও আত্মীয়স্বজনকে সন্তুষ্ট করিলেন।২৯

তখন পিতা বিদর্ভরাজও বৈদর্ভীকে ঐরূপ যৌবনস্থা দেখিয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—"কাহাকে এই কন্যা দান করিব?"৩০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে অগস্ত্যোপাখ্যানে ষণ্ণবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৯৬

সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[মহর্ষিণাগস্ত্যেন সহ লোপামুদ্রায়া বিবাহঃ, গঙ্গাদ্বারে তপস্যা, স্বভার্য্যায়া ইচ্ছয়া ধনসংগ্রহায় তস্য প্রস্থানঞ্চ।]

লোমশ উবাচ।
যদা ত্বমন্যতাগস্ত্যো গার্হস্থ্যে তাং ক্ষমামিতি।
তদাভিগম্য প্রোবাচ বৈদর্ভং পৃথিবীপতিম্ ॥ ১
রাজন্ নিবেশে বুদ্ধির্মে বর্ততে পুত্রকারণাৎ।
বরয়ে ত্বাং মহীপাল লোপামুদ্রাং প্রযচ্ছ মে ॥২

সপ্তনবতিতম অধ্যায়

[মহর্ষি অগস্ত্যের সহিত লোপামুদ্রার বিবাহ, গঙ্গাদ্বারে (হরিদ্বারে) তপস্যা এবং পত্নীর ইচ্ছায় ধনসংগ্রহের জন্য তাঁহার প্রস্থান।]

লোমশ বলিলেন,—যখন অগস্ত্যমুনি বুঝিলেন যে, লোপামুদ্রা গার্হস্থ্যধর্ম্মের উপযুক্তা হইয়াছেন, তখন বিদর্ভরাজের নিকট গিয়া তিনি বলিলেন।১

হে রাজন্! পুত্রলাভের জন্য বিবাহ করিবার ইচ্ছা আমার হইয়াছে; আমি লোপামুদ্রাকে পত্নীত্বে বরণ করিতেছি, তুমি তাহাকে আমায় দাও।২

এবমুক্তঃ স মুনিনা মহীপালো বিচেতনঃ ।
প্রত্যাখ্যানায় চাশক্তঃ প্রদাতুং চৈব নৈচ্ছত ॥৩

ততঃ স ভার্য্যামভ্যেত্য প্রোবাচ পৃথিবীপতিঃ ।
মহর্ষিবীর্য্যবানেষ ক্রুদ্ধঃ শাপাগ্নিনা দহেৎ ॥৪

তং তথা দুঃখিতং দৃষ্ট্বা সভার্য্যং পৃথিবীপতিম্ ।
লোপামুদ্রাভিগম্যেদং কালে বচনমব্রবীৎ ॥৫

ন মৎকৃতে মহীপাল পীড়ামভ্যেতুমর্হসি ।
প্রযচ্ছ মামগস্ত্যায় ত্রাহ্যাত্মানং ময়া পিতঃ ॥৬

দুহিতুর্বচনাদ্ রাজা সোঽগস্ত্যায় মহাত্মনে ।
লোপামুদ্রাং ততঃ প্রাদাদ্ বিধিপূর্বং বিশাম্পতে ॥৭

প্রাপ্য ভার্য্যামগস্ত্যস্তু লোপামুদ্রামভাষত ।
মহার্হাণ্যুৎসৃজৈতানি বাসাংস্যাভরণানি চ ॥৮

মুনিবর অগস্ত্যের এই কথা শুনিয়া রাজা অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন; কারণ, তাঁহাকে কন্যা দিবারও তাঁহার ইচ্ছা ছিল না এবং প্রত্যাখ্যান করিবার শক্তিও তাঁহার ছিল না।৩

তখন রাজা পত্নীর নিকট গিয়া বলিলেন, এই মহর্ষি তপঃশক্তিসম্পন্ন, কন্যা না দিলে ক্রুদ্ধ হইয়া শাপাগ্নির দ্বারা সকলকে দগ্ধ করিবে।৪

ভার্য্যার সহিত রাজাকে ঐরূপ দুঃখিত দেখিয়া লোপামুদ্রা তাঁহাদের নিকট আসিয়া সময়োচিত এই বাক্য বলিলেন।৫

হে মহীপাল। আমার জন্য তোমরা দুঃখিত হইও না; আমাকে অগস্ত্যের হাতে অর্পণ করিয়া তুমি নিজেকে রক্ষা কর।৬

রাজন্। কন্যার কথায় রাজা তখন বিধিপূর্ব্বক লোপামুদ্রাকে মহাত্মা অগস্ত্যের হাতে সমর্পণ করিলেন।৭

লোপামুদ্রাকে ভার্য্যারূপে পাইয়া অগস্ত্য তাঁহাকে বলিলেন—"তুমি তোমার বহুমূল্য বস্ত্র ও অলঙ্কারসমূহ পরিত্যাগ কর" ।৮

ততঃ সা দর্শনীয়ানি মহার্হাণি তনূনি চ ।
সমুৎসসর্জ রম্ভোরুর্বসনান্যায়তেক্ষণা ॥৯

ততশ্চীরাণি জগ্রাহ বল্কলান্যজিনানি চ ।
সমানব্রতচর্য্যা চ বভূবায়তলোচনা ॥১০

গঙ্গাদ্বারমথাগম্য ভগবানৃষিসত্তমঃ ।
উগ্রমাতিষ্ঠত তপঃ সহ পত্ন্যানুকূলয়া ॥১১

সা প্রীতা বহুমানাচ্চ পতিং পর্য্যচরৎ তদা ।
অগস্ত্যশ্চ পরাং প্রীতিং ভার্য্যায়ামচরৎ প্রভুঃ ॥১২
ততো বহুতিথে কালে লোপামুদ্রাং বিশাম্পতে ।
তপসা দ্যোতিতাং স্নাতাং দদর্শ ভগবানৃষিঃ ॥ ১৩

স তস্যাঃ পরিচারেণ শৌচেন চ দমেন চ ।
শ্রিয়া রূপেণ চ প্রীতো মৈথুনায়াজুহাব তাম্ ॥১৪

তখন বহুমূল্য সূক্ষ্মবস্ত্রসমূহ পরিত্যাগ করিয়া রম্ভোরু, উদার দৃষ্টি ও আয়তেক্ষণা লোপামুদ্রা চীর (কৌপীন), বল্কল ও অজিন (মৃগচর্ম) পরিধান করিয়া অগস্ত্যের সমান ব্রতপালন ও আচার পালনে প্রবৃত্তা হইলেন।৯-১০

তখন মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ অগস্ত্য লোপামুদ্রাকে লইয়া হরিদ্বারে গিয়া অনুকূলা পত্নীর সহিত তীব্র তপস্যায় মনোনিবেশ করিলেন।১১

লোপামুদ্রাও পরম প্রীতি ও আদরের সহিত পতির পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন এবং শক্তিমান্ মহর্ষি অগস্ত্যও তাঁহার পরিচর্য্যায় অত্যন্ত প্রীতি লাভ করিলেন।১২

রাজন্। তারপর বহুদিন গত হইলে ভগবান্ মহর্ষি অগস্ত্য লক্ষ করিলেন যে, লোপামুদ্রা তপস্তেজে দ্যুতিমতী হইলেও ঋতুস্নাতা হইয়াছেন।১৩

তিনি তাঁহার পরিচর্য্যা, শৌচাচার, শরীরকান্তি, রূপ ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহের দ্বারা পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে মৈথুনের জন্য আহ্বান করিলেন।১৪

ততঃ সা প্রাঞ্জলির্ভূত্বা লজ্জমানেব ভাবিনী।
তদা সপ্রণয়ং বাক্যং ভগবন্তমথাব্রবীৎ ॥১৫
অসংশয়ং প্রজাহেতোর্ভার্য্যাং পতিরবিন্দত।
যা তু ত্বয়ি মম প্রীতিস্তামৃষে কর্ত্তুমর্হসি ॥১৬
যথা পিতুর্গৃহে বিপ্র প্রাসাদে শয়নং মম।
তথাবিধে ত্বং শয়নে মামুপৈতুমিহার্হসি ॥১৭
ইচ্ছামি ত্বাং স্রগ্বিণঞ্চ ভূষণৈশ্চ বিভূষিতম্।
উপসর্তুং যথাকামং দিব্যাভরণভূষিতা ॥১৮
অন্যথা নোপতিষ্ঠেয়ং চীরকাষায়বাসিনী
নৈবাপবিত্রো বিপ্রর্ষে ভূষণোঽয়ং কথঞ্চন ॥১৯

অগস্ত্য উবাচ।

ন তে ধনানি বিদ্যন্তে লোপামুদ্রে তথা মম।
যথাবিধানি কল্যাণি পিতুস্তব সুমধ্যমে ॥২০

লোপামুদ্রোবাচ।

ঈশোঽসি তপসা সর্বং সমাহর্ত্তুং তপোধন।
ক্ষণেন জীবলোকে যদ্ বসু কিঞ্চন বিদ্যতে ॥২১

অগস্ত্য উবাচ।

এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বং তপোব্যয়করং তু তৎ।
যথা তু মে ন নশ্যেত তপস্তন্মাং প্রচোদয় ॥২২

লোপামুদ্রোবাচ।

অল্পাবশিষ্টঃ কালোঽয়মৃতোর্মম তপোধন।
ন চান্যথাহমিচ্ছামি ত্বামুপৈতুং কথঞ্চন ॥২৩

ন চাপি ধর্মমিচ্ছামি বিলোপ্তুং তে কথঞ্চন।
এবং তু মে যথাকামং সম্পাদয়িতুমর্হসি ॥২৪

তারপর অনুরাগিণী লোপামুদ্রা যেন লজ্জিতা হইয়া প্রণয়ের সহিত ভগবান্ অগস্ত্যকে তখন এই কথা বলিলেন।১৫

ঋষিবর! ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে পুত্রের জন্য পতি ভার্য্যা লাভ করে, তোমার প্রতি যাহাতে আমার প্রীতি জন্মে, তাহার অনুরূপ কিছু করুন।১৬

হে ব্রহ্মন্! পিতৃগৃহে প্রাসাদে আমি যেরূপ শয্যায় শয়ন করিতাম, সেইরূপ শয্যায় আপনি আমার সহিত রমণ করুন।১৭

ইহাই আমি সর্ব্বান্তঃকরণে ইচ্ছা করি যে, আপনি বহুমূল্য আভরণে ভূষিত হইয়া ও রত্নহার ধারণ করিয়া আমার নিকট আসিবেন এবং আমিও দিব্য রত্নালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া আপনার সহিত সঙ্গম সুখ অনুভব করিব।১৮

তাহা না হইলে আমি জীর্ণ কাষায় বস্ত্র ধারণ করিয়াই থাকিব, সঙ্গম সুখের ইচ্ছায় আপনার নিকট যাইব না। আপনার এই তপস্বী বেশকে আমি অপবিত্র করিতে ইচ্ছুক নহি।১৯

অগস্ত্য বলিলেন,—হে সুমধ্যমে লোপামুদ্রে। তোমার পিতার ন্যায় তোমার নিকট যেমন কোন ধন নাই, কল্যাণি! তেমনই আমার নিকটও কোন ধন নাই।২০

লোপামুদ্রা বলিলেন,—তপোধন! আপনি ঈশ্বরস্বরূপ। তপঃপ্রভাবে আপনি সব কিছু আহরণ করিতে সক্ষম। এই পৃথিবীতে যত ধন আছে, আপনি ইচ্ছা করিলে ক্ষণকালের মধ্যে তাহা আনিতে পারেন।২১

অগস্ত্য বলিলেন,—তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা সত্য; কিন্তু উহাতে আমার সঞ্চিত তপস্যার অনেক অংশ ব্যয় করিতে হইবে; যাহাতে আমার কষ্টোপার্জ্জিত তপস্যা ব্যয় না করিতে হয়, এইরূপ উপায় বলিয়া উৎসাহিত কর।২২

লোপামুদ্রা বলিলেন,—হে তপোধন! আমার ঋতুকালের আর অল্পই অবশিষ্ট আছে। আমি যাহা বলিয়াছি, উহা ব্যতীত অন্য কোন সর্তে

অগস্ত্য উবাচ।

যদ্যেষ কামঃ সুভগে তব বুদ্ধ্যা বিনিশ্চিতঃ।
হর্তুং গচ্ছাম্যহং ভদ্রে চর কামমিহ স্থিতা ॥২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-
তীর্থযাত্রায়ামগস্ত্যোপাখ্যানে
সপ্তনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৯৭

এই অল্প সময়ের জন্য আপনার সঙ্গম সুখ ভোগ করিব না।২৩

আমি কোনরূপেই আপনার ধর্ম্মকে লোপ করিতে চাহি না; ইহা শুনিবার পর আপনার যেরূপ অভিরুচি হইবে, তাহাই করিতে পারেন।২৪

অগস্ত্য বলিলেন,—সুন্দরি! যদি তোমার এই-রূপই অভিলাষ হয়, তবে আমি ধন আহরণ করিতে চলিলাম। ভদ্রে! তুমি যথাসুখে এখানে অবস্থান কর।২৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে
লোমশতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে অগস্ত্যোপাখ্যানে সপ্তনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৯৭

অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ।

[ধনলাভায় শ্রুতর্ব-ব্রধ্নশ্ব-ত্রসদস্যূনাং সমীপে অগস্ত্যস্য গমনম্।]

লোমশ উবাচ।

ততো জগাম কৌরব্য সোঽগস্ত্যো ভিক্ষিতুং বসু।
শ্রুতর্বাণং মহীপালং যং বেদাভ্যধিকং নৃপৈঃ ॥১
স বিদিত্বা তু নৃপতিঃ কুম্ভযোনিমুপাগতম্।
বিষয়ান্তে সহামাত্যঃ প্রত্যগৃহ্লাৎ সুসৎকৃতম্ ॥২
তস্মৈ চার্ঘ্যং যথান্যায়মানীয় পৃথিবীপতিঃ।
প্রাঞ্জলিঃ প্রয়তো ভূত্বা পপ্রচ্ছাগমনেঽর্থিতাম্ ॥৩

অগস্ত্য উবাচ।

বিত্তার্থিনমনুপ্রাপ্তং বিদ্ধি মাং পৃথিবীপতে।
যথাশক্ত্যবিহিংস্যান্যান্ সংবিভাগং প্রযচ্ছ মে ॥৪

লোমশ উবাচ।

তত আয়-ব্যয়ৌ পূর্ণৌ তস্মৈ রাজা ন্যবেদয়ৎ।
অতো বিদ্বন্নুপাদৎস্ব যদত্র বসু মন্যসে ॥৫

অষ্টনবতিতম অধ্যায়।

[ধনলাভের জন্য শ্রুতর্বা, ব্রধ্নশ্ব এবং ত্রসদস্যু
প্রভৃতির নিকট অগস্ত্যের গমন।]

লোমশ বলিলেন,—হে কৌরব্য! তদনন্তর অগস্ত্যমুনি রাজগণের মধ্যে অধিক ধনী শ্রুতর্বা রাজার নিকট ধন যাচ্ঞা করিতে গেলেন।১

সেই রাজা অগস্ত্যমুনি আসিয়াছেন শুনিয়া মন্ত্রিগণের সহিত নিজ রাজ্যের সীমান্ত পর্য্যন্ত আগমন করিয়া কুম্ভযোনিকে (অগস্ত্যকে) সাদর সৎকারের সহিত লইয়া যাইলেন।২

পাদ্য-অর্ঘ্যপ্রভৃতির দ্বারা তাঁহার যথোচিত সৎকার করিয়া রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।৩

অগস্ত্য বলিলেন,—আমি ধনার্থী হইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। অন্য কাহারও ক্ষতি না করিয়া

তত আয়-ব্যয়ৌ দৃষ্ট্বা সমৌ সমমতির্দ্বিজঃ।
সর্বথা প্রাণিনাং পীডামুপাদানাদমন্যত ॥৫
স শ্রুতর্বাণমাদায় ব্রধ্নশ্বমগমৎ ততঃ।
স চ তৌ বিষয়স্যান্তে প্রত্যগৃহ্লাদ্ যথাবিধি ॥৭
তয়োরর্ঘ্যঞ্চ পাদ্যঞ্চ ব্রধ্নশ্বঃ প্রত্যবেদয়ৎ।
অনুজ্ঞাপ্য চ পপ্রচ্ছ প্রয়োজনমুপক্রমে ॥৮

অগস্ত্য উবাচ।

বিত্তকামাবিহ প্রাপ্তৌ বিদ্ধ্যাবাং পৃথিবীপতে।
যথাশক্ত্যবিহিংস্যান্যান্ সংবিভাগং প্রযচ্ছ নৌ ॥৯

লোমশ উবাচ।

তত আয়-ব্যয়ৌ পূর্ণৌ তাভ্যাং রাজা ন্যবেদয়ৎ।
অতো জ্ঞাত্বা তু গৃহ্নীতং যদত্র ব্যতিরিচ্যতে ॥১০

যদি সম্ভব হয়, তবে আমাকে অভিলাষানুরূপ ধন প্রদান করুন।৪

লোমশ বলিলেন,—তখন রাজা নিজ সম্পূর্ণ আয় ও ব্যয় তাহাকে দেখাইয়া বলিলেন—যদি অন্যের ক্ষতি না করিয়া ইহার মধ্য হইতে কিছু গ্রহণ করা সম্ভব হয়, তবে আপনি তাহা গ্রহণ করুন।৫

তারপর সর্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন মহর্ষি তাঁহার আয়-ব্যয় দেখিয়া মনে করিলেন, অন্যের পীড়া উৎপাদন না করিয়া উহা হইতে কিছুই গ্রহণ করা যায় না। তখন শ্রুতর্বা রাজাকে সঙ্গে করিয়া ব্রধ্নশ্ব রাজার নিকট গেলেন। তিনিও নিজ রাজ্যের সীমান্ত পর্য্যন্ত আসিয়া তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন এবং পাদ্য-অর্ঘ্যাদির দ্বারা তাঁহাদের অর্চ্চনা করত অনুমতিক্রমে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।৬-৮

অগস্ত্য বলিলেন,—ভূপতে! আমরা উভয়ে ধনার্থী হইয়া আপনার কাছে আসিয়াছি। আপনি অন্যের পীড়া উৎপাদন না করিয়া সম্ভব হইলে আমাদিগকে কিছু ধন দিন।৯

তত আয়-ব্যয়ৌ দৃষ্ট্বা সমৌ সমমতির্দ্বিজঃ।
সর্বথা প্রাণিনাং পীড়ামুপাদানাদমন্যত ॥১১
পৌরুকুৎসং ততো জগ্মুস্ত্রসদস্যুং মহাধনম্।
অগস্ত্যশ্চ শ্রুতর্বা চ ব্রধ্নশ্বশ্চ মহীপতিঃ ॥১২
ত্রসদস্যুস্তু তান্ দৃষ্ট্বা প্রত্যগৃহ্লাদ্ যথাবিধি।
অভিগম্য মহারাজ বিষয়ান্তে মহামনাঃ ॥১৩
অর্চয়িত্বা যথান্যায়মিক্ষ্বাকু রাজসত্তমঃ।
সমস্তাংশ্চ ততোঽপৃচ্ছৎ প্রযোজনমুপক্রমে ॥১৪

অগস্ত্য উবাচ।

বিত্তকামানিহ প্রাপ্তান্ বিদ্ধি নঃ পৃথিবীপতে।
যথাশক্ত্যবিহিংস্যান্যান্ সংবিভাগং প্রযচ্ছ নঃ ॥১৫

লোমশ বলিলেন—তখন ব্রধ্নশ্ব নিজ আয়-ব্যয়ের পূর্ণ বিবরণ তাঁহাকে দিয়া বলিলেন—যদি ইহার মধ্যে কিছু অতিরিক্ত থাকে, তবে আপনারা তাহা গ্রহণ করিতে পারেন।১০

অনন্তর সমবুদ্ধি মহর্ষি আয় ও ব্যয় সমান দেখিয়া বুঝিলেন যে, অন্যের পীড়া দিয়া কিছুই গ্রহণ করা চলে না, সুতরাং তিনি কিছুই গ্রহণ করিলেন না।১১

তখন অগস্ত্য শ্রুতর্বা ও ব্রধ্নশ্ব উভয়কে সঙ্গে করিয়া পুরুকুৎসের পুত্র মহাধনী রাজা ত্রসদস্যুর নিকট গেলেন।১২

মহারাজ! ইক্ষ্বাকুবংশীয় মহামনস্বী রাজা ত্রসদস্যুও রাজ্য সীমান্ত পর্য্যন্ত আসিয়া তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনা করত প্রাসাদে লইয়া গেলেন। রাজশ্রেষ্ঠ ত্রসদস্যু পাদ্য-অর্ঘ্যাদির দ্বারা বিধিমত অর্চ্চনা করত তাঁহাদিগকে সেখানে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।১৩-১৪

অগস্ত্য বলিলেন,—আমরা তিনজনই ধনার্থী হইয়া আপনার নিকট আসিয়াছি। অন্যের পীড়া উৎপাদন না করিয়া সম্ভব হইলে আমাদিগকে কিছু ধন দিন।১৫

লোমশ উবাচ।

তত আয়-ব্যয়ৌ পূর্ণৌ তেষাং রাজা ন্যবেদয়ৎ।
এতজ্জ্ঞাত্বা হ্যুপাদধ্বং যদত্র ব্যতিরিচ্যতে ॥১৬

তত আয়-ব্যয়ৌ দৃষ্ট্বা সমৌ সমমতির্দ্বিজঃ।
সর্বথা প্রাণিনাং পীড়ামুপাদানাদমন্যত ॥১৭

ততঃ সর্বে সমেত্যাথ তে নৃপাস্তং মহামুনিম্।
ইদমূচুর্মহারাজ সমবেক্ষ্য পরস্পরম্ ॥১৮

অয়ং বৈ দানবো ব্রহ্মন্নিল্বলো বসুমান্ ভুবি।
তমতিক্রম্য সর্বেঽদ্য বয়ং চার্থামহে বসু ॥১৯

লোমশ উবাচ।

তেষাং তদাসীদুচিতমিল্বলস্যৈব ভিক্ষণম্।
ততস্তে সহিতা রাজন্নিল্বলং সমুপাদ্রবন্ ॥২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-
তীর্থযাত্রায়ামগস্ত্যোপাখ্যানে
অষ্টনবতিতমোঽধ্যায়ঃ ॥৯৮

লোমশ বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! রাজা ত্রসদস্যু নিজ আয়-ব্যয়ের পূর্ণ হিসাব দেখাইয়া বলিলেন, যদি ইহা হইতে অতিরিক্ত কিছু ধন থাকে, তাহা গ্রহণ করুন। সমবুদ্ধিসম্পন্ন মহর্ষিও তাঁহার আয়-ব্যয়ের সমানতা দেখিয়া কিছুই গ্রহণ করিলেন না; কারণ, উহাতে প্রাণীর পীড়া উৎপাদিত হইবে।১৬-১৭

মহারাজ! তখন সেই তিন নৃপতি পরস্পর পরামর্শ করিয়া মহামুনি অগস্ত্যকে এই কথা বলিলেন।১৮

হে ব্রহ্মন্! এই দানব ইল্বল পৃথিবীতে সর্ব্বাপেক্ষা ধনী। চলুন আমরা সকলে তাঁহার নিকট গিয়া ধন যাচ্ঞা করিব।১৯

লোমশ বলিলেন,—হে রাজন্! তখন তাঁহারা ইল্বলের নিকট যাচ্ঞা করার নিশ্চয় করত সকলে মিলিত হইয়া তাহার নিকট গেলেন।২০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে
লোমশতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে অগস্ত্যোপাখ্যানে অষ্টনবতিতম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৯৮

একোনশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ধনায় ইল্বলস্য সমীপে অগস্ত্যস্য গমনম্, বাতাপীল্বলয়োর্বিনাশঃ, লোপামুদ্রায়াঃ পুত্রলাভ,
শ্রীরামচন্দ্রেণ হৃততেজসঃ পরশুরামস্য পুনঃ প্রাপ্তিশ্চ।]

লোমশ উবাচ।

ইল্বলস্তান্ বিদিত্বা তু মহর্ষিসহিতান্ নৃপান্।
উপস্থিতান্ সহামাত্যো বিষয়ান্তে হ্যপূজয়ৎ ॥১

তেষাং ততোঽসুরশ্রেষ্ঠস্ত্বাতিথ্যমকরোৎ তদা।
সুসংস্কৃতেন কৌরব্য ভ্রাত্রা বাতাপিনা যদা ॥২

একোনশততম অধ্যায়।

[ধনের জন্য ইল্বলের নিকট অগস্ত্যের গমন, বাতাপি ও ইল্বলের বিনাশ, লোপামুদ্রার পুত্র লাভ এবং শ্রীরামচন্দ্র কর্ত্তৃক হৃত তেজ পরশুরামের পুনরায় লাভ।]

লোমশ বলিলেন,—ইল্বল মহর্ষি এবং রাজগণের আগমন সংবাদ পাইয়া মন্ত্রিমণ্ডলীর সহিত রাজ্যের সীমান্ত পর্য্যন্ত আসিয়া যথোচিত অভ্যর্থনা করিলেন।১

কুরুনন্দন! তারপর নিজ প্রাসাদে লইয়া গেলেন এবং তথায় পরিপক বাতাপির মাংসের দ্বারা তাঁহাদের আতিথ্য সৎকার করিলেন।২

ততো রাজর্ষয়ঃ সর্বে বিষণ্ণা গতচেতসঃ।
বাতাপিং সংস্কৃতং দৃষ্ট্বা মেষভূতং মহাসুরম্ ॥৩

অথাব্রবীদগস্ত্যস্তান্ রাজর্ষীনৃষিসত্তমঃ।
বিষাদো বো ন কর্তব্যো হ্যহং ভোক্ষ্যে মহাসুরম্ ॥৪

ধুর্য্যাসনমথাসাদ্য নিষসাদ মহানৃষিঃ।
তং পর্য্যবেষদ্ দৈতেন্দ্র ইল্বলঃ প্রহসন্নিব ॥৫

অগস্ত্য এব কৃৎস্নং তু বাতাপিং বুভুজে ততঃ।
ভুক্তবত্যসুরোঽহ্বানমকরোৎ তস্য চেল্বলঃ ॥৬

ততো বায়ুঃ প্রাদুরভূদধস্তস্য মহাত্মনঃ।
শব্দেন মহতা তাত গর্জন্নিব যথা ঘনঃ ॥৭

বাতাপে নিষ্ক্রমস্বেতি পুনঃ পুনরুবাচ হ।
তং প্রহস্যাব্রবীদ্ রাজন্নগস্ত্যো মুনিসত্তমঃ ॥৮

অনন্তর সেই রাজর্ষিগণ মেষরূপী বাতাপির মাংস পাক করিতে দেখিয়া অত্যন্ত বিষণ্ণ এবং অচেতনপ্রায় হইলেন।৩

তখন ঋষিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য রাজর্ষিগণকে বলিলেন,—"তোমরা বিষণ্ণ হইও না, ঐ মহাসুরকে আমিই ভক্ষণ করিব।"৪

তখন মহর্ষি এক শ্রেষ্ঠ আসনে ভোজনার্থ উপবেশন করিলেন এবং দৈত্যরাজ ইল্বল স্বয়ং হাসিতে হাসিতে সেই মাংস পরিবেশন করিতে লাগিলেন।৫

অগস্ত্যমুনি একাকীই ঐ সমস্ত মাংস ভক্ষণ করিলেন। তখন ইল্বল বাতাপির নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন।৬

তাত। তখন মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় সশব্দে মহাত্মা অগস্ত্যের অধোদেশ হইতে বায়ু নিঃসৃত হইল।৭

রাজন্! ইল্বল পুনঃ পুনঃ "বাতাপে! তুমি বাহির হইয়া আইস" এই বলিয়া ডাকিতে লাগিল। তখন মুনিশ্রেষ্ঠ অগস্ত্য হাসিতে হাসিতে তাহাকে বলিলেন।৮

কুতো নিষ্ক্রমিতুং শক্তো ময়া জীর্ণস্তু সোঽসুরঃ।
ইল্বলস্তু বিষণ্ণোঽভূদ্ দৃষ্ট্বা জীর্ণং মহাসুরম্ ॥৯

প্রাঞ্জলিশ্চ সহামাত্যৈরিদং বচনমব্রবীৎ।
কিমর্থমুপযাতাঃ স্থ ব্রূত কিং করবাণি বঃ ॥১০

প্রত্যুবাচ ততোঽগস্ত্যঃ প্রহসন্নিল্বলং তদা।
ঈশং হ্যসুর বিদ্মস্ত্বাং বয়ং সর্বে ধনেশ্বরম্ ॥১১

এতে চ নাতিধনিনো ধনার্থশ্চ মহান্ মম।
যথাশক্ত্যবিহিংস্যান্যান্ সংবিভাগং প্রযচ্ছ নঃ ॥১২

ততোঽভিবাদ্য তমৃষিমিল্বলো বাক্যমব্রবীৎ।
দিৎসিতং যদি বেৎসি ত্বং ততো দাস্যামি তে
বসু ॥১৩

সেই অসুর কোথা হইতে আর নির্গত হইবে, উহাকে যে আমি জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি। তাহা শুনিয়া ইল্বল 'মহাসুর বাতাপি জীর্ণ হইয়াছে বুঝিয়া' বিষণ্ণ হইলেন।৯

তখন তিনি অমাত্যগণের সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাদিগকে বলিল—"আপনারা কেন আমার নিকট আসিয়াছেন, আপনাদের আমি কি সেবা করিতে পারি"।১০

তদুত্তরে হাসিতে হাসিতে অগস্ত্য ইল্বলকে বলিলেন—অসুর! "তোমাকে আমরা ধনী বলিয়া জানি, এই রাজারাও অতিধনী নন্ এবং আমার ধনের প্রয়োজনও খুব বেশী। যাহাতে অন্যের পীড়া না হয়, এইরূপ ধন তুমি আমাদিগকে দাও"। ১১-১২

অনন্তর ইল্বল ঋষিকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন—"আমি মনে মনে আপনাদিগকে যাহা দিতে ইচ্ছা করিতেছি, তাহা যদি আপনি বলিতে পারেন, তবে আপনাদিগকে আমি ধন দিব"।১৩

অগস্ত্য উবাচ।

গবাং দশসহস্রাণি রাজ্ঞামেকৈকশোঽসুর।
তাবদেব সুবর্ণস্য দিৎসিতং তে মহাসুর ॥১৪
মহ্যং ততো বৈ দ্বিগুণং রথশ্চৈব হিরণ্ময়ঃ।
মনোজবৌ বাজিনৌ চ দিৎসিতং তে মহাসুর ॥১৫

(লোমশ উবাচ।

ইল্বলস্তু মুনিং প্রাহ সর্বমস্তি যথাত্থ মাম্।
রথং তু যমবোচো মাং নৈনং বিদ্মো হিরণ্ময়ম্ ॥

অগস্ত্য উবাচ।

ন মে বাগনৃতা কাচিদুক্তপূর্বামহাসুর।
জিজ্ঞাস্যতাং রথঃ সদ্যো ব্যক্ত এষ হিরণ্ময়ঃ।)

লোমশ উবাচ।

জিজ্ঞাস্যমানঃ স রথঃ কৌন্তেয়াসীদ্ধিরণ্ময়ঃ।
ততঃ প্রব্যথিতো দৈত্যো দদাবভ্যধিকং বসু ॥১৬
বিরাবশ্চ সুরাবশ্চ তস্মিন্ যুক্তৌ রথে হয়ৌ।
উহতুঃ সহসূনাশু তাবগস্ত্যাশ্রমং প্রতি ॥১৭
সর্বান্ রাজ্ঞঃ সহাগস্ত্যান্ নিমেষাদিব ভারত।
(ইল্বলস্ত্বনুগম্যৈনমগস্ত্যং হন্তুমৈচ্ছত।
ভস্ম চক্রে মহাতেজা হুঙ্কারেণ মহাসুরম্ ॥
মুনেরাশ্রমমশ্বৌ তৌ নিন্যতুর্বাতরংহসৌ।)
অগস্ত্যেনাভ্যনুজ্ঞাতা জগ্মূ রাজর্ষয়স্তদা।
কৃতবাংশ্চ মুনিঃ সর্বং লোপামুদ্রাচিকীর্ষিতম্ ॥১৮

লোপামুদ্রোবাচ।

কৃতবানসি তৎ সর্বং ভগবন্ মম কাঙ্ক্ষিতম্।
উৎপাদয় সকৃন্মহ্যমপত্যং বীর্য্যবত্তরম্ ॥১৯

অগস্ত্য উবাচ।

তুষ্টোঽহমস্মি কল্যাণি তব বৃত্তেন শোভনে।
বিচারণামপত্যে তু তব বক্ষ্যামি তাং শৃণু ॥২০

অগস্ত্য বলিলেন,—হে মহাসুর। তুমি প্রত্যেক রাজাকে দশ হাজার গাভী ও দশ হাজার সুবর্ণ মুদ্রা দিতে ইচ্ছা করিয়াছ।১৪

মহাসুর। আমাকে তুমি দিতে চাহিতেছ উহার দ্বিগুণ গাভী ও দ্বিগুণ সুবর্ণ মুদ্রা। এতদতিরিক্ত একটি সুবর্ণময় রথ ও দুইটি মনোবেগ-তুল্য বেগশালী অশ্ব।১৫

(লোমশ বলিলেন,—ইল্বল মুনিকে কহিলেন—"আপনি যাহা বলিলেন, তৎ সমস্তই আমার আছে কিন্তু যে সুবর্ণময় রথের কথা বলিলেন, উহা বুঝিতেছি না; কারণ, উহা আমার নাই।"

তদুত্তরে অগস্ত্য বলিলেন—হে মহাসুর। আমি পূর্ব্বে কখনও মিথ্যা কথা বলি নাই, তুমি তোমার পুরুষগণকে জিজ্ঞাসা কর, নিশ্চয়ই সুবর্ণময় রথ আছে।)

লোমশ বলিলেন,—হে কুন্তীনন্দন। ইল্বল খোঁজ করিয়া দেখিলেন, তাহার সুবর্ণময় রথ আছে, সুতরাং সেই দৈত্য অত্যন্ত ব্যথিতচিত্তে উক্তানুরূপ ধন মহর্ষিকে প্রদান করিলেন।১৬

হে ভারত। তখন সুরাব ও বিরাব নামক দুই অশ্ব সুবর্ণময় রথে যুক্ত হইয়া অগস্ত্যমুনি ও রাজগণের সকলের ধন বহন করত এক নিমিষের মধ্যেই অগস্ত্যমুনির আশ্রমের দিকে ধাবিত হইল। তখন ইল্বল মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন "ইহারা চলিতে থাকিলে আমি পশ্চাৎ দিক্ হইতে ইহাদের সকলকে বধ করিব"। এই ভাবিয়া যেমন তিনি তাঁহাদিগকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন, অমনই অগস্ত্যমুনি হুঙ্কারের দ্বারা ইল্বলকে ভস্ম করিয়া ফেলিলেন। অশ্ব দুইটি বায়ুবেগে অগস্ত্যমুনির আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইল। তারপর রাজর্ষিগণ মহর্ষির অনুমতি লইয়া স্ব স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এইরূপে অগস্ত্যমুনি লোপামুদ্রার সকল ইচ্ছা পূর্ণ করিলেন।১৭-১৮

সহস্রং তেঽস্তু পুত্রাণাং শতং বা দশসম্মিতম্।
দশ বা শততুল্যাঃ স্যুরেকো বাপি সহস্রজিৎ ॥২১

লোপামুদ্রোবাচ।

সহস্রসম্মিতঃ পুত্র একোঽপ্যস্তু তপোধন।
একো হি বহুভিঃ শ্রেয়ান্ বিদ্বান্ সাধুরসাধুভিঃ ॥২২

লোমশ উবাচ।

স তথেতি প্রতিজ্ঞায় তয়া সমভবন্মুনিঃ।
সময়ে সমশীলিন্যা শ্রদ্ধাবান্ শ্রদ্দধানয়া ॥২৩

তত আধায় গর্ভং তমগমদ্ বনমেব সঃ।
তস্মিন্ বনগতে গর্ভো ববৃধে সপ্ত শারদান্ ॥২৪

সপ্তমেঽব্দে গতে চাপি প্রাচ্যবৎ স মহাকবিঃ।
জ্বলন্নিব প্রভাবেণ দৃঢ়স্যুর্নাম ভারত ॥২৫
সাঙ্গোপনিষদান্ বেদান্ জপন্নিব মহাতপাঃ।
তস্য পুত্রোঽভবদৃষেঃ স তেজস্বী মহাদ্বিজঃ ॥২৬
স বাল এব তেজস্বী পিতুস্তস্য নিবেশনে।
ইধ্মানাং ভারমাজহ্রে ইধ্মবাহস্ততোঽভবৎ ॥২৭
তথাযুক্তং তু তং দৃষ্ট্বা মুমুদে স মুনিস্তদা।
এবং স জনয়ামাস ভারভাপত্যমুত্তমম্ ॥২৮
লেভিরে পিতরশ্চাস্য লোকান্ রাজন্
যথেপ্সিতান্।
তত ঊর্ধ্বময়ং খ্যাতস্ত্বগস্ত্যস্যাশ্রমো ভুবি ॥২৯

লোপামুদ্রা বলিলেন—হে ভগবন্। আমার যাহা যাহা আকাঙ্ক্ষা ছিল, তৎ সমস্তই পূর্ণ করিয়াছেন, অতঃপর আপনি আমাতে অত্যন্ত শক্তিশালী পুত্র উৎপাদন করুন।১৯

অগস্ত্য বলিলেন,—"হে কল্যাণি। আমি তোমার শিষ্ট আচরণে সন্তুষ্ট হইয়াছি, হে শোভনে! অপত্য সম্বন্ধে যে বিচার মনে উদিত হইয়াছে, তাহা তোমাকে বলিতেছি শ্রবণ কর" ।২০

তুমি সহস্র পুত্রচাও? অথবা দশ দশজনের তুল্য একশত পুত্র চাও? অথবা একশতজনের তুল্য দশ পুত্র চাও? অথবা সহস্র পুত্রের সমান একটি মাত্র পুত্র চাও?২১

লোপামুদ্রা বলিলেন,—হে তপোধন। সহস্র পুত্রের তুল্য একটি পুত্রই আমি কামনা করি; কারণ একটি বিদ্বান্ ও সাধু পুত্র বহু অবিদ্বান্ ও অসাধু পুত্র হইতে শ্রেষ্ঠ।২২

লোমশ বলিলেন,—তখন 'তাহাই হউক' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করত শ্রদ্ধালু মহামুনি সমান শীলসম্পন্না শ্রদ্ধালু পত্নী লোপামুদ্রার সহিত যথাকালে সঙ্গত হইলেন।২৩

তাহাতে গর্ভাধান করিয়া তিনি তপস্যা করিবার জন্য বনে চলিয়া গেলেন। তাঁহার বনবাস কালে সেই গর্ভ সাত বৎসর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।২৪

হে ভারত। সাত বৎসর অতীত হইয়া অষ্টম বর্ষে গর্ভস্থ শিশু নিজ তেজে প্রজ্বলিত হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। তাঁহার নাম হইল দৃঢ়স্যু এবং ভবিষ্যতে সে মহাকবি হইয়াছিল।২৫

ঋষি অগস্ত্যের পুত্র সেই মহাতপা তেজস্বী দৃঢ়স্যু ষড়ঙ্গ ও উপনিষদের সহিত চারি বেদ পাঠ করিতে করিতেই জন্মগ্রহণ করিলেন, তিনি ব্রাহ্মণগণ মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন।২৬

তিনি বাল্যকাল হইতেই পিতার গৃহে ইধ্ম অর্থাৎ যজ্ঞকাষ্ঠ বহন করিয়া আনিতেন, এজন্য তাঁহার অপর নাম হইল ইধ্মবাহ।২৭

সেই মুনি এই পুত্রকে পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। হে ভারত। মহর্ষি অগস্ত্য এইরূপ উত্তম পুত্র লাভ করিলেন।২৮

রাজন্! অগস্ত্যের পিতৃপুরুষগণ উত্তম লোকসকল লাভ করিলেন। তারপর হইতে অগস্ত্যের এই আশ্রম জগতে বিখ্যাত হইয়াছে।২৯

প্রাহ্লাদিরেবং বাতাপিরগস্ত্যেনোপশামিতঃ।
তস্যায়মাশ্রমো রাজন্ রমণীয়ৈর্গুণৈর্যুতঃ ॥৩০ ॥
এষা ভাগীরথী পুণ্যা দেব-গন্ধর্বসেবিতা।
বাতেরিতা পতাকেব বিরাজতি নভস্তলে ॥৩১
প্রতার্য্যমাণা কূটেষু যথা নিম্নেষু নিত্যশঃ।
শিলাতলেষু সন্ত্রস্তা পন্নগেন্দ্রবধূরিব ॥৩২
দক্ষিণাং বৈ দিশং সর্বাং প্লাবয়ন্তী চ মাতৃবৎ।
পূর্বং শম্ভোর্জটাভ্রষ্টা সমুদ্রমহিষী প্রিয়া।
অস্যাং নদ্যাং সুপুণ্যায়াং যথেষ্টমবগাহ্যতাম্ ॥৩৩
যুধিষ্ঠির নিবোধেদং ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্।
ভৃগোস্তীর্থং মহারাজ মহর্ষিগণসেবিতম্ ॥৩৪
যত্রোপস্পৃষ্টবান্ রামো হৃতং তেজস্তদাপ্তবান্।
অত্র ত্বং ভ্রাতৃভিঃ সার্দ্ধং কৃষ্ণয়া চৈব পাণ্ডব ॥৩৫
দুর্য্যোধনহৃতং তেজঃ পুনরাদাতুমর্হসি।
কৃতবৈরেণ রামেণ যথা চোপহৃতং পুনঃ ॥৩৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স তত্র ভ্রাতৃভিশ্চৈব কৃষ্ণয়া চৈব পাণ্ডবঃ।
স্নাত্বা দেবান্ পিতৄংশ্চৈব তর্পয়ামাস ভারত ॥৩৭

তস্য তীর্থস্য রূপং বৈ দীপ্তাদ্ দীপ্ততরং বভৌ।
অপ্রধৃষ্যতরশ্চাসীচ্ছাত্রবাণাং নরর্ষভ ॥৩৮

অপৃচ্ছচ্চৈব রাজেন্দ্র লোমশং পাণ্ডুনন্দনঃ।
ভগবন্ কিমর্থং রামস্য হৃতমাসীদ্ বপুঃ প্রভো।
কথং প্রত্যাহৃতং চৈব এতদাচক্ষ্ব পৃচ্ছতঃ ॥৩৯

লোমশ উবাচ।

শৃণু রামস্য রাজেন্দ্র ভার্গবস্য চ ধীমতঃ।
জাতো দশরথস্যাসীৎ পুত্রো রামো মহাত্মনঃ ॥৪০
বিষ্ণুঃ স্বেন শরীরেণ রাবণস্য বধায় বৈ।
পশ্যামস্তমযোধ্যায়াং জাতং দাশরথিং ততঃ ॥৪১

প্রহ্লাদের বংশধর বাতাপি এইরূপে অগস্ত্য-কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। রাজন্! তাঁহারই এই রমণীয় সর্ব্বগুণসম্পন্ন আশ্রম।৩০

দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণসেবিতা এই পুণ্যা ভাগীরথী বায়ুচালিত পতাকার ন্যায় আকাশে শোভা পাইতেছেন।৩১

সর্পবধূ যেমন ভয়ে ভীতা হইয়া শিলাতলে আত্মগোপন করে, তেমনই এই ভাগীরথীও পর্ব্বত-শৃঙ্গে আহতা হইয়া নীচে শিলাতলে প্রবিষ্ট হইতেছে।৩২

ভগবান্ শঙ্করের জটা হইতে নির্গতা হইয়া জননীর ন্যায় সমস্ত দক্ষিণ দিক্ প্লাবিত করিয়া সমুদ্রের প্রিয়া মহিষী এই গঙ্গা সমুদ্রে পতিত হইয়াছেন। হে রাজন্! তুমি ইচ্ছানুসারে এই পুণ্যময়ী নদীতে স্নান কর।৩৩

হে যুধিষ্ঠির! ত্রিলোকবিখ্যাত এই ভৃগুতীর্থ দর্শন কর। মহারাজ! এখানে মহর্ষিগণ বাস করেন।৩৪

এই তীর্থে স্নান করিয়া রামের সহিত শত্রুতাকারী পরশুরাম তাঁহার পূর্ব্বাপহৃত তেজ ফিরিয়া পাইয়াছিলেন; তুমিও ভ্রাতৃগণ ও কৃষ্ণার সহিত এখানে স্নান কর, তাহা হইলে দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক অপহৃত তেজ পুনরায় পরশুরামের ন্যায় ফিরিয়া পাইবে।৩৫-৩৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভারত! তখন ভ্রাতৃগণ ও কৃষ্ণার সহিত পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির ঐ তীর্থে স্নান করত দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ করিলেন।৩৭

হে নরশ্রেষ্ঠ! এই তীর্থে স্নান করিবার পর রাজা যুধিষ্ঠিরের রূপ পূর্ব্ব হইতে দীপ্তর হইল। মনে হইতে লাগিল, যেন তিনি শত্রুগণের নিকট পূর্ব্ব হইতে অধিক অপ্রধৃষ্য (অজেয়) হইলেন।৩৮

অনন্তর যুধিষ্ঠির লোমশমুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! পরশুরামের তেজ কেন অপহৃত হইয়াছিল এবং কি করিয়াই বা তিনি তাহা ফিরিয়া পাইলেন? ইহা আমি জানিতে চাই, আপনি আমাকে তৎ সমস্তই বলুন।৩৯

ঋচীকনন্দনো রামো ভার্গবো রেণুকাসুতঃ।
তস্য দাশরথেঃ শ্রুত্বা রামস্যাক্লিষ্টকর্মণঃ ॥৪২

কৌতূহলান্বিতো রামস্ত্বযোধ্যামগমৎ পুনঃ।
ধনুরাদায় তদ্ দিব্যং ক্ষত্রিয়াণাং নিবর্হণম্ ॥৪৩

জিজ্ঞাসমানো রামস্য বীর্য্যং দাশরথেস্তদা।
তং বৈ দশরথঃ শ্রুত্বা বিষয়ান্তমুপাগতম্ ॥৪৪

প্রেষয়ামাস রামস্য রামং পুত্রং পুরস্কৃতম্।
স তমভ্যাগতং দৃষ্ট্বা উদ্যতাস্ত্রমবস্থিতম্ ॥৪৫

প্রহসন্নিব কৌন্তেয় রামো বচনমব্রবীৎ।
কৃতকালং হি রাজেন্দ্র ধনুরেতন্ময়া বিভো ॥৪৬

সমারোপয় যত্নেন যদি শক্নোষি পার্থিব।
ইত্যুক্তস্ত্বাহ ভগবংস্তং নাধিক্ষেপ্তুমর্হসি ॥৪৭

নাহমপ্যধমো ধর্মে ক্ষত্রিয়াণাং দ্বিজাতিষু।
ইক্ষ্বাকূণাং বিশেষেণ বাহুবীর্য্যে ন কত্থনম্ ॥৪৮

তমেবংবাদিনং তত্র রামো বচনমব্রবীৎ।
অলং বৈ ব্যপদেশেন ধনুরায়চ্ছ রাঘব ॥৪৯

ততো জগ্রাহ রোষেণ ক্ষত্রিয়র্ষভসূদনম্।
রামো দাশরথির্দিব্যং হস্তাদ্ রামস্য কার্ম্মুকম্ ॥৫০

ধনুরারোপয়ামাস সলীল ইব ভারত।
জ্যাশব্দমকরোচ্চৈব স্ময়মানঃ স বীর্য্যবান্ ॥৫১

তস্য শব্দস্য ভূতানি বিত্রসন্ত্যশনেরিব।
অথাব্রবীৎ তদা রামো রামং দাশরথিস্তদা ॥৫২

লোমশ বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! তবে দাশরথি শ্রীরামচন্দ্র ও জ্ঞানী ভৃগু-বংশধর পরশুরামের কাহিনী বলিতেছি, শ্রবণ কর। শ্রীরাম মহাত্মা দশরথের পুত্ররূপে জন্মিয়াছিলেন। স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণুই রাবণবধের জন্য রামরূপে অযোধ্যায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আমরা দাশরথি রামকে অযোধ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত অবস্থায় দর্শন করিয়াছি।৪০-৪১

ঋচীক মুনির পুত্র ভৃগু-বংশধর রেণুকানন্দন পরশুরাম অক্লিষ্টকর্ম্মা দশরথনন্দন শ্রীরামের বলবীর্য্যের কথা শ্রবণ করত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ক্ষত্রিয়গণের বিনাশকারী বিরাট্ ভার্গব ধনু ধারণপূর্ব্বক অযোধ্যায় উপস্থিত হইলেন।৪২-৪৩

তিনি দশরথপুত্র শ্রীরামের বলের পরীক্ষা করিবার জন্যই তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার আগমন সংবাদ শুনিয়াই দশরথ তাঁহার পুত্র শ্রীরামকে অভ্যর্থনাপূর্ব্বক তাঁহাকে আনিবার জন্য প্রেরণ করিলেন। হে কৌন্তেয়! শ্রীরামচন্দ্রকে উদ্যতাস্ত্র হইয়া আসিতে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে তিনি বলিলেন—হে রাজেন্দ্র বিভো। যদি তোমার মধ্যে শক্তি থাকে, তবে তুমি আমার এই ক্ষত্রিয়বংশধ্বংসকারী ধনুতে গুণ আরোপণ কর।

পরশুরাম এই কথা বলিলে শ্রীরাম বলিলেন,—ভগবন্! এইরূপে আমাকে নিন্দা করা আপনার পক্ষে উচিত নহে। দ্বিজাতিগণের মধ্যে ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম্মপালনে আমি অধম নহি। বিশেষতঃ ইক্ষ্বাকুবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ নিজ বাহুবলের প্রশংসা করেন না।৪৪-৪৮

শ্রীরামের এই কথা শুনিয়া পরশুরাম বলিলেন,—বেশী কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। হে রাঘব। তুমি এই ধনুকে আনত কর।৪৯

তখন শ্রীরামচন্দ্র রোষাবিষ্ট হইয়া ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠগণের সংহারকারী সেই দিব্য কার্ম্মুক পরশুরামের হাত হইতে গ্রহণ করিলেন। হে ভারত! তারপর মহাপরাক্রমী শ্রীরামচন্দ্র ঈষৎ হাস্য সহকারে অনায়াসে তাহাতে গুণ আরোপ করিয়া তুমুল জ্যা-ঘোষ সৃষ্টি করিলেন।৫০-৫১

সেই শব্দকে সমস্ত প্রাণী বজ্রধ্বনি মনে করিয়া

ইদমারোপিতং ব্রহ্মন্ কিমন্যৎ করবাণি তে।
তস্য রামো দদৌ দিব্যং জামদগ্ন্যো মহাত্মনঃ।
শরমাকর্ণদেশান্তময়মাকৃষ্যতামিতি ॥৫৩

লোমশ উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বাব্রবীদ্ রামঃ প্রদীপ্ত ইব মন্যুনা।
শ্রূয়তে ক্ষম্যতে চৈব দর্পপুর্ণোঽসি ভার্গব ॥৫৪
ত্বয়া হ্যধিগতং তেজঃ ক্ষত্রিয়েভ্যো বিশেষতঃ।
পিতামহপ্রসাদেন তেন মাং ক্ষিপসি ধ্রুবম্ ॥৫৫
পশ্য মাং স্বেন রূপেণ চক্ষুস্তে বিতরাম্যহম্।
ততো রামশরীরে বৈ রামঃ পশ্যতি ভার্গবঃ ॥৫৬
আদিত্যান্ সবসূন্ রুদ্রান্ সাধ্যাংশ্চ সমরুদ্গণান্।
পিতরো হুতাশনশ্চৈব নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথা ॥৫৭
গন্ধর্বা রাক্ষসা যক্ষা নদ্যস্তীর্থানি যানি চ।
ঋষয়ো বালখিল্যাশ্চ ব্রহ্মভূতাঃ সনাতনাঃ ॥৫৮
দেবর্ষয়শ্চ কাৎ´স্ন্যেন সমুদ্রাঃ পর্বতাস্তথা।
বেদাশ্চ সোপনিষদো বষট্‌কারৈঃ সহাধ্বরৈঃ ॥৫৯
চেতোবন্তি চ সামানি ধনুর্বেদশ্চ ভারত।
মেঘবৃন্দানি বর্ষাণি বিদ্যুতশ্চ যুধিষ্ঠির ॥৬০
ততঃ স ভগবান্ বিষ্ণুস্তং বৈ বাণং মুমোচ হ।
শুষ্কাশনিসমাকীর্ণং মহোল্কাভিশ্চ ভারত ॥৬১
পাংশুবর্ষেণ মহতা মেঘবর্ষৈশ্চ ভূতলম্।
ভূমিকম্পৈশ্চ নির্ঘাতৈর্নাদৈশ্চ বিপুলৈরপি ॥৬২
স রামং বিহ্বলং কৃত্বা তেজশ্চাক্ষিপ্য কেবলম্।
আগচ্ছজ্জ্বলিতো বাণো রাম বাহুপ্রচোদিতঃ ॥৬৩
স তু বিহ্বলতাং গত্বা প্রতিলভ্য চ চেতনাম্।
রামঃ প্রত্যাগতপ্রাণঃ প্রাণমদ্ বিষ্ণুতেজসম্ ॥৬৪
বিষ্ণুনা সোঽভ্যনুজ্ঞাতো মহেন্দ্রমগমৎ পুনঃ।
ভীতস্তু তত্র ন্যবসদ্ ব্রীড়িতস্তু মহাতপাঃ ॥৬৫

ভীত হইল। তখন দাশরথিরাম জামদগ্ন্যকে বলিলেন—"ব্রহ্মন্! এই তো আপনার ধনুতে গুণ আরোপ করিয়াছি, এখন আর কি করিতে হইবে বলুন? তখন জামদগ্নিমুনির পুত্র পরশুরাম শ্রীরামচন্দ্রকে একটি শর দিয়া বলিলেন—"এই শরটি আকর্ণ আকর্ষণ কর" ।৫২-৫৩

লোমশ বলিলেন,—রাজন্! এই কথা শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র বলিলেন—হে ভার্গব! আপনি বড়ই দাম্ভিক, আপনি এই সকল কঠোর বাক্য আমাকে বলিতেছেন, তথাপি আমি তাহা ক্ষমা করিতেছি।৫৪

আপনি আপনার পিতামহ ঋচীকের কৃপায় ক্ষত্রিয়গণকে জয় করিয়া বড়ই গর্ব্বিত হইয়াছেন, এজন্যই আমাকে তিরস্কার করিতেছেন।৫৫

আপনি আমার নিজ স্বরূপ দর্শন করুন, আপনাকে আমি দিব্যচক্ষু প্রদান করিতেছি। হে ভারত যুধিষ্ঠির! তখন পরশুরাম শ্রীরামচন্দ্রের শরীরে দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, সাধ্য উনপঞ্চাশৎ মরুৎ, পিতৃগণ, অগ্নি, নক্ষত্র ও গ্রহসমূহ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, নদী ও তীর্থসমূহ, বালখিল্য প্রভৃতি ব্রহ্মনিষ্ঠ, সনাতন ঋষিগণ, সব সমুদ্র ও পর্ব্বত, উপনিষদের সহিত মূর্ত্তিমান্ বেদ, বষট্‌কার ও যজ্ঞসমূহ, প্রাণবন্ত সামাদি মন্ত্রসমূহ, ধনুর্বেদ, মেঘসমূহ, বিদ্যুৎ প্রভৃতি সমস্ত জগৎকেই দেখিতে পাইলেন।৫৬-৬০

ভরতবংশধর! তখন ভগবান্ বিষ্ণু শুষ্ক বজ্র ও উল্কাসমূহের দ্বারা সমাকীর্ণ সেই বাণ নিক্ষেপ করিলেন। তৎক্ষণাৎ ধূলির দ্বারা সমস্ত জগৎ আচ্ছন্ন হইল, বিনা বর্ষায় মেঘগর্জ্জন, ভূমিকম্প ও বজ্রনির্ঘোষ প্রভৃতি বিপুল শব্দে পৃথিবী কম্পিতা হইতে লাগিল।৬১-৬২

সেই রামবাহুনিক্ষিপ্ত প্রজ্বলিত বাণ পরশুরামকে সংহার না করিয়া কেবলমাত্র তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়া তাঁহার তেজ আহরণ করত রামচন্দ্রের হস্তে ফিরিয়া আসিল।৬৩

পরশুরাম প্রথমে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন ও পরে চেতনা লাভ করত বিষ্ণুতেজকে প্রণাম

ততঃ সংবৎসরেঽতীতে হৃতৌজসমবস্থিতম্।
নির্মদং দুঃখিতং দৃষ্ট্বা পিতরো রামমব্রুবন্ ॥৬৬

পিতরঃ ঊচুঃ।

ন বৈ সম্যগিদং পুত্র বিষ্ণুমাসাদ্য বৈ কৃতম্।
স হি পূজ্যশ্চ মান্যশ্চ ত্রিষু লোকেষু সর্বদা ॥৬৭

গচ্ছ পুত্র নদীং পুণ্যাং বধূসরকৃতাহ্বয়াম্।
তত্রোপস্পৃশ্য তীর্থেষু পুনর্বপুরবাপ্স্যসি ॥৬৮

দীপ্তোদং নাম তৎ তীর্থং যত্র তে প্রপিতামহঃ।
ভৃগুর্দেবযুগে রাম তপ্তবানুত্তমং তপঃ ॥৬৯

তৎ তথা কৃতবান্ রামঃ কৌন্তেয় বচনাৎ পিতুঃ।
প্রাপ্তবাংশ্চ পুনস্তেজস্তীর্থেঽস্মিন্ পাণ্ডুনন্দন ॥৭০

এতদীদৃশকং তাত রামেণাক্লিষ্টকর্ম্মণা।
প্রাপ্তমাসীন্মহারাজ বিষ্ণুমাসাদ্য বৈ পুরা ॥৭১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রাপর্ব্বণি লোমশতীর্থযাত্রায়াং জামদগ্ন্যতেজোহানিকথনে একোনশততমোঽধ্যায়ঃ ॥৯৯

করিলেন। তখন শ্রীবিষ্ণুর অনুমতিক্রমে মহাতপস্বী পরশুরাম ভীত ও লজ্জিত হইয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে বাস করিতে লাগিলেন।৬৪-৬৫

তারপর এক বৎসর অতীত হইলে পরশুরামকে তেজোহীন, অভিমানশূন্য ও দুঃখিত হইয়া অবস্থান করিতে দেখিয়া তাঁহার পিতৃপুরুষগণ তাঁহাকে বলিলেন।৬৬

পিতৃগণ বলিলেন—হে পুত্র রাম! শ্রীবিষ্ণুর নিকট গিয়া ঐরূপ দম্ভ প্রকাশ করা তোমার উচিত হয় নাই; কারণ, তিনি ত্রিলোকের সর্ব্বদা পূজ্য ও মান্য।৬৭

হে পুত্র! তুমি বধূসরনামক পুণ্য নদীতে স্নান কর, তাহা হইলে তুমি পুনরায় তোমার তেজোময় দেহ ফিরিয়া পাইবে।৬৮

রাম! উহা সেই দীপ্তোদনামক তীর্থ, যেখানে দেবযুগে তোমার প্রপিতামহ ভৃগু উত্তম তপস্যা করিয়াছিলেন।৬৯

হে কৌন্তেয়! তখন পিতৃগণের বাক্যানুসারে পরশুরাম তাহাই করিলেন। পাণ্ডুনন্দন! এই তীর্থে স্নান করিয়া তিনি পুনরায় নিজ তেজ ফিরিয়া পাইলেন।৭০

তাত মহারাজ! এইরূপে অনায়াসে মহৎ কর্ম্মকারী পরশুরাম শ্রীবিষ্ণুর অবতার শ্রীরামচন্দ্রের দ্বারা হৃততেজ হইয়া হতমান হইয়াছিলেন।৭১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে জামদগ্ন্যতেজোহানিকথনে একোনশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।৯৯

শততমোঽধ্যায়ঃ।

[বৃত্রাসুরভীতদেবেভ্যো দধীচমুনেরস্থিদানম্, তেন বজ্রনির্ম্মাণঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ভূয় এবাহমিচ্ছামি মহর্ষেস্তস্য ধীমতঃ।
কর্ম্মণাং বিস্তরং শ্রোতুমগস্ত্যস্য দ্বিজোত্তম ॥১

লোমশ উবাচ।

শৃণু রাজন্ কথাং দিব্যামদ্ভুতামতিমানুষীম্।
অগস্ত্যস্য মহারাজ প্রভাবমমিতৌজসঃ ॥২
আসন্ কৃত যুগে ঘোরা দানবা যুদ্ধদুর্ম্মদাঃ।
কালকেয়া ইতি খ্যাতা গণাঃ পরমদারুণাঃ ॥৩
তে তু বৃত্রং সমাশ্রিত্য নানাপ্রহরণোদ্যতাঃ।
সমন্তাৎ পর্য্যধাবন্ত মহেন্দ্রপ্রমুখান্ সুরান্ ॥৪
ততো বৃত্রবধে যত্নমকুর্ব্বংস্ত্রিদশাঃ পুরা।
পুরন্দরং পুরস্কৃত্য ব্রহ্মাণমুপতস্থিরে ॥৫
কৃতাঞ্জলীংস্তু তান্ সর্বান্ পরমেষ্ঠীত্যুবাচ হ।
বিদিতং মে সুরাঃ সর্বং যদ্ বঃ কার্য্যং
চিকীর্ষিতম্ ॥৬
তমুপায়ং প্রবক্ষ্যামি যথা বৃত্রং বধিষ্যথ।
দধীচ ইতি বিখ্যাতো মহানৃষিরুদারধীঃ ॥৭
তং গত্বা সহিতাঃ সর্বে বরং বৈ সম্প্রযাচত।
স বো দাস্যতি ধর্ম্মাত্মা সুপ্রীতেনান্তরাত্মনা ॥৮
স বাচ্যঃ সহিতৈঃ সর্ব্বৈর্ভবদ্ভির্জ্জয়কাঙ্ক্ষিভিঃ।
স্বান্যস্থীনি প্রযচ্ছেতি ত্রৈলোক্যস্য হিতায় বৈ ॥৯
স শরীরং সমুৎসৃজ্য স্বান্যস্থীনি প্রদাস্যতি।
তস্যাস্থিভির্মহাঘোরং বজ্রং সংক্রিয়তাং দৃঢ়ম্ ॥১০
মহচ্ছত্রুহণং ঘোরং ষড়স্রং ভীমনিঃস্বনম্।
তেন বজ্রেণ বৈ বৃত্রং বধিষ্যতি শতক্রতুঃ ॥১১

শততম অধ্যায়

[বৃত্রাসুর হইতে ত্রস্ত দেবগণকে দধীচমুনির অস্থিদান এবং তাহাদ্বারা বজ্রনির্ম্মাণ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তম। আমি পুনরায় বুদ্ধিমান্ মহর্ষি অগস্ত্যের কর্ম্মকাহিনী সবিস্তারে শুনিতে চাই।১

লোমশ বলিলেন,—হে মহারাজ। অমিততেজা মহর্ষি অগস্ত্যের দিব্য, অদ্ভুত, অলৌকিক প্রভাবের কথা বলিতেছি,—শ্রবণ কর।২

সত্যযুগে কালকেয়নামক ঘোর যুদ্ধদুর্ম্মদ পরম দারুণ দানবগণের বহু সঙ্ঘ ছিল।৩

তাহারা বৃত্রাসুরের শরণাগত হইয়া তাহারই সেনাপতিত্বে নানা অস্ত্র ধারণ করত মহেন্দ্রপ্রমুখ দেবতাগণের প্রতি ধাবমান হইল।৪

তখন দেবতাগণ বৃত্রাসুরের বধের জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন; তাঁহারা ইন্দ্রকে সম্মুখে রাখিয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন।৫

কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থিত দেবগণকে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দেবগণ। তোমাদের অভিপ্রায় আমি পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছি।৬

যে উপায়ে তোমরা বৃত্রাসুরকে বধ করিতে পারিবে, আমি সেই উপায় বলিতেছি। দধীচ নামে একজন বিখ্যাত উদারচেতা মহর্ষি আছেন।৭

তোমরা সকলে গিয়া তাঁহার নিকট বর যাচ্ঞা কর, সেই ধর্ম্মজ্ঞ মুনি হৃষ্টান্তঃকরণে তোমাদিগকে বর দিবেন।৮

দৈত্যজয়েচ্ছু তোমরা সকলে মিলিয়া এই বর প্রার্থনা করিবে—“আপনি ত্রিলোকের হিতের জন্য আপনার অস্থি আমাদিগকে দিন”।৯

তিনি যোগবলে শরীর পরিত্যাগ করিয়া তোমাদিগকে তাঁহার অস্থিসমূহ প্রদান করিবেন। তোমরা সেই অস্থির দ্বারা মহাভয়ঙ্কর ও সুদৃঢ় বজ্রনামক অস্ত্র নির্ম্মাণ কর।১০

ষড়স্র (ছয়টিকোণযুক্ত), ভয়ানক শব্দকারী ও শত্রুবধকারী সেই ঘোর বজ্ররূপ অস্ত্রের দ্বারাই শতক্রতু ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করিবে।১১

এতদ্ বঃ সর্বমাখ্যাতং তস্মাচ্ছীঘ্রং বিধীয়তাম্ ।
এবমুক্তাস্ততো দেবা অনুজ্ঞাপ্য পিতামহম্ ॥১২
নারায়ণং পুরস্কৃত্য দধীচস্যাশ্রমং যযুঃ ।
সরস্বত্যাঃ পরে পারে নানাদ্রুমলতাবৃতম্ ॥১৩
ষট্পদোদ্গীতনিনদৈর্বিঘুষ্টং সামগৈরিব ।
পুংস্কোকিলরবোন্মিশ্রং জীবং জীবকনাদিতম্ ॥১৪
মহিষৈশ্চ বরাহৈশ্চ সৃমরৈশ্চমরৈরপি ।
তত্র তত্রানুচরিতং শার্দূলভয়বর্জিতৈঃ ॥১৫
করেণুভির্বারণৈশ্চ প্রভিন্নকরটামুখৈঃ ।
সরোঽবগাঢ়ৈঃ ক্রীড়দ্ভিঃ সমন্তাদনুনাদিতম্ ॥১৬
সিংহ-ব্যাঘ্রৈর্মহানাদান্নদ্ভিরনুনাদিতম্ ।
অপরৈশ্চাপি সংলীনৈর্গুহাকন্দরশায়িভিঃ ॥১৭
তেষু তেষ্ববকাশেষু শোভিতং সুমনোরমম্
ত্রিবিষ্টপসমপ্রখ্যং দধীচাশ্রমমাগমন্ ॥১৮

তত্রাপশ্যন্ দধীচং তে দিবাকরসমদ্যুতিম্ ।
জাজ্বল্যমানং বপুষা যথা লক্ষ্ম্যা পিতামহম্ ॥১৯

তস্য পাদৌ সুরা রাজন্নভিবাদ্য প্রণম্য চ ।
অযাচন্ত বরং সর্বে যথোক্তং পরমেষ্ঠিনা ॥২০

ততো দধীচঃ পরমপ্রতীতঃ
সুরোত্তমাংস্তানিদমভ্যুবাচ ।
করোমি যদ্ বো হিতমদ্য দেবাঃ
স্বং চাপি দেহং স্বয়মুৎসৃজামি ॥২১
স এবমুক্ত্বা দ্বিপদাং বরিষ্ঠঃ
প্রাণান্ বশী স্বান্ সহসোৎসসর্জ ।
ততঃ সুরাস্তে জগৃহুঃ পরাসো-
রস্থীনি তস্যাথ যথোপদেশম্ ॥২২

এই তোমাদের হিতকর সব কথা বলিলাম, এখন শীঘ্র ইহার বিধান কর।

ব্রহ্মা এই কথা বলিলে দেবগণ তাঁহার অনুমতিক্রমে বিদায় লইয়া নারায়ণকে সম্মুখে রাখিয়া দধীচ মুনির আশ্রমে গেলেন। উহা সরস্বতী নদীর অপর পারে নানা বৃক্ষলতাদিতে পরিপূর্ণ ছিল।১২-১৩

পুরুষ কোকিলসমূহের মধুর স্বরের সহিত মিলিত ভ্রমরসমূহের গুঞ্জনধ্বনি সেখানে সামগানের ন্যায় শুনাইতেছিল এবং আশ্রমটি পক্ষিসমূহের কূজনধ্বনিতে সজীব বলিয়া মনে হইতেছিল। মহিষ, শূকর, সৃমর ও চমর (মৃগবিশেষ)-সমূহ ব্যাঘ্রভয়শূন্য হইয়া আশ্রমে বিচরণ করিতেছিল। মদস্রাবী হস্তিসমূহ হস্তিনী সমভিব্যাহারে আশ্রমস্থ সরোবরে অবগাহন করত বৃংহণধ্বনি করিতে করিতে চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া খেলা করিতেছিল। পর্ব্বতের গুহা ও কন্দরসমূহে শয়ান সিংহ ও ব্যাঘ্রসমূহের গর্জ্জন এবং গুহামধ্যে স্থিত অন্যান্য প্রাণীর শব্দও শুনা যাইতে ছিল। এইরূপে সর্ব্বপ্রকার মনোরম দৃশ্যে সুশোভিত স্বর্গতুল্য সেই দধীচ মুনির আশ্রমে দেবগণ উপস্থিত হইলেন।১৪-১৮

সেখানে তাঁহারা সূর্য্যের তুল্য জ্যোতির্ম্ময় শরীরধারী কান্তিতে ব্রহ্মার ন্যায় সুন্দর মহামুনি দধীচকে দর্শন করিলেন।১৯

হে রাজন্! দেবগণ তাঁহার পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করত ব্রহ্মা যেমন বলিয়া দিয়াছিলেন, সেইরূপ বর প্রার্থনা করিলেন।২০

তখন পরম প্রীত হইয়া দধীচ মুনি বলিলেন—"হে দেবগণ! আমি আপনাদের অভীষ্ট পূরণ করিব। আপনাদের হিতের জন্য আমি আমার এই শরীর যোগবলে পরিত্যাগ করিতেছি।২১

এই কথা বলিয়াই দধীচ মুনি প্রাণায়ামের সাহায্যে সহসাই তাঁহার শরীর পরিত্যাগ করিলেন এবং দেবগণও ব্রহ্মার উপদেশ মত তাঁহার অস্থিসমূহ গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন।২২

আমি দুর্গা, আমি দুর্গপারা, আমি সারা, আমি সর্ব্বাধিকারিণী, আমি খ্যাতি, আমি কৃষ্ণা, আমি ধূম্রা, আমি অতিসৌম্যা, আমি অতিভীষণা, আমি জগতের প্রতিষ্ঠা, আমি দেবী, আমি ক্রিয়া, আমি বিষ্ণুমায়া, আমি চেতনা, আমি সর্ব্বভূতে বুদ্ধিরূপে অবস্থিতা, আমি সর্ব্বভূতে নিদ্রারূপে সংস্থিতা, আমি সর্ব্বভূতে ক্ষুধারূপে নিবিষ্টা, আমি সর্ব্বভূতে ছায়ারূপে সমাশ্রিতা, আমি ভূতসমূহে শক্তিরূপে সন্নিবিষ্টা, আমি সর্ব্বভূতে তৃষ্ণারূপে অবস্থিতা, আমি সর্ব্বভূতে ক্ষান্তিরূপে সমাশ্রিতা, আমি সর্ব্বভূতে জাতিরূপে সন্নিবিষ্টা। আমি সর্ব্বভূতে লজ্জারূপে সংস্থিতা, আমি সর্ব্বভূতে শান্তিরূপে সমাশ্রিতা, আমি সর্ব্বভূতে শ্রদ্ধারূপে অবস্থিতা, আমি সর্ব্বভূতে কান্তিরূপে বিরাজিতা, আমি সর্ব্বভূতে লক্ষ্মীরূপে সন্নিহিতা, আমি সর্ব্বভূতে বৃত্তিরূপে সংস্থিতা, আমি সর্ব্বভূতে স্মৃতিরূপে অবস্থিতা, আমি সর্ব্বভূতে দয়ারূপে আশ্রিতা, আমি সর্ব্বভূতে তুষ্টিরূপে নিবিষ্টা, আমি সর্ব্বভূতে মাতৃরূপে অবস্থিতা, আমি সর্ব্বভূতে ভ্রান্তিরূপে সংস্থিতা, আমি চতুর্দ্দশ ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে বিরাজিতা। আমি পঞ্চস্থূল-পঞ্চসূক্ষ্ম ভূতের প্রেরয়িত্রী, আমি বিশ্বব্যাপিকা, আমি ব্রহ্মময়ী, আমি ব্রহ্মরূপিণী, আমি চিতি-শক্তিরূপে সম্পূর্ণ জগৎ সমাচ্ছন্ন করত বিরাজমানা। আমি জ্যোতির্ম্ময়ী ভক্তদুঃখনাশিনী, আমি

অখিল জগতের জননী, আমি বিশ্বেশ্বরী, আমি চরাচর জগতের অধীশ্বরী, আমি জগতের আধারভূতা, আমি অদ্বিতীয়া, আমি মহীস্বরূপে অবস্থিতা, আমি জলরূপে অবস্থিত হয়ে সমগ্র জগৎকে পরিপুষ্ট করি, আমি অনতিক্রমণীয় শক্তিশালিনী, আমি অনন্তবীর্য্যা বৈষ্ণবশক্তি, আমি বিশ্বের আদিকারণ মহামায়া, আমি নিখিল জগৎকে বিমোহিত করি, আমি শরণাগত ভক্তকে মুক্তিদান করে থাকি। আমি ঋক্, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব—চারিবেদ, আমি শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, জ্যোতিষ, আমি ধর্ম্মশাস্ত্র, আমি মীমাংসা, ন্যায়, পুরাণ, আয়ুর্ব্বেদ, যজুর্ব্বেদ, গন্ধর্ব্ববেদ ও অর্থশাস্ত্র।

মা, মা, মা! সব আমি, সব আমি, সব আমি।

PRESENTED

LIBRARY
No..........
[illegible] Anandamayee Ashram
BANARAS

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ
প্রবর্ত্তিত

৬৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ওঙ্কারমঠ ২৯।১।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !

মা, প্রেমময়ী মা, মধুময়ী মা, অমৃতময়ী মা।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ধর্ম্মের হানি আর অধর্ম্মের অভ্যুত্থানে, করি আমি আমারে সৃজন। সাধুগণের পরিত্রাণ ও বিনাশিতে পাপিগণে, যুগে যুগে হই অবতীর্ণ আমি অবনীমণ্ডলে।

আমি সব। আমি নিরাকার, আমি সাকার, আমি সচ্চিদানন্দঘন মূর্ত্তি ধরে পৃথিবীতে লীলা করবার জন্য আসি।

মা, মা, মা !

চতুঃষষ্টিকলাযুক্তা, পাতিব্রত্য, সৌন্দর্য্য ও তারুণ্যাদি গুণান্বিতা সমস্ত রমণী আমি। আমি বিশ্বজননী, আমি জগতের

[মহাভারত—সপ্তদশ

[অষ্টমবর্ষ, কার্ত্তিক মাস, ১৩৭৬]

[পঞ্চম সংখ্যা—উত্থানী যাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

মহাভারতম্

LIBRARY
No.……….
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

শ্রীনিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তব স্বল্পমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

PRESENTED

যুগ্ম-সম্পূজক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

ার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা।

(প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা)

স্বত্বাধিকারী ঃ—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ এম্. এ.

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর ঃ—
কিঙ্কর বিমলানন্দ।
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্র নাথ দে, এম্. বি., ডি. ও. এম্. এস্.
ডি. পি. এইচ. ডি. টি. এম্. এণ্ড
এইচ (লণ্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম
বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি.
রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও
৯এ, হরি পাল লেন, কলিকাতা—৬
আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত।
১৫ই কার্ত্তিক, ১৩৭৬।

কার্য্যালয় ঃ—
৩৮সি, বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৪-৪৪০৮

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, বাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তারপর আর্য্যশাস্ত্রে অপ্রকাশিত যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ নঃ পঃ মাত্র ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রভৃতি থাকিলে "সম্পূজক আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা—৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
গৌঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্য সত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন—

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

আর্য্যশাস্ত্রে পূর্ব্বপ্রকাশিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি এখনও পাওয়া যায়।

১। মনুসংহিতা ৩.০০ টাকা

২। বিংশতিসংহিতা ও স্মৃতি ২২.৫০ "

সংহিতা—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনঃ, অঙ্গিরঃ, যম, আপস্তম্ব. সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ. লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বসিষ্ঠ।

স্মৃতি—প্রজাপতি, লঘুশঙ্খ, শঙ্খ-লিখিত, ঔশনস. বৃহদ্‌যম. লঘুযম, অরুণ, অত্রি, আঙ্গিরস, কপিল, লঘ্বাশ্বলায়ন, বাধূল, বৃদ্ধহারীত. লোহিত, দাল্‌ভ্য, কণ্ব, বৃহৎপরাশর, নারদ।)

৩। শ্রীবাল্মীকি রামায়ণ ৩০.০০ টাকা

৪। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ৯.০০ "

৫। শ্রীমদ্‌ভাগবত ৪২.০০ "

(ডাক মাশুল স্বতন্ত্র)

PRESENTED

প্রহৃষ্টরূপাশ্চ জয়ায় দেবা-
স্ত্বষ্টারমাগম্য তমর্থমূচুঃ।
ত্বষ্টা তু তেষাং বচনং নিশম্য
প্রহৃষ্টরূপঃ প্রয়তঃ প্রযত্নাৎ ॥২৩
চকার বজ্রং ভৃশমুগ্ররূপং
কৃত্বা চ শক্রং স উবাচ হৃষ্টঃ।
অনেন বজ্রপ্রবরেণ দেব
ভস্মীকুরুষ্বাদ্য সুরারিমুগ্রম্ ॥২৪

ততো হতারিঃ সগণঃ সুখং বৈ
প্রশাধি কৃৎস্নং ত্রিদিবং দিবিষ্ঠঃ।
ত্বষ্ট্রা তথোক্তস্তু পুরন্দরস্তদ্
বজ্রং প্রহৃষ্টঃ প্রযতো হ্যগৃহ্লাৎ ॥২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রাপর্ব্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়াং বজ্রনির্মাণকথনে শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১০০

দেবগণ জয়ের আশায় অনন্দিত মনে স্বর্গে গমন করত বিশ্বকর্ম্মাকে ডাকাইয়া সব কথা বলিলেন। তিনি দেবগণের বাক্য শুনিয়া আনন্দিত হইলেন এবং ঐ অস্থির দ্বারা যত্নসহকারে ভয়ঙ্কর উগ্র বজ্র অস্ত্র নির্ম্মাণ করত হৃষ্টমনে দেবরাজকে দিয়া বলিলেন,—দেবরাজ! আপনি এই শ্রেষ্ঠ বজ্রাস্ত্রের দ্বারা উগ্র সুরারি বৃত্রাসুরকে আজ ভস্মীভূত করুন।২৩-২৪

তারপর শত্রুহীন হইয়া অনুচর দেবগণের সহিত সুখে স্বর্গকে শাসন করুন। বিশ্বকর্ম্মা এইরূপ বলিলে দেবরাজ ইন্দ্র আনন্দিতচিত্তে ঐ বজ্র গ্রহণ করিলেন।২৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে বজ্রনির্মাণকথনবিষয়ক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১০০

একাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[বৃত্রাসুরবধঃ, অসুরাণাং মন্ত্রণা চ।]

লোমশ উবাচ।

ততঃ স বজ্রী বলিভির্দৈবতৈরভিরক্ষিতঃ।
আসসাদ ততো বৃত্রং স্থিতমাবৃত্য রোদসী ॥১
কালকেয়ৈর্মহাকায়ৈঃ সমন্তাদভিরক্ষিতম্।
সমুদ্যতপ্রহরণৈঃ সশৃঙ্গৈরিব পর্বতৈঃ ॥২
ততো যুদ্ধং সমভবদ্ দেবানাং দানবৈঃ সহ।
মুহূর্ত্তং ভরতশ্রেষ্ঠ লোকত্রাসকরং মহৎ ॥৩
উদ্যতপ্রতিপিষ্টানাং খড়্গানাং বীরবাহুভিঃ।
আসীৎ সুতুমুলঃ শব্দঃ শরীরেষ্বভিপাত্যতাম্ ॥৪

একাধিকশততম অধ্যায়।

[বৃত্রাসুর বধ ও অসুরগণের মন্ত্রণা।]

লোমশ বলিলেন,—অনন্তর বজ্রধারী দেবরাজ অন্যান্য দেবগণের দ্বারা অভিরক্ষিত হইয়া পৃথিবী ও আকাশ আচ্ছাদন করিয়া অবস্থিত বৃত্রাসুরের নিকট উপস্থিত হইলেন।১

বৃত্রাসুর উদ্যতাস্ত্র, শিখরযুক্ত পর্ব্বততুল্য বৃহদাকারবিশিষ্ট কালকেয় দৈত্যগণের দ্বারা চতুর্দিকে সুরক্ষিত ছিলেন।২

শিরোভিঃ প্রপতদ্ভিশ্চাপ্যন্তরিক্ষান্মহীতলম্।
তালৈরিব মহারাজ বৃন্তাদ্ ভ্রষ্টৈরদৃশ্যত ॥৫
তে হেমকবচা ভূত্বা কালেয়াঃ পরিঘায়ুধাঃ।
ত্রিদশানভ্যবর্ত্তন্ত দাবদগ্ধা ইবাদ্রয়ঃ ॥৬
তেষাং বেগবতাং বেগং সাভিমানং প্রধাবতাম্।
ন শেকুস্ত্রিদশাঃ সোঢ়ুং তে ভগ্নাঃ প্রাদ্রবন্ ভয়াৎ ॥৭
তান্ দৃষ্ট্বা দ্রবতো ভীতান্ সহস্রাক্ষঃ পুরন্দরঃ।
বৃত্রে বিবর্ধমানে চ কশ্মলং মহদাবিশৎ ॥৮
কালেয়ভয়সন্ত্রস্তো দেবঃ সাক্ষাৎ পুরন্দরঃ।
জগাম শরণং শীঘ্রং তং তু নারায়ণং প্রভুম্ ॥৯
তং শক্রং কশ্মলাবিষ্টং দৃষ্ট্বা বিষ্ণুঃ সনাতনঃ।
স্বতেজো ব্যদধাচ্ছক্রং বলমস্য বিবর্ধয়ন্ ॥১০
বিষ্ণুনা গোপিতং শক্রং দৃষ্ট্বা দেবগণাস্ততঃ।
সর্বে তেজঃ সমাদধ্যুস্তথা ব্রহ্মর্ষয়োঽমলাঃ ॥১১
স সমাপ্যায়িতঃ শক্রো বিষ্ণুনা দৈবতৈঃ সহ।
ঋষিভিশ্চ মহাভাগৈর্বলবান্ সমপদ্যত ॥১২
জ্ঞাত্বা বলস্থং ত্রিদশাধিপং তু
ননাদ বৃত্রো মহতো নিনাদান্।
তস্য প্রণাদেন ধরা দিশশ্চ
খং দ্যৌর্নগাশ্চাপি চচাল সর্বম্ ॥১৩
ততো মহেন্দ্রঃ পরমাভিতপ্তঃ
শ্রুত্বা রবং ঘোররূপং মহান্তম্।
ভয়ে নিমগ্নস্ত্বরিতো মুমোচ
বজ্রং মহৎ তস্য বধায় রাজন্ ॥১৪

হে ভরতশ্রেষ্ঠ। তখন এক মুহূর্ত্তকাল পর্য্যন্ত দানবগণের সহিত দেবগণের তুমুল সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল।৩

বীরগণের বিশাল ভুজনিক্ষিপ্ত খড়্গাদি অস্ত্রসমূহ শক্রর শরীরে পাতিত হইতেছিল এবং বিপক্ষীয় অস্ত্রাঘাতে তাহা চূর্ণবিচূর্ণ হইতেছিল। ইহাতে যুদ্ধস্থলে তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল।৪

হে মহারাজ। অস্ত্রের আঘাতে প্রতিপক্ষের ছিন্ন শিরসমূহ আকাশ হইতে বৃন্তচ্যুত তালসমূহের ভূমিতলে পতিত হইতে দেখা যাইতেছিল।৫

স্বর্ণকবচপরিহিত কালেয় দানবগণ দেবগণের প্রতি পরিঘ হস্তে ধাবমান হইতেছিল; উহা দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন দাবদগ্ধ পর্ব্বতসমূহ ধাবিত হইতেছে।৬

বেগশালী সেই অসুরগণের অহঙ্কারপূর্ব্বক বেগ দেবগণ সহ্য করিতে না পারিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া ভয়ে পলাইতে লাগিলেন।৭

দেবগণকে ভয়ে পলাইতে দেখিয়া সহস্রলোচন দেবরাজ বৃত্রাসুরের বলবৃদ্ধি দর্শনে মহা বিহ্বলতা প্রাপ্ত হইলেন।৮

কালেয় অসুরগণের ভয়ে সাক্ষাৎ পুরন্দর পর্য্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া দ্রুত প্রভু নারায়ণের শরণাপন্ন হইলেন।৯

ইন্দ্রকে মোহাচ্ছন্ন হইতে দেখিয়া সনাতন ভগবান্ নারায়ণ নিজ তেজ তাঁহার মধ্যে আধান করত তাঁহার বল বৃদ্ধি করিলেন।১০

ইন্দ্রকে বিষ্ণুর দ্বারা রক্ষিত দেখিয়া দেবগণ ও নির্মল ব্রহ্মর্ষিগণ নিজ নিজ তেজ ইন্দ্রকে প্রদান করিলেন।১১

বিষ্ণু, দেবতাবৃন্দ ও মহাভাগ ঋষিগণের বলের আধানবশতঃ দেবরাজ বলবান্ হইলেন।১২

ত্রিদশাধিপ ইন্দ্রকে বলবান্ দেখিয়া বৃত্রাসুর ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই গর্জ্জনধ্বনিতে দশ দিক্, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল ও পর্ব্বতসমূহ কাঁপিতে লাগিল।১৩

রাজন্। সেই ভয়ঙ্কর শব্দশ্রবণে ইন্দ্র অত্যন্ত সন্তপ্ত

স শক্রবজ্রাভিহতঃ পপাত
মহাসুরঃ কাঞ্চনমাল্যধারী।
যথা মহাশৈলবরঃ পুরস্তাৎ
স মন্দরো বিষ্ণুকরাদ্ বিমুক্তঃ ॥১৫

তস্মিন্ হতে দৈত্যবরে ভয়ার্ত্তঃ
শক্রঃ প্রদুদ্রাব সরঃ প্রবেষ্টুম্।
বজ্রং স মেনে ন করাদ্ বিমুক্তং
বৃত্রং ভয়াচ্চাপি হতং ন মেনে ॥১৬

সর্বে চ দেবা মুদিতাঃ প্রহৃষ্টা
মহর্ষয়শ্চেন্দ্রমভিষ্টুবন্তঃ।
সর্বাংশ্চ দৈত্যাংস্ত্বরিতাঃ সমেত্য
জঘ্নুঃ ত্বরা বৃত্রবধাভিতপ্তান্ ॥১৭

তৈস্ত্রাস্যমানাস্ত্রিদশৈঃ সমেতৈঃ
সমুদ্রমেবাবিবিশুর্ভয়ার্তাঃ।
প্রবিশ্য চৈবোদধিমপ্রমেয়ং
ঝষাকুলং নক্রসমাকুলঞ্চ ॥১৮

তদা স্ম মন্ত্রং সহিতাঃ প্রচক্রু-
স্ত্রৈলোক্যনাশার্থমভিস্ময়ন্তঃ।
তত্র স্ম কেচিন্মতিনিশ্চয়জ্ঞা-
স্তাংস্তানুপায়ানুপবর্ণয়ন্তি ॥১৯

তেষাং তু তত্র ক্রমকালযোগাদ্
ঘোরা মতিশ্চিন্তয়তাং বভূব।
যে সন্তি বিদ্যাতপসোপপন্না-
স্তেষাং বিনাশঃ প্রথমং তু কার্য্যঃ ॥২০

লোকা হি সর্বে তপসা ধ্রিয়ন্তে
তস্মাৎ ত্বরধ্বং তপসঃ ক্ষয়ায়।
যে সন্তি কেচিচ্চ বসুন্ধরায়াং
তপস্বিনো ধর্মবিদশ্চ তজ্জ্ঞাঃ ॥২১

হইলেন এবং ভীত হইয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার বধের নিমিত্ত সেই বজ্র অস্ত্র তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন।১৪

পুরাকালে শ্রীবিষ্ণুর হস্তচ্যুত মন্দর পর্ব্বত যেমন ভূমিতে পতিত হইয়াছিল, তেমনই কাঞ্চন মাল্যধারী বৃত্রাসুরও ইন্দ্রের বজ্রের আঘাতে ভূমিতে লুটিয়া পড়িল।১৫

বৃত্রের ভয়ে ইন্দ্র এত ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তাঁহার হাত হইতে বজ্র কখন নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতেই পারেন নাই এবং বৃত্রাসুর মরিয়াছে কিনা তাহাও তিনি লক্ষ্য করিতে পারেন নাই ; তিনি ভীত হইয়া বজ্র নিক্ষেপ করিয়াই সরোবরে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত দ্রুত পলায়ন করিয়াছিলেন।১৬

সকল দেবতা ও মহর্ষিগণ বৃত্রবধে আনন্দিত হইয়া মহেন্দ্রের স্তুতি করিতে লাগিলেন। অনন্তর বৃত্রবধে ভগ্নমনোরথ অসুরগণকে দেবতাগণ সত্বর মিলিত হইয়া বধ করিতে লাগিলেন।১৭

সম্মিলিত দেবতাগণের দ্বারা তাড়িত হইয়া অসুরগণ ভয়ে সন্ত্রস্ত হইল এবং পলায়নের উপায়ান্তর না দেখিয়া মৎস্য-কুম্ভীরাদি পরিপূর্ণ সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষা করিল।১৮

তারপর তাহারা সমুদ্রমধ্যে মিলিয়া ত্রিলোকনাশের জন্য ঘোর মন্ত্রণা করিতে লাগিল। উহাদের মধ্যে নিশ্চিতবুদ্ধি কতকগুলি অসুর ত্রিলোকনাশের বিভিন্ন প্রকার উপায় বলিতে লাগিল।১৯

দীর্ঘকাল নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া তাহারা এই ভয়ঙ্কর স্থির করিল যে, যাঁহারা বিদ্যা ও তপস্যায় তেজস্বী, সেই ব্রাহ্মণগণকেই প্রথমে বিনাশ করিতে হইবে।২০

কারণ, তপস্যার দ্বারাই সমস্ত লোক ধৃত হইয়া আছে, সুতরাং তপস্যার ক্ষয়ের জন্য প্রথমে দ্রুত যত্ন করিতে হইবে। এই পৃথিবীতে যত তপস্বী

তেষাং বধঃ ক্রিয়তাং ক্ষিপ্রমেব
তেষু প্রনষ্টেষু জগৎ প্রনষ্টম্।
এবং হি সর্বে গতবুদ্ধিভাবা
জগদ্‌বিনাশে পরমপ্রহৃষ্টাঃ ॥২২
দুর্গং সমাশ্রিত্য মহোর্মিমন্তং
রত্নাকরং বরুণস্যালয়ং স্ম ॥২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়াং বৃত্রবধোপাখ্যানে একাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহাদের সকলের দ্রুত বধ করা হউক, তাঁহারা বিনষ্ট হইলে জগৎ স্বয়ংই বিনষ্ট হইবে। এইরূপে ঐ সকল অসুরগণ জগতের বিনাশের জন্য নিশ্চিত হইয়া পরমানন্দে উত্তাল তরঙ্গযুক্ত বরুণদেবের নিবাসস্থান রত্নাকর সমুদ্ররূপ দুর্গকে আশ্রয় করিয়া নির্ভয়ে বাস করিতে লাগিল (তাহারা নির্ব্বোধ, কারণ তাহারা ভাবিল না যে জগদ্বিনাশে তাহাদেরও বিনাশ হইবে)।২১-২৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে বৃত্রবধোপাখ্যানে একাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১০১

দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কালেয়দৈত্যৈস্তপস্বি-মুনি-ব্রহ্মচারিণাং সংহারঃ, দেবানাং শ্রীবিষ্ণুস্তুতিশ্চ।]

লোমশ উবাচ।

সমুদ্রং তে সমাশ্রিত্য বারুণং নিধিমম্ভসঃ।
কালেয়াঃ সম্প্রবর্তন্ত ত্রৈলোক্যস্য বিনাশনে ১
তে রাত্রৌ সমভিক্রুদ্ধা ভক্ষয়ন্তি সদা মুনীন্।
আশ্রমেষু চ যে সন্তি পুণ্যেষ্বায়তনেষু চ ॥২
বশিষ্ঠস্যাশ্রমে বিপ্রা ভক্ষিতাস্তৈর্দুরাত্মভিঃ।
অশীতিঃ শতমষ্টৌ চ নব চান্যে তপস্বিনঃ ॥৩
চ্যবনস্যাশ্রমং গত্বা পুণ্যং দ্বিজনিষেবিতম্।
ফলমুলাশনানাং হি মুনীনাং ভক্ষিতং শতম্ ॥৪
এবং রাত্রৌ স্ম কুর্বন্তি বিবিশুশ্চার্ণবং দিবা।
ভরদ্বাজাশ্রমে চৈব নিয়তা ব্রহ্মচারিণঃ ॥৫

দ্ব্যধিকশততম অধ্যায়।

[কালেয় দৈত্যগণ কর্তৃক তপস্বী, মুনি ও ব্রহ্মচারীগণের সংহার ও দেবগণের শ্রীবিষ্ণু স্তুতি।]

লোমশ বলিলেন,—বরুণদেবের নিবাসস্থান জলনিধি সমুদ্রকে আশ্রয় করিয়া কালেয় অসুরগণ ত্রিলোকের বিনাশে প্রবৃত্ত হইল।১

তাহারা ক্রোধবশতঃ মিলিতভাবে রাত্রিতে সমুদ্র হইতে নির্গত হইয়া ঋষিদের আশ্রম ও পুণ্যস্থানে গমন করত মুনিগণকে ভক্ষণ করিতে লাগিল।২

বশিষ্ঠের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া সেই দুরাত্মাগণ একশত সাতানব্বই জন মুনিকে খাইয়া ফেলিল।৩

মহর্ষি চ্যবনের বহু দ্বিজে পরিপূর্ণ পবিত্র আশ্রমে আসিয়া ফলমূল ভক্ষণকারী একশত মুনিকে ভক্ষণ করিল।৪

তাহারা রাত্রিতে এইরূপে মুনিগণকে সংহার করিত, কিন্তু দিনের বেলায় সমুদ্রে লুক্কায়িত থাকিত। ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমে বায়ু ও

LIBRARY
No..........
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

বায্বাহারাম্বুভক্ষাশ্চ বিংশতিঃ সংনিষূদিতাঃ ।
এবং ক্রমেণ সর্বাংস্তানাশ্রমান্ দানবাস্তদা ॥৬

নিশায়াং পরিবাধন্তে মত্তা ভুজবলাশ্রয়াৎ ।
কালোপসৃষ্টাঃ কালেয়া ঘ্নন্তো দ্বিজগণান্ বহূন্ ॥৭

ন চৈনানন্ববুধ্যন্ত মনুজা মনুজোত্তম ।
এবংপ্রবৃত্তান্ দৈত্যাংস্তাংস্তাপসেষু তপস্বিষু ॥৮

প্রভাতে সমদৃশ্যন্ত নিয়তাহারকর্শিতাঃ ।
মহীতলস্থা মুনয়ঃ শরীরৈর্গতজীবিতৈঃ ॥৯

ক্ষীণমাংসৈর্বিরুধিরৈর্বিমজ্জান্ত্রৈর্বিসন্ধিভিঃ ।
আকীর্ণৈরাবভৌ ভূমিঃ শঙ্খানামিব রাশিভিঃ ॥১০

কলসৈর্বিপ্রবিদ্ধৈশ্চ স্রুবৈর্ভগ্নৈস্তথৈব চ ।
বিকীর্ণৈরগ্নিহোত্রৈশ্চ ভূর্বভূব সমাকৃতা ॥১১

নিঃস্বাধ্যায়-বষট্কারং নষ্টযজ্ঞোৎসবক্রিয়ম্ ।
জগদাসীন্নিরুৎসাহং কালেয়ভয়পীড়িতম্ ॥১২

এবং সংক্ষীয়মাণাশ্চ মানবা মনুজেশ্বর ।
আত্মত্রাণপরা ভীতাঃ প্রাদ্রবন্ত দিশো ভয়াৎ ॥১৩

কেচিদ্ গুহাঃ প্রবিবিশুর্নির্ঝরাংশ্চাপরে তথা ।
অপরে মরণোদ্বিগ্না ভয়াৎ প্রাণান্ সমুৎসৃজন্ ॥১৪

কেচিদত্র মহেষ্বাসাঃ শূরাঃ পরমহর্ষিতাঃ ।
মার্গমাণাঃ পরং যত্নং দানবানাং প্রচক্রিরে ॥১৫

ন চৈতানধিজগ্মুস্তে সমুদ্রং সমুপাশ্রিতান্ ।
শ্রমং জগ্মুশ্চ পরমমাজগ্মুঃ ক্ষয়মেব চ ॥১৬

জগত্যুপশমং যাতে নষ্টযজ্ঞোৎসবক্রিয়ে ।
আজগ্মুঃ পরমামার্তিং ত্রিদশা মনুজেশ্বর ॥১৭

সমেত্য সমহেন্দ্রাশ্চ ভয়ান্মন্ত্রং প্রচক্রিরে ।
শরণ্যং শরণং দেবং নারায়ণমজং বিভুম্ ॥১৮

জল ভক্ষণে প্রাণধারণ করত ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক তপস্যাকারী বিংশতি ব্রাহ্মণকে তাহারা ভক্ষণ করিল। এইরূপে সেই কালেয় অসুরগণ রাত্রিতে ধাবিত হইয়া বহু তপস্বী ব্রাহ্মণকে সংহার করিল। হে নরশ্রেষ্ঠ! কিন্তু কোন মানুষই ইহা বুঝিতে পারিল না যে, কালেয় অসুরগণ তপঃপরায়ণ তাপসগণকে এইরূপ করিতেছে।৫-৮

সকালে উঠিয়া দেখা যাইত যে, নিয়তাহারী কৃশ মুনিগণ প্রাণহীন শরীরে ভূতলে পড়িয়া আছেন।৯

সমুদ্র তীরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শঙ্খশ্রেণীর ন্যায় দেখা যাইত মুনিগণের কাহারও মাংস নাই, কাহারও রক্ত নাই, কাহারও মজ্জা নাই, কাহারও বা অন্ত্র নাই, কাহারও বা হাত-পায়ের সন্ধিসমূহ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া আছে; এইভাবে চারিদিকে মুনিগণের আশ্রমসমূহ আকীর্ণ হইয়া আছে।১০

জলের কলস, স্রুব, অগ্নিহোত্রের উপকরণসমূহ বিধ্বস্ত ও ভগ্নাবস্থায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আশ্রমভূমিকে আচ্ছাদিত করিয়াছে।১১

সমস্ত মুনিজনের নিবাসভূমি আজ স্বাধ্যায় ও বষট্কারশূন্য হইয়াছে, যজ্ঞানুষ্ঠান বন্ধ হইয়াছে। এইরূপে কালেয় অসুরসমূহের ভয়ে সর্ব্বত্র হতাশার ছায়া পড়িয়াছে।১২

হে মনুজেশ্বর। মানবগণের এইরূপ আকস্মিক মহামারী দেখিয়া অবশিষ্ট সকলে ভীত হইয়া আত্মরক্ষার নিমিত্ত নানা দিকে নানা দেশে পলায়ন করিতে লাগিল।১৩

কেহ কেহ গুহায় প্রবেশ করিল, কেহ বা মরণোদ্বিগ্ন হইয়া ভয়াতিশয্যে প্রাণই পরিত্যাগ করিল।১৪

পৃথিবীস্থিত বহু বীর রাজা পরমানন্দে ধনুর্ধারণ করত দানবগণকে বধ করিবার জন্য তাহাদের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।১৫

কিন্তু সমুদ্রে আত্মগোপনকারী দানবগণকে

তেঽভিগম্য নমস্কৃত্য বৈকুণ্ঠমপরাজিতম্।
ততো দেবাঃ সমস্তাস্তে তদোচুর্মধুসূদনম্ ॥১৯
ত্বং নঃ স্রষ্টা চ ভর্তা চ হর্তা চ জগতঃ প্রভো।
ত্বয়া সৃষ্টমিদং বিশ্বং যচ্চেঙ্গং যচ্চ নেঙ্গতি ॥২০
ত্বয়া ভূমিঃ পুরা নষ্টা সমুদ্রাৎ পুষ্করেক্ষণ।
বারাহং বপুরাশ্রিত্য জগদর্থে সমুদ্ধৃতা ॥২১
আদিদৈত্যো মহাবীর্য্যো হিরণ্যকশিপুঃ পুরা।
নারসিংহং বপুঃ কৃত্বা সূদিতঃ পুরুষোত্তম ॥২২
অবধ্যঃ সর্বভূতানাং বলিশ্চাপি মহাসুরঃ।
বামনং বপুরাশ্রিত্য ত্রৈলোক্যাদ্ ভ্রংশিতস্ত্বয়া ॥২৩

অসুরশ্চ মহেষ্বাসো জম্ভ ইত্যভিবিশ্রুতঃ।
যজ্ঞক্ষোভকরঃ ক্রূরস্ত্বয়ৈব বিনিপাতিতঃ ॥২৪
এবমাদীনি কর্মাণি যেষাং সংখ্যা ন বিদ্যতে।
অস্মাকং ভয়ভীতানাং ত্বং গতির্মধুসূদন ॥২৫
তস্মাৎ ত্বাং দেবদেবেশ লোকার্থং জ্ঞাপয়ামহে।
রক্ষ লোকাংশ্চ দেবাংশ্চ শক্রঞ্চ মহতো ভয়াৎ ॥২৬
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশতীর্থযাত্রায়াং বিষ্ণুস্তবে দ্ব্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১০২

তাঁহারা খুঁজিয়া পাইলেন না, অবশেষে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।১৬

মনুজেশ্বর! ব্রাহ্মণগণের নাশবশতঃ যজ্ঞাদি ক্রিয়ার বিনাশ হওয়ায় দেবতাগণ হবির অভাবে অত্যন্ত পীড়া অনুভব করিতে লাগিলেন।১৭

ইন্দ্রের সহিত মিলিয়া দেবগণ মন্ত্রণা করত সকলের শরণ্য, অজ, সর্ব্বব্যাপক দেবদেব নারায়ণের শরণাগত হইলেন এবং সেই অপরাজিত বৈকুণ্ঠবাসী মধুসূদনের নিকট গিয়া তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন।১৮-১৯

আপনি আমাদের স্রষ্টা, পালয়িতা এবং প্রলয়ে সমস্ত জগতেরই সংহর্ত্তা; আপনিই এই চরাচর সমস্ত জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন।২০

হে কমললোচন! পুরাকালে প্রলয়ে সমুদ্রে নিমগ্ন পৃথিবীকে আপনিই বারাহ মূর্ত্তিতে উদ্ধার করিয়া জলের উপর সংস্থাপিত করিয়াছেন।২১

পুরুষোত্তম! আদিদৈত্য মহাপরাক্রমী হিরণ্যকশিপুকে পূর্ব্বে আপনিই নরসিংহরূপে বধ করিয়াছেন।২২

সকল প্রাণীর অবধ্য মহাসুর বলিকেও আপনি বামনরূপে ছলনা করিয়া স্বর্গ হইতে ভ্রংশিত করিয়াছেন।২৩

যজ্ঞবিঘ্নকারী দম্ভ নামক মহাধনুর্দ্ধারী ক্রূর অসুরকে আপনিই বিনাশ করিয়াছেন।২৪

এইরূপ আপনি কত জীবহিতকর নানা কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা করা যায় না; অসুর হইতে ভীত আমাদের আপনিই একমাত্র গতি।২৫

হে দেবদেবেশ! লোকরক্ষার জন্য আপনার নিকট নিবেদন করিতেছি, আপনি দেবরাজ ইন্দ্র, সকল দেবতা ও সমস্ত লোককে মহাভয় হইতে রক্ষা করুন।২৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে অগস্ত্যোপাখ্যানে দ্বধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১০২

ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীভগবতো বিষ্ণোরাজ্ঞয়া দেবানামগস্ত্যাশ্রমে গমনম্, তস্য স্তোত্রশ্চ]

দেবা ঊচুঃ।

তব প্রসাদাদ্ বর্ধন্তে প্রজাঃ সর্বাশ্চর্তুবিধাঃ।
তা ভাবিতা ভাবয়ন্তি হব্য-কব্যৈর্দিবৌকসঃ ॥১
লোকা হ্যেবং বিবর্ধন্তে হ্যন্যোন্যং সমুপাশ্রিতাঃ।
ত্বৎপ্রসাদান্নিরুদ্বিগ্নাস্ত্বয়ৈব পরিরক্ষিতাঃ ॥২
ইদঞ্চ সমনুপ্রাপ্তং লোকানাং ভয়মুত্তমম্।
ন চ জানীম কেনেমে রাত্রৌ বধ্যন্তি ব্রাহ্মণাঃ ॥৩
ক্ষীণেষু চ ব্রাহ্মণেষু পৃথিবী ক্ষয়মেষ্যতি।
ততঃ পৃথিব্যাং ক্ষীণায়াং ত্রিদিবং ক্ষয়মেষ্যতি ॥৪
ত্বৎপ্রসাদান্মহাবাহো লোকাঃ সর্বে জগৎপতে।
বিনাশং নাধিগচ্ছেয়ুস্ত্বয়া বৈ পরিরক্ষিতাঃ ॥৫

বিষ্ণুরুবাচ।

বিদিতং মে সুরাঃ সর্বং প্রজানাং ক্ষয়কারণম্।
ভবতাং চাপি বক্ষ্যামি শৃণুধ্বং বিগতজ্বরাঃ ॥৬
কালেয় ইতি বিখ্যাতো গণঃ পরমদারুণঃ।
তৈশ্চ বৃত্রং সমাশ্রিত্য জগৎ সর্বং প্রমাথিতম্ ॥৭
তে বৃত্রং নিহতং দৃষ্ট্বা সহস্রাক্ষেণ ধীমতা।
জীবিতং পরিরক্ষন্তঃ প্রবিষ্টা বরুণালয়ম্ ॥৮
তে প্রবিশ্যোদধিং ঘোরং নক্র-গ্রাহসমাকুলম্।
উৎসাদনার্থং লোকানাং রাত্রৌ ঘ্নন্তি ঋষীনিহ ॥৯
ন তু শক্যাং ক্ষয়ং নেতুং সমুদ্রাশ্রয়গা হি তে।
সমুদ্রস্য ক্ষয়ে বুদ্ধির্ভবদ্ভিঃ সম্প্রধার্য্যতাম্ ॥১০

ত্র্যধিকশততম অধ্যায়।

[ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর আদেশে দেবগণের অগস্ত্যাশ্রমে গমন এবং তাঁহার স্তব।]

দেবগণ বলিলেন,—আপনার কৃপায় চতুর্বিধ (জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ) প্রজা বৃদ্ধি পাইতেছে। তাহারা অভ্যুদয় প্রাপ্ত হইয়া হব্য ও কব্যসমূহের দ্বারা দেবতাগণের অর্চ্চনা করিতেছে।১

মনুষ্য ও দেবতাগণ এইরূপে পরস্পরের ভাবনা করত আপনার কৃপায় নিরুদ্বিগ্ন হইয়া অবস্থান করে। কিন্তু ইদানীং লোকসমূহের ভয়ানক ভয় উপস্থিত হইয়াছে। জানি না কাহারা রাত্রিতে গিয়া ব্রাহ্মণগণকে বধ করিতেছে।২-৩

যদি ব্রাহ্মণগণের বিনাশ হয়, তবে পৃথিবী বিনষ্ট হইবে। পৃথিবীর বিনাশ হইলে স্বর্গও বিনষ্ট হইবে।৪

হে মহাবাহো! জগৎপতে! আপনা কর্তৃক পরিরক্ষিত লোকসকল যাহাতে বিনাশপ্রাপ্ত না হয়; আপনি তাহার ব্যবস্থা করুন।৫

শ্রীবিষ্ণু বলিলেন,—হে দেবগণ! প্রজাসমূহ যে কারণে বিনাশ পাইতেছে, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছি। তাহা আমি তোমাদের বিবৃত করিতেছি, শ্রবণ কর।৬

কালেয় নামে বিখ্যাত অসুরগণের একটা প্রকাণ্ড দল আছে, উহারা বৃত্রাসুরকে আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বে একবার জগতের ত্রাস উৎপাদন করিয়াছিল।৭

তাহারা ধীমান্ ইন্দ্রকর্তৃক বৃত্রাসুরকে নিহত দেখিয়া প্রাণ-রক্ষার জন্য বরুণদেবের আলয় সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়াছিল।৮

তাহারা নক্র গ্রাহ প্রভৃতি জলজন্তুতে পরিপূর্ণ সমুদ্রকে আশ্রয় করিয়া রাত্রিতে ঋষিগণকে সংহার করিতেছে।৯

অগস্তেন বিনা কো হি শক্তোহন্যোহর্ণবশোষণে ।
অন্যথা হি ন শক্যাস্তে বিনা সাগরশোষণম্ ॥১১
এতচ্ছ্রুত্বা তদা দেবা বিষ্ণুনা সমুদাহৃতম্ ।
পরমেষ্ঠিনমাজ্ঞাপ্য অগস্ত্যস্যাশ্রমং যযুঃ ॥১২
তত্রাপশ্যন্ মহাত্মানং বারুণিং দীপ্ততেজসম্ ।
উপাস্যমানমৃষিভির্দেবৈরিব পিতামহম্ ॥১৩
তেঽভিগম্য মহাত্মানাং মৈত্রাবরুণিমচ্যুতম্ ।
আশ্রমস্থং তপোরাশিং কর্মভিঃ স্বৈরভিষ্টুবন্ ॥১৪

দেবা উচুঃ ।

নহুষেণাভিতপ্তানাং ত্বং লোকানাং গতিঃ পুরা ।
ভ্রংশিতশ্চ সুরৈশ্বর্য্যাৎ স্বর্লোকাল্লোককণ্টকঃ ॥১৫
ক্রোধাৎ প্রবৃদ্ধঃ সহসা ভাস্করস্য নগোত্তমঃ ।
বচস্তবানতিক্রামন্ বিন্ধ্যঃ শৈলো ন বর্ধতে ॥১৬
তমসা চাবৃতে লোকে মৃত্যুনাভ্যর্দিতাঃ প্রজাঃ ।
ত্বামেব নাথমাসাদ্য নির্বৃত্তিং পরমাং গতাঃ ॥১৭
অস্মাকং ভয়ভীতানাং নিত্যশো ভগবান্ গতিঃ ।
ততস্ত্বার্তাঃ প্রযাচামো বরং ত্বাং বরদো হ্যসি ॥১৮
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-
তীর্থযাত্রায়ামগস্ত্যমাহাত্ম্যকথনে
ত্র্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১০৩

যতক্ষণ তাহারা সমুদ্রকে আশ্রয় করিয়া আছে, ততক্ষণ তাহাদের বিনাশ করা সম্ভব নহে; সমুদ্রের জল-শোষণের বুদ্ধি স্থির করিতে হইবে ।১০

সমুদ্র-শোষণে মহর্ষি অগস্ত্য ভিন্ন কাহারও সামর্থ্য নাই। সাগরকে শোষণ করিতে না পারিলে অসুরের বধও সম্ভব নয় ।১১

বিষ্ণুর কথা শুনিয়া দেবগণ ব্রহ্মার অনুমতি গ্রহণ করত মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রমে গেলেন ।১২

তথায় গিয়া দেবগণ বরুণপুত্র মহাত্মা অগস্ত্যকে দেবগণ কর্ত্তৃক উপাস্যমান পিতামহের ন্যায় ঋষিগণ কর্ত্তৃক উপাসিত হইতে দেখিলেন ।১৩

তাঁহারা তাঁহার নিকট গিয়া মিত্রাবরুণ-তনয় মহাত্মা অগস্ত্যকে আশ্রমস্থ তপস্যার ঘন-মূর্ত্তিরূপে প্রত্যক্ষ করিলেন এবং তাঁহার অমানুষিক কর্ম্ম-সমূহের উল্লেখ করত তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন ।১৪

দেবগণ বলিলেন,—ভগবন্ ! নহুষের দ্বারা যখন লোকসকল অভিতপ্ত হইয়াছিল, তখন আপনিই সকলের একমাত্র গতি ছিলেন। আপনি লোককণ্টক নহুষকে স্বর্গলোক হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছিলেন ।১৫

সূর্য্যদেবের উপর ক্রোধে বিবর্দ্ধমান বিন্ধ্যপর্ব্বত আপনার বাক্য অতিক্রম করিতে না পারিয়া আজও মাথা নীচু করিয়াই আছে ।১৬

বিন্ধ্যপর্ব্বতের বৃদ্ধিতে লোকসমূহ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া মৃত্যুর কবলিত হইতেছিল, আপনার ন্যায় প্রভুকে আশ্রয় করিয়াই তাহারা রক্ষা পাইয়াছে ।১৭

আমরাও আজ ভয়ভীত হইয়া আপনার শরণাগত হইয়াছি ; আমরা পীড়িত হইয়া আপনার নিকট বর যাচ্ঞা করিতেছি, আপনি বর প্রদান করুন ।১৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে অগস্ত্যমাহাত্ম্যকথনে ত্র্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।১০৩

চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[মহর্ষিণাগস্ত্যেন বর্দ্ধিতস্য বিন্ধ্যপর্ব্বতস্য প্রতিরোধঃ, দেবৈঃ সহ সমুদ্রতটে গমনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কিমর্থং সহসা বিন্ধ্যঃ প্রবৃদ্ধঃ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং বিস্তরেণ মহামুনে ॥১

লোমশ উবাচ।

অদ্রিরাজং মহাশৈলং মেরুং কনকপর্বতম্।
উদয়াস্তমনে ভানুঃ প্রদক্ষিণমবর্ত্তত ॥২

তং তু দৃষ্ট্বা তথা বিন্ধ্যঃ শৈলঃ সূর্য্যমথাব্রবীৎ।
যথা হি মেরুর্ভবতা নিত্যশঃ পরিগম্যতে ॥৩

প্রদক্ষিণশ্চ ক্রিয়তে মামেবং কুরু ভাস্কর।
এবমুক্তস্ততঃ সূর্য্যঃ শৈলেন্দ্রং প্রত্যভাষত ॥৪

নাহমাত্মেচ্ছয়া শৈলং করোম্যেনং প্রদক্ষিণম্।
এষ মার্গঃ প্রদিষ্টো মে যৈরিদং নির্মিতং জগৎ ॥৫

এবমুক্তস্ততঃ ক্রোধাৎ প্রবৃদ্ধঃ সহসাচলঃ।
সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্মার্গং রোদ্ধুমিচ্ছন্ পরন্তপ ॥৬

ততো দেবাঃ সহিতাঃ সর্ব এব
বিন্ধ্যং সমাগম্য মহাদ্রিরাজম্।
নিবারয়ামাসুরুপাগতস্তং
ন চ স্ম তেষাং বচনং চকার ॥৭

অথাভিজগ্মুর্মুনিমাশ্রমস্থং
তপস্বিনং ধর্মভৃতাং বরিষ্ঠম্।
অগস্ত্যমত্যদ্ভুতবীর্য্যবন্তং
তং চার্থমূচুঃ সহিতাঃ সুরাস্তে ॥৮

দেবা উচুঃ।

সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্মার্গং নক্ষত্রাণাং গতিং তথা।
শৈলরাজো বৃণোত্যেষ বিন্ধ্যঃ ক্রোধবশানুগঃ ॥৯

তং নিবারয়িতুং শক্তো নান্যঃ কশ্চিদ্ দ্বিজোত্তম।
ঋতে ত্বাং হি মহাভাগ তস্মাদেনং নিবারয় ॥১০

চতুরধিকশততম অধ্যায়।

[বর্দ্ধিত বিন্ধ্যপর্ব্বতকে মহর্ষি অগস্ত্য কর্ত্তৃক প্রতিরোধ এবং দেবগণের সহিত সমুদ্রতটে গমন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন—হে মহামুনে। বিন্ধ্যপর্ব্বত সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া কেন বর্দ্ধিত হইয়াছিল, তাহা সবিস্তারে শুনিতে ইচ্ছা করি।১

লোমশ বলিলেন,—অদ্রিরাজ মহাশৈল কাঞ্চনময় সুমেরু পর্ব্বতকে সূর্য্য উদয় ও অস্ত সময়ে প্রদক্ষিণ করিত।২

উহা দেখিয়া বিন্ধ্যপর্ব্বত সূর্য্যকে বলিল—ভাস্কর। "তুমি যেমন নিত্যই গমন করত সুমেরুকে প্রদক্ষিণ কর, তেমনই আমাকেও প্রদক্ষিণ কর।" তদুত্তরে সূর্য্যদেব শৈলেন্দ্রকে বলিলেন—আমি নিজের ইচ্ছায় এই মার্গে ভ্রমণ করি না; যিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই আমার প্রদক্ষিণের এই মার্গ নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।৩-৫

হে পরন্তপ! তাহা শুনিয়া বিন্ধ্যপর্ব্বত ক্রুদ্ধ হইয়া সূর্য্য ও চন্দ্রের মার্গকে রুদ্ধ করিবার জন্য ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল।৬

তখন দেবতাগণ সকলে বিন্ধ্যপর্ব্বতের নিকট আসিয়া তাহাকে আর না বাড়িতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সে কাহারও কথা শুনিল না।৭

তখন দেবতাগণ একত্র হইয়া অত্যদ্ভুত বীর্য্যবান্ ধার্ম্মিকগণশ্রেষ্ঠ অগস্ত্যমুনির আশ্রমে আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন।৮

দেবগণ বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ। বিন্ধ্যপর্ব্বত ক্রুদ্ধ হইয়া সূর্য্য ও চন্দ্রের মার্গকে রোধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। হে মহাভাগ! তাহাকে নিবারণ করিতে

তচ্ছ্রুত্বা বচনং বিপ্রঃ সুরাণাং শৈলমভ্যগাৎ।
সোঽভিগম্যাব্রবীদ্ বিন্ধ্যং সদারঃ সমুপস্থিতঃ ॥১১
মার্গমিচ্ছাম্যহং দত্তং ভবতা পর্বতোত্তম।
দক্ষিণামভিগন্তাস্মি দিশং কার্য্যেণ কেনচিৎ ॥১২
যাবদাগমনং মহ্যং তাবৎ ত্বং প্রতিপালয়।
নিবৃত্তে ময়ি শৈলেন্দ্র ততো বর্ধস্ব কামতঃ ॥১৩
এবং স সময়ং কৃত্বা বিন্ধ্যেনামিত্রকর্শন।
অদ্যাপি দক্ষিণাদ্ দেশাদ্ বারুণির্ন নিবর্ত্ততে ॥১৪
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং যথা বিন্ধ্যো ন বর্ধতে।
অগস্ত্যস্য প্রভাবেণ যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥১৫
কালেয়াস্তু যথা রাজন্ সুরৈঃ সর্বৈর্নিষূদিতাঃ।
অগস্ত্যাদ্ বরমাসাদ্য তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥১৬

ত্রিদশানাং বচঃ শ্রুত্বা মৈত্রাবরুণিরব্রবীৎ।
কিমর্থমভিযাতাঃ স্থ বরং মত্তঃ কমিচ্ছথ।
এবমুক্তাস্ততস্তেন দেবতা মুনিমব্রুবন্ ॥১৭
(সর্বে প্রাঞ্জলয়ো ভূত্বা পুরন্দরপুরোগমাঃ।)
এবং ত্বয়েচ্ছাম কৃতং হি কার্য্যং
মহার্ণবং পীয়মানং মহাত্মন্।
ততো বধি ম সহানুবন্ধান্
কালেয়সংজ্ঞান্ সুরবিদ্বিষস্তান্ ॥১৮
ত্রিদশানাং বচঃ শ্রুত্বা তথেতি মুনিরব্রবীৎ।
করিষ্যে ভবতাং কামং লোকানাঞ্চ মহৎ সুখম্ ॥১৯
এবমুক্ত্বা ততোঽগচ্ছৎ সমুদ্রং সরিতাং পতিম্।
ঋষিভিশ্চ তপঃসিদ্ধৈঃ সার্দ্ধং দেবৈশ্চ সুব্রত ॥২০

আপনি ভিন্ন অন্য কোন ব্রাহ্মণ সমর্থ নহে; সুতরাং আপনি তাহাকে নিবারণ করুন।৯-১০

তাহা শুনিয়া বিপ্রবর অগস্ত্য নিজ পত্নী লোপামুদ্রার সহিত বিন্ধ্যপর্ব্বতের নিকট গিয়া বলিলেন,—হে পর্ব্বতোত্তম। আমি কোন কার্য্যবশতঃ দাক্ষিণাত্যে যাইতে ইচ্ছা করিতেছি, তুমি আমাকে পথ দাও।১১-১২

যে পর্য্যন্ত আমি ফিরিয়া না আসি, সে পর্য্যন্ত এই বাক্য পালন করিবে। শৈলরাজ। আমি ফিরিয়া আসিলে তুমি পুনরায় ইচ্ছামত বাড়িও।১৩

হে শত্রুসূদন! বিন্ধ্যপর্ব্বতের সহিত এইরূপ শর্ত্ত করিয়া বরুণপুত্র অগস্ত্যমুনি সেই যে দাক্ষিণাত্যে গেলেন, তারপর আজও তিনি ফিরিয়া আসেন নাই।১৪

রাজন্! বিন্ধ্যপর্ব্বতও কেন আর বাড়িতেছে না, তাহার কারণ এই তোমাকে বলিলাম; অগস্ত্যের প্রভাববশতই তাহা সম্ভব হইয়াছিল।১৫

হে রাজন্! অগস্ত্যের নিকট বরপ্রাপ্ত হইয়া দেবগণ যেরূপে কালেয় অসুরগণকে বধ করিয়াছিলেন; তাহা বলিতেছি, শুন।১৬

দেবতাগণের কথা শুনিয়া মৈত্রাবরুণিনন্দন অগস্ত্য বলিলেন,—"হে দেবগণ! তোমরা কেন আমার নিকট আসিয়াছ? তোমরা কি বর প্রার্থনা করিতেছ?" তাঁহার কথা শুনিয়া ইন্দ্রকে অগ্রে রাখিয়া দেবগণ তাঁহাকে বলিলেন—মহাত্মন্! "আমরা চাই আপনি সমুদ্রকে পান করিয়া জলশূন্য করুন। তাহা হইলে আমরা দেবদ্বেষী কালেয় অসুরগণকে বধ করিতে সক্ষম হইব।"১৭-১৮

দেবতাগণের বাক্য শুনিয়া মুনি 'তাহাই হউক' বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং বলিলেন—"আমি লোকসমূহের মহৎ সুখের জন্য তোমাদের বাক্য পালন করিব।"১৯

হে সুব্রত! এই কথা বলিয়া মহর্ষি অগস্ত্য তপঃসিদ্ধ ঋষিবৃন্দ ও দেবগণের সহিত সমুদ্রের নিকট গেলেন।২০

মনুষ্যোরগ-গন্ধর্ব-যক্ষ-কিংপুরুষাস্তথা।
অনুজগ্মুর্মহাত্মানং দ্রষ্টুকামাস্তদদ্ভুতম্ ॥২১
ততোঽভ্যগচ্ছন্ সহিতাঃ সমুদ্রং ভীমনিঃস্বনম্।
নৃত্যন্তমিব চোর্মীভির্বল্গন্তমিব বায়ুনা ॥২২
হসন্তমিব ফেনৌঘৈঃ স্খলন্তং কন্দরেষু চ।
নানাগ্রাহসমাকীর্ণং নানাদ্বিজগণান্বিতম্ ॥২৩

অগস্ত্যসহিতা দেবাঃ সগন্ধর্বমহোরগাঃ।
ঋষয়শ্চ মহাভাগাঃ সমাসেদুর্মহোদধিম্ ॥২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রাপর্ব্বণি
লোমশতীর্থযাত্রায়ামগস্ত্যোদধিগমনে
চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১০৪

তখন সেই মহাপুরুষের অদ্ভুত কার্য্য দর্শন করিবার জন্য মনুষ্য, সর্প, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ তাঁহার অনুগমন করিলেন।২১

তারপর তাঁহারা সকলে সম্মিলিত হইয়া বায়ুর সম্পাতে উত্তুঙ্গতরঙ্গভঙ্গশালী ও ভয়ঙ্কর গর্জনকারী সমুদ্রকে যেন নৃত্য করিতেছে অবলোকন করিলেন।২২

ফেনসমূহ দর্শনে মনে হইল যেন সমুদ্র হাসিতেছে, তরঙ্গের নিম্নভাগরূপ গুহায় যেন পড়িয়া যাইতেছে, নানা গ্রাহ (হিংস্র জলজন্তু) ও নানা পক্ষী যেন সমুদ্রের সেবা করিতেছিল।২৩

অগস্ত্যমুনি, গন্ধর্ব্ব, উরগ ও মহাভাগ ঋষিগণ সহ দেবগণ সমুদ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন।২৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে
লোমশ-তীর্থযাত্রাবিষয়ে অগস্ত্যের সমুদ্রগমনে চতুরধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১০৪

পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অগস্ত্যস্য সমুদ্রপানম্, দেবানাং কালেয়দৈত্যবধঃ, ব্রহ্মণঃ সমীপে সমুদ্রপূরণস্যোপায়জিজ্ঞাসা চ।]

লোমশ উবাচ।

সমুদ্রং স সমাসাদ্য বারুণির্ভগবানৃষিঃ।
উবাচ সহিতান্ দেবানৃষীংশ্চৈব সমাগতান্ ॥১
অহং লোকহিতার্থং বৈ পিবামি বরুণালয়ম্।
ভবদ্ভির্যদনুষ্ঠেয়ং তচ্ছীঘ্রং সংবিধীয়তাম্ ॥২

এতাবদুক্ত্বা বচনং মৈত্রাবরুণিরচ্যুতঃ।
সমুদ্রমপিবৎ ক্রুদ্ধঃ সর্বলোকস্য পশ্যতঃ ॥৩

পীয়মানং সমুদ্রং তং দৃষ্ট্বা সেন্দ্রাস্তদামরাঃ।
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুঃ স্তুতিভিশ্চাপ্যপূজয়ন্ ॥৪

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়।

[অগস্ত্যকর্ত্তৃক সমুদ্রপান, দেবগণকর্ত্তৃক কালেয়-নামক দৈত্যগণকে বধ এবং ব্রহ্মাকে সমুদ্র-পূরণের উপায় জিজ্ঞাসা।]

লোমশ বলিলেন,—সমুদ্রের নিকট গিয়া বরুণ-পুত্র অগস্ত্য উপস্থিত দেবতা ও ঋষিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"হে দেবগণ! আমি লোকহিতের জন্য সমুদ্রকে পান করিব সত্য; কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী কালে যাহা করণীয়, তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাক।"১-২

এই কথা বলিয়াই মৈত্রাবরুণি স্বমহিমা হইতে অবিচ্যুত অগস্ত্যমুনি ক্রুদ্ধ হইয়া সকলের সম্মুখেই সমুদ্রকে পান করিয়া ফেলিলেন।৩

অগস্ত্য সমুদ্রের সমস্ত জল পান করিতেছেন

ত্বং নস্ত্রাতা বিধাতা চ লোকানাং লোকভাবন।
ত্বৎপ্রসাদাৎ সমুচ্ছেদং ন গচ্ছেৎ সামরং জগৎ ॥৫
স পূজ্যমানস্ত্রিদশৈর্মহাত্মা
গন্ধর্ব্বতূর্য্যেষু নদৎসু সর্বশঃ।
দিব্যৈশ্চ পুষ্পৈরবকীর্য্যমাণো
মহার্ণবং নিঃসলিলং চকার ॥৬
দৃষ্ট্বা কৃতং নিঃসলিলং মহার্ণবং
সুরাঃ সমস্তাঃ পরমপ্রহৃষ্টাঃ।
প্রগৃহ্য দিব্যানি বরায়ুধানি
তান্ দানবান্ জঘ্নুরদীনসত্ত্বাঃ ॥৭
তে বধ্যমানাস্ত্রিদশৈর্মহাত্মভি-
র্মহাবলৈর্বেগিভিরুন্নদদ্ভিঃ।
ন সেহিরে বেগবতাং মহাত্মনাং
বেগং তদা ধারয়িতুং দিবৌকসাম্ ॥৮

তে বধ্যমানাস্ত্রিদশৈর্দানবা ভীমনিঃস্বনাঃ।
চক্রুঃ সুতুমুলং যুদ্ধং মুহূর্ত্তমিব ভারত ॥৯
তে পূর্ব্বং তপসা দগ্ধা মুনিভির্ভাবিতাত্মভিঃ।
যতমানাঃ পরং শক্ত্যা ত্রিদশৈর্বিনিষূদিতাঃ ॥১০
তে হেমনিষ্কাভরণাঃ কুণ্ডলাঙ্গদধারিণঃ।
নিহতা বহ্বশোভন্ত পুষ্পিতা ইব কিংশুকাঃ ॥১১
হতশেষাস্ততঃ কেচিৎ কালেয়া মনুজোত্তম।
বিদার্য্য বসুধাং দেবীং পাতালতলমাস্থিতাঃ ॥১২
নিহতান্ দানবান্ দৃষ্ট্বা ত্রিদশা মুনিপুঙ্গবম্।
তুষ্টুবুর্বিবিধৈর্বাক্যৈরিদং বচনমব্রুবন্ ॥১৩
ত্বৎপ্রসাদান্মহাভাগ লোকৈঃ প্রাপ্তং মহৎ সুখম্।
ত্বত্তেজসা চ নিহতাঃ কালেয়াঃ ক্রূরবিক্রমাঃ ॥১৪
পূরয়স্ব মহাবাহো সমুদ্রং লোকভাবন।
তৎ ত্বয়া সলিলং পীতং তদস্মিন্ পুনরুৎসৃজ ॥১৫

দেখিয়া ইন্দ্রের সহিত সকল দেবতা পরম বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া স্তুতিসমূহের দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন।৪

লোকভাবন মহর্ষি! আপনি আমাদের ত্রাতা ও বিধাতা, আপনার কৃপায় দেবগণের সহিত জগতের কখনও সমুচ্ছেদ হইবে না।৫

দেবগণ দিব্য পুষ্পসমূহের দ্বারা তাঁহাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং গন্ধর্ব্বগণ তূর্য্যনিনাদের সহিত স্তুতি গান করিতে লাগিলেন; এমন সময় অগস্ত্য মুনি সমুদ্রকে নিঃশেষিত করিয়া ফেলিলেন।৬

সমুদ্রকে জলশূন্য দেখিয়া দেবগণ পরম হৃষ্টমনে দিব্য অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করত বিশেষ অধ্যবসায়ের সহিত দানবগণকে বধ করিতে লাগিলেন।৭

তখন অসুরগণ বেগবান্ বীরত্বসূচক সিংহধ্বনিকারী মহাত্মা দেবগণের দ্বারা বধ্যমান হইয়া তাঁহাদের বেগ ধারণ করিতে সমর্থ হইল না।৮

ভারত! তখন দানবগণ দেবগণকর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়াও মহাগর্জ্জন করিতে এক মুহূর্ত্তকাল (দুই ঘণ্টা কাল) তুমুল যুদ্ধ করিল।৯

পূর্ব্বেই ঋষিগণের তপস্যার দ্বারা তাহারা দগ্ধ হইয়াছিল, এখন দেবগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া শক্তি অনুসারে পরম যত্ন করিয়াও তাঁহাদের হস্তে নিহত হইল।১০

সুবর্ণালঙ্কারে পরিশোভিত ও কুণ্ডলাঙ্গদপরিহিত সেই দানবগণ নিহত হইয়া পূজিত কিংশুক বৃক্ষের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।১১

নরশ্রেষ্ঠ! কিছুসংখ্যক হতাবশিষ্ট কালেয় অসুর পৃথিবীকে বিদীর্ণ করিয়া পাতালে প্রবেশ করিল।১২

দানবগণকে নিহত করত দেবগণ মহর্ষিকে স্তুতি করিয়া এইরূপ বাক্য বলিলেন—আপনার কৃপায় আজ সমস্ত লোক সুখী হইল এবং আপনারই তেজে আজ কালেয় অসুরগণকে আমরা বধ করিতে সক্ষম হইলাম।১৩-১৪

হে মহাবাহো লোকভাবন! আপনি পীত জল পরিত্যাগ করত পুনরায় সমুদ্রকে কৃপা করিয়া পূর্ণ করুন।১৫

এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ ভগবান্ মুনিপুঙ্গবঃ।
(তাংস্তদা সহিতান্ দেবানগস্ত্যঃ সপুরন্দরান্।)
জীর্ণং তদ্ধি ময়া তোয়মুপায়োঽন্যঃ প্রচিন্ত্যতাম্ ॥১৬
পূরণার্থং সমুদ্রস্য ভবদ্ভির্যত্নমাস্থিতৈঃ।
এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং মহর্ষের্ভাবিতাত্মনঃ ॥১৭
বিস্মিতাশ্চ বিষণ্ণাশ্চ বভূবুঃ সহিতাঃ সুরাঃ।
পরস্পরমনুজ্ঞাপ্য প্রণম্য মুনিপুঙ্গবম্ ॥১৮
প্রজাঃ সর্বা মহারাজ বিপ্রজগ্মুর্যথাগতম্।
ত্রিদশা বিষ্ণুনা সার্ধমুপজগ্মুঃ পিতামহম্ ॥১৯
পূরণার্থং সমুদ্রস্য মন্ত্রয়িত্বা পুনঃ পুনঃ।
(তে ধাতারমুপাগম্য ত্রিদশাঃ সহ বিষ্ণুনা।)
ঊচুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্বে সাগরস্যাভিপূরণম্ ॥২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশতীর্থযাত্রায়ামগস্ত্যোপাখ্যানে পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১০৫

ইহা শুনিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবান্ অগস্ত্য বলিলেন,—"আমি সমুদ্রের সমস্ত জল জীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছি, তোমরা উহাকে পূর্ণ করার জন্য অন্য উপায় উদ্‌ভাবন কর।" অগস্ত্যের এই কথা শুনিয়া দেবর্ষি পরম বিস্মিত ও দুঃখিত হইলেন এবং পরস্পর পরামর্শ করিতে করিতে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।১৬-১৮

অন্যান্য প্রজাবৃন্দও স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন। কিন্তু দেবগণ বিষ্ণুকে সঙ্গে করিয়া ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন এবং সমুদ্র পরিপূর্ণের নিমিত্ত কোন উপায়বিশেষ উদ্‌ভাবনের জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন।১৯-২০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে অগস্ত্যোপাখ্যানে পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১০৫

ষডধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সন্তানায় সগরস্য তপস্যা, শিবস্য বরদানঞ্চ ।]

লোমশ উবাচ।

তানুবাচ সমেতাংস্তু ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
গচ্ছধ্বং বিবুধাঃ সর্বে যথাকামং যথেপ্সিতম্ ॥১
মহতা কালযোগেন প্রকৃতিং যাস্যতেঽর্ণবঃ।
জ্ঞাতীংশ্চ কারণং কৃত্বা মহারাজো ভগীরথঃ।
পূরয়িষ্যতি তোয়ৌঘৈঃ সমুদ্রং নিধিমম্ভসাম্ ॥২

ষড়ধিকশততম অধ্যায়।

[সগররাজার সন্তানের জন্য তপস্যা ও শিবকর্ত্তৃক বর দান।]

লোমশ বলিলেন—লোকপিতামহ ব্রহ্মা তখন মিলিত দেবগণকে বলিলেন—হে দেবগণ! তোমরা সকলে এখন ইচ্ছামত অভীষ্ট স্থানে চলিয়া যাও।১

দীর্ঘকাল পরে সমুদ্র পুনরায় জলে পরিপূর্ণ হইবে। মহারাজ ভগীরথ নিজ আত্মীয় স্বজনের উদ্ধারের জন্য জলনিধি সমুদ্রকে পুনরায় জলে পরিপূর্ণ করিবেন।২

পিতামহবচঃ শ্রুত্বা সর্বে বিবুধসত্তমাঃ।
কালযোগং প্রতীক্ষন্তো জগ্মুশ্চাপি যথাগতম্ ॥৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কথং বৈ জ্ঞাতয়ো ব্রহ্মন্ কারণং চাত্র কিং মুনে।
কথং সমুদ্রঃ পূর্ণশ্চ ভগীরথপ্রতিশ্রয়াৎ ॥৪

এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং বিস্তরেণ তপোধন।
কথ্যমানং ত্বয়া বিপ্র রাজ্ঞাং চরিতমুত্তমম্ ॥৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্তু বিপ্রেন্দ্রো ধর্মরাজ্ঞা মহা না।
কথয়ামাস মহাত্ম্যং সগরস্য মহাত্মনঃ ॥৬

লোমশ উবাচ।

ইক্ষ্বাকূণাং কুলে জাতঃ সগরো নাম পার্থিবঃ।
রূপসত্ত্ববলোপেতঃ স চাপুত্রঃ প্রতাপবান্ ॥৭

স হৈহয়ান্ সমুৎসাদ্য তালজঙ্ঘাংশ্চ ভারত।
বশে চ কৃত্বা রাজন্যান্ স্বরাজ্যমন্বশাসত ॥৮

তস্য ভার্য্যে ত্বভবতাং রূপযৌবনদর্পিতে।
বৈদর্ভী ভরতশ্রেষ্ঠ শৈব্যা চ ভরতর্ষভ ॥৯

স পুত্রকামো নৃপতিস্তপ্যতে স্ম মহত্তপঃ।
পত্নীভ্যাং সহ রাজেন্দ্র কৈলাসং গিরিমাশ্রিতঃ ॥১০

স তপ্যমানঃ সুমহৎ তপোযোগসমন্বিতঃ।
আসসাদ মহাত্মানং ত্র্যক্ষং ত্রিপুরমর্দনম্ ॥১১

শঙ্করং ভবমীশানং শূলপাণিং পিনাকিনম্।
ত্র্যম্বকং শিবমুগ্রেশং বহুরূপমুমাপতিম্ ॥১২

স তং দৃষ্ট্বৈব বরদং পত্নীভ্যাং সহিতো নৃপঃ।
প্রণিপত্য মহাবাহুঃ পুত্রার্থে সমযাচত ॥১৬

তং প্রীতিমান্ হরঃ প্রাহ সভার্য্যং নৃপসত্তমম্।
যস্মিন্ বৃতো মুহূর্তেঽহং ত্বয়েহ নৃপতে বরম্ ॥১৪

ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি শূরাঃ পরমদর্পিতাঃ।
একস্যাং সম্ভবিষ্যন্তি পত্ন্যাং নরবরোত্তম ॥১৫

তে চৈব সর্বে সহিতাঃ ক্ষয়ং যাস্যন্তি পার্থিব।
একো বংশধরঃ শূর একস্যাং সম্ভবিষ্যতি ॥১৬

পিতামহের কথা শুনিয়া সকল দেবগণ কালের প্রতীক্ষা করত স্বস্থানে গমন করিলেন।৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্। ভগীরথের জ্ঞাতিগণ সমুদ্রপূর্ত্তির প্রতি কেন কারণ হইলেন? কেমন করিয়াই বা ভগীরথের দ্বারা সমুদ্র পূর্ণ হইল?৪

হে তপোধন। বিপ্রবর। আমি ইহা সবিস্তারে জানিতে ইচ্ছা করি, আপনি এই পবিত্র রাজচরিত্র বলুন।৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ধর্মরাজ মহাত্মা যুধিষ্ঠির এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে তখন বিপ্রশ্রেষ্ঠ লোমশমুনি সগরবংশের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে লাগিলেন।৬

লোমশ বলিলেন,—ইক্ষ্বাকুবংশে সগর নামে একজন রূপবান, বীর্য্যবান্ ও প্রতাপশালী রাজা ছিলেন; কিন্তু তিনি অপুত্রক ছিলেন।৭

হে ভারত। তিনি হৈহয় ও তালজঙ্ঘনামক ক্ষত্রিয়গণের সংহার করিয়া সমস্ত রাজন্যবৃন্দকে বশীভূত করিয়া একচ্ছত্র সাম্রাজ্য শাসন করিতেন।৮

ভরতশ্রেষ্ঠ। তাহার রূপ ও যৌবনাভিমানিনী দুইটি ভার্য্যা ছিল। ভরতর্ষভ। একজনের নাম বৈদর্ভী, অপরের নাম শৈব্যা।৯

রাজেন্দ্র। সেই রাজা পুত্র কামনায় পত্নীদ্বয়ের সহিত হিমালয় পর্ব্বতকে আশ্রয় করিয়া তীব্র তপস্যা করিতে লাগিলেন। যোগ অবলম্বন করিয়া দুশ্চর তপস্যার দ্বারা ত্রিলোচন পিনাকপাণি ত্রিপুরারিকে সন্তুষ্ট করিলে তিনি তাঁহাকে দর্শন দিলেন। বহুরূপী পিনাকী উমাপতি শঙ্কর সাক্ষাৎ রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।১০-১২

তিনি তাঁহাকে দর্শন করিয়াই ভার্য্যাদ্বয়ের সহিত তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পুত্রলাভের জন্য

এবমুক্ত্বা তু তং রুদ্রস্তত্রৈবান্তরধীয়ত।
স চাপি সগরো রাজা জগাম স্বং নিবেশনম্ ॥১৭
পত্নীভ্যাং সহিতস্তত্র সোঽতিহৃষ্টমনাস্তদা।
তস্য তে মনুজশ্রেষ্ঠ ভার্য্যে কমললোচনে ॥১৮
বৈদর্ভী চৈব শৈব্যা চ গর্ভিণৌ সম্বভূবতুঃ।
ততঃ কালেন বৈদর্ভী গর্ভালাবুং ব্যজায়ত ॥১৯
শৈব্যা চ সুষুবে পুত্রং কুমারং দেবরূপিণম্।
তদালাবুং সমুৎস্রষ্টুং মনশ্চক্রে স পার্থিবঃ ॥২০
অথান্তরিক্ষাচ্ছুশ্রাব বাচং গম্ভীরনিঃস্বনাম্।
রাজন্ মা সাহসং কার্ষীঃ পুত্রান্ ন ত্যক্তুমর্হসি ॥২১
অলাবুমধ্যান্নিষ্কৃষ্য বীজং যত্নেন গোপত্যাম্।
সোপস্বেদেষু পাত্রেষু ঘৃতপূর্ণেষু ভাগশঃ ॥২২
ততঃ পুত্রসহস্রাণি ষষ্টিং প্রাপ্স্যসি পার্থিব।
মহাদেবেন দিষ্টং তে পুত্রজন্ম নরাধিপ।
অনেন ক্রমযোগেন মা তে বুদ্ধিরতোঽন্যথা ॥৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-
তীর্থযাত্রায়াং সগরসন্ততিকথনে ষড়ধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥

বর প্রার্থনা করিলেন। তখন উমাপতি ভার্য্যার সহিত রাজাকে বলিলেন—তুমি যে স্থানে যে মুহূর্ত্তে এই বর প্রার্থনা করিয়াছ, তাহার ফলে তোমার ষাট্ হাজার পুত্র একই পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে। তাহারা সকলেই একত্রে বিনাশপ্রাপ্ত হইবে, এক পত্নীর গর্ভে বংশধর একটি মাত্র পুত্র অবস্থান করিবে।১৩-১৬

এই কথা বলিয়া মহাদেব সেখানেই অন্তর্দ্ধান করিলেন এবং সগর রাজাও হৃষ্টান্তঃকরণে দুই পত্নীর সহিত স্বগৃহে গমন করিলেন।

তাঁহার দুই পত্নী বৈদর্ভী ও শৈব্যাই যথাকালে গর্ভধারণ করিলেন; কিন্তু বৈদর্ভী যথা সময়ে একটি অলাবু (লাউ) প্রসব করিলেন। রাজা সগর ঐ অলাবুটাকে ফেলিয়া দিতে মনস্থ করিলেন।১৭-২০

তখন আকাশ হইতে মেঘগম্ভীরস্বরে কথিতা বাণী শুনিতে পাইলেন—"হে রাজন্। তুমি পুত্রগণকে পরিত্যাগ করিতে সাহস করিও না। ঐ অলাবু হইতে বীজগুলি বাহির করিয়া ঘৃতপূর্ণ পাত্রে রক্ষা করত সযত্নে উহাদের পাহারা দাও। হে পৃথিবীপতে। তাহা হইলে উহা হইতে তুমি ষাট্ হাজার পুত্র লাভ করিবে। নরশ্রেষ্ঠ। স্বয়ং মহাদেব এই পুত্রসমূহ তোমাকে দিয়াছেন, এই ক্রমেই তুমি উহা লাভ করিবে, সুতরাং আমার নির্দ্দেশকে উল্লঙ্ঘন করিও না।২৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে
লোমশতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সাগরসন্ততিকথনে ষড়ধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১০৬

সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞঃ সগরস্য পুত্রোৎপত্তিঃ, কপিলমুনেঃ শাপাগ্নিনা সগরস্য সহস্রপুত্রাণাং ভস্ম, অসমঞ্জসস্য পরিত্যাগঃ, অংশুমতঃ প্রযত্নেন সগররাজ্ঞো যজ্ঞসমাপ্তিঃ, অংশুমতা দিলীপস্য দিলীপেন ভগীরথস্য রাজ্যপ্রাপ্তিশ্চ।]

লোমশ উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বান্তরিক্ষাচ্চ স রাজা রাজসত্তমঃ।
যথোক্তং তচ্চকারাথ শ্রদ্দধদ্ ভরতর্ষভ ॥১
এৈকৈকশস্ততঃ কৃত্বা বীজং বীজং নরাধিপঃ।
ঘৃতপূর্ণেষু কুম্ভেষু তান্ ভাগান্ বিদধে ততঃ ॥২
ধাত্রীশ্চৈকৈকশঃ প্রাদাৎ পুত্ররক্ষণতৎপরঃ।
ততঃ কালেন মহতা সমুত্তস্থুর্মহাবলাঃ ॥৩
ষষ্টিঃ পুত্রসহস্রাণি তস্যাপ্রতিমতেজসঃ।
রুদ্রপ্রসাদাদ্ রাজর্ষেঃ সমজায়ন্ত পার্থিব ॥৪
তে ঘোরাঃ ক্রূরকর্মাণ আকাশপরিসর্পিণঃ।
বহুত্বাচ্চাবজানন্তঃ সর্বাংল্লোকান্ সহামরান্ ॥৫
ত্রিদশাংশ্চাপ্যবাধন্ত তথা গন্ধর্বরাক্ষসান্।
সর্বাণি চৈব ভূতানি শূরাঃ সমরশালিনঃ ॥৬
বধ্যমানাস্ততো লোকাঃ সাগরৈর্মন্দবুদ্ধিভিঃ।
ব্রহ্মাণং শরণং জগ্মুঃ সহিতাঃ সর্বদৈবতৈঃ ॥৭
তানুবাচ মহাভাগঃ সর্বলোকপিতামহঃ।
গচ্ছধ্বং ত্রিদশাঃ সর্বে লোকৈঃ সার্ধং যথাগতম্ ॥৮
নাতিদীর্ঘেণ কালেন সাগরাণাং ক্ষয়ো মহান্।
ভবিষ্যতি মহাঘোরঃ স্বকৃতৈঃ কর্মভিঃ সুরাঃ ॥৯
এবমুক্তাস্তু তে দেবা লোকাশ্চ মনুজেশ্বর।
পিতামহমনুজ্ঞাপ্য বিপ্রজগ্মুর্যথাগতম্ ॥১০
ততঃ কালে বহুতিথে ব্যতীতে ভরতর্ষভ।
দীক্ষিতঃ সগরো রাজা হয়মেধেন বীর্য্যবান্ ॥১১
তস্যাশ্বো ব্যচরদ্ ভূমিং পুত্রৈঃ স পরিরক্ষিতঃ।
(সর্বৈরেব মহোৎসাহৈঃ স্বচ্ছন্দপ্রচরো নৃপ।)
সমুদ্রং স সমাসাদ্য নিস্তোয়ং ভীমদর্শনম্ ॥১২

সপ্তাধিকশততম অধ্যায়।

[রাজা সগরের পুত্রোৎপত্তি, ষাট্ হাজার সগর-পুত্রের কপিলমুনির শাপাগ্নির দ্বারা ভস্ম, অসমঞ্জসকে পরিত্যাগ, অংশুমানের প্রযত্নে সগররাজার যজ্ঞ-সমাপ্তি, অংশুমানকর্ত্তৃক দিলীপের এবং দিলীপকর্ত্তৃক ভগীরথের রাজ্যপ্রাপ্তি।]

লোমশ বলিলেন—হে ভরতশ্রেষ্ঠ! রাজসত্তম সগর সেই আকাশবাণী শ্রবণ করত শ্রদ্ধার সহিত তাহার নির্দ্দেশ মত কাজ করিলেন। তিনি একটি একটি বীজ এক-একটি ঘৃতপূর্ণ পাত্রে রাখিয়া প্রত্যেক পাত্রকে রক্ষা করিবার জন্য এক একজন ধাত্রী নিয়োগ করিলেন। হে পার্থিব! দীর্ঘকাল পরে ভগবান্ রুদ্রের কৃপায় এক-একটি কুম্ভ হইতে এক-একটি করিয়া রাজর্ষি সগরের ষাট্ হাজার মহাবল ও প্রতাপশালী পুত্র বহির্গত হইল।১-৪

ঐ সকল ভয়ঙ্কর ক্রূরকর্ম্মা পুত্রগণ আকাশেও বিচরণ করিতেছিল। সংখ্যায় বহু হওয়ায় দেবগণের সহিত সকল লোককে অবজ্ঞা করিতে লাগিল।৫

তাহারা সকলেই বীর ও যুদ্ধকুশলী ছিল; তাহারা দেবতা, গন্ধর্ব্ব, রাক্ষসপ্রভৃতি সকলকে পীড়িত করিতে লাগিল।৬

এইরূপে সকলে সগরপুত্রগণকর্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া দেবতাগণের সহিত ব্রহ্মার শরণাগত হইলেন।৭

তখন সর্ব্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বলিলেন,—হে দেবগণ! তোমরা লোকসকলের সহিত যথাসুখে স্বস্থানে প্রস্থান কর। দেববৃন্দ! ক্ষণকালের মধ্যেই নিজ ক্রূরকর্ম্মের জন্য সগরপুত্রগণ ভীষণভাবে সমূলে বিনাশলাভ করিবে।৮-৯

হে নরেশ্বর! ব্রহ্মার কথা শুনিয়া দেবতাবৃন্দ ও লোকসমূহ সকলে তাঁহার অনুমতি লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিল।১০

ভরতশ্রেষ্ঠ! তারপর বহুদিন গত হইলে শক্তিমান্ সগর রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞের দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।১১

রক্ষ্যমাণঃ প্রযত্নেন তত্রৈবান্তরধীয়ত।
ততস্তে সাগরাস্তাত হৃতং মত্বা হয়োত্তমম্ ॥১৩
আগম্য পিতুরাচখ্যুরদৃশ্যং তুরগং হৃতম্।
তেনোক্তা দিক্ষু সর্বাসু সর্বে মার্গত বাজিনম্ ॥১৪
(সসমুদ্রবনদ্বীপাং বিচরন্তো বসুন্ধরাম্।)
ততস্তে পিতুরাজ্ঞায় দিক্ষু সর্বাসু তং হয়ম্।
অমার্গন্ত মহারাজ সর্বঞ্চ পৃথিবীতলম্ ॥১৫
ততস্তে সাগরাঃ সর্বে সমুপেত্য পরস্পরম্।
নাধ্যগচ্ছন্ত তুরগমশ্বহর্তারমেব চ ।১৬
আগম্য পিতরং চোচুস্ততঃ প্রাঞ্জলয়োঽগ্রতঃ।
সসমুদ্র-বন-দ্বীপা সনদী-নদ-কন্দরা ॥১৭
সপর্বতবনোদ্দেশা নিখিলেন মহী নৃপ।
অস্মাভির্বিচিতা রাজন্ শাসনাৎ তব পার্থিব ॥১৮
ন চাশ্বমধিগচ্ছামো নাশ্বহর্তারমেব চ।
শ্রুত্বা তু বচনং তেষাং স রাজা ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥১৯
উবাচ বচনং সর্বাংস্তদা দৈববশান্নৃপ।
অনাগমায় গচ্ছধ্বং ভূয়ো মার্গত বাজিনম্ ॥২০
যজ্ঞিয়ং তং বিনা হ্যশ্বং নাগন্তব্যং হি পুত্রকাঃ।
প্রতিগৃহ্য তু সন্দেশং পিতুস্তে সগরাত্মজাঃ ॥২১
ভূয় এব মহীং কৃৎস্নাং বিচেতুমুপচক্রমুঃ।
অথাপশ্যন্ত তে বীরাঃ পৃথিবীমবদারিতাম্ ॥২২
সমাসাদ্য বিলং তচ্চাপ্যখনন্ সগরাত্মজাঃ।
কুদ্দালৈর্হ্রেষুকৈশ্চৈব সমুদ্রং যত্নমাস্থিতাঃ ॥২৩
স খন্যমানঃ সহিতৈঃ সাগরৈর্বরুণালয়ঃ।
অগচ্ছৎ পরমামার্তি দীর্য্যমাণঃ সমন্ততঃ ॥২৪
অসুরোরগরক্ষাংসি সত্ত্বানি বিবিধানি চ।
আর্তনাদমকুর্বন্ত বধ্যমানানি সাগরৈঃ ॥২৫
ছিন্নশীর্ষা বিদেহাশ্চ ভিন্নত্বগস্থিসন্ধয়ঃ।
প্রাণিনঃ সমদৃশ্যন্ত শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥২৬

রাজন্! তাঁহার যজ্ঞাশ্বটি পুত্রগণকর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া যথেচ্ছ বিচরণ করিতে করিতে জলশূন্য ভয়ঙ্কর সমুদ্রের মধ্যে গমন করিল এবং যত্নের সহিত রক্ষিত হইলেও তথা হইতে অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইল। তখন সগরপুত্রগণ অশ্বটী হৃত হইয়াছে মনে করত ফিরিয়া আসিয়া পিতাকে বলিল যে, অশ্বটি অন্তর্হিত হইয়াছে। তখন সগর অশ্বকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য তাহাদিগকে আদেশ করিলেন।১২-১৪

মহারাজ! তখন তাহারা পিতার আদেশে চারিদিকে পৃথিবীর সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিতে লাগিল।১৫

তখন সেই সগরপুত্রগণ পরস্পর মিলিত হইয়া সমস্ত স্থান তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও কোথাও সেই অশ্ব এবং অশ্বাপহারীকে দেখিতে পাইল না।১৬

তাহারা ফিরিয়া আসিয়া করপুটে পিতার অগ্রে পুনরায় বলিল—মহারাজ! আপনার আদেশে আমরা সাগর বন, দ্বীপ, নদী, নদ, কন্দর, পর্ব্বত, বনভূমি প্রভৃতি সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিয়াও অশ্ব ও অশ্বাপহারীকেও দেখিতে পাইলাম না। তখন রাজা দৈববশতঃ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে বলিলেন—ঐ যজ্ঞিয় অশ্ব আহরণ না করিলে চলিবে না। তোমরা পুনরায় অন্বেষণ কর; পুত্রগণ ঐ যজ্ঞিয় অশ্ব না লইয়া গৃহে ফিরিবে না। তখন পিতার আদেশে সমগ্র পৃথিবীতে অন্বেষণ করিতে লাগিল। তারপর সেই বীর সগরপুত্রগণ দেখিল যে একস্থানে পৃথিবী বিদারিতা হইয়া আছে।১৭-২২

সেই সগরপুত্রগণ বিলের পার্শ্বে যাইয়া কোদাল ও খন্তা দ্বারা সমুদ্রকেও খনন করিয়া অন্বেষণ করিতে লাগিল। তাহাতে সমুদ্রও বিদীর্য্যমাণ হইয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। এদিকে সমুদ্রাশ্রিত অসুর, উরগ, যক্ষ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাণীসমূহও তাহাদের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।২৩-২৫

PRESENTED

এবং হি খনতাং তেষাং সমুদ্রং বরুণালয়ম্ ।
ব্যতীতঃ সুমহান্ কালো ন চাশ্বঃ সমদৃশ্যত ॥২৭

ততঃ পূর্ব্বোত্তরে দেশে সমুদ্রস্য মহীপতে ।
বিদার্য্য পাতালমথ সংক্রুদ্ধাঃ সগরাত্মজাঃ ॥২৮

অপশ্যন্ত হয়ং তত্র বিচরন্তং মহীতলে ।
কপিলঞ্চ মহাত্মানং তেজরাশিমনুত্তমম্ ।
তেজসা দীপ্যমানং তু জ্বালাভিরিব পাবকম্ ॥২৯

তে তং দৃষ্ট্বা হয়ং রাজন্ সম্প্রহৃষ্টতনূরুহাঃ ।
অনাদৃত্য মহাত্মানং কপিলং কালচোদিতাঃ ॥৩০

সংক্রুদ্ধাঃ সম্প্রধাবন্ত অশ্বগ্রহণকাঙ্ক্ষিণঃ ।
ততঃ ক্রুদ্ধো মহারাজ কপিলো মুনিসত্তমঃ ॥৩১

বাসুদেবেতি যং প্রাহুঃ কপিলং মুনিপুঙ্গবম্ ।
স চক্ষুর্বিকৃতং কৃত্বা তেজস্তেষু সমুৎসৃজন্ ॥৩২

দদাহ সুমহাতেজা মন্দবুদ্ধীন্ স সাগরান্ ।
তান্ দৃষ্ট্বা ভস্মসাদ্ ভূতান্ নারদঃ সুমহাতপাঃ ॥৩৩

সগরান্তিকমাগচ্ছৎ তচ্চ তস্মৈ ন্যবেদয়ৎ ।
স তচ্ছ্রুত্বা বচো ঘোরং রাজা মুনিমুখোদ্গতম্ ॥৩৪
মুহূর্ত্তং বিমনা ভূত্বা স্থাণোর্বাক্যমচিন্তয়ৎ ।
(স পুত্রনিধনোদ্ভূতদুঃখেন সমভিপ্লুতঃ ।
আত্মানমাত্মনাশ্বাস্য হয়মেবান্বচিন্তয়ৎ ॥)
অংশুমন্তং সমাহূয় অসমঞ্জঃসুতং তদা ॥৩৫
পৌত্রং ভরতশার্দূল ইদং বচনমব্রবীৎ ।
ষষ্টিস্তানি সহস্রাণি পুত্রাণামমিতৌজসাম্ ॥৩৬
কাপিলং তেজ আসাদ্য মৎকৃতে নিধনং গতাঃ ।
তব চাপি পিতা তাত পরিত্যক্তো ময়ানঘ ।
ধর্ম্মং সংরক্ষমাণেন পৌরাণাং হিতমিচ্ছতা ॥৩৭

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

কিমর্থং রাজশার্দূলঃ সগরঃ পুত্রমাত্মজম্ ।
ত্যক্তবান্ দুস্ত্যজং বীরং তন্মে ব্রূহি তপোধন ॥৩৮

লোমশ উবাচ ।

অসমঞ্জা ইতি খ্যাতঃ সগরস্য সুতে হ্যভূৎ ।
যং শৈব্যা জনয়ামাস পৌরাণাং স হি দারকান্ ॥৩৯

শত শত সহস্র সহস্র প্রাণীর ছিন্ন মস্তক, ভিন্ন চর্ম্ম,অস্থি ও সন্ধিস্থানে চারিদিক্ পরিপূর্ণ হইয়াছে দেখা যাইতে লাগিল।২৬

এইভাবে বরুণালয় সমুদ্রকে খনন করিতে করিতে তাহাদের অনেক সময় কাটিয়া গেল, কিন্তু তথাপি সেই অশ্ব পাওয়া গেল না।২৭

রাজন্! তারপর পূর্ব্বোত্তর দেশে পাতাল পর্য্যন্ত খনন করিতে করিতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ সগরপুত্রগণ দেখিতে পাইল, সেই অশ্ব পৃথিবীতলে বিচরণ করিতেছে এবং তাহার নিকটেই কপিলনামক জাজ্বল্যমান উত্তম তেজোরাশির ন্যায় ও শিখাযুক্ত অগ্নির ন্যায় নিজ তেজে দেদীপ্যমান এক মহাত্মা মহাপুরুষ অবস্থান করিতেছেন।২৮-২৯

রাজন্! তাহারা সেই অশ্ব দেখিয়া আনন্দচিত্তে উহা গ্রহণ করিল এবং কপিলকে অশ্বহরণকারী মনে করত কাল প্রেরিত হইয়াই যেন তাঁহাকে অবজ্ঞা করত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বধ করিবার জন্য ধাবিত হইল। মহারাজ। মুনিশ্রেষ্ঠ কপিল তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন।৩০-৩১

তখন বাসুদেবের অবতারস্বরূপ সেই কপিল মুনি নিজ চক্ষু বিকৃত করিয়া তাহা হইতে তেজ নিষ্কাশিত করিয়া তাহাদের উপর নিক্ষেপ করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই মন্দমতি সগরপুত্রগণ ভস্মীভূত হইল।

সেই সগরপুত্রগণকে কপিলের রোষে ভস্মীভূত দেখিয়া দেবর্ষি নারদ সগররাজার নিকট এই সংবাদ জানাইলেন। মুনিকথিত এই ভয়ঙ্কর সংবাদ শুনিয়া সগররাজা কিছুক্ষণের জন্য বিমনা হইলেন, পরে তাঁহার মহাদেবের কথা মনে হওয়ায় নিজে নিজেই আশ্বস্ত হইলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ! তারপর অসমঞ্জসের পুত্র এবং নিজের পৌত্র অংশুমান্‌কে ডাকিয়া বলিলেন,-'বৎস!

(ক্রীড়তঃ সহসাসাদ্য তত্র তত্র মহীপতে।)
গলেষু ক্রোশতো গৃহ্য নদ্যাং চিক্ষেপ দুর্বলান্।
ততঃ পৌরাঃ সমাজগ্মুর্ভয়শোকপরিপ্লুতাঃ ॥৪০
সগরং চাভ্যভাষন্ত সর্বে প্রাঞ্জলয়ঃ স্থিতাঃ।
ত্বং নস্ত্রাতা মহারাজ পরচক্রাদিভির্ভয়াৎ ॥৪১
অসমঞ্জোভয়াদ্ ঘোরাৎ ততো নস্ত্রাতুমর্হসি।
পৌরাণাং বচনং শ্রুত্বা ঘোরং নৃপতিসত্তমঃ ॥৪২
মুহূর্তং বিমনা ভূত্বা সচিবানিদমব্রবীৎ।
অসমঞ্জাঃ পুরাদদ্য সুতো মে বিপ্রবাস্যতাম্ ॥৪৩
যদি বো মৎপ্রিয়ং কার্যমেতচ্ছীঘ্রং বিধীয়তাম্।
এবমুক্তা নরেন্দ্রেণ সচিবাস্তে নরাধিপ ॥৪৪
যথোক্তং ত্বরিতাশ্চক্রুর্যথাজ্ঞাপিতবান্ নৃপঃ।
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং যথা পুত্রো মহাত্মনা ॥৪৫
পৌরাণাং হিতকামেন সগরেণ বিবাসিতঃ।
অংশুমাংস্তু মহেষ্বাসো যদুক্তঃ সগরেণ হি।
তৎ তে সর্বং প্রবক্ষ্যামি কীর্ত্যমানং নিবোধ মে ॥৪৬

সগর উবাচ।

পিতুশ্চ তেহহং ত্যাগেন পুত্রাণাং নিধনেন চ।
অলাভেন তথাশ্বস্য পরিতপ্যামি পুত্রক ॥৪৭
তস্মাদ্ দুঃখাভিসন্তপ্তং যজ্ঞবিঘ্নাচ্চ মোহিতম্।
হয়স্যানয়নাৎ পৌত্র নরকাস্মাং সমুদ্ধর ॥৪৮
অংশুমানেবমুক্তস্তু সাগরেণ মহাত্মনা।
জগাম দুঃখাৎ তং দেশং যত্র বৈ দারিতা মহী ॥৪৯
স তু তেনৈব মার্গেণ সমুদ্রং প্রবিবেশ হ।
অপশ্যচ্চ মহাত্মানং কপিলং তুরগঞ্চ তম্ ॥৫০
স দৃষ্ট্বা তেজসো রাশিং পুরাণমৃষিসত্তমম্।
প্রণম্য শিরসা ভূমৌ কার্য্যমস্মৈ ন্যবেদয়ৎ ॥৫১

আমারই জন্য আমার ষাট হাজার অমিততেজস্বী পুত্র কপিলের রোষাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছে। নিষ্পাপ। ধর্ম্ম রক্ষার জন্য প্রজাগণের কল্যাণ ইচ্ছায় আমি তোমার পিতাকেও নির্ব্বাসিত করিয়াছি।”৩২-৩৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে তপোধন। সেই রাজশার্দ্দূল সগর দুস্ত্যজ নিজের বীর পুত্রকে কেন নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন, তাহা আমাকে বলুন।৩৮

হে রাজন্। তদুত্তরে লোমশ বলিলেন—“শৈব্যার গর্ভে অসমঞ্জস নামে সগররাজার পুত্র হইয়াছিল; সে পুরবাসিগণের দুর্ব্বল বালকগণকে ক্রন্দনরত অবস্থাতেও গলা ধরিয়া টানিয়া লইয়া নদীতে নিক্ষেপ করিত; তাহাতে পুরবাসিগণ ভয় ও শোকে আর্ত্ত হইয়া সগররাজার নিকট কৃতাঞ্জলি হইয়া অভিযোগ করিয়া বলিল—‘আপনি শত্রুর চক্র হইতে আমাদের রক্ষা কর্ত্তা। অসমঞ্জসের ভয়ঙ্কর ভয় হইতে আমাদিগকে ত্রাণ করুন।” পুরবাসিগণের কথা শুনিয়া তখন রাজা কিছুক্ষণের জন্য বিমনা থাকিয়া সচিবগণকে ডাকাইয়া বলিলেন—“আমার পুত্র অসমঞ্জসকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করুন। যদি আমার প্রিয় কার্য্য করিতে চাহেন, তবে শীঘ্রই ইহাকে নির্ব্বাসন দণ্ড দিন।” রাজন্। নরপতি মন্ত্রিগণকে এই কথা বলিলে, তাঁহারা নৃপতি যেরূপ বলিয়াছিলেন, সত্বর তাহাই করিলেন। এই সমস্ত বিষয় তোমাকে বলিলাম। এইভাবে পুরবাসিগণের হিতের জন্য সগররাজা পুত্র অসমঞ্জসকে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। অতঃপর মহাধনুর্দ্ধর অংশুমান্‌কে সগর যাহা বলিলেন, তাহা শুন।৩৯-৪৬

সগর বলিলেন,—হে পুত্রক (পৌত্র)। তোমার পিতার নির্ব্বাসন, পুত্রগণের বিনাশ এবং অশ্বের অলাভ—এই তিন কারণে আমি অত্যন্ত পরিতপ্ত।৪৭

হে পৌত্র। এইরূপে দুঃখসন্তপ্ত ও যজ্ঞবিঘ্নে মুহ্যমান আমাকে যজ্ঞের অশ্ব আনিয়া নরক হইতে উদ্ধার কর।৪৮

ততঃ প্রীতো মহারাজ কপিলোঽংশুমতোঽভবৎ ।
উবাচ চৈনং ধর্ম্মাত্মা বরদোঽস্মীতি ভারত ॥৫২
স বব্রে তুরগং তত্র প্রথমং যজ্ঞকারণাৎ ।
দ্বিতীয়ং বরকং বব্রে পিতৄণাং পাবনেচ্ছয়া ॥৫৩
তমুবাচ মহাতেজাঃ কপিলো মুনিপুঙ্গবঃ ।
দদানি তব ভদ্রং তে যদ্ যৎ প্রার্থয়সেঽনঘ ॥৫৪
ত্বয়ি ক্ষমা চ ধর্ম্মশ্চ সত্যং চাপি প্রতিষ্ঠিতম্ ।
ত্বয়া কৃতার্থঃ সগরঃ পুত্রবাংশ্চ ত্বয়া পিতা ॥৫৫
তব চৈব প্রভাবেণ স্বর্গং যাস্যন্তি সাগরাঃ ।
(শলভত্বং গতা হ্যেতে মম ক্রোধহুতাশনে ।)
পৌত্রশ্চ তে ত্রিপথগাং ত্রিদিবাদানয়িষ্যতি ॥৫৬
পাবনার্থং সাগরাণাং তোষয়িত্বা মহেশ্বরম্ ।
হয়ং নয়স্ব ভদ্রং তে যজ্ঞিয়ং নরপুঙ্গব ॥৫৭

যজ্ঞঃ সমাপ্যতাং তাত সগরস্য মহাত্মনঃ ।
অংশুমানেবমুক্তস্তু কপিলেন মহাত্মনা ॥৫৮
আজগাম হয়ং গৃহ্য যজ্ঞবাটং মহাত্মনঃ ।
সোঽভিবাদ্য ততঃ পাদৌ সগরস্য মহাত্মনঃ ॥৫৯
মূর্দ্ধ্নি তেনাপ্যুপাঘ্রাতস্তস্মৈ সর্বং ন্যবেদয়ৎ ।
যথা দৃষ্টং শ্রুতং চাপি সাগরাণাং ক্ষয়ং তথা ॥৬০
তং চাস্মৈ হয়মাচষ্ট যজ্ঞবাটমুপাগতম্ ।
তচ্ছ্রুত্বা সগরো রাজা পুত্রজং দুঃখমত্যজৎ ॥৬১
অংশুমন্তঞ্চ সম্পূজ্য সমাপয়ত তং ক্রতুম্ ।
সমাপ্তযজ্ঞঃ সগরো দেবৈঃ সর্বৈঃ সভাজিতঃ ॥৬২
পুত্রত্বে কল্পয়ামাস সমুদ্রং বরুণালয়ম্ ।
প্রশাস্য সুচিরং কালং রাজ্যং রাজীবলোচনঃ ॥৬৩

মহাত্মা সগর এইরূপ বলিলে অংশুমান্ দুঃখিতহৃদয়ে যেখানে পৃথিবী বিদারিতা হইয়াছেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। তিনি সেই পথ দিয়াই যেখানে অশ্ব ছিল, সেইস্থানে গিয়া সমুদ্রের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন যে, সেখানে কপিলমুনি ও অশ্ব উভয়ই রহিয়াছে।৪৯-৫০

তখন পুরাণ ঋষি অগ্নির ন্যায় দীপ্যমান মুনিশ্রেষ্ঠ কপিলমুনিকে প্রণাম করিয়া নিজ কার্য্য তাঁহাকে নিবেদন করিলেন।৫১

হে মহারাজ। তাহাতে ধর্ম্মাত্মা কপিলমুনি অংশুমানের উপর প্রীত হইয়া বলিলেন—"হে ভারত! আমি তোমাকে বর দিতেছি, চাহিয়া লও।"৫২

অংশুমান্ তখন প্রথম বরে যজ্ঞের অশ্ব এবং দ্বিতীয় বরে পিতৃগণের উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করিলেন।৫৩

তাহা শুনিয়া মহাতেজস্বী মুনিশ্রেষ্ঠ কপিলমুনি বলিলেন—তোমার মঙ্গল হউক, আমি তোমাকে অভীষ্ট বর দিব। তোমাতে ক্ষমা, ধর্ম্ম ও সত্য প্রতিষ্ঠিত আছে। তোমার দ্বারা সগররাজ পুত্রবান্ হইয়া কৃতার্থ হইয়াছে। তোমার প্রভাবে সগরপুত্রগণ স্বর্গে গমন করিবে। তোমার পৌত্র গঙ্গা ও মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া গঙ্গাদেবীকে মর্ত্ত্যে আনিয়া তোমার পিতৃপুরুষগণকে পবিত্র করিবে। হে নরশ্রেষ্ঠ। তোমার কল্যাণ হউক। এই তোমার যজ্ঞের অশ্ব গ্রহণ কর। বৎস। মহাত্মা সাগরের যজ্ঞকে সমাপ্ত কর।

মহাত্মা কপিল এই কথা বলিলে অংশুমান্ অশ্ব লইয়া যজ্ঞশালায় গমন করত সগরের চরণদ্বয় অভিবাদন করিয়া তাঁহাকে সব নিবেদন করিলেন। যাহা কিছু সেই সাগরসমীপে সগরপুত্রগণের ক্ষয় সম্বন্ধে দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, তাহা এবং অশ্ব যজ্ঞগৃহে আসিয়াছে—সবই তাঁহাকে নিবেদন করিলেন। তাহা শুনিয়া রাজা সগর পুত্রবিনাশজন্য দুঃখ পরিত্যাগ করিলেন।৫৮-৬১

অংশুমানের যথোচিত সমাদর করিয়া সাগর যজ্ঞ সমাপ্ত করিলেন। ইহাতে দেবগণ সগরকে সম্মান দিলেন।৬২

পৌত্রে ভারং সমাবেশ্য জগাম ত্রিদিবং তদা।
অংশুমানপি ধর্ম্মাত্মা মহীং সাগরমেখলাম্ ॥৬৪
প্রশশাস মহারাজ যথৈবাস্য পিতামহঃ।
তস্য পুত্রঃ সমভবদ্ দিলীপো নাম ধর্ম্মবিৎ ॥৬৫
তস্মৈ রাজ্যং সমাধায় অংশুমানপি সংস্থিতঃ।
দিলীপস্তু ততঃ শ্রুত্বা পিতৄণাং নিধনং মহৎ ॥৬৬
পর্য্যতপ্যত দুঃখেন তেষাং গতিমচিন্তয়ৎ।
গঙ্গাবতরণে যত্নং সুমহচ্চাকরোন্নৃপঃ ॥৬৭
ন চাবতারয়ামাস চেষ্টমানো যথাবলম্।
তস্য পুত্রঃ সমভবচ্ছ্রীমান্ ধর্ম্মপরায়ণঃ ॥৬৮
ভগীরথ ইতি খ্যাতঃ সত্যবাগনসূয়কঃ।
অভিষিচ্য তু তং রাজ্যে দিলীপো বনমাশ্রিতঃ ॥৬৯
(ভগীরথং মহাত্মানং সত্যধর্ম্মপরায়ণম্।)
তপঃ-সিদ্ধিসমাযোগাৎ স রাজা ভরতর্ষভ।
বনাজ্জগাম ত্রিদিবং কালযোগেন ভারত ॥৭০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রাপর্ব্বণি লোমশ-
তীর্থযাত্রায়াং ভগীরথরাজ্যাভিষেকে সপ্তাধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১০৭

সেই সময় হইতে সগর সমুদ্রকে নিজ পুত্রের ন্যায় ভাবিতে লাগিলেন। পরে দীর্ঘকাল রাজ্য শাসন করিয়া পৌত্রের উপর রাজ্যভার অর্পণ করত মৃত্যুর পরে স্বর্গে গমন করিলেন। মহারাজ! অংশুমান্ও ধর্ম্মানুসারে সসাগরা বসুন্ধরাকে পিতামহের ন্যায়ই শাসন করিতে লাগিলেন। দিলীপ নামে তাঁহার এক ধর্ম্মজ্ঞ পুত্রও হইল।৬৩-৬৫

তাহার উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া অংশুমান্ অবসর গ্রহণ করিলেন। দিলীপও পিতৃগণের নিধনের কথা শ্রবণ করিয়া দুঃখে পরিতপ্ত হইয়া তাঁহাদের সদ্গতির কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং গঙ্গাদেবীর অবতরণের জন্য সুমহৎ তপস্যা করিতে লাগিলেন।৬৬-৬৭

তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিলেও গঙ্গার অবতরণ হইল না। তাঁহার পুত্র ধর্ম্মপরায়ণ সত্যনিষ্ঠ ও অসূয়াশূন্য ভগীরথকে তিনি রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া দিলীপ বনে গমন করিলেন। তারপর তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া রাজা দিলীপ কালক্রমে স্বর্গে গমন করিলেন।৬৮-৭০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে ভগীরথরাজ্যাভিষেকবিষয়ে সপ্তাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১০৭

অষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[হিমালয়পর্ব্বতে ভগীরথস্য তপস্যাদ্বারা গঙ্গা-মহাদেবয়োঃ সন্তোষবিধানম্, বরপ্রার্থনা চ।]

লোমশ উবাচ।

স তু রাজা মহেষ্বাসশ্চক্রবর্ত্তী মহারথঃ।
বভূব সর্বলোকস্য মনোনয়ননন্দনঃ ॥১
স শুশ্রাব মহাবাহুঃ কপিলেন মহাত্মনা।
পিতৄণাং নিধনং ঘোরমপ্রাপ্তিং ত্রিদিবস্য চ ॥২

অষ্টাধিকশততম অধ্যায়।

[হিমালয়পর্ব্বতে ভগীরথকর্ত্তৃক তপস্যাদ্বারা গঙ্গা ও মহাদেবের সন্তোষবিধান এবং বর প্রার্থনা।]

লোমশ বলিলেন—হে রাজন্! মহাধনুর্দ্ধর মহারথ সেই চক্রবর্ত্তী রাজা ভগীরথ সকলের মনোরঞ্জক ও নয়নানন্দদায়ক হইয়াছিলেন।১

মহাবাহু ভগীরথ যখন শুনিলেন যে, মহাত্মা মহর্ষি

স রাজ্যং সচিবে ন্যস্ত হৃদয়েন বিদূয়তা।
জগাম হিমবৎপার্শ্বং তপস্তংপ্তু নরেশ্বর ॥৩
আরিরাধয়িষুর্গঙ্গাং তপসা দগ্ধকিল্বিষঃ।
সোঽপশ্যত নরশ্রেষ্ঠ হিমবন্তং নগোত্তমম্ ॥৪
শৃঙ্গৈর্বহুবিধাকারৈর্ধাতুমদ্ভিরলঙ্কৃতম্।
পবনালম্বিভির্মেঘৈঃ পরিষিক্তং সমন্ততঃ ॥৫
নদীকুঞ্জনিতম্বৈশ্চ প্রাসাদৈরুপশোভিতম্।
গুহা-কন্দরসংলীন-সিংহ-ব্যাঘ্রনিষেবিতম্ ॥৬
শকুনৈশ্চ বিচিত্রাঙ্গৈঃ কূজদ্ভির্বিবিধা গিরঃ।
ভৃঙ্গরাজৈস্তথা হংসৈর্দাত্যূহৈর্জলকুক্কুটৈঃ ॥৭
ময়ূরৈঃ শতপত্রৈশ্চ জীবঞ্জীবক-কোকিলৈঃ।
চকোরৈরসিতাপাঙ্গৈস্তথা পুত্রপ্রিয়ৈরপি ॥৮
জলস্থানেষু রম্যেষু পদ্মিনীভিশ্চ সঙ্কুলম্।
সারসানাঞ্চ মধুরৈর্ব্যাহৃতৈঃ সমলঙ্কৃতম্ ॥৯
কিন্নরৈরপ্সরোভিশ্চ নিষেবিতশিলাতলম্।
দিগ্বারণবিষাণাগ্রৈঃ সমন্তাদ্ ধৃষ্টপাদপম্ ॥১০
বিদ্যাধরানুচরিতং নানারত্নসমাকুলম্।
বিষোল্বণভুজঙ্গৈশ্চ দীপ্তজিহ্বৈর্নিষেবিতম্ ॥১১
ক্বচিৎ কনকসঙ্কাশং ক্বচিদ্ রজতসন্নিভম্।
ক্বচিদঞ্জনপুঞ্জাভং হিমবন্তমুপাগমৎ ॥১২
স তু তত্র নরশ্রেষ্ঠস্তপো ঘোরং সমাস্থিতঃ।
ফলমূলাম্বুসম্ভক্ষঃ সহস্রপরিবৎসরান্ ॥১৩
সংবৎসরসহস্রে তু গতে দিব্যে মহানদী।
দর্শয়ামাস তং গঙ্গা তদা মূর্তিমতী স্বয়ম্ ॥১৪

গঙ্গোবাচ।

কিমিচ্ছসি মহারাজ মত্তঃ কিঞ্চ দদানি তে।
তদ্ ব্রবীহি নরশ্রেষ্ঠ করিষ্যামি বচস্তব ॥১৫

কপিলের ক্রোধাগ্নিতে পিতৃপুরুষগণ ভস্মীভূত হওয়ায় স্বর্গলাভ করিতে পারেন নাই, রাজন্! তখন তিনি অত্যন্ত ব্যথিতহৃদয়ে মন্ত্রীর উপর রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া তপস্যা করিবার জন্য হিমালয়ের পার্শ্বে গমন করিলেন।২-৩

নরশ্রেষ্ঠ! তিনি তপস্যার প্রভাবে পাপশূন্য হইয়া গঙ্গার আরাধনা করিবার ইচ্ছায় যাইতে যাইতে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়কে দর্শন করিলেন।৪

তিনি দেখিলেন—হিমালয় ধাতুময় বিবিধ শৃঙ্গসমূহের দ্বারা অলঙ্কৃত এবং বায়ুচালিত মেঘসমূহ চতুর্দিকে বর্ষণ করিতে থাকায় সংসিক্ত।৫

নদী ও কুঞ্জ যাহার নিতম্ব দেশে বর্ত্তমান, এমন বহু প্রাসাদের (মন্দির) দ্বারা হিমালয় পরিশোভিত এবং হিমালয়ের গুহা ও কন্দরে সিংহ ও ব্যাঘ্রসমূহ বাস করিতেছে।৬

নানাপ্রকার রব করিতে করিতে বিচিত্রাকৃতি বহু পাখী, ভৃঙ্গরাজ, হংস, দাঁড়কাক, জলকুক্কুট, ময়ূর, শতপত্র, চক্রবাক, কোকিল, চকোর, অসিতাপাঙ্গ ও পুত্রপ্রিয় প্রভৃতি পক্ষিসমূহ হিমালয়ের অপূর্ব্ব শোভা প্রকাশ করিতেছে।৭-৮

হিমালয়ের মধ্যস্থিত জলাশয়সমূহে কমলসমূহ প্রস্ফুটিত আছে, সারস ও ময়ূরগণ মধুর শব্দ করিতেছে, কোথাও কিন্নর ও অপ্সরাগণ শিলাতলে উপবিষ্ট, কোথাও হস্তিগণ দন্তের দ্বারা বৃক্ষের চারিদিক্ বিদীর্ণ করিতেছে, নানারত্নালঙ্কারে অলঙ্কৃত বিদ্যাধরগণ ও দীপ্তজিহ্ব ও বিষধর সর্পসমূহ বিচরণ করিতেছে। কোথাও স্ববর্ণবর্ণ, কোথাও রজতাভ, কোথাও বা অঞ্জনবর্ণ প্রস্তরসমূহ শোভা পাইতেছে। এইরূপ মনোহর হিমালয়কে আশ্রয় করিয়া ভগীরথ ফল ও মূল আহার করত সহস্র বৎসর তীব্র তপস্যা করিলেন। এক সহস্র বৎসর পরে মহানদী গঙ্গাদেবী মূর্ত্তিমতী হইয়া সাক্ষাৎভাবে তাঁহাকে দর্শন দিলেন।৯-১৪

গঙ্গা বলিলেন—হে মহারাজ! তুমি আমার নিকট কি বর চাও—বল। হে নরশ্রেষ্ঠ! আমি তাহাই তোমাকে দিব।১৫

গঙ্গা এইরূপ বলিলে ভগীরথ প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—হে বরদে মহানদি—মহারাজ

এবমুক্তঃ প্রত্যুবাচ রাজা হৈমবতীং তদা।
(নদীং ভগীরথো রাজন্ প্রণিপত্য কৃতাঞ্জলিঃ)
পিতামহা মে বরদে কপিলেন মহানদি ॥১৬
অন্বেষমাণাস্তুরগং নীতা বৈবস্বতক্ষয়ম্।
ষষ্টিস্তানি সহস্রাণি সাগরাণাং মহাত্মনাম্ ॥১৭
কপিলং দেবমাসাদ্য ক্ষণেন নিধনং গতাঃ।
তেষামেবং বিনষ্টানাং স্বর্গে বাসো ন বিদ্যতে ॥১৮
যাবৎ তানি শরীরাণি ত্বং জলৈর্নাভিষিঞ্চসি।
তাবৎ তেষাং গতির্নাস্তি সাগরাণাং মহানাদ ॥১৯
স্বর্গং নয় মহাভাগে মৎপিতৄন্ সগরাত্মজান্।
তেষামর্থেন যাচামি ত্বামহং বৈ মহানদি ॥২০

লোমশ উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা বচো রাজ্ঞো গঙ্গা লোকনমস্কৃতা।
ভগীরথমিদং বাক্যং সুপ্রীতা সমভাষত ॥২১
করিষ্যামি মহারাজ বচস্তে নাত্র সংশয়ঃ.
বেগং তু মম দুর্ধার্য্যং পতন্ত্যা গগনাদ্ ভুবম্ ॥২২
ন শক্তস্ত্রিষু লোকেষু কশ্চিদ্ ধারয়িতুং নৃপ।
অন্যত্র বিবুধশ্রেষ্ঠান্নীলকণ্ঠান্মহেশ্বরাৎ ॥২৩
তং তোষয় মহাবাহো তপসা বরদং হরম্।
স তু মাং প্রচ্যুতাং দেবঃ শিরসা ধারয়িষ্যতি ॥২৪
স করিষ্যতি তে কামং পিতৄণাং হিতকাম্যয়া।
(তপসারাধিতঃ শম্ভুর্ভগবাঁল্লোকভাবনঃ।)
এতচ্ছ্রুত্বা ততো রাজন্ মহারাজো ভগীরথঃ ॥২৫
কৈলাসং পর্বতং গত্বা তোষয়ামাস শঙ্করম্।
তপস্তীব্রমুপাগম্য কালযোগেন কেনচিৎ ॥২৬
অগৃহ্ণাচ্চ বরং তস্মাদ্ গঙ্গায়া ধারণে নৃপ।
স্বর্গে বাসং সমুদ্দিশ্য পিতৄণাং স নরোত্তমঃ ॥২৭
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-
তীর্থযাত্রায়ামগস্ত্যোপাখ্যানে
অষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১০৮

সগরের পুত্র আমার ষাট্ হাজার পিতামহ যজ্ঞের অশ্ব অন্বেষণ করিতে গিয়া মহর্ষি কপিলের ক্রোধাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছেন; তাহাতে তাঁহারা স্বর্গলাভ করিতে পারেন নাই। যে পর্য্যন্ত আপনি আপনার জলে তাহাদিগকে অভিষিক্ত না করিতেছেন সে পর্য্যন্ত তাঁহাদের সদ্গতি নাই। হে মহানদি! আপনি কৃপা করিয়া মর্ত্ত্যধামে অবতরণ করত আমার পিতৃপুরুষগণকে স্বর্গে লইয়া যাউন। মহানদি! তাঁহাদের জন্যই আমি এই প্রার্থনা করিতেছি।১৬-২০

লোমশ বলিলেন—এই কথা শুনিয়া সকল লোকনমস্কৃতা গঙ্গা পরম প্রীত হইয়া ভগীরথকে এই কথা বলিলেন।২১

হে মহারাজ! আমি তোমার অভিলাষ পূরণ করিব সন্দেহ নাই, কিন্তু গগনমণ্ডল হইতে আমি যখন নীচে পতিত হইব, তখন আমার বেগ ধারণ করা কঠিন হইবে।২২

নৃপ! দেবদেব নীলকণ্ঠ মহাদেব ব্যতিরেকে এ ত্রিলোকে অন্য কেহ আমার বেগ ধারণ করিতে সমর্থ নহে।২৩

মহাবাহো! তুমি তপস্যা দ্বারা বরদাতা হরকে সন্তুষ্ট কর, তিনিই মস্তকদ্বারা পতনোন্মুখী আমার বেগ ধারণ করিবেন।২৪

ভগবান্ লোকভাবন শম্ভু তপস্যার দ্বারা আরাধিত হইয়া তোমার পিতৃগণের হিতার্থে এ কাজ করিবেন। এই কথা শুনিয়া তখন মহারাজ ভগীরথ কৈলাস পর্ব্বতে গিয়া কিছুকাল তীব্র তপস্যা করত ভগবান্ শঙ্করকে তুষ্ট করিলেন।২৫-২৬

হে রাজন্! সেই রাজা ভগবান্ শঙ্করের নিকট বর প্রার্থনা করিলেন, যাহাতে গঙ্গাবতরণে তাঁহার পিতৃপুরুষগণ উদ্ধার প্রাপ্ত হন।২৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে অগস্ত্যোপাখ্যানবিষয়ক অষ্টাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১০৮

নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পৃথিব্যাং গঙ্গাবতরণস্য সমুদ্রপূরণস্য চ বর্ণনম্, সগরপুত্রাণামুদ্ধারশ্চ।]

লোমশ উবাচ।

ভগীরথবচঃ শ্রুত্বা প্রিয়ার্থঞ্চ দিবৌকসাম্।
এবমস্ত্বিতি রাজানং ভগবান্ প্রত্যভাষত ॥১

ধারয়িষ্যে মহাভাগ গগনাৎ প্রচ্যুতাং শিবাম্।
দিব্যাং দেবনদীং পুণ্যাং ত্বৎকৃতে নৃপসত্তম ॥২

এবমুক্ত্বা মহাবাহো হিমবন্তমুপাগমৎ।
বৃতঃ পারিষদৈর্ঘোরৈর্নানাপ্রহরণোদ্যতৈঃ ॥৩

তত্র স্থিত্বা নরশ্রেষ্ঠং ভগীরথমুবাচ হ।
প্রযাচস্ব মহাবাহো শৈলরাজসুতাং নদীম্ ॥৪

(পিতৃণাং পাবনার্থং তে তামহং মনুজাধিপ।)
পতমানাং সরিচ্ছ্রেষ্ঠাং ধারয়িষ্যে ত্রিবিষ্টপাৎ।
এতচ্ছ্রুত্বা বচো রাজা শর্বেণ সমুদাহৃতম্ ॥৫

প্রয়তঃ প্রণতো ভূত্বা গঙ্গাং সমনুচিন্তয়ৎ।
ততঃ পুণ্যজলা রম্যা রাজ্ঞা সমনুচিন্তিতা ॥৬

ঈশানঞ্চ স্থিতং দৃষ্ট্বা গগনাৎ সহসা চ্যুতা।
তাং প্রচ্যুতামথো দৃষ্ট্বা দেবাঃ সার্ধং মহর্ষিভিঃ ॥৭

গন্ধর্বোরগ-যক্ষাশ্চ সমাজগ্মুর্দিদৃক্ষবঃ।
ততঃ পপাত গগনাদ্ গঙ্গা হিমবতঃ সুতা ॥৮

সমুদ্ধৃতমহাবর্ত্তা মীন-গ্রাহসমাকুলা।
তাং দধার হরো রাজন্ গঙ্গাং গগনমেখলাম্ ॥৯

ললাটদেশে পতিতাং মালাং মুক্তাময়ীমিব।
সা বভূব বিসর্পন্তী ত্রিধা রাজন্ সমুদ্রগা ॥১০

ফেনপুঞ্জাকুলজলা হংসানামিব পঙ্ক্তয়ঃ।
ক্বচিদাভোগকুটিলা প্রস্খলন্তী ক্বচিৎ ক্বচিৎ ॥১১

সা ফেনপটসংবীতা মত্তেব প্রমদাব্রজৎ।
ক্বচিৎ সা তোয়নিনদৈর্নদন্তী নাদমুত্তমম্ ॥১২

নবাধিকশততম অধ্যায়।

[পৃথিবীতে গঙ্গার অবতরণ এবং সমুদ্রপূরণের বর্ণন ও সগরপুত্রগণের উদ্ধার।]

লোমশ বলিলেন,—ভগীরথের প্রার্থনা শুনিয়া ভগবান্ শঙ্কর "তাহাই হউক" বলিয়া রাজাকে বর দিলেন। হে মহাভাগ নৃপসত্তম! তোমার জন্য আমি আকাশ হইতে পতিতা স্বর্গীয়া পবিত্রা দেবনদী মঙ্গলময়ী গঙ্গাকে অবশ্যই ধারণ করিব।১-২

মহাবাহো! মহাদেব এই কথা বলিয়া নানাবিধ অস্ত্রধারী ভয়ঙ্কর পরিষদ্‌বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া হিমালয়ে গমন করিলেন।৩

সেইখানেই অবস্থান করিয়া মহাদেব ভগীরথকে বলিলেন—মহাবাহো! তুমি দেবী গঙ্গাকে আহ্বান কর, আমি পতনোন্মুখী গঙ্গার বেগ ধারণ করিব। শিবের এই কথা শুনিয়া ভগীরথ একাগ্রহৃদয়ে গঙ্গাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার অনুচিন্তন করিতে লাগিলেন। তারপর রাজার একাগ্র চিন্তায় আকৃষ্ট হইয়া পুণ্যসলিলা গঙ্গা দেবী সহসাই স্থিরভাবে অবস্থিত শঙ্করের উপর পতিত হইলেন। গঙ্গার পতন দেখিবার জন্য তখন দেবতা, মহর্ষি, গন্ধর্ব্ব, উরগ, যক্ষ প্রভৃতি সকলে. তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন তারপর হিমালয়কন্যা গঙ্গা গগন হইতে নিপতিত হইলেন।৩-৮

রাজন্! ললাটে পতিত মুক্তার মালার ন্যায় ভগবান্ শঙ্কর মহাবর্ত্তময়ী মীনগ্রাহ সমাকুলা গঙ্গা-দেবীকে অনায়াসে ধারণ করিলেন।

হে রাজন্! ভগবান্ শঙ্করের মস্তকে পতিতা হইয়া সমুদ্রগামিনী গঙ্গাদেবী স্বর্গে অলকানন্দা, পাতালে ভোগবতী এবং মর্ত্ত্যে ভাগীরথী নামে তিন ধারায় বিভক্ত হইয়া এক হংসপঙ্ক্তির ন্যায় শোভিতা হইলেন। তিনি কোথাও সর্পদেহের ন্যায় বক্রা কোথাও কোথাও প্রতিহতবেগা এবং কোথায় জলের সঙ্গে মনোহর শব্দকারিণী হইয়া ফেনপুঞ্জরূপ বস্ত্রে দেহ আবৃতা করত মত্তা স্ত্রীর ন্যায় বেগে গমন করিতে লাগিলেন।৯-১২

এবংপ্রকারান্ সুবহূন্ কুর্বতী গগনাচ্চ্যুতা।
পৃথিবীতলমাসাদ্য ভগীরথমথাব্রবীৎ ॥১৩
দর্শয়স্ব মহারাজ মার্গং কেন ব্রজাম্যহম্।
ত্বদর্থমবতীর্ণাস্মি পৃথিবীং পৃথিবীপতে ॥১৪
এতচ্ছ্রুত্বা বচো রাজা প্রাতিষ্ঠত ভগীরথঃ।
যত্র তানি শরীরাণি সাগরাণাং মহাত্মনাম্ ॥১৫
প্লাবনার্থং নরশ্রেষ্ঠ পুণ্যেন সলিলেন চ।
গঙ্গায়া ধারণং কৃত্বা হরো লোকনমস্কৃতঃ ॥১৬
কৈলাসং পর্বতশ্রেষ্ঠং জগাম ত্রিদশৈঃ সহ।
সমাসাদ্য সমুদ্রঞ্চ গঙ্গয়া সহিতো নৃপঃ ॥১৭
পূরয়ামাস বেগেন সমুদ্রং বরুণালয়ম্।
দুহিতৃত্বে চ নৃপতির্গঙ্গাং সমনুকল্পয়ৎ ॥১৮

পিতৄণাং চোদকং তত্র দদৌ পূর্ণমনোরথঃ।
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং গঙ্গা ত্রিপথগা যথা ॥১৯
পূরণার্থং সমুদ্রস্য পৃথিবীমবতারিতা।
(কালেয়াশ্চ যথা রাজংস্ত্রিদশৈর্বিনিপাতিতাঃ।)
সমুদ্রশ্চ যথা পীতঃ কারণার্থং মহাত্মনা ॥২০
বাতাপিশ্চ যথা নীতঃ ক্ষয়ং স ব্রহ্মহা প্রভো।
অগস্ত্যেন মহারাজ যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশতীর্থযাত্রায়ামগস্ত্যমাহাত্ম্যকথনে নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১০৯

এইরূপ নানা ভঙ্গীতে গগন হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়া তিনি ভগীরথকে বলিলেন,—হে মহারাজ! যে পথে আমাকে যাইতে হইবে, তুমি সেই পথ আমাকে দেখাও। হে পৃথিবীপতে! আমি তোমার জন্যই এই পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়াছি।১৩-১৪

গঙ্গার এই কথা শুনিয়া রাজা ভগীরথ মহাত্মা সগরপুত্রগণের দেহ যেখানে ভস্মীভূত হইয়াছে, তাঁহার সেই পিতৃ-পুরুষগণের উদ্ধারের জন্য গঙ্গার-পুণ্যসলিলে প্লাবিত করাইতে সেই দিকে চলিলেন। সর্ব্বলোকনমস্কৃত শঙ্কর গঙ্গাকে ধারণ করত দেবগণসহ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ কৈলাসে গমন করিলেন। রাজা ভগীরথ গঙ্গার সহিত সমুদ্রে গিয়া বেগে সমুদ্রকে গঙ্গাজলে পরিপূর্ণ করিয়া দিলেন। তদবধি তিনি গঙ্গাকে কন্যারূপে গ্রহণ করিলেন।১৫-১৮

তিনি সেখানে তাঁহার পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশ্যে গঙ্গার জল দান করিলেন। এইভাবে তাঁহার সকল মনোরথ পূর্ণ হইল। হে রাজন্! এই তোমাকে ত্রিপথগা—স্বর্গে মন্দাকিনী, মর্ত্ত্যে গঙ্গা ও পাতালে ভোগবতীরূপে এই তিনভাগে গঙ্গাবতরণের উপাখ্যান সবই বলিলাম।১৯

মহারাজ! যেমন করিয়া সমুদ্রকে পূর্ণ করিবার জন্য গঙ্গার অবতরণ পৃথিবীতে হইল, (রাজন্! কালেয় অসুরগণ যেভাবে বিনাশিত হইল,) যে কারণে মহাত্মা অগস্ত্য সমুদ্রকে পান করিলেন এবং ব্রহ্মহত্যাকারী বাতাপি যেভাবে অগস্ত্য কর্ত্তৃক নিহত হইল—এই সব জিজ্ঞাস্য বিষয়ের উত্তর আমি প্রদান করিলাম।২০-২১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে
লোমশতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে অগস্ত্যমাহাত্ম্যকথনে নবাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১০৯

দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[নন্দা-কৌশিক্যোর্মাহাত্ম্যম্, ঋষ্যশৃঙ্গমুনেরুপাখ্যানম্, নিজরাজ্যে তং মুনিং নেতুং
রাজ্ঞো লোমপাদস্য প্রযত্নশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ প্রয়াতঃ কৌন্তেয়ঃ ক্রমেণ ভরতর্ষভ।
নন্দামপরনন্দাঞ্চ নদ্যৌ পাপভয়াপহে ॥১
পর্বতং স সমাসাদ্য হেমকূটমনাময়ম্।
অচিন্ত্যানদ্ভুতান্ ভাবান্ দদর্শ সুবহূন্ নৃপঃ ॥২
বাতাবদ্ধা ভবন্মেঘা উপলাশ্চ সহস্রশঃ।
নাশক্নুবংস্তমারোঢ়ুং বিষণ্ণমনসো জনাঃ ॥৩
বায়ুর্নিত্যং ববৌ তত্র নিত্যং দেবশ্চ বর্ষতি।
স্বাধ্যায়ঘোষশ্চ তথা শ্রূয়তে ন চ দৃশ্যতে ॥৪
সায়ং প্রাতশ্চ ভগবান্ দৃশ্যতে হব্যবাহনঃ।
মক্ষিকাশ্চাদশংস্তত্র তপসঃ প্রতিঘাতিকাঃ ॥৫
নির্বেদো জায়তে তত্র গৃহাণি স্মরতে জনঃ।
এবং বহুবিধান্ ভাবানদ্ভুতান্ বীক্ষ্য পাণ্ডবঃ।
লোমশং পুনরেবাথ পর্য্যপৃচ্ছৎ তদদ্ভুতম্ ॥৬

(যুধিষ্ঠির উবাচ।

যদেতদ্ ভগবংশ্চিত্রং পর্বতেঽস্মিন্ মহৌজসি।
এতন্মে সর্বমাচক্ষ্ব বিস্তরেণ মহাদ্যুতে ॥)

লোমশ উবাচ।

যথাশ্রুতমিদং পূর্বমস্মাভিররিকর্শন।
তদেকাগ্রমনা রাজন্ নিবোধ গদতো মম ॥৭
অস্মিন্নৃষভকূটেঽভূদৃষভো নাম তাপসঃ।
অনেকশতবর্ষায়ুস্তপস্বী কোপনো ভৃশম্ ॥৮

দশাধিকশততম অধ্যায়।

[নন্দা ও কৌশিকীর মাহাত্ম্য, ঋষ্যশৃঙ্গমুনির উপাখ্যান এবং নিজ রাজ্যে তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য রাজা লোমপাদের প্রযত্ন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! তারপর কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির ক্রমে নন্দা ও অপরনন্দানামক পাপভয়হারিণী নদীদ্বয়কে দর্শন করিবার জন্য প্রস্থান করিলেন এবং অনাময় (উপদ্রবহীন) হেমকূট পর্ব্বতে পৌঁছিয়া বহু অচিন্ত্যনীয় অদ্ভুত ব্যাপার-সমূহ দর্শন করিলেন।১-২

যেখানে বায়ুর বিনা সাহায্যেই মেঘ হয় এবং সহস্র সহস্র পাথর পড়িতে থাকে। যাহাদের হৃদয় বিষাদগ্রস্ত, তাহারা ঐ পর্ব্বতে আরোহণ করিতে পারে না।৩

সেখানে প্রতিদিনই বায়ু বহিতে থাকে ও মেঘও প্রতিদিনই তথায় বর্ষণ করে। বেদধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। সকালে ও সন্ধ্যায় ভগবান্ অগ্নিদেব যেখানে পরিদৃষ্ট হন। মক্ষিকাসমূহ দংশন করিয়া তপস্যার এরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি করে যে, তপস্বী পুরুষের তপস্যায় ঔদাসীন্য উৎপন্ন হয় এবং ঘরের কথা মনে হয়। এইরূপ বহুবিধ অদ্ভুত ভাব লক্ষ্য করিয়া পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির লোমশমুনিকে উহার রহস্য জিজ্ঞাসা করিলেন।৪-৬

(যুধিষ্ঠির বলিলেন,—মহাতেজস্বিন্ ভগবন্! এই মহাতেজসম্পন্ন পর্ব্বতে যে সকল অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করিতেছি, ইহার কারণ বিস্তারিত ভাবে বলুন।)

লোমশ বলিলেন,—হে শত্রুসূদন রাজন্! আমরা পূর্ব্বে যেরূপ শুনিয়াছি, তাহা বলিতেছি, অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।৭

এই ঋষভকূট (হেমকূট) পর্ব্বতে পূর্ব্বে বহু শতবর্ষজীবী ঋষভ নামে এক ভয়ানক কোপনস্বভাব তপস্বী ছিলেন।৮

স বৈ সম্ভাষ্যমাণোঽন্যৈঃ কোপাদ্ গিরিমুবাচ হ।
য ইহ ব্যাহরেৎ কশ্চিদুপলানুৎসৃজেস্তথা ॥৯

বাতং চাহূয় মা শব্দমিত্যুবাচ স তাপসঃ।
ব্যাহরংশ্চেহ পুরুষো মেঘশব্দেন বার্য্যতে ॥১০

এবমেতানি কর্মাণি রাজংস্তেন মহর্ষিণা।
কৃতানি কানিচিৎ ক্রোধাৎ প্রতিষিদ্ধানি
কানিচিৎ ॥১১

নন্দাং ত্বভিগতা দেবাঃ পুরা রাজন্নিতি শ্রুতিঃ।
অন্বপদ্যন্ত সহসা পুরুষা দেবদর্শিনঃ ॥১২

তে দর্শনং ত্বনিচ্ছন্তো দেবাঃ শক্রপুরোগমাঃ।
দুর্গং চক্রুরিমং দেশং গিরিং প্রত্যূহরূপকম্ ॥১৩

তদাপ্রভৃতি কৌন্তেয় নরা গিরিমিমং সদা।
নাশক্নুবন্নভিদ্রষ্টুং কুত এবাধিরোহিতুম্ ॥১৪

নাতপ্ততপসা শক্যো দ্রষ্টুমেষ মহাগিরিঃ।
আরোঢুং বাপি কৌন্তেয় তস্মান্নিয়তবাগ্ ভব ॥১৫

ইহ দেবাস্তদা সর্বে যজ্ঞানাজহ্রুরুত্তমান্।
তেষামেতানি লিঙ্গানি দৃশ্যন্তেঽদ্যাপি ভারত ॥১৬

কুশাকারেব দুর্বেয়ং সংস্তীর্ণেব চ ভূরিয়ম্।
যূপপ্রকারা বহবো বৃক্ষাশ্চেমে বিশাম্পতে ॥১৭

দেবাশ্চ ঋষয়শ্চৈব বসন্ত্যদ্যাপি ভারত।
তেষাং সায়ং তথা প্রাতর্দৃশ্যতে হব্যবাহনঃ ॥১৮

ইহাপ্লুতানাং কৌন্তেয় সদ্যঃ পাপ্মাভিহন্যতে।
কুরুশ্রেষ্ঠাভিষেকং বৈ তস্মাৎ কুরু সহানুজঃ ॥১৯

ততো নন্দাপ্লুতাঙ্গস্ত্বং কৌশিকীমভিযাস্যসি।
বিশ্বামিত্রেণ যত্রোগ্রং তপস্তপ্তমনুত্তমম্ ॥২০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তত্র সমাপ্লুত্য গাত্রাণি সগণো নৃপঃ।
জগাম কৌশিকীং পুণ্যাং রম্যাং শীতজলাং
শুভাম্ ॥২১

দূর হইতে ডাকিয়া অনেকে তাঁহার সঙ্গে কথা বলিবার চেষ্টা করিলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া পর্ব্বতকে বলিলেন—"কেহ এখানে কথা বলিলেই তুমি তাহার উপর পাথর নিক্ষেপ করিবে।" সেই তাপস বায়ুকে ডাকিয়া বলিলেন,—"দেখ এখানে যেন কেহ শব্দ না করিতে পারে; কেহ শব্দ করিলে মেঘ গর্জ্জনের দ্বারা তাহাকে রোধ করিবে। হে রাজন্। এইরূপে সেই মহর্ষি ক্রোধবশতঃ এখানে কিছু কার্য্যের বিধান এবং কিছু কার্য্যের নিষেধ করিলেন।৯-১১

হে রাজন্। পুরাকালে দেবগণ নন্দাকে দর্শন করিতে এখানে আসিয়াছিলেন, তখন দেবগণের দর্শনের জন্য বহু লোক এখানে উপস্থিত হইল। সকলে তাঁহাদিগকে দর্শন করুক—ইহা ইন্দ্রাদি দেবতারা চাহেন নাই, সুতরাং তাঁহারা এই পর্ব্বত রূপবিঘ্ন দ্বারা এই দেশ দুর্গম করিয়া দিলেন।১২-১৩

কুন্তীনন্দন। সেই সময় হইতেই মনুষ্যগণ এই পর্ব্বতকে দর্শন করিতেই সমর্থ হন না, আরোহণ করা তো দূরের কথা। অতপস্বী এই বিশাল পর্ব্বতে আরোহণ করিতে বা উহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না; সুতরাং হে কৌন্তেয়। তুমি বাক্ সংযম কর।১৪-১৫

হে ভারত। এখানে দেবগণ পূর্ব্বে বহু উত্তম যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহার এই চিহ্নসমূহ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।১৬

হে রাজন্। এখানে দূর্ব্বাসমূহ কুশাকৃতি, ভূমি কুশাস্তীর্ণের ন্যায় এবং বহু বৃক্ষও এখানে যূপাকার দেখিতে পাওয়া যায়।১৭

হে ভারত। আজও এখানে দেবতা ও ঋষিগণ বাস করেন, এইজন্যই সকালে ও সন্ধ্যায় এখানে অগ্নি প্রজ্বলিত দেখিতে পাওয়া যায়।১৮

কৌন্তেয়। এখানেই স্নানমাত্রই সকল পাপ নষ্ট

লোমশ উবাচ।

এষা দেবনদী পুণ্যা কৌশিকী ভরতর্ষভ।
বিশ্বামিত্রাশ্রমো রম্য এষ চাত্র প্রকাশতে ॥২২
আশ্রমশ্চৈব পুণ্যাখ্যঃ কাশ্যপস্য মহাত্মনঃ।
ঋষ্যশৃঙ্গঃ সুতো যস্য তপস্বী সংযতেন্দ্রিয়ঃ ॥২৩
তপসো যঃ প্রভাবেণ বর্ষয়ামাস বাসবম্।
অনাবৃষ্ট্যাং ভয়াদ্ যস্য ববর্ষ বলবৃত্রহা ॥২৪
মৃগ্যাং জাতঃ স তেজস্বী কাশ্যপস্য সুতঃ প্রভুঃ।
বিষয়ে লোমপাদস্য যশ্চাকারাদ্ভুতং মহৎ ॥২৫
নিবর্তিতেষু শস্যেষু যস্মৈ শান্তাং দদৌ নৃপঃ।
লোমপাদো দুহিতরং সাবিত্রীং সবিতা যথা ॥২৬

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ঋষ্যশৃঙ্গঃ কথং মৃগ্যামুৎপন্নঃ কাশ্যপাত্মজঃ।
বিরুদ্ধে যোনিসংসর্গে কথঞ্চ তপসা যুতঃ ॥২৭
কিমর্থঞ্চ ভয়াচ্ছক্রস্তস্য বালস্য ধীমতঃ।
অনাবৃষ্ট্যাং প্রবৃত্তায়াং ববর্ষ বলবৃত্রহা ॥২৮
কথংরূপা চ সা শান্তা রাজপুত্রী যতব্রতা।
লোভয়ামাস যা চেতো মৃগভূতস্য তস্য বৈ ॥২৯
লোমপাদশ্চ রাজর্ষির্যদাশ্রূয়ত ধার্ম্মিকঃ।
কথং বৈ বিষয়ে তস্য নাবর্ষৎ পাকশাসনঃ ॥৩০

এতন্মে ভগবন্ সর্বং বিস্তরেণ যথাতথম্।
বক্তুমর্হসি শুশ্রূষোর্ঋষ্যশৃঙ্গস্য চেষ্টিতম্ ॥৩১

লোমশ উবাচ।

বিভাণ্ডকস্য বিপ্রর্ষেস্তপসা ভাবিতাত্মনঃ।
অমোঘবীর্য্যস্য সতঃ প্রজাপতিসমদ্যুতেঃ ॥৩১
শৃণু পুত্রো যথা জাত ঋষ্যশৃঙ্গঃ প্রতাপবান্।
মহাহ্রদস্য মহাতেজা বালঃ স্থবিরসম্মতঃ ॥৩৩

হয়; সুতরাং তুমি অনুজগণের সহিত এখানে স্নান কর। নন্দায় স্নান করিবার পর তুমি কৌশিকী নদীতে যাইবে, যেখানে মহর্ষি বিশ্বামিত্র সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং উগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন।২০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তখন রাজা যুধিষ্ঠির নিজ দল-বলের সহিত সেখানে স্নান করিয়া শীতসলিলা পুণ্যময়ী, রমণীয়া ও মঙ্গলকরী কৌশিকী নদীতে গমন করিলেন।২১

লোমশ বলিলেন—হে ভরতর্ষভ! এই সেই কৌশিকী নদী, এই এখানে বিশ্বামিত্রের আশ্রম দেখা যাইতেছে।২২

এই এখানে কশ্যপগোত্রীয় বিভাণ্ডক ঋষির আশ্রম দেখা যাইতেছে। তাঁহার পুত্রও তপস্বী ও সংযতেন্দ্রিয় ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল ঋষ্যশৃঙ্গ। তিনি তপস্যার প্রভাবে ইন্দ্রের দ্বারা বর্ষণ করাইয়াছিলেন। অনাবৃষ্টির সময় বৃত্রঘাতী ইন্দ্র তাঁহার ভয়ে বর্ষণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।২৩-২৪

ঐ প্রভাবশালী ঋষ্যশৃঙ্গমুনি কশ্যপবংশীয় বিভাণ্ডকের ঔরসে ও মৃগীর গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি লোমপাদ রাজ্যে অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছিলেন।২৫

সূর্য্যদেব ব্রহ্মাকে যেমন নিজকন্যা সাবিত্রীকে দান করিয়াছিলেন, তেমনই লোমপাদও যজ্ঞ নিবর্ত্তিত হইলে তাঁহার শান্তানামে কন্যাকে শীঘ্রই ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রদান করিলেন।২৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভগবন্! কশ্যপবংশীয় বিভাণ্ডক মুনির পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ কেমন করিয়া মৃগীতে উৎপন্ন হইলেন? এবং বিরুদ্ধ যোনি-সংসর্গ লাভ করিয়াও তিনি তপস্বী হইলেন কি করিয়া?২৭

কেনই বা বালক ঋষ্যশৃঙ্গের ভয়ে ইন্দ্র অনাবৃষ্টিকালে বর্ষণ করিয়াছিলেন! ব্রতধারিণী রাজপুত্রী শান্তাই বা কি করিয়া মৃগরূপী ঋষ্যশৃঙ্গের চিত্তকে প্রলুব্ধ করিতে পারিয়াছিল! রাজর্ষি লোমপাদ ধার্ম্মিক বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে পাকশাসন (ইন্দ্র) বর্ষণই বা করিলেন না কেন? হে ভগবন্! আপনি আমার এই সমস্ত

মহাহ্রদং সমাসাদ্য কাশ্যপস্তপসি স্থিতঃ ।
দীর্ঘকালং পরিশ্রান্ত ঋষিঃ স দেবসম্মিতঃ ॥৩৪
তস্য রেতঃ প্রচস্কন্দ দৃষ্ট্বাপ্সরসমুর্ব্বশীম্ ।
অপ্সূপস্পৃশতো রাজন্ মৃগী তচ্চাপিবৎ তদা ॥৩৫
সহ তোয়েন তৃষিতা গর্ভিণী চাভবৎ ততঃ ।
সা পুরোক্তা ভগবতা ব্রহ্মণা লোককর্ত্তৃণা ॥৩৬
দেবকন্যা মৃগী ভূত্বা মুনিং সূয় বিমোক্ষ্যসে ।
অমোঘত্বাদ্ বিধেশ্চৈব ভাবিত্বাদ্ দৈবনির্ম্মিতাৎ ॥৩৭
তস্যাং মৃগ্যাং সমভবৎ তস্য পুত্রো মহানৃষিঃ ।
ঋষ্যশৃঙ্গস্তপোনিত্যো বন এবাভ্যবর্ত্তত ॥৩৮
তস্যর্ষেঃ শৃঙ্গং শিরসি রাজন্নাসীন্মহাত্মনঃ ।
তেনর্ষ্যশৃঙ্গ ইত্যেবং তদা স প্রথিতোঽভবৎ ॥৩৯

ন তেন দৃষ্টপূর্ব্বোঽন্যঃ পিতুরন্যত্র মানুষঃ ।
তস্মাৎ তস্য মনো নিত্যং ব্রহ্মচর্য্যেঽভবন্নৃপ ॥৪০
এতস্মিন্নেব কালে তু সখা দশরথস্য বৈ ।
লোমপাদ ইতি খ্যাতো হ্যঙ্গানামীশ্বরোঽভবৎ ॥৪১
তেন কামাৎ কৃতং মিথ্যা ব্রাহ্মণস্যেতি নঃ শ্রুতিঃ ।
স ব্রাহ্মণৈঃ পরিত্যক্তস্ততো বৈ জগতঃ পতিঃ ॥৪২
পুরোহিতাপচারাচ্চ তস্য রাজ্ঞো যদৃচ্ছয়া ।
ন ববর্ষ সহস্রাক্ষস্ততোঽপীড্যন্ত বৈ প্রজাঃ ॥৪৩
স ব্রাহ্মণান্ পর্য্যপৃচ্ছৎ তপোযুক্তান্ মনীষিণঃ ।
প্রবর্ষণে সুরেন্দ্রস্য সমর্থান্ পৃথিবীপতে ॥৪৪
কথং প্রবর্ষেৎ পর্জ্জন্য উপায়ঃ পরিদৃশ্যতাম্ ।
তমূচুশ্চোদিতাস্তে তু স্বমতানি মনীষিণঃ ॥৪৫

প্রশ্নের উত্তরে উত্তমরূপে সবিস্তারে বলুন এবং ঋষ্যশৃঙ্গের চরিত্রও বর্ণনা করুন—আমি শুনিতে ইচ্ছা করি ।২৭-৩১

লোমশ বলিলেন—তপস্যায় ভাবিতাত্মা ব্রহ্মর্ষি বিভাণ্ডক অমোঘবীর্য্য ও প্রজাপতিতুল্য তেজস্বী ছিলেন। সেই পরমপূজনীয় মহর্ষির প্রতাপশালী, মহাতেজা এবং বালক হইয়াও বৃদ্ধতুল্য সেই ঋষ্যশৃঙ্গনামক পুত্র কেমন করিয়া উৎপন্ন হইল—তাহা শ্রবণ কর ।৩২-৩৩

সেই কশ্যপগোত্রীয় দেবতুল্য মহর্ষি বিভাণ্ডক মহাহ্রদকে আশ্রয় করিয়া দীর্ঘকাল তপস্যা করত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন ।৩৪

হে রাজন্ ! সেই সময় অপ্সরা উর্ব্বশীকে দেখিয়া তাঁহার বীর্য্য স্খলিত হইয়া জলের মধ্যে পড়িল, সেই সময় একটি ঋতুমতী মৃগী তৃষ্ণার্ত হইয়া সেই জল পান করিয়া গর্ভিণী হইল। ঐ মৃগী পূর্ব্বে দেবকন্যা ছিল ; জগৎস্রষ্টা ভগবন্ ব্রহ্মা পূর্বে তাহাকে এই বর দিয়াছিলেন যে, তুমি মৃগী হইয়া কোন ঋষির জন্ম দিলে তোমার মুক্তি হইবে। বিভাণ্ডক ঋষির বীর্য্য অমোঘ হওয়ায় এবং ব্রহ্মার বচনও ঐরূপ হওয়ায় দৈববশতঃ ঋষ্যশৃঙ্গ জন্মলাভ করিলেন এবং সেই বনের মধ্যে পিতার সঙ্গে অবস্থান করিয়া তপস্যা করত মহর্ষিরূপে খ্যাতিলাভ করিলেন ।৩৫-৩৮

রাজন্ ! সেই মহাত্মা ঋষির মাথায় একটা শৃঙ্গ ছিল ; এইজন্য তাঁহার নাম ঋষ্যশৃঙ্গ হইয়াছিল ।৩৯

হে নৃপ ! তিনি সেই বনের মধ্যে পিতা ভিন্ন অন্য কোন মানুষকে দেখেন নাই, এজন্য ব্রহ্মচর্য্যে তাহার মন সদা নিবিষ্ট ছিল ।৪০

এই সময়ে মহারাজ দশরথের সখা, যিনি লোমপাদ নামে বিখ্যাত, তিনি অঙ্গরাজ্যের অধিপতি হইয়াছিলেন ।৪১

তিনি সজ্ঞানে একজন ব্রাহ্মণের সহিত মিথ্যা ব্যবহার করিয়াছিলেন, এজন্য সকল ব্রাহ্মণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন,—ইহা শুনিতে পাওয়া যায়। তাহার ফলে কোন পুরোহিত না পাওয়ায় যজ্ঞাদি দৈব কর্ম্ম তাহার রাজ্যে পণ্ড হইয়াছিল। রাজার এইরূপ স্বেচ্ছাচারিতার জন্য ইন্দ্র তাঁহার রাজ্যে বর্ষণ করেন নাই ; তাহাতে প্রজাগণ কষ্ট পাইতে লাগিলেন ।৪২-৪৩

তত্র হ্যেকো মুনিবরস্তং রাজানমুবাচ হ।
কুপিতাস্তব রাজেন্দ্র ব্রাহ্মণা নিষ্কৃতিং চর ॥৪৬
ঋষ্যশৃঙ্গং মুনিসুতমানয়স্ব চ পার্থিব।
বানেয়মনভিজ্ঞঞ্চ নারীণামার্জবে রতম্ ॥৪৭
স চেদবতরেদ্ রাজন্ বিষয়ং তে মহাতপাঃ।
সদ্যঃ প্রবর্ষেৎ পর্জন্য ইতি মে নাত্র সংশয়ঃ ॥৪৮
এতচ্ছ্রুত্বা বচো রাজন্ কৃত্বা নিষ্কৃতিমাত্মনঃ।
স গত্বা পুনরাগচ্ছৎ প্রসন্নেষু দ্বিজাতিষু ॥৪৯
রাজানমাগতং শ্রুত্বা প্রতিসংজহৃষুঃ প্রজাঃ।
ততোঽঙ্গপতিরাহূয় সচিবান্ মন্ত্রকোবিদান্ ॥৫০
ঋষ্যশৃঙ্গাগমে যত্নমকরোন্মন্ত্রনিশ্চয়ে।
সোঽধ্যগচ্ছদুপায়ং তু তৈরমাত্যৈঃ সহাচ্যুতঃ ॥৫১

শাস্ত্রজ্ঞৈরলমর্থজ্ঞৈর্নীত্যাঞ্চ পরিনিষ্ঠিতৈঃ।
ততশ্চানায়য়ামাস বারমুখ্যা মহীপতিঃ ॥৫২
বেশ্যাঃ সর্বত্র নিষ্ণাতাস্তা উবাচ স পার্থিবঃ।
ঋষ্যশৃঙ্গমৃষেঃ পুত্রমানয়ধ্বমুপায়তঃ ॥৫৩
লোভয়িত্বাভিবিশ্বাস্য বিষয়ং মম শোভনাঃ।
তা রাজভয়ভীতাশ্চ শাপভীতাশ্চ যোষিতঃ ॥৫৪
অশক্যমূচুস্তৎ কার্য্যং বিবর্ণা গতচেতসঃ।
তত্র ত্বেকা জরদ্‌যোষা রাজানমিদমব্রবীৎ ॥৫৫
প্রযতিষ্যে মহারাজ তমানেতুং তপোধনম্।
অভিপ্রেতাংস্তু মে কামাংস্ত্বমনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥৫৬
ততঃ শক্ষ্যাম্যানয়িতুমৃষ্যশৃঙ্গমৃষেঃ সুতম্।
তস্যাঃ সর্বমভিপ্রেতামন্বজানাৎ স পার্থিবঃ ॥৫৭

হে ভূপতে! তিনি তখন মনীষী, তপস্বী এবং ইন্দ্রের দ্বারা বর্ষণ করাইতে সক্ষম এমন ব্রাহ্মণগণকে আহ্বান করিয়া বর্ষণের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন।৪৪

তিনি বলিলেন, কি উপায় অবলম্বন করিলে মেঘ বারি বর্ষ করিবে? তাঁহারা এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া নিজ নিজ মত রাজাকে বলিলেন।৪৫

তাঁহাদের মধ্যে একজন মুনি রাজাকে বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! ব্রাহ্মণগণ আপনার উপর কুপিত হইয়াছেন, আপনি তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করুন এবং উহার সঙ্গে আর একটী কাজ করুন। আপনি মুনিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গমুনিকে আনয়ন করুন, তিনি বনবাসী, নারীজন সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ এবং অত্যন্ত সরল। রাজন্! তিনি যদি আপনার রাজ্যে পাদস্পর্শ করেন, তবে তৎক্ষণাৎ মেঘ বারি বর্ষণ করিবে; ইহাতে সন্দেহ নাই।৪৬-৪৮

রাজন্! ইহা শুনিয়া রাজা নিজ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন এবং ব্রাহ্মণগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা দ্বারা তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া ফিরিয়া আসিলেন।৪৯

রাজা ফিরিয়া আসিয়াছেন জানিয়া প্রজাগণ সন্তুষ্ট হইল। অঙ্গদেশাধিপতি রাজা লোমপাদ তখন মন্ত্রণাকুশল মন্ত্রিগণকে ডাকাইয়া ঋষ্যশৃঙ্গকে আনয়নের জন্য মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। স্বীয় বংশমর্য্যাদা হইতে অবিচ্যুত ভূপতি লোমপাদ শাস্ত্রজ্ঞ ও নীতিনিপুণ অমাত্যগণের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন। তারপর ভূপতি বেশ্যাগণকে ডাকাইয়া আনিয়া তাহাদের দ্বারা ঋষ্যশৃঙ্গ মুনিকে আনয়ন করা হউক এই কথা বলিলেন; কারণ, উহারা প্রলোভনাদি কার্য্যে কুশল” তিনি বলিলেন,—তোমরা যে কোন সঙ্গত উপায়ে মুনিপুত্র ঋষ্যশৃঙ্গমুনিকে প্রলুব্ধ করিয়া বা তাঁহার বিশ্বাস জন্মাইয়া আমার রাজ্যে আনয়ন কর।

রাজা বেশ্যাগণকে ডাকাইয়া ঐ কার্য্যে উদ্‌যুক্ত করিলে তাহারা তাঁহার কথা শুনিয়াই বিবর্ণমুখী হইল। একদিকে অমান্য করিলে রাজার; অপর দিকে মুনির শাপের ভয়—এই উভয় ভয়ে ভীতা হইয়া তাহারা যেন চৈতন্যহীনা হইয়া পড়িল। তাহাদের মধ্যে একজন বৃদ্ধা বেশ্যা রাজাকে এই কথা বলিল—হে মহারাজ! আপনার কার্য্য সাধনের জন্য আমরা যত্ন করিব। কিন্তু আমাদের ইচ্ছানুরূপ ব্যবস্থা আপনাকে করিতে হইবে; তাহা হইলে

LIBRARY
No...........
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

ধনঞ্চ প্রদদৌ ভূরি রত্নানি বিবিধানি চ।
ততো রূপেণ সম্পন্না বয়সা চ মহীপতে।
স্ত্রিয় আদায় কাশ্চিৎ সা জগাম বনমঞ্জসা ॥৫৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-
তীর্থযাত্রায়ামৃষ্যশৃঙ্গোপাখ্যানে
দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১১০

আমরা ঋষ্যশৃঙ্গমুনিকে আনিতে সক্ষম হইব। রাজা তখন তাহার সকল কথা স্বীকার করিলেন।৫৪-৫৭

ভূপতে! রাজা তাহাকে যথেষ্ট ধন ও রত্ন প্রদান করিলেন। তখন সেই বেশ্যা সত্বর রূপ ও যৌবনসম্পন্না কতকগুলি স্ত্রীকে (বেশ্যাকে) লইয়া ঋষ্যশৃঙ্গস্থিত বনের অভিমুখে প্রস্থান করিল।৫৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশ-
তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গোপাখ্যানে দশাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১১০

একাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[বেশ্যয়া ঋষ্যশৃঙ্গমুনেঃ প্রলোভনম্, আশ্রমমাগত্য বিভাণ্ডকমুনিনা নিজপুত্রায় চিন্তাকারণস্য জিজ্ঞাসা চ।]

লোমশ উবাচ।

সা তু নাব্যাশ্রমং চক্রে রাজকার্য্যার্থসিদ্ধয়ে।
সন্দেশাচ্চৈব নৃপতেঃ স্ববুদ্ধ্যা চৈব ভারত ॥১
নানা পুষ্পফলৈর্বৃক্ষৈঃ কৃত্রিমৈরুপশোভিতৈঃ।
নানাগুল্মলতোপেতৈঃ স্বাদুকামফলপ্রদৈঃ ॥২
অতীব রমণীয়ং তদতীব চ মনোহরম্।
চক্রে নাব্যাশ্রমং রম্যমদ্ভুতোপমদর্শনম্ ॥৩
ততো নিবধ্য তাং নাবমদূরে কাশ্যপাশ্রমাৎ।
চারয়ামাস পুরুষৈর্বিহারং তস্য বৈ মুনেঃ ॥৪
ততো দুহিতরং বেশ্যাঃ সমাধায়েতি কার্য্যতাম্।
দৃষ্ট্বান্তরং কাশ্যপস্য প্রাহিণোদ্ বুদ্ধিসম্মতাম্ ॥৫
সা তত্র গত্বা কুশলা তপোনিত্যস্য সন্নিধৌ।
আশ্রমং তং সমাসাদ্য দদর্শ তমৃষেঃ সুতম্ ॥৬

একাদশাধিকশততম অধ্যায়।

[বেশ্যা কর্ত্তৃক ঋষ্যশৃঙ্গমুনিকে প্রলোভন এবং আশ্রমে আসিয়া বিভাণ্ডক মুনি কর্ত্তৃক নিজ পুত্রকে চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা।]

লোমশ বলিলেন,—হে ভরতবংশধর! রাজকার্য্য সিদ্ধির জন্য সেই বেশ্যা নিজ বুদ্ধি অনুসারে রাজার আদেশে একটী বৃহৎ নৌকার মধ্যে কোন এক কৃত্রিম রমণীয় আশ্রম রচনা করিল।১

নানা পুষ্প ও ফলের কৃত্রিম বৃক্ষে সুশোভিত স্বাদু ও অভীষ্ট ফলপ্রদ নানা গুল্ম ও লতাসমূহের দ্বারা অতীব রমণীয় ও মনোহর এবং দেখিতে আশ্চর্য্যজনক এক নাব্যাশ্রম নির্ম্মাণ করিল।২-৩

তারপর সেই আশ্রমবিশিষ্ট বৃহৎ নৌকাটি কাশ্যপাশ্রমের অদূরে রাখিয়া গুপ্তচরগণকে বিভাণ্ডকমুনি কখন আশ্রমের বাহিরে যান, তাহা জানিবার জন্য প্রেরণ করিল।৪

তারপর বিভাণ্ডকমুনি কখন আশ্রমে থাকেন না তাহা জানিয়া ঐ বৃদ্ধা বেশ্যা নিজের বুদ্ধিমতী কন্যা বেশ্যাকে প্রেরণ করিল।৫

বেশ্যোবাচ।

কচ্চিন্মুনে কুশলং তাপসানাং
কচ্চিচ্চ বো মূল-ফলং প্রভূতম্।
কচ্চিদ্ ভবান্ রমতে চাশ্রমেঽস্মিং-
স্ত্বাং বৈ দ্রষ্টুং সাম্প্রতমাগতোঽস্মি ॥৭

কচ্চিৎ তপো বর্ধতে তাপসানাং
পিতা চ তে কচ্চিদহীনতেজাঃ
কচ্চিৎ ত্বয়া প্রীয়তে চৈব বিপ্র
কচ্চিৎ স্বাধ্যায়ঃ ক্রিয়তে চর্ষ্যশৃঙ্গ ॥৮

ঋষ্যশৃঙ্গ উবাচ।

ঋদ্ধ্যা ভবান্ জ্যোতিরিব প্রকাশতে
মন্যে চাহং ত্বামভিবাদনীয়ম্।
পাদ্যং বৈ তে সম্প্রদাস্যামি কামাদ্
যথাধর্মং ফলমূলানি চৈব ॥৯

কৌশ্যাং বৃষ্যামাস্স্ব যথোপজোষং
কৃষ্ণাজিনেনাবৃতায়াং সুখায়াম্।
ক্ব চাশ্রমস্তব কিং নাম চেদং
ব্রতং ব্রহ্মংশ্চরসি দেববৎ ত্বম্ ॥১০

বেশ্যোবাচ

মমাশ্রমঃ কাশ্যপপুত্র রম্য-
স্ত্রিযোজনং শৈলমিমং পরেণ।
তত্র স্বধর্মো নাভিবাদনং মে
ন চোদকং পাদ্যমুপাস্পৃশামি ॥১১

ভবতা নাভিবাদ্যোঽহমভিবাদ্যো ভবান্ ময়া।
ব্রতমেতাদৃশং ব্রহ্মন্ পরিষ্বজ্যো ভবান্ ময়া ॥১২

ঋষ্যশৃঙ্গ উবাচ।

ফলানি পক্কানি দদানি তেঽহং
ভল্লাতকান্যামলকানি চৈব।
করূষকাণীঙ্গুদধন্বনানি
পিপ্পলানাং কামকারং কুরুষ্ব ॥১৩

সেই কার্য্যসাধনকুশলা বেশ্যা নিত্যই তপস্যানিরত সেই বিভাণ্ডক ঋষির আশ্রমে গিয়া তাঁহার পুত্রকে দর্শন করিল।৬

অনন্তর বেশ্যা বলিল,—হে মুনে! তাপসগণের কুশল তো? আশ্রমে যথেষ্ট ফলমূল আছে তো? আপনি এই আশ্রমে সুখে আছেন তো? আপনাকে দর্শন করিবার জন্যই আমি এখন আসিয়াছি।৭

হে বিপ্র! তাপসগণের তপস্যা বৃদ্ধি পাইতেছে তো? আপনার পিতার তেজ অক্ষুণ্ণ আছে তো? আপনার উপর তাঁহার প্রীতি আছে তো? হে ঋষ্যশৃঙ্গ! আপনার বেদাধ্যয়নাদি ঠিক মত চলিতেছে তো? ৮

ঋষ্যশৃঙ্গ বলিলেন,—আপনি সমৃদ্ধিতে জ্যোতির ন্যায় প্রকাশিত হইতেছেন। আমার মনে হইতেছে আপনি অভিবাদনীয়। যথাধর্ম্ম আমি আপনার পাদ্য ও যথাশক্তি ফলমূল প্রদান করিতেছি।৯

আপনি কৃষ্ণাজিনের দ্বারা আবৃত এই কুশাসনে উপবেশন করুন। আপনার আশ্রম কোথায়? আপনার নাম কি? ব্রহ্মন্! আপনি দেবতার ন্যায় কি কোন ব্রত করিতেছেন? ১০

বেশ্যা বলিল,—হে কাশ্যপপুত্র! এই পর্ব্বতের ত্রিযোজন দূরে আমারও একটি রমণীয় আশ্রম আছে। সেখানে আমার ধর্ম্ম এইরূপ—আমি কাহারও প্রণাম গ্রহণ করি না; আপনার প্রদত্ত পাদ্য আমি স্পর্শ করিতে পারিব না।১১

আমি আপনার অভিবাদ্য নহি; কিন্তু আপনিই আমার অভিবাদ্য। হে ব্রাহ্মণ! আমার ইহাই ব্রত যে, আপনি আমাকে আলিঙ্গন করুন।১২

লোমশ উবাচ।

সা তানি সর্বাণি বিবর্জয়িত্বা
ভক্ষ্যাণ্যনর্হাণি দদৌ ততোহস্য।
তান্যৃষ্যশৃঙ্গস্য মহারসানি
ভৃশং সুরূপাণি রুচিং দদুর্হি ॥১৪
দদৌ চ মাল্যানি সুগন্ধবন্তি
চিত্রাণি বাসাংসি চ ভানুমন্তি।
পেয়ানি চাগ্র্যাণি ততো মুমোদ
চিক্রীড় চৈব প্রজহাস চৈব ॥১৫
সা কন্দুকেনারমতাস্য মূলে
বিভজ্যমানা ফলিতা লতেব।
গাত্রৈশ্চ গাত্রাণি নিষেবমাণা
সমাশ্লিষচ্চাসকৃদৃষ্যশৃঙ্গম্ ॥১৬
সর্জানশোকাংস্তিলকাংশ্চ বৃক্ষান্
সুপুষ্পিতানবনাম্যাবভজ্য।
বিলজ্জমানেব মদাভিভূতা
প্রলোভয়ামাস সুতং মহর্ষেঃ ॥১৭
অথর্ষ্যশৃঙ্গং বিকৃতং সমীক্ষ্য
পুনঃ পুনঃ পীড্য চ কায়মস্য।
অবেক্ষ্যমাণা শনকৈর্জগাম
কৃত্বাগ্নিহোত্রস্য তদাপদেশম্ ॥১৮
তস্যাং গতায়াং মদনেন মত্তো
বিচেতনশ্চাভবদৃষ্যশৃঙ্গঃ।
তামেব ভাবেন গতেন শূন্যে
বিনিঃশ্বসন্নার্তরূপো বভূব ॥১৯
ততো মুহূর্তাদ্ধরিপিঙ্গলাক্ষঃ
প্রবেষ্টিতো রোমভিরানখাগ্রাৎ।
স্বাধ্যায়বান্ বৃত্তসমাধিযুক্তো
বিভাণ্ডকঃ কাশ্যপঃ প্রাদুরাসীৎ ॥২০

ঋষ্যশৃঙ্গ বলিলেন,—আমি আপনাকে পাকা ফল দিতেছি। এই ভল্লাতক, আমলক, করূষ, ইঙ্গুদ, ধন্বন, পিপ্পল প্রভৃতি ফল প্রস্তুত আছে; আপনি ইচ্ছানুসারে এ সকল উপভোগ করুন।১৩

লোমশ বলিলেন,—সেই বেশ্যা তাঁহার ফলসমূহ পরিত্যাগ করিয়া নিজে তাহাকে দেখিতে সুন্দর, মহারসাল এবং অমূল্য ফলসমূহ প্রদান করিল এবং উহা ঋষ্যশৃঙ্গের খুবই রুচিকর হইল।১৪

তাহা ছাড়া অনেক সুগন্ধি মালা, বিচিত্র উজ্জ্বল বস্ত্র এবং সেই শ্রেষ্ঠ পেয় সকল বস্তু তাহাকে প্রদান করিল। তাহাতে ঋষ্যশৃঙ্গ খুবই আনন্দিত হইয়া বেশ্যার সহিত খেলা ও হাস্য করিতে লাগিলেন।১৫

বেশ্যা ঋষ্যশৃঙ্গের নিকটেই কন্দুক (বল) লইয়া হেলিয়া দুলিয়া খেলা করিতে লাগিল এবং ফলভারে নত লতার ন্যায় আনত হইয়া নিজের শরীর দ্বারা তাঁহার শরীরের সংবাহনাদি সেবা করিতে লাগিল এবং বার বার তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিতে লাগিল।১৬

শাল, অশোক ও তিলক প্রভৃতি সুপুষ্পিত বৃক্ষসমূহকে হেলাইয়া দুলাইয়া ভঙ্গ করত মদমত্ত হইয়া নির্লজ্জা নারীর ন্যায় মহর্ষি বিভাণ্ডকের পুত্রকে প্রলোভিত করিতে লাগিল।১৭

তারপর যখন বুঝিতে পারিল যে, ঋষ্যশৃঙ্গের মধ্যে বিকার উৎপন্ন হইয়াছে, তখন তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করত এখন অগ্নিহোত্রকাল উপস্থিত হইয়াছে, সুতরাং অগ্নিহোত্র হোম করিবার ছল করিয়া তাঁহার দিকে তাকাইতে তাকাইতে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।১৮

বেশ্যা চলিয়া গেলে কামার্ত্ত হইয়া ঋষ্যশৃঙ্গের জ্ঞান হারাইবার উপক্রম হইল; সেই নির্জ্জন স্থানে তাহারই ভাবনা করিতে করিতে আর্ত্ত অবস্থায় তিনি অবস্থান করিতে লাগিলেন।১৯

সোঽপশ্যদাসীনমুপেত্য পুত্রং
ধ্যায়ন্তমেকং বিপরীতচিত্তম্ ।
বিনিঃশ্বসন্তং মুহুরূর্ধ্বদৃষ্টিং
বিভাণ্ডকঃ পুত্রমুবাচ দীনম্ ॥২১

ন কল্প্যন্তে সমিধঃ কিং নু তাত
কচ্চিদ্ধুতং চাগ্নিহোত্রং ত্বয়াদ্য ।
সুনির্ণিক্তং স্রুক্স্রুবং হোমধেনুঃ
কচ্চিৎ সবৎসাদ্য কৃতা ত্বয়া চ ॥২২

ন বৈ যথাপূর্বমিবাসি পুত্র
চিন্তাপরশ্চাসি বিচেতনশ্চ ।
দীনোঽতিমাত্রং ত্বমিহাদ্য কিং নু
পৃচ্ছামি ত্বাং ক ইহাদ্যাগতোঽভূৎ ॥২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রাপর্ব্বণি
লোমশতীর্থযাত্রায়ামৃষ্যশৃঙ্গোপাখ্যানে
একাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১১১

তারপর এক মুহূর্ত্তের মধ্যে সিংহের ন্যায় পিঙ্গল বর্ণ লোচনবিশিষ্ট, সর্ব্বাঙ্গরোমাবৃত, স্বাধ্যায়বান্, ও সদাচার-সমাধিনিষ্ঠ কশ্যপনন্দন বিভাণ্ডক মুনি আগমন করিলেন।২০

তিনি পুত্রকে একাকী, উদাসীন হইয়া উপবিষ্ট, চিন্তানিরত, ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া পুনঃ পুনঃ নিঃশ্বাস পরিত্যাগপরায়ণ ও দীনভাবাপন্ন দেখিয়া বলিলেন।২১

তুমি কি সমিধ আহরণ কর নাই? হে বৎস। তুমি কি অগ্নিহোত্র সমাপ্ত করিয়াছ? স্রুক্ ও স্রুবগুলি কি মাজিয়াছ এবং হোমধেনুর দুগ্ধ কি বৎসকে পান করাইয়াছ? ২২

তোমাকে পূর্ব্বের ন্যায় দেখিতেছি না; তুমি চিন্তান্বিত ও সংজ্ঞাহীনের ন্যায় হইয়াছ; অতিমাত্র দীনভাবাপন্ন বলিয়া তোমাকে মনে হইতেছে। তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, আজ এখানে কেহ আসিয়াছিল কি? ২৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গোপাখ্যানবিষয়ক একাদশাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১১১

দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[পিতুঃ সমীপে ঋষ্যশৃঙ্গেণ স্বচিন্তাকারণং বর্ণয়তা ব্রহ্মচারিরূপধারিণ্যা বেশ্যায়া রূপস্য বর্ণনম্, তস্যা আচরণস্য বিবরণঞ্চ ।]

ঋষ্যশৃঙ্গ উবাচ ।

ইহাগতো জটিলো ব্রহ্মচারী
ন বৈ হ্রস্বো নাতিদীর্ঘো মনস্বী ।
সুবর্ণবর্ণঃ কমলায়তাক্ষঃ
স্বতঃ সুরাণামিব শোভমানঃ ॥১

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায় ।

[ঋষ্যশৃঙ্গকর্ত্তৃক পিতার নিকট নিজ চিন্তার কারণ বর্ণনা করিতে করিতে ব্রহ্মচারিরূপধারিণী বেশ্যার রূপ বর্ণন এবং তাহার আচরণের বিবরণ ।]

ঋষ্যশৃঙ্গ বলিলেন,—এখানে একজন জটাধারী মনস্বী ব্রহ্মচারী আসিয়াছিলেন। তাহার শরীর

সমৃদ্ধরূপঃ সবিতেব দীপ্তঃ
সুশ্লক্ষ্ণকৃষ্ণাক্ষিরতীব গৌরঃ ।
নীলাঃ প্রসন্নাশ্চ জটাঃ সুগন্ধাঃ
হিরণ্যরজ্জুগ্রথিতাঃ সুদীর্ঘাঃ ॥২

আশ্চর্য্যরূপা পুনরস্য কণ্ঠে
বিভ্রাজতে বিদ্যুদিবান্তরিক্ষে ।
দ্বৌ চাস্য পিণ্ডাবধরেণ কণ্ঠা-
দজাতরোমৌ সুমনোহরৌ চ ॥৩

বিলগ্নমধ্যশ্চ স নাভিদেশে
কটিশ্চ তস্যাতিকৃতপ্রমাণা ।
তথাস্য চীরান্তরতঃ প্রভাতি
হিরণ্ময়ী মেখলা মে যথেয়ম্ ॥৪

অন্যচ্চ তস্যাদ্ভুতদর্শনীয়ং
বিকূজিতং পাদয়োঃ সম্প্রভাতি ।
পাণ্যোশ্চ তদ্বৎ স্বনবন্নিবদ্ধৌ
কলাপকাবক্ষমালা যথেয়ম্ ॥৫

বিচেষ্টমানস্য চ তস্য তানি
কূজন্তি হংসাঃ সরসীব মত্তাঃ ।
চীরাণি তস্যাদ্ভুতদর্শনানি
নেমানি তদ্বন্মম রূপবন্তি ॥৬

বক্ত্রঞ্চ তস্যাদ্ভুতদর্শনীয়ং
প্রব্যাহৃতং হ্লাদয়তীব চেতঃ ।
পুংস্কোকিলস্যেব চ তস্য বাণী
তাং শৃণ্বতো মে ব্যথিতোহন্তরাত্মা ॥৭

যথা বনং মাধবমাসি মধ্যে
সমীরিতং শ্বসনেনেব ভাতি ।
তথা স ভাত্যুত্তমপুণ্যগন্ধী
নিষেব্যমাণঃ পবনেন তাত ॥৮

সুসংযতাশ্চাপি জটা বিষক্তা
দ্বৈধীকৃতা নাতিসমা ললাটে ।
কর্ণৌ চ চিত্রৈরিব চক্রবাকৈঃ
সমাবৃতৌ তস্য সুরূপবদ্ভিঃ ॥৯

হ্রস্ব নয়, খুব দীর্ঘও নয়। তাহার বর্ণ সোণার ন্যায় ও লোচন আয়ত, তাহাকে দেখিতে স্বতই দেবতা বলিয়া মনে হইতেছিল।১

তাহার রূপ সুন্দর, সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিশীল, তাহার লোচন নির্ম্মল ও কৃষ্ণতারকাবিশিষ্ট, বর্ণ অতীব গৌর, জটা নীল, মসৃণ, সুগন্ধিবিশিষ্ট এবং তাহার সুদীর্ঘ জটা সুবর্ণসূত্রের দ্বারা গ্রথিত।২

উহার কণ্ঠে একটি আশ্চর্য্যরূপা মালা ছিল, যাহা গগনস্থিত বিদ্যুতের ন্যায় চমৎকাইতেছিল। উহার গলার নিম্নদেশে দুইটী মাংসপিণ্ড ছিল, যাহা রোমশূন্য, মনোহর ও খুব কোমল ছিল।৩

উহার নাভিদেশসমীপে শরীরের মধ্যভাগ পিপিলিকার মধ্যভাগের ন্যায় কৃশ এবং কটিদেশ অত্যন্ত কৃশ ও নিতম্ব স্থূল ছিল, আমার মেখলার ন্যায় তাহার কটির নিম্নদেশে সুবর্ণের মেখলা ছিল।৪

উহার পায়ে মধুর ধ্বনিবিশিষ্ট নূপুর ছিল, হাত দুইটীতেও আমার রুদ্রাক্ষমালার ন্যায় দুইটি কঙ্কন ছিল; উহারও ধ্বনি মধুর ছিল।৫

চলিতে ফিরিতে উহার শরীর হেলিতে দুলিতেছিল, তাহাতে উহার শরীরস্থিত আভরণগুলি হইতে সরোবরস্থিত মত্ত হংসের কূজনের ন্যায় মধুর ঝংকার ধ্বনি নির্গত হইতেছিল: উহার কৌপীনসমূহ এত সুন্দর ছিল যে, আমার কৌপীন তাহার তুলনায় কিছুই নয়।৬

তাহার মুখ এত সুন্দর ছিল যে, দেখিয়াই হৃদয় আহ্লাদিত হইতেছিল এবং কোকিলের ন্যায় তাহার স্বর এত মধুর ছিল যে, তাহা শুনামাত্রই আমার চিত্ত ব্যথিত হইতেছিল।৭

পিতঃ! যেমন বসন্ত ঋতুতে বা বৈশাখ মাসে বায়ুসঞ্চালিত বন সৌরভ বিস্তার করিয়া শোভা পায়, তেমনই ঐ ব্রহ্মচারীর শরীর হইতেও পবন সুগন্ধ বহন করিতে থাকায় সে তাদৃশ শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিল।৮

তথা ফলং বৃত্তমথো বিচিত্রং
সমাহরৎ পাণিনা দক্ষিণেন।
তদ্ ভূমিমাসাদ্য পুনঃ পুনশ্চ
সমুৎপতত্যদ্ভুতরূপমুচ্চৈঃ ॥১০

তচ্চাভিহত্য পরিবর্ততেহসৌ
বাতেরিতো বৃক্ষ ইবাবঘূর্ণন্।
তং প্রেক্ষতঃ পুত্রমিবামরাণাং
প্রীতিঃ পরা তাত রতিশ্চ জাতা ॥১১

স মে সমাশ্লিষ্য পুনঃ শরীরং
জটাসু গৃহ্যাভ্যবনাম্য বক্ত্রম্।
বক্ত্রেণ বক্ত্রং প্রণিধায় শব্দং
চকার তন্মেহজনয়ৎ প্রহর্ষম্ ॥১২

ন চাপি পাদ্যং বহু মন্যতেহসৌ
ফলানি চেমানি ময়াহৃতানি।
এবং ব্রতোহস্মীতি চ মামবোচৎ
ফলানি চান্যানি সমাদদন্মে ॥১৩

ময়োপযুক্তানি ফলানি যানি
নেমানি তুল্যানি রসেন তেষাম্।
ন চাপি তেষাং ত্বগিয়ং যথৈষাং
সারাণি নৈষামিব সন্তি তেষাম্ ॥১৪

তোয়ানি চৈবাতিরসানি মহ্যং
প্রাদাৎ স বৈ পাতুমুদাররূপঃ।
পীত্বৈব যান্যভ্যধিকঃ প্রহর্ষো
মমাভবদ্ ভূশ্চলিতেব চাসীৎ ॥১৫

ইমানি চিত্রাণি চ গন্ধবন্তি
মাল্যানি তস্যোদ্‌গ্রথিতানি পট্টৈঃ।
যানি প্রকীর্য্যেহ গতঃ স্বমেব
স আশ্রমং তপসা দ্যোতমানঃ ॥১৬

গতেন তেনাস্মি কৃতো বিচেতা
গাত্রঞ্চ মে সম্পরিদহ্যতীব।
ইচ্ছামি তস্যান্তিকমাশু গন্তুং
তং চেহ নিত্যং পরিবর্তমানম্ ॥১৭

উহার জটা খুব সংযতভাবে বাঁধা ছিল এবং ললাটের নিকটে দুই ভাগে বিভক্ত ছিল ; তাহার কর্ণদ্বয় কুণ্ডলে মণ্ডিত ও সুন্দর বিচিত্র চক্রবাকের ন্যায় নানা প্রকার অলঙ্কারে সজ্জিত ছিল।৯

উহার নিকট একটা বিচিত্র গোলাকার ফল ছিল, ডান হাতে তাহা লইয়া মাটির উপর ফেলিলেই উহা অদ্ভুত ভাবে উপরের দিকে উঠিতেছিল।১০

সেই ফলটাকে বার বার আঘাত করিয়া সে বায়ুচালিত বৃক্ষের ন্যায় ইতস্ততঃ দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলিতেছিল, তাহাকে দেখিয়া দেবতার পুত্র বলিয়া মনে হইতেছিল এবং তাহার প্রতি আমার খুব প্রীতি ও অনুরাগ জন্মিয়াছিল।১১

সে আমার শরীরকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিয়া আমার জটার মধ্যে হাত ঢুকাইয়া দিয়া মুখ আনত করত আমার মুখের সহিত তাহার মুখ লাগাইয়া এমন শব্দ করিতেছিল যে, তাহাতে আমার খুবই আনন্দ হইতেছিল।১২

সে আমার দেওয়া পাদ্য, ফলাদিকে গ্রহণ করিল না,—বলিল ঐরূপই তাহার ধর্ম্ম, কিন্তু আমাকে অনেক অন্য ফল দিল।১৩

তাহার দেওয়া ফলগুলি আমি ভক্ষণ করিয়াছি, উহা হইতে আমার ফলগুলি তাহার ফলের ন্যায় রসাল নয় ও সেরূপ সুস্বাদুও নয় ; সে যে ফলগুলি আমাকে দিল, তাহার সবটাই রসাল, মধ্যে সার নাই, উহার খোসা নাই এবং ভয়ানক সুস্বাদু।১৪

সে আমাকে যে জলপান করিতে দিয়াছিল, তাহা অত্যন্ত সরস ও সুমিষ্ট, উহা পান করিয়া আমার খুব আনন্দ হইল এবং পায়ের পৃথিবী যেন টলিতেছিল।১৫

এই বিচিত্র সব সুগন্ধি মালাগুলি, যাহা রেশমী সুতোর দ্বারা বাঁধিয়া রাখিয়াছিল ; যাহা ছিন্ন ভিন্ন

গচ্ছামি তস্যান্তিকমেব তাত
কা নাম সা ব্রহ্মচর্য্যা চ তস্য।
ইচ্ছাম্যহং চরিতুং তেন সার্দ্ধং
যথা তপঃ স চরত্যার্য্যধর্মা ॥১৮
চর্তুং তথেচ্ছা হৃদয়ে মমাস্তি।
দুনোতি চিত্তং যদি তং ন পশ্যে ॥১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশতীর্থযাত্রায়ামৃষ্যশৃঙ্গোপাখ্যানে দ্বাদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১১২

হইয়া এখানে পড়িয়া আছে, উহাদিগকে ফেলিয়াই তপোদীপ্ত ব্রহ্মচারী চলিয়া গিয়াছে।১৬

সে চলিয়া যাওয়ায় আমি অত্যন্ত বিমনা হইয়া পড়িয়াছি ; আমার শরীর যেন দগ্ধ হইতেছে, তাহার নিকট এখনই আমার যাইতে ইচ্ছা করিতেছে ; সে যেন প্রতিদিনই এখানে আসুক—ইহা আমি চাই।১৭

পিতঃ। আমি তাহার নিকট যাইতে চাই, আর্য্যধর্ম্মপালনকারী সেই ব্রহ্মচারী কি ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেছেন? আমার ইচ্ছা হয়, আমিও তাহার সহিত সেইরূপ ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করি। তাহার সহিত একত্রে বিচরণ করিতে খুবই ইচ্ছা হইতেছে; যদি তাহাকে আর না দেখি, তবে আমার হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইবে।১৮-১৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গোপাখ্যানবিষয়ক দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১১২

ত্রয়োদশাধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

[অঙ্গরাজলোমপাদস্য সমীপে ঋষ্যশৃঙ্গস্য গমনম্, তস্মৈ রাজ্ঞঃ স্বীয়কন্যাদানম্, রাজ্ঞা বিভাণ্ডকমুনেঃ সৎকারঃ, তং প্রতি মুনেঃ প্রসন্নতা চ।]

বিভাণ্ডক উবাচ।

রক্ষাংসি চৈতানি চরন্তি পুত্র
রূপেণ তেনাদ্ভুতদর্শনেন।
অতুল্যবীর্য্যাণ্যভিরূপবন্তি
বিঘ্নং সদা তপসশ্চিন্তয়ন্তি ॥১
সুরূপরূপাণি চ তানি তাত
প্রলোভয়ন্তে বিবিধৈরুপায়ৈঃ।
সুখাচ্চ লোকাচ্চ নিপাতয়ন্তি
তান্যুগ্ররূপাণি মুনীন্ বনেষু ॥২

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়

[অঙ্গরাজ লোমপাদের নিকট ঋষিশৃঙ্গের গমন তাঁহাকে রাজার স্বীয় কন্যাদান, রাজাকর্ত্তৃক বিভাণ্ডমুনির সৎকার এবং তাঁহার প্রতি মুনির প্রসন্নতা।]

বিভাণ্ডক বলিলেন,—পুত্র! অতুলনীয় বীর্য্যসম্পন্ন ও আকর্ষণীয় রূপবিশিষ্ট রাক্ষসগণ ঐরূপ অদ্ভুতদর্শন রূপ ধারণ করিয়া বিচরণ করে এবং সর্ব্বদাই তপস্যার বিঘ্ন উৎপাদন করার কথাই তাহারা চিন্তা করে।১

বৎস! সেই সমস্ত উগ্ররূপ রাক্ষসগণ সুন্দর রূপ ধারণ করিয়া বিবিধ উপায়ে বনে তপস্বিগণকে প্রলোভিত করে এবং তাহাদিগকে আপাত সুখ দান করিয়া তপস্যা হইতে বিচ্যুত করে।২

ন তানি সেবেত মুনির্যতাত্মা
সতাং লোকান্ প্রার্থয়ানঃ কথঞ্চিৎ।
কৃত্বা বিঘ্নং তাপসানাং রমন্তে
পাপাচারাস্তাপসস্তান্ ন পশ্যেৎ ॥৩

অসজ্জনেনাচরিতানি পুত্র
পাপান্যপেয়ানি মধূনি তানি।
মাল্যানি চৈতানি ন বৈ মুনীনাং
স্মৃতানি চিত্রোজ্জ্বলগন্ধবন্তি ॥৪

রক্ষাংসি তানীতি নিবার্য্য পুত্রং
বিভাণ্ডকস্তাং মৃগয়াম্বভূব।
নাসাদয়ামাস যদা ত্র্যহেণ
তদা স পর্য্যাববৃতেশ্রমায় ॥৫

যদা পুনঃ কাশ্যপো বৈ জগাম
ফলান্যাহর্তুং বিধিনাশ্রমাৎ সঃ।
তদা পুনর্লোভয়িতুং জগাম
সা বেশযোষা মুনিমৃষ্যশৃঙ্গম্ ॥৬

দৃষ্ট্বৈব তামৃষ্যশৃঙ্গঃ প্রহৃষ্টঃ
সম্ভ্রান্তরূপোঽভ্যপতৎ তদানীম্।
প্রোবাচ চৈনাং ভবতঃ শ্রমায়
গচ্ছাব যাবন্ন পিতা মমেতি ॥৭

ততো রাজন্ কাশ্যপস্যৈকপুত্রং
প্রবেশ্য যোগেন বিমুচ্য নাবম্।
প্রমোদয়ন্ত্যো বিবিধৈরুপায়ৈ-
রাজগ্ম রঙ্গাধিপতেঃ সমীপম্ ॥৮

সংস্থাপ্য তামাশ্রমদর্শনে তু
সন্তারিতাং নাবমথাতিশুভ্রাম্।
নীরাদুপাদায় তথৈব চক্রে
নাব্যাশ্রমং নাম বনং বিচিত্রম্ ॥

অন্তঃপুরে তং তু নিবেশ্য রাজা
বিভাণ্ডকস্যাত্মজমেকপুত্রম্।
দদর্শ দেবং সহসা প্রবৃষ্ট-
মাপূর্য্যমাণঞ্চ জগজ্জলেন ॥১০

সজ্জনগণের লোকে যাইতে প্রার্থনা করে, এমন মুনি কখনও ঐ সকল সুখের সেবা করে না। তাপসগণের বিঘ্ন উৎপাদন করায় উহারা পাপাচারী বলিয়া জানিবে, সুতরাং সংযতচিত্ত তাপসগণ উহাদিগকে দর্শনও করিবেন না ।৩

পুত্র। তুমি যাহা জল মনে করিয়াছ, উহা জল নহে, উহা মদ্য; উহা অসৎলোকেই পান করিয়া থাকে; বিচিত্র উজ্জ্বল উগ্র সুগন্ধবিশিষ্ট মাল্যসমূহ মুনিগণের পরিধান করা উচিত নয় ।৪

'উহারা রাক্ষস' এই বলিয়া পুত্রকে নিবারণ করত বিভাণ্ডক উহাদিগকে বনের মধ্যে তিন দিন ধরিয়া খুঁজিলেন। কিন্তু তিন দিন পর্য্যন্ত উহার কোন চিহ্ন না দেখিয়া আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন ।৫

তারপর কশ্যপনন্দন বিভাণ্ডকমুনি পুনরায় যখন ফলাদি আহরণ করিবার জন্য আশ্রম হইতে দূরে গিয়াছেন, তখন সেই যুবতী বেশ্যা পুনরায় ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রলোভিত করিবার জন্য তথায় গমন করিল ।৬

তাহাকে দেখিয়াই অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে ঋষ্যশৃঙ্গ সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলেন এবং তাহাকে বলিলেন,—আমার পিতা ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই আপনার আশ্রমে আমরা যাই—চলুন ।৭

রাজন্। তখন সেই বেশ্যা কশ্যপবংশধর বিভাণ্ডকমুনির একমাত্র পুত্রকে নৌকায় প্রবেশ করাইয়া বিবিধ উপায়ে তাহাকে আনন্দ দিতে দিতে অঙ্গাধিপতি লোমপাদের নিকট লইয়া আসিল ।৮

রাজা নাবিকগণের দ্বারা জলের বাহিরে ঐ নৌকাটিকে এক স্থানে রাখিয়া তথা হইতে দেখা যায় এমন স্থানে আর একটি বিচিত্র 'নাব্যাশ্রম' নামক বন নির্ম্মাণ করিলেন ।৯

স লোমপাদঃ পরিপূর্ণকামঃ
সুতাং দদাবৃষ্যশৃঙ্গায় শান্তাম্।
ক্রোধপ্রতীকারকরঞ্চ চক্রে
গাশ্চৈব মার্গেষু চ কর্ষণানি ॥১১

বিভাণ্ডকস্যাব্রজতঃ স রাজা
পশূন্ প্রভূতান্ পশুপাংশ্চ বীরান্।
সমাদিশৎ পুত্রগৃদ্ধী মহর্ষি-
র্বিভাণ্ডকঃ পরিপৃচ্ছেদ্ যদা বঃ ॥১২

স বক্তব্যঃ প্রাঞ্জলিভির্ভবদ্ভিঃ
পুত্রস্য তে পশবঃ কর্ষণঞ্চ।
কিং তে প্রিয়ং বৈ ক্রিয়তাং মহর্ষে
দাসাঃ স্ম সর্বে তব বাচি বদ্ধাঃ ॥১৩

অথোপায়াৎ স মুনিশ্চণ্ডকোপঃ
স্বমাশ্রমং মূলফলং গৃহীত্বা।

রাজা লোমপাদ বিভাণ্ডকের একমাত্র পুত্রকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইয়া দর্শন করিলেন যে, সহসা ইন্দ্রদেব বর্ষণ আরম্ভ করিয়াছেন এবং সেই সময়ে ভয়ানক বর্ষায় সমস্ত রাজ্য আপ্লুত হইল।১০

লোমপাদের কামনা পূর্ণ হইল। তিনি ঋষ্যশৃঙ্গকে নিজ কন্যা প্রদান করিলেন এবং বিভাণ্ডকমুনির ক্রোধ শান্তির জন্য রাস্তায় বহু গোরু ও চাষের উপকরণাদি রাখিয়া দিলেন।১১

রাজা সেই পশুসমূহের রক্ষক ও ক্ষেত্রকর্ষকগণকে বলিয়া দিলেন—বিভাণ্ডকমুনি যদি তোমাদের নিকট তাহার পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করে, তবে তাঁহাকে তোমরা কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে যে, মহর্ষি! এই সকল গোরু আপনার পুত্রেরই সম্পত্তি, আমরা যে সব জমি চাষ করিতেছি, তাহাও আপনার পুত্রেরই ভূমি।” আমরা সকলেই আপনার দাস, আপনি যাহা আজ্ঞা করেন, তাহাই আমরা করিতে প্রস্তুত।১২-১৩

অন্বেষমাণশ্চ ন তত্র পুত্রং
দদর্শ চুক্রোধ ততো ভৃশং সঃ ॥১৪

ততঃ স কোপেন বিদীর্য্যমাণ
আশঙ্কমানো নৃপতের্বিধানম্।
জগাম চম্পাং প্রতি ধক্ষ্যমাণ-
স্তমঙ্গরাজং সপুরং সরাষ্ট্রম্ ॥১৫

স বৈ শ্রান্তঃ ক্ষুধিতঃ কাশ্যপস্তান্
ঘোষান্ সমাসাদিতবান্ সমৃদ্ধান্।
গোপৈশ্চ তৈর্বিধিবৎ পূজ্যমানো
রাজেব তাং রাত্রিমুবাস তত্র ॥১৬

অবাপ্য সৎকারমতীব তেভ্যঃ
প্রোবাচ কস্য প্রথিতাঃ স্থ গোপাঃ।
উচুস্ততস্তেঽভ্যুপগম্য সর্বে
ধনং তবেদং বিহিতং সুতস্য ॥১৭

তারপর প্রচণ্ড ক্রোধী সেই বিভাণ্ডকমুনি ফল ও মূল লইয়া নিজ আশ্রমে ফিরিলেন এবং পুত্রকে অন্বেষণ করিতে করিতে কোথাও দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন।১৪

তারপর তিনি ক্রোধে বিদীর্ণপ্রায় হইয়া মনে আশঙ্কা করিলেন যে, “হয়তো লোমপাদ রাজারই এই কাজ হইবে।” তখন নগর ও রাষ্ট্রসহ তাহার পুরী দগ্ধ করিবার মানসে চম্পানগরীর দিকে রওনা হইলেন।১৫

অনন্তর ক্ষুধিত ও শ্রান্ত সেই বিভাণ্ডকমুনি সমৃদ্ধ ঘোষপল্লীতে উপস্থিত হইলে ঘোষগণ তাঁহাকে বিধিপূর্ব্বক পূজা করিলেন এবং তিনিও পূজিত হইয়া সেখানে রাত্রি যাপন করিলেন।১৬

তাহাদের সৎকারে তৃপ্ত হইয়া মুনি তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমরা কাহার গোপালক? তাহারা সকলে সম্মিলিত হইয়া ঋষির নিকটে

দেশেষু দেশেষু স পূজ্যমান-
স্তাংশ্চৈব শৃণ্বন্ মধুরান্ প্রলাপান্ ।
প্রশান্তভূয়িষ্ঠরজাঃ প্রহৃষ্টঃ
সমাসসাদাঙ্গপতিং পুরস্থম্ ॥১৮

স পূজিতস্তেন নরর্ষভেণ
দদর্শ পুত্রং দিবি দেবং যথেন্দ্রম্ ।
শান্তাং স্নুষাং চৈব দদর্শ তত্র
সৌদামনীমুচ্চরন্তীং যথৈব ॥১৯

গ্রামাংশ্চ ঘোষাংশ্চ সুতস্য দৃষ্ট্বা
শান্তাঞ্চ শান্তোঽস্য পরঃ স কোপঃ ।
চকার তস্মৈব পরং প্রসাদং
বিভাণ্ডকো ভূমিপতের্নরেন্দ্র ॥২০

স তত্র নিক্ষিপ্য সুতং মহর্ষি-
রুবাচ সূর্য্যাগ্নিসমপ্রভাবঃ ।
জাতে চ পুত্রে বনমেবাব্রজেথা
রাজ্ঞঃ প্রিয়াণ্যস্য সর্বাণি কৃত্বা ॥২১

স তদ্বচঃ কৃতবানৃষ্যশৃঙ্গো
যযৌ চ যত্রাস্য পিতা বভূব ।
শান্তা চৈনং পর্য্যচরন্নরেন্দ্র
খে রোহিণী সোমমিবানুকূলা ॥২২

অরুন্ধতী বা সুভগা বসিষ্ঠং
লোপামুদ্রা বা যথা হ্যগস্ত্যম্ ।
নলস্য বৈ দময়ন্তী যথাভূদ্
যথা শচী বজ্রধরস্য চৈব ॥২৩

নারায়ণী চেন্দ্রসেনা বভূব
বশ্যা নিত্যং মুদ্গলস্যাজমীঢ় ।
(যথা সীতা দাশরথের্মহাত্মনো
যথা তব দ্রৌপদী পাণ্ডুপুত্র ।)
তথা শান্তা ঋষ্যশৃঙ্গং বনস্থং
প্রীত্যা যুক্তা পর্য্যচরন্নরেন্দ্র ॥২৪

আসিয়া বলিলেন—এই সমস্ত ধনই আপনার পুত্রের ।১৭

এইরূপে দেশে দেশে প্রজাগণের দ্বারা পূজিত হইয়া এবং তাহাদের মুখে ঐরূপ মধুর কথা শুনিয়া তাঁহার ক্রোধ শান্ত হইল এবং তিনি হৃষ্টমনে নগরস্থ অঙ্গাধিপতির নিকট আগমন করিলেন ।১৮

তিনি সেই রাজশ্রেষ্ঠকর্তৃক পূজিত হইয়া তথায় স্বর্গে দেবরাজের ন্যায় পুত্রকে অবস্থিত দেখিলেন এবং সৌদামিনীর (বিদ্যুতের) ন্যায় উজ্জ্বলবর্ণা পুত্রবধূ শান্তাকেও দেখিলেন ।১৯

হে নরেন্দ্র ! গ্রাম ও ঘোষপল্লীসমূহ এবং শান্তাকে নিজ পুত্রের সম্পত্তি দর্শন করিয়া মুনির কোপ শান্ত হইল এবং তিনি রাজার উপর বিশেষভাবে প্রসন্ন হইলেন ।২০

সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় প্রভাবশালী সেই মুনি পুত্রকে রাজার নিকট রাখিয়া তাঁহাকে বলিয়া আসিলেন—"তুমি রাজার সমস্ত প্রিয় কার্য্য সম্পাদন করিবে এবং একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে বনে চলিয়া আসিবে।"২১

ঋষ্যশৃঙ্গও পিতার বচনানুসারে লোমপাদের প্রিয় সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়া পুনরায় বনে পিতার নিকট ফিরিয়া গেলেন। হে নরেন্দ্র ! শান্তাও চন্দ্রের রোহিণীর ন্যায় ঋষ্যশৃঙ্গের অনুকূলা হইয়া অনুগমন করিল ।২২

সৌভাগ্যশালিনী অরুন্ধতী যেমন বশিষ্ঠের, লোপামুদ্রা যেমন অগস্ত্যের, দময়ন্তী যেমন নলের, এবং শচী যেমন ইন্দ্রের অনুকূলা ছিলেন, শান্তাও সেইরূপ ঋষ্যশৃঙ্গের অনুকূলা হইল ।২৩

নারায়ণী ইন্দ্রসেনা যেমন মহর্ষি মুদ্গলের, (সীতা যেমন মহাত্মা দাশরথি শ্রীরামের বশীভূতা ছিলেন, হে পাণ্ডুপুত্র ! দ্রৌপদী যেমন তোমার বশীভূতা আছেন,)

তস্যাশ্রমঃ পুণ্য এষোঽবভাতি
মহাহ্রদং শোভয়ন্ পুণ্যকীর্ত্তিঃ।
অত্র স্নাতঃ কৃতকৃত্যো বিশুদ্ধ-
স্তীর্থান্যন্যান্যনুসংযাহি রাজন্ ॥২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রায়ামৃষ্যশৃঙ্গোপাখ্যানে ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১১৩

তেমনই শান্তাও বনস্থ ঋষ্যশৃঙ্গের বশীভূতা হইয়া হইয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করিয়াছিল।২৪

তাঁহার সেই পুণ্যময় পবিত্রকীর্ত্তি আশ্রম এই মহাহ্রদকে পরিশোভিত করিয়া দীপ্তি পাইতেছে। হে রাজন্। তুমি এখানে স্নান করত কৃতকৃত্য হইয়া অন্যান্য তীর্থসমূহ দর্শন কর।২৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে
লোমশতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গোপাখ্যানে ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১১৩

চতুর্দ্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরস্য কৌশিকী-গঙ্গাসাগর-বৈতরণীনদীশ্চ দৃষ্টা মহেন্দ্রপর্বতে গমনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ প্রয়াতঃ কৌশিক্যাঃ পাণ্ডবো জনমেজয়।
আনুপূর্ব্যেণ সর্বাণি জগামায়তনান্যথ ॥১
স সাগরং সমাসাদ্য গঙ্গায়াঃ সঙ্গমে নৃপ।
নদীশতানাং পঞ্চানাং মধ্যে চক্রে সমাপ্লবম্ ॥২
ততঃ সমুদ্রতীরেণ জগাম বসুধাধিপঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো বীরঃ কলিঙ্গান্ প্রতি ভারত ॥৩

লোমশ উবাচ।

এতে কলিঙ্গাঃ কৌন্তেয় যত্র বৈতরণী নদী।
যত্রাযজত ধর্মোঽপি দেবান্ শরণমেত্য বৈ ॥৪
ঋষিভিঃ সমুপাযুক্তং যজ্ঞিয়ং গিরিশোভিতম্।
উত্তরং তীরমেতদ্ধি সততং দ্বিজসেবিতম্ ॥৫
সমানং দেবযানেন পথা স্বর্গমুপেয়ুষঃ।
অত্র বৈ ঋষয়োঽন্যেঽপি পুরা ক্রতুভিরীজিরে ॥৬

চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায়

[যুধিষ্ঠিরের কৌশিকী, গঙ্গাসাগর এবং বৈতরণী নদী দর্শন করিয়া মহেন্দ্র পর্ব্বতে গমন]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! অনন্তর পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির কৌশিকীনদীর তটবর্ত্তী সমস্ত তীর্থ ও দেবমন্দিরসমূহে ক্রমান্বয়ে গমন করিলেন।১

হে নৃপ! তিনি পরে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে গমন করত পঞ্চশত নদীর মধ্যে অবগাহন করিলেন।২

হে ভারত! তারপর সমুদ্র তীর ধরিয়া বীর রাজা যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত কলিঙ্গ প্রদেশের (উড়িষ্যার) দিকে গমন করিতে লাগিলেন।৩

লোমশ বলিলেন,—হে কৌন্তেয়! এই সেই কলিঙ্গ প্রদেশ, এখানে বৈতরণী নদী আছে। এখানে ধর্ম্মও দেবতাগণের শরণ গ্রহণ করত যজ্ঞ করিয়াছিলেন।৪

এই বৈতরণীর উত্তর তীরে ঋষিগণ বাস করেন। উহা পর্ব্বতের দ্বারা শোভিত, যজ্ঞের উপযুক্ত এবং

অত্রৈব রুদ্রো রাজেন্দ্র পশুমাদত্তবান্ মখে।
পশুমাদায় রাজেন্দ্র ভাগোঽয়মিতি চাব্রবীৎ ॥৭

হৃতে পশৌ তদা দেবাস্তমূচুর্ভরতর্ষভ।
মা পরস্বমভিদ্রোগ্ধা মা ধর্মান্ সকলান্ বশীঃ ॥৮
ততঃ কল্যাণরূপাভির্বাগ্ভিস্তে রুদ্রমস্তুবন্।
ইষ্ট্যা চৈনং তর্পয়িত্বা মানয়াঞ্চক্রিরে তদা ॥৯
ততঃ স পশুমুৎসৃজ্য দেবযানেন জগ্মিবান্।
তত্রানুবংশো রুদ্রস্য তং নিবোধ যুধিষ্ঠির ॥১০
অযাতযামং সর্বেভ্যো ভাগেভ্যো ভাগমুত্তমম্।
দেবাঃ সঙ্কল্পয়ামাসুর্ভয়াদ্ রুদ্রস্য শাশ্বতম্ ॥১১
ইমাং গাথামত্র গায়ন্নপঃ স্পৃশতি যো নরঃ।
দেবযানোঽস্য পন্থাশ্চ চক্ষুষাভিপ্রকাশতে ॥১২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো বৈতরণীং সর্বে পাণ্ডবা দ্রৌপদী তথা।
অবতীর্য্য মহাভাগাস্তর্পয়াঞ্চক্রিরে পিতৄন্ ॥১৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

উপস্পৃশ্যেহ বিধিবদস্যাং নদ্যাং তপোবলাৎ।
মানুষাদস্মি বিষয়াদপেতঃ পশ্য লোমশ ॥১৪
সর্বাল্লোঁকান্ প্রপশ্যামি প্রসাদাৎ তব সুব্রত।
বৈখানসানাং জপতামেষ শব্দো মহাত্মনাম্ ॥১৫

লোমশ উবাচ।

ত্রিশতং বৈ সহস্রাণি যোজনানাং যুধিষ্ঠির।
যত্র ধ্বনিং শৃণোষ্যেনং তূষ্ণীমাসস্ব বিশাম্পতে ॥১৬
এতৎ স্বয়ম্ভুবো রাজন্ বনং দিব্যং প্রকাশতে।
যত্রায়জত রাজেন্দ্র বিশ্বকর্মা প্রতাপবান্ ॥১৭

এখানে বহু ব্রাহ্মণ সতত অবস্থান করেন।৫

স্বর্গে গমনকারী পুণ্যাত্মা পুরুষের নিকট ইহা দেবযান মার্গতুল্য। পুরাকালে অন্যান্য বহু ঋষিও এখানে দেবগণের উদ্দেশ্যে বিবিধ যজ্ঞ করিয়াছেন।৬

হে রাজেন্দ্র! এখানে যজ্ঞে রুদ্র পশু গ্রহণ করিয়াছিলেন! হে রাজশ্রেষ্ঠ! তিনি যজ্ঞে পশু গ্রহণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "এ আমার ভাগ"।৭

হে ভারতশ্রেষ্ঠ! পশুর হরণ হইয়া গেলে দেবতারা তাঁহাকে বলিলেন,—"আপনি পরের ধনে দ্রোহ করিবেন না এবং ধর্ম্মের সাধনভূত যজ্ঞভাগ গ্রহণের ইচ্ছা করিবেন না"।৮

তারপর কল্যাণময় বাক্যসমূহের দ্বারা সেই রুদ্রদেবের স্তুতি করত যজ্ঞের দ্বারা দেবতারা তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া সম্মানপ্রদর্শন করিলেন।৯

তখন সন্তুষ্ট হইয়া রুদ্রদেব পশু ত্যাগ করত দেবযান মার্গে গমন করিলেন। রুদ্রের সম্বন্ধে এই বিষয়ে একটী শ্লোক আছে; হে যুধিষ্ঠির! তুমি তাহা শ্রবণ কর।১০

দেবতারা রুদ্রের ভয়ে সদ্যোনির্ম্মিত সকল ভাগের উত্তম ভাগ তাঁহার জন্য সর্ব্বকালীন ব্যবস্থা করিলেন।১১

যে মানব এই গাথা পাঠ করিয়া জল স্পর্শ করে, তাহার চক্ষের সম্মুখে দেবযান পথ প্রকাশিত হয়।১২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর দ্রৌপদীর সহিত মহাভাগ্যশালী পাণ্ডবগণ বৈতরণীতে অবগাহন করত পিতৃপুরুষগণের তর্পণ করিলেন।১৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে লোমশমুনে! এই নদীতে বিধি অনুসারে স্নান করায় এমন তপোবল উৎপন্ন হইয়াছে যে, আমি সকল মানবীয় বিষয় হইতে মুক্ত হইয়াছি।১৪

হে সুব্রত! আমি আপনার কৃপায় সকল লোক দেখিতে পাইতেছি। আমি বেদাধ্যয়নকারী মহাত্মা বৈখানস (বানপ্রস্থী) ঋষিগণের শব্দ শুনিতেছি।১৫

লোমশ বলিলেন,—হে রাজন্ যুধিষ্ঠির! তুমি যে ধ্বনি শুনিতে পাইতেছ, উহা এস্থানে তিন লক্ষ

যস্মিন্ যজ্ঞে হি ভূর্দত্তা কশ্যপায় মহাত্মনে।
সপর্বতবনোদ্দেশা দক্ষিণার্থে স্বয়ম্ভুবা ॥১৮
অবাসীদচ্চ কৌন্তেয় দত্তমাত্রা মহী তদা।
উবাচ চাপি কুপিতা লোকেশ্বরমিদং প্রভুম্ ॥১৯
ন মাং মর্ত্ত্যায় ভগবন্ কস্মৈচিদ্ দাতুমর্হসি।
প্রদানং মোঘমেতৎ তে যাস্যাম্যেষা রসাতলম্ ॥২০
বিষীদন্তীং তু তাং দৃষ্ট্বা কশ্যপো ভগবানৃষিঃ।
প্রসাদয়াম্বভুবাথ ততো ভূমিং বিশাম্পতে ॥২১
ততঃ প্রসন্না পৃথিবী তপসা তস্য পাণ্ডব।
পুনরুন্মজ্য সলিলাদ্ বেদীরূপা স্থিতা বভৌ ॥২২
সৈষা প্রকাশতে রাজন্ বেদী সংস্থানলক্ষণা।
আরুহ্যাত্র মহারাজ বীর্য্যবান্ বৈ ভবিষ্যসি ॥২৩
সৈষা সাগরমাসাদ্য রাজন্ বেদী সমাশ্রিতা।
এতামারুহ্য ভদ্রং তে ত্বমেকস্তর সাগরম্ ॥২৪

অহঞ্চ তে স্বস্ত্যয়নং প্রযোক্ষ্যে
যথা ত্বমেনামধিরোহসেঽদ্য।
স্পৃষ্টা হি মর্ত্ত্যেন ততঃ সমুদ্র-
মেষা বেদী প্রবিশত্যাজমীঢ় ॥২৫
ওঁ নমো বিশ্বগুপ্তায় নমো বিশ্বপরায় তে।
সান্নিধ্যং কুরু দেবেশ সাগরে লবণাম্ভসি ॥২৬
অগ্নির্মিত্রো যোনিরাপোঽথ দেব্যো
বিষ্ণো রেতস্ত্বমমৃতস্য নাভিঃ।
এবং ব্রুবন্ পাণ্ডব সত্যবাক্যং
বেদীমিমাং ত্বং তরসাধিরোহ *॥২৭
অগ্নিশ্চ তে যোনিরিড়া চ দেহো
রেতোধা বিষ্ণোরমৃতস্য নাভিঃ।
এবং জপন্ পাণ্ডব সত্য বাক্যং
ততোঽবগাহেত পতিং নদীনাম্ ॥২৮

যোজন দূর হইতে আসিতেছে;—অতএব তুমি নিঃশব্দে অবস্থান কর।১৬

হে রাজন্! ব্রহ্মার এই দিব্য বন দেখ, রাজেন্দ্র! যেখানে প্রতাপী বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মা যজ্ঞ করিয়াছিলেন।১৭

এই বনে স্বয়ং ব্রহ্মা কশ্যপমুনিকে বন ও পর্ব্বতসহ সমস্ত ভূমি যজ্ঞের দক্ষিণাস্বরূপ দান করিয়াছিলেন।১৮

কুন্তীনন্দন! তাঁহাকে দান করামাত্রই পৃথিবী অবসন্না হইতে লাগিলেন এবং কুপিতা হইয়া লোকপ্রভু ব্রহ্মাকে বলিলেন। হে ভগবন্! আপনি আমাকে কোন মানুষকে দান করিবেন না; কারণ, আপনার এ দান ব্যর্থ হইয়াছে; দেখুন—আমি রসাতলে যাইতেছি।১৯-২০

রাজন্! পৃথিবীকে বিষণ্ণা দেখিয়া মহর্ষি ভগবান্ কশ্যপ তাঁহাকে স্তুতির দ্বারা প্রসন্ন করিলেন।২১

হে পাণ্ডব! তখন পৃথিবী তাঁহার তপস্যায় প্রসন্না হইলেন এবং জল হইতে উত্থিতা হইয়া বেদীরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন।২২

রাজন্! এই পৃথিবী এখানে মৃত্তিকার বেদীরূপে প্রকাশ পাইতেছেন! মহারাজ! তুমি ইহাতে আরোহণ কর, তাহাতে তুমি বলবান্ হইবে।২৩

রাজন্! এই বেদীরূপা পৃথিবী সমুদ্রকে আশ্রয় করিয়া আছে। তুমি একাকী ইহার উপর আরোহণ করিলে, তোমার কল্যাণ হইবে, অতএব তুমি একাকীই সমুদ্রে অবতরণ কর।২৪

---

* টীকাকার নীলকণ্ঠের মতানুযায়ী ব্যাখ্যা এখানে প্রদর্শিত হইল,—

হে সমুদ্র! অগ্নি, সূর্য্য ও দিব্য জল—এই সকল তোমার যোনি (উৎপত্তি কারণ), তুমি বিষ্ণুর বীর্য্যস্বরূপ ও অমৃতের উৎপত্তি স্থান। হে পাণ্ডব! এই সত্যবাক্যের উচ্চারণ করিয়া তুমি সত্বর এই বেদীতে আরোহণ কর।

হে সমুদ্র! অগ্নি তোমার যোনি ও যজ্ঞ তোমার শরীর; তুমি ভগবান্ বিষ্ণুর শক্তির আধার ও মোক্ষের সাধন! হে পাণ্ডব! তুমি এই সত্যবাক্যের উচ্চারণ করিয়া নদীপতি এই সাগরে স্নান কর।২৮

অন্যথা হি কুরুশ্রেষ্ঠ দেবযোনিরপাং পতিঃ।
কুশাগ্রেণাপি কৌন্তেয় ন স্প্রষ্টব্যো মহোদধিঃ ॥২৯
বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততঃ কৃতস্বস্ত্যয়নো মহাত্মা
যুধিষ্ঠিরঃ সাগরমভ্যগচ্ছৎ।
কৃত্বা চ তচ্ছাসনমস্য সর্বং
মহেন্দ্রমাসাদ্য নিশামুবাস ॥৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশতীর্থযাত্রায়াং মহেন্দ্রাচলগমনে চতুর্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১১৪

আমি তোমার জন্য স্বস্তিবাচন করিব, যাহাতে তুমি এখনই ইহাতে আরোহণ করিতে পার। হে অজমীঢ়বংশজাত যুধিষ্ঠির! সাধারণ মানুষ ইহাকে স্পর্শ করিলেই ইহা সমুদ্রে ডুবিয়া যাইবে।২৫

প্রলয়ে সমস্ত বিশ্ব যাঁহাতে লীন হইয়া যায় এবং যিনি সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, সেই বিশ্বেশ্বরকে নমস্কার। হে দেবদেব নারায়ণ! আপনি লবণ সমুদ্রে সন্নিহিত হউন।২৬

হে নারায়ণ! আপনি অগ্নি, সূর্য্য ও দিব্য জল, আপনি জগতের যোনি (উৎপত্তি কারণ), আপনি বিষ্ণুর (পরমাত্মার) বীর্য্যস্বরূপ অর্থাৎ সাকার অবস্থা ও অমৃতের (মোক্ষের) উৎপত্তি স্থান —প্রধান কারণ"। হে পাণ্ডব! এই সত্যবাক্যের উচ্চারণ করিয়া তুমি সত্বর এই বেদীতে আরোহণ কর।২৭

হে নারায়ণ! তেজোময় নিরাকার ব্রহ্ম আপনার যোনি ও যজ্ঞ বা বাক্ আপনার শরীর; নিত্যমুক্ত সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মের অংশ আপনার বিরাট্ অবস্থার জনক। হে পাণ্ডব! এই সত্য কথা বলিতে বলিতে নদীপতি এই সাগরে স্নান কর (এই মন্ত্র সমুদ্রস্নানের সময় পাঠ করিতে হয়)।২৮

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! জলপতি সমুদ্র দেবতাগণের অধিষ্ঠান। কুন্তীনন্দন! এ মন্ত্র না বলিয়া এই মহোদধিকে কুশাগ্র দ্বারাও স্পর্শ করা উচিত নয়।২৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহাত্মা যুধিষ্ঠির লোমশ কর্তৃক কৃতস্বস্ত্যয়ন হইয়া সাগরে গেলেন। তারপর লোমশ মুনির আদেশ মানিয়া সমস্ত কার্য্য করত যুধিষ্ঠির মহেন্দ্রপর্ব্বতে আরোহণ করিয়া সেখানে রাত্রিতে নিবাস করিলেন।৩০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে মহেন্দ্রপর্ব্বতগমনবিষয়ক চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১১৪

পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরসমীপে অকৃতব্রণস্য পরশুরামস্যোপাখ্যানবর্ণনম্, ঋচীকমুনিনা সহ গাধিককন্যায়া বিবাহঃ, জমদগ্নেরুৎপত্তিকথনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
স তত্র তামুষিত্বৈকাং রজনীং পৃথিবীপতিঃ।
তাপসানাং পরং চক্রে সৎকারং ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥১

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়।

[অকৃতব্রণকর্তৃক যুধিষ্ঠিরের নিকট পরশুরামের উপাখ্যান বর্ণন, ঋচীকমুনির সহিত গাধিকন্যার বিবাহ এবং জমদগ্নির উৎপত্তি কথন]

লোমশস্তস্য তান্ সর্বানাচখ্যৌ তত্র তাপসান্ ।
ভৃগূনঙ্গিরসশ্চৈব বশিষ্ঠানথ কাশ্যপান্ ॥২
তান্ সমেত্য স রাজর্ষিরভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ ।
রামস্যানুচরং বীরমপৃচ্ছদকৃতব্রণম্ ॥৩
কদা তু রামো ভগবাংস্তাপসান্ দর্শয়িষ্যতি ।
তেনৈবাহং প্রসঙ্গেন দ্রষ্টুমিচ্ছামি ভার্গবম্ ॥৪

অকৃতব্রণ উবাচ ।

আয়ানেবাপি বিদিতো রামস্য বিদিতাত্মনঃ ।
প্রীতিস্ত্বয়ি চ রামস্য ক্ষিপ্রং ত্বাং দর্শয়িষ্যতি ॥৫
চতুর্দশীমষ্টমীঞ্চ রামং পশ্যন্তি তাপসাঃ ।
অস্যাং রাত্র্যাং ব্যতীতায়াং ভবিত্রী শ্বশ্চতুর্দশী ॥৬

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

ভবাননুগতো রামং জমদগ্ন্যং মহাবলম্ ।
প্রত্যক্ষদর্শী সর্বস্য পূর্ববৃত্তস্য কর্মণঃ ॥৭
স ভবান্ কথয়ত্বদ্য যথা রামেণ নির্জিতাঃ ।
আহবে ক্ষত্রিয়াঃ সর্বে কথং কেন চ হেতুনা ॥৮

অকৃতব্রণ উবাচ ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি মহদাখ্যানমুত্তমম্ ।
ভৃগূণাং রাজশার্দূল বংশে জাতস্য ভারত ॥৯
রামস্য জামদগ্ন্যস্য চরিতং দেবসম্মিতম্ ।
হৈহয়াধিপতেশ্চৈব কার্তবীর্য্যস্য ভারত ॥১০
রামেণ চার্জুনো নাম হৈহয়াধিপতির্হতঃ ।
তস্য বাহুশতান্যাসংস্ত্রীণি সপ্ত চ পাণ্ডব ॥১১
দত্তাত্রেয়প্রসাদেন বিমানং কাঞ্চনং তথা ।
ঐশ্বর্য্যং সর্বভূতেষু পৃথিব্যাং পৃথিবীপতে ॥১২
অব্যাহতগতিশ্চৈব রথস্তস্য মহাত্মনঃ ।
রথেন তেন তু সদা বরদানেন বীর্য্যবান্ ॥১৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! রাজা যুধিষ্ঠির সেখানে এক রাত্রি বাস করিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত তাপসগণের সৎকার করিলেন।১

লোমশমুনি যুধিষ্ঠিরকে ইঁহারা ভৃগু, ইঁহারা বশিষ্ঠ ও ইঁহারা কাশ্যপ গোত্রীয় মহাত্মা—এইরূপে তত্রত্য তাপসগণের পরিচয় দিলেন।২

রাজর্ষি যুধিষ্ঠির করযোড়ে তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন এবং পরশুরামের সেবক বীরবর অকৃতব্রণকে জিজ্ঞাসা করিলেন।৩

ভগবান্ ভৃগুবংশধর পরশুরাম কখন তাপসগণকে দর্শন দিবেন; তাহা জানিলে আমিও এই প্রসঙ্গে তাঁহার দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতাম।৪

অকৃতব্রণ বলিলেন,—হে রাজন্! আত্মতত্ত্বজ্ঞ পরশুরাম পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছেন যে, আপনি এখানে আসিয়াছেন। আপনার উপর তাঁহার খুবই প্রীতি আছে, তিনি শীঘ্রই আপনাকে দর্শন দিবেন।৫

চতুর্দ্দশী ও অষ্টমী তিথিতে পরশুরাম তাপসগণকে দর্শন দিয়া থাকেন। আজ রাত্রি অতীত হইলেই আগামী কাল চতুর্দ্দশী তিথি হইবে।৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—আপনি ভগবান্ পরশুরামের অনুগত ভক্ত। তিনি পূর্ব্বে যে সকল কর্ম্ম করিয়াছেন, তাহা সকলই আপনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।৭

অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া, তিনি কেন ও কিভাবে সকল ক্ষত্রিয়কে যুদ্ধে নিগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন।৮

অকৃতব্রণ বলিলেন,—হে ভারত! হে রাজশার্দ্দূল! ভৃগুবংশে জাত ভগবান্ জমদগ্নিপুত্র পরশুরামের উত্তম উপাখ্যান আপনাকে বলিব।৯

ভারত! জমদগ্নিকুমার পরশুরাম ও হৈহয়বংশজাত কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের চরিত্র দেবতুল্য।১০

পাণ্ডুনন্দন! পরশুরাম যে হৈহয়াধিপতিকে বধ করিয়াছিলেন, সেই কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের এক হাজার হাত ছিল।১১

হে পৃথিবীপতে! তিনি মহামুনি দত্তাত্রেয়ের

মমর্দ্দ দেবান্ যক্ষাংশ্চ ঋষীংশ্চৈব সমন্ততঃ ।
ভূতাংশ্চৈব স সর্বাংস্তু পীড়য়ামাস সর্বতঃ ॥১৪
ততো দেবাঃ সমেত্যাহুর্ঋষয়শ্চ মহাব্রতাঃ ।
দেবদেবং সুরারিঘ্নং বিষ্ণুং সত্যপরাক্রমম্ ॥১৫
ভগবন্ ভূতরক্ষার্থমর্জুনং জহি বৈ প্রভো ।
বিমানেন চ দিব্যেন হৈহয়াধিপতিঃ প্রভুঃ ॥১৬
শচীসহায়ং ক্রীড়ন্তং ধর্ষয়ামাস বাসবম্ ।
ততস্তু ভগবান্ দেবঃ শক্রেণ সহিতস্তদা ॥
কার্তবীর্য্যবিনাশার্থং মন্ত্রয়ামাস ভারত ॥১৭
যৎ তদ্ ভূতহিতং কার্য্যং সুরেন্দ্রেণ নিবেদিতম্ ।
সম্প্রতিশ্রুত্য তৎ সর্বং ভগবাল্লোঁকপূজিতঃ ॥১৮
জগাম বদরীং রম্যাং স্বমেবাশ্রমমণ্ডলম্ ।
এতস্মিন্নেব কালে তু পৃথিব্যাং পৃথিবীপতিঃ ॥১৯

কান্যকুব্জে মহানাসীৎ পার্থিবঃ সুমহাবলঃ ।
গাধীতি বিশ্রুতো লোকে বনবাসং জগাম হ ॥২০
বনে তু তস্য বসতঃ কন্যা জজ্ঞেঽপ্সরঃসমা ।
ঋচীকো ভার্গবস্তাঞ্চ বরয়ামাস ভারত ॥২১
তমুবাচ ততো গাধির্ব্রাহ্মণং সংশিতব্রতম্ ।
উচিতং নঃ কুলে কিঞ্চিৎ পূর্বৈর্যৎ সম্প্রবর্তিতম্ ॥২২
একতঃ শ্যামকর্ণানাং পাণ্ডুরাণাং তরস্বিনাম্ ।
সহস্রং বাজিনাং শুল্কমিতি বিদ্ধি দ্বিজোত্তম ॥২৩
স চাপি ভগবান্ বাচ্যো দীয়তামিতি ভার্গব ।
দেয়া মে দুহিতা চৈব ত্বদ্বিধায় মহাত্মনে॥২৪

ঋচীক উবাচ ।

একতঃ শ্যামকর্ণানাং পাণ্ডুরাণাং তরস্বিনাম্ ।
দাস্যাম্যশ্বসহস্রং তে মম ভার্য্যা সুতাস্তু তে ॥২৫

কৃপায় সুবর্ণখচিত রথ এবং সমস্ত প্রাণীর উপর প্রভুত্ব লাভ করিয়াছিলেন।১২

সেই মহাত্মার রথের গতি অব্যাহত ছিল। তিনি সেই রথের দ্বারা এবং দত্তাত্রেয়ের বরে বীর্য্যবান্ হইয়া দেবতা, যক্ষ, ঋষি ও অন্যান্য সকল প্রাণিকে সদা সর্ব্বতোভাবে পীড়ন করিতে লাগিলেন।১৩-১৪

তখন দেবতাগণ ঋষিগণের সহিত মিলিত হইয়া দেবদেব অসুরহন্তা সত্যপরাক্রম বিষ্ণুর নিকট গিয়া বলিলেন,—হে প্রভো ভগবন্! আপনি প্রাণিসমূহের রক্ষার জন্য কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে বধ করুন। এই শক্তিমান্ হৈহয়রাজ দিব্য বিমানে ভ্রমণ করিতে করিতে শচীর সহিত ক্রীড়ারত ইন্দ্রকে পর্য্যন্ত ধর্ষণ করিয়াছেন। হে ভারত! তখন ভগবান্ বিষ্ণু ইন্দ্রের সহিত কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের বধ বিষয়ে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।১৫-১৭

প্রাণিহিতকর সকল কার্য্যের কথা ইন্দ্র বিষ্ণুকে নিবেদন করিলেন। সর্ব্বলোকপূজিত ভগবান্ বিষ্ণু তাহা সবই শুনিলেন এবং ঐ সকল কার্য্য সম্পাদনের প্রতিশ্রুতি দিয়া নিজ রমণীয় বদরিকাশ্রমে চলিয়া গেলেন। এই সময়ে পৃথিবীতে কান্যকুব্জে গাধি নামে এক বিখ্যাত অতিশয় বলবান্ রাজা ছিলেন। যখন তিনি ভার্য্যার সহিত বন গমন করিয়া তথায় বাস করিতেছিলেন, তখন সেই বনে তাঁহার একটী অপ্সরাতুল্য রূপবতী কন্যা হয়। হে ভারত! ভৃগুবংশ জাত ঋচীক মুনি তাঁহাকে পত্নীত্বে বরণ করিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন।১৮-২১

তখন মহারাজ গাধি তীক্ষ্ণব্রতধারী সেই ব্রাহ্মণকে বলিলেন, আমার পূর্ব্বপুরুষগণ আমাদের বংশের কন্যার জন্য শুল্ক লইবার যে নিয়ম প্রচলন করিয়াছেন, তাহা আমারও পালন করা উচিত মনে করি। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যাহাদের শরীর পাণ্ডুবর্ণ এবং একটা কর্ণ কৃষ্ণবর্ণ, এইরূপ এক হাজার বেগগামী অশ্বই হইতেছে এই কন্যার শুল্ক—ইহা আপনি জানিয়া রাখুন।২২-২৩

হে ভৃগুবংশধর! এই শুল্ক প্রদান করিলে আপনাকে কেহ নিন্দা করিবে না। আপনি এই শুল্ক

অকৃতব্রণ উবাচ।

স তথেতি প্রতিজ্ঞায় রাজন্ বরুণমব্রবীৎ।
একতঃ শ্যামকর্ণানাং পাণ্ডুরাণাং তরস্বিনাম্ ॥২৬
সহস্রং বাজিনামেকং শুল্কার্থং মে প্রদীয়তাম্।
তস্মৈ প্রাদাৎ সহস্রং বৈ বাজিনাং বরুণস্তদা ॥২৭
তদশ্বতীর্থং বিখ্যাতমুত্থিতা যত্র তে হয়াঃ।
গঙ্গায়াং কান্যকুব্জে বৈ দদৌ সত্যবতীং তদা ॥২৮
ততো গাধিঃ সুতাং চাস্মৈ জন্যাশ্চাসন্ সুরাস্তদা।
লব্ধ্বা হয়সহস্রং তু তাংশ্চ দৃষ্ট্বা দিবৌকসঃ ॥২৯
ধর্ম্মেণ লব্ধ্বা তাং ভার্য্যামৃচীকো দ্বিজসত্তমঃ।
যথাকামং যথাজোষং তয়া রেমে সুমধ্যয়া ॥৩০

তং বিবাহে কৃতে রাজন্ সভার্য্যমবলোককঃ।
আজগাম ভৃগুঃ শ্রেষ্ঠং পুত্রং দৃষ্ট্বা ননন্দ হ ॥৩১

ভার্য্যাপতী তমাসীনং গুরুং সুরগণার্চিতম্।
অর্চিত্বা পর্য্যুপাসীনৌ প্রাঞ্জলী তস্থতুস্তদা ॥৩২

ততঃ স্নুষাং স ভগবান্ প্রহৃষ্টো ভৃগুরব্রবীৎ।
বরং বৃণীষ্ব সুভগে দাতা হ্যস্মি তবেপ্সিতম্ ॥৩৩

সা বৈ প্রসাদয়ামাস তং গুরুং পুত্রকারণাৎ।
আত্মনশ্চৈব মাতুশ্চ প্রসাদঞ্চ চকার সঃ ॥৩৪

ভৃগুরুবাচ।

ঋতৌ ত্বং চৈব মাতা চ স্নাতে পুংসবনায় বৈ।
আলিঙ্গেতাং পৃথগ্ বৃক্ষৌ সাশ্বত্থং ত্বমুদুম্বরম্ ॥৩৫

চরুদ্বয়মিদং ভদ্রে জনন্যাশ্চ তবৈব চ।
বিশ্বমাবর্তয়িত্বা তু ময়া যত্নেন সাধিতম্ ॥৩৬

দিলেই আপনার ন্যায় মহাত্মাকে আমি আমার কন্যা প্রদান করিব (কন্যা প্রদান করিতে আমার কোন অনিচ্ছা নাই।)।২৪

ঋচীক বলিলেন,—এক কর্ণ শ্যামবর্ণ ও পাণ্ডুর বর্ণ শরীরবিশিষ্ট এক হাজার বেগগামী অশ্ব আপনাকে আমি দিব, কিন্তু আপনার কন্যাকে ভার্য্যারূপে আমাকে দিতে হইবে।২৫

অকৃতব্রণ বলিলেন,—হে রাজন্! এই প্রতিশ্রুতি দিয়া তিনি লোকপাল বরুণের নিকট গিয়া প্রার্থনা করিলেন—আপনি আমাকে যাহাদের একটি কর্ণ শ্যামবর্ণ ও শরীর পাণ্ডুরবর্ণ, এইরূপ এক হাজার বেগগামী অশ্ব প্রদান করুন। বরুণ তখন তাঁহাকে ঐরূপ এক হাজার অশ্ব দিলেন।২৬-২৭

যেখানে ঐ অশ্বগুলি আবির্ভূত হইয়াছিল, সেই স্থান অশ্বতীর্থ নামে খ্যাত। অনন্তর গাধি ঐরূপ সহস্র অশ্ব লাভ করিয়া কান্যকুব্জ প্রদেশে গঙ্গার তীরে ঋচীক মুনির সহিত নিজ কন্যা সত্যবতীর বিবাহ দিলেন।২৮

দেবতারা সেই বিবাহে বরযাত্রী হইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহার নিকট ঐ অশ্বগুলি দেখিয়া গেলেন।২৯

দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋচীক ধর্ম্মপূর্ব্বক ঐ কন্যাকে ভার্য্যারূপে প্রাপ্ত হইয়া ইচ্ছামত সুখের সহিত সুমধ্যমা ভার্য্যার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন।৩০

হে রাজন্! বিবাহের পর ভৃগুমুনি তথায় আগমন করত ভার্য্যার সহিত অবস্থিত পুত্রকে দেখিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলেন।৩১

ভার্য্যা ও পতি উভয়ে সমুপস্থিত দেবগণ-বন্দিত পিতা ও শ্বশুরকে যথাবিধি অর্চনা করিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া অবস্থান করিলেন।৩২

তখন ভৃগুমুনি সন্তুষ্ট হইয়া পুত্রবধূকে বলিলেন—"আমি তোমাকে ঈপ্সিত বর দিতে ইচ্ছুক, তুমি ইচ্ছামত বর চাহিয়া লও"।৩৩

সত্যবতী তখন শ্বশুরকে সেবার দ্বারা প্রসন্ন করিয়া নিজের ও মাতার জন্য পুত্রবর চাহিলেন। সেই মুনি তখন প্রসন্ন হইলেন। ৩৪

প্রাশিতব্যং প্রযত্নেন চেত্যুক্ত্বা দর্শনং গতঃ।
আলিঙ্গনে চরৌ চৈব চক্রতুস্তে বিপর্য্যয়ম্ ॥৩৭
ততঃ পুনঃ স ভগবান্ কালে বহুতিথে গতে।
দিব্যজ্ঞানাদ্ বিদিত্বা তু ভগবানাগতঃ পুনঃ ॥৩৮
অথোবাচ মহাতেজা ভৃগুঃ সত্যবতীং স্নুষাম্।
উপযুক্তশ্চরুর্ভদ্রে বৃক্ষে চালিঙ্গনং কৃতম্ ॥৩৯
বিপরীতেন তে সুভ্রুমাত্রা চৈবাসি বঞ্চিতা।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রবৃত্তির্বৈ তব পুত্রো ভবিষ্যতি ॥৪০
ক্ষত্রিয়ো ব্রাহ্মণাচারো মাতুস্তব সুতো মহান্।
ভবিষ্যতি মহাবীর্য্যঃ সাধূনাং মার্গমাস্থিতঃ ॥৪১
ততঃ প্রসাদয়ামাস শ্বশুরং সা পুনঃ পুনঃ।
ন মে পুত্রো ভবেদীদৃক্ কামং পৌত্রো ভবেদিতি॥৪২
এবমস্ত্বিতি সা তেন পাণ্ডব প্রতিনন্দিতা।
জমদগ্নিং ততঃ পুত্রং জজ্ঞে সা কাল আগতে ॥৪৩
তেজসা বর্চসা চৈব যুক্তং ভার্গবনন্দনম্।
স বর্ধমানস্তেজস্বী বেদস্যাধ্যযনেন চ ।৪৪
বহূনৃষীন্ মহাতেজাঃ পাণ্ডবেয়াভ্যবর্ত্তত।
তং তু কৃৎস্নো ধনুর্বেদঃ প্রত্যভাদ্ ভরতর্ষভ।
চতুর্বিধানি চাস্ত্রাণি ভাস্করোপমবর্চসম্ ॥৪৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বাণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-
তীর্থযাত্রায়াং কার্তবীর্য্যোপাখ্যানে
পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১১৫

ভৃগুমুনি বলিলেন,—'তুমি ও তোমার মাতা ঋতুদর্শনের অনন্তর ঋতুস্নাত হইয়া দুইজন পৃথক্ পৃথক্ বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিবে। তুমি উডুম্বর (ডুমুর) বৃক্ষকে এবং তোমার মাতা অশ্বত্থ বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিবে।৩৫

কল্যাণি! আমি বিরাট্ পুরুষ ভগবানের ধ্যান করত তোমার ও তোমার মাতার জন্য দুইটি পৃথক্ চরু তৈয়ার করিয়াছি।৩৬

তোমরা উভয়ে নিজ নিজ চরু ভক্ষণ করিবে—এই বলিয়া ভৃগুমুনি অন্তর্ধান করিলেন। কিন্তু তাহারা মাতাপুত্রী বৃক্ষ আলিঙ্গন ও চরুভক্ষণ ব্যাপারে বৈপরীত্য করিলেন।৩৭

অনেকদিন চলিয়া গেলে ভগবান্ ভৃগুমুনি দিব্যজ্ঞানে ঐ ব্যাপার জানিতে পারিয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।৩৮

অনন্তর মহাতেজা ভৃগু পুত্রবধূ সত্যবতীকে বলিলেন,—ভদ্রে! তোমরা চরুভক্ষণ ও বৃক্ষালিঙ্গনের ব্যাপারে বৈপরীত্য করিয়াছ! ইহার ফলে তুমি মাতাকর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়াছ। সুভ্রু! তোমার গর্ভে ক্ষত্রিয়ভাবাপন্ন ব্রাহ্মণ পুত্র জন্মিবে।৩৯-৪০

আর তোমার মাতার গর্ভে ব্রাহ্মণাচারসম্পন্ন মহাবীর্য্যবান্ সাধুগণের মার্গাবলম্বী ক্ষত্রিয় পুত্র হইবে।৪১

তখন সত্যবতী শ্বশুরকে বার বার প্রার্থনা দ্বারা প্রসন্ন করিয়া প্রার্থনা করিলেন যে, আমার পুত্র যেন ঐরূপ না হয়, আমার পৌত্র ঐরূপ হউক, ইহাতে আমার আপত্তি নাই।৪২

হে পাণ্ডুনন্দন! তখন ভৃগু তাঁহাকে বলিলেন, "তাহাই হউক"। ইহাতে সত্যবতী আনন্দিতা হইলেন এবং যথাকালে যে পুত্র প্রসব করিলেন. তাঁহার নাম হইল জমদগ্নি।৪৩

পাণ্ডুবংশধর তেজ ও বেদাধ্যায়নপ্রযুক্তব্রহ্মশক্তির দ্বারা সেই পুত্র অনেক বিখ্যাত ঋষিকেও অতিক্রম করিলেন।৪৪

হে ভারতশ্রেষ্ঠ! সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী সেই জমদগ্নির নিকট সমগ্র ধনুর্বেদ ও সকল প্রকার অস্ত্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া উপস্থিত হইলেন।৪৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশ-তীর্থযাত্রাবিষয়ে অগস্ত্যের সমুদ্রগমনে পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১১৫

ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[পিতুরাজ্ঞয়া পরশুরামস্য মাতৃমস্তকচ্ছেদনম্, পিতৃকৃপয়া পুনস্তস্য সংযোগঃ, পরশুরামেণ কার্ত্তবীর্য্যার্জুনস্য বিনাশঃ, তস্য পুত্রৈর্জমদগ্নিমুনেঃ সংহারশ্চ ।]

অকৃতব্রণ উবাচ ।

স বেদাধ্যয়নে যুক্তো জমদগ্নির্মহাতপাঃ ।
তপস্তেপে ততো দেবান্ নিয়মাদ্ বশমানয়ৎ ॥১
স প্রসেনজিতং রাজন্নধিগম্য নরাধিপম্ ।
রেণুকাং বরয়ামাস স চ তস্মৈ দদৌ নৃপঃ ॥২
রেণুকাং ত্বথ সম্প্রাপ্য ভার্য্যাং ভার্গবনন্দনঃ ।
আশ্রমস্থস্তয়া সার্দ্ধং তপস্তেপেঽনুকূলয়া ॥৩
তস্যাঃ কুমারাশ্চত্বারো জজ্ঞিরে রামপঞ্চমাঃ ।
সর্ব্বেষামজঘন্যস্তু রাম আসীজ্জঘন্যজঃ ॥৪
ফলাহারেষু সর্ব্বেষু গতেষ্বথ সুতেষু বৈ ।
রেণুকা স্নাতুমগমৎ কদাচিন্নিয়তব্রতা ॥৫
সা তু চিত্ররথং নাম মার্ত্তিকাবতকং নৃপম্ ।
দদর্শ রেণুকা রাজন্নাগচ্ছন্তী যদৃচ্ছয়া ॥৬
ক্রীড়ন্তং সলিলে দৃষ্ট্বা সভার্য্যং পদ্মমালিনম্ ।
ঋদ্ধিমন্তং ততস্তস্য স্পৃহয়ামাস রেণুকা ॥৭
ব্যভিচারাচ্চ তস্মাৎ সা ক্লিন্নাম্ভসি বিচেতনা ।
প্রবিবেশাশ্রমং ত্রস্তা তাং বৈ ভর্তান্ববুধ্যত ॥৮
স তাং দৃষ্ট্বা চ্যুতাং ধৈর্য্যাদ্ ব্রাহ্ম্যা লক্ষ্ম্যা বিবর্জ্জিতাম্ ।
ধিক্‌ছব্দেন মহাতেজা গর্হয়ামাস বীর্য্যবান্ ॥৯
ততো জ্যেষ্ঠো জামদগ্ন্যো রুমণ্বান্ নাম নামতঃ ।
আজগাম সুষেণশ্চ বসুর্বিশ্বাবসুস্তথা ॥১০

ষোড়শাধিকশততম অধ্যায় ।

[পিতার আজ্ঞায় পরশুরামের মাতৃমস্তকচ্ছেদন, পিতৃকৃপায় পুনরায় উহার সংযোগ, পরশুরাম-কর্ত্তৃক কার্ত্তবীর্য্যার্জুনের বিনাশ এবং উহার পুত্রগণের দ্বারা জমদগ্নিমুনির সংহার ।]

অকৃতব্রণ বলিলেন,—মহাতপস্বী জমদগ্নি বেদাধ্যয়নে যুক্ত হইয়া নিয়মপালনপূর্ব্বক উগ্রতপস্যা করিতে লাগিলেন এবং উহা দ্বারা দেবগণকে বশীভূত করিলেন ।১

রাজন্ ! তিনি রাজা প্রসেনজিতের নিকট তাঁহার কন্যা রেণুকাকে পত্নীরূপে প্রার্থনা করিলেন এবং রাজা তাঁহাকে কন্যাদান করিলেন ।২

রেণুকাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হইয়া ভৃগুবংশের আনন্দবর্দ্ধন জমদগ্নি অনুকূলা সেই ভার্য্যার সহিত আশ্রমেই অবস্থান করত তীব্র তপস্যা করিতে লাগিলেন ।৩

পরশুরামকে লইয়া তাহার পাঁচটি সন্তান হইল। পরশুরাম সকলের বয়সে কনিষ্ঠ হইলেও গুণে সকলের শ্রেষ্ঠ ছিলেন ।৪

কোন সময় যখন পুত্রগণ ফল আহরণ করিতে চলিয়া গিয়াছেন, তখন নিয়মব্রতস্থা রেণুকা স্নান করিতে গিয়াছিলেন ।৫

রাজন্ ! তিনি যদৃচ্ছাক্রমে আসিতে আসিতে মার্ত্তিকাবতক দেশের রাজা চিত্ররথকে দেখিতে পাইলেন। সেই রূপবান্ পদ্মমালাধারী রাজাকে ভার্য্যার সহিত জলকেলি করিতে দেখিয়া রেণুকা তাঁহার উপর আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন ।৬-৭

রেণুকা মানসিক ব্যভিচারদোষে বিকৃত ও দ্রবীভূতচিত্তা হইয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছিলেন। পরে হুঁস্ ফিরিয়া আসিলে তিনি তাড়াতাড়ি ত্রস্তহৃদয়ে আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন ; কিন্তু ভর্ত্তা জমদগ্নি তাহার হৃদয়ের অবস্থা (তপোবলেই) জানিতে পারিলেন ।৮

মহাতেজস্বী শক্তিশালী মহর্ষি তাঁহাকে ধৈর্য্যচ্যুত এবং ব্রাহ্মী শ্রীশূন্যা দেখিয়া ধিক্কারদান পূর্ব্বক তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন ।৯

তানানুপূর্ব্যাদ্ ভগবান্ বধে মাতুরচোদয়ৎ ।
ন চ তে জাতসংস্নেহাঃ কিঞ্চিদুচুর্বিচেতসঃ ॥১১

ততঃ শশাপ তান্ ক্রোধাৎ তে শপ্তাশ্চেতনাং জহুঃ
মৃগপক্ষিসধর্ম্মাণঃ ক্ষিপ্রমাসন্ জড়োপমাঃ ॥১২

ততো রামোহভ্যয়াৎ পশ্চাদাশ্রমং পরবীরহাঃ ।
তমুবাচ মহাবাহুর্জমদগ্নির্মহাতপাঃ ॥১৩

জহীমাং মাতরং পাপাং মা চ পুত্র ব্যথাং কৃথাঃ ।
তত আদায় পরশুং রামো মাতুঃ শিরোহহরৎ ॥১৪

ততস্তস্য মহারাজ জমদগ্নের্মহাত্মনঃ ।
কোপোহভ্যগচ্ছৎ সহসা প্রসন্নশ্চাব্রবীদিদম্ ॥১৫

তারপর জমদগ্নির জেষ্ঠ পুত্র রুমন্বান্ এবং তাহার পরেই কিছু সুষেণবসু ও বিশ্বাবসুও আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন ।১০

ভগবান্ জমদগ্নি জ্যেষ্ঠ হইতে আনুপূর্বীক্রমে প্রত্যেক পুত্রকে মাতৃবধের আদেশ করিলেন। তাঁহারা মাতৃ-স্নেহবশতঃ জ্ঞানশূন্যের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন, কিছুই উত্তর করিলেন না ।১১

তখন মুনি তাহাদিগকে শাপ দিলেন, শাপের ফলে তাঁহারা দ্রুত বিচারশক্তিশূন্য হইয়া পশুপাখীর ন্যায় জড়বদ্‌ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন ।১২

তারপর শত্রুবীরনাশী পরশুরাম আশ্রমে ফিরিয়া আসিলে মহাতপস্বী মহাবাহু জমদগ্নি তাঁহাকে বলিলেন,—পুত্র। তুমি তোমার এই পাপিষ্ঠা জননীকে বধ কর। কোনরূপ ব্যথা অনুভব করিও না। আদেশমাত্রই পরশুরাম কুঠার হস্তে লইয়া জননীর মস্তক ছেদন করিলেন ।১৩-১৪

হে মহারাজ। তারপর মহাত্মা জমদগ্নির ক্রোধ সহসা শান্ত হইল। তিনি প্রসন্ন হইয়া পরশুরামকে এই কথা বলিলেন ।১৫

মমেদং বচনাৎ তাত কৃতং তে কর্ম দুষ্করম্ ।
বৃণীষ্ব কামান্ ধর্মজ্ঞ যাবতো বাঞ্ছসে হৃদা ॥১৬
স বব্রে মাতুরুত্থানমস্মৃতিং তু বধস্য বৈ ।
পাপেন তেন চাস্পর্শং ভ্রাতৄণাং প্রকৃতিং তথা ॥১৭
অপ্রতিদ্বন্দ্বতাং যুদ্ধে দীর্ঘমায়ুশ্চ ভারত ।
দদৌ চ সর্বান্ কামাংস্তান্ জমদগ্নির্মহাতপাঃ ॥১৮
কদাচিৎ তু তথৈবাস্য বিনিষ্ক্রান্তাঃ সুতাঃ প্রভো ।
অথানূপপতির্বীরঃ কার্ত্তবীর্য্যোহভ্যবর্ত্তত ॥১৯
তমাশ্রমপদং প্রাপ্তমৃষের্ভার্য্যা সমার্চয়ৎ ।
স যুদ্ধমদসম্মত্তো নাভ্যনন্দৎ তথার্চনম্ ॥২০
প্রমথ্য চাশ্রমাৎ তস্মাদ্ধোমধেনোস্তথা বলাৎ ।
জহার বৎসং ক্রোশন্ত্যা বভঞ্জ চ মহাদ্রুমান্ ॥২১

হে পুত্র। তুমি আমার আদেশে দুষ্কর কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছ, হে ধর্ম্মজ্ঞ। তুমি ইচ্ছামত বর প্রার্থনা করিয়া লও ।১৬

তিনি তখন পিতার নিকট বর প্রার্থনা করিলেন—"আমার জননী পুনরায় জীবিত হউন এবং আমি যে তাঁহাকে বধ করিয়াছি, এ স্মৃতি তাঁহার বিলুপ্ত হউক ; তিনি পূর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হউন এবং আমার ভ্রাতৃগণ পুনরায় প্রকৃতিস্থ হউন ।১৭

হে ভারত ! মহাতপস্বী জমদগ্নি তাঁহাকে উক্ত বরগুলি দিয়া আরও বলিলেন,—তুমি অমর হইবে এবং যুদ্ধে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইবে এবং তোমার সকল কামনা পূর্ণ হইবে ।১৮

হে শক্তিমন্ যুধিষ্ঠির। পরে কোন দিন পূর্ব্ববৎ পুত্রগণ সকলেই আশ্রমের বাহিরে গেলে অনূপদেশের অধিপতি বীর কার্ত্তবীর্য্য আশ্রমে উপস্থিত হইলেন ।১৯

আশ্রমে আসার সঙ্গে সঙ্গে ঋষিপত্নী তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেন। কিন্তু যুদ্ধমদে উন্মত্ত রাজা সেই সৎকারে প্রীত হইলেন না ।২০

আগতায় চ রামায় তদাচষ্ট পিতা স্বয়ম্ ।
গাঞ্চ রোরুদতীং দৃষ্ট্বা কোপো রামং সমাবিশৎ ॥২২

স মৃত্যুবশমাপন্নং কার্ত্তবীর্য্যমুপাদ্রবৎ ।
তস্যাথ যুধি বিক্রম্য ভার্গবঃ পরবীরহা ॥২৩

চিচ্ছেদ নিশিতৈর্ভল্লৈর্বাহূন্ পরিঘসন্নিভান্ ।
সহস্রসম্মিতান্ রাজন্ প্রগৃহ্য রুচিরং ধনুঃ ॥২৪

অভিভূতঃ স রামেণ সংযুক্তঃ কালধর্ম্মণা ।
অর্জুনস্যাথ দায়াদা রামেণ কৃতমন্যবঃ ॥২৫

আশ্রমস্থং বিনা রামং জমদগ্নিমুপাদ্রবন্ ।
তে তং জঘ্নুর্মহাবীর্য্যমযুধ্যন্তং তপস্বিনম্ ॥২৬

অসকৃদ্ রাম-রামেতি বিক্রোশন্তমনাথবৎ ।
কার্ত্তবীর্য্যস্য পুত্রাস্তু জমদগ্নিং যুধিষ্ঠির ॥২৭

পীড়য়িত্বা শরৈর্জগ্মুর্যথাগতমরিন্দমাঃ ।
অপক্রান্তেষু বৈ তেষু জমদগ্নৌ তথা গতে ॥২৮

সমিৎপাণিরুপাগচ্ছদাশ্রমং ভৃগুনন্দনঃ ।
স দৃষ্ট্বা পিতরং বীরস্তথা মৃত্যুবশং গতম্ ।
অনর্হন্তং তথাভূতং বিললাপ সুদুঃখিতঃ ॥২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রাপর্ব্বণি লোমশতীর্থযাত্রায়াং কার্ত্তবীর্য্যোপাখ্যানে জমদগ্নিবধে ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১১৬

অধিকন্তু তিনি আশ্রমকে তছ্‌নছ্‌ করিয়া তথা হইতে বৎস চীৎকার করিতে থাকিলেও হোমধেনুকে বলপূর্ব্বক হরণ করিলেন এবং বড় বড় গাছগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন ।২১

পরশুরাম আসামাত্রই পিতা স্বয়ং তাঁহাকে সব বলিলেন। তাহা শুনিয়া এবং গাভীকে রোরুদ্যমানা দেখিয়া পরশুরামের ক্রোধাবেশ হইল ।২২

রাজন্। তিনি তখন কালের বশীভূত কার্ত্তবীর্য্যের প্রতি ধাবিত হইলেন এবং পরবীরহন্তা ভৃগুনন্দন রাম সুন্দর ভার্গব ধনু লইয়া যুদ্ধে বিক্রম প্রকাশপূর্ব্বক শাণিত ভল্লসমূহের দ্বারা তাহার পরিঘসদৃশ সহস্র বাহু ছেদন করিয়া ফেলিলেন ।২৩-২৪

কালস্বরূপ রামকর্ত্তৃক অভিভূত হইয়া কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন প্রাণ হারাইলেন। তাহাতে তাঁহার পুত্রগণ পরশুরামের উপর ক্রুদ্ধ হইল ।২৫

আশ্রম যখন রামশূন্য ছিল, তখন কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পুত্রগণ আশ্রমে প্রবেশ করিয়া জমদগ্নিকে প্রহার করিতে লাগিলেন। জমদগ্নি তপস্বী ব্রাহ্মণের ধর্ম্মকে স্মরণ করিয়া স্বয়ং বলের দ্বারা তাহার প্রতিকারের কোন চেষ্টা করিলেন না ।২৬

হে যুধিষ্ঠির। কার্ত্তবীর্য্যের পুত্রগণ জমদগ্নিকে প্রহার করিতে থাকিলে তিনি অনাথের ন্যায় 'রাম' 'রাম' বলিয়া বার বার চীৎকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু শত্রুদমন সেই কার্ত্তবীর্য্যপুত্রগণ তাহাতে নিবৃত্ত না হইয়া শরের দ্বারা আঘাত করিয়া জমদগ্নিকে বধ করত আশ্রম হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহারা চলিয়া যাইলে এবং জমদগ্নি বিনষ্ট হইলে ভৃগুনন্দন রাম হোমকাষ্ঠহস্তে আশ্রমে প্রবেশ করিয়া পিতাকে মৃত দেখিলেন এবং তাঁহার পিতা এই ভাবে মৃত্যুলাভের যোগ্য নন—ইহা স্মরণপূর্ব্বক তখন দুঃখার্ত্ত হইয়া বার পরশুরাম শোকে বিলাপ করিতে লাগিলেন। ২৭-২৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে
কার্ত্তবীর্য্যোপাখ্যানবিষয়ক ষোড়শাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।১১৬

সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পিত্রে পরশুরামস্য বিলাপঃ, একবিংশতিবারং পৃথিব্যা নিঃক্ষত্রিয়করণম্, মহারাজ-যুধিষ্ঠিরেণ পরশুরামস্য পূজা চ।]

রাম উবাচ।

মমাপরাধাৎ তৈঃ ক্ষুদ্রৈর্হতস্ত্বং তাত বালিশৈঃ।
কার্তবীর্য্যস্য দায়াদৈর্বনে মৃগ ইবেষুভিঃ ॥১
ধর্মজ্ঞস্য কথং তাত বর্তমানস্য সৎপথে।
মৃত্যুরেবংবিধো যুক্তঃ সর্বভূতেষ্বনাগসঃ ॥২
কিং নু তৈর্ন কৃতং পাপং যৈর্ভবাংস্তপসি স্থিতঃ।
অযুধ্যমানো বৃদ্ধঃ সন্ হতঃ শরশতৈঃ শিতৈঃ ॥৩
কিং নু তে তত্র বক্ষ্যন্তি সচিবেষু সুহৃৎসু চ।
অযুধ্যমানং ধর্মজ্ঞমেকং হত্বানপত্রপাঃ ॥৪
বিলপ্যৈবং সকরুণং বহু নানাবিধং নৃপ।
প্রেতকার্য্যাণি সর্বাণি পিতুশ্চক্রে মহাতপাঃ ॥৫
দদাহ পিতরং চাগ্নৌ রামঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
প্রতিজজ্ঞে বধং চাপি সর্বক্ষত্রস্য ভারত ॥৬
সংক্রুদ্ধোঽতিবলঃ সংখ্যে শস্ত্রমাদায় বীর্য্যবান্।
জঘ্নিবান্ কার্তবীর্য্যস্য সুতানেকোঽন্তকোপমঃ ॥৭
তেষাং চানুগতা যে চ ক্ষত্রিয়াঃ ক্ষত্রিয়র্ষভ।
তাংশ্চ সর্বানবামৃদ্নাদ্ রামঃ প্রহরতাং বরঃ ॥৮
ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবীং কৃত্বা নিঃক্ষত্রিয়াং প্রভুঃ।
সমন্তপঞ্চকে পঞ্চ চকার রুধিরহ্রদান্ ॥৯
স তেষু তর্পয়ামাস ভৃগূন্ ভৃগুকুলোদ্বহঃ।
সাক্ষাদ্ দদর্শ চর্চীকং স চ রামং ন্যবারয়ৎ ॥১০

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায়।

[পিতার জন্য পরশুরামের বিলাপ, একবিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়করণ এবং মহারাজ যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক পরশুরামের পূজা।]

পরশুরাম বলিলেন—হে পিতঃ! আমার অপরাধেই বনে শিকারী যেমন বাণসমূহের দ্বারা মৃগ বধ করে, তেমনই সেই কার্ত্তবীর্য্যের নীচ ও মূর্খ পুত্রগণও আপনাকে (অসহায়ের) ন্যায় বধ করিয়াছে।১

পিতঃ! আপনি ধর্ম্মজ্ঞ এবং সৎপথে অবস্থিত আছেন; কোন প্রাণীর প্রতিই আপনার কোন অপরাধ নাই, তথাপি আপনার এইভাবে মৃত্যু কিরূপে যুক্তিযুক্ত হইল ?২

যে আপনি তপস্যায় নিরত ছিলেন, যুদ্ধের কোন উদ্যম করেন নাই এবং বয়সেও বৃদ্ধ, সেই আপনাকে শরসমূহে বধ করিয়া সেই ক্ষত্রিয়াধমগণ কি পাপই না করিয়াছে ?৩

সেই নির্লজ্জ ক্ষত্রিয়াধমগণ একাকী, অযুধ্যমান ও ধর্ম্মজ্ঞ আপনাকে বধ করিয়া মন্ত্রিগণ ও সুহৃদ্গণের নিকট কি বলিবে ?৪

হে রাজন্! এইরূপে নানাপ্রকারে বহু বিলাপকরত শত্রুনগরবিজয়ী মহাতপস্বী পরশুরাম পিতার অন্তিম প্রেতকার্য্যসমূহ সম্পাদন করিলেন এবং অগ্নিতে পিতার দাহকার্য্য সমাধা করিলেন। হে ভারত! তারপর তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, সকল ক্ষত্রিয়কে তিনি সংহার করিবেন।৫-৬

অতিবলশালী অন্তকতুল্য পরশুরাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অস্ত্রধারণ করত যুদ্ধে একাকীই কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সকল পুত্রকে সংহার করিলেন।৭

হে ক্ষত্রিয়র্ষভ! তাহাদের অনুগত যে সকল ক্ষত্রিয় ছিল, যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পরশুরাম তাহাদের সকলকে মৃত্তিকার সহিত মিশাইয়া দিলেন।৮

প্রভাবশালী পরশুরাম এইরূপে পৃথিবীকে একুশবার নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া তিনি সমন্তপঞ্চকে পাঁচটী রুধিরহ্রদ নির্ম্মাণ করিলেন।৯

সেই সকল হ্রদে ভৃগুবংশাবতংস রাম পিতৃপুরুষগণের তর্পণ করিলেন। তখন তিনি সাক্ষাৎভাবে মহর্ষি ঋচীকের দর্শনলাভ করিলেন। ঋচীক তাঁহাকে এই (ঘোর) কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিলেন।১০

ততো যজ্ঞেন মহতা জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্ ।
তর্পয়ামাস দেবেন্দ্রমৃত্বিগ্‌ভ্যঃ প্রদদৌ মহাম্ ॥১১

বেদীং চাপ্যদদদ্ধৈমীং কশ্যপায় মহাত্মনে ।
দশব্যামায়তাং কৃত্বা নবোৎসেধাং বিশাম্পতে ॥১২

তাং কশ্যপস্যানুমতে ব্রাহ্মণাঃ খণ্ডশস্তদা ।
ব্যভজংস্তে তদা রাজন্ প্রখ্যাতাঃ খাণ্ডবায়নাঃ ॥১৩

স প্রদায় মহীং তস্মৈ কশ্যপায় মহাত্মনে ।
অস্মিন্ মহেন্দ্রে শৈলেন্দ্রে বসত্যমিতবিক্রমঃ ॥১৪

এবং বৈরমভূৎ তস্য ক্ষত্রিয়ৈর্লোকবাসিভিঃ ।
পৃথিবী চাপি বিজিতা রামেণামিততেজসা ॥১৫

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততশ্চতুর্দশীং রামঃ সময়েন মহামনাঃ ।
দর্শয়ামাস তান্ বিপ্রান্ ধর্মরাজঞ্চ সানুজম্ ॥১৬
স তমানর্চ রাজেন্দ্র ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ প্রভুঃ ।
দ্বিজানাঞ্চ পরাং পূজাং চক্রে নৃপতিসত্তমঃ ॥১৭
অর্চিত্বা জামদগ্ন্যং স পূজিতস্তেন চোদিতঃ ।
মহেন্দ্র উষ্য তাং রাত্রিং প্রযযৌ দক্ষিণামুখঃ ॥১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-
তীর্থযাত্রায়াং কার্তবীর্য্যোপাখ্যানে
সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১১৭

তারপর প্রতাপশালী জমদগ্নিনন্দন রাম মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া ইন্দ্রের অর্চ্চনা করিলেন এবং ঋত্বিক্‌গণকে দক্ষিণারূপে ভূমি প্রদান করিলেন ।১১

রাজন্ যুধিষ্ঠির ! পরশুরাম দশ দশব্যাম অর্থাৎ চল্লিশ হাত দীর্ঘ ও চল্লিশ হাত প্রস্থ এবং ছত্রিশহাত উচ্চ একটী বেদী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ; উহা তিনি মহাত্মা কশ্যপমুনিকে প্রদান করিলেন ।১২

রাজন্ ! এই সময় কশ্যপমুনির অনুমতি লইয়া ব্রাহ্মণগণ ঐ বেদীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ করিয়া লইলেন ; এজন্য তাহাদের নাম হইল—খাণ্ডবায়ন ।১৩

সমস্ত পৃথিবী মহাত্মা কশ্যপমুনিকে প্রদান করিয়া অমিতবিক্রম পরশুরাম এখন এই পর্ব্বতরাজ মহেন্দ্র পর্ব্বতে বাস করিতেছেন ।১৪

এইরূপে পৃথিবীর ক্ষত্রিয়গণের সহিত তাঁহার শত্রুতা হইয়াছিল এবং অমিততেজস্বী পরশুরাম তাঁহাদিগকে বধ করিয়া সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন ।১৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তারপর চতুর্দ্দশী তিথি উপস্থিত হইলে মহামনস্বী পরশুরাম তথায় আসিয়া সেই ব্রাহ্মণগণকে এবং অনুজগণের সহিত ধর্ম্মরাজকে দর্শন দিলেন ।১৬

হে রাজেন্দ্র ! ঐ সময় প্রভাবশালী মহারাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত যথাবিধি তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন এবং উপস্থিত ব্রাহ্মণগণেরও শ্রদ্ধার সহিত পূজা করিলেন ।১৭

জমদগ্নিপুত্র পরশুরামকে অর্চ্চনা করিয়া এবং তাঁহার দ্বারাও সৎকৃত হইয়া তাঁহারই প্রেরণায় মহেন্দ্রপর্ব্বতে একরাত্রি কাটাইয়া দক্ষিণদিকে প্রস্থান করিলেন ।১৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে কার্ত্তবীর্য্যোপাখ্যানে সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।১১৭

অষ্টাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[বিভিন্নতীর্থানি দৃষ্ট্বা যুধিষ্ঠিরস্য প্রভাসতীর্থে আগমনম্, তত্র তপস্যাকরণম্, যাদবৈঃ সহ পাণ্ডবানাং মিলনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

গচ্ছন্ স তীর্থানি মহানুভাবঃ
পুণ্যানি রম্যাণি দদর্শ রাজা।
সর্বাণি বিপ্রৈরুপশোভিতানি
কচিৎ কচিদ্ ভারত সাগরস্য ॥১

স বৃত্তবাংস্তেষু কৃতাভিষেকঃ
সহানুজঃ পার্থিব-পুত্র-পৌত্রঃ।
সমুদ্রগাং পুণ্যতমাং প্রশস্তাং
জগাম পারিক্ষিত পাণ্ডুপুত্রঃ ॥২

তত্রাপি চাপ্লুত্য মহানুভাবঃ
সন্তর্পয়ামাস পিতৄন্ সুরাংশ্চ।
দ্বিজাতিমুখ্যেষু ধনং বিসৃজ্য
গোদাবরীং সাগরগামগচ্ছৎ ॥৩

ততো বিপাপ্মা দ্রবিড়েষু রাজন্
সমুদ্রমাসাদ্য চ লোকপুণ্যম্।
অগস্ত্যতীর্থঞ্চ মহাপবিত্রং
নারীতীর্থান্যথ বীরো দদর্শ ॥৪

তত্রার্জুনস্যাগ্র্যধনুর্ধরস্য
নিশম্য তৎ কর্ম নরৈরশক্যম্।
সম্পূজ্যমানং পরমর্ষিসঙ্ঘৈঃ
পরাং মুদং পাণ্ডুসুতঃ স লেভে ॥৫

স তেষু তীর্থেষ্বভিষিক্তগাত্রঃ
কৃষ্ণাসহায়ঃ সহিতোঽনুজৈশ্চ।
সম্পূজয়ন্ বিক্রমমর্জুনস্য
রেমে মহীপাল পতিঃ পৃথিব্যাঃ ॥৬

ততঃ সহস্রাণি গবাং প্রদায়
তীর্থেষু তেষম্বুধরোত্তমস্য।
হৃষ্টঃ সহ ভ্রাতৃভিরর্জুনস্য
সঙ্কীর্তয়ামাস গবাং প্রদানম্ ॥৭

অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায়।

[বিভিন্ন তীর্থ দর্শন করিয়া যুধিষ্ঠিরের প্রভাস তীর্থে আগমন, সেখানে তপস্যাকরণ এবং যাদবগণের সহিত পাণ্ডবগণের মিলন]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভারত! দক্ষিণদিকে গমন করিতে করিতে রাজা যুধিষ্ঠির বহু পুণ্য ও রমণীয় তীর্থসমূহ দর্শন করিলেন। সাগরের মধ্যে কোন কোন তীর্থে সমস্ত স্থানেই কেবল ব্রাহ্মণকে বাস করিতে দেখিলেন।১

হে পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয়! সদাচারসম্পন্ন মহাবাহু যুধিষ্ঠির কশ্যপপুত্র সূর্য্যদেবের পৌত্র ছিলেন (কারণ যুধিষ্ঠির সূর্য্যপুত্র ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন।) তিনি ভ্রাতৃগণের সহিত সেই সকল তীর্থে স্নান করত সমুদ্রগামিনী পুণ্যময়ী প্রশস্তানদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।২

মহানুভব যুধিষ্ঠির সেখানেও স্নান করত পিতৃপুরুষ ও দেবগণের তর্পণ করিয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠগণকে ধন দান পূর্ব্বক সাগরগামিনী গোদাবরীনদীর তীরে উপস্থিত হইলেন।৩

রাজন্ জনমেজয়! গোদাবরীতে স্নান করত পবিত্র হইয়া দ্রাবিড় দেশ ভ্রমণ করিতে করিতে অগস্ত্যতীর্থ ও নারী তীর্থ (পঞ্চ অপ্সরাতীর্থ)-সমূহ দর্শন করিলেন।৪

সেখানে শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধর অর্জ্জুনের অন্য মানুষের অশক্য পরাক্রমের (এখানে অর্জুন মুনিশাপে পাঁচজন অপ্সরাকে গ্রাহ [হিংস্র জলজন্তুবিশেষ] হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন।) কথা শুনিয়া এবং পরমর্ষিগণের দ্বারা সম্মানিত হইয়া পাণ্ডুসুত যুধিষ্ঠির পরম আনন্দ লাভ করিলেন।৫

মহীপাল জনমেজয়! তিনি অনুজগণ ও কৃষ্ণার সহিত সেই তীর্থসমূহে স্নান করত অর্জ্জুনের

স তানি তীর্থানি চ সাগরস্য
পুণ্যানি চান্যানি বহূনি রাজন্
ক্রমেণ গচ্ছন্ পরিপূর্ণকামঃ
সূর্পারকং পুণ্যতমং দদর্শ ॥৮
তত্রোদধেঃ কঞ্চিদতীত্য দেশং
খ্যাতং পৃথিব্যাং বনমাসসাদ।
তপ্তং সুরৈস্তত্র তপঃ পুরস্তা-
দিষ্টং তথা পুণ্যপরৈর্নরেন্দ্রৈঃ ॥৯
স তত্র তামগ্র্যধনুর্ধরস্য
বেদীং দদর্শায়তপীনবাহুঃ।
ঋচীকপুত্রস্য তপস্বিসঙ্ঘৈঃ
সমাবৃতাং পুণ্যকৃদর্চনীয়াম্ ॥১০
ততো বসূনাং বসুধাধিপঃ স
মরুদ্গণানাঞ্চ তথাশ্বিনোশ্চ।
বৈবস্বতাদিত্যধনেশ্বরাণা-
মিন্দ্রস্য বিষ্ণোঃ সবিতুর্বিভোশ্চ ॥১১
ভবস্য চন্দ্রস্য দিবাকরস্য
পতেরপাং সাধ্যগণস্য চৈব।
ধাতুঃ পিতৃণাঞ্চ তথা মহাত্মা
রুদ্রস্য রাজন্ সগণস্য চৈব ॥১২
সরস্বত্যাঃ সিদ্ধগণস্য চৈব
পুণ্যাশ্চ যে চাপ্যমরাস্তথান্যে।
পুণ্যানি চাপ্যায়তনানি তেষাং
দদর্শ রাজা সুমনোহরাণি ॥১৩
তেষূপবাসান্ বিবুধানুপোষ্য
দত্ত্বা চ রত্নানি মহান্তি রাজা।
তীর্থেষু সর্বেষু পরিপ্লুতাঙ্গঃ
পুনঃ স শূর্পারকমাজগাম ॥১৪
স তেন তীর্থেন তু সাগরস্য
পুনঃ প্রয়াতঃ সহ সোদরীয়ৈঃ।
দ্বিজৈঃ পৃথিব্যাং প্রথিতং মহদ্ভি-
স্তীর্থং প্রভাসং সমুপাজগাম ॥১৫

পরাক্রমের প্রশংসা করিতে করিতে পরম আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন।৬

তারপর সমুদ্রতটবর্ত্তী সেই তীর্থসমূহে সহস্র গো-দান করত ভ্রাতৃগণের সহিত হৃষ্টচিত্তে অর্জ্জুনের গো-দানের প্রশংসা করিতে লাগিলেন।৭

রাজন্! তিনি সেই সকল সাগরতটস্থ তীর্থ দর্শন করিতে করিতে পরিপূর্ণকাম হইয়া ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে থাকিলেন এবং তারপর পুণ্যতম সূর্পারক তীর্থে উপস্থিত হইলেন।৮

সমুদ্রের কিছু দেশ অতিক্রম করিয়া তাঁহারা এমন একটী বনে গমন করিলেন, যাহা পৃথিবীতে বিখ্যাত ছিল। সেই বনে পূর্ব্বে দেবতারা তপস্যা করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্মপরায়ণ রাজারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন।৯

সেখানে মহারাজ যুধিষ্ঠির ঋচীকের পৌত্র (পুত্রই ভৃগুর বরে পৌত্র হইয়াছিল) মহাধনুর্দ্ধর পরশুরামের কৃত একটি বেদী দেখিতে পাইলেন। উহা পুণ্যবান্গণের পূজনীয় এবং ঋষিগণের দ্বারা সমাবৃত ছিল।১০

রাজন্। তারপর মহাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির অষ্টবসু, মরুদ্গণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, যম, আদিত্যগণ, কুবের, ইন্দ্র, বিষ্ণু, সূর্য্য, শঙ্কর, চন্দ্র, দিবাকর, বরুণ, ব্রহ্মা, পিতৃদেবতাগণ, সগণরুদ্র, সরস্বতী দেবী, সিদ্ধগণ এবং অন্যান্য পুণ্যময় দেবতাগণের অতি মনোহর পুণ্য মন্দিরসমূহ দর্শন করিলেন।১১-১৩

সেই সকল তীর্থে উপবাস, ব্রাহ্মণগণকে বহুমূল্য রত্নাদি দান, স্নানাদি সকল কৃত্য সমাপ্ত করিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির পুনরায় সূর্পারকে ফিরিয়া আসিলেন।১৪

তারপর তিনি সমুদ্রতটবর্ত্তী তীর্থসমূহ ভ্রমণ করিতে করিতে ভ্রাতৃগণ এবং মহর্ষিগণসহ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকর্ত্তৃক সেবিত পৃথিবীতে বিখ্যাত প্রভাসতীর্থে

তত্রাভিষিক্তঃ পৃথুলোহিতাক্ষঃ
সহানুজৈর্দেবগণান্ পিতৄংশ্চ ।
সন্তর্পয়ামাস তথৈব কৃষ্ণা
তে চাপি বিপ্রাঃ সহ লোমশেন ॥১৬

স দ্বাদশাহং জলবায়ুভক্ষঃ
কুর্বন্ ক্ষপাহঃসু তদাভিষেকম্ ।
সমন্ততোঽগ্নীনুপদীপয়িত্বা
তেপে তপো ধর্মভৃতাং বরিষ্ঠঃ ॥১৭

তমুগ্রমাস্থায় তপশ্চরন্তং
শুশ্রাব রামশ্চ জনার্দনশ্চ ।
তৌ সর্ববৃষ্ণিপ্রবরৌ সসৈন্যৌ
যুধিষ্ঠিরং জগ্মতুরাজমীঢ়ম্ ॥১৮

তে বৃষ্ণয়ঃ পাণ্ডুসুতান্ সমীক্ষ্য
ভূমৌ শয়ানান্ মলদিগ্ধগাত্রান্ ।
অনর্হতীং দ্রৌপদীং চাপি দৃষ্ট্বা
সুদুঃখিতাশ্চক্রুশুরার্তনাদম্ ॥১৯

ততঃ স রামঞ্চ জনার্দনঞ্চ
কার্ষ্ণিঞ্চ সাম্বঞ্চ শিনেশ্চ পৌত্রম্ ।
অন্যাংশ্চ বৃষ্ণীনুপগম্য পূজাং
চক্রে যথাধর্মমহীনসত্ত্বঃ ॥২০

তে চাপি সর্বান্ প্রতিপূজ্য পার্থাং-
স্তৈঃ সৎকৃতাঃ পাণ্ডুসুতৈস্তথৈব ।
যুধিষ্ঠিরং সম্পরিবার্য্য রাজ-
ন্নুপাবিশন্ দেবগণা যথেন্দ্রম্ ॥২১

তেষাং স সর্বং চরিতং পরেষাং
বনে চ বাসং পরমপ্রতীতঃ ।
অস্ত্রার্থমিন্দ্রস্য গতঞ্চ পার্থ
নিবেশনং হৃষ্টমনাঃ শশংস ॥২২

আসিয়া উপস্থিত হইলেন ।১৫

লোমশ মুনি, কৃষ্ণা, ভ্রাতৃগণ ও ব্রাহ্মণগণ সহ বিশাল লোহিতনয়ন রাজা যুধিষ্ঠির সেই প্রভাসতীর্থে স্নান করিয়া দেবগণ ও পিতৃপুরুষগণের তর্পণ করিলেন ।১৬

ধার্ম্মিকগণশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির সেখানে বার দিন জল ও বায়ু আহার করিয়া এবং রাত্রিতে ও দিনে স্নান করিতে থাকিয়া চারদিকে আগুন জ্বালাইয়া মধ্যে অবস্থান করত তপস্যা করিলেন ।১৭

যখন অজমীঢ়বংশজাত যুধিষ্ঠির ঐরূপ উগ্র তপস্যা করিতেছিলেন, তখন সকল বৃষ্ণিগণের মধ্যে অতিশয় বলবান্ বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ সৈন্যগণের সহিত যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন ।১৮

সেই বৃষ্ণিবীরগণ দ্রৌপদীর সহিত পাণ্ডুপুত্রগণকে তাঁহাদের পক্ষে অযোগ্য ভূমিশয্যায় শয়ান রহিয়াছেন এবং তাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গে ধূলি লাগিয়া রহিয়াছে এইভাবে তাঁহাদের দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন ।১৯

এতাদৃশ বিপদের সময়ও যিনি ধৈর্য্যচ্যুত হন না, সেই মহাত্মা যুধিষ্ঠির বলরাম, শ্রীকৃষ্ণ, কৃষ্ণের পুত্র, শিনির পৌত্র এবং অন্যান্য বৃষ্ণিবীরগণের যথোচিত সৎকার করিলেন ।২০

রাজন্! তাঁহারাও তাঁহাদিগকে প্রতিপূজা করিয়া যুধিষ্ঠিরকে বেষ্টন করিত দেবগণ যেমন মহেন্দ্রের নিকট উপবেশন করেন, তেমনই ভাবে তাঁহার নিকট উপবেশন করিলেন ।২১

তখন যুধিষ্ঠির অত্যন্ত আশ্বস্ত হইয়া প্রীতমনে শত্রুগণের আচরণ, অস্ত্রের নিমিত্ত অর্জ্জুনের স্বর্গে ইন্দ্রের নিকট গমন প্রভৃতি সমস্ত সংবাদ তাঁহাদের নিকট বলিলেন ।২২

শ্রুত্বা তু তে তস্য বচঃ প্রতীতা-
স্তাংশ্চাপি দৃষ্ট্বা সুকৃশানতীব।
নেত্রোদ্ভবং সম্মুমুচুর্মহার্হা
দুঃখার্তিজং বারি মহানুভাবাঃ ॥২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি
লোমশতীর্থযাত্রায়াং প্রভাসে যাদব-
পাণ্ডবসমাগমে অষ্টাদশাধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১১৮

মহানুভব পরম পূজনীয় বৃষ্ণিবীরগণ যুধিষ্ঠিরের সকল কথা শুনিয়া সান্ত্বনা লাভ করিলেন। কিন্তু তপস্যা ও তীর্থ ভ্রমণপ্রযুক্ত তাঁহাদের সকলের শরীর কৃশ দেখিয়া যাদবগণ অশ্রু পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।২৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে যাদব-পাণ্ডবমিলনে অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১১৮

একোনবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[প্রভাসতীর্থে পাণ্ডবান্ প্রতি বলরামস্য সহানুভূতিসূচকসম্ভাষণম্।]

জনমেজয় উবাচ।
প্রভাসতীর্থমাসাদ্য পাণ্ডবা বৃষ্ণয়স্তথা।
কিমকুর্বন্ কথাশ্চৈষাং কাস্তত্রাসংস্তপোধন ॥১
তে হি সর্বে মহাত্মানঃ সর্বশাস্ত্রবিশারদাঃ।
বৃষ্ণয়ঃ পাণ্ডবাশ্চৈব সুহৃদশ্চ পরস্পরম্।২

বৈশম্পায়ন উবাচ।
প্রভাসতীর্থং সম্প্রাপ্য পুণ্যং তীর্থং মহোদধেঃ।
বৃষ্ণয়ঃ পাণ্ডবান্ বীরাঃ পরিবার্য্যোপতস্থিরে ॥৩

ততো গোক্ষীরকুন্দেন্দুমৃণালরজতপ্রভঃ।
বনমালী হলী রামো বভাষে পুষ্করেক্ষণম্ ॥৪

বলদেব উবাচ।

ন কৃষ্ণ ধর্মশ্চরিতো ভবায়
জন্তোরধর্মশ্চ পরাভবায়।
যুধিষ্ঠিরো যত্র জটী মহাত্মা
বনাশ্রয়ঃ ক্লিশ্যতি চীরবাসাঃ ॥৫

একোনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[প্রভাসতীর্থে পাণ্ডবগণের প্রতি বলরামের সহানুভূতিসূচক সম্ভাষণ।]

জনমেজয় বলিলেন,—প্রভাস তীর্থে গমন করিয়া পাণ্ডব ও বৃষ্ণিবীরগণ কি করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কিরূপ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল? হে তপোধন। সেই বৃষ্ণিবংশীয় বীরগণ ও পাণ্ডবগণ সকলেই মহাত্মা ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ এবং পরস্পর সুহৃদ্ ছিলেন।১-২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সমুদ্রতটবর্ত্তী পুণ্য প্রভাসতীর্থে গমন করত বৃষ্ণিবীরগণ পাণ্ডবগণকে ঘিরিয়া বসিলেন।৩

তারপর গোদুগ্ধ, কুন্দপুষ্প, চন্দ্র, মৃণাল ও রজতের ন্যায় শুভ্র প্রভাবিশিষ্ট বনমালাবিভূষিত হলধর বলরাম কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন।৪

বলদেব বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! দেখিয়া মনে

দুর্য্যোধনশ্চাপি মহীং প্রশাস্তি
ন চাস্য ভূমির্বিবরং দদাতি।
ধর্ম্মাদধর্ম্মশ্চরিতো বরীয়া-
নিতীব মন্যেত নরোহল্পবুদ্ধিঃ ॥৬
দুর্য্যোধনে চাপি বিবর্দ্ধমানে
যুধিষ্ঠিরে চাসুখমাত্তরাজ্যে।
কিং ত্বত্র কর্ত্তব্যমিতি প্রজাভিঃ
শঙ্কা মিথঃ সংজনিতা নরাণাম্ ॥৭
অয়ং স ধর্ম্মপ্রভবো নরেন্দ্রো
ধর্ম্মে ধৃতঃ সত্যধৃতিঃ প্রদাতা।
চলোহয় [illegible]াচ্চ সুখাচ্চ পার্থো
ধর্ম্মাদপেতস্তু কথং বিবর্দ্ধেৎ ॥৮
কথং নু ভীষ্মশ্চ কৃপশ্চ বিপ্রো
দ্রোণশ্চ রাজা চ কুলস্য বৃদ্ধঃ।
প্রব্রাজ্য পার্থান্ সুখমাপ্নুবন্তি
ধিক্ পাপবুদ্ধীন্ ভরতপ্রধানান্ ॥৯
কিং নাম বক্ষ্যত্যবনিপ্রধানঃ
পিতৄন্ সমাগম্য পরত্র পাপঃ।
পুত্রেষু সম্যক্ চরিতং ময়েতি
পুত্রানপাপান্ ব্যপরোপ্য রাজ্যাৎ ॥১০
নাসৌ ধিয়া সম্প্রতি পশ্যতি স্ম
কিং নাম কৃষ্ণাহমচক্ষুরেবম্।
জাতঃ পৃথিব্যামিতি পার্থিবেষু
প্রব্রাজ্য কৌন্তেয়মিতি স্ম রাজ্যাৎ ॥১১
নূনং সমৃদ্ধান্ পিতৃলোকভূমৌ
চামীকরাভান্ ক্ষিতিজান্ প্রফুল্লান্।
বিচিত্রবীর্য্যস্য সুতঃ সপুত্রঃ
কৃত্বা নৃশংসং বত পশ্যতি স্ম ॥১২

হইতেছে, মানুষের আচরিত ধর্ম্মও অভ্যুদয়ের কারণ হয় না এবং অধর্ম্মও মানুষের পরাভবের কারণ হয় না। তাহা না হইলে যুধিষ্ঠিরের ন্যায় ধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ মহাত্মা পুরুষকে জটাধারণ করিয়া বনে চীর (বল্কল) পরিধান করত কষ্ট ভোগ করিতে হয় ?৫

দুর্য্যোধনের ন্যায় অধার্ম্মিকও পৃথিবীর শাসন করিতেছে, পৃথিবী দ্বিধা হইয়া তাঁহাকে গর্ত্তে প্রবেশ করাইতেছে না ; সুতরাং ধর্ম্ম হইতে অধর্ম্ম বলীয়ান্—অল্পবুদ্ধি লোক ইহাই মনে করিবে।৬

দুর্য্যোধন সমৃদ্ধি লাভ করিতেছে এবং যুধিষ্ঠির রাজ্য হারাইয়া দুঃখ পাইতেছে—এ অবস্থায় প্রজাগণের কর্ত্তব্য কি ?—এ বিষয়ে মনুষ্য পরস্পর সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহারা কি করিবে ? (ধর্ম্মের শরণ লইবে না অধর্ম্মের আশ্রয় লইবে ?)৭

এই রাজা ধর্ম্মেরই পুত্র এবং স্বয়ং সত্য ও দানকে আশ্রয় করিয়া ধর্ম্মকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে ; যুধিষ্ঠির রাজ্য ও সুখ পরিত্যাগ করিতে পারে, তথাপি ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে না ; বস্তুতঃ ধর্ম্মকে ত্যাগ করিয়া কেহ কখনও অভ্যুদয় লাভ করিতে পারে না।৮

আশ্চর্য্য কথা এই যে, ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ ও রাজা ধৃতরাষ্ট্র—ইঁহারা পাণ্ডবগণকে বনে পাঠাইয়া কি করিয়া সুখে আছেন ? এই পাপবুদ্ধি ভরতবংশধরগণকে ধিক্।৯

পাপী রাজা ধৃতরাষ্ট্র পরলোকে গিয়া পিতৃ-পুরুষগণের নিকট কি বলিবে ? সে নিষ্পাপ পাণ্ডুপুত্রগণকে রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া একথা কি তাঁহাদের নিকট বলিতে পারিবে—'আমি পুত্রগণের সহিত সম্যক্ আচরণ করিয়াছি' ?১০

সে এখনও বুঝিতে পারিতেছে না, কেন জন্মান্ধ হইয়াছে এবং পাণ্ডুপুত্রগণকে নিজ রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিয়া এই বনে পাঠাইয়া ভূতলে রাজগণ মধ্যেই বা তাহার কিরূপ

বৃঢ়োত্তরাংসান্ পৃথুলোহিতাক্ষান্
নেমান্ স্ম পৃচ্ছন্ স শৃণোতি নূনম্ ।
প্রাস্থাপয়দ্ যৎ স বনং সশঙ্কো
যুধিষ্ঠিরং সানুজমাত্তশস্ত্রম্ ॥১৩

যোঽয়ং পরেষাং পৃতনাং সমৃদ্ধাং
নিরায়ুধো দীর্ঘভুজো নিহন্যাৎ ।
শ্রুত্বৈব শব্দং হি বৃকোদরস্য
মুঞ্চন্তি সৈন্যানি শকৃৎ সমূত্রম্ ॥১৪

স ক্ষুৎপিপাসাধ্বকৃশস্তরস্বী
সমেত্য নানায়ুধবাণপাণিঃ ।
বনে স্মরন্ বাসমিমং সুঘোরং
শেষং ন কুর্য্যাদিতি নিশ্চিতং মে ॥১৫

ন হ্যস্য বীর্য্যেণ বলেন কশ্চিৎ
সমঃ পৃথিব্যামপি বিদ্যতেঽন্যঃ ।
স শীতবাতাতপকর্শিতাঙ্গো
ন শেষমাজাবসুহৃৎসু কুর্য্যাৎ ॥১৬

প্রাচ্যাং নৃপানেকরথেন জিত্বা
বৃকোদরঃ সানুচরান্ রণেষু ।
স্বস্ত্যাগমদ্ যোঽতিরথস্তরস্বী
সোঽয়ং বনে ক্লিশ্যতি চীরবাসাঃ ॥১৭

যঃ সিন্ধুকূলে ব্যজয়ন্নৃদেবান্
সমাগতান্ দাক্ষিণাত্যান্ মহীপান্ ।
তং পশ্যতেমং সহদেবমদ্য
তরস্বিনং তাপসবেষরূপম্ ॥১৮

যঃ পার্থিবানেকরথেনজিগ্যে
দিশং প্রতীচীং প্রতি যুদ্ধশৌণ্ডঃ ।
সোঽয়ং বনে মূলফলেন জীবন্
জটী চরত্যদ্য মলাচিতাঙ্গঃ ॥১৯

অবস্থা হইবে ?১১

বিচিত্রবীর্য্যপুত্র ধৃতরাষ্ট্র ও তাহার পুত্রগণ এইরূপ ক্রূর কর্ম্ম করিয়া নিশ্চিতই (স্বপ্নে) পিতৃলোকের ভূমিতে সুবর্ণের ন্যায় প্রভাবশালী ও সমৃদ্ধ পুষ্পিত বৃক্ষসমূহ দর্শন করিতেছে (এইরূপ বৃক্ষদর্শন মৃত্যুর সূচক) ।১২

ধৃতরাষ্ট্র সুদৃঢ়স্কন্ধ ও আরক্ত বিশাল নেত্রবিশিষ্ট এই ভীষ্ম-দ্রোণাদিকে জিজ্ঞাসা করিয়া কোন কাজ করে না অথবা জিজ্ঞাসা করিয়াও তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করে না : তাই সে ভীত মনে অনুজদিগের সহিত অস্ত্রধারী যুধিষ্ঠিরকে বনে পাঠাইতে পারিয়াছে; (নতুবা পারিত না) ।১৩

এই যে দীর্ঘবাহু ভীম, এ একাকীই অস্ত্রহীন হইয়াও শত্রুর শক্তিশালী সেনাকেও বিনাশ করিতে সক্ষম। যুদ্ধে বৃকোদরের গর্জ্জন শুনিলেই শত্রু-সৈন্যগণ মূত্র ও বিষ্ঠা পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করে ।১৪

এই বেগশালী ভীম ক্ষুৎপিপাসা ও পথশ্রমে যেরূপ কষ্ট পাইতেছে, তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সে যে অস্ত্রশস্ত্র ও বাণ লইয়া যুদ্ধে শত্রুকে নিশ্চয়ই নিঃশেষ না করিয়া ছাড়িবে না ।১৫

ইহার ন্যায় বীর্য্যবান্ ও বলবান্ পৃথিবীতে আর কেহ নাই। শীত, বাত ও আতপ (রৌদ্র) দুঃখ ভোগে কৃশাঙ্গ হইয়া ভীম যুদ্ধে শত্রুগণের আর শেষ রাখিবে না।১৬

যে বৃকোদর পূর্ব্বদিকে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া একরথে সানুচর সমস্ত রাজাকে দ্রুত পরাজিত করিয়া কুশলে ফিরিয়া আসিয়াছে, সে-ই আজ বনে কৌপীন বসন পরিধান করিয়া কষ্ট পাইতেছে ।১৭

যে অতিরথ সহদেব দক্ষিণদিকস্থ সমুদ্রতীরবর্তী সকল রাজাকে পরাজিত করিয়া দিগ্বিজয় করিয়াছিল, সেই বেগবান্ সহদেবকে আজ তাপসবেশে দেখিতে পাইতেছি ।১৮

যে যুদ্ধকুশল নকুল একরথে পশ্চিমদিকের সমস্ত রাজাকে পরাজিত করিয়া দিগ্বিজয় সম্পাদন

সত্রে সমৃদ্ধেঽতিরথস্য রাজ্ঞো
বেদীতলাদুৎপতিতা সুতা যা ।
সেয়ং বনে বাসমিমং সুদুঃখং
কথং সহত্যদ্য সতী সুখার্হা ॥২০

ত্রিবর্গমুখ্যস্য সমীরণস্য
দেবেশ্বরস্যাপ্যথবাশ্বিনোশ্চ ।
এষাং সুরাণাং তনয়াঃ কথং নু
বনেঽচরন্ হ্যস্তসুখাঃ সুখার্হাঃ ॥২১

জিতে হি ধর্মস্য সুতে সভার্য্যে
সভ্রাতৃকে সানুচরে নিরস্তে ।
দুর্য্যোধনে চাপি বিবর্দ্ধমানে
কথং ন সীদত্যবনিঃ সশৈলা ॥২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-
তীর্থযাত্রায়াং বলরামবাক্যে একোন-
বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১১৯

করিয়াছিল, সেই নকুল আজ মলিনদেহে ফলমূল খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছে।১৯

অতিরথ দ্রুপদ রাজার সমৃদ্ধিসম্পন্ন যজ্ঞে যে কন্যা বেদীর তলদেশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই সুখলাভযোগ্যা সতী দ্রৌপদী আজ বনে এইরূপ অত্যন্ত কষ্ট সহ্য করিতেছে।২০

ধর্ম্ম, বায়ু, ইন্দ্র ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়—এই দেবতার পুত্র হইলেন এই পাণ্ডবগণ; ইঁহারা সুখভোগের যোগ্য হইয়াও আজ দুঃখ পাইতেছেন—ইহার চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে?২১

স্ত্রী, ভ্রাতৃবৃন্দ ও অনুচরগণের সহিত রাজা যুধিষ্ঠির যেস্থলে নির্ব্বাসিত হইয়া দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইতেছে এবং দুর্য্যোধন সমৃদ্ধি লাভ করিতেছে—ইহা দেখিয়াও পৃথিবী পর্ব্বতগণ সহ কেন বিদীর্ণ হইতেছে না?২২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশ-তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে বলরামবাক্যবিষয়ক একোনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১১৯

বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[সাত্যকের্বীরত্বপূর্ণভাষণম্, যুধিষ্ঠিরেণ শ্রীকৃষ্ণবাক্যস্যানুমোদনম্, পাণ্ডবানাং পয়োষ্ণীনদীতীরে বাসস্থাপনঞ্চ ।]

সাত্যকিরুবাচ ।
ন রাম কালঃ পরিদেবনায়
যদুত্তরং ত্বত্র তদেব সর্বে ।
সমাচরামো হ্যনতীতকালং
যুধিষ্ঠিরো যদ্যপি নাহ কিঞ্চিৎ ॥১

যে নাথবন্তোঽদ্য ভবন্তি লোকে
তে নাত্মনা কর্ম সমারভন্তে ।
তেষাং তু কার্য্যেষু ভবন্তি নাথাঃ
শিব্যাদয়ো রাম যথা যযাতেঃ ॥২

বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[সাত্যকির বীরত্বপূর্ণ ভাষণ, যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের অনুমোদন এবং পাণ্ডবগণের পয়োষ্ণী নদীর তীরে বাসস্থাপন।]

সাত্যকি বলিলেন,—হে রাম! এখন শোক করিবার সময় নয়, যুধিষ্ঠির কিছু না জিজ্ঞাসা করিলেও এখন সময় নষ্ট না করিয়া আমাদের সকলকে মিলিতভাবে এ বিষয়ে যা করণীয়, সেই বিষয়ে কৌরবগণকে সমুচিত উত্তর দিতে হইবে।১

যেষাং তথা রাম সমারভন্তে
কার্য্যাণি নাথাঃ স্বমতেন লোকে।
তে নাথবন্তঃ পুরুষপ্রবীরা
নানাথবৎ কৃচ্ছ্রমবাপ্নুবন্তি ॥৩
কস্মাদিমৌ রাম-জনার্দ্দনৌ চ
প্রদ্যুম্ন-সাম্বৌ চ ময়া সমেতৌ।
বসন্ত্যরণ্যে সহসোদরীয়ৈ-
স্ত্রৈলোক্যনাথানভিগম্য পার্থাঃ ॥৪
নির্যাতু সাধ্বদ্য দশার্হসেনা
প্রভূতনানায়ুধচিত্রবর্ম্মা।
যমক্ষয়ং গচ্ছতু ধার্ত্তরাষ্ট্রঃ
সবান্ধবো বৃষ্ণিবলাভিভূতঃ ॥৫
ত্বং হ্যেব কোপাৎ পৃথিবীমপীমাং
সংবেষ্টয়েস্তিষ্ঠতু শার্ঙ্গধন্বা।
স ধার্ত্তরাষ্ট্রং জহি সানুবন্ধং
বৃত্রং যথা দেবপতির্মহেন্দ্রঃ ॥৬
ভ্রাতা চ মে যঃ স সখা গুরুশ্চ
জনার্দ্দনস্যাত্মসমশ্চ পার্থঃ।
যদর্থমৈচ্ছন্ মনুজাঃ সুপুত্রং
শিষ্যং গুরুশ্চাপ্রতিকূলবাদম্ ॥৭
যদর্থমভ্যুদ্যতমুত্তমং তৎ
করোতি কর্ম্মাগ্র্যমপারণীয়ম্।
তস্যাস্ত্রবর্ষাণ্যহমুত্তমাস্ত্রৈ-
র্বিহত্য সর্বাণি রণেঽভিভূয় ॥৮
কায়াচ্ছিরঃ সর্ববিষাগ্নিকল্পৈঃ
শরোত্তমৈরুন্মথিতাস্মি রাম।
খড়্গেন চাহং নিশিতেন সংখ্যে
কায়াচ্ছিরস্তস্য বলাৎ প্রমথ্য ॥৯

এ সংসারে যাঁহারা সনাথ অর্থাৎ যাঁহাদের বহু সহায়ক আছে, তাঁহারা নিজে কোন কর্ম্ম আরম্ভ করেন না। হে রাম! যযাতির উদ্ধারকার্য্যে তাঁহার শিবি প্রভৃতি পৌত্রগণই স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।২

হে বলরাম! যাঁহাদের সহায়কগণই নিজেরা পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন, সে-ই পুরুষ প্রবীরগণই সনাথ। তাঁহারা কখনই অনাথের ন্যায় কষ্ট অনুভব করেন না।৩

ত্রিভুবনের অধীশ্বর বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ এবং প্রদ্যুম্ন, শাম্ব ও আমি এইরূপ সহায়সমূহ বর্ত্তমান থাকিতেও আজ পার্থগণকে বনে বাস করিতে হইতেছে—ইহার চেয়ে অধিক দুঃখের কথা আর কি হইতে পারে? ৪

দাশার্হবংশীয় মহতী সেনা নানা অস্ত্র ও বিচিত্র বর্ম্ম ধারণ করিয়া নির্গত হউক এবং ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণ সবান্ধবে বৃষ্ণিসেনার দ্বারা পরাজিত হইয়া যমলোক প্রাপ্ত হউক (ইহাই আমার কামনা)।৫

শার্ঙ্গধনুর্ধর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিরপেক্ষ ভাবে অবস্থান করুন। কারণ, আপনি ক্রুদ্ধ হইলে একাকীই সমস্ত পৃথিবীকেই লাঙ্গলের দ্বারা বেষ্টন করত ধ্বংস করিতে পারেন। সুতরাং আমি মনে করি, মহেন্দ্র যেমন বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, তেমনই আপনি স্বয়ংই সবান্ধবে ধৃতরাষ্ট্রতনয় দুর্য্যোধনকে সংহার করুন।৬

যিনি আমার ভাই, সখা এবং গুরু, সেই পার্থ স্বয়ং জনার্দ্দনের প্রাণপ্রতিম। যে জন্য মানুষ সুপুত্র এবং গুরুর অপ্রতিকুল শিষ্য কামনা করে, আজ সেই কার্য্য সিদ্ধ করিবার সময় আসিয়াছে।৭

যেজন্য সুযোগ্য শিষ্য অথবা পুত্র উত্তম অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া যুদ্ধে পরাক্রম প্রকাশ করে, সেই অপার কর্ম্ম সম্পাদন করিবার এই সময় আসিয়াছে। আমি একাকীই উত্তম অস্ত্র-শস্ত্র বর্ষণ করিয়া যুদ্ধে শত্রুর সকল অস্ত্র নিরাস করিয়া তাহাদিগকে পরাভূত করিতে সমর্থ।৮

LIBRARY
No..........
Shri Shri Anandamayee Ashram

ততোঽস্য সর্বানমুগান্ হনিষ্যে
দুর্য্যোধনং চাপি কুরুংশ্চ সর্বান্ ।
আত্তায়ুধং মামিহ রৌহিণেয়
পশ্যন্তু ভৌমা যুধি জাতহর্ষাঃ ॥১০
নিঘ্নন্তমেকং কুরুযোধমুখ্যা-
নগ্নিং মহাকক্ষমিবান্তকালে ।
প্রদ্যুম্নমুক্তান্ নিশিতান্ ন শক্তাঃ
সোঢ়ুং কৃপ-দ্রোণ-বিকর্ণ-কর্ণাঃ ॥১১
জানামি বীর্য্যঞ্চ জয়াত্মজস্য
কার্ষ্ণির্ভবত্যেষ যথা রণস্থঃ ।
সাম্বঃ সসূতং সরথং ভুজাভ্যাং
দুঃশাসনং শাস্তু বলাৎ প্রমথ্য ॥১২
ন বিদ্যতে জাম্ববতীসুতস্য
রণে বিষহং হি রণোৎকটস্য ।
এতেন বালেন হি শম্বরস্য
দৈত্যস্য সৈন্যং সহসা প্রণুন্নম্ ॥১৩
বৃত্তোরুরত্যায়তপীনবাহু-
রেতেন সংখ্যে নিহতোঽশ্বচক্রঃ ।
কো নাম সাম্বস্য মহারথস্য
রণে সমক্ষং রথমভ্যুদীয়াৎ ॥১৪
যথা প্রবিশ্যান্তরমন্তকস্য
কালে মনুষ্যো ন বিনিষ্ক্রমেত ।
তথা প্রবিশ্যান্তরমস্য সংখ্যে
কো নাম জীবন্ পুনরাব্রজেত ॥১৫
দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ মহারথৌ তৌ
সুতৈর্বৃতং চাপ্যথ সোমদত্তম্ ।
সর্বাণি সৈন্যানি চ বাসুদেবঃ
প্রধক্ষ্যতে সায়কবহ্নিজালৈঃ ॥১৬

হে বলরাম ! আমি সর্প, বিষ ও অগ্নির সমান উত্তম শরসমূহের দ্বারা শত্রুর মস্তক ছেদন করিয়া এবং নিশিত খড়্গের দ্বারা যুদ্ধে শত্রুকে মথিত করিয়া দেহ হইতে মস্তক বিচ্যুত করিব ।৯

তদনন্তর অনুচরগণের সহিত দুর্য্যোধন ও সমস্ত কৌরবগণকে বধ করিব । হে রোহিণীনন্দন ! রণে ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী যোদ্ধারা হৃষ্ট হইয়া অস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধে কিরূপ আমি পরাক্রম প্রকাশ করিতে পারি তাহাই আজ সকলে দেখুক ।১০

যেরূপ প্রলয়কালে অগ্নি শুষ্ক খাদ্যরাশিকে ভস্মীভূত করে, সেইরূপ প্রদ্যুম্ন একাকীই শ্রেষ্ঠ কুরুযোদ্ধাগণকে নিশিত শরসমূহের দ্বারা যখন আহত করিতে থাকিবে, তখন প্রদ্যুম্নের শরসমূহকে কৃপ, দ্রোণ, বিকর্ণও বর্ম প্রভৃতি কেহই সহ্য করিতে পারিবে না ।১১

আমি জয়ের অর্থাৎ অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যুর বীর্য্যবত্তাও জানি, সে রণভূমিতে উপস্থিত হইলে কৃষ্ণনন্দন প্রদ্যুম্নের তুল্য বলিয়া প্রতীতি হয় । আমার মনে হয় শাম্বই সারথি ও রথের সহিত দুঃশাসনকে বলপূর্ব্বক প্রশমিত করিয়া শাসন করিতে সমর্থ ।১২

যুদ্ধে প্রচণ্ড পরাক্রমী জাম্ববতীতনয় সাম্বের পরাক্রম রণক্ষেত্রে অসহ্য । এই বালকই শম্বরাসুরের সৈন্যগণকে সহসাই নিঃশেষ করিয়াছিল ।১৩

ইহার উরু বর্ত্তুলাকার, ইহার বাহু দীর্ঘ ও স্থূল এই বীর সাম্ব রণস্থলে অশ্বারোহী কত সৈন্যকে সংহার করিয়াছে ; এমন কে আছে যে, রণক্ষেত্রে মহারথ সাম্বের রথের সমীপে আসিতে পারে ?১৪

যেমন অন্তকালে যমের হাতের মধ্যে পড়িলে মানব জীবিত থাকিয়া বাহির হইতে পারে না, তেমনই ইহার হস্তসীমার মধ্যে উপস্থিত হইয়া কে জীবিতভাবে ফিরিয়া আসিতে পারে ? ১৫

দ্রোণ ও ভীম এই দুই মহারথ, পুত্রগণের সহিত

কিং নাম লোকেষ্ববিষহ্যমস্তি
কৃষ্ণস্ত সর্বেষু সদেবকেষু ।
আত্তায়ুধস্যোত্তমবাণপাণে
শ্চক্রায়ুধস্যাপ্রতিমস্য যুদ্ধে ॥১৭

ততোঽনিরুদ্ধোঽপ্যসিচর্মপাণি-
র্মহীমিমাং ধার্তরাষ্ট্রৈর্বিসংজ্ঞৈঃ ।
হৃতোত্তমাঙ্গৈর্নিহতৈঃ করোতু
কীর্ণাং কুশৈর্বেদিমিবাধ্বরেষু ॥১৮

গদোল্মুকৌ বাহুক-ভানু-নীথাঃ
শূরশ্চ সংখ্যে নিশঠঃ কুমারঃ ।
রণোৎকটৌ সারণচারুদেষ্ণৌ
কুলোচিতং বিপ্রথয়ন্তু কর্ম ॥১৯
সবৃষ্ণি-ভোজান্ধক-যোধমুখ্যা
সমাগতা সাত্বতশূরসেনা ।
হত্বা রণে তান্ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রা-
ল্লোঁকে যশঃ স্ফীতমুপাকরোতু ॥২০
ততোঽভিমন্যুঃ পৃথিবীং প্রশাস্তু
যাবদ্ ব্রতং ধর্মভৃতাং বরিষ্ঠঃ ।
যুধিষ্ঠিরঃ পারয়তে মহাত্মা
দ্যূতে যথোক্তং কুরুসত্তমেন ॥২১
অস্মৎপ্রমুক্তৈর্বিশিখৈর্জিতারি-
স্ততো মহীং ভোক্ষ্যতি ধর্মরাজঃ ।
নির্ধার্তরাষ্ট্রাং হতসূতপুত্রা-
মেতদ্ধি নঃ কৃত্যতমং যশস্যম্ ॥২২

বাসুদেব উবাচ ।

অসংশয়ং মাধব সত্যমেতদ্
গৃহ্নীম তে বাক্যমদীনসত্ত্ব ।
স্বাভ্যাং ভুজাভ্যামজিতাং তু ভূমিং
নেচ্ছেৎ কুরূণামৃষভঃ কথঞ্চিৎ ॥২৩

সোমদত্ত এবং তাহাদের সকল সৈন্য—ইহাদের সকলকেই স্বয়ং বাসুদেবেই শরবহ্নির দ্বারা ভস্ম করিতে সমর্থ ।১৬

হে রাম ! শ্রীকৃষ্ণ উত্তম বাণসমূহ ও চক্রহস্তে লইয়া যুদ্ধে উপস্থিত হইলে, সেই অতুলনীয় বীর্য্যসম্পন্ন মহাপুরুষের বাণবেগের ন্যায় অসহ্য দেবগণের সহিত সমস্ত লোকে আর কি এমন বস্তু থাকিতে পারে ? ১৭

তারপর অনিরুদ্ধ অসি ও চর্ম্মধারণপূর্ব্বক যুদ্ধে ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের মস্তকসমূহ ছেদন করিয়া তাহা দ্বারা যজ্ঞে কুশসমূহে আস্তীর্ণ বেদীর ন্যায় পৃথিবীকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলুন ।১৮

তারপর গদ, উল্মুক, বাহুক, ভানু, নীথ যুদ্ধে পরাক্রমশালী বীর. কুমার নিশঠ এবং রণদুর্ম্মদ সারণ ও চারুদেষ্ণ—ইহারাও সকলেই স্বকুলোচিত পরাক্রম প্রকাশ করুন ।১৯

যদুবংশীয় সমস্ত বীর সৈন্য, যাহার মধ্যে বৃষ্ণি ভোজ ও অন্ধকগণ প্রধান, তাঁহারা সকলে সম্মিলিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণকে বধ করিয়া পৃথিবীবিখ্যাত যশকে উপার্জ্জন করুন ।২০

যে পর্য্যন্ত ধার্ম্মিকগণশ্রেষ্ঠ মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের অক্ষক্রীড়ায় স্বপ্রতিশ্রুত বনবাসব্রত শেষ না করেন, সে পর্য্যন্ত অভিমন্যুই কুরুরাজ্য শাসন করুক ।২১

আমাদের নিক্ষিপ্ত বাণসমূহের দ্বারা বিজিত রাজ্যকে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির. দুর্য্যোধন কর্ণ প্রভৃতি কণ্টকসমূহ হইতে মুক্ত এই পৃথিবীকে ভোগ করিবেন। যদি আমরা এই কর্ম করিতে পারি, তবে আমাদের ইহাই হইবে সর্ব্বাধিক প্রশংসনীয় কর্ম্ম ।২২

বাসুদেব বলিলেন,—হে উদারহৃদয় মধুবংশাবতংস ! তুমি যাহা বলিলে, ইহা অতীব সত্য—ইহাতে সন্দেহ নাই। আমি তোমার এই বাক্য

ন হ্যেষ কামান্নভয়ান্ন লোভাদ্
যুধিষ্ঠিরো জাতু জহ্যাৎ স্বধর্ম্মম্ ।
ভীমার্জুনৌ চাতিরথৌ যমৌ চ
তথৈব কৃষ্ণা দ্রুপদাত্মজেয়ম্ ॥২৪

উভৌ হি যুদ্ধেঽপ্রতিমৌ পৃথিব্যাং
বৃকোদরশ্চৈব ধনঞ্জয়শ্চ ।
কস্মান্ন কৃৎস্নাং পৃথিবীং প্রশাসে-
ন্মাদ্রীসুতাভ্যাঞ্চ পুরস্কৃতোঽয়ম্ ॥২৫

যদা তু পাঞ্চালপতির্মহাত্মা
সকেকয়শ্চেদিপতির্বয়ঞ্চ ।
যুধ্যেম বিক্রম্য রণে সমেতা-
স্তদৈব সর্বে রিপবো হি ন স্যুঃ ॥২৬

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

নেদং চিত্রং মাধব যদ্ ব্রবীষি
সত্যং তু মে রক্ষ্যতমং ন রাজ্যম্ ।
কৃষ্ণস্তু মাং বেদ যথাবদেকঃ
কৃষ্ণঞ্চ বেদাহমথো যথাবৎ ॥২৭

যদৈব কালং পুরুষপ্রবীরো
বেৎস্যত্যয়ং মাধব বিক্রমস্য ।
তদা রণে ত্বঞ্চ শিনিপ্রবীর
সুযোধনং জেষ্যসি কেশবশ্চ ॥২৮

প্রতিপ্রয়ান্ত্বদ্য দশার্হবীরা
দৃষ্টোঽস্মি নাথৈর্নরলোকনাথৈঃ ।
ধর্মেঽপ্রমাদং কুরুতাপ্রমেয়া
দ্রষ্টাস্মি ভূয়ঃ সুখিনঃ সমেতান্ ॥২৯

তেঽন্যোন্যমামন্ত্র্য তথাভিবাদ্য
বৃদ্ধান্ পরিষজ্য শিশূংশ্চ সর্বান্ ।
যদুপ্রবীরাঃ স্বগৃহাণি জগ্মু-
স্তে চাপি তীর্থান্যনুসংবিচেরুঃ ॥৩০

স্বীকার করিলাম; কিন্তু কুরুশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির প্রভৃতি বীরগণ নিজ বাহুর দ্বারা জিত নহে, এমন ভূমিকে চাহেন না।২৩

এই যুধিষ্ঠির কামনা, লোভ, ভয় প্রভৃতি কোন কারণেই নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন না; তদ্রূপ অতিরথ ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও কৃষ্ণা—ইহারাও ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিবে না।২৪

বৃকোদর ও ধনঞ্জয় উভয়েই পৃথিবীতে যুদ্ধে অতুলনীয় বীর্য্যসম্পন্ন,—ইহারা নকুল ও সহদেবের সহায়তায় পৃথিবীকে কেন শাসন করিবে না? ২৫

যখন মহাত্মা পাঞ্চালপতি দ্রুপদ, কেকয়পতি ও চেদিপতিগণসহ আমরা সকলে পাণ্ডবপক্ষে যুদ্ধ করিয়া পরাক্রম প্রকাশ করিতে থাকিব, তখন কোন শত্রুই জীবিত থাকিবে না।২৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে মধুবংশোদ্ভব সাত্যকে। তুমি যাহা কিছু বলিয়াছ, তাহা কিছুই আশ্চর্য্য নয়। আমার নিকট প্রধানরূপে ধর্ম্মই রক্ষণীয়, ধর্ম্মের বিনিময়ে রাজ্য নয়। কেবল শ্রীকৃষ্ণ আমার স্বরূপকে ঠিকই জানেন, আমিও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ যথাযথ জানি।২৭

যখনই এই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ পরাক্রম প্রকাশের সময় হইয়াছে বুঝিবেন, হে মধুবংশোদ্ভূত শিনি-প্রবীর! তখনই তিনি ও তুমি যুদ্ধে দুর্য্যোধনকে জয় করিবে।২৮

হে দাশার্হবীরগণ! এখন আপনারা স্বস্থানে ফিরিয়া যাউন; নরলোকনাথ আপনারা আমাকে দর্শন দিয়াছেন, ইহাতে আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করিতেছি। ধর্ম্মে আপনারা অপ্রমত্ত থাকুন, অতুলনীয় বীরবৃন্দ! পুনরায় আপনাদের ন্যায় সুখী মিত্রগণকে একত্রে দর্শন করিব।২৯

বিসৃজ্য কৃষ্ণং ত্বথ ধর্মরাজো
বিদর্ভরাজোপচিতাং সুতীর্থাম্ ।
জগাম পুণ্যাং সরিতং পয়োষ্ণীং
সভ্রাতৃভৃত্যঃ সহ লোমশেন ॥৩১
সুতেন সোমেন বিমিশ্রতোয়াং
পয়ঃ পয়োষ্ণীং প্রতি সোহধ্যুবাস ।
দ্বিজাতিমুখ্যৈর্মুদিতৈর্মহাত্মা
সংস্তূয়মানঃ স্তুতিভির্বরাভিঃ ॥৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়াং যাদবগমনে বিংশত্যধিক শততমোহধ্যায়ঃ ॥১২০

তখন যদুবীরগণ ও পাণ্ডবগণ পরস্পরের নিকট বিদায়সূচক আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করিলেন এবং বৃদ্ধ, শিশু-প্রভৃতি সকলেই পরস্পরকে আলিঙ্গন অভিবাদনাদি করিয়া যদুবীরগণ স্বগৃহে গমন করিলেন এবং পাণ্ডবগণও পূর্ব্ববৎ তীর্থসমূহে বিচরণ করিতে লাগিলেন ।৩০

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে বিদায় দিয়া লোমশমুনি, ভ্রাতা ও ভৃত্যগণের সহিত বিদর্ভরাজপূজিতা সুন্দরঘাটযুক্তা পয়োষ্ণী নদীর তটে গমন করিলেন ।৩১

যজ্ঞে আহুতিদানের যোগ্য সোমরস ঐ নদীর জলের সহিত মিশ্রিত ছিল। যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ ও দ্বিজাতিগণ সমভিব্যাহারে তথায় স্নান করত তাঁহার জল পান করিলেন এবং হৃষ্ট বিপ্রগণকর্ত্তৃক উৎকৃষ্ট স্তুতিসমূহের দ্বারা সংস্তুত হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন ।৩২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে যাদবগমনবিষয়ক বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।১২০

একবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ।

[রাজ্ঞো গয়স্য যজ্ঞপ্রশংসা, পয়োষ্ণী-বৈদূর্য্যপর্ব্বতয়োর্নর্মদায়াশ্চ মহাত্ম্যকথনম্, চ্যবন-সুকন্যাচরিতস্যোপক্রমশ্চ ।]

লোমশ উবাচ ।
নৃগেণ যজমানেন সোমেনেহ পুরন্দরঃ ।
তর্পিতঃ শ্রূয়তে রাজন্ স তৃপ্তো মুদমভ্যগাৎ ॥১
ইহ দেবৈঃ সহেন্দ্রৈশ্চ প্রজাপতিভিরেব চ ।
ইষ্টং বহুবিধৈর্যজ্ঞৈর্মহদ্ভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ ॥২
আমূর্তরয়সশ্চেহ রাজা বজ্রধরং প্রভুম্ ।
তর্পয়ামাস সোমেন হয়মেধেষু সপ্তসু ॥৩
তস্য সপ্তসু যজ্ঞেষু সর্বমাসীদ্ধিরণ্ময়ম্ ।
বানস্পত্যঞ্চ ভৌমঞ্চ যদ্ দ্রব্যং নিয়তং মখে ॥৪

একবিংশত্যধিকশততম অধ্যায় ।

[রাজা গয়ের যজ্ঞের প্রশংসা, পয়োষ্ণী, বৈদূর্য্য-পর্ব্বত ও নর্ম্মদার মাহাত্ম্যকথন এবং চ্যবন ও সুকন্যার চরিত্র আরম্ভ ।]

লোমশ বলিলেন,—রাজন্ যুধিষ্ঠির ! মহারাজ নৃগ এখানে যজ্ঞ করিবার সময় সোমরসে দ্বারা ইন্দ্রকে তৃপ্ত করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্রও তৃপ্ত হইয়া সর্ব্বপ্রকারে আনন্দিত হইয়াছিলেন ।১

এইখানেই ইন্দ্রসহিত অন্যান্য দেবগণ ও প্রজাপতিগণ প্রচুর দক্ষিণা দিয়া বহুবিধ উত্তম উত্তম যজ্ঞ করিয়াছিলেন ।২

চষাল-যূপ-চমসাঃ স্থাল্যঃ পাত্র্যঃ স্রুচঃ স্রুবাঃ ।
তেষেব চাস্য যজ্ঞেষু প্রয়োগাঃ সপ্ত বিশ্রুতাঃ ॥৫
সপ্তৈকৈকস্য যূপস্য চষালাশ্চোপরি স্থিতাঃ ।
তস্য স্ম যূপান্ যজ্ঞেষু ভ্রাজমানান্ হিরণ্ময়ান্ ॥৬
স্বয়মুত্থাপয়ামাসুর্দেবাঃ সেন্দ্রা যুধিষ্ঠির ।
তেষু তস্য মখাগ্র্যেষু গয়স্য পৃথিবীপতেঃ ॥৭

অমাদ্যদিন্দ্রঃ সোমেন দক্ষিণাভির্দ্বিজাতয়ঃ ।
প্রসংখ্যানানসংখ্যেয়ান্ প্রত্যগৃহ্নন্ দ্বিজাতয়ঃ ॥৮
সিকতা বা যথা লোকে যথা বা দিবি তারকাঃ ।
যথা বা বর্ষতো ধারা অসংখ্যেয়াঃ স্ম কেনচিৎ ॥৯

তথৈব তদসংখ্যেয়ং ধনং যৎ প্রদদৌ গয়ঃ ।
সদস্যেভ্যো মহারাজ তেষু যজ্ঞেষু সপ্তসু ॥১০

ভবেৎ সংখ্যেয়মেতদ্ধি যদেতৎ পরিকীর্ত্তিতম্ ।
ন তস্য শক্যাঃ সংখ্যাতুং দক্ষিণা দক্ষিণাবতঃ ॥১১
হিরণ্ময়ীভির্গোভিশ্চ কৃতাভির্বিশ্বকর্ম্মণা ।
ব্রাহ্মণাংস্তর্পয়ামাস নানাদিগ্‌ভ্যঃ সমাগতান্ ॥১২

অল্পাবশেষা পৃথিবী চৈত্যৈরাসীন্মহাত্মনঃ ।
গয়স্য যজমানস্য তত্র তত্র বিশাম্পতে ॥১৩

স লোকান্ প্রাপ্তবানৈন্দ্রান্ কর্মণা তেন ভারত ।
সলোকতাং তস্য গচ্ছেৎ পয়োষ্ণ্যাং
য উপস্পৃশেৎ ॥১৪

তস্মাৎ ত্বমত্র রাজেন্দ্র ভ্রাতৃভিঃ সহিতোহচ্যুত ।
উপস্পৃশ্য মহীপাল ধূতপাপ্‌মা ভবিষ্যসি ॥১৫

অমূর্ত্তরয়ার পুত্র রাজা গয়ও সোমযাগ ও সাতটি অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা প্রভু পুরন্দরকে (ইন্দ্রকে) পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন।৩

সাধারণ যজ্ঞের সাধনগুলি যজ্ঞডুমুর কাষ্ঠ ও মৃত্তিকার দ্বারা নির্ম্মিত হয়—ইহাই বিধান। কিন্তু গয়ের সকল যজ্ঞেরই পাত্রগুলি সুবর্ণনির্ম্মিত ছিল।৪

প্রায়শঃ যজ্ঞে চষাল (যূপের উপরিভাগের গোলাকার কাষ্ঠ), যূপ (পশুবন্ধন স্তম্ভ), চমস (সোমপানের পাত্র), স্থালী (হাঁড়ি), পাত্রী (পক্বদ্রব্য রাখার পাত্র), স্রুক্ (পুরোডাশাদি আহুতি দিবার পাত্র), স্রুব (ঘৃতাদি তরল দ্রব্য আহুতি দিবার সাধন)—এই সাতটি সাধন। যুধিষ্ঠির। সাতটি যূপের প্রত্যেকটির উপরেই সাত সাতটি সুবর্ণনির্ম্মিত চষাল দীপ্তি পাইতেছিল। ইন্দ্রাদি দেবগণ স্বয়ং ঐ সোনার যূপগুলি খাড়া করিয়াছিলেন। গয় রাজার সেই সকল শ্রেষ্ঠ যজ্ঞে ইন্দ্র সোমের দ্বারা এবং ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণার দ্বারা তৃপ্ত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ ঐ যজ্ঞসমূহে যেরূপ ধনরাশি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার গণনা করা সম্ভব নয়।৬-৮

মহারাজ। যেমন পৃথিবীতে কাহারও পক্ষে বালুকাকণা, আকাশে তারকা এবং বর্ষণশীল মেঘের ধারা গণনা করা সম্ভব হয় না, তেমনই এই সাত যজ্ঞে সদস্যগণকে গয় যে ধন প্রদান করিয়াছিলেন, উহাও গণনার অযোগ্য ছিল।৯-১০

পূর্ব্বোক্ত বালুকা প্রভৃতিও হয়তো গণনা করা যাইতে পারে, কিন্তু উদারহৃদয় গয়ের প্রদত্ত দক্ষিণা গণনা করা সম্ভব ছিল না।১১

রাজা গয় বিশ্বকর্ম্মাকর্ত্তৃক নির্ম্মিত সুবর্ণময়ী গাভীসমূহ নানাদিক্ ও দেশ হইতে আগত ব্রাহ্মণগণকে দান করত তৃপ্ত করিয়াছিলেন। রাজন্। মহাত্মা গয় রাজার রাজ্যে এমন ভূমি খুব অল্পই ছিল, যেখানে তিনি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন নাই।১২-১৩

হে ভারত। তিনি সেই কর্ম্মের দ্বারা ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যে মানুষ এই পয়োষ্ণীতে স্নান করে, সে-ও ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়।১৪

হে স্বমহিমা হইতে অবিচ্যুত রাজেন্দ্র। তুমিও ভ্রাতৃগণসহ এই নদীতে স্নান করত পাপশূন্য হও।১৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স পয়োষ্ণ্যাং নরশ্রেষ্ঠঃ স্নাত্বা বৈ ভ্রাতৃভিঃ সহ।
বৈদূর্য্যপর্বতং চৈব নর্মদাঞ্চ মহানদীম্ ॥১৬
(উদ্দিশ্য পাণ্ডবশ্রেষ্ঠঃ স প্রতস্থে মহীপতিঃ।)
সমাগমত তেজস্বী ভ্রাতৃভিঃ সহিতোঽনঘ।
তত্রাস্য সর্বাণ্যাচখ্যৌ লোমশো ভগবানৃষিঃ ॥১৭

তীর্থানি রমণীয়ানি পুণ্যান্যায়তনানি চ।
যথাযোগং যথাপ্রীতি প্রযযৌ ভ্রাতৃভিঃ সহ।
তত্র তত্রাদদাদ্ বিত্তং ব্রাহ্মণেভ্যঃ সহস্রশঃ ॥১৮

লোমশ উবাচ।

দেবানামেতি কৌন্তেয় তথা রাজ্ঞাং সলোকতাম্।
বৈদূর্য্যপর্বতং দৃষ্ট্বা নর্মদামবতীর্য্য চ ॥১৯
সন্ধিরেষ নরশ্রেষ্ঠ ত্রেতায়া দ্বাপরস্য চ।
এনমাসাদ্য কৌন্তেয় সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥২০
এষ শর্য্যাতিযজ্ঞস্য দেশস্তাত প্রকাশতে।
সাক্ষাদ্ যত্রাপিবৎ সোমমশ্বিভ্যাং সহ কৌশিকঃ ॥২১
চুকোপ ভার্গবশ্চাপি মহেন্দ্রস্য মহাতপাঃ।
সংস্তম্ভয়ামাস চ তং বাসবং চ্যবনঃ প্রভুঃ ॥২২
সুকন্যাং চাপি ভার্য্যাং স রাজপুত্রীমবাপ্তবান্।
নাসত্যৌ চ মহাভাগ কৃতবান্ সোমপীথিনৌ ॥২৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কথং বিষ্টম্ভিতস্তেন ভগবান্ পাকশাসনঃ।
কিমর্থং ভার্গবশ্চাপি কোপং চক্রে মহাতপাঃ ॥২৪
নাসত্যৌ চ কথং ব্রহ্মন্ কৃতবান্ সোমপীথিনৌ।
এতৎ সর্বং যথাবৃত্তমাখ্যাতু ভগবান্ মম ॥২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশতীর্থযাত্রায়াং সৌকন্যে একবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১১৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে রাজন্। ভ্রাতৃগণের সহিত রাজা যুধিষ্ঠির পয়োষ্ণীতে স্নান করত বৈদূর্য্যপর্ব্বত ও মহানদী নর্ম্মদার অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। হে নিষ্পাপ। ভগবান্ লোমশ নর্ম্মদাতীরের সমস্ত রমণীয় ও পুণ্য তীর্থসমূহ ও দেবমন্দিরের কথা বলিলে ভ্রাতৃগণসহ তেজস্বী যুধিষ্ঠির যথাযোগ্য উপায়ে প্রীতি সহকারে সেই সকল তীর্থে গমন করিলেন ও সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণগণকে ধন দান করিলেন এবং পুণ্য দেবমন্দিরসমূহ দর্শন করিলেন।১৬-১৮

লোমশ বলিলেন,—হে কুন্তীনন্দন! এই বৈদূর্য্যপর্ব্বতকে দর্শন ও নর্ম্মদায় স্নান করিলে দেবলোক এবং রাজগণের সমান লোকের প্রাপ্তি হয়। নরশ্রেষ্ঠ কুন্তীপুত্র। দ্বাপর ও ত্রেতা যুগের সন্ধিক্ষণে ইহার আবির্ভাব। ইহার নিকট গমনে সর্ব্বপাপ নষ্ট হয়।১৯-২০

এই সেই শর্য্যাতি রাজার যজ্ঞভূমি; যেখানে সাক্ষাৎ ইন্দ্র অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সহিত একত্রে বসিয়া সোমপান করিয়াছিলেন।২১

এই ব্যাপারে প্রভাবশালী মহাতপা ভৃগুনন্দন চ্যবন ইন্দ্রের ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, তখন তিনি ইন্দ্রকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। মহাভাগ। তিনি রাজপুত্রী সুকন্যাকে পত্নীরূপে লাভ করিয়াছিলেন। আশ্বনীকুমারদ্বয়কে এখানে তিনি ইন্দ্রের সহিত একত্র সোমপানের অধিকার দান করিয়াছিলেন।২২-২৩

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভার্গব চ্যবনমুনির ইন্দ্রের উপর ক্রোধই বা কেন হইয়াছিল এবং তিনি পাকনামক অসুরনাশী ভগবান্ ইন্দ্রকে স্তম্ভনই বা কেন করিয়াছিলেন?২৪

হে ব্রহ্মন্। তিনি অশ্বিনীকুমারদ্বয়কেই বা কেমন করিয়া যজ্ঞে সোমপানের অধিকারী করিয়াছিলেন? হে ভগবন্। আপনি এই সকল বিষয় আমাকে সবিস্তারে বলুন।২৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে সুকন্যোপাখ্যানবিষয়ক একবিংশ্যতধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১২১

দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[মহর্ষিচ্যবনস্য সুকন্যালাভঃ।]

লোমশ উবাচ।

ভৃগোর্মহর্ষেঃ পুত্রোঽভূচ্চ্যবনো নাম ভারত।
সমীপে সরসস্তস্য তপস্তেপে মহাদ্যুতিঃ ॥১

স্থাণুভূতো মহাতেজা বীরস্থানেন পাণ্ডব।
অতিষ্ঠত চিরং কালমেকদেশে বিশাম্পতে ॥২

স বল্মীকোঽভবদৃষির্লতাভিরিব সংবৃতঃ।
কালেন মহতা রাজন্ সমাকীর্ণঃ পিপীলিকৈঃ ॥৩

তথা স সংবৃতো ধীমান্ মৃৎপিণ্ড ইব সর্বশঃ।
তপ্যতে স্ম তপো ঘোরং বল্মীকেন সমাবৃতঃ ॥৪

অথ দীর্ঘস্য কালস্য শর্য্যাতির্নাম পার্থিবঃ।
আজগাম সরো রম্যং বিহর্ত্তুমিদমুত্তমম্ ॥৫

তস্য স্ত্রীণাং সহস্রাণি চত্বার্যাসন্ পরিগ্রহে।
একৈব চ সুতা সুভ্রূঃ সুকন্যা নাম ভারত ॥৬

সা সখীভিঃ পরিবৃতা দিব্যাভরণভূষিতা।
চংক্রম্যমাণা বল্মীকং ভার্গবস্য সমাসদৎ ॥৭

সা বৈ বসুমতীং তত্র পশ্যন্তী সুমনোরমাম্।
বনস্পতীন্ বিচিন্বন্তী বিজহার সখীবৃতা ॥৮

রূপেণ বয়সা চৈব মদনেন মদেন চ।
বভঞ্জ বনবৃক্ষাণাং শাখাঃ পরমপুষ্পিতাঃ ॥৯

তাং সখীরহিতামেকামেকবস্ত্রামলঙ্কৃতাম্।
দদর্শ ভার্গবো ধীমাংশ্চরন্তীমিব বিদ্যুতম্ ॥১০

তাং পশ্যমানো বিজনে স রেমে পরমদ্যুতিঃ।
ক্ষামকণ্ঠশ্চ বিপ্রর্ষিস্তপোবলসমন্বিতঃ ॥১১

দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[মহর্ষি চ্যবনকর্ত্তৃক সুকন্যাকে লাভ।]

লোমশ বলিলেন,—ভরতবংশধর যুধিষ্ঠির! মহর্ষি ভৃগুর চ্যবন নামে এক পুত্র হইয়াছিল। মহাতেজস্বী চ্যবন ঐ সরোবরের নিকটে তপস্যা করিয়াছিলেন।১

হে পাণ্ডব। মহাতেজাঃ চ্যবন বীরাসনে উপবেশন করত তপস্যা করিতে করিতে কাষ্ঠবৎ নিশ্চল হইয়াছিলেন। রাজন্। তিনি দীর্ঘকাল একস্থানে ঐভাবে ছিলেন।২

রাজন্। দীর্ঘকাল গত হইলে তাঁহার শরীরে উইয়ের ঢিপি হইয়া গেল, তিনি লতাগুল্মের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া পড়িলেন এবং পিপীলিকা তাঁহার শরীর ছাইয়া ফেলিল।৩

এইভাবে লতাগুল্মের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া সর্ব্বদিকে মৃৎপিণ্ডের ন্যায় অবস্থান করত বুদ্ধিমান্ চ্যবনমুনি বল্মীকে পরিবেষ্টিত হইয়া তীব্র তপস্যা করিতে লাগিলেন।৪

তারপর এইরূপে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইলে শর্যাতি নামে এক রাজা সেই উত্তম রমণীয় সরোবরের তীরে বিহার করিতে আগমন করিলেন।৫

ভারত! তাঁহার চার হাজার স্ত্রী ছিল, কিন্তু একটিমাত্র স্ত্রীর গর্ভে একটিমাত্র সুন্দরী কন্যাই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহার নাম ছিল সুকন্যা।৬

দিব্যালঙ্কারে অলঙ্কৃতা সুকন্যা সখীগণের দ্বারা পরিবৃতা হইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে সেই ভৃগুপুত্র চ্যবনের উইয়ের ঢিপির নিকট গেল।৭

সে সেস্থানের অতিশয় মনোরম ভূমি দর্শন করিতে করিতে এবং বনস্পতিসমূহের পত্র ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে সখীগণের সহিত বিহার করিতে লাগিল।৮

রূপ, বয়স, কামভাবের উদয় ও যৌবন মদে মত্তা

তামাবভাষে কল্যাণীং সা চাস্য ন শৃণোতি বৈ।
ততঃ সুকন্যা বল্মীকে দৃষ্ট্বা ভার্গবচক্ষুষী ॥১২

কৌতূহলাৎ কণ্টকেন বুদ্ধিমোহবলাৎকৃতা।
কিং নু খল্বিদমিত্যুক্ত্বা নির্বিভেদাস্য লোচনে ॥১৩

অক্রুধ্যৎ স তয়া বিদ্ধে নেত্রে পরমমন্যুমান্।
ততঃ শর্য্যাতিসৈন্যস্য শকৃন্মূত্রে সমাবৃণোৎ ॥১৪

ততো রুদ্ধে শকৃন্মূত্রে সৈন্যমানাহদুঃখিতম্।
তথাগতমভিপ্রেক্ষ্য পর্য্যপৃচ্ছৎ স পার্থিবঃ ॥১৫

তপোনিত্যস্য বৃদ্ধস্য রোষণস্য বিশেষতঃ
কেনাপকৃতমদ্যেহ ভার্গবস্য মহাত্মনঃ ॥১৬

জ্ঞাতং বা যদি বাজ্ঞাতং যদ্ দ্রুতং ব্রূত মা চিরম্।
তমূচুঃ সৈনিকাঃ সর্বে ন বিদ্মোহপকৃতং বয়ম্ ॥১৭

হইয়া সেই সুকন্যা সেখানে বনজাত বৃক্ষসমূহের পুষ্পিত শাখা ভঙ্গ করিল।৯

সে সখীগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া একাকিনী একবস্ত্রপরিহিতা ও অলঙ্কৃতা হইয়া বিদ্যুতের ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছিল, এমন সময় ধীমান্ চ্যবনমুনি তাহাকে দেখিতে পাইলেন।১০

ঐ বিজন বনে পরম কান্তিমান্ তপোবলসম্পন্ন ও দুর্ব্বলকণ্ঠ ব্রহ্মর্ষি চ্যবন তাহাকে দেখিতে দেখিতে পরমানন্দে অবস্থান করিতে করিলেন।১১

চ্যবনমুনি বল্মীকের মধ্য হইতে তাহার সঙ্গে কথা বলিলেন, কিন্তু সে তাহা শুনিতে পাইল না; সে বল্মীকমধ্যস্থ চ্যবনমুনির প্রজ্বলিত চক্ষুর্দ্বয় দর্শন করত 'কি একটা জিনিষ' মনে করিয়া কৌতূহলবশতঃ বুদ্ধিমোহবশে কণ্টকের দ্বারা তাহার চক্ষুর্দ্বয় বিদ্ধ করিল। নেত্র বিদ্ধ হওয়ায় অত্যন্ত ক্রোধী মুনি তখন ক্রুদ্ধ হইলেন। তারপর তিনি শর্য্যাতিরাজার সৈন্যগণের মূত্র ও প্রস্রাব বন্ধ করিয়া দিলেন।১২-১৪

সর্বোপায়ৈর্যথাকামং ভবাংস্তদধিগচ্ছতু।
ততঃ স পৃথিবীপালঃ সাম্না চোগ্রেণ চ স্বয়ম্ ॥১৮

পর্য্যপৃচ্ছৎ সুহৃদ্বর্গং পর্য্যজানন্ন চৈব তে।
আনাহার্তং ততো দৃষ্ট্বা তৎসৈন্যমসুখার্দিতম্ ॥১৯

পিতরং দুঃখিতং দৃষ্ট্বা সুকন্যেদমথাব্রবীৎ।
ময়াটন্ত্যেহ বল্মীকে দৃষ্টং সত্ত্বমভিজ্বলৎ ॥২০

খদ্যোতবদভিজ্ঞাতং তন্ময়া বিদ্ধমন্তিকাৎ।
এতচ্ছ্রুত্বা তু বল্মীকং শর্য্যাতিস্তূর্ণমভ্যয়াৎ ॥২১

তত্রাপশ্যৎ তপোবৃদ্ধং বয়োবৃদ্ধঞ্চ ভার্গবম্।
অযাচদথ সৈন্যার্থং প্রাঞ্জলিঃ পৃথিবীপতিঃ ॥২২

অজ্ঞানাদ্ বালয়া যৎ তে কৃতং তৎ ক্ষন্তুমর্হসি।
ততোহব্রবীন্মহীপালং চ্যবনো ভার্গবস্তদা ॥২৩

সৈন্যগণের মূত্র ও পুরীষ রুদ্ধ হইলে রাজা শর্য্যাতি তখন মলমূত্র বন্ধ হওয়ায় অত্যন্ত দুঃখিত সৈন্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন।১৫

সর্ব্বদা তপস্যাকারী কোপনস্বভাব, বৃদ্ধ ও বিশেষতঃ মহাত্মা মহর্ষি ভৃগুনন্দন চ্যবনের কোন অনিষ্ট আজ এখানে কেহ করিয়াছে?১৬

জান বা না জান, তাহা সত্বর বল,—বিলম্ব করিও না। তখন সৈন্যগণ বলিল—আমরা কেহই কিছু তাঁহার অপকারের বিষয় জানি না।১৭

আপনি সর্ব্বপ্রকারে ইচ্ছানুসারে তাহা জানুন। তারপর সেই ভূপতি নিজেই কঠোর ও কোমল বাক্যে সুহৃদ্বর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহারাও 'উহা জানেন না' বলিয়া জানাইলেন। তারপর সকল সৈন্যকে মলমূত্ররোধে যাতনাগ্রস্ত এবং তৎপ্রযুক্ত পিতাকে অত্যন্ত দুঃখিত দেখিয়া সুকন্যা তখন পিতার নিকট আসিয়া বলিলেন—"আমি ঘুরিতে ঘুরিতে বল্মীক পিণ্ডের মধ্যে খদ্যোতের (জোনাকি পোকার) ন্যায় কিছু দেখিয়া উহার নিকট গমন করত কাঁটার

অপমানাদহং বিদ্ধো হ্যনয়া দর্পপূর্ণয়া।
রূপৌদার্য্যসমাযুক্তাং লোভমোহবশাংকৃতাম্ ॥২৪
তামেব প্রতিগৃহ্যাহং রাজন্ দুহিতরং তব।
ক্ষংস্যামীতি মহীপাল সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥২৫

লোমশ উবাচ।

ঋষের্বচনমাজ্ঞায় শর্য্যাতিরবিচারয়ন্।
দদৌ দুহিতরং তস্মৈ চ্যবনায় মহাত্মনে ॥২৬
প্রতিগৃহ্য চ তাং কন্যাং ভগবান্ প্রসসাদ হ।
প্রাপ্তপ্রসাদো রাজা বৈ সসৈন্যঃ পুরমাব্রজৎ ॥২৭
সুকন্যাপি পতিং লব্ধ্বা তপস্বিনমনিন্দিতা।
নিত্যং পর্য্যচরৎ প্রীত্যা তপসা নিয়মেন চ ॥২৮
অগ্নীনামতিথীনাঞ্চ শুশ্রূষুরনসূয়িকা।
সমারাধয়ত ক্ষিপ্রং চ্যবনং সা শুভাননা ॥২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রাপর্ব্বণি সৌকন্যে দ্বাবিংশত্যধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১২২

দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিয়াছি। এই কথা শুনিবামাত্রই রাজা শর্য্যাতি দ্রুত বল্মীকপিণ্ডের নিকট উপস্থিত হইলেন।১৮-২১

সেখানে তিনি তপোবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ ভৃগুনন্দন চ্যবনমুনিকে দেখিতে পাইলেন; তখন ভূপতি তাঁহার নিকট সৈন্যগণের রোগমুক্তির জন্য কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিলেন।২২

অজ্ঞানবশতঃ আমার কন্যা যে অন্যায় করিয়াছে, তাহার জন্য আপনি অনুগ্রহ করিয়া ক্ষমা করুন। তখন ভৃগুনন্দন চ্যবন রাজাকে বলিলেন।২৩

তোমার এই দর্পিতা কন্যা আমাকে অবজ্ঞা করিয়া বিদ্ধ করিয়াছে। রাজন্! আমি তোমার এই রূপ ও ঔদার্য্যাদিগুণসম্পন্না এবং লোভ ও মোহের বশীভূতা কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়া তোমাকে ক্ষমা করিতে পারি। হে মহীপাল! আমি তোমাকে এই সত্য কথা বলিলাম।২৪-২৫

লোমশ বলিলেন,—ঋষির এই কথা শুনিয়া রাজা শর্য্যাতি কোনরূপ বিচার না করিয়াই সেই মহাত্মা চ্যবনকে স্বীয় কন্যা প্রদান করিলেন।২৬

সেই কন্যাকে প্রতিগ্রহ করিয়া ভগবান্ চ্যবন প্রসন্ন হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যগণের রোগমুক্তি হইলে রাজা তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করত সদৈন্যে রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন।২৭

অনিন্দিতা সুকন্যাও তপস্বী চ্যবনকে পতিরূপে লাভ করিয়া তপস্যা ও নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক তাঁহার নিত্যই পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।২৮

বিবিধ অগ্নি ও অতিথিগণের শুশ্রূষাকারিণী সেই শুভাননা সুকন্যা কাহারও গুণ এবং দোষ বিচার করিতেন না। তিনি শীঘ্রই চ্যবনমুনির আরাধনায় তৎপর হইলেন।২৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশ-তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সুকন্যা উপখ্যানে দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১২২

ত্রয়োবিংত্যশধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

অশ্বিনীকুমারয়োঃ প্রসাদেন মহর্ষিচ্যবনস্য স্বরূপযুবাবস্থাপ্রাপ্তিঃ।]

লোমশ উবাচ।

কস্যচিৎ ত্বথ কালস্য ত্রিদশাবশ্বিনৌ নৃপ।
কৃতাভিষেকাং বিবৃতাং সুকন্যাং তামপশ্যতাম্ ॥১
তাং দৃষ্ট্বা দর্শনীয়াঙ্গীং দেবরাজসুতামিব।
ঊচতুঃ সমভিদ্রুত্য নাসত্যাবশ্বিনাবিদম্ ॥২
কস্য ত্বমসি বামোরু বনেহস্মিন্ কিং করোষি চ।
ইচ্ছাব ভদ্রে জ্ঞাতুং ত্বাং তত্ত্বমাখ্যাহি শোভনে ॥৩
ততঃ সুকন্যা সব্রীড়া তাবুবাচ সুরোত্তমৌ।
শর্য্যাতিতনয়াং বিত্তং ভার্য্যাং মাং চ্যবনস্য চ ॥৪
(নাম্না চাহং সুকন্যাস্মি নৃলোকেহস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতা।
সাহং সর্বাত্মনা নিত্যং পতিং প্রতি সুনিষ্ঠিতা ॥)
অথাশ্বিনৌ প্রহস্যৈতামব্রূতাং পুনরেব তু।
কথং ত্বমসি কল্যাণি পিত্রা দত্তা গতাধ্বনে ॥৫
ভ্রাজসেহস্মিন্ বনে ভীরু বিদ্যুৎসৌদামনী যথা।
ন দেবেষ্বপি তুল্যাং হি ত্বয়া পশ্যাব ভাবিনি ॥৬
অনাভরণসম্পন্না পরমাম্বরবর্জিতা।
শোভয়স্যধিকং ভদ্রে বনমপ্যনলঙ্কৃতা ॥৭
সর্বাভরণসম্পন্না পরমাম্বরধারিণী।
শোভসে ত্বনবদ্যাঙ্গি ন ত্বেবং মলপঙ্কিনী ॥৮
কস্মাদেবংবিধা ভূত্বা জরাজর্জরিতং পতিম্।
ত্বমুপাস্সে হ কল্যাণি কামভোগবহিষ্কৃতম্ ॥৯
অসমর্থং পরিত্রাণে পোষণে তু শুচিস্মিতে।
সা ত্বং চ্যবনমুৎসৃজ্য বরয়স্বৈকমাবয়োঃ ॥১০

পত্যর্থং দেবগর্ভাভে মা বৃথা যৌবনং কৃথাঃ।
এবমুক্তা সুকন্যাপি সুরৌ তাবিদমব্রবীৎ ॥১১

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রসাদে মহর্ষি চ্যবনের সুরূপযুক্ত যুবাবস্থা প্রাপ্তি।]

লোমশ বলিলেন,—হে নৃপ যুধিষ্ঠির! অনন্তর কিছুকাল গত হইলে দেবতা অশ্বিনীকুমারযুগল তথায় আসিয়া অনাবৃত শরীরে সুকন্যাকে স্নান করিতে দেখিলেন। দেবরাজকন্যাসদৃশী দর্শনীয়াঙ্গী তাহাকে দেখিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাহার নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন।১-২

হে বামোরু! তুমি কাহার পত্নী? এই বনের মধ্যে তুমি কি করিতেছ? ভদ্রে! আমরা তোমার পরিচয় জানিতে চাই। হে শোভনে! সব কথা যথাযথভাবে বল।৩

তখন সুকন্যা লজ্জিতা হইয়া সেই শ্রেষ্ঠ দেবদ্বয়কে বলিলেন,—আমাকে আপনারা শর্য্যাতি রাজার কন্যা এবং চ্যবনমুনির পত্নী বলিয়া জানিবেন।৪

(আমি এই জগতে সুকন্যা নামে প্রসিদ্ধা; আমি সর্ব্বতোভাবে এই বনে নিত্য নিষ্ঠার সহিত পতিসেবায় রতা আছি।) অনন্তর অশ্বিনীকুমারযুগল তাঁহাকে পুনরায় হাসিয়া বলিলেন,—কল্যাণি! তোমার পিতা তোমাকে এই বৃদ্ধের হস্তে কি করিয়া প্রদান করিলেন?৫

ভীরু! তুমি এই বনে বিদ্যুৎ ও সৌদামনীনাম্নী স্বর্গবেশ্যার ন্যায় শোভা পাইতেছ। ভামিনি! দেবতাদের মধ্যেও তোমার ন্যায় সুন্দরী রমণী দেখিতে পাওয়া যায় না।৬

ভদ্রে! তুমি মূল্যবান্ বস্ত্র না পরিয়াও এবং আভরণশূন্যা হইয়াও এই বন অলঙ্কৃত করিয়া অধিক শোভা পাইতেছ।৭

অনবদ্যাঙ্গি! তথাপি তুমি যদি সর্ব্বাভরণসম্পন্না মূল্যবান্ বস্ত্রপরিহিতা হও, তবে তোমার আরও

রতাহং চ্যবনে পত্যৌ মৈবং মাং পর্য্যশঙ্কতম্।
তাবব্রূতাং পুনস্ত্বেনামাবাং দেবভিষগ্‌বরৌ ॥১২

যুবানং রূপসম্পন্নং করিষ্যাবঃ পতিং তব।
ততস্তস্যাবয়োশ্চৈব বৃণীষ্বান্যতমং পতিম্ ॥১৩

এতেন সময়েনৈনমামন্ত্রয় পতিং শুভে।
সা তয়োর্বচনাদ্ রাজন্নুপসঙ্গম্য ভার্গবম্ ॥১৪

উবাচ বাক্যং যৎ তাভ্যামুক্তং ভৃগুসুতং প্রতি।
তচ্ছ্রুত্বা চ্যবনো ভার্য্যামুবাচ ক্রিয়তামিতি ॥১৫

(সা ভর্ত্রা সমনুজ্ঞাতা ক্রিয়তামিতি চাব্রবীৎ।
শ্রুত্বা তদশ্বিনৌ বাক্যং তস্যাস্তৎ ক্রিয়তামিতি ॥)

ঊচতু রাজপুত্রীং তাং পতিস্তব বিশত্বপঃ।
ততোঽম্ভশ্চ্যবনঃ শীঘ্রং রূপার্থী প্রবিবেশ হ ॥১৬

অশ্বিনাবপি তদ্ রাজন্ সরঃ প্রাবিশতাং তদা।
ততো মুহূর্তাদুত্তীর্ণাঃ সর্বে তে সরসস্তদা ॥১৭

দিব্যরূপধরাঃ সর্বে যুবানো মৃষ্টকুণ্ডলাঃ।
তুল্যবেষধরাশ্চৈব মনসঃ প্রীতিবর্ধনাঃ ॥১৮

তেঽব্রুবন্ সহিতাঃ সর্বে বৃণীষ্বান্যতমং শুভে।
অস্মাকমীপ্সিতং ভদ্রে পতিত্বে বরবর্ণিনি ॥১৯

শোভা বাড়িবে, যাহা এই মলিনবস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিলে হইবে না।৮

হে কল্যাণি! তুমি এইরূপ হইয়াও কামভোগশূন্য জরাজর্জ্জরিত পতিকে কেন সেবা করিতেছ?৯

শুচিস্মিতে (পবিত্র ঈষৎ হাস্যময়ি)! যে তোমাকে রক্ষণ ও পোষণে সমর্থ নয়, এমন চ্যবনকে পরিত্যাগ করিয়া আমাদের উভয়ের মধ্যে কাহাকেও পতিত্বে বরণ কর।১০

দেবকন্যাসদৃশী সুন্দরি! এই বৃদ্ধ পতির জন্য তুমি নিজ যৌবনকে বৃথা কেন নষ্ট করিবে? তাঁহাদের এই কথা শুনিয়া সুকন্যা দেবদ্বয়কে বলিলেন।১১

আমি আমার পতি চ্যবনে অনুরক্তা, আমার সতীত্বে আপনারা সন্দেহ করিবেন না। অশ্বিনীকুমারদ্বয় পুনরায় তাহাকে বলিলেন—আমরা দেববৈদ্য অশ্বিনীকুমারযুগল।১২

আমরা তোমার পতিকে যুবা ও রূপবান্ করিয়া দিব। তখন তুমি আমাদের তিনজনের মধ্যে এক জনকে পতিত্বে বরণ করিবে—(যদি ইহা করিতে পার, তবে বুঝিব তুমি সত্যই সতী)। এই সর্ত্তকে স্বীকার করিয়া তুমি তোমার পতিকে আহ্বান কর।

শুভে! তুমি যদি এই সর্ত্তে রাজী থাক, তবে তোমার পতিকে আহ্বান কর। রাজন্! তারপর সুকন্যা তাহাদের বাক্যে চ্যবনের নিকট গিয়া তাঁহাদের কথা বলিলেন। তাহা শুনিয়া চ্যবনমুনি বলিলেন—দেবতাদ্বয়ের কথা তুমি স্বীকার করিয়া লও।১৩-১৫

অশ্বিনীকুমারদ্বয় রাজকন্যা সুকন্যাকে বলিলেন,—তোমার পতি এই সরোবরের জলে প্রবেশ করুক। তখন চ্যবনমুনি সুন্দর রূপলাভের ইচ্ছায় সত্বর উহাতে প্রবেশ করিলেন।১৬

রাজন্! তারপর সেই অশ্বিনীকুমার দুইজনেও সরোবরে প্রবেশ করিলেন এবং মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহারা সকলে সরোবর হইতে উঠিয়া আসিলেন। যখন তাঁহারা তিনজনেই জল হইতে উঠিয়া আসিলেন, তখন তাঁহারা তিনজনেই দিব্যরূপ ও সুবর্ণকুণ্ডলধারী এবং বয়সেও সমান, তিনজনেই সমান আকৃতি ও বেশভূষায় সজ্জিত এবং সকলেই মনের আনন্দ বর্দ্ধনকারী ছিলেন ১৭-১৮

তাঁহারা তখন সুকন্যাকে বলিলেন,—হে শুভে! তুমি আমাদের তিনজনের মধ্য হইতে তোমর পতিকে বাছিয়া লও! অথবা হে ভদ্রে বরবর্ণিনি! তুমি আমাদের মধ্যে যে কোন একজনকে পতিত্বে বরণ কর।১৯

যত্র বাপ্যভিকামাসি তং বৃণীষ্ব সুশোভনে।
সা সমীক্ষ্য তু তান্ সর্বাংস্তুল্যরূপধরান্ স্থিতান্ ॥২০
নিশ্চিত্য মনসা বুদ্ধ্যা দেবী বব্রে স্বকং পতিম্।
লব্ধ্বা তু চ্যবনো ভার্য্যাং বয়ো রূপঞ্চ বাঞ্ছিতম্ ॥২১
হৃষ্টোঽব্রবীন্মহাতেজাস্তৌ নাসত্যাবিদং বচঃ।
যথাহং রূপসম্পন্নো বয়সা চ সমন্বিতঃ ॥২২
কৃতো ভবদ্ভ্যাং বৃদ্ধঃ সন্ ভার্য্যাঞ্চ প্রাপ্তবানিমাম্।
তস্মাদ্ যুবাং করিষ্যামি প্রীত্যাহং সোমপীথিনৌ।
মিষতো দেবরাজস্য সত্যমেতদ্ ব্রবীমি বাম্ ॥২৩

তচ্ছ্রুত্বা হৃষ্টমনসৌ দিবং তৌ প্রতিজগ্মতুঃ।
চ্যবনশ্চ সুকন্যা চ সুরাবিব বিজহ্রতুঃ ॥২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়াং সৌকন্যে ত্রয়োবিংশত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১১৯

কিংবা হে শোভনে! তুমি যাহাকে মনে মনে ইচ্ছা কর, তাহাকে পতিরূপে গ্রহণ কর। তখন সুকন্যা তাহাদের তিনজনকেই সমানরূপ ও বেশে সজ্জিত দেখিলেন। কিন্তু নিজ বুদ্ধি অনুসারে মানুষ হইতে দেবতার পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া সুকন্যা নিজ পতি চ্যবনকে বাছিয়া লইলেন। চ্যবনমুনি বাঞ্ছিত বয়স, রূপ ও ভার্য্যা লাভ করিয়া দেবদ্বয়কে বলিলেন। যেহেতু আপনারা আমাকে রূপ ও যৌবন-সম্পন্ন করিয়াছেন, সেই হেতু আমি আপনাদিগকে এক যজ্ঞে দেবরাজের সহিত একত্রে আপনাদিগকে সোমপান করাইব,—"ইহা আমি সত্য করিয়া বলিতেছি।২০-২৩

তাহা শুনিয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয় হৃষ্টান্তঃকরণে স্বর্গে গেলেন এবং চ্যবন ও সুকন্যাও সেখানে দেবতার ন্যায় বিহার করিতে লাগিলেন।২৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশ-তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে সুকন্যোপাখ্যানবিষয়ক ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১২৩

চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শর্য্যাতিযজ্ঞে ইন্দ্রায় চ্যবনস্য ক্রোধঃ, বজ্রস্য স্তম্ভনম্, তস্য বিনাশায় মদাসুরস্য সৃষ্টিশ্চ।]

লোমশ উবাচ।

ততঃ শুশ্রাব শর্য্যাতির্বয়ঃস্থং চ্যবনং কৃতম্।
সুহৃষ্টঃ সেনয়া সার্দ্ধমুপায়াদ্ ভার্গবাশ্রমম্ ॥১
চ্যবনঞ্চ সুকন্যাঞ্চ দৃষ্ট্বা দেবসুতাবিব।
রেমে সভার্য্যঃ শর্য্যাতিঃ কৃৎস্নাং প্রাপ্য মহীমিব ॥২

চতুর্ব্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[শর্য্যাতির যজ্ঞে ইন্দ্রের প্রতি চ্যবনের কোপ, বজ্রের স্তম্ভন এবং তাঁহার মৃত্যুর জন্য মদাসুরের সৃষ্টি।]

লোমশ বলিলেন,—তারপর রাজা শর্য্যাতি শুনিতে পাইলেন যে, মহর্ষি চ্যবন সুন্দর রূপ ও যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছেন। তখন তিনি আনন্দিত হইয়া সসৈন্যে ভার্গবের (চ্যবনের) আশ্রমে গেলেন।১

ঋষিণা সৎকৃতস্তেন সভার্য্যঃ পৃথিবীপতিঃ।
উপোপাবিষ্টঃ কল্যাণীঃ কথাশ্চক্রে মনোরমাঃ ॥৩

অথৈনং ভার্গবো রাজন্নুবাচ পরিসান্ত্বয়ন্।
যাজয়িষ্যামি রাজংস্ত্বাং সম্ভারানবকল্পয় ॥৪

ততঃ পরমসংহৃষ্টঃ শর্য্যাতিরবনীপতিঃ।
চ্যবনস্য মহারাজ তদ্ বাক্যং প্রত্যপূজয়ৎ ॥৫

প্রশস্তেঽহনি যজ্ঞীয়ে সর্বকামসমৃদ্ধিমৎ।
কারয়ামাস শর্য্যাতির্যজ্ঞায়তনমুত্তমম্ ॥৬

তত্রৈনং চ্যবনো রাজন্ যাজয়ামাস ভার্গবঃ।
অদ্ভুতানি চ তত্রাসন্ যানি তানি নিবোধ মে ॥৭

অগৃহ্ণাচ্চ্যবনঃ সোমমশ্বিনোর্দেবয়োস্তদা।
তমিন্দ্রো বারয়ামাস গৃহ্ণানং স তয়োর্গ্রহম্ ॥৮

ইন্দ্র উবাচ।

উভাবেতৌ ন সোমার্হৌ নাসত্যাবিতি মে মতিঃ।
ভিষজৌ দিবি দেবানাং কর্ম্মণা তেন নার্হতঃ॥৯

চ্যবন উবাচ।

মহোৎসাহৌ মহাত্মানৌ রূপদ্রবিণবত্তরৌ।
যৌ চক্রতুর্মাং মঘবন্ বৃন্দারকমিবাজরম্ ॥১০

ঋতে ত্বাং বিবুধাংশ্চান্যান্ কথং বৈ নার্হতঃ সবম্।
অশ্বিনাবাপ দেবেন্দ্র দেবৌ বিদ্ধি পুরন্দর ॥১১

ইন্দ্র উবাচ।

চিকিৎসকৌ কর্ম্মকরৌ কামরূপসমন্বিতৌ।
লোকে চরন্তৌ মর্ত্যানাং কথং সোমমিহার্হতঃ ॥১২

লোমশ উবাচ।

এতদেব যদা বাক্যমাম্রেড়য়তি দেবরাট্।
অনাদৃত্য ততঃ শক্রং গ্রহং জগ্রাহ ভার্গবঃ ॥১৩

চ্যবন ও সুকন্যাকে দেবপুত্র ও দেবকন্যাসদৃশ দেখিয়া পত্নীর সহিত শর্য্যাতি যেন সমগ্র পৃথিবীর রাজ্যপ্রাপ্তির আনন্দ অনুভব করিলেন।২

পত্নীর সহিত রাজা শর্য্যাতি ঋষিকর্ত্তৃক সৎকৃত হইয়া তাঁহার নিকট উপবেশন করত কল্যাণময়ী মনোরম কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন।৩

রাজন্ যুধিষ্ঠির! তখন ভৃগুনন্দন চ্যবন রাজাকে সান্ত্বনাপ্রদানপূর্ব্বক বলিলেন—হে রাজন্! তুমি যজ্ঞের উপকরণসমূহ প্রস্তুত কর, আমি তোমাকে যজ্ঞ করাইব।৪

মহারাজ! রাজা শর্য্যাতি ইহা শুনিয়া আনন্দিতচিত্তে চ্যবনের উপদেশ গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার বাক্যের প্রশংসা করিলেন।৫

যজ্ঞের প্রশস্ত শুভ দিন দেখিয়া শর্য্যাতি সর্ব্বকামনার পরিপূরক সমৃদ্ধিশালী এক শ্রেষ্ঠ যজ্ঞায়তন নির্ম্মাণ করাইলেন।৬

রাজন্! যখন ভৃগুনন্দন চ্যবন রাজার যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, তখন যে সকল আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়াছিল, তাহাই বলিতেছি—শ্রবণ কর।৭

মহর্ষি চ্যবন অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের উদ্দেশ্যে সোমরস যেমন গ্রহণ করিলেন, অমনি ইন্দ্র তাঁহাকে নিষেধ করিলেন।৮

ইন্দ্র বলিলেন,—এই অশ্বিনীকুমারদ্বয় আমাদের সহিত একত্রে সোমপানের যোগ্য নহে, কারণ, ইহারা দেবতাদের বৈদ্য; এই কর্ম্মবশতঃ ইহারা যজ্ঞভাগের অধিকার হারাইয়াছে।৯

চ্যবন বলিলেন,—দেবরাজ! মহোৎসাহী, রূপবান, ধনবান্ ও মহাত্মা এই অশ্বিনীকুমারযুগল আমাকে দেবতার ন্যায় (দিব্য রূপবান্) অজর করিয়াছেন। পুরন্দর! তাছাড়া তুমি বা অন্যান্য দেবতা ব্যতিরেকে ইঁহারা যজ্ঞে ভাগ পাইবেন না কেন? দেবরাজ! ইঁহাদিগকে দেবতা বলিয়াই জান।১০-১১

গ্রহীষ্যন্তং তু তং সোমমশ্বিনোরুত্তমং তদা।
সমীক্ষ্য বলভিদ্ দেব ইদং বচনমব্রবীৎ ॥১৪

আভ্যামর্থায় সোমং ত্বং গ্রহীষ্যাসি যদি স্বয়ম্।
বজ্রং তে প্রহরিষ্যামি ঘোররূপমনুত্তমম্ ॥১৫

এবমুক্তঃ স্ময়ন্নিন্দ্রমভিবীক্ষ্য স ভার্গবঃ।
জগ্রাহ বিধিবৎ সোমমশ্বিভ্যামুত্তমং গ্রহম্ ॥১৬

ততোহস্মৈ প্রাহরদ্ বজ্রং ঘোররূপং শচীপতিঃ।
তস্য প্রহরতো বাহুং স্তম্ভয়ামাস ভার্গবঃ ॥১৭

তং স্তম্ভয়িত্বা চ্যবনো জুহুবে মন্ত্রতোহনলম্।
কৃত্যার্থী সুমহাতেজা দেবং হিংসিতুমুদ্যতঃ ॥১৮

ইন্দ্র বলিলেন,—ইহারা দুইজন চিকিৎসকের কাজ করে, এজন্য ইচ্ছানুরূপ রূপ ধারণ করিয়া মর্ত্ত্যলোকে বিচরণ করিয়া থাকে। সুতরাং ইহারা এই যজ্ঞে কেন সোমরসের অধিকারী হইবে?১২

লোমশ বলিলেন,—যখন দেবরাজ এই কথা দুই তিন বার বলিলেন, তখন তাঁহার কথাকে অনাদর করিয়া ভার্গব সোমরসের গ্রহ (ভাগ) হস্তে ধারণ করিলেন।১৩

ইন্দ্র তখন অশ্বিনীকুমার-যুগলের উদ্দেশ্যে চ্যবনমুনিকে উত্তম সোমরস গ্রহণ করিতে দেখিয়া এই কথা বলিলেন।১৪

হে মহর্ষে! তুমি যদি স্বয়ং ইহাদের দুইজনকে দিবার জন্য সোমরস গ্রহণ কর, তাহা হইলে আমি তোমার উপর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভয়ঙ্কর বজ্র নিক্ষেপ করিব।১৫

ইন্দ্র এই কথা বলিলে চ্যবন ইন্দ্রের দিকে তাকাইয়া ঈষৎ হাস্য করত অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের জন্য বিধিপূর্ব্বক উত্তম সোমরসের ভাগ গ্রহণ করিলেন।১৬

তখন শচীপতি ইন্দ্র তাঁহার প্রতি ভয়ঙ্কর বজ্র প্রহার করিতে উদ্যত হইলে ভৃগুনন্দন চ্যবন তাঁহার বাহুদ্বয়কে স্তম্ভিত করিলেন।১৭

ততঃ কৃত্যাথ সংযজ্ঞে মুনেস্তস্য তপোবলাৎ।
মদো নাম মহাবীর্য্যো বৃহৎকায়ো মহাসুরঃ ॥১৯

শরীরং যস্য নির্দ্দেষ্টুমশক্যং তু সুরাসুরৈঃ।
তস্যাস্যমভবদ্ ঘোরং তীক্ষ্ণাগ্রদশনং মহৎ ॥২০

হনুরেকা স্থিতা হ্যস্য ভূমাবেকা দিবং গতা।
চতস্রশ্চায়তা দংষ্ট্রা যোজনানাং শতং শতম্ ॥২১

ইতরে তস্য দশনা বভূবুর্দশযোজনাঃ।
প্রাসাদশিখরাকারাঃ শূলাগ্রসমদর্শনাঃ ॥২২

বাহূ পর্বতসঙ্কাশাবায়তাবযুতং সমৌ।
নেত্রে রবিশশিপ্রখ্যে বক্ত্রং কালাগ্নিসন্নিভম্ ॥২৩

তাঁহাকে স্তম্ভন করিয়া মহাতেজস্বী চ্যবন মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের উদ্দেশ্যে অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলেন, পরে দেবরাজের বধের উদ্দেশ্যে একটি কৃত্যা উৎপন্ন করিতে ইচ্ছা করিলেন। চ্যবনমুনির তপোবলে একটি কৃত্যা উদ্ভূতা হইল এবং ঐ কৃত্যা হইতে মদ নামে এক মহাবলশালী বৃহৎকায় মহাসুর উৎপন্ন হইল। ঐ অসুরের শরীর কত বড়, তাহা নির্দ্দেশ করা সুরাসুরের পক্ষেও কঠিন। তাহার মুখ তীক্ষ্ণাগ্র দন্তবিশিষ্ট, বিশাল ও ভয়ানক ছিল। তাহার একটি হনু পৃথিবী, অপরটি অন্তরীক্ষকে আচ্ছাদিত করিল। তাহার সামনের চারিটি দাঁতই শত শত যোজন বিস্তৃত ছিল।১৮-২১

ইহার অন্যান্য দাঁতগুলি দশ যোজন লম্বা ছিল এবং প্রাসাদের শিখরতুল্য বৃহৎ ও শূলের অগ্রভাগসদৃশ তীক্ষ্ণ ছিল।২২

তাহার বাহুদ্বয় পর্ব্বতের ন্যায় বিরাট আকৃতিবিশিষ্ট ও দশ হাজার যোজন লম্বা ছিল। তাহার চক্ষুদ্বয় সূর্য্য ও চন্দ্রসদৃশ প্রজ্বলিত ছিল এবং মুখ প্রলয়কালের অগ্নির ন্যায় জাজ্বল্যমান

স ভক্ষয়িষ্যন্ সংক্রুদ্ধঃ শতক্রতুমুপাদ্রবৎ।
মহতা ঘোররূপেণ লোকান্ শব্দেন নাদয়ন্ ॥২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশতীর্থযাত্রায়াং সৌকন্যে চতুর্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১২২

দেখাইতেছিল। বিদ্যুতের ন্যায় তাহার লোলজিহ্বা চমকাইতেছিল। ভয়ঙ্কর দৃষ্টিসম্পন্ন সেই দৈত্য যেন হাসিতে হাসিতেই মুখব্যাদান করত বলপূর্ব্বক সমগ্র জগৎকেই গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ইন্দ্রকে ভক্ষণ করিবার জন্য ভয়ঙ্কর আকৃতিতে তাহার অভিমুখে ধাবিত হইল।২৩-২৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সুকন্যাউপাখ্যানে চতুর্ব্বিবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১২৪

পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অশ্বিনীকুমারয়োর্যজ্ঞভাগং স্বীকৃত্য ইন্দ্রস্য সঙ্কটান্মুক্তিলাভঃ, লোমশমুনিনা অন্যান্যতীর্থানাং বর্ণনঞ্চ।]

লোমশ উবাচ।

তং দৃষ্ট্বা ঘোরবদনং মদং দেবঃ শতক্রতুঃ।
আয়ান্তং ভক্ষয়িষ্যন্তং ব্যাত্তাননমিবান্তকম্ ॥১
ভয়াৎ সংস্তম্ভিতভুজঃ সৃক্কিণী লেলিহন্ মুহুঃ।
ততোঽব্রবীদ্ দেবরাজশ্চ্যবনং ভয়পীড়িতঃ ॥২
সোমার্হাবশ্বিনাবেতাবদ্যপ্রভৃতি ভার্গব।
ভবিষ্যতঃ সত্যমেতদ্ বচো বিপ্রঃ প্রসীদ মে ॥৩

ন তে মিথ্যা সমারম্ভো ভবত্বেষ পরো বিধিঃ।
জানামি চাহং বিপ্রর্ষে ন মিথ্যা ত্বং করিষ্যসি ॥৪

সোমার্হাবশ্বিনাবেতৌ যথা বাদ্য কৃতৌ ত্বয়া।
ভূয় এব তু তে বীর্য্যং প্রকাশেদিতি ভার্গব ॥৫

সুকন্যায়াঃ পিতুশ্চাস্য লোকে কীর্তিঃ প্রথেদিতি।
অতো ময়ৈতদ্ বিদিতং তব বীর্য্যপ্রকাশনম্ ॥৬

পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের যজ্ঞভাগ স্বীকার করিয়া ইন্দ্রের সঙ্কট হইতে মুক্তিলাভ এবং লোমশমুনিকর্ত্তৃক অন্যান্য তীর্থের বর্ণন।]

লোমশ বলিলেন,—দেবরাজ যখন দেখিলেন যে, ঘোরবদন মদাসুর মুখব্যাদান করত যমের ন্যায় তাঁহাকে ভক্ষণ করিতে আসিতেছে, অথচ তাঁহার বাহুদ্বয় স্তম্ভিত; তখন তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়া পুনঃ পুনঃ ওষ্ঠপ্রান্তদ্বয় চাটিতে লাগিলেন। তারপর ইন্দ্র চ্যবনমুনিকে বলিলেন—"হে বিপ্র! আপনি আমার উপর প্রসন্ন হউন; এই অশ্বিনীকুমারযুগল আজ হইতে যজ্ঞে সোমরসের অধিকারী হইবে—এ কথা আমি সত্য করিয়া বলিতেছি।১-৩

আপনার আরব্ধ এই যজ্ঞ কখনও মিথ্যা হইবে না; আপনি যাহা বিধান করিলেন, ইহাই শ্রেষ্ঠ বিধান হইবে। হে ব্রহ্মর্ষে! আমি জানি—আপনি যাহা সঙ্কল্প করিবেন, উহা কিছুতেই মিথ্যা হইতে দিবেন না।৪

তস্মাৎ প্রসাদং কুরু মে ভবত্বেবং যথেচ্ছসি।
এবমুক্তস্য শক্রেণ ভার্গবস্য মহাত্মনঃ ॥৭
স মন্যুর্ব্যগমচ্ছীঘ্রং মুমোচ চ পুরন্দরম্।
মদঞ্চ ব্যভজদ্ রাজন্ পানে স্ত্রীষু চ বীর্য্যবান্ ॥৮
অক্ষেষু মৃগয়ায়াঞ্চ পূর্বসৃষ্টং পুনঃ পুনঃ।
তদা মদং বিনিক্ষিপ্য শক্রং সন্তর্প্য চেন্দুনা ॥৯
অশ্বিভ্যাং সহিতান্ দেবান্ যাজয়িত্বা চ তং নৃপম্।
বিখ্যাপ্য বীর্য্যং লোকেষু সর্বেষু বদতাং বরঃ ॥১০
সুকন্যয়া সহারণ্যে বিজহারানুকূলয়া।
তস্যৈতদ্ দ্বিজসঙ্ঘুষ্টং সরো রাজন্ প্রকাশতে ॥১১
অত্র ত্বং সহ সোদর্য্যৈঃ পিতৃন্ দেবাংশ্চ তর্পয়।
এতদ্ দৃষ্ট্বা মহীপাল সিকতাক্ষঞ্চ ভারত ॥১২
সৈন্ধবারণ্যমাসাদ্য কুল্যানাং কুরু দর্শনম্।
পুষ্করেষু মহারাজ সর্বেষু চ জলং স্পৃশ ॥১৩
স্থাণোর্মন্ত্রাণি চ জপন্ সিদ্ধিং প্রাপ্স্যসি ভারত।
সন্ধির্দ্বয়োর্নরশ্রেষ্ঠ ত্রেতায়া দ্বাপরস্য চ ॥১৪
অয়ং হি দৃশ্যতে পার্থ সর্বপাপপ্রণাশনঃ।
অত্রোপস্পৃশ্য চৈব ত্বং সর্বপাপপ্রণাশনে ॥১৫
আর্চীকপর্বতশ্চৈব নিবাসো বৈ মনীষিণাম্।
সদাফলঃ সদাস্রোতো মরুতাং স্থানমুত্তমম্ ॥১৬

চৈত্যাশ্চৈতে বহুবিধাস্ত্রিদশানাং যুধিষ্ঠির।
এতচ্চন্দ্রমসস্তীর্থমৃষয়ঃ পর্য্যুপাসতে।
বৈখানসা বালখিল্যাঃ পাবকা বায়ুভোজনাঃ ॥১৭

আপনি এই অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে অদ্য হইতে যেমন সোমভাগী করিলেন, সেইরূপ আমারও কল্যাণ করুন। হে ভার্গব! আপনার আরও অধিক শক্তি জগতে প্রকাশিত হউক এবং সুকন্যার পিতার কীর্ত্তিও এই জগতে অধিক বিস্তৃত হউক—এই ইচ্ছা করিয়াই আপনার শক্তিকে প্রকাশিত করিবার জন্যই আমি আপনাকে বাধা দিয়াছিলাম।৫-৬

হে মহর্ষে! আপনি আমার উপর প্রসন্ন হউন। আপনার যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপই হইবে। ইন্দ্র এইরূপ বলিলে মহাত্মা ভার্গবের ক্রোধ শান্ত হইল এবং তিনি পুরন্দরকে স্তম্ভনমুক্ত করিলেন। রাজন্! তাঁহার পূর্ব্বসৃষ্ট মদকে বিভক্ত করিয়া তাহার বাসের জন্য শক্তিমান্ চ্যবনমুনি স্ত্রী, সুরাপান, অক্ষক্রীড়া ও মৃগয়া—এই চারিটি স্থান পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দেশ করিলেন। এইরূপে মদাসুরকে দূরে সরাইয়া দিয়া এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও অন্যান্য দেবগণের সহিত ইন্দ্রকে যজ্ঞে পরিতৃপ্ত করত রাজা শর্য্যাতিকে দিয়া যজ্ঞ করাইয়া বাগ্মীপ্রবর চ্যবনমুনি জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি রক্ষা করিলেন এবং সতী সুকন্যার সহিত সেই মহারণ্যে বিহার করিতে লাগিলেন। হে রাজন্! এই সেই চ্যবনমুনির পক্ষিগণ-নিনাদিত সরোবর শোভা পাইতেছে।৭-১১

হে ভূপাল! এখানে তুমি সহোদরগণের সহিত স্নান করিয়া পিতৃপুরুষগণের তর্পণ কর। ভারত! ইহা দর্শন করিবার পর সিকতাক্ষ তীর্থের দর্শন করত সৈন্ধবারণ্যে গিয়া ক্ষুদ্র নদীসমূহকে দর্শন কর। মহারাজ! পুষ্করতীর্থের সকল পুকুরেরই জল স্পর্শ কর।১২-১৩

হে ভারত! এখানে মহাদেবের মন্ত্রসকল জপ করিলে সিদ্ধিলাভ করিবে। হে নরশ্রেষ্ঠ! ইহা ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধিক্ষণে উৎপন্ন হইয়াছে।১৪

পৃথা-(কুন্তী) পুত্র যুধিষ্ঠির! এই সর্ব্বপাপ প্রণাশনতীর্থ দেখা যাইতেছে; তুমি এই সর্ব্বপাপ-প্রণাশন তীর্থের জল স্পর্শ কর (তাহা হইলে তোমার সকল পাপ নষ্ট হইবে)।১৫

ইহার পরেই মনীষিগণের নিবাসভূমি আর্চীক-পর্ব্বত দেখিতে পাইবে। উহাতে সর্ব্বদা ফল দেখা যায় এবং সর্ব্বদা জলপ্রবাহবিশিষ্ট ঝরণাও উহাতে

শৃঙ্গাণি ত্রীণি পুণ্যানি ত্রীণি প্রস্রবণানি চ।
সর্বাণ্যনুপরিক্রম্য যথাকামমুপস্পৃশ ॥১৮
শান্তনুশ্চাত্র রাজেন্দ্র শুনকশ্চ নরাধিপঃ।
নরনারায়ণৌ চোভৌ স্থানং প্রাপ্তাঃ সনাতনম্ ॥১৯
ইহ নিত্যশয়া দেবাঃ পিতরশ্চ মহর্ষিভিঃ।
আর্চীকপর্বতে তেপুস্তান্ যজস্ব যুধিষ্ঠির ॥২০
ইহ তে বৈ চরূন্ প্রাশ্নন্ ঋষয়শ্চ বিশাম্পতে।
যমুনা চাক্ষয়স্রোতা কৃষ্ণশ্চেহ তপোরতঃ ॥২১
যমৌ চ ভীমসেনশ্চ কৃষ্ণা চামিত্রকর্শন।
সর্বে চাত্র গমিষ্যামস্ত্বয়ৈব সহ পাণ্ডব ॥২২
এতৎ প্রস্রবণং পুণ্যমিন্দ্রস্য মনুজেশ্বর।
যত্র ধাতা বিধাতা চ বরুণশ্চোর্ধ্বমাগতাঃ ॥২৩
ইহ তেঽপ্যবসন্ রাজন্ ক্ষান্তাঃ পরমধর্মিণঃ।
মৈত্রাণামৃজুবুদ্ধীনামযং গিরিবরঃ শুভঃ ॥২৪
এষা সা যমুনা রাজন্ মহর্ষিগণসেবিতা।
নানাযজ্ঞচিতা রাজন্ পুণ্যা পাপভয়াপহা ॥২৫
অত্র রাজা মহেষ্বাসো মান্ধাতাযজত স্বয়ম্।
সাহদেবিশ্চ কৌন্তেয় সোমকো দদতাং বরঃ ॥২৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশতীর্থযাত্রায়াং সৌকন্যে পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১২৫

আছে। উহা দেবগণের উত্তম স্থান।১৬

হে যুধিষ্ঠির! ঐ দেবতাদের বহুবিধ মন্দির দেখা যাইতেছে। ইহা চন্দ্রের তীর্থ। এখানে বায়ুভক্ষণপূর্ব্বক পরমপাবন বৈখানস ও বালখিল্য ঋষিগণ বাস করেন।১৭

এখানে তিনটী পুণ্য শৃঙ্গ ও তিনটী পুণ্য প্রস্রবণ (ঝরণা) আছে। এই সব শৃঙ্গ প্রদক্ষিণ করিয়া ইচ্ছানুসারে ঐ প্রস্রবণের জলে স্নান কর।১৮

রাজেন্দ্র! এখানে তপস্যা করিয়া রাজা শান্তনু, শুনক এবং নর ও নারায়ণ ঋষিদ্বয় নিত্যধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।১৯

যুধিষ্ঠির! মহর্ষিগণের সহিত পিতৃগণ ও দেবগণ এই আর্চ্চীক পর্ব্বতে সতত বাস করত তপস্যা করিয়াছেন; তুমি তাঁহাদিগকে অর্চ্চনা কর।২০

রাজন্! এখানে দেবতা ও ঋষিগণ চরু ভক্ষণ করিয়াছিলেন এবং এখানে অক্ষয়স্রোতা যমুনা নদী প্রবাহিতা। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন।২১

হে শত্রুনাশন পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির! কৃষ্ণা, ভীমসেন, নকুল, সহদেব ও আমরা সকলে তোমার সহিত ঐ স্থানে গমন করিব।২২

হে নরপতে! এখানেই ইন্দ্রের পুণ্য প্রস্রবণ আছে। যে স্থান হইতে ধাতা, বিধাতা ও বরুণ ঊর্দ্ধলোকে গমন করিয়াছিলেন।২৩

রাজন্! এখানে ক্ষমাশীল পরম ধার্ম্মিক পুরুষগণই বাস করেন। সরলবুদ্ধি ও সর্ব্বভূতে মৈত্রীভাবাপন্ন পুরুষগণের পুণ্য নিবাসভূমি হইতেছে এই শুভ গিরিবর।২৪

রাজন্! এই সেই মহর্ষিগণসেবিতা পাপভয়নাশিনী পুণ্যা যমুনা নদী। রাজন্! যাঁহার তীরে বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছে।২৫

কুন্তীনন্দন! এখানে মহাধনুর্দ্ধর মান্ধাতা স্বয়ং যজ্ঞ করিয়াছিলেন। দাতাগণের শিরোমণি সহদেবকুমার সোমকও এখানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন।২৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সুকন্যা-উপখ্যানবিষয়ক পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১২৫

ষড়্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞো মান্ধাতুরুৎপত্তিঃ, সংক্ষেপেণ তস্য চরিত্রবর্ণনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

মান্ধাতা রাজশার্দূলস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ।
কথং জাতো মহাব্রহ্মন্ যৌবনাশ্বো নৃপোত্তমঃ ॥১
কথং চৈনাং পরাং কাষ্ঠাং প্রাপ্তবানমিতদ্যুতিঃ।
যস্য লোকাস্ত্রয়ো বশ্যা বিষ্ণোরিব মহাত্মনঃ ॥২
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং চরিতং তস্য ধীমতঃ।
(সত্যকীর্তের্হি মান্ধাতুঃ কথ্যমানং ত্বয়ানঘ ॥)

যথা মান্ধাতৃশব্দশ্চ তস্য শক্রসমদ্যুতেঃ।
জন্ম চাপ্রতিবীর্য্যস্য কুশলো হ্যসি ভাষিতুম্ ॥৩

লোমশ উবাচ।

শৃণুষ্বাবহিতো রাজন্ রাজ্ঞস্তস্য মহাত্মনঃ।
যথা মান্ধাতৃশব্দো বৈ লোকেষু পরিগীয়তে ॥৪
ইক্ষ্বাকুবংশপ্রভবো যুবনাশ্বো মহীপতিঃ।
সোঽযজৎ পৃথিবীপালঃ ক্রতুভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ ॥৫
অশ্বমেধসহস্রঞ্চ প্রাপ্য ধর্মভৃতাং বরঃ।
অন্যৈশ্চ ক্রতুভির্মুখ্যৈরযজৎ স্বাপ্তদক্ষিণৈঃ ॥৬

অনপত্যস্তু রাজর্ষিঃ স মহাত্মা মহাব্রতঃ।
মন্ত্রিষ্বাধায় তদ্ রাজ্যং বননিত্যো বভূব হ ॥৭
শাস্ত্রদৃষ্টেন বিধিনা সংযোজ্যাত্মানমাত্মবান্।
স কদাচিন্নৃপো রাজন্নুপবাসেন দুঃখিতঃ ॥৮
পিপাসাশুষ্কহৃদয়ঃ প্রবিবেশাশ্রমং ভৃগোঃ।
তামেব রাত্রিং রাজেন্দ্র মহাত্মা ভৃগুনন্দনঃ ॥৯
ইষ্টিং চকার সৌদ্যুম্নের্মহর্ষিঃ পুত্রকারণাৎ।
সম্ভৃতো মন্ত্রপূতেন বারিণা কলসো মহান্ ॥১০

ষড়্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[রাজা মান্ধাতার উৎপত্তি ও সংক্ষেপে তাঁহার চরিত্র বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন। হে ব্রাহ্মনশ্রেষ্ঠ। যুবনাশ্বের পুত্র নৃপশ্রেষ্ঠ ত্রিলোকবিখ্যাত মান্ধাতা কিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ?১

অমিততেজস্বী মহারাজ কিরূপে অভ্যুদয়ের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ? শুনা যায় যে ভগবান্ বিষ্ণুর ন্যায় এই ত্রিলোকই তাঁহার বশীভূত ছিল।২

আমি সেই ধীমানের পবিত্র চরিত্র শুনিতে ইচ্ছা করি। ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী তাঁহার নাম মান্ধাতা কেন হইল ? আপনিই সেই অতিশয় তেজস্বী মান্ধাতার চরিত্র বর্ণনায় সমর্থ।৩

লোমশ বলিলেন,—হে রাজন্। সেই রাজার ত্রিলোকবিখ্যাত নাম মান্ধাতা কেন হইল, তাহা সাবধানে শ্রবণ কর।৪

ইক্ষ্বাকুবংশে জাত যুবনাশ্ব নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি প্রচুর দক্ষিণার দ্বারা বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।৫

ধার্ম্মিকগণশ্রেষ্ঠ যুবনাশ্ব সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং অন্যান্য আরও পর্য্যাপ্ত দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞ করিয়াছিলেন।৬

কিন্তু মহাত্মা ও মহাব্রতধারী সেই রাজা অপুত্রক ছিলেন। সেই দুঃখে তিনি মন্ত্রীর উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া স্থায়ীভাবে বনেই বাস করিতে লাগিলেন। মনস্বী যুবনাশ্ব শাস্ত্রবিধি অনুসারে আত্মধ্যানে মনোনিবেশ করিলেন। হে রাজন্। এক সময় সেই নৃপ উপবাসে দুঃখিত হইয়া পড়িলেন এবং পিপাসায় তাঁহার হৃদয় শুষ্ক হইয়া গেল। এই অবস্থায় তিনি ভৃগুমুনির আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। হে রাজেন্দ্র। সেই রাত্রিতে ভৃগুনন্দন মহর্ষি চ্যবন সুদ্যুম্নপুত্র রাজা যুবনাশ্বের জন্য পুত্রেষ্টি

তত্রাতিষ্ঠত রাজেন্দ্র পূর্বমেব সমাহিতঃ।
যৎ প্রাশ্য প্রসবেৎ তস্য পত্নী শক্রসমং সুতম্ ॥১১

তং ন্যস্য বেদ্যাং কলসং সুষুপুস্তে মহর্ষয়ঃ।
রাত্রিজাগরণাচ্ছ্রান্তান্ সৌদ্যুম্নিঃ সমতীত্য তান্ ॥১২

শুষ্ককণ্ঠঃ পিপাসার্তঃ পানীয়ার্থী ভৃশং নৃপঃ।
তং প্রবিশ্যাশ্রমং শান্তঃ পানীয়ং সোঽভ্যযাচত ॥১৩

তস্য শ্রান্তস্য শুষ্কেণ কণ্ঠেন ক্রোশতস্তদা।
নাশ্রৌষীৎ কশ্চন তদা শকুনেরিব বাশতঃ ॥১৪

ততস্তং কলসং দৃষ্ট্বা জলপূর্ণং স পার্থিবঃ।
অভ্যদ্রবত বেগেন পীত্বা চাম্ভো ব্যবাসৃজৎ ॥১৫

স পীত্বা শীতলং তোয়ং পিপাসার্তো মহীপতিঃ।
নির্বাণমগমদ্ ধীমান্ সুসুখী চাভবৎ তদা ॥১৬

ততস্তে প্রত্যবুধ্যন্ত মুনয়ঃ সতপোধনাঃ।
নিস্তোয়ং তঞ্চ কলসং দদৃশুঃ সর্ব এব তে ॥১৭

কস্য কর্মেদমিতি তে পর্য্যপৃচ্ছন্ সমাগতাঃ।
যুবনাশ্বো মমেত্যেবং সত্যং সমভিপদ্যত ॥ ৮

ন যুক্তমিতি তং প্রাহ ভগবান্ ভার্গবস্তদা।
সুতার্থং স্থাপিতা হ্যাপস্তপসা চৈব সম্ভৃতাঃ ॥১৯

ময়া হ্যত্রাহিতং ব্রহ্ম তপ আস্থায় দারুণম্।
পুত্রার্থং তব রাজর্ষে মহাবলপরাক্রম ॥২০

মহাবলো মহাবীর্য্যস্তপোবলসমন্বিতঃ।
যঃ শক্রমপি বীর্য্যেণ গময়েদ্ যমসাদনম্ ॥২১

অনেন বিধিনা রাজন্ ময়ৈতদুপপাদিতম্।
অত্ত্বক্ষণং ত্বয়া রাজন্ ন যুক্তং কৃতমদ্য বৈ ॥২২

যজ্ঞ করিতেছিলেন। তিনি ঐ যজ্ঞের অঙ্গীভূত মন্ত্রপূত জল এক বৃহৎ কলসে করিয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন।৭-১০

হে রাজেন্দ্র! ঐ মন্ত্রপূত জল রাখা হইয়াছিল এই জন্য যে, যুবনাশ্বের পত্নী ঐ জলপান করিলে ইন্দ্রতুল্য শক্তিসম্পন্ন পুত্র প্রসব করিবেন।১১

মহর্ষিগণ বেদীর উপর কলসটী রাখিয়া শ্রান্তিবশতঃ নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুদ্যুম্নকুমার রাজা যুবনাশ্ব পিপাসার্ত্ত হইয়া মহর্ষিগণকে অতিক্রম করত শুষ্ককণ্ঠে আশ্রমে প্রবেশ করিলেন এবং শান্তভাবে জল চাহিতে লাগিলেন।১২-১৩

কিন্তু অত্যন্ত শ্রান্ত তাঁহার শুষ্ক কণ্ঠের পক্ষীর ন্যায় শব্দ এত ক্ষীণ ছিল যে, কেহই তাহা শুনিতে পাইল না।১৪

তখন রাজা জলপূর্ণ ঐ কলস দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া গেলেন এবং আতৃপ্তি জল পান করত অবশিষ্ট সেইখানে ফেলিয়া দিলেন।১৫

সেই জল পান করিয়া পিপাসার্ত্ত রাজার পিপাসা শান্ত হইল এবং ধীমান্ রাজা পরম সুখলাভ করিলেন।১৬

এদিকে তপোধন চ্যবনমুনির সহিত মহর্ষিগণ জাগিয়া সকলেই দেখিলেন যে, কলসটী জলশূন্য।১৭

'ইহা কাহার কর্ম্ম' ইহা তাঁহারা সমাগত ব্যক্তিগণকে জিজ্ঞাসা করিতে থাকিলে রাজা যুবনাশ্ব সত্য কথা বলিলেন—"আমিই উহা পান করিয়াছি'।১৮

তখন ভগবান্ ভৃগুনন্দন চ্যবন রাজাকে বলিলেন,—হে মহাবল পরাক্রমশালী রাজর্ষি যুবনাশ্ব! তুমি ইহা ভাল কাজ কর নাই। কারণ আমি তীব্র তপস্যার সাহায্যে ব্রহ্মতেজের আধান করত তোমারই পুত্র লাভের জন্য মন্ত্রপূত জল ইহাতে রাখিয়াছিলাম; ইহাতে তোমার পুত্র লাভ হইত।১৯-২০

হে রাজন্! এমন তপোবলসমন্বিত, মহাবীর্য্যশালী ও মহাবলবান্ পুত্র তোমার হইত যে, নিজ বীর্য্যবলে সে ইন্দ্রকেও যমালয়ে প্রেরণ করিতে সমর্থ হইত।২১

ন ত্বত্র শক্যমস্মাভিরেতৎ কর্তুমতোঽন্যথা।
নূনং দৈবকৃতং হ্যেতদ্ যদেবং কৃতবানসি ॥২৩
পিপাসিতেন যাঃ পীতা বিধিমন্ত্রপুরস্কৃতাঃ।
আপস্ত্বয়া মহারাজ মত্তপোবীর্য্যসম্ভৃতাঃ ॥২৪
তাভ্যস্ত্বমাত্মনা পুত্রমীদৃশং জনয়িষ্যসি।
বিধাস্যামো বয়ং তত্র তবেষ্টিং পরমাদ্ভুতাম্ ॥২৫
যথা শক্রসমং পুত্রং জনয়িষ্যসি বীর্য্যবান্।
গর্ভধারণজং বাপি ন খেদং সমবাপ্স্যসি ॥২৬
ততো বর্ষশতে পূর্ণে তস্য রাজ্ঞো মহাত্মনঃ।
বামং পার্শ্বং বিনির্ভিদ্য সুতঃ সূর্য্য ইব স্থিতঃ ॥২৭

নিশ্চক্রাম মহাতেজা ন চ তং মৃত্যুরাবিশৎ।
যুবনাশ্বং নরপতিং তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥২৮

ততঃ শক্রো মহাতেজাস্তং দিদৃক্ষুরুপাগমৎ।
ততো দেবা মহেন্দ্রং তমপৃচ্ছন্ ধাস্যতীতি কিম্ ॥২৯
প্রদেশিনীং ততোঽস্যাস্যে শক্রঃ সমভিসন্দধে।
মাময়ং ধাস্যতীত্যেবং ভাষিতে চৈব বজ্রিণা ॥৩০
মান্ধাতেতি চ নামস্য চক্রুঃ সেন্দ্রা দিবৌকসঃ ॥৩১
প্রদেশিনীং শক্রদত্তামাস্বাদ্য স শিশুস্তদা।
অবর্ধত মহাতেজাঃ কিষ্কূন্ রাজংস্ত্রয়োদশ ॥৩২
বেদাস্তং সধনুর্বেদা দিব্যান্যস্ত্রাণি চেশ্বরম্।
উপতস্থুর্মহারাজ ধ্যাতমাত্রস্য সর্বশঃ ॥৩৩
আজগবং নাম ধনুঃ শরাঃ শৃঙ্গোদ্ভবাশ্চ যে।
অভেদ্যং কবচং চৈব সদ্যস্তমুপশিশ্রিয়ুঃ ॥৩৪
সোঽভিষিক্তো মঘবতা স্বয়ং শক্রেণ ভারত।
ধর্মেণ ব্যজয়ল্লোকাংস্ত্রীন্ বিষ্ণুরিব বিক্রমৈঃ ॥৩৫

রাজন্! সুতরাং উক্তবিধি অনুসারে মন্ত্রপূত করিয়া মৎকর্ত্তৃক রক্ষিত এই জল অদ্য পান করা তোমার উচিত হয় নাই।২২

আজ আমরা এই মন্ত্রপূত জলের শক্তিকে অন্যথা করিতে অসমর্থ। তুমি এই যে জল পান করিয়াছ, ইহা নিশ্চয় দৈবকৃতই হইয়াছে মনে হয়।২৩

হে মহারাজ! আমার তপোবীর্য্যযুক্ত বিধিপূর্ব্বক মন্ত্রপূত যে জল তুমি পিপাসিত হইয়া পান করিয়াছ, তাহার ফলে তোমার উদরে ঐরূপ বীর্য্যসম্পন্ন পুত্র জন্মিবে। ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধির কারণে তোমার জন্য পরমাদ্ভুত একটী ইষ্টি করিব, যাহাতে তুমি ইন্দ্রতুল্য শক্তিশালী পুত্রের জন্ম দিতে পার এবং গর্ভধারণ জন্য কোনরূপ দুঃখও না প্রাপ্ত হও।২৪-২৬

তারপর একশত বৎসর পূর্ণ হইলে মহাত্মা রাজা যুবনাশ্বের বাম পার্শ্ব ভেদ করিয়া সূর্য্যতুল্য মহাতেজস্বী এক পুত্র নির্গত হইল, কিন্তু তাহাতে রাজা যুবনাশ্বের মৃত্যু হইল না। ইহা যেন অতি অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটিত হইল।২৭-২৮

তারপর (দেবগণসহ) মহাতেজস্বী ইন্দ্র তাহাকে দর্শন করিতে উপস্থিত হইলেন। তখন দেবতারা মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ বালক কি পান করিয়া বাঁচিবে? ২৯

তখন ইন্দ্র শিশুর মুখে তাঁহার বৃদ্ধ অঙ্গুষ্ঠ দিয়া বলিলেন,—“এ শিশু আমাকেই পান করিবে। বজ্রধারী ইন্দ্র এই কথা বলিলে, ইন্দ্রের সহিত দেবগণ এই শিশুর নাম রাখিলেন মান্ধাতা।” ৩০-৩১

রাজন্! সেই সময় ইন্দ্রের প্রদত্ত অঙ্গুষ্ঠ চুষিতে চুষিতে সেই মহাতেজস্বী শিশু দশ কিষ্কু (সাড়ে ছয় হাত) বৃদ্ধি পাইল।৩২

হে মহারাজ! ধ্যান করা মাত্রই ধনুর্বেদসহ চারিবেদ, অস্ত্রবিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের সহিত সমস্ত দিব্য অস্ত্র মান্ধাতার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।৩৩

তস্যাপ্রতিহতং চক্রং প্রাবর্ত্তত মহাত্মনঃ।
রত্নানি চৈব রাজর্ষিং স্বয়মেবোপতস্থিরে ॥৩৬

তস্যৈবং বসুসম্পূর্ণা বসুধা বসুধাধিপ।
তেনেষ্টং বিবিধৈর্যজ্ঞৈর্বহুভিঃ স্বাপ্তদক্ষিণৈঃ ॥৩৭

চিতচৈত্যো মহাতেজা ধর্মান্ প্রাপ্য চ পুষ্কলান্।
শক্রস্যার্ধাসনং রাজঁল্লব্ধবানমিতদ্যুতিঃ ॥৩৮
একাহাৎ পৃথিবী তেন ধর্মনিত্যেন ধীমতা।
বিজিতা শাসনাদেব সরত্নাকরপত্তনা ॥৩৯

তস্য চৈত্যৈর্মহারাজ ক্রতূনাং দক্ষিণাবতাম্।
চতুরন্তা মহী ব্যাপ্তা নাসীৎ কিঞ্চিদনাবৃতম্ ॥৪০
তেন পদ্মসহস্রাণি গবাং দশ মহাত্মনা।
ব্রাহ্মণানাং মহারাজ দত্তানীতি প্রচক্ষতে ॥৪১

তেন দ্বাদশবার্ষিক্যামনাবৃষ্ট্যাং মহাত্মনা।
বৃষ্টং শস্যবিবৃদ্ধ্যর্থং মিষতো বজ্রপাণিনঃ ॥৪২
তেন সোমকুলোৎপন্নো গান্ধারাধিপতির্মহান্।
গর্জন্নিব মহামেঘঃ প্রমথ্য নিহতঃ শরৈঃ ॥৪৩
প্রজাশ্চতুর্বিধাস্তেন ত্রাতা রাজন্ কৃতাত্মনা।
তেনাত্মতপসা লোকাস্তাপিতাশ্চাতিতেজসা ॥৪৪

তস্যৈতদ্ দেবযজনং স্থানমাদিত্যবর্চসঃ।
পশ্য পুণ্যতমে দেশে কুরুক্ষেত্রস্য মধ্যতঃ ॥৪৫
(তথা ত্বমপি রাজেন্দ্র মান্ধাতেব মহীপতিঃ।
ধর্মং কৃত্বা মহীং রক্ষন্ স্বর্গলোকমবাপ্স্যসি ॥)
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং মান্ধাতুশ্চরিতং মহৎ।
জন্ম চাগ্র্যং মহীপাল যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥৪৬

আজগবনামক ধনু, শৃঙ্গ নির্ম্মিত (স্বর্গে উৎপন্ন) শরসমূহ এবং অভেদ্য কবচ স্বয়ং আসিয়া সেই সময় তাহাকে আশ্রয় করিল।৩৪

ভরতবংশধর যুধিষ্ঠির। ইন্দ্র স্বয়ং তাহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন, বিষ্ণু যেমন নিজ তিন পদের দ্বারা ত্রিলোককে জয় করিয়াছিলেন; মান্ধাতাও তেমনই ধর্ম্মের দ্বারা তিন লোককে জয় করিলেন।৩৫

সেই মহাত্মা মান্ধাতার আজ্ঞা অব্যর্থ ও অপ্রতিরোধ্য হইল এবং সর্ব্বপ্রকার রত্নরাজিও স্বয়ং আসিয়া রাজর্ষির নিকট উপস্থিত হইল।৩৬

হে বসুধাধিপ! তাঁহার সমগ্র পৃথিবীরূপ রাজ্য ধনে পরিপূর্ণ হইল এবং তিনি প্রচুর দক্ষিণা দান করিয়া বহুবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন।৩৭

রাজন্। মহাতেজস্বী ও কান্তিমান্ রাজা মান্ধাতা অসংখ্য যজ্ঞশালা নির্মাণ করিয়া যথেষ্ট ধর্ম্ম অর্জ্জন করত ইন্দ্রের অর্দ্ধাসন লাভ করিলেন।৩৮

সদা ধর্ম্মনিষ্ঠ ও বুদ্ধিমান্ সেই রাজা কেবলমাত্র শাসনেই সাগর ও নগরপরিপূর্ণা সমগ্র বসুন্ধরাকে একদিনেই জয় করিয়াছিলেন।৩৯

মহারাজ। তাঁহার দক্ষিণাপূর্ণ যজ্ঞসমূহের মণ্ডপের দ্বারা চতুঃসমুদ্রবেষ্টিতা সম্পূর্ণ পৃথিবী ব্যাপ্ত হইয়াছিল, অবশিষ্ট একটুও স্থান অনাবৃত ছিল না।৪০

মহারাজ। মহাত্মা রাজা মন্ধাতা ব্রাহ্মণগণকে দশ হাজার পদ্মসংখ্যক গাভী দান করিয়াছিলেন—ইহা প্রসিদ্ধ আছে।৪১

সেই মহাত্মা দ্বাদশ বার্ষিক অনাবৃষ্টির সময় শস্যের উৎপত্তির জন্য বজ্রধর ইন্দ্রের সম্মুখেই স্বয়ংই রাজ্যে বর্ষণ করিয়াছিলেন।৪২

তিনি মহামেঘের ন্যায় গর্জ্জনকারী মহাপরাক্রমী গান্ধারদেশাধিপতি চন্দ্রবংশীয় রাজাকে শরসমূহের দ্বারা প্রমথিত করিয়া বধ করিয়াছিলেন।৪৩

হে রাজন্! তিনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি প্রকার প্রজার রক্ষক ছিলেন। অত্যন্ত তেজস্বী মান্ধাতা নিজ তপস্যাতেই ত্রিলোককে তাপিত করিয়াছিলেন।৪৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তঃ স কৌন্তেয়ো লোমশেন মহর্ষিণা।
পপ্রচ্ছানন্তরং ভূয়ঃ সোমকং প্রতি ভারত ॥৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি লোমশতীর্থযাত্রায়াং
মান্ধাতোপাখ্যানে ষড বিংশত্যধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১২৬

এই কুরুক্ষেত্রের মধ্যস্থিত পুণ্যতম দেশে সূর্য্যতুল্য তেজস্বী সেই রাজার দেবযজ্ঞভূমি রহিয়াছে—উহা দর্শন কর।৪৫

হে মহারাজ! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহার উত্তরে আমি তোমাকে মান্ধাতার সমগ্র চরিত্র বলিলাম।৪৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভরতবংশধর জনমেজয়! মহর্ষি লোমশের এই কথা শুনিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে পুনরায় সোমক রাজার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন।৪৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশ-তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে মান্ধাতা উপাখ্যানবিষয়ক ষড়্‌বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১২৬

সপ্তবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সোমকস্য জন্তোশ্চ উপাখ্যানম্।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কথংবীর্য্যঃ স রাজাভূৎ সোমকো বদতাং বর।
কর্ম্মাণ্যস্য প্রভাবঞ্চ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥১

লোমশ উবাচ।

যুধিষ্ঠিরাসীন্নৃপতিঃ সোমকো নাম ধার্মিকঃ।
তস্য ভার্য্যা শতং রাজন্ সদৃশীনামভূৎ তদা ॥২
স বৈ যত্নেন মহতা তাসু পুত্রং মহীপতিঃ।
কঞ্চিন্নাসাদয়ামাস কালেন মহতা হ্যপি ॥৩
কদাচিৎ তস্য বৃদ্ধস্য ঘটমানস্য যত্নতঃ।
জন্তুর্নাম সুতস্তস্মিন্ স্ত্রীশতে সমজায়ত ॥৪
তং জাতং মাতরঃ সর্বাঃ পরিবার্য্য সমাসত।
সততং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা কামভোগান্ বিশাম্পতে ॥৫
ততঃ পিপীলিকা জন্তুং কদাচিদদশৎ স্ফিচি।
স দষ্টো ব্যনদন্নাদং তেন দুঃখেন বালকঃ ॥৬
ততস্তা মাতরঃ সর্বাঃ প্রাক্রোশন্ ভৃশদুঃখিতাঃ।
প্রবার্য্য জন্তুং সহসা স শব্দস্তমুলোঽভবৎ ॥৭

সপ্তবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[সোমক ও জন্তুর উপাখ্যান।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে বাগ্মিবর! রাজা সোমকের বল পরাক্রম কিরূপ ছিল? আমি তাঁহার কর্ম্ম ও প্রভাব সম্বন্ধে সত্য ঘটনা জানিতে ইচ্ছা করি।১

লোমশ বলিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! সোমক-নামক এক ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন; তাঁহার অনুরূপ এক শত পত্নী ছিল। (তাহারা সকলে রূপে ও গুণে সমান ছিল)।২

রাজা বহুকাল বিশেষ যত্ন করিয়াও সেই একশত পত্নী হইতে একটিও সন্তান লাভ করিলেন না।৩

অনেক চেষ্টার ফলে বৃদ্ধ বয়সে রাজা সোমকের একটি সন্তান হইল, তাহার নাম হইল জন্তু।

রাজন্! সেই এক পুত্রকে শত মাতা নিজেদের

তমার্ত্তনাদং সহসা শুশ্রাব স মহীপতিঃ।
অমাত্যপর্ষদো মধ্যে উপবিষ্টঃ সহর্ত্বিজা ॥৮
ততঃ প্রস্থাপয়ামাস কিমেতদিতি পার্থিবঃ।
তস্মৈ ক্ষত্তা যথাবৃত্তমাচচক্ষে সুতং প্রতি ॥৯
ত্বরমাণঃ স চোত্থায় সোমকঃ সহ মন্ত্রিভিঃ।
প্রবিশ্যান্তঃপুরং পুত্রমাশ্বাসয়দরিন্দমঃ ॥১০
সান্ত্বয়িত্বা তু তং পুত্রং নিষ্ক্রাম্যান্তঃপুরান্নৃপঃ।
ঋত্বিজা সহিতো রাজন্ সহামাত্য উপাবিশৎ ॥১১

সোমক উবাচ।

ধিগস্ত্বিহৈকপুত্রত্বমপুত্রত্বং বরং ভবেৎ।
নিত্যাতুরত্বাদ্ ভূতানাং শোক এবৈকপুত্রতা ॥১২
ইদং ভার্য্যাশতং ব্রহ্মন্ পরীক্ষ্য সদৃশং প্রভো।
পুত্রার্থিনা ময়াহবোঢ়ং ন তাসাং বিদ্যতে প্রজা ॥১৩

ভোগ সুখ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদা ঘিরিয়া বসিয়া থাকিত।৫

তারপর একদিন একটি পিপীলিকা তাহার কটিদেশে দংশন করিলে সেই দুঃখে বালক সহসা উৎকট চীৎকার করিয়া উঠিল।৬

তখন তাহার জননীগণও তাহার দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে থাকিলে অন্তঃপুরে তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইল।৭

রাজা ঋত্বিক্ ও অমাত্যগণের সহিত সভায় বসিয়াছিলেন; তিনি অকস্মাৎ সেই আর্ত্তনাদ শুনিলেন।৮

তারপর রাজা 'ইহা কি হইল' এই বলিয়া একজন দ্বারপালকে প্রেরণ করিলে সে ফিরিয়া আসিয়া প্রকৃত সংবাদ বলিল।৯

তখন রাজা সোমক তাড়াতাড়ি উঠিয়া মন্ত্রিগণের সহিত অন্তঃপুরে গিয়া পুত্রকে আশ্বাস প্রদান করিলেন।১০

একঃ কথঞ্চিদুৎপন্নঃ পুত্রো জন্তুরয়ং মম।
যতমানাসু সর্বাসু কিং নু দুঃখমতঃ পরম্ ॥১৪
বয়শ্চ সমতীতং মে সভার্য্যস্য দ্বিজোত্তম।
আসাং প্রাণাঃ সমায়ত্তা মম চাত্রৈকপুত্রকে ॥১৫
স্যাত্তু কর্ম তথা যুক্তং যেন পুত্রশতং ভবেৎ।
মহতা লঘুনা বাপি কর্মণা দুষ্করেণ বা ॥১৬

ঋত্বিগুবাচ।

অস্তি চৈতাদৃশং কর্ম যেন পুত্রশতং ভবেৎ।
যদি শক্নোষি তৎ কর্ত্তুমথ বক্ষ্যামি সোমক ॥১৭

সোমক উবাচ।

কার্য্যং বা যদি বাকার্য্যং যেন পুত্রশতং ভবেৎ।
কৃতমেবেতি তদ্ বিদ্ধি ভগবান্ প্রব্রবীতু মে ॥১৮

রাজন্! রাজা পুত্রকে সান্ত্বনাদান করত অন্তঃপুর হইতে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় তাহাদের সহিত সভায় উপবেশন করিলেন।১১

সোমক বলিলেন,—এ সংসারে একপুত্রত্বকে ধিক্! উহা হইতে পুত্র না থাকাও ভাল। কারণ, একমাত্র পুত্রের অনিষ্টের আশঙ্কায় সর্ব্বদাই আকুল হইয়া থাকিতে হয়।১২

হে প্রভাবসম্পন্ন ব্রাহ্মণ! আমি পুত্র কামনা করিয়া বিশেষ পরীক্ষা করত শত ভার্য্যা গ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু তাহাদের কাহারও পুত্র হইল না।১৩

সেই সকল স্ত্রী সর্ব্বদা যত্ন করিতে থাকায় আমার এই জন্তুনামে একটি পুত্র কোন প্রকারে উৎপন্ন হইল, ইহা হইতে আর কি দুঃখ হইতে পারে?১৪

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমার ও পত্নীগণের যৌবন বয়স গত হইয়াছে এখন আমার এবং ইহাদের সকলের প্রাণ এই একমাত্র পুত্রেই নিবদ্ধ রহিয়াছে।১৫

ঋত্বিগুবাচ।

যজস্ব জন্তুনা রাজংস্ত্বং ময়া বিততে ক্রতৌ।
ততঃ পুত্রশতং শ্রীমদ্ ভবিষ্যত্যচিরেণ তে ॥১৯
বপায়াং হূয়মানায়াং ধূমমাঘ্রায় মাতরঃ।
ততস্তাঃ সুমহাবীর্য্যান্ জনয়িষ্যন্তি তে সুতান্ ॥২০
তস্যামেব তু তে জন্তুর্ভবিতা পুনরাত্মজঃ।
উত্তরে চাস্য সৌবর্ণং লক্ষ্ম পার্শ্বে ভবিষ্যতি ॥২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ববণি তীর্থযাত্রাপর্ববণি লোমশতীর্থযাত্রায়াং জন্তূপাখ্যানে সপ্তবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১২৭

এমন কোন আমাদের পক্ষে যুক্তিযুক্ত কর্ম্ম কি নাই. যাহার দ্বারা আমার শতপুত্র লাভ হয়? সেই কর্ম্ম বৃহৎ হউক, ক্ষুদ্র হউক অথবা অত্যন্ত সুকর বা তুষ্কর হউক ?১৬

ঋত্বিক্ বলিলেন,—এইরূপ কর্ম্ম আছে, যাহার দ্বারা আপনার শতপুত্র লাভ হইতে পারে। হে সোমক। আপনি যদি করিতে সমর্থ হন, তবে উহা আমি আপনাকে বলিব।১৭

সোমক বলিলেন,—হে ভগবন্। উহা কার্য্যই বা অকার্য্যই হউক, যদি উহার দ্বারা শতপুত্র লাভ সম্ভব হয়, তাহা হইলে তাহা আমি করিয়াছি বলিয়াই ধরিয়া লউন; এখন আপনি আমাকে সেই কর্ম্মের উপদেশ করুন।১৮

ঋত্বিক্ বলিলেন,—হে রাজন্। আপনি আমার দ্বারা ব্যবস্থাপিত যজ্ঞে জন্তুকে আহুতি দিয়া যজ্ঞ পূর্ণ করুন। তাহা হইলে শ্রীসম্পন্ন আপনার শতপুত্র অচিরেই জন্মগ্রহণ করিবে।১৯

সেই পুত্রের বসার দ্বারা যখন আহুতি দেওয়া হইবে, তখন আপনার ভার্য্যাগণ তাহার গন্ধ আঘ্রাণ করিবেন; তাহা হইলে তাঁহারা সকলেই বীর্য্যবান্ এক একটি পুত্র প্রসব করিবেন।২০

আপনার এই জন্তুনামক পুত্রটি পুনরায় তাহার নিজ মাতার গর্ভেই জন্মিবে। তাহার বাম পার্শ্বদেশে স্বর্ণবর্ণের চিহ্ন থাকিবে। (তাহাতেই বুঝা যাইবে যে, সে-ই জন্তু)।২১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে জন্তূপাখ্যানবিষয়ে সপ্তবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১২৭

অষ্টাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞঃ সোমকস্য শতসংখ্যকপুত্রলাভঃ তথা পুরোহিতস্য সোমকস্য চ সমভাবেন নরকে পুণ্যলোকে চ বাসঃ।]

সোমক উবাচ।

ব্রহ্মন্ যদ্ যদ্ যথা কার্য্যং তৎ কুরুষ্ব তথা তথা।
পুত্রকামতয়া সর্বং করিষ্যামি বচস্তব ॥১

লোমশ উবাচ।

ততঃ স যাজয়ামাস সোমকং তেন জন্তুনা।
মাতরস্তু বলাৎ পুত্রমপাকার্ষুঃ কৃপান্বিতাঃ ॥২

অষ্টাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[রাজা সোমকের শতপুত্র লাভ এবং পুরোহিত ও সোমকের সমান ভাবে নরক এবং পুণ্যলোকে বাস।]

সোমক বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্। আপনি যাহা যাহা কর্ত্তব্য, সবই করিয়া ফেলুন; আমি পুত্র

হা হতাঃ স্মেতি বাশন্ত্যস্তীব্রশোকসমাহতাঃ।
রুদন্ত্যঃ করুণং বাপি গৃহীত্বা দক্ষিণে করে ॥৩
সব্যে পাণৌ গৃহীত্বা তু যাজকোঽপি স্ম কর্ষতি।
কুররীণামিবার্ত্তানাং সমাকৃষ্য তু তং সুতম্ ॥৪
বিশস্য চৈনং বিধিবদ্ বপামস্য জুহাব সঃ।
বপায়াং হূয়মানায়াং গন্ধমাঘ্রায় মাতরঃ ॥৫
আর্ত্তা নিপেতুঃ সহসা পৃথিব্যাং কুরুনন্দন।
সর্বাশ্চ গর্ভানলভংস্ততস্তাঃ পরমাঙ্গনাঃ ॥৬
ততো দশসু মাসেষু সোমকস্য বিশাম্পতে।
জজ্ঞে পুত্রশতং পূর্ণং তাসু সর্বাসু ভারত ॥৭
জন্তুর্জ্যেষ্ঠঃ সমভবজ্জনিত্র্যামেব পার্থিব।
স তাসামিষ্ট এবাসীন্ন তথা তে নিজাঃ সুতাঃ ॥৮
তচ্চ লক্ষণমস্যাসীৎ সৌবর্ণং পার্শ্ব উত্তরে।
তস্মিন্ পুত্রশতে চাগ্র্যং স বভূব গুণৈরপি ॥৯

ততঃ স লোকমগমৎ সোমকস্য গুরুঃ পরম্।
অথ কালে ব্যতীতে তু সোমকোঽপ্যগমৎ পরম্ ॥১০
অথ তং নরকে ঘোরে পচ্যমানং দদর্শ সঃ।
তমপৃচ্ছৎ কিমর্থং ত্বং নরকে পচ্যসে দ্বিজ ॥১১
তমব্রবীদ্ গুরুঃ সোঽথ পচ্যমানোঽগ্নিনা ভৃশম্।
ত্বং ময়া যাজিতো রাজংস্তস্যেদং কর্মণঃ ফলম্ ॥১২

এতচ্ছ্রুত্বা স রাজর্ষির্ধর্মরাজমথাব্রবীৎ।
অহমত্র প্রবেক্ষ্যামি মুচ্যতাং মম যাজকঃ॥
মৎকৃতে হি মহাভাগঃ পচ্যতে নরকাগ্নিনা ॥১৩
(সোঽহমাত্মানমাধাস্যে নরকান্মুচ্যতাং গুরুঃ।)

ধর্ম উবাচ।

নান্যঃ কর্তুঃ ফলং রাজন্নুপভুঙ্ক্তে কদাচন।
ইমানি তব দৃশ্যন্তে ফলানি বদতাং বর ॥১৪

কামনায় আপনার সমস্ত উপদেশই পালন করিব।১

লোমশ বলিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! তারপর সেই ঋত্বিক্ রাজা সোমকের দ্বারা উক্ত যজ্ঞ করাইলেন। কিন্তু জন্তুকে আহুতি দেবার সময় দয়া ও মমতাবশতঃ জননীগণ জন্তুকে টানিয়া ধরিয়া "হায় আমরা মরিয়া গেলাম" এই বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। করুণ স্বরে রোদন করিতে করিতে তাঁহারা একদিকে পুত্রের ডান হাত ধরিয়া টানিতেছেন, অপরদিকে পুরোহিত তাহার বাঁ হাত ধরিয়া টানিতেছেন। কুররী পক্ষীর ন্যায় ক্রন্দনরতা জননীগণের নিকট হইতে পুত্রকে ছিনাইয়া লইয়া যাজক শরীর কাটিয়া বসা বাহির করিলেন এবং তাহাদ্বারা অগ্নিতে আহুতি দিলেন। জননীগণ উহার গন্ধ আঘ্রাণ করত শোকে মূর্ছিতপ্রায় হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। কিন্তু তাহার ফলে সেই উত্তমা রাজপত্নীগণ সকলেই গর্ভ ধারণ করিলেন।২-৬

হে রাজন্! হে ভরতবংশধর যুধিষ্ঠির! তারপর দশ মাসের মধ্যে তাঁহাদের গর্ভে রাজা সোমকের একশত পুত্র জন্মগ্রহণ করিল।৭

রাজন্! জন্তুই জ্যেষ্ঠ পুত্র হইয়া নিজ জননীর গর্ভেই জন্মিল। সে-ই সকলের অধিক প্রিয় হইল, অধিক কি? অন্যান্য জননীগণের নিজ নিজ পুত্রও জন্তুর ন্যায় তাঁহাদের নিকট প্রিয় হইল না।৮

তাহার বামপার্শ্বে সেই স্বর্ণ চিহ্নও ছিল এবং সে-ই গুণে শতপুত্রমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইল।৯

তারপর কিছুকাল পরে সোমকের সেই গুরু পরলোক গমন করিলেন এবং তাহার কিছুকাল পরে রাজাও কালকবলিত হইলেন।১০

মৃত্যুর পর রাজা তাহার গুরুকে নরকে দুঃখভোগ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ব্রহ্মন্! আপনি নরক ভোগ করিতেছেন কেন? ১১

তদুত্তরে নরকাগ্নিতে অত্যন্ত সন্তপ্ত গুরু বলিলেন,—হে রাজন্! তোমার জন্য যে যাজনা করিয়াছি,

সোমক উবাচ।

পুণ্যান্ন কাময়ে লোকানৃতেঽহং ব্রহ্মবাদিনম্।
ইচ্ছাম্যহমনেনৈব সহ বস্তুং সুরালয়ে ॥১৫
নরকে বা ধর্মরাজ কর্মণাস্য সমো হ্যহম্।
পুণ্যাপুণ্যফলং দেব সমমস্ত্বাবয়োরিদম্ ॥১৬

ধর্মরাজ উবাচ।

যদ্যেবমীপ্সিতং রাজন্ ভুঙ্‌ক্ষ্বাস্য সহিতঃ ফলম্।
তুল্যকালং সহানেন পশ্চাৎ প্রাপ্স্যসি সদ্গতিম্ ॥১৭

লোমশ উবাচ।

স চকার তথা সর্বং রাজা রাজীবলোচনঃ।
ক্ষীণপাপশ্চ তস্মাৎ স বিমুক্তো গুরুণা সহ ॥১৮
লেভে কামান্ শুভান্ রাজন্ কর্মণা
নির্জিতান্ স্বয়ম্।
সহ তেনৈব বিপ্রেণ গুরুণা স গুরুপ্রিয়ঃ ॥১৯
এষ তস্যাশ্রমঃ পুণ্যো য এষোঽগ্রে বিরাজতে।
ক্ষান্ত উষ্যাত্র ষড়্রাত্রং প্রাপ্নোতি সুগতিং নরঃ ॥২০
এতস্মিন্নপি রাজেন্দ্র বৎস্যামো বিগতজ্বরাঃ।
ষড়্রাত্রং নিয়তাত্মানঃ সজ্জীভব কুরূদ্বহ ॥২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়াং জন্তূপাখ্যানে অষ্টাবিংশত্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১২৭

সেই কর্ম্মের ফলে আমার এই অগ্নিদাহকরূপ নরকযন্ত্রণা ভোগ হইতেছে।১২

তাহা শুনিয়া রাজর্ষি সোমক ধর্ম্মরাজ যমকে বলিলেন—"হে ধর্ম্মরাজ! আপনি আমার যাজককে মুক্ত করিয়া দিন। আমিই তাঁহার প্রতিনিধিরূপে নরক ভোগ করিব; কারণ, আমার জন্যই এই মহাভাগ নরকাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছেন।১৩

ধর্ম্ম বলিলেন,—"হে রাজন্! কর্মকারীর কর্ম্মফল অপরে কেহ কখনও ভোগ করে না। হে বক্তৃগণশ্রেষ্ঠ! এই যে দেখিতেছ—এই কর্ম্মফলগুলি তোমার জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে।১৪

সোমক বলিলেন,—আমি এই ব্রহ্মবাদী গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া কোন পুণ্যলোকেই বাস করিতে চাহি না। হে ধর্ম্মরাজ! আমি ইঁহার সহিতই স্বর্গে বা নরকে বাস করিতে চাই। দেব! আমার পুণ্য কর্মে ইঁহারও সমান অধিকার; সুতরাং পুণ্য ও পাপ-কর্মের ফল আমাদের উভয়েরই সমানভাবে লাভ হওয়া উচিত।১৫-১৬

ধর্ম্মরাজ বলিলেন,—হে রাজন্। যদি এইরূপই তোমার ইচ্ছা হয়, তবে তুমি ইহারই সহিতই এখন নরক ভোগ কর, পরে উভয়েই সমানভাবে সদ্‌গতি লাভ করিবে।১৭

লোমশ বলিলেন,—তখন সেই রাজীবলোচন রাজা সোমক ধর্মরাজের কথামত সব কার্য্যই করিলেন এবং ভোগে পাপশূন্য হইয়া গুরুর সহিতই নরক হইতে মুক্ত হইলেন।১৮

রাজন্। তারপর সেই গুরুপ্রিয় রাজা সোমক স্বয়ং নিজ পুণ্যানুসারে প্রাপ্ত উত্তম লোক লাভ করত গুরুর সহিত তথায় সুখ ভোগ করিলেন।১৯

এই যে অগ্রে দেখা যাইতেছে, উহাই সেই সোমক রাজার পুণ্য আশ্রম; এখানে ক্ষমাশীল হইয়া ষড়্‌রাত্রি বাস করিলে মানুষ সদ্‌গতি লাভ করে।২০

হে কুরুবংশাবতংস রাজেন্দ্র যুধিষ্ঠির! তুমি প্রস্তুত হও, আমরা সকলেই এখানে চিন্তাশূন্য হইয়া এবং মন ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত রাখিয়া ছয় রাত্রি বাস করিব।২১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে জন্তুপাখ্যানবিষয়ে অষ্টাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১২৮

একোনত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কুরুক্ষেত্রদ্বারস্বরূপ-প্রসর্পণনামকযমুনাতীর্থস্য সরস্বতীতীর্থস্য চ মহিমকথনম্।]

লোমশ উবাচ।

অস্মিন্ কিল স্বয়ং রাজন্নিষ্টবান্ বৈ প্রজাপতিঃ।
সত্রমিষ্টীকৃতং নাম পুরা বর্ষসহস্রিকম্ ॥১

অম্বরীষশ্চ নাভাগ ইষ্টবান্ যমুনামনু।
যত্রেষ্ট্বা দশ পদ্মানি সদস্যেভ্যোঽভিসৃষ্টবান্ ॥২

যজ্ঞৈশ্চ তপসা চৈব পরাং সিদ্ধিমবাপ সঃ।
দেশশ্চ নাহুষস্যায়ং যজ্বনঃ পুণ্যকর্ম্মণঃ ॥৩

সার্বভৌমস্য কৌন্তেয় যযাতেরমিতৌজসঃ।
স্পর্দ্ধমানস্য শক্রেণ তস্যেদং যজ্ঞবাস্ত্বিহ ॥৪

পশ্য নানাবিধাকারৈরগ্নিভির্নিচিতাং মহীম্।
মজ্জন্তীমিব চাক্রান্তাং যযাতের্যজ্ঞকর্ম্মভিঃ ॥৫

এষা শম্যেকপত্রা যা সরকং চৈতদুত্তমম্।
পশ্য রামহ্রদানেতান্ পশ্য নারায়ণাশ্রমম্ ॥৬

এতচ্চর্চীকপুত্রস্য যোগৈর্বিচরতো মহীম্।
প্রসর্পণং মহীপাল রৌপ্যায়ামমিতৌজসঃ ॥৭

অত্রানুবংশং পঠতঃ শৃণু মে কুরুনন্দন।
উলূখলৈরাভরণৈঃ পিশাচী যদভাষত ॥৮

যুগন্ধরে দধি প্রাশ্য উষিত্বা চাচ্যুতস্থলে।
তদ্বদ্ ভূতলয়ে স্নাত্বা সপুত্রা বস্তুমর্হসি ॥৯

একরাত্রমুষিত্বেহ দ্বিতীয়ং যদি বৎস্যসি।
এতদ্ বৈ তে দিবাবৃত্তং রাত্রৌ বৃত্তমতোঽন্যথা ॥১০

একোনত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[কুরুক্ষেত্রের দ্বারস্বরূপ প্রসর্পণনামক
যমুনাতীর্থ ও সরস্বতী তীর্থের মহিমা।]

লোমশ বলিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! এইখানে পুরাকালে স্বয়ং প্রজাপতি একভাবে সহস্র বর্ষব্যাপী ইষ্টীকৃতনামক সত্রযজ্ঞ করিয়াছিলেন।১

নাভাগপুত্র অম্বরীষ যমুনার তীরে যেখানে যজ্ঞ করিয়া দশপদ্মসংখ্যক মুদ্রা সদস্য ব্রাহ্মণগণকে দিয়াছিলেন।২

তিনি যজ্ঞসমূহ ও তপস্যার দ্বারা পরমা সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। হে কৌন্তেয়! এই সেই নহুষপুত্র যযাতির দেশ; তিনি পুণ্যকর্ম্মা, যাজ্ঞিক, সার্ব্বভৌম সম্রাট্ ও অমিততেজস্বী ছিলেন এবং ইন্দ্রের সহিতও স্পর্দ্ধা করিতেন। এ স্থান তাঁহারই যজ্ঞ ভূমি।৩-৪

দেখ, এখানে অগ্নি স্থাপনের জন্য ইষ্টকাদি দ্বারা নির্ম্মিত নানাবিধ আকারের অনেক বেদী এখনও বর্ত্তমান আছে। এই সকল বেদী যেন তাঁহার যজ্ঞকর্মদ্বারা আক্রান্ত হইয়া পুণ্যধারায় নিমজ্জিত হইয়া আছে।৫

ঐ দেখ একপত্রবিশিষ্ট শমীবৃক্ষের অবশেষ ও একটী সরোবর দেখা যাইতেছে। এই সেই উত্তম পরশুরাম-সৃষ্ট পাঁচটি রামহ্রদ এবং এই সেই নর-নারায়ণাশ্রম।৬

হে মহারাজ! যোগবলে সমগ্র পৃথিবীতে বিচরণকারী ঋচীকপুত্র অমিততেজা জমদগ্নির প্রসর্পণতীর্থ; ইহা রৌপ্যানামক নদীর তীরে অবস্থিত।৭

হে কুরুনন্দন! আমি এই তীর্থের বিষয়ে উলূখলসদৃশ আভরণপরিধানকারিণী এক পিশাচী কর্ত্তৃক উক্ত দুইটি শ্লোক পাঠ করিতেছি,—তুমি উহা শ্রবণ কর।৮

যুগন্ধরপর্ব্বতে দধি (উষ্ট্রদুগ্ধজাত) খাইয়া, অচ্যুতস্থলরূপ (সঙ্করজাতি ও চাণ্ডালের নিবাসভূমি) গ্রামে রাত্রি বাস করিয়া এবং ভূতলয়নামক (চোর ও দস্যুর গ্রাম) গ্রামের নিকটবর্ত্তিনী নদীতে স্নান করিয়া (সেই পাপক্ষয়ের জন্য এক রাত্রি) তুমি পুত্রের সহিত এই তীর্থে বাস করিতে পার।৯

অদ্য চাত্র নিবৎস্যামঃ ক্ষপাং ভরতসত্তম।
দ্বারমেতৎ তু কৌন্তেয় কুরুক্ষেত্রস্য ভারত ॥১১
অত্রৈব নাহুষো রাজা রাজন্ ক্রতুভিরিষ্টবান্।
যযাতির্বহুরত্নৌঘৈর্যত্রেন্দ্রো মুদমভ্যগাৎ ॥১২
এতৎ প্লক্ষাবতরণং যমুনাতীর্থমুত্তমম্।
এতদ্ বৈ নাকপৃষ্ঠস্য দ্বারমাহুর্মনীষিণঃ ॥১৩
অত্র সারস্বতৈর্যজ্ঞৈরীজানাঃ পরমর্ষয়ঃ।
যূপোলূখলিকাস্তাত গচ্ছন্ত্যবভৃথপ্লবম্ ॥১৪

অত্র বৈ ভরতো রাজা রাজন্ ক্রতুভিরিষ্টবান্।
হয়মেধেন যজ্ঞেন মেধ্যমশ্বমবাসৃজৎ ॥১৫

অসকৃৎ কৃষ্ণসারঙ্গং ধর্মেণাপ্য চ মেদিনীম্।
অত্রৈব পুরুষব্যাঘ্র মরুত্তঃ সত্রমুত্তমম্ ॥১৬

প্রাপ চৈবর্ষিমুখ্যেন সংবর্তেনাভিপালিতঃ।
অত্রোপস্পৃশ্য রাজেন্দ্র সর্বান্ লোকান্ প্রপশ্যতি।
পূয়তে দুষ্কৃতাচ্চৈব অত্রোপি সমুপস্পৃশ ॥১৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তত্র সভ্রাতৃকঃ স্নাত্বা স্তূয়মানো মহর্ষিভিঃ।
লোমশং পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ ইদং বচনমব্রবীৎ ॥১৮

সর্বান্ লোকান্ প্রপশ্যামি তপসা সত্যবিক্রম।
ইহস্থঃ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠং পশ্যামি শ্বেতবাহনম্ ॥১৯

লোমশ উবাচ।

এবমেতন্মহাবাহো পশ্যন্তি পরমর্ষয়ঃ।
(ইহ স্নাত্বা তপোযুক্তাংস্ত্রীন্ লোকান্ সচরাচরান্।)
সরস্বতীমিমাং পুণ্যাং পুণ্যৈকশরণাবৃতাম্ ॥২০

এক রাত্রি তো এখানে বাস করিয়াছ, যদি দ্বিতীয় রাত্রিও বাস কর, তবে দিনের বেলায় তোমার যা অবস্থা হইয়াছে, রাত্রিতে তাহার চেয়েও অধিক দুরবস্থা হইবে।১০

হে ভরতসত্তম কুন্তীপুত্র! ইহা কুরুক্ষেত্রের দ্বারস্বরূপ, আজ রাত্রিতে আমরা এখানে বাস করিব।১১

রাজন্! এখানেই নহুষপুত্র রাজা যযাতি সদস্যগণকে বহুবিধ রত্নসম্ভার প্রদানপূর্ব্বক যজ্ঞ করিয়াছিলেন; তাহাতে ইন্দ্র খুব তৃপ্তি লাভ করিয়াছিলেন।১২

এই সেই প্লক্ষাবতরণ নামক উত্তম যমুনাতীর্থ, মনীষিগণ ইহাকে স্বর্গলোকের দ্বার বলিয়াছেন।১৩

তাত! এখানে যূপ ও উদূখলের সংগ্রহকারী মহর্ষিগণ সারস্বত যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান করত অবভৃথ-স্নান করিয়াছিলেন।১৪

রাজন্! এইখানে রাজা ভরত ধর্মানুসারে রাজত্ব লাভ করিয়া বহু যজ্ঞ করিয়াছিলেন এবং তিনি অনেকবার কৃষ্ণমৃগতুল্য বর্ণবিশিষ্ট শ্যামকর্ণ অশ্বমেধ যজ্ঞসম্বন্ধীয় পবিত্র অশ্ব দিগ্বিজয়ার্থে প্রেরণ করিয়াছিলেন।১৫

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এইখানে সংবর্ত্তনামক ঋষিশ্রেষ্ঠের দ্বারা সংরক্ষিত মহারাজ মরুত্ত উত্তম সত্র-যাগ করিয়াছিলেন। হে রাজেন্দ্র! এই তীর্থের জলে স্নান করিলে মানুষ সর্ব্বপ্রকার উত্তম লোকসমূহ দেখিতে পায় এবং পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। তুমি এখানেও স্নান কর।১৬-১৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! ভ্রাতৃগণের সহিত পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির তথায় স্নান করিয়া এবং মহর্ষিগণ কর্ত্তৃক প্রশংসিত লোমশমুনিকে এই কথা বলিলেন।১৮

হে সত্যবিক্রম! আজ আপনার কৃপায় আমি এই প্লক্ষাবতরণ তীর্থের জলে অবস্থান করত সব লোক স্বচক্ষে দেখিতে পাইতেছি। আমি এইখানে থাকিয়াই স্বর্গস্থ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ শ্বেতবাহন অর্জ্জুনকে দেখিতে পাইতেছি।১৯

লোমশ বলিলেন,—হে মহাবাহো! পরমর্ষিগণ

যত্র স্নাত্বা নরশ্রেষ্ঠ ধূতপাপ্মা ভবিষ্যসি ।
ইহ সারস্বতৈর্যজ্ঞৈরিষ্টবন্তঃ সুরর্ষয়ঃ ।
ঋষয়শ্চৈব কৌন্তেয় তথা রাজর্ষয়োঽপি চ ॥২১
বেদী প্রজাপতেরেষা সমন্তাৎ পঞ্চযোজনা ।
কুরোর্বৈ যজ্ঞশীলস্য ক্ষেত্রমেতন্মহাত্মনঃ ॥২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রাপর্ব্বণি লোমশ-
তীর্থযাত্রায়ামেকোনত্রিংশদধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥১২৮

এখানে স্নান করত তপোবলযুক্ত হইয়া এইরূপে ত্রিভুবনস্থিত চরাচর লোকসমূহকে দেখিতে পান। পুণ্যৈকশরণ ঋষিগণের দ্বারা নিষেবিত এই পুণ্যময়ী সরস্বতী নদীকে দর্শন কর।২০

হে নরশ্রেষ্ঠ! যেখানে স্নান করিলে তুমি সর্ব্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হইবে। হে কৌন্তেয়! এখানে দেবর্ষি, ঋষি এবং রাজর্ষিগণ সারস্বত যজ্ঞসমূহের অনুষ্ঠান করিয়াছেন।২১

এই সেই চারিদিকে পঞ্চ যোজন পরিমিতা ভূমিতে ব্যাপ্তা প্রজাপতির বেদী দেখা যাইতেছে। ইহাই যজ্ঞশীল কুরুরাজার ক্ষেত্র 'কুরুক্ষেত্র' নামে পরিচিত।২২

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশ-
তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে একোনত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১২৯

ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[বিভিন্নতীর্থানাং মহিমবর্ণনম্, রাজ্ঞ উশীনরস্য কথোপক্রমশ্চ।]

লোমশ উবাচ ।
ইহ মর্ত্ত্যাস্তনূস্ত্যক্ত্বা স্বর্গং গচ্ছন্তি ভারত ।
মর্ত্তুকামা নরা রাজন্নিহায়ান্তি সহস্রশঃ ॥১
এবমাশীঃ প্রযুক্তা হি দক্ষেণ যজতা পুরা ।
ইহ যে বৈ মরিষ্যন্তি তে বৈ স্বর্গজিতো নরাঃ ॥২
এষা সরস্বতী রম্যা দিব্যা চৌঘবতী নদী ।
এতদ্ বিনশনং নাম সরস্বত্যা বিশাম্পতে ॥৩
দ্বারং নিষাদরাষ্ট্রস্য যেষাং দোষাৎ সরস্বতী ।
প্রবিষ্টা পৃথিবীং বীর মা নিষাদা হি মাং বিদুঃ ॥৪

ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[বিভিন্ন তীর্থের মহিমা বর্ণন ও রাজা
উশীনরের কথা আরম্ভ।]

লোমশ বলিলেন,—ভারত! এই স্থানে মনুষ্যগণ শরীর ত্যাগ করিলে স্বর্গে গমন করে। হে রাজন্! এ-কারণে মরিবার জন্য এই তীর্থে হাজার হাজার লোক আগমন করে।১

পুরাকালে প্রজাপতি দক্ষ যজ্ঞ করিবার সময় এইরূপ আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন যে, এখানে যাহারা মরিবে, তাহারা স্বর্গে গমন করিবে।২

রাজন্! এই সেই স্রোতস্বিনী দিব্যা রমণীয়া সরস্বতী নদী এবং এই সেই সরস্বতীর বিনশননামক

এষ বৈ চমসোদ্ভেদো যত্র দৃশ্যা সরস্বতী।
যত্রৈনামভ্যবর্তন্ত সর্ব্বাঃ পুণ্যাঃ সমুদ্রগাঃ ॥৫
এতৎ সিন্ধোর্মহৎ তীর্থং যত্রাগস্ত্যমরিন্দম।
লোপামুদ্রা সমাগম্য ভর্তারমবৃণীত বৈ ॥৬

এতৎ প্রকাশতে তীর্থং প্রভাসং ভাস্করদ্যুতে।
ইন্দ্রস্য দয়িতং পুণ্যং পবিত্রং পাপনাশনম্ ॥৭

এতদ্ বিষ্ণুপদং নাম দৃশ্যতে তীর্থমুত্তমম্।
এষা রম্যা বিপাশা চ নদী পরমপাবনী ॥৮

অত্র বৈ পুত্রশোকেন বশিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ।
বদ্ধ্বাত্মানং নিপতিতো বিপাশঃ পুনরুত্থিতঃ ॥৯

কাশ্মীরমণ্ডলং চৈতৎ সর্বপুণ্যমরিন্দম।
মহর্ষিভিশ্চাধ্যুষিতং পশ্যেদং ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥১০

তীর্থ।৩

বীর! এই বিনশন তীর্থ নিষাদরাষ্ট্রের দ্বারস্বরূপ; এইখানেই সরস্বতী পৃথিবীর মধ্যে প্রবৃষ্ট হইয়াছেন; কারণ, নিষাদগণ যাহাতে তাঁহাকে জানিতে না পারে।৪

এই চমসোদ্ভেদ তীর্থ, যেখানে সরস্বতী পুনরায় দৃশ্যা হইয়াছেন; এইখানেই সমুদ্রগামিনী সমস্ত পুণ্যা নদীর সমাগম হইয়াছে।৫

হে অরিন্দম! এই সেই সাগর-সন্নিহিত মহাতীর্থ, যেখানে লোপামুদ্রা নিজ পতি অগস্ত্যমুনিকে বরণ করিয়াছিলেন।৬

হে সূর্য্যতুল্যতেজস্বী রাজন্! এই সেই ইন্দ্রের অতীব প্রিয়, পবিত্র, পুণ্যজনক এবং পাপনাশক প্রভাস তীর্থ শোভা পাইতেছে।৭

এই সেই বিষ্ণুপদনামক উত্তম তীর্থ এবং এই রমণীয়া পরমপাবনী বিপাশা নদী দেখা যাইতেছে।৮

এই নদীতে বশিষ্ঠমুনি পুত্রশোকে বিহ্বল হইয়া হাত-পা বাঁধিয়া ঝাঁপ দিয়াছিলেন; কিন্তু বিপাশা

যত্রোত্তরাণাং সর্বেষামৃষীণাং নাহুষস্য চ।
অগ্নেশ্চৈবাত্র সংবাদঃ কাশ্যপস্য চ ভারত ॥১১
এতদ্ দ্বারং মহারাজ মানসস্য প্রকাশতে।
বর্ষমস্য গিরের্মধ্যে রামেণ শ্রীমতা কৃতম্ ॥১২
এষ বাতিকষণ্ডো বৈ প্রখ্যাতঃ সত্যবিক্রমঃ।
নাত্যবর্তত যদ্ দ্বারং বিদেহাদুত্তরঞ্চ যঃ ॥১৩

ইদমাশ্চর্য্যমপরং দেশেঽস্মিন্ পুরুষর্ষভ।
ক্ষীণে যুগে তু কৌন্তেয় শর্বস্য সহ পার্ষদৈঃ ॥১৪
সহোময়া চ ভবতি দর্শনং কামরূপিণঃ।
অস্মিন্ সরসি সত্রৈর্বৈ চৈত্রে মাসি পিনাকিনম্ ॥১৫

যজন্তে যাজকাঃ সম্যক্ পরিবারং শুভার্থিনঃ।
অত্রোপস্পৃশ্য সরসি শ্রদ্দধানো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥১৬

তাঁহাকে পাশমুক্ত করিয়া দেওয়ায় পুনরায় জল হইতে উত্থিত হইয়াছিলেন।৯

হে অরিন্দম! এই সেই পুণ্যময় কাশ্মীরমণ্ডল; যেখানে বহু ঋষি বাস করেন; ভ্রাতৃগণের সহিত তুমি ইহাকে দর্শন কর।১০

হে ভারত! এ-ই সেই স্থান, যেখানে উত্তর ভারতের সমস্ত ঋষি, নহুষপুত্র যযাতি, অগ্নি এবং কাশ্যপের সংবাদ হইয়াছিল।১১

মহারাজ! এ-ই সেই মানসসরোবরে গমন করিবার দ্বার দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। এই পর্ব্বতের মধ্যে শ্রীমান্ পরশুরাম এক রন্ধ্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।১২

এই সেই যথার্থ বিক্রমের আধার বাতিকষণ্ডনামক বিখ্যাত স্থান। ইহা বিদেহ দেশের উত্তরে অবস্থিত। বায়ুও কখনও পরশুরামের এই আশ্রমদ্বারকে অতিক্রম করেন না।১৩

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই দেশে আর একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার আছে। হে কৌন্তেয়! এই স্থানের নিবাসী সাধকগণ যুগান্তে এস্থানে পার্ষদগণ ও উমার সহিত

ক্ষীণপাপঃ শুভান্ লোকান্ প্রাপ্নুতে নাত্র সংশয়ঃ।
এষ উজ্জানকো নাম পাবকির্যত্র শান্তবান্ ।
অরুন্ধতীসহায়শ্চ বশিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ ॥১৭
হ্রদশ্চ কুশবানেষ যত্র পদ্মং কুশেশয়ম্ ।
আশ্রমশ্চৈব রুক্মিণ্যা যত্রাশাম্যদকোপনা ॥১৮
সমাধীনাং সমাসস্তু পাণ্ডবেয় শ্রুতস্ত্বয়া ।
তং দ্রক্ষ্যসি মহারাজ ভৃগুতুঙ্গং মহাগিরিম্ ॥১৯
বিতস্তাং পশ্য রাজেন্দ্র সর্বপাপপ্রমোচনীম্ ।
মহর্ষিভিশ্চাধ্যুষিতাং শীততোয়াং সুনির্মলাম্ ॥২০
জলাং চোপজলাং চৈব যমুনামভিতো নদীম্ ।
উশীনরো বৈ যত্রেষ্ট্বা বাসবাদত্যরিচ্যত ॥২১

তাং দেবসমিতিং তস্য বাসবশ্চ বিশাম্পতে ।
অভ্যাগচ্ছন্নৃপবরং জ্ঞাতুমগ্নিশ্চ ভারত ॥২২
জিজ্ঞাসমানৌ বরদৌ মহাত্মানমুশীনরম্ ।
ইন্দ্রঃ শ্যেনঃ কপোতোঽগ্নির্ভূত্বা যজ্ঞেঽভিজগ্মতুঃ॥২৩

উরু রাজ্ঞঃ সমাসাদ্য কপোতঃ শ্যেনজাদ্ ভয়াৎ ।
শরণার্থী তদা রাজন্ নিলিল্যে ভয়পীড়িতঃ ॥২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি
লোমশতীর্থযাত্রায়াং শ্যেন-কপোতীয়ে
ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৩০

কামরূপী ভগবান্ শঙ্করের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করেন। চৈত্রমাসে এই সরোবরের তীরে কল্যাণকামী যাজকগণ পরিবার সহিত ভগবান্ শঙ্করের বহুপ্রকার যজ্ঞদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। এখানে মানুষ জিতেন্দ্রিয় হইয়া শ্রদ্ধার সহিত স্নান করিলে পাপমুক্ত হইয়া শুভলোকসমূহ প্রাপ্ত হয়—ইহাতে কোন সংশয় নাই। এই সেই উজ্জানকনামক সরোবর; যেখানে ভগবান্ কার্ত্তিকেয় এবং মহর্ষি ভগবান্ বশিষ্ঠ অরুন্ধতীর সহিত তপস্যা করিয়া পরম শান্তি লাভ করিয়াছিলেন।১৪-১৭

এই সেই কুশবান্ নামক হ্রদ। যেখানে কুশেশয়নামক পদ্মসমূহ বিকশিত থাকে। এই সেই রুক্মিণী দেবীর আশ্রম, যেখানে তিনি ক্রোধকে জয় করিয়া শান্তি লাভ করিয়াছিলেন।১৮

হে পাণ্ডুনন্দন মহারাজ যুধিষ্ঠির! তুমি অষ্টাঙ্গ যোগের সংক্ষিপ্ত স্বরূপ যে সমাধির কথা শুনিয়াছ, এই ভৃগুতুঙ্গ মহাপর্ব্বত দর্শনমাত্রই উহা লাভ হইয়া থাকে, আজ তুমি সেই পর্ব্বত দর্শন করিবে।১৯

হে রাজেন্দ্র! তুমি মহর্ষিগণের দ্বারা অধ্যুষিত, সর্ব্বরূপনাশিনী সুনির্ম্মলা শীতলজলা বিতস্তা নদীকে দর্শন কর।২০

যমুনা নদীর উভয় পার্শ্বে জলা ও উপজলা নামক দুই নদীকে দর্শন কর; যাহার তীরে যজ্ঞ করিয়া রাজা উশীনর ইন্দ্রকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন।২১

হে রাজন্ ভরতবংশধর! এই উশীনরের মহত্ত্ব পরীক্ষা করিবার জন্য ইন্দ্র ও অগ্নি নৃপশ্রেষ্ঠ উশীনরের রাজসভায় আগমন করিয়াছিলেন।২২

বরদাতা ঐ দুই দেবতা মহাত্মা উশীনরকে পরীক্ষা করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন; তাই ইন্দ্র শ্যেনরূপ অগ্নি কপোত (কবুতর) রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার যজ্ঞমণ্ডপে আসিয়াছিলেন।২৩

হে রাজন্! সেই সময় কপোত শ্যেনের ভয়ে অত্যন্ত কাতর হইয়া রাজার উরুদ্বয়কে আশ্রয় করত শরণাগত হইয়াছিল।২৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে শ্যেন-কপোতীয়োপাখ্যানবিষয়ক ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৩০

একত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[উশীনরকর্ত্তৃকা শ্যেনায় স্বশরীরমাংসং দত্ত্বা শরণাগতস্য কপোতস্য প্রাণরক্ষা।]

শ্যেন উবাচ।

ধর্মাত্মানং ত্বাহুরেকং সর্বে রাজন্ মহীক্ষিতঃ।
সর্বধর্মবিরুদ্ধং ত্বং কস্মাৎ কর্ম চিকীর্ষসি ॥১

বিহিতং ভক্ষণং রাজন্ পীড্যমানস্য মে ক্ষুধা।
মা রক্ষীধর্মলোভেন ধর্মমুৎসৃষ্টবানসি ॥২

রাজোবাচ।

সন্ত্রস্তরূপস্ত্রাণার্থী ত্বত্তো ভীতো মহাদ্বিজ।
মৎসকাশমনুপ্রাপ্তং প্রাণগৃধ্নু রয়ং দ্বিজঃ ॥৩

এবমভ্যাগতস্যেহ কপোতস্যাভয়ার্থিনঃ।
অপ্রদানে পরং ধর্মং কথং শ্যেন ন পশ্যসি ॥৪

প্রস্পন্দমানঃ সম্ভ্রান্তঃ কপোতঃ শ্যেন লক্ষ্যতে।
মৎসকাশং জীবিতার্থী তস্য ত্যাগো বিগর্হিতঃ ॥৫

যো হি কশ্চিদ্ দ্বিজান্ হন্যাদ্ গাং বা লোকস্য মাতরম্।
শরণাগতঞ্চ ত্যজতে তুল্যং তেষাং হি পাতকম্ ॥৬

শ্যেন উবাচ।

আহারাৎ সর্বভূতানি সম্ভবন্তি মহীপতে।
আহারেণ বিবর্ধন্তে তেন জীবন্তি জন্তবঃ ॥৭

শক্যতে দুস্ত্যজেঽপ্যর্থে চিররাত্রায় জীবিতুম্।
ন তু ভোজনমুৎসৃজ্য শক্যং বর্তয়িতুং চিরম্ ॥৮

ভক্ষ্যাদ্ বিযোজিতস্যাদ্য মম প্রাণা বিশাম্পতে।
বিসৃজ্য কায়মেষ্যন্তি পন্থানমকুতোভয়ম্ ॥৯

প্রমৃতে ময়ি ধর্মাত্মন্ পুত্রদারাদি নঙ্ক্ষ্যতি।
রক্ষমাণঃ কপোতং ত্বং বহূন্ প্রাণান্ ন রক্ষসি ॥১০

একত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[রাজা উশীনর কর্ত্তৃক শ্যেনপক্ষীকে নিজ শরীরের মাংস দিয়া শরণাগত কপোতের প্রাণ রক্ষা।]

শ্যেন বলিল,—হে রাজন্! সকল রাজা কেবল আপনাকে ধর্ম্মাত্মা বলিয়া থাকেন, কিন্তু আপনি কেন সর্ব্বধর্ম্মবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা করিতেছেন ?১

রাজন্! ঈশ্বর ক্ষুধাপীড়িত আমাকে যাহা ভক্ষ্যরূপে বিধান করিয়াছেন, আপনি ধর্ম্মলোভে তাহাকে রক্ষা করিবেন না; কারণ, ইহাকে রক্ষা করিয়া আপনি ধর্ম্মকেই পরিত্যাগ করিতেছেন।২

রাজা বলিলেন,—হে পক্ষিরাজ! এই পক্ষী তোমা হইতে ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া শরণার্থীরূপে আমার কাছে প্রাণরক্ষার জন্য উপস্থিত হইয়াছে।৩

এইরূপ অভয়ার্থী হইয়া আগত কপোতকে তোমার হাতে না দেওয়াই যে আমার পরম ধর্ম্ম, হে শ্যেন! তুমি তাহা দেখিতেছ না কেন ? ৪

হে শ্যেন! দেখ এই কপোত তোমার ভয়ে ব্যাকুল হইয়া কাঁপিতেছে; সে আমার নিকট জীবিতার্থী হইয়া আসিয়াছে, সুতরাং তাহাকে পরিত্যাগ করা অত্যন্ত নিন্দনীয়।৫

যে কোন মানুষ যদি একজন ব্রাহ্মণকে হত্যা করে বা লোকমাতা গাভীকে হত্যা করে কিংবা শরণাগতকে পরিত্যাগ করে, তবে এই তিনজনেরই সমান পাতক হয়।৬

শ্যেন বলিল,—হে ভূপতে! প্রাণিগণ আহার হইতে উৎপন্ন হয়, আহারের দ্বারাই বর্দ্ধিত হয় এবং আহারেই জীবিত থাকে।৭

যাহা ত্যাগ করা দুষ্কর—এমন অর্থ ছাড়াও মানুষ অনেক দিন বাঁচিতে পারে! কিন্তু ভোজন না করিয়া প্রাণী দীর্ঘ সময় বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।৮

রাজন্! আজ আপনি আমাকে আমার ভক্ষ্য হইতে বিযুক্ত করিলে, আমার প্রাণ দেহ পরিত্যাগ করিয়া অকুতোভয় (মৃত্যু) পথ লাভ করিবে।৯

ধর্মং যো বাধতে ধর্মো ন স ধর্মঃ কুধর্ম তৎ ।
অবিরোধাত্তু যো ধর্মঃ স ধর্মঃ সত্যবিক্রম ॥১১
বিরোধিষু মহীপাল নিশ্চিত্য গুরুলাঘবম্ ।
ন বাধা বিদ্যতে যত্র তং ধর্মং সমুপাচরেৎ ॥১২
গুরুলাঘবমাদায় ধর্মাধর্মবিনিশ্চয়ে ।
যতো ভূয়াংস্ততো রাজন্ কুরুষ্ব ধর্মনিশ্চয়ম্ ॥১৩

রাজোবাচ ।

বহুকল্যাণসংযুক্তং ভাষসে বিহগোত্তম ।
সুপর্ণঃ পক্ষিরাট্ কিং ত্বং ধর্মজ্ঞশ্চাস্য সংশয়ম্ ॥১৪
তথা হি ধর্মসংযুক্তং বহুচিত্রঞ্চ ভাষসে ।
ন তেঽস্ত্যবিদিতং কিঞ্চিদিতি ত্বাং লক্ষয়াম্যহম্ ॥১৫
শরণৈষিপরিত্যাগং কথং সাধ্বিতি মন্যসে ।
আহারার্থং সমারম্ভস্তব চায়ং বিহঙ্গম ॥১৬
শক্যশ্চাপ্যন্যথা কর্তুমাহারোঽপ্যধিকস্ত্বয়া ।
গোবৃষো বা বরাহো বা মৃগো বা মহিষোঽপি বা ।
ত্বদর্থমদ্য ক্রিয়তাং যচ্চান্যদিহ কাঙ্ক্ষসি ॥১৭

শ্যেন উবাচ ।

ন বরাহং ন চোক্ষাণং ন মৃগান্ বিবিধাংস্তথা ।
ভক্ষয়ামি মহারাজ কিং মমান্যেন কেনচিৎ ॥১৮
যস্তু মে দেববিহিতো ভক্ষঃ ক্ষত্রিয়পুঙ্গব ।
তমুৎসৃজ মহীপাল কপোতমিমমেব মে ॥১৯
শ্যেনঃ কপোতানত্তীতি স্থিতিরেষা সনাতনী ।
মা রাজন্ সারমজ্ঞাত্বা কদলীস্কন্ধমাশ্রয় ॥২০
রাষ্ট্রং শিবীনামৃদ্ধং বৈ দদানি তব খেচর ।
যং বা কাময়সে কামং শ্যেন সর্বং দদানি তে ॥২১

হে ধর্মাত্মন্! এইরূপে মৃত্যু হইলে আমার স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাগণ প্রাণ হারাইবে। আপনি এই কপোতের প্রাণ রক্ষা করিলেও কিন্তু বহু প্রাণ বিনষ্ট করিবেন। ১০

হে সত্যবিক্রম! যে ধর্ম্ম অন্য ধর্ম্মকে বাধাপ্রদান করে, তাহা ধর্ম্মই নয়—কুধর্ম্ম; কিন্তু যে ধর্ম অন্য ধর্ম্মের অবিরোধী, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম।১১

হে মহীপাল! ধর্ম্মগুলির মধ্যে পরস্পর বিরোধ হইলেও তাহাদের মধ্যে গুরু-লাঘব বিচার করিতে হয়। যে ধর্ম্ম অন্য ধর্মের বাধাস্বরূপ না হয়, সেই ধর্মই আচরণ করা কর্ত্তব্য।১২

হে রাজন্! আপনি ধর্ম্মাধর্ম্ম নিশ্চয় করিবার সময় পুণ্য ও পাপের গুরুত্ব ও লঘুত্ব বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া বিচার করিবেন এবং যাহাতে অধিক পুণ্যলাভ হইবে, উহাই আচরণ যোগ্যরূপে গ্রহণ করিবেন।১৩

রাজা বলিলেন—হে পক্ষিশ্রেষ্ঠ! তুমি বহু-কল্যাণযুক্ত বাক্য বলিতেছ। তুমি কি পক্ষিরাজ গরুড়? তুমি যে ধর্ম্মজ্ঞ—ইহাতে সন্দেহ নাই।১৪

তুমি এমন ধর্ম্মসঙ্গত বহু বিচিত্র কথা বলিতেছ যে, আমার মনে হইতেছে, তোমার কোন বিষয়ই অবিদিত কিছুই নাই।১৫

কিন্তু শরণার্থীর পরিত্যাগকে তুমি সাধু বলিতেছ কি করিয়া? ইহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। হে বিহঙ্গম! তোমার এই উদ্যম কেবল আহারের জন্যই।১৬

কিন্তু সে আহার তো অন্য মাংসের দ্বারাও মিটিতে পারে, যাহা তুমি কপোতের মাংস হইতে অধিক মাংস পাইবে,—যেমন গো, বৃষ, বরাহ, মৃগ কিংবা মহিষ প্রভৃতির মাংস। অথবা তুমি যদি অন্য কোনও মাংসও চাও, উহা আমি ব্যবস্থা করিব।১৭

শ্যেন বলিল,—মহারাজ! আমি বরাহ, বৃষ কিংবা অন্যবিধ কোন পশুর মাংস ভক্ষণ করি না; এমন কি আমি অন্য কোন বস্তুও ভোজন করিব

বিনেমং পক্ষিণং শ্যেন শরণার্থিনমাগতম্।
যেনেমং বর্জয়েথাস্ত্বং কর্মণা পক্ষিসত্তম।
তদাচক্ষ্ব করিষ্যামি নহি দাস্যে কপোতকম্ ॥২২

শ্যেন উবাচ।

উশীনর কপোতে তে যদি স্নেহো নরাধিপ।
আত্মনো মাংসমুৎকৃত্য কপোততুলয়া ধৃতম্ ॥২৩

যদা সমং কপোতেন তব মাংসং নৃপোত্তম।
তদা দেয়ং তু তন্মহ্যং সা মে তুষ্টির্ভবিষ্যতি ॥২৪

রাজোবাচ।

অনুগ্রহমিমং মন্যে শ্যেন যন্মাভিযাচসে।
তস্মাৎ তেঽদ্য প্রদাস্যামি স্বমাংসং তুলয়া ধৃতম্ ॥২৫

লোমশ উবাচ।

উৎকৃত্য স স্বয়ং মাংসং রাজা পরমধর্মবিৎ।
তোলয়ামাস কৌন্তেয় কপোতেন সমং বিভো ॥২৬
খ্রিয়মাণঃ কপোতস্তু মাংসেনাত্যতিরিচ্যতে।
পুনশ্চোৎকৃত্য মাংসানি রাজা প্রাদাদুশীনরঃ ॥২৭
ন বিদ্যতে যদা মাংসং কপোতেন সমং ধৃতম্।
তত উৎকৃত্তমাংসোঽসাবারুরোহ স্বয়ং তুলাম্ ॥২৮

শ্যেন উবাচ।

ইন্দ্রোঽহমস্মি ধর্মজ্ঞ কপোতো হব্যবাড়য়ম্।
জিজ্ঞাসমানো ধর্মং ত্বাং যজ্ঞবাটমুপাগতৌ ॥২৯
যৎ তে মাংসানি গাত্রেভ্য উৎকৃত্তানি বিশাম্পতে।
এষা তে ভাস্বতী কীর্তির্লোকানভিভবিষ্যতি ॥৩০

কেন ?।১৮

হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ! বিধাতা আমার জন্য যে ভোজন বিধান করিয়াছেন, তাহা হইল—এই কপোত। হে মহীপাল! সুতরাং আপনি উহাকে ত্যাগ করুন।১৯

শ্যেন কপোতের মাংস ভক্ষণ করে, ইহাই চিরকাল চলিয়া আসিতেছে, সুতরাং হে রাজন্! আপনি ধর্মের সারভূত তত্ত্ব না জানিয়া কদলীকাণ্ডের ন্যায় সারহীন ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন কেন ?।২০

রাজা বলিলেন,—খেচর! আমি তোমাকে শিবিদেশের এই সমৃদ্ধিশালী সমগ্র রাজ্য প্রদান করিব। হে শ্যেন! কিম্বা তুমি অন্য যাহা চাও, তৎসমস্তই দিব।২১

শ্যেন! কেবল এই শরণার্থীরূপে আগত কপোতকে দিতে পারিব না। হে পক্ষিরাজ! আমি কোন্ কর্ম করিলে এই কপোতকে পরিত্যাগ করিতে পার, তাহাই বল ? আমি তাহাই করিব, পরন্তু এই কপোতকে দিতে পারিব না।২২

শ্যেন বলিল,—হে রাজন্ উশীনর! কপোতে যদি আপনার এতই স্নেহ থাকে, তবে আপনি এই কপোতের সমান ওজনের আপনার শরীরের মাংস কাটিয়া দিন। হে নৃপোত্তম! যখন ওজনে কপোতের সমান আপনার দেহের মাংস হইবে, তখনই আপনি আমাকে উহা প্রদান করিবেন। আমি তাহাতেই সন্তুষ্ট হইব।২৩-২৪

রাজা বলিলেন,—হে শ্যেন! তুমি যে আমার মাংস চাহিলে, ইহাতে আমার উপর তোমার অনুগ্রহই মনে করিতেছি। সুতরাং আমি এই কপোতের সমপরিমাণ আমার নিজ দেহমাংস তুলাদণ্ডে (দাড়ি-পাল্লায়) ওজন করিয়া দিতেছি।২৫

লোমশ বলিলেন,—কুন্তীনন্দন! তখন পরম-ধর্মবিদ্ রাজা স্বয়ং নিজ মাংস কাটিয়া কপোতের সহিত তুলাদণ্ডে ওজন করিতে লাগিলেন।২৬

কিন্তু রাজা উশীনর তুলাদণ্ডে কপোতকে বসাইয়া যতই মাংস কাটিয়া দিতেছেন, ততই কপোত তাহা হইতে ভারী হইয়া যাইতে লাগিল, তখন তিনি পুনরায় মাংস স্বদেহ হইতে কাটিয়া তাহাতে দিতে লাগিলেন।২৭

LIBRARY
No.

যাবল্লোকে মনুষ্যাস্ত্বাং কথয়িষ্যন্তি পার্থিব।
তাবৎ কীর্তিশ্চ লোকাশ্চ স্থাস্যন্তি তব শাশ্বতাঃ॥৩১
ইত্যেবমুক্ত্বা রাজানমারুরোহ দিবং পুনঃ।
উশীনরোঽপি ধর্মাত্মা ধর্মেণাবৃত্য রোদসী॥৩২
বিভ্রাজমানো বপুষাপ্যারুরোহ ত্রিবিষ্টপম্।
তদেতৎ সদনং রাজন্ রাজ্ঞস্তস্য মহাত্মনঃ॥৩৩
পশ্যৈস্বতন্ময়া সার্দ্ধং পুণ্যং পাপপ্রমোচনম্।
তত্র বৈ সততং দেবা মুনয়শ্চ সনাতনাঃ।
দৃশ্যন্তে ব্রাহ্মণৈ রাজন্ পুণ্যবদ্ভির্মহাত্মভিঃ॥৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশতীর্থযাত্রায়াং শ্যেনকপোতীয়ে একত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥১৩১

যখন তিনি দেখিলেন নিজের শরীর হইতে প্রদত্ত মাংস কপোতের সমান হইতেছে না, তখন ছিন্নমাংস রাজা স্বয়ংই তুলাদণ্ডে বসিয়া পড়িলেন।২৮

এই সময় শ্যেন বলিল,—"হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি ইন্দ্র, আর এই কপোত হইতেছে হব্যবাহন অগ্নি; আমরা উভয়ে তোমার ধর্ম্মবুদ্ধিকে পরীক্ষা করিতেই এই যজ্ঞভূমিতে আসিয়াছিলাম।২৯

হে রাজন্! তুমি যে নিজ গাত্রস্থানসমূহ হইতে মাংস কাটিয়া দিয়াছ, ইহাতে তোমার উজ্জ্বল কীর্ত্তি সম্পূর্ণলোকে অতিশয় সমাদৃত হইবে।৩০

হে রাজন্! এই পৃথিবীতে যতদিন মানুষ তোমার কথা বলিবে, ততদিন এ-জগতে তোমার কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং সনাতনলোকে বাস করিবে।৩১

এই বলিয়া ইন্দ্র স্বর্গে চলিয়া গেলেন এবং ধর্মাত্মা রাজা উশীনরও স্বীয় ধর্মে পৃথিবী ও স্বর্গ ব্যাপ্ত করিয়া দেদীপ্যমান শরীরধারণপূর্ব্বক স্বর্গলোকে গমন করিলেন। হে রাজন্! এই সেই মহাত্মা উশীনরের ভবন।৩২-৩৩

তুমি আমার সহিত পাপনাশন এই পুণ্যপ্রদ স্থান দর্শন কর। হে রাজন্! পুণ্যবান্ মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ এখানে সর্ব্বদাই দেবতা ও সনাতন ঋষিগণকে দর্শন করিয়া থাকেন।৩৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে শ্যেন-কপোতীয় উপাখ্যানে একত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৩১

দ্বাত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অষ্টাবক্রস্য জন্মবৃত্তান্তকথনম্, তস্য রাজ্ঞো জনকস্য সভায়াং গমনঞ্চ।]

লোমশ উবাচ।
যঃ কথ্যতে মন্ত্রবিদগ্ধবুদ্ধি-
রৌদ্দালকিঃ শ্বেতকেতুঃ পৃথিব্যাম্।
তস্যাশ্রমং পশ্য নরেন্দ্র পুণ্যং
সদাফলৈরুপপন্নং মহীজৈঃ॥১

দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[অষ্টাবক্রের জন্মবৃত্তান্ত কথন এবং তাঁহার রাজা জনকের সভায় গমন।]

লোমশ বলিলেন,—হে রাজন্! উদ্দালকের পুত্র শ্বেতকেতু নামে এক মহর্ষি ছিলেন। যিনি এই ভূতলে মন্ত্রবেত্তা ও অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ বলিয়া কথিত হন। তাঁহার এই ও বৃক্ষজাত ফলফুলে সুশোভিত পুণ্যময় আশ্রম দর্শন কর।১

সাক্ষাদত্র শ্বেতকেতুর্দদর্শ
সরস্বতীং মানুষদেহরূপাম্ ।
বেৎস্যামি বাণীমিতি সম্প্রবৃত্তাং
সরস্বতীং শ্বেতকেতুর্বভাষে ॥২
তস্মিন্ যুগে ব্রহ্মকৃতাং বরিষ্ঠা-
বাস্তাং মুনী মাতুল-ভাগিনেয়ৌ ।
অষ্টাবক্রশ্চৈব কহোড়সূনু-
রৌদ্দালকিঃ শ্বেতকেতুঃ পৃথিব্যাম্ ॥৩
বিদেহরাজস্য মহীপতেস্তৌ
বিপ্রাবুভৌ মাতুল-ভাগিনেয়ৌ ।
প্রবিশ্য যজ্ঞায়তনং বিবাদে
বন্দিং নিজগ্রাহতুরপ্রমেয়ৌ ॥৪
উপাসৃস্ব কৌন্তেয় সহানুজস্ত্বং
তস্যাশ্রমং পুণ্যতমং প্রবিশ্য ।
অষ্টাবক্রং যস্য দৌহিত্রমাহু-
র্যোঽসৌ বন্দিং জনকস্যাথ যজ্ঞে ॥৫
বাদী বিপ্রাগ্র্যো বাল এবাভিগম্য
বাদে ভঙ্‌ক্ত্বা মজ্জয়ামাস নদ্যাম্ ॥৬

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

কথম্প্রভাবঃ স বভূব বিপ্র-
স্তথাভূতং যো নিজগ্রাহ বন্দিম্ ।
অষ্টাবক্রঃ কেন চাসৌ বভূব
তৎ সর্বং মে লোমশ শংস তত্ত্বম্ ॥৭

লোমশ উবাচ ।

উদ্দালকস্য নিয়তঃ শিষ্য একো
নাম্না কহোড় ইতি বিশ্রুতোঽভূৎ ।
শুশ্রূষুরাচার্য্যবশ্যানুবর্তী
দীর্ঘং কালং সোঽধ্যয়নং চকার ॥৮
তং বৈ বিপ্রঃ পর্য্যচরৎ সশিষ্য-
স্তাঞ্চ জ্ঞাত্বা পরিচর্য্যাং গুরুঃ সঃ ।
তস্মৈ প্রাদাৎ সদ্য এব শ্রুতঞ্চ
ভার্য্যাঞ্চ বৈ দুহিতরং স্বাং সুজাতাম্ ॥৯

সেই শ্বেতকেতু এখানে মানুষদেহধারিণী সরস্বতী দেবীকে সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াছিলেন এবং সমাগতা দেবী সরস্বতীকে বলিয়াছিলেন—"আমি বাণীরূপা আপনার যথার্থ তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি"।২

তৎকালে উদ্দালকপুত্র শ্বেতকেতু এবং কহোড় ঋষির পুত্র অষ্টাবক্র এই উভয় মহর্ষিই পৃথিবীতে বেদবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইহারা উভয়ে মামা ভাগিনেয় সম্বন্ধে আবদ্ধ ছিলেন। (শ্বেতকেতু মামা ছিলেন এবং অষ্টাবক্র ভাগিনেয় ছিলেন।) ৩

এক সময় বিদেহরাজ জনকের যজ্ঞমণ্ডপে এই দুই মামা-ভাগিনেয় প্রবিষ্ট হইয়া প্রথমেই বিপক্ষীয় বন্দীকে শাস্ত্র-বিচারে পরাস্ত করিলেন,—ইহারা উভয়েই অনুপম বিদ্বান্ ছিলেন।৪

হে কৌন্তেয়। উদ্দালকমুনির দৌহিত্র বিপ্রশ্রেষ্ঠ অষ্টাবক্র মুনি বিচারে এমন নিপুণ ছিলেন যে, তিনি বাল্যাবস্থাতেই জনকের যজ্ঞমণ্ডপে প্রতিবাদী বন্দীকে পরাস্ত করিয়া নদীতে অবগাহিত করিয়া দিয়াছিলেন। সেই অষ্টবক্রের মাতামহ উদ্দালকমুনির এই পুণ্যতম আশ্রমে প্রবেশ করিয়া তুমি অনুজ ভ্রাতৃবর্গের সহিত উঁহাকে পূজা কর।৫-৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে লোমশমুনি। সেই বিপ্র কিরূপ প্রভাবসম্পন্ন ছিলেন যে, অতি বাল্যকালেই তিনি বিপক্ষভূত বন্দীকে পরাজিত করিলেন? তাঁহার অষ্টাবক্র নামই বা কেন হইল? এই সব কথা আপনি যথারূপে আমাকে বলুন।৭

লোমশ বলিলেন,—হে রাজন্। মহর্ষি উদ্দালকের কহোড় নামে একজন বিখ্যাত শিষ্য ছিলেন। তিনি

তস্যা গর্ভেঃ সমভবদগ্নিকল্পঃ
সোহধীয়ানং পিতরং চাপ্যুবাচ ।
সর্বাং রাত্রিমধ্যয়নং করোষি
নেদং পিতঃ সম্যগিবোপবর্ততে ॥১০

উপালব্ধঃ শিষ্যমধ্যে মহর্ষিঃ
স তং কোপাদুদরস্থং শশাপ ।
যস্মাৎ কুক্ষৌ বর্তমানো ব্রবীষি
তস্মাদ্ বক্রো ভবিতাস্যষ্টকৃত্বঃ ॥১১

স বৈ তথা বক্র এবাভ্যজায়-
দষ্টাবক্রঃ প্রথিতো বৈ মহর্ষিঃ ।
তস্যাসীদ্ বৈ মাতুলঃ শ্বেতকেতুঃ
স তেন তুল্যো বয়সা বভূব ॥১২

সম্পীড্যমানা তু তদা সুজাতা
সা বর্ধমানেন সুতেন কুক্ষৌ ।
উবাচ ভর্তারমিদং রহোগতা
প্রসাদ্য হীনং বসুনা ধনার্থিনী ॥১৩

কথং করিষ্যাম্যধুনা মহর্ষে
মাসশ্চায়ং দশমো বর্ততে মে ।
নৈবাস্তি তে বসু কিঞ্চিৎ প্রজাতা
যেনাহমেতামাপদং নিস্তরেয়ম্ ॥১৪

উক্তস্ত্বেবং ভার্যয়া বৈ কহোডো
বিত্তস্যার্থে জনকমথাভ্যগচ্ছৎ ।
স বৈ তদা বাদবিদা নিগৃহ্য
নিমর্জ্জিতো বন্দিনেহাপ্সু বিপ্রঃ ॥১৫

উদ্দালকস্তং তু তদা নিশম্য
সূতেন বাদেহপ্সু নিমজ্জিতং তথা ।
উবাচ তাং তত্র ততঃ সুজাতা-
মষ্টাবক্রে গূহিতব্যোহয়মর্থঃ ॥১৬

নিয়মপালনপূর্ব্বক আচার্য্যের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার শুশ্রূষা করত দীর্ঘকাল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন ।৮

নিজ শিষ্যের সহিত কহোড় বিনীত শিষ্যের ন্যায় উদ্দালক মুনির এমনই শুশ্রূষা করিয়াছিলেন যে, উদ্দালক তাঁহার পরিচর্য্যায় অত্যন্ত প্রীত হইয়া নিজ কন্যাকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন এবং সম্পূর্ণ বেদশাস্ত্রের জ্ঞান দান করিলেন ।৯

সেই উদ্দালক-কন্যা সুজাতার গর্ভে এমন অগ্নিতুল্য তেজস্বী পুত্র আগমন করিলেন, যিনি গর্ভে অবস্থান করিয়াই পিতাকে বলিলেন,—হে পিতঃ ! আপনি সমস্ত রাত্রি বেদ অধ্যয়ন করেন, তথাপি আপনার উচ্চারণ ঠিক হইতেছে না ।১০

শিষ্যগণের মধ্যে উপবিষ্ট অবস্থায় তাঁহাকে ঐরূপ বলায় তিনি নিজেকে অপমানিত বোধ করিয়া অভিশাপ দিলেন ; যেহেতু তুমি গর্ভে অবস্থান করিয়াই এইরূপ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতেছ, সেইহেতু শরীরে আট স্থানে বক্র লইয়া জন্মগ্রহণ করিবে ।১১

ঐ শাপে তিনি অষ্ট বক্রতা সহ জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি ‘অষ্টবাক্র’ নামে খ্যাতি লাভ করিলেন। তাঁহারই মাতুল শ্বেতকেতু বয়সে তাঁহার সমান ছিলেন ।১২

সেই সময় যখন পেটের মধ্যে গর্ভ বৃদ্ধি পাইতেছিল, তখন সুজাতা উহাতে পীড়িতা হইয়া নির্জ্জনে নির্ধন স্বামীকে ধনার্থিনী হইয়া বলিলেন ।১৩

হে মহর্ষে। আমি এখন কি করিব বলুন! আমার এই গর্ভের দশমাস চলিতেছে, অথচ টাকা পয়সা কিছুই নাই। কি করিয়া আমি এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইব ? ১৪

পত্নীর ঐ কথা শুনিয়া কহোড়মুনি ধনের জন্য জনক রাজার সভায় গেলেন। কিন্তু সেখানে শাস্ত্রার্থকারী পণ্ডিত বন্দী এই ব্রহ্মর্ষিকে বিচারে

স্বরক্ষ সা চাপি তমস্য মন্ত্রং
জাতোহপ্যসৌ নৈব শুশ্রাব বিপ্রঃ।
উদ্দালকং পিতৃবচ্চাপি মেনে
তথাষ্টাবক্রো ভ্রাতৃবচ্ছ্বেতকেতুম্ ॥১৭

ততো বর্ষে দ্বাদশে শ্বেতকেতু-
রষ্টাবক্রং পিতুরঙ্কে নিষণ্ণম্।
অপাকর্ষদ্ গৃহ্য পাণৌ রুদন্তং
নায়ং তবাঙ্কঃ পিতুরিত্যুক্তবাংশ্চ ॥১৮

যৎ তেনোক্তং দুরুক্তং তৎ তদানীং
হৃদি স্থিতং তস্য সুদুঃখমাসীৎ।
গৃহং গত্বা মাতরং সোহভিগম্য
পপ্রচ্ছেদং ক্ব নু তাতো মমেতি ॥১৯

ততঃ সুজাতা পরমার্ত্তরূপা
শাপাদ্ ভীতা সর্বমেবাচচক্ষে।
তদ্ বৈ তত্ত্বং সর্বমাজ্ঞায় রাত্রা-
বিত্যব্রবীচ্ছ্বেতকেতুং স বিপ্রঃ ॥২০

গচ্ছাব যজ্ঞং জনকস্য রাজ্ঞো
বহ্বাশ্চর্য্যঃ শ্রূয়তে তস্য যজ্ঞঃ।
শ্রোষ্যাবোহত্র ব্রাহ্মণানাং বিবাদ-
মর্থং চাগ্র্যং তত্র ভোক্ষ্যাবহে চ ॥২১

বিচক্ষণত্বঞ্চ ভবিষ্যতে নৌ
শিবশ্চ সৌম্যশ্চ হি ব্রহ্মঘোষঃ ॥২২

পরাস্ত করিয়া জলে ডুবাইয়া দিলেন।১৫

সেই সময় উদ্দালক মুনি 'কহোড় বন্দী কর্ত্তৃক পরাজিত ও জলে নিমজ্জিত হইয়াছে' একথা জানিতে পারিয়া কন্যা সুজাতাকে সব বলিলেন এবং অষ্টাবক্রের নিকট ঐ কথা গোপন রাখিতে উপদেশ দিলেন।১৬

সুজাতা সেই গোপনীয় বিষয় অষ্টাবক্রের নিকট গোপন রাখিলেন, সুতরাং অষ্টাবক্র জন্মগ্রহণ করিয়া ঐ কথা শ্রবণ করেন নাই। কিন্তু তিনি মাতামহ উদ্দালককেই পিতা ও মাতুল শ্বেতকেতুকেই ভ্রাতা বলিয়া জানিতেন।১৭

তারপর শ্বেতকেতু দ্বাদশবর্ষ বয়সে পিতার ক্রোড়ে উপবিষ্ট অষ্টাবক্রকে ক্রোড় হইতে টানিয়া নামাইয়া হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে ক্রন্দনরত অবস্থায় অষ্টাবক্রকে বলিলেন,—"এ তোমার পিতার ক্রোড় নয়"।১৮

শ্বেতকেতুর সেই কটূক্তি অষ্টাবক্রের হৃদয়ে থাকিয়া তাঁহার মনে খুব কষ্ট জন্মাইতে লাগিল। তখন তিনি ঘরে গিয়া মাকে বলিলেন—"মা। আমার বাবা কোথায় ?"১৯

পুত্রের মনঃকষ্ট দর্শনে সুজাতা খুবই দুঃখিতা হইলেন এবং তেজস্বী পুত্রের শাপভয়ে ভীতা হইয়া তাঁহার সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাকে বলিলেন। তখন সেই অষ্টাবক্র সব তথ্য জানিতে পারিয়া রাত্রিতেই শ্বেতকেতুকে বলিলেন।২০

'চল' আমরা উভয়েই জনকরাজার যজ্ঞে যাইব ; তাঁহার যজ্ঞ খুবই আশ্চর্য্যজনক বলিয়া শুনিতে পাই ; সেখানে ব্রাহ্মণদের পরস্পর শাস্ত্রবিচার শুনিয়াও আনন্দলাভ করিব এবং উত্তম ভোজ্য পদার্থসমূহ ভোজনও করিব।২১

ইহা দ্বারা আমাদের উভয়ের বিচক্ষণতা লাভ হইবে এবং মঙ্গলময় সুমধুর বেদধ্বনিও শুনা যাইবে।২২

তৌ তু জগ্মতুর্মাতুল-ভাগিনেয়ৌ
যজ্ঞং সমৃদ্ধং জনকস্য রাজ্ঞঃ।
অষ্টাবক্রঃ পথি রাজ্ঞা সমেত্য
প্রোৎসার্য্যমাণো বাক্যমিদং জগাদ ॥২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশতীর্থযাত্রায়ামষ্টাবক্রীয়ে দ্বাত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৩২

তখন সেই দুই মাতুল ও ভাগিনেয় সমৃদ্ধশালী জনকরাজার যজ্ঞে গমন করিলেন। যজ্ঞমণ্ডপের পথে রাজা জনকের সহিত অষ্টাবক্রের সাক্ষাৎকার হইল। তখন রাজপুরুষেরা তাঁহাকে দূরে হটাইয়া দেবার চেষ্টা করিলে তিনি তখন এই কথা বলিয়াছিলেন।২৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে অষ্টাবক্রীয়োপাখ্যানবিষয়ক দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৩২

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অষ্টাবক্রস্য দ্বারপালেন রাজ্ঞা জনকেন চ সহ বার্ত্তালাপঃ।]

অষ্টাবক্র উবাচ।

অন্ধস্য পন্থা বধিরস্য পন্থাঃ
স্ত্রিয়ঃ পন্থা ভারবাহস্য পন্থাঃ।
রাজ্ঞঃ পন্থা ব্রাহ্মণেনাসমেত্য
সমেত্য তু ব্রাহ্মণস্যৈব পন্থাঃ ॥১

রাজোবাচ।

পন্থা অয়ং তেঽদ্য ময়াতিদিষ্টো
যেনেচ্ছসি তেন কামং ব্রজস্ব।
ন পাবকো বিদ্যতে বৈ লঘীয়া-
নিন্দ্রোঽপি নিত্যং নমতে ব্রাহ্মণানাম্ ॥২

অষ্টাবক্র উবাচ।

প্রাপ্তৌ স্ব যজ্ঞং নৃপ সংদিদৃক্ষূ
কৌতূহলং নৌ বলবন্নরেন্দ্র।
প্রাপ্তাবিহাবামতিথী প্রবেশং
কাঙ্ক্ষাবহে দ্বারপতেস্তবাজ্ঞাম্ ॥৩

ঐন্দ্রদ্যুম্নে যজ্ঞদৃশাবিহাবাং
বিবক্ষূ বৈ জনকেন্দ্রং দিদৃক্ষূ।
তৌ বৈ ক্রোধব্যাধিনা দহ্যমানা-
বয়ং চ নৌ দ্বারপালো রুণদ্ধি ॥৪

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[দ্বারপাল ও রাজা জনকের সহিত অষ্টাবক্রের বার্ত্তালাপ।]

অষ্টাবক্র বলিলেন,—যতক্ষণ না ব্রাহ্মণের সম্মুখান হওয়া যায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত অন্ধ, বধির, স্ত্রী, ভারবাহী বা রাজার জন্য পথ ছাড়িয়া দিতে হয়, কিন্তু ব্রাহ্মণ সম্মুখে আসিলে পথ ব্রাহ্মণকেই প্রথম ছাড়িয়া দিতে হইবে।১

রাজা বলিলেন,—এই নাও তোমার জন্য আমি পথ ছাড়িয়া দিলাম। তুমি যেদিক্ দিয়া যাইতে ইচ্ছা কর, যাইতে পার; অগ্নির মধ্যে ছোট বড় নাই। দেবরাজ ইন্দ্রও ব্রাহ্মণগণকে সর্ব্বদা নমস্কার করেন।২

অষ্টাবক্র বলিলেন,—হে রাজন্। আমরা প্রবল কৌতূহলপরবশ হইয়া আপনার যজ্ঞ দর্শন করিতে আসিয়াছি। হে নরেন্দ্র। আজ আমরা অতিথিরূপে

দ্বারপাল উবাচ।

বন্দেঃ সমাদেশকরা বয়ং স্ম
নিবোধ বাক্যঞ্চ ময়ের্য্যমাণম্।
ন বৈ বালাঃ প্রবিশন্ত্যত্র বিপ্রা
বৃদ্ধা বিদগ্ধাঃ প্রবিশন্ত্যত্র বিপ্রাঃ ॥৫

অষ্টাবক্র উবাচ।

যদ্যত্র বৃদ্ধেষু কৃতঃ প্রবেশো
যুক্তং প্রবেষ্টুং মম দ্বারপাল।
বয়ং হি বৃদ্ধাশ্চরিতব্রতাশ্চ
বেদপ্রভাবেণ সমন্বিতাশ্চ ॥৬

শুশ্রূষবশ্চাপি জিতেন্দ্রিয়াশ্চ
জ্ঞানাগমে চাপি গতাঃ স্ম নিষ্ঠাম্।
ন বাল ইত্যবমন্তব্যমাহু-
র্বালোঽপ্যগ্নির্দহতি স্পৃশ্যমানঃ ॥৭

দ্বারপাল উবাচ।

সরস্বতীমীরয় বেদজুষ্টা-
মেকাক্ষরাং বহুরূপাং বিরাজম্।
অঙ্গাত্মানং সমবেক্ষস্ব বালং
কিং শ্লাঘসে দুর্লভো বৈ মনীষী ॥৮

অষ্টাবক্র উবাচ।

ন জ্ঞায়তে কায়বৃদ্ধ্যা বিবৃদ্ধি-
র্যথাষ্ঠীলা শাল্মলেঃ সম্প্রবৃদ্ধা।
হ্রস্বোঽল্পকায়ঃ ফলিতো বিবৃদ্ধো
যশ্চাফলস্তস্য ন বৃদ্ধভাবঃ ॥৯

দ্বারপাল উবাচ।

বৃদ্ধেভ্য এবেহ মতিং স্ম বালা
গৃহ্ণন্তি কালেন ভবন্তি বৃদ্ধাঃ।
ন হি জ্ঞানমল্পকালেন শক্যং
কস্মাদ্ বালাঃ স্থবির ইব প্রভাষসে ॥১০

আপনার যজ্ঞশালায় প্রবেশ করিবার জন্য আপনার দ্বারপালের অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি।৩

“হে ইন্দ্রদ্যুম্ননন্দন জনক! আমরা উভয়ে আপনার যজ্ঞ ও আপনাকে দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইয়া আসিয়াছি। কিন্তু আপনার দ্বারপাল আমাদিগকে রোধ করিতেছে, তাহাতে আমরা ক্রোধরূপ ব্যাধিতে দগ্ধ হইতেছি।৪

দ্বারপাল বলিল—হে ব্রাহ্মণকুমার! শুনুন, আমরা বন্দীর নির্দ্দেশ অনুসারেই চলি। আপনি আমার কথা শ্রবণ করুন। তাঁহার নির্দ্দেশ হইল,—“বিদ্বান্ ও বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণকে এখানে প্রবেশ করিতে দিবে, বালক ব্রাহ্মণগণকে এখানে প্রবেশ করিতে দিবে না’।৫

অষ্টাবক্র বলিলেন,—দ্বারপাল! বেশ তো! যদি বৃদ্ধের প্রবেশের অধিকার থাকে, তবে আমাদেরও এখানে প্রবেশের অধিকার আছে; কারণ, আমরাও বৃদ্ধ। আমরা বেদ অধ্যয়ন ও ব্রত ধারণ করিয়াছি এবং বেদের প্রভাবের দ্বারা আমরা যুক্ত।৬

আমরা গুরুশুশ্রূষাপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয় এবং বেদান্তশাস্ত্রে পারদর্শিতা প্রাপ্ত হইয়াছি, সুতরাং আমাদিগকে বালক বলিয়া মনে করা উচিত নয়। অল্প হইলেও স্পর্শমাত্রই অগ্নি দগ্ধ করে।৭

দ্বারপাল বলিল—হে ব্রাহ্মণকুমার! আপনি বেদপ্রতিপাদিত একাক্ষর ব্রহ্মস্বরূপ বহুরূপ বাণীর শুদ্ধ উচ্চারণ করুন। আর নিজেকে বালক বলিয়া মনে করুন। আপনি নিজের প্রশংসা নিজেই কেন করিতেছেন? মনীষী পুরুষ এ জগতে দুর্ল্লভ।৮

অষ্টাবক্র বলিলেন,—শরীরের বৃদ্ধি হইলেও বৃদ্ধ হয় না। শাল্মলি বৃক্ষের ফলের আঁঠি বড় হইলেও উহা নিঃসার। যদি বৃক্ষ ছোটও হয়, অথচ ফলবান্ হয়, তবে তাহাই বড়। অফল

অষ্টাবক্র উবাচ।

ন তেন স্থবিরো ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ।
বালোঽপি যঃ প্রজানাতি তং দেবাঃ
স্থবিরং বিদুঃ ॥১১

ন হায়নৈর্ন পলিতৈর্ন বিত্তেন ন বন্ধুভিঃ।
ঋষয়শ্চক্রিরে ধর্ম্মং যোঽনূচানঃ স নো মহান্ ॥১২

দিদৃক্ষুরস্মি সম্প্রাপ্তো বন্দিনং রাজসংসদি।
নিবেদয়স্ব মাং দ্বাঃস্থ রাজ্ঞে পুষ্করমালিনে ॥১৩

দ্রষ্টাস্যদ্য বদতোঽস্মান্ দ্বারপাল মনীষিভিঃ।
সহ বাদে বিবৃদ্ধে তু বন্দিনঞ্চাপি নির্জিতম্ ॥১৪

পশ্যন্তু বিপ্রাঃ পরিপূর্ণবিদ্যাঃ
সহৈব রাজ্ঞা সপুরোধমুখ্যাঃ।
উতাহো বাপ্যুচ্চতাং নীচতাং বা
তূষ্ণীম্ভূতম্বেব সর্বেষেথাদ্য ॥১৫

দ্বারপাল উবাচ।

কথং যজ্ঞং দশবর্ষো বিশেস্ত্বং
বিনীতানাং বিদুষাং সম্প্রবেশম্।
উপায়তঃ প্রযতিষ্যে তবাহং
প্রবেশনে কুরু যত্নং যথাবৎ ॥১৬

(এষ রাজা সংশ্রবণে স্থিতস্তে
স্তুহ্যেনং ত্বং বচসা সংস্কৃতেন।
স চানুজ্ঞাং দাস্যতি প্রীতিযুক্তঃ
প্রবেশেন যচ্চ কিঞ্চিৎ তবেষ্টম্ ॥)

অষ্টাবক্র উবাচ।

ভো ভো রাজন্ জনকানাং বরিষ্ঠ
ত্বং বৈ সম্রাট্ ত্বয়ি সর্বং সমৃদ্ধম্।
ত্বং বা কর্ত্তা কর্ম্মণাং যজ্ঞিয়ানাং
যযাতিরেকো নৃপতির্বা পুরস্তাৎ ॥১৭

বৃক্ষ আকারে বড় হইলেও বস্তুতঃ উহা বড় নয়।৯

দ্বারপাল বলিল,—বালকগণ বৃদ্ধবর্গের নিকট হইতেই জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং যথাকালে বৃদ্ধ হয়। অল্পকালে কেহ কখনই জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। অতএব তুমি বালক হইয়াও বৃদ্ধের ন্যায় কথা বলিতেছ কেন।১০

অষ্টাবক্র বলিলেন,—যাহার কেবল চুল পাকিয়াছে, তাহাকেই বৃদ্ধ বলা যায় না। বয়সে বালক হইলেও যদি সে জ্ঞানবান্ হয়, দেবতাগণ তাহাকেই স্থবির (বৃদ্ধ) বলেন।১১

শুধু বয়স, পাকাচুল, ধন বা বহু আত্মীয়ের সাহায্যে ঋষিগণ ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন নাই। যিনি ষড়ঙ্গের * সহিত বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনিই মহান্ বা বৃদ্ধ।১২

হে দ্বারপাল। আমরা রাজসভায় বন্দীকে দর্শন করিতে আসিয়াছি, পদ্মমাল্যধারী রাজা জনককে ইহা নিবেদন কর।১৩

হে দ্বারপাল। তুমি দেখিতে পাইবে যে, আমরা মনীষিগণের সহিত শাস্ত্রার্থ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছি এবং তোমাদের বন্দীকে বিচারে পরাস্ত করিয়াছি।১৪

আজ পরিপূর্ণবিদ্যাসমন্বিত সভাসদ্ ব্রাহ্মণগণ নিঃশব্দে অবস্থান করত রাজা ও রাজপুরোহিতগণের সহিত আমাদের লঘুতা বা শ্রেষ্ঠতাকে প্রত্যক্ষ করুন।১৫

দ্বারপাল বলিল,—এ যজ্ঞশালায় বিনীত ও সুবিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণের প্রবেশ হয়, আপনি দশ বৎসরের বালক এখানে কি করিয়া প্রবেশ করিবেন? তথাপি আমি আপনাকে প্রবেশের উপায়ান্তর বলিতেছি, আপনি উহাই যথাযথভাবে পালন করিবার চেষ্টা করুন।১৬

(ঐ দেখুন, রাজা দাঁড়াইয়া আছেন, এখান

---

* শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ ও জ্যোতিষশাস্ত্র —এই ছয়টি বেদের অঙ্গ।

বৃদ্ধান্ বন্দী বাদবিদো নিগৃহ্য
বাদে ভগ্নানপ্রতিশঙ্কমানঃ।
ত্বয়াভিসৃষ্টৈঃ পুরুষৈরাপ্তকৃদ্ভি-
র্জলে সর্বান্ মজ্জয়তীতি নঃ শ্রুতম্ ॥১৮

সোঽহং শ্রুত্বা ব্রাহ্মণানাং সকাশাদ্
ব্রহ্মাদ্বৈতং কথয়িতুমাগতোঽস্মি।
ক্বাসৌ বন্দী যাবদেনং সমেত্য
নক্ষত্রাণীব সবিতা নাশয়ামি ॥১৯

রাজোবাচ।

নাশংসসে বন্দিনং বৈ বিজেতু-
মবিজ্ঞায় ত্বং বাক্যবলং পরস্য।
বিজ্ঞাতবীর্য্যৈঃ শক্যমেবং প্রবক্তুং
দৃষ্টশ্চাসৌ ব্রহ্মণৈর্বেদশীলৈঃ ॥২০

আশংসসে ত্বং বন্দিনং বৈ বিজেতু-
মবিজ্ঞায় তু বলং বন্দিনোঽস্য।
সমাগতা ব্রাহ্মণাস্তেন পূর্বং
ন শোভন্তে ভাস্করেণেব তারাঃ ॥২১

আশংসন্তো বন্দিনং জেতুকামা-
স্তস্যান্তিকং প্রাপ্য বিলুপ্তশোভাঃ।
বিজ্ঞানমত্তা নিঃসৃতাশ্চৈব তাত
কথং সদস্যৈর্বচনং বিস্তরেয়ুঃ ॥২২

অষ্টাবক্র উবাচ।

বিবাদিতোঽসৌ ন হি মাদৃশৈর্হি
সিংহীকৃতস্তেন বদত্যভীতঃ।
সমেত্য মাং নিহতঃ শেষ্যতেঽদ্য
মার্গে ভগ্নং শকটমিবাচলাক্ষম্ ॥২৩

থেকে তোমার কথা সবই শুনা যাইবে, সুতরাং আপনি মধুর ভাষায় তাঁহার স্তুতি করুন, তাহা হইলে তিনি আপনাকে প্রবেশ করাইবেন।)

অষ্টাবক্র বলিলেন,—“হে রাজন্। আপনি জনকবংশের শ্রেষ্ঠ পুরুষ। আপনি সম্রাট্ ও আপনার এই রাজ্যে সকলপ্রকার ঐশ্বর্য্য বর্ত্তমান। আপনি সর্ব্বপ্রকার উত্তম যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী, পূর্ব্বে একমাত্র যযাতিই আপনার ন্যায় ছিলেন।১৭

আপনারই এখানে বন্দীনামে কোন বিজ্ঞ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ আছেন, যিনি বিচারনিপুণ বহু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে বিচারে পরাজিত করিয়া নিজের বশীভূত করত আপনারই বিশ্বস্ত লোকসমূহের দ্বারা নিঃসংশয়ে জলে ডুবাইয়া দিয়াছেন ইহা—আমরা শুনিয়াছি।১৮

আমি ব্রাহ্মণগণের নিকট তাহা শুনিয়া অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে বিচার করিতে আসিয়াছি। সেই বন্দী কোথায়? যেমন সূর্য্য তারাগণের প্রকাশকে নাশ করেন, আমিও তেমনই তাঁহার সহিত বিচারে মিলিত হইয়া তাঁহার সমস্ত প্রভাব নাশ করিব।১৯

রাজা বলিলেন,—তুমি বিপক্ষীয় বন্দীর বাক্‌শক্তিকে না জানিয়া তাহাকে জয় করিবার আশা করিও না। যে প্রতিবাদীর বল জানে, সেই এইরূপ বলিতে পারে। এখানে বহু বেদপারদর্শী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রভাব ভাল করিয়াই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।২০

তুমি হয়তো এই বন্দীর বীর্য্য না জানিয়া ঐরূপ আশা পোষণ করিতেছ। ঐরূপ আশা পোষণকারী কত ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে তাঁহার সহিত বিচারে মিলিত হইয়া সূর্য্যালোকে নক্ষত্রের প্রভাহীনতার ন্যায় সকলেই নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছেন।২১

বৎস! এইরূপ জ্ঞানোন্মত্ত কত ব্রাহ্মণ তাঁহাকে জয় করিতে ইচ্ছা করিয়া তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রভাবশূন্য হইয়াছেন এবং শেষে পরাজিত হইয়া নিঃশব্দে চলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং অন্য সদস্যগণের সহিত তাঁহারা কথা বলিবেন কি করিয়া?২২

অষ্টাবক্র বলিলেন,—হে রাজন্! তিনি আমাদের ন্যায় বিদ্বানের সঙ্গে কখনও বিচারে প্রবৃত্ত হন নাই তাই নিজেকে সিংহ মনে করিয়া নির্ভয়ে কথা

রাজোবাচ।

ত্রিংশকদ্বাদশাংশস্য চতুর্বিংশতিপর্বণঃ।
যস্ত্রিষষ্টিশতারস্য বেদার্থং স পরঃ কবিঃ ॥২৪

অষ্টাবক্র উবাচ।

চতুর্বিংশতিপর্ব ত্বাং ষণ্নাভ দ্বাদশপ্রধি।
তৎ ত্রিষষ্টিশতারং বৈ চক্রং পাতু সদাগতি ॥২৫

রাজোবাচ।

বডবে ইব সংযুক্তে শ্যেনপাতে দিবৌকসাম্।
কস্তয়োর্গর্ভমাধত্তে গর্ভং সুষুবতুশ্চ কম্ ॥২৬

বলেন। আমার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইলে তিনি আজ পথিমধ্যে ভগ্ন নিশ্চলচক্র শকটের ন্যায় নিহত হইয়া ভূমিতে শয়ন করিবেন।২৩

রাজা বলিলেন,—যে পুরুষ ত্রিশ অবয়ব (অর্থাৎ ৩০ দিনরূপ শরীর), বার অংশ (অর্থাৎ বার মাসরূপ স্কন্ধ), চব্বিশ পর্ব (অর্থাৎ বারটি অমাবস্যা ও বারটি পূর্ণিমারূপ পর্ব্ব) এবং সমুদায়ে তিন শত ষাট অরা (৩৬০ দিন) বিশিষ্ট পদার্থকে জানে, সে-ই বিশিষ্ট জ্ঞানী—প্রধান পণ্ডিত।২৪

অষ্টাবক্র বলিলেন,—যাহার মধ্যে বার অমাবস্যা ও বার পূর্ণিমারূপ চব্বিশটী পর্ব্ব, ছয় ঋতুরূপ ছয়টী নাভি, বার মাসরূপ বার অংশ এবং ৩৬০ দিনরূপ ৩৬০ অর আছে, নিরন্তর গতিশীল সেই সংবৎসররূপ কালচক্র আপনাকে রক্ষা করুন।২৫

রাজা বলিলেন,—যাহারা দুইটী ঘোটকীর ন্যায় সংযুক্ত থাকেন, যাহারা বাজপাখীর ন্যায় অতি দ্রুত পতিত হন, ঐ দুইজনের গর্ভ দেবতাগণের মধ্যে কোন দেবতা ধারণ করেন এবং ঐ দুইজনের গর্ভ হইতেই বা কাহার আবির্ভাব হয়?২৬

অষ্টাবক্র উবাচ।

মা স্ম তে তে গৃহে রাজন্ শাত্রবাণামপি ধ্রুবম্।
বাতসারথিরাগন্তা গর্ভং সুষুবতুশ্চ তম্ ॥২৭

রাজোবাচ।

কিংস্বিৎ সুপ্তং ন নিমিষতি কিং স্বিজ্জাতং ন
চোপতি।
কস্য স্বিদ্ধৃদয়ং নাস্তি কিংস্বিদ্ বেগেন বর্ধতে ॥২৮

অষ্টাবক্র উবাচ।

মৎস্যঃ সুপ্তো ন নিমিষত্যণ্ডং জাতং ন চোপতি।
অশ্মনো হৃদয়ং নাস্তি নদী বেগেন বর্ধতে ॥২৯

অষ্টাবক্র বলিলেন,—হে রাজন্! এই দুইজন (বজ্র ও বিদ্যুৎ) যেন আপনার শত্রুর গৃহেও না পতিত হয়; বায়ু যাহার সারথি, ঐ মেঘরূপ দেবতাই ঐ দুইজনের গর্ভ ধারণ করেন এবং দুইজনই আবার মেঘরূপ গর্ভকে উৎপাদন করেন।২৭ *

রাজা বলিলেন,—নিদ্রার সময় কাহার নেত্র নিমীলিত হয় না? জন্মের পর কাহার গতি হয় না? কাহার হৃদয় নাই এবং কোন বস্তু বেগে বর্দ্ধিত হয়?২৮

---

* এখানে মহর্ষি অষ্টাবক্র পরোক্ষরূপেই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। ইহার ভাব হইল এই যে, এই দুই তত্ত্ব যাহা বৈদিক ভাষায় রয়ি ও প্রাণ নামে কথিত (প্রশ্নোপনিষদের—১।৪ মন্ত্র দ্রষ্টব্য)। ইংরাজীতে ইহা পোজিটিব (অনুলোম) ও নিগেটিব (প্রতিলোম) রূপে কথিত হয়। ইহারা স্বাভবানুসারে সংযুক্ত থাকে। ইহাদের ব্যক্তরূপ বিদ্যুৎ ও বজ্র। উহারা গর্ভের ন্যায় মেঘকে ধারণ করিয়া থাকে। সংঘর্ষ হইলে উহারা প্রকটিত হয় এবং আকর্ষণ হইলে পর উহা বাজপাখীর ন্যায় দ্রুত পতিত হয়। যেখানে উহা পতিত হয়, সেখানে সবই ভস্মীভূত করে; সেইজন্যই মহর্ষি বলিলেন,—উহা যেন আপনার শত্রুর গৃহেও পতিত না হয়। এই দুই তত্ত্বের সংযুক্ত শক্তিতে মেঘের উৎপত্তি। এই জন্যই মহর্ষি বলিলেন—এই দুই দেবতা আবার মেঘরূপ গর্ভ ধারণ করেন।

রাজোবাচ ।

ন ত্বাং মন্যে মানুষং দেবসত্ত্বং
ন ত্বং বালঃ স্থবিরঃ সম্মতো মে ।
ন তে তুল্যো বিদ্যতে বাক্‌প্রলাপে
তস্মাদ্ দ্বারং বিতরাম্যেষ বন্দী ॥৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রাপর্ব্বণি লোমশতীর্থযাত্রায়ামষ্টাবক্রীয়ে ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৩৩

অষ্টাবক্র বলিলেন,—মৎস্য নিদ্রিত অবস্থায় নেত্র নিমীলিত করে না ; অণ্ড উৎপন্ন হইয়াও চেষ্টা করে না ; পাথরের হৃদয় নাই এবং নদী বেগে বর্দ্ধিত হয় ।২৯

রাজা বলিলেন,—আপনি দেবতাতুল্য। আপনাকে আমি মানুষ বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। আপনি বালক নহেন, আমার মতে আপনি বৃদ্ধ (জ্ঞানবৃদ্ধ)। বাক্যপ্রয়োগে আপনার ন্যায় কেহ নাই ; আপনাকে দ্বার ছাড়িয়া দিতেছি ; আপনি ভিতরে আসুন ; এই সেই বন্দী (যাহাকে আপনি খুঁজিতেছেন) ।৩০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে অষ্টাবক্রীয়োপাখ্যানবিষয়ক ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ' ১৩৩

চতুস্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[অষ্টাবক্রস্য বন্দিনা সহ শাস্ত্রার্থঃ, বন্দিনঃ পরাজয়ঃ, সমঙ্গায়াং স্নানেন অষ্টাবক্রস্যাঙ্গানাং সমতালাভশ্চ ।]

অষ্টাবক্র উবাচ ।

অত্রোগ্রসেন সমিতেষু রাজন্
সমাগতেষ্বপ্রতিমেষু রাজসু ।
নাবৈমি বন্দিং বরমত্র বাদিনাং
মহাজলে হংসমিবাদদামি ॥১
ন মেঽদ্য বক্ষ্যস্যতিবাদিমানিন্
গ্লহং প্রপন্নঃ সরিতামিবাগমঃ ।
হুতাশনস্যেব সমিদ্ধতেজসঃ
স্থিরো ভবস্বেহ মযাদ্য বন্দিন্ ॥২

বন্দ্যুবাচ ।

ব্যাঘ্রং শয়ানং প্রতি মা প্রবোধয়
আশীবিষং সৃক্বণী লেলিহানম্ ।
পদাহতস্যেহ শিরোঽভিহত্য
নাদষ্টো বৈ মোক্ষ্যসে তন্নিবোধ ॥৩

চতুস্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

[বন্দী ও অষ্টাবক্রের শাস্ত্রার্থ, বন্দীর পরাজয় এবং সমঙ্গায় স্নান করিয়া অষ্টাবক্রের অঙ্গের-সমানতা লাভ ।]

অষ্টাবক্র বলিলেন—হে রাজন্ জনক ! আপনার সভায় অতুলনীয় প্রভাবসম্পন্ন রাজন্যবৃন্দ সমাগত হইয়াছেন। আমি তাঁহাদের মধ্য হইতে বাদিগণের মধ্যে প্রধান বন্দীকে চিনিয়া লইতে পারিতেছি না। চিনিতে পারিলে মহাজলে বিচরণশীল হংসের ন্যায় তাহাকে ধরিয়া

যো বৈ দর্পাৎ সংহননোপপন্নঃ
সুদুর্বলঃ পর্বতমাবিহন্তি ।
তস্যৈব পাণিঃ সনখো বিদার্য্যতে
ন চৈব শৈলস্য হি দৃশ্যতে ব্রণঃ ॥৪

অষ্টাবক্র উবাচ ।

সর্বে রাজ্ঞো মৈথিলস্য মৈনাকস্যেব পর্বতাঃ ।
নিকৃষ্টভূতা রাজানো বৎসা অনডুহো যথা ॥৫
যথা মহেন্দ্রঃ প্রবরঃ সুরাণাং
নদীষু গঙ্গা প্রবরা যথৈব ।
তথা নৃপাণাং প্রবরস্ত্বমেকো
বন্দিং সমভ্যানয় মৎসকাশম্ ॥৬

লোমশ উবাচ ।

এবমষ্টাবক্রঃ সমিতৌ হি গর্জন্
জাতক্রোধো বান্দনমাহ রাজন্ ।
উক্তে বাক্যে চোত্তরং মে ব্রবীহি
বাক্যস্য চাপ্যুত্তরং তে ব্রবীমি ॥৭

বন্দ্যুবাচ ।

এক এবাগ্নির্বহুধা সমিধ্যতে
একঃ সূর্য্যঃ সর্বমিদং বিভাতি ।
একো বীরো দেবরাজোঽরিহন্তা
যমঃ পিতৃণামীশ্বরশ্চৈক এব ॥৮

অষ্টাবক্র উবাচ ।

দ্বাবিন্দ্রাগ্নী চরতো বৈ সখায়ৌ
দ্বৌ দেবর্ষী নারদ-পর্বতৌ চ ।
দ্বাবশ্বিনৌ দ্বে রথস্যাপি চক্রে
ভার্য্যাপতী দ্বৌ বিহিতৌ বিধাত্রা ॥৯

ফেলিতাম ।১

হে বন্দিন্ ! তুমি নিজেকে অতিবাদী বলিয়া মনে কর, যেজন্য তোমার সহিত পণে পরাজিত বহু ব্রাহ্মণকে তুমি সমুদ্রে ডুবাইয়াছ। যেমন প্রজ্বলিত অগ্নির সম্মুখে নদীসমূহের প্রবাহ শুকাইয়া যায়, তেমনই আমার সম্মুখে আসিলে তুমিও শুকাইয়া যাইবে—তোমার বাদশক্তি নষ্ট হইয়া যাইবে ।২

বন্দী বলিলেন,—নিদ্রিত ব্যাঘ্রস্বরূপ আমাকে জাগাইও না এবং জিহ্বার দ্বারা সৃক্কণী (ওষ্ঠের প্রান্তভাগ) লেহনকারী সর্পস্বরূপ আমাকে উত্তেজিত করিও না। পদাহত হইলে ব্যাঘ্র এবং মস্তকে আঘাত পাইলে সর্প দংশন না করিয়া ছাড়ে না—একথা মনে রাখিও ।৩

যে অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াও দৃঢ় শরীরসম্পন্ন বলিয়া দর্পবশতঃ হস্তদ্বারা পর্ব্বতকে আঘাত করিতে চায়, তাহারই নখের সহিত হস্ত ক্ষতবিক্ষত হয়, কিন্তু তাহার আঘাতে পর্ব্বতের কিছুই হয় না ।৪

অষ্টাবক্র বলিলেন,—সমস্ত পর্ব্বত মৈনাক হইতে এবং সমস্ত বৎস যেমন ষণ্ড হইতে নিকৃষ্ট, তেমনই সকল রাজাই মিথিলাধিপতি মহারাজ জনক হইতে নিকৃষ্ট ।৫

হে রাজন্ ! যেমন মহেন্দ্র দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত নদী হইতে গঙ্গা শ্রেষ্ঠা, তেমনই সমস্ত নৃপতিগণের মধ্যে মিথিলাধিপতি আপনি শ্রেষ্ঠ, সুতরাং আপনি বন্দীকে আমার সম্মুখে ডাকিয়া আনুন ।৬

লোমশ বলিলেন,—হে রাজন্ যুধিষ্ঠির ! এইরূপে সেই সভায় গর্জ্জন করিতে করিতে ক্রুদ্ধ অষ্টাবক্র বন্দীকে বলিলেন,—আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিব, তুমি তাহার উত্তর দিবে এবং তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিবে, আমিও তাহার উত্তর দিব ।৭

বন্দ্যুবাচ।

ত্রিঃ সূয়তে কর্ম্মণা বৈ প্রজেয়ং
ত্রয়ো যুক্তা বাজপেয়ং বহন্তি।
অধ্বর্য্যবস্ত্রিসবনানি তন্বতে
ত্রয়ো লোকাস্ত্রীণি জ্যোতীংষি চাহুঃ ॥১০

অষ্টাবক্র উবাচ।

চতুষ্টয়ং ব্রাহ্মণানাং নিকেতং
চত্বারো বর্ণা যজ্ঞমিমং বহন্তি।
দিশশ্চতস্রো বর্ণচতুষ্টয়ঞ্চ
চতুষ্পদা গৌরপি শশ্বদুক্তা ॥১১

বন্দ্যুবাচ।

পঞ্চাগ্নয়ঃ পঞ্চপদা চ পঙ্‌ক্তি-
র্যজ্ঞাঃ পঞ্চৈবাপ্যথ পঞ্চেন্দ্রিয়াণি।
দৃষ্টা বেদে পঞ্চচূড়াপ্সরাশ্চ
লোকে খ্যাতং পঞ্চনদঞ্চ পুণ্যম্ ॥১২

অষ্টাবক্র উবাচ।

ষড়াধানে দক্ষিণামাহুরেকে
ষট্ চৈবেমে ঋতবঃ কালচক্রম্।
ষড়িন্দ্রিয়াণ্যুত ষট্ কৃত্তিকাশ্চ
ষট সাদ্যস্কাঃ সর্ববেদেষু দৃষ্টাঃ ॥১৩

বন্দ্যুবাচ।

সপ্ত গ্রাম্যাঃ পশবঃ সপ্ত বন্যাঃ
সপ্তচ্ছন্দাংসি ক্রতুমেকং বহন্তি।
সপ্তর্ষয়ঃ সপ্ত চাপ্যর্হণানি
সপ্ততন্ত্রী প্রথিতা চৈব বীণা ॥১৪

বন্দী বলিলেন,—একই অগ্নি অনেক প্রকারে প্রজ্বলিত হয়, একই সূর্য্য সমস্ত জগৎকে আলোকিত করে; একমাত্র বীর দেবরাজ বহুশত্রু বিনাশ করেন এবং পিতৃগণের একমাত্র ঈশ্বর যমরাজ।৮

অষ্টাবক্র বলিলেন,—ইন্দ্র ও অগ্নি দুইজন মিত্রের ন্যায় বিচরণ করেন; দুই দেবর্ষি নারদ ও পর্ব্বত। পরস্পর বন্ধুভাবাপন্ন অশ্বিনীকুমারও সংখ্যায় দুইজন; রথের চাকাও দুইটি এবং বিধাতা ভার্য্যা ও পতিরূপে একসঙ্গে দুইজনকে জীবনসঙ্গী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।৯

বন্দী বলিলেন,—প্রজাগণ দেবতা, মনুষ্য ও তির্য্যক্—এই তিন যোনিতে জন্মায়, ঋক্, যজুঃ ও সাম—এই তিন বেদই বাজপেয়াদি যজ্ঞকে বহন করে; অধ্বর্য্যুগণ (ঋত্বিক্‌গণ) প্রাতঃসবন, মধ্যাহ্ন-সবন ও সায়ংসবন ভেদে এই তিনটি সবনের (যজ্ঞের) অনুষ্ঠান করেন। স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতালভেদে লোক তিনটি ও জ্যোতির্ম্ময় বস্তুও তিনটি—সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি।১০

অষ্টাবক্র বলিলেন,—ব্রাহ্মণের জন্য চারিটি (ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস) আশ্রম অর্থাৎ জ্ঞানোপলব্ধিস্থান; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিবর্ণই জ্ঞানযজ্ঞ নির্ব্বাহ করেন; পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণরূপ দিক্ চারিটি, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণও চারিটি এবং পদ্যাত্মক বাণীও চারিপাদে নিবদ্ধ অথবা পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা ও বৈখরী—এই চারিটি পাদযুক্তা বাণী।১১

বন্দী বলিলেন—অগ্নি (গার্হপত্য, দক্ষিণাগ্নি, আহবনীয়, সভ্য ও আবসথ্য) পাঁচ প্রকার; পঙ্‌ক্তি ছন্দে পাঁচটি পদ (ও আটটি করিয়া অক্ষর) থাকে: অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাসী, চাতুর্ম্মাস্য, পশুযাগ ও সোমযাগ—এই পাঁচটি যজ্ঞ; অথবা এইরূপ পঞ্চযজ্ঞ যথা, দৈবযজ্ঞ—হোম, ভূতযজ্ঞ—বলিদান, পিতৃযজ্ঞ—তর্পণ, নৃযজ্ঞ—অতিথিসেবা ও ব্রহ্মযজ্ঞ—অধ্যাপন। ইন্দ্রিয় পাঁচটি যথা—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, ত্বক্ ও জিহ্বা। বেদে পাঁচ বেণীবিশিষ্ট অপ্সরার কথা

অষ্টাবক্র উবাচ।

অষ্টৌ শাণাঃ শতমানং বহন্তি
তথাষ্টপাদঃ শরভঃ সিংহঘাতী।
অষ্টৌ বসূন্ শুশ্রুম দেবতাসু
যূপশ্চাষ্টাস্রির্বিহিতঃ সর্বযজ্ঞে ॥১৫

বন্দ্যুবাচ।

নবৈবোক্তাঃ সামিধেন্যঃ পিতৃণাং
তথা প্রাহুর্নবযোগং বিসর্গম্।
নবাক্ষরা বৃহতী সম্প্রদিষ্টা
নবযোগো গণনামেতি শশ্বৎ ॥১৬

অষ্টাবক্র উবাচ।

দিশো দশোক্তাঃ পুরুষস্য লোকে
সহস্রমাহুর্দশপূর্ণং শতানি।
দশৈব মাসান্ বিভ্রতি গর্ভবত্যো
দশৈরকা দশ দাশা দশার্হাঃ ॥১৭

বন্দ্যুবাচ।

একাদশৈকাদশিনঃ পশূনা-
মেকাদশৈবাত্র ভবন্তি যূপাঃ।
একাদশ প্রাণভৃতাং বিকারা
একাদশোক্তা দিবি দেবেষু রুদ্রাঃ ॥১৮

অষ্টাবক্র উবাচ।

সংবৎসরং দ্বাদশমাসমাহু-
র্জগত্যাঃ পাদো দ্বাদশৈবাক্ষরাণি।
দ্বাদশাহঃ প্রাকৃতো যজ্ঞ উক্তো
দ্বাদশাদিত্যান্ কথয়ন্তীহ ধীরাঃ ॥১৯

আছে। জগতে পঞ্চনদীবিশিষ্ট দেশ পুণ্যময় দেশ।১২

অষ্টাবক্র বলিলেন,—কেহ কেহ বলেন অগ্নির আধানে ছয়টি গাভী দক্ষিণা দেওয়া উচিত; (গ্রীষ্মাদি) ছয়টি ঋতুই সংবৎসররূপ কালচক্র নির্ব্বাহ করে, ইন্দ্রিয় ছয়টি (পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন), কৃত্তিকা নক্ষত্রও ছয়টি; সমস্ত বেদে সাদ্যস্ক নামক যজ্ঞও ছয় প্রকার।১৩

বন্দী বলিলেন,—গ্রাম্য পশু সাত প্রকার (গরু, মহিষ, ছাগল, ভেঁড়া, ঘোড়া, কুকুর ও গাধা); বন্য পশু ও সাত প্রকার (সিংহ, ব্যাঘ্র, হাতী, বানর, ভালুক, মৃগ ও সর্প)। সাত প্রকার (গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ ও জগতী) ছন্দই যজ্ঞ নির্ব্বাহ করে। ঋষি সাতজন (মরিচী, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, অঙ্গিরা ও বশিষ্ঠ), পূজার উপচার ও সাত প্রকার (গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, আচমন ও তাম্বূল) এবং বীণার তারও সাতটি।১৪

অষ্টাবক্র বলিলেন,—আটটী শণের থলি একশত সের দ্রব্য বহন করে; অষ্টপাদযুক্ত শরভ (ভীষণ পার্ব্বত্য জন্তু) সিংহকে বধ করে, দেবতাগণের মধ্যে অষ্টবসু প্রসিদ্ধ; সব যজ্ঞেই আট কোণ বিশিষ্ট যূপ নির্মিত হয়।১৫

বন্দী বলিলেন,—পিতৃযজ্ঞে অগ্নিকে প্রজ্বলিত করার জন্য নয়টি সামধেনী মন্ত্র বিহিত হইয়াছে; সৃষ্টির কারণও নয়টি (প্রকৃতি, পুরুষ, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র), বৃহতী ছন্দ নবাক্ষর বিশিষ্ট এবং এক হইতে নয় পর্য্যন্ত ৯টী সংখ্যাই গণনায় উপযোগী।১৬

অষ্টাবক্র বলিলেন,—মানুষের জন্য পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, অগ্নি, নৈঋ‍র্ত, বায়ু, ঈশান, উর্দ্ধ ও অধ—এই দশ দিক্ বলা হইয়াছে; দশ শত মিলিত হইয়া এক সহস্র হয়; গর্ভবতী নারী দশ মাসই গর্ভ ধারণ করে; নিন্দুকও দশ প্রকার (রোগী, দরিদ্র, শোকার্ত্ত,

বন্দ্যুবাচ।

ত্রয়োদশী তিথিরুক্তা প্রশস্তা
ত্রয়োদশদ্বীপবতী মহী চ।

লোমশ উবাচ।

এতাবদুক্ত্বা বিররাম বন্দী
শ্লোকস্যার্দ্ধং ব্যাজহারাষ্টবক্রঃ।

অষ্টাবক্র উবাচ।

ত্রয়োদশাহানি সসার কেশী
ত্রয়োদশাদীন্যতিচ্ছন্দাংসি চাহুঃ ॥২০

ততো মহানুদতিষ্ঠন্নিনাদ-
স্তূষ্ণীম্ভূতং সূতপুত্রং নিশম্য।
অধোমুখং ধ্যানপরং তদানী-
মষ্টাবক্রং চাপ্যুদীর্য্যন্তমেব ॥২১

তস্মিংস্তথা সঙ্কুলে বর্ত্তমানে
স্ফীতে যজ্ঞে জনকস্যোত রাজ্ঞঃ।
অষ্টাবক্রং পূজয়ন্তোঽভ্যুপেয়ু-
র্বিপ্রাঃ সর্বে প্রাঞ্জলয়ঃ প্রতীতাঃ ॥২২

অষ্টাবক্র উবাচ।

অনেনৈব ব্রাহ্মণাঃ শুশ্রুবাংসো
বাদে জিত্বা সলিলে মজ্জিতাঃ প্রাক্।
তানেব ধর্মানয়মদ্য বন্দী
প্রাপ্নোতু গৃহ্যাপ্সু নিমজ্জয়েনম্ ॥২৩

বন্দ্যুবাচ।

অহং পুত্রো বরুণস্যোত রাজ্ঞ-
স্তত্রাস সত্রং দ্বাদশবার্ষিকং বৈ।
সত্রেণ তে জনক তুল্যকালং
তদর্থং তে প্রহিতা মে দ্বিজাগ্র্যাঃ ॥২৪

রাজদণ্ডিত, শঠ, খল, বৃত্তিশূন্য, মত্ত, ঈর্ষ্যাপরায়ণ ও কামুক)। শরীরের অবস্থাও দশ প্রকার (গর্ভাবস্থা, জন্ম, বাল্য, কৌমার, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়, বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু) এবং পূজনীয় পুরুষও দশ প্রকার (উপাধ্যায়, পিতা, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, রাজা, মাতুল, শ্বশুর, মাতামহ, বয়োজ্যেষ্ঠ, কুটুম্ব প্রভৃতি ও পিতৃব্য।১৭

বন্দী বলিলেন,—প্রাণীমাত্রেরই এগারটি ইন্দ্রিয়ের এগারটি বিষয় (শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—ইহা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিষয়; বাক্য বলা, আদান, বিহরণ, বিষ্ঠাত্যাগ ও মিথুনজাত আনন্দ—ইহা পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের বিষয় এবং এই সকলের মনন হইল মনের বিষয়)। যজ্ঞের প্রথমে যূপও এগারটি, প্রাণিগণের বিকারও এগার প্রকার (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, হর্ষ, রাগ, দ্বেষ ও অহঙ্কার); স্বর্গে দেবতাগণের মধ্যে রুদ্রও একাদশ প্রকার (মৃগব্যাধ, সর্প, নির্ঋতি, অজৈকপাদ, অহির্বুধ্ন, শত্রু-সন্তাপন, পিনাকী, দহন, ঈশ্বর, স্থাণু ও ভব।)১৮

অষ্টাবক্র বলিলেন,—বৈশাখাদি বার মাসে সংবৎসর হয়, জগতী ছন্দের এক এক পদে বারটি অক্ষর থাকে; প্রাকৃত যজ্ঞ বার দিনে সমাপ্য; এবং আদিত্যের সংখ্যা বার (ধাতা, মিত্র, অর্য্যমা, ইন্দ্র, বরুণ, অংশ, ভগ, বিবস্বান্, পূষা, সবিতা, ত্বষ্টা ও বিষ্ণু)।১৯

বন্দী বলিলেন,—ত্রয়োদশী তিথিকে উত্তম বলা হইয়াছে। পৃথিবী ত্রয়োদশ দ্বীপ-বিশিষ্টা।

লোমশ বলিলেন,—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই বন্দী কিছু বলিতে না পারিয়া বিরত হইলেন। তখন শ্লোকের অপরার্দ্ধ অষ্টাবক্র বলিলেন।

অষ্টাবক্র বলিলেন,—কেশীদানব বিষ্ণুর সঙ্গে তের দিন যুদ্ধ করিয়াছিল (যুযুধে বিষ্ণুনা সার্দ্ধং

তে তু সর্বে বরুণস্যোত যজ্ঞং
দ্রষ্টুং গতা ইহ আয়ান্তি ভূয়ঃ।
অষ্টাবক্রং পূজয়ে পূজনীয়ং
যস্য হেতোর্জনিতারং সমেষ্যে ॥২৫

অষ্টাবক্র উবাচ।

বিপ্রাঃ সমুদ্রান্তসি মজ্জিতা যে
বাচা জিতা মেধয়া বা বিদানাঃ।
তাং মেধয়া বাচমথোজ্জহার
যথা বাচমবচিন্বন্তি সন্তঃ ॥২৬
অগ্নির্দহন্ জাতবেদাঃ সতাং গৃহান্
বিসর্জয়ংস্তেজসা ন স্ম ধাক্ষীৎ।
বালেষু পুত্রেষু কৃপণং বদৎস্থ
তথা বাচমবচিন্বন্তি সন্তঃ ॥২৭
শ্লেষ্মাতকী ক্ষীণবর্চাঃ শৃণোষি
উতাহো ত্বাং স্তুতয়ো মাদয়ন্তি।
হস্তীব ত্বং জনক বিতুদ্যমানো
ন মামিকাং বাচমিমাং শৃণোষি ॥২৮

জনক উবাচ।

শৃণোমি বাচং তব দিব্যরূপা-
মমানুষীং দিব্যরূপোঽসি সাক্ষাৎ।
অজৈষীর্যদ্ বন্দিনং ত্বং বিবাদে
নিসৃষ্ট এষ তব কামোঽদ্য বন্দী ॥২৯

ত্রয়োদশ দিনান্যসৌ—ইতি নৃসিংহপুরাণম্)। বেদে যে সকল অতিছন্দ আছে, উহারা ত্রয়োদশাদি অক্ষরে নিবদ্ধ (যথা অতিশক্বরিশিষ্ট অতিজগতী ছন্দের এক এক পদে তের অক্ষর আছে, এইরূপ অতিশক্করী ছন্দে ১৫ অক্ষর, অত্যষ্টিকা ছন্দে ১৭ অক্ষর এবং অতিধৃতিছন্দে ১৯ অক্ষর থাকে)।২০

ইহা শুনিয়াই সূতপুত্র বন্দী চুপ করিলেন এবং মুখ নীচু করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। অষ্টাবক্র তখনও বলিতেছিলেন, ইহা দেখিয়া দর্শকগণের মধ্যে মহা কোলাহল পড়িয়া গেল।২১

জনকরাজার ঐ সমৃদ্ধিশালী যজ্ঞে যখন চারিদিকে কোলাহল সমুত্থিত হইল, তখন ব্রাহ্মণগণ কৃতাঞ্জলিপুটে অষ্টাবক্রের স্তুতি করিতে করিতে তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইলেন।২২

অষ্টাবক্র বলিলেন,—এই বন্দী পূর্ব্বে শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণকে বিচারে জয় করিয়া জলে ডুবাইয়াছে; সুতরাং সেই ধর্মানুসারে এই বন্দীও সেই গতি প্রাপ্ত হউক; আপনি ইহাকে ধরিয়া জলে ডুবাইয়া দিন।২৩

বন্দী বলিলেন,—মহারাজ জনক! আমি রাজা বরুণের পুত্র। সেখানে দ্বাদশবার্ষিক সত্রযজ্ঞ আপনার যজ্ঞের সঙ্গে সঙ্গেই চলিতেছিল। সেই জন্য (এইরূপ কৌশলে) শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে তথায় প্রেরণ করিয়াছি।২৪

তাঁহারা সকলে বরুণের যজ্ঞ দর্শন করিতে গিয়াছেন, পুনরায় এখানে শীঘ্র আসিবেন। পূজনীয় অষ্টাবক্রমুনিকে আমি পূজা করিব; কারণ, তাঁহার জন্য পিতার সহিত সাক্ষাৎকারের সুযোগ আসিয়াছে।২৫

অষ্টাবক্র বলিলেন,—বন্দী যে বাণীর প্রভাবে বহু ব্রাহ্মণকে পরাজিত করিয়া জলে নিমজ্জিত করিয়াছে, তাহার সেই বাণীকে আমি কিভাবে নিজ বুদ্ধির দ্বারা বিপর্য্যস্ত করিয়াছি, তাহা আপনারা সকল বিদ্বান্‌গণই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।২৬

দাহ করা যাঁহার স্বভাব, সেই সদসদ্‌বিচারপরায়ণ অগ্নিও সজ্জনের গৃহকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য বস্তু স্বতেজে দাহ করেন; পুত্র বালক হইলেও সজ্জন পিতা তাহার যুক্তিপূর্ণ ভাল কথাগুলি অবশ্যই গ্রহণ করেন।২৭

হে রাজন্! তুমি নিশ্চিতই শ্লেষ্মাতক ফল

অষ্টাবক্র উবাচ।

নানেন জীবতা কশ্চিদর্থো মে বন্দিনা নৃপ।
পিতা যদ্যস্য বরুণো মজ্জয়ৈনং জলাশয়ে ॥৩০

বন্দ্যুবাচ।

অহং পুত্রো বরুণস্যোত রাজ্ঞো
ন মে ভয়ং বিদ্যতে মজ্জিতস্য।
ইমং মুহূর্তং পিতরং দ্রক্ষ্যতেঽয়-
মষ্টাবক্রশ্চিরনষ্টং কহোড়ম্ ॥৩১

লোমশ উবাচ।

ততস্তে পূজিতা বিপ্রা বরুণেন মহাত্মনা।
উদতিষ্ঠংস্ততঃ সর্বে জনকস্য সমীপতঃ ॥৩২

কহোড় উবাচ।

ইত্যর্থমিচ্ছন্তি সুতান্ জনা জনক কর্মণা।
যদহং নাশকং কর্তুং তৎ পুত্রঃ কৃতবান্ মম ৩৩
উতাবলস্য বলবানুত বালস্য পণ্ডিতঃ।
উত বাবিদুষো বিদ্বান্ পুত্রো জনক জায়তে ॥৩৪
শিতেন তে পরশুনা স্বয়মেবান্তকো নৃপ।
শিরাংস্যপাহরত্বাজৌ রিপূণাং ভদ্রমস্তু তে ॥৩৫
মহদৌক্থ্যং গীয়তে সাম চাগ্র্যং
সম্যক্ সোমঃ পীয়তে চাত্র সত্রে।
শুচীন্ ভাগান্ প্রতিজগৃহুশ্চ হৃষ্টাঃ
সাক্ষাদ্ দেবা জনকস্যোত রাজ্ঞঃ ॥৩৬

লোমশ উবাচ।

সমুত্থিতেষ্বথ সর্বেষু রাজন্
বিপ্রেষু তেষ্বধিকং সুপ্রভেষু।
অনুজ্ঞাতো জনকেনাথ রাজ্ঞা
বিবেশ তোয়ং সাগরস্যোত বন্দী ॥৩৭

খাইয়াছ, এজন্য তোমার তেজও ক্ষীণ হইয়াছে, অথবা ঐ বন্দী তোমাকে স্তুতি করিয়া উন্মত্ত করিয়াছে; নতুবা তুমি তাহার কথা শুনিতেছ, অথচ আমি যে বাণী-অঙ্কুশের দ্বারা তোমাকে আঘাত করিতেছি; তাহাতে তুমি আহত হইয়াও অঙ্কুশাহত বিদ্রোহী হাতীর ন্যায় আমার কথা শুনিতেছ না।২৮

জনক বলিলেন,—আপনি সাক্ষাৎ দেবতাস্বরূপ আপনার দিব্যরূপা অমানুষী বাণী আমি শ্রবণ করিতেছি। আপনি বিচারে বন্দীকে যে পরাজিত করিয়াছেন, ইহাতে আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে এবং আমি আপনার বচনানুরূপ বন্দীর যথাযথ ব্যবস্থা করিতেছি; এই তো বন্দী আপনার সম্মুখেই দাঁড়াইয়া আছে।২৯

অষ্টাবক্র বলিলেন,—হে রাজন্। এই বন্দী জীবিত থাকিলে আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে না। সুতরাং এ বরুণের পুত্র হইলেও ইহাকে জলাশয়ে নিমজ্জিত কর।৩০

বন্দী বলিলেন,—আমি রাজা বরুণের পুত্র সুতরাং জলে নিমজ্জিত করিলে তাহাতে আমার কোন ভয় নাই। মহর্ষি অষ্টাবক্র এখনই তাঁহার চিরনিখোঁজ পিতা কহোড়কে দেখিতে পাইবেন।৩১

লোমশ বলিলেন,—(বন্দীকর্তৃক পূর্ব্বে জলে নিমজ্জিত ও) মহাত্মা বরুণ কর্তৃক পূজিত সেই ব্রাহ্মণগণ সকলেই জনকের নিকট সমুত্থিত হইলেন।৩২

কহোড় বলিলেন,—হে জনক। এই জন্যই মানুষ পুত্র কামনা করে। যাহা আমি স্বয়ং করিতে পারি নাই, তাহা আজ আমার পুত্র করিয়াছে।৩৩

হে জনক। কখনও নির্বলের বলবান্ পুত্র, মূর্খের পণ্ডিত পুত্র এবং অজ্ঞানীর জ্ঞানী পুত্রও জন্মায়।৩৪

হে রাজন্। আপনার কল্যাণ হউক; যুদ্ধে স্বয়ং যমরাজ নিশিত পরশুর দ্বারা আপনার শত্রুগণের শিরশ্ছেদ করিতে থাকুন।৩৫

অষ্টাবক্রঃ পিতরং পূজয়িত্বা
সম্পূজিতো ব্রাহ্মণৈস্তৈর্যথাবৎ।
প্রত্যাজগামাশ্রমমেব চাগ্র্যং
জিত্বা সৌতিং সহিতো মাতুলেন ॥৩৮

ততোঽষ্টাবক্রমাতুরথান্তিকে পিতা
নদীং সমঙ্গাং শীঘ্রমিমাং বিশস্ব।
প্রোবাচ চৈনং স তথা বিবেশ
সমৈরঙ্গৈশ্চাপি বভূব সদ্যঃ ॥৩৯

নদী সমঙ্গা চ বভূব পুণ্যা
যস্যাং স্নাতো মুচ্যতে কিল্বিষাদ্ধি।
ত্বমপ্যেনাং স্নানপানাবগাহৈঃ
সভ্রাতৃকঃ সহভার্য্যো বিশস্ব ॥৪০

অত্র কৌন্তেয় সহিতো ভ্রাতৃভিস্ত্বং
সুখোষিতঃ সহ বিপ্রৈঃ প্রতীতঃ।
পুণ্যান্যন্যানি শুচিকর্ম্মৈকভক্তি-
র্ময়া সার্দ্ধং চরিতস্যাজমীঢ় ॥৪১

ইতি শ্রীমন্মহর্ষি-বেদব্যাসপ্রণীতে শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশতীর্থযাত্রায়ামষ্টাবক্রীয়ে চতুস্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৩৪

রাজা জনকের এই যজ্ঞে উত্তম ও মহত্ত্বপূর্ণ ঔকৃথ্য (উকৃথ নামক যজ্ঞবিশেষে গীত সাম গান) সাম গান করা হইয়াছে, এই যজ্ঞে সম্যক্‌রূপে সোমরস পান করা হইয়াছে এবং দেবগণ সাক্ষাং উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ পবিত্র ভাগ স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছেন।৩৬

লোমশ বলিলেন,—হে রাজন্। জল হইতে সমুত্থিত পরমকান্তিমান্ সকল ব্রাহ্মণগণের সমক্ষে রাজর্ষি জনকের অনুমতি অনুসারে বন্দী স্বয়ং সাগরের জলে প্রবেশ করিলেন।৩৭

অষ্টাবক্র মুনিও পিতৃদেবকে পূজা করিয়া, উপস্থিত ব্রাহ্মণগণের দ্বারা সম্পূজিত হইয়া এবং বন্দীকে এইরূপে পরাজিত করিয়া নিজ শ্রেষ্ঠ আশ্রমে পিতা ও মাতুলের সহিত আগমন করিলেন।৩৮

অনন্তর অষ্টাবক্রের পিতা তাঁহার মাতার নিকট উপবিষ্ট অষ্টাবক্রকে বলিলেন,—“বৎস। তুমি শীঘ্রই এই সমঙ্গা নদীতে স্নান কর।” তিনি তদনুসারে সমঙ্গা নদীতে স্নান করামাত্রই তাঁহার সমস্ত অঙ্গের বক্রতা ঘুচিয়া গিয়া সমতা প্রাপ্ত হইলেন।৩৯

এই সেই সমঙ্গা নদী, যেখানে স্নান করিলে মানুষ সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। হে রাজন্। তুমি ভ্রাতৃগণ ও ভার্য্যা দ্রৌপদীর সহিত এই পুণ্যা নদীতে স্নান ও উহার জল পান করিয়া পবিত্র হও।৪০

হে আজমীঢ়বংশজাত কৌন্তেয়। তুমি বিশ্বস্তভাবে ভ্রাতৃগণ ও বিপ্রগণের সহিত এখানে একরাত্রি বাস করিয়া আগামী কল্য হইতে পুনরায় পবিত্র কর্ম্মে দৃঢাভক্তি রক্ষা করত আমার সহিত অন্যান্য পুণ্য তীর্থসমূহ দর্শন করিবে।৪১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে অষ্টাবক্র উপাখ্যানবিষয়ক চতুস্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৩৪

অন্তরে বাইরে সমাচ্ছন্না, আমি সর্ব্বভূতা, আমি স্বর্গ-মুক্তি-প্রদায়িনী, আমি সৃষ্টি-স্থিতি-সংহাররূপ-ক্রীড়াকারিণী, আমি সকলের হৃদয়ে বুদ্ধিরূপে অবস্থান করি, আমি স্বর্গ ও মোক্ষ-দায়িনী, আমি নারায়ণী, আমি কলা-কাষ্ঠা-ক্ষণ-মুহূর্ত্তাদি কালরূপে জগতের পরিণাম প্রদান করি। আমি বিশ্ব-সংহারসমর্থা শক্তিরূপিণী, আমি সর্ব্বমঙ্গলস্বরূপা, আমি শিবা, আমি শরণ্য, আমি ত্রিনয়না, আমি গৌরবর্ণা, আমি সৃষ্টি-স্থিতি-ও সংহারের শক্তিস্বরূপিণী, আমি সনাতনী, আমি ত্রিগুণের আধারভূতা নির্গুণা; অথচ ত্রিগুণময়ী, আমি শরণাগত, দীন ও আর্ত্তগণের সকল পাপনাশিনী, মুক্তিপ্রদায়িনী, আমি সকলের দুঃখনাশিনী, আমি ব্রহ্মাণী, আমি মহাবৃষভবাহিনী মহেশ্বরী, আমি কুমারী বৈষ্ণবী, আমি বরাহরূপিণী, আমি ঐন্দ্রী, আমি শিবদূতী, আমি ঘোররূপা, আমি চামুণ্ডা, আমি লক্ষ্মী, লজ্জা, ব্রহ্মবিদ্যা, নিত্যা, আমি শ্রদ্ধা, আমি পুষ্টি, আমি স্বধা, আমি ধ্রুবা, আমি মহারাত্রি, আমি মহামায়া, আমি মেধা, আমি সরস্বতী, আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা, আমি সাত্ত্বিক রাজসী তামসী শক্তি, আমি ঈশ্বরী, আমি সর্ব্বস্বরূপা, আমি সর্ব্বেশ্বরী, আমি সর্ব্বশক্তিময়ী দুর্জ্জেয়, আমার স্বরূপ নির্ণয় করতে কেহ পারে না। আমি সকলের আশ্রয়দাত্রী, আমার শরণ গ্রহণ করলে সংসার পাশ ছিন্ন হয়।

আমি সব, আমি সব, আমি সব। আমি পরমব্রহ্ম,

LIBRARY
No...........
Shri Shri Ma Anandamayee Ashra
BANARAS.

আমি পরমানন্দ, আমি জ্ঞানরূপ, আমি পরম, আমি কেবল শান্তিরূপ, আমি কেবল পরম, আমি কেবল চিন্ময়, আমি নিত্য, আমি সত্য, আমি সনাতন, আমি শাশ্বত, আমি সত্ত্বরূপ, আমি চিদাকাশ, আমি কেবল তূর্য্য, আমি তূর্য্যাতীত, আমি চৈতন্যরূপ, যা দেখা যায়—সব আমি, যা দেখা যায় না—তা আমি, আমিই জগৎ, জগতের অনু-পরমাণুতে আমি আছি। আমি ভিন্ন জগতে আর কিছু নাই। আমি, আমি, আমি। ...

মা, মা, মা! আমি, আমি, আমি, আমি।

আর্য্যশাস্ত্র

LIBRARY
No.........
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ
প্রবর্ত্তিত

৮৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

ব্রজনাথ-গাথা

ওঙ্কারমঠ ৩০।১।৬৬

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
প্রেমময়ি মা, সুধাময়ি মা, মধুময়ি মা !
মা, মা !

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

ধর্ম্মের হানি আর অধর্ম্মের বৃদ্ধি হয় যেই কালে, তখন করি আমি আমারে সৃজন। সাধুগণের রক্ষা আর পাপীদলে বিনাশিতে, যুগে যুগে অবতীর্ণ হই ধরণী মাঝারে।

সব আমি। আমি সর্ব্বভূতের অন্তঃকরণে অবস্থিত আত্মা, আমি প্রাণীদিগের আদি, মধ্য ও অন্ত, আদিত্যগণের মধ্যে আমি বিষ্ণু, জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে আমি সূর্য্য। মরুদ্‌গণের মধ্যে আমি মরীচি, নক্ষত্রগণের মধ্যে আমি চন্দ্র, আমি অশ্বসকলের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা, আমি গজেন্দ্রসমূহের মধ্যে ঐরাবত, মানববৃন্দের মধ্যে রাজা, আয়ুধ মধ্যে বজ্র, ধেনুগণের মধ্যে

। মহাভারত—অষ্টাদশ

[redacted]

[অষ্টমবর্ষ, অগ্রহায়ণ মাস, ১৩৭৬]

[ষষ্ঠ সংখ্যা—ছাদনী যাত্রা]

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথপ্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

মহাভারতম্

LIBRARY
No............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

শ্রীনিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

যুগ্ম-সম্পূজক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

[প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা]

স্বত্বাধিকারী ঃ—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ এম্. এ.

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর :—
কিঙ্কর বিমলানন্দ।
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্র নাথ দে, এম্. বি., ডি. ও. এম্. এস্.
ডি. পি. এইচ. ডি. টি. এম্. এণ্ড
এইচ (লণ্ডন)।

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম
বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি.
রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও
৯এ, হরি পাল লেন, কলিকাতা—৬
আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত।
১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬।

কার্য্যালয় ঃ—
৩৮সি, বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৪-৪৪০৮

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, বাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তারপর আর্য্যশাস্ত্রে অপ্রকাশিত যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ববর্ত্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রভৃতি থাকিলে "সম্পূজক আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা—৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মনি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
গৌঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্য সত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

বিশেষ নিবেদন—

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

আর্য্যশাস্ত্রে পূর্ব্বপ্রকাশিত নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি এখনও পাওয়া যায়।

১। মনুসংহিতা ৩.০০ টাকা

২। বিংশতিসংহিতা ও স্মৃতি ২২.৫০ ”

সংহিতা—মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনঃ, অঙ্গিরঃ, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বসিষ্ঠ।

স্মৃতি—প্রজাপতি, লঘুশঙ্খ, শঙ্খ-লিখিত, ঔশনস, বৃহদ্‌যম, লঘুযম, অরুণ, অত্রি, আঙ্গিরস, কপিল, লঘ্বাশ্বলায়ন, বাধূল, বৃদ্ধহারীত, লোহিত, দাল্‌ভ্য, কণ্ব, বৃহৎপরাশর, নারদ।)

৩। শ্রীবাল্মীকি রামায়ণ ৩০.০০ টাকা

৪। শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ৯.০০ ”

৫। শ্রীমদ্‌ভাগবত ৪২.০০ ”

(ডাক মাশুল স্বতন্ত্র)

LIBRARY
No.........
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

পঞ্চত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্দমিলপ্রভৃতীনাং তীর্থানাং মহত্ত্বকথনম্, রৈভ্যস্য ভরদ্বাজপুত্রযবক্রীতমুনের্বৃত্তান্তবর্ণনম্,
ঋষীণামনিষ্টকরণান্মেধাবিনোমৃত্যুশ্চ । ।]

লোমশ উবাচ।

এষা মধুবিলা রাজন্ সমঙ্গা সম্প্রকাশতে।
এতৎ কর্দমিলং নাম ভরতস্যাভিষেচনম্ ॥১
অলক্ষ্ম্যা কিল সংযুক্তো বৃত্রং হত্বা শচীপতিঃ।
আপ্লুতঃ সর্বপাপেভ্যঃ সমঙ্গায়াং ব্যমুচ্যত ॥২
এতদ্ বিনশনং কুক্ষৌ মৈনাকস্য নরর্ষভ।
অদিতির্যত্র পুত্রার্থং তদন্নমপচৎ পুরা ॥৩
এনং পর্বতরাজানমারুহ্য ভরতর্ষভাঃ।
অযশস্যামসংশব্দ্যামলক্ষ্মীং ব্যপনোৎস্যথ ॥৪
এতে কনখলা রাজন্নৃষীণাং দয়িতা নগাঃ।
এষা প্রকাশতে গঙ্গা যুধিষ্ঠির মহানদী ॥৫
সনৎকুমারো ভগবানত্র সিদ্ধিমগাৎ পুরা।
আজমীঢ়াবগাহ্যৈনাং সর্বপাপৈঃ প্রমোক্ষ্যসে ॥৬
অপাং হ্রদঞ্চ পুণ্যাখ্যং ভৃগুতুঙ্গঞ্চ পর্বতম্।
উষ্ণীগঙ্গে চ কৌন্তেয় সামাত্যঃ সমুপস্পৃশ ॥৭
আশ্রমঃ স্থূলশিরসো রমণীয়ঃ প্রকাশতে।
অত্র মানঞ্চ কৌন্তেয় ক্রোধং চৈব বিবর্জয় ॥৮
এষ রৈভ্যাশ্রমঃ শ্রীমান্ পাণ্ডবেয় প্রকাশতে।
ভারদ্বাজো যত্র কবির্যবক্রীতো ব্যনশ্যত ॥৯

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কথং যুক্তোঽভবদৃষির্ভরদ্বাজঃ প্রতাপবান্।
কিমর্থঞ্চ যবক্রীতঃ পুত্রোঽনশ্যত বৈ মুনেঃ ॥১০

পঞ্চত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[কর্দমিল প্রভৃতি তীর্থসমূহের মহত্ত্বকথন, রৈভ্য ও ভরদ্বাজপুত্র যবক্রীতমুনির বৃত্তান্তবর্ণন এবং ঋষিগণের অনিষ্ট করায় মেধাবীর মৃত্যু] ।

লোমশ বলিলেন,—রাজন্। এই মধুবিলা নদী দেখা যাইতেছে। ইহারই অপর নাম সমঙ্গা। এই হইল কর্দ্দমিল ক্ষেত্র, এখানে রাজা ভরত স্নান করিতেন।১

বৃত্রাসুরের বধে শচীপতি ইন্দ্র শ্রীহীন হইয়াছিলেন; তিনি এই সমঙ্গা নদীতে স্নান করিয়াই সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়াছিলেন।২

হে নরর্ষভ। এই সেই বিনশননামক তীর্থ মৈনাক পর্ব্বতের কুক্ষিতে অবস্থিত। এইখানেই অদিতি দেবী পুত্রলাভের জন্য সাধ্যাদি দেবতাগণের উদ্দেশে পুত্রযাগের জন্য অন্ন পাক করিয়াছিলেন।৩

ভরতবংশীয় শ্রেষ্ঠপুরুষগণ। তুমি এই পর্ব্বতরাজ হিমালয়ের উপর আরোহণ করিলে তোমার যশোনাশকারিণী লোকের কাছে বলিবার অযোগ্য অলক্ষ্মীকে বিদূরিত করিতে পারিবে।৪

হে যুধিষ্ঠির! এই ঋষিগণের অত্যন্ত প্রিয় কনখলের পর্ব্বতশ্রেণী দেখা যাইতেছে; এই মহানদী গঙ্গা প্রকাশিতা হইতেছেন।৫

পুরাকালে ভগবান্ সনৎকুমার এখানে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। হে অজমীঢ়বংশজাত যুধিষ্ঠির! তুমিও এখানে অবগাহন করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইবে।৬

হে কৌন্তেয়! তুমি অমাত্যগণের সহিত জলপূর্ণ এই পুণ্যাখ্য হ্রদে স্নান কর, ভৃগুতুঙ্গ পর্ব্বতে আরোহণ কর এবং অমাত্যগণের সহিত উষ্ণীগঙ্গ নামক তীর্থে স্নান কর।৭

স্থূলশিরানামক মুনির ঐ রমণীয় আশ্রম দেখা যাইতেছে। হে কৌন্তেয়! এখানে ক্রোধ ও অভিমান পরিত্যাগ কর।৮

হে পাণ্ডুনন্দন! ঐ যে রৈভ্যমুনির সুন্দর আশ্র

এতৎ সর্বং যথাবৃত্তং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।
কর্ম্মভির্দেবকল্পানাং কীর্ত্ত্যমানৈর্ভৃশং রমে ॥১১

লোমশ উবাচ।

ভরদ্বাজশ্চ রৈভ্যশ্চ সখায়ৌ সম্বভূবতুঃ।
তাবূষতুরিহাত্যন্তং প্রীয়মাণাবনন্তরম্ ॥১২

রৈভ্যস্য তু সুতাবাস্তামর্বাবসু-পরাবসূ।
আসীদ্ যবক্রীঃ পুত্রস্তু ভরদ্বাজস্য ভারত ॥১৩

রৈভ্যো বিদ্বান্ সহাপত্যস্তপস্বী চেতরোঽভবৎ।
তয়োশ্চাপ্যতুলা কীর্তির্বাল্যাৎ প্রভৃতি ভারত ॥১৪

যবক্রীঃ পিতরং দৃষ্ট্বা তপস্বিনমসৎকৃতম্।
দৃষ্ট্বা চ সৎকৃতং বিপ্রৈ রৈভ্যং পুত্রৈঃ সহানঘ ॥১৫

পর্য্যতপ্যত তেজস্বী মন্যুনাভিপরিপ্লুতঃ।
তপস্তেপে ততো ঘোরং বেদজ্ঞানায় পাণ্ডব ॥১৬

স সমিদ্ধে মহত্যগ্নৌ শরীরমুপতাপয়ন্।
জনয়ামাস সন্তাপমিন্দ্রস্য সুমহাতপাঃ ॥১৭

তত ইন্দ্রো যবক্রীতমুপগম্য যুধিষ্ঠির।
অব্রবীৎ কস্য হেতোস্ত্বমাস্থিতস্তপ উত্তমম্ ॥১৮

যবক্রীত উবাচ।

দ্বিজানামনধীতা বৈ বেদাঃ সুরগণাচিত।
প্রতিভান্ত্বিতি তপ্যেঽহমিদং পরমকং তপঃ ॥১৯

স্বাধ্যায়ার্থং সমারম্ভো মমায়ং পাকশাসন।
তপসা জ্ঞাতুমিচ্ছামি সর্বজ্ঞানানি কৌশিক ॥২০

দেখা যাইতেছে, সেখানে ভরদ্বাজপুত্র যবক্রীত বিনষ্ট হইয়াছিলেন।৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—প্রতাপশালী মহর্ষি ভরদ্বাজ কিভাবে যোগযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্র যবক্রীত কেন বিনষ্ট হইলেন ? ১০

এই সকল কথা যথাযথভাবে শুনিতে ইচ্ছুক। যাঁহারা নিজ কর্ম্মের দ্বারাই দেবতুল্য হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সকল কথা শুনিলে আমার বড়ই আনন্দ হয়।১১

লোমশ বলিলেন,—ভরদ্বাজ ও রৈভ্য মুনি উভয়ে পরস্পরের সখা ছিলেন। তাঁহারা উভয়েই পরমপ্রীতির সহিত এখানে বাস করিতেছিলেন।১২

হে ভারত! রৈভ্যের অর্বাবসু ও পরাবসু নামে দুই পুত্র ছিল এবং ভরদ্বাজের যবক্রীত নামে একটিই পুত্র ছিল।১৩

ভারত! পুত্রগণের সহিত রৈভ্য খুবই বিদ্বান্ ছিলেন। কিন্তু ভরদ্বাজ মুনি অধিক সময় তপস্যাতেই নিরত থাকিতেন। উভয়েরই বাল্যকাল হইতেই অতুলনীয়া কীর্ত্তি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছিল।১৪

হে নিষ্পাপ যুধিষ্ঠির! যবক্রীত দেখিলেন, তাঁহার তপস্বী পিতার কেহ সৎকার করে না; কিন্তু পুত্রের সহিত বিদ্বান্ রৈভ্যকে সকলেই সম্মান করে।১৫

পাণ্ডুনন্দন! ইহাতে তাঁহার খুবই পরিতাপ হইল। তখন তেজস্বী যবক্রীত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বেদের জ্ঞানলাভের জন্য ঘোর তপস্যা করিতে লাগিলেন।১৬

সেই মহাতপস্বী প্রজ্বলিত অগ্নিতে নিজ শরীরকে তাপিত করিয়া এমন তপস্যা করিতে লাগিলেন যে, তাহাতে ইন্দ্রের পীড়া উৎপন্ন হইল।১৭

হে যুধিষ্ঠির! দেবরাজ ইন্দ্র তখন যবক্রীতের নিকট গিয়া বলিলেন,—"তুমি কি উদ্দেশ্যে এইরূপ ঘোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছ ?"১৮

যবক্রীত বলিলেন,—হে সুরগণার্চ্চিত সুররাজ! অনধীত বেদসমূহ ব্রাহ্মণগণের নিকট প্রতিভাত হউক—এই উদ্দেশ্যেই আমি এই ঘোর তপস্যা করিতেছি। ইন্দ্র! আমার সমস্ত প্রবন্ধ এই

কালেন মহতা বেদাঃ শক্যা গুরুমুখাদ্ বিভো।
প্রাপ্তুং তস্মাদয়ং যত্নঃ পরমো মে সমাস্থিতঃ ॥২১

ইন্দ্র উবাচ।

অমার্গ এষ বিপ্রর্ষে যেন ত্বং যাতুমিচ্ছসি।
কিং বিঘাতেন তে বিপ্র গচ্ছাধীহি গুরোর্মুখাৎ ॥২২

লোমশ উবাচ।

এবমুক্ত্বা গতঃ শক্রো যবক্রীরপি ভারত।
ভূয় এবাকরোদ্ যত্নং তপস্যমিতবিক্রমঃ ॥২৩
ঘোরেণ তপসা রাজংস্তপ্যমানো মহৎ তপঃ।
সন্তাপয়ামাস ভৃশং দেবেন্দ্রমিতি নঃ শ্রুতম্ ॥২৪
তং তথা তপ্যমানস্তু তপস্তীব্রং মহামুনিম্।
উপেত্য বলভিদ্ দেবো বারয়ামাস বৈ পুনঃ ॥২৫
অশক্যোঽর্থঃ সমারব্ধো নৈতদ্ বুদ্ধিকৃতং তব।
প্রতিভাস্যন্তি বৈ বেদাস্তব চৈব পিতুশ্চ তে ॥২৬

যবক্রীত উবাচ।

ন চৈতদেবং ক্রিয়তে দেবরাজ মমেপ্সিতম্।
মহতা নিয়মেনাহং তপ্স্যে ঘোরতরং তপঃ ॥২৭
সমিদ্ধেঽগ্নাবুপকৃত্যাঙ্গমঙ্গং
হোষ্যামি বা মঘবংস্তন্নিবোধ।
যদ্যেতদেবং ন করোষি কামং
মমেপ্সিতং দেবরাজেহ সর্বম্ ॥২৮

লোমশ উবাচ।

নিশ্চয়ং তমভিজ্ঞায় মুনেস্তস্য মহাত্মনঃ।
প্রতিবারণহেত্বর্থং বুদ্ধ্যা সঞ্চিন্ত্য বুদ্ধিমান্ ॥২৯
তত ইন্দ্রোঽকরোদ্ রূপং ব্রাহ্মণস্য তপস্বিনঃ।
অনেকশতবর্ষস্য দুর্বলস্য সযক্ষ্মণঃ ॥৩০
যবক্রীতস্য যৎ তীর্থমুচিতং শৌচকর্মণি।
ভাগীরথ্যাং তত্র সেতুং বালুকাভিশ্চকার সঃ ॥৩১

বেদসমূহের লাভের জন্যই। তপস্যার দ্বারাই আমি সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিতে চাই। হে বিভো! গুরুমুখ হইতে দীর্ঘকালে যে বেদজ্ঞান লাভ করা যায়, তাহা আমি এই তপস্যার দ্বারাই লাভ করিতে ইচ্ছুক; সেই জন্যই আমার এই সর্ব্বাত্মক যত্ন।১৯-২১

ইন্দ্র বলিলেন,—হে ব্রহ্মর্ষে! বেদজ্ঞান লাভ করিবার ইহা পথ নয়। ব্রহ্মন্! গুরুমুখপরম্পরায় বেদবিদ্যা লাভ করিবার যে পথ উপদিষ্ট আছে, উহাকে নষ্ট করিবার চেষ্টা না করিয়া গুরুমুখ হইতে বেদ অধ্যয়ন কর।২২

লোমশ বলিলেন,—হে ভারত! এই কথা বলিয়া শক্র (ইন্দ্র) চলিয়া গেলে অমিততেজস্বী যবক্রীত পুনরায় ঘোর তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন।২৩

রাজন্! আমরা শুনিয়াছি, ঘোর তপস্যা করিয়া যবক্রীত সেই তপস্যাদ্বারা পুনরায় দেবেন্দ্রকে অত্যন্ত সন্তাপিত করিতে লাগিলেন।২৪

মহামুনি যবক্রীতকে ঐরূপ তীব্র তপস্যা করিতে দেখিয়া দেবরাজ পুনরায় আসিয়া তাহাকে নিষেধ করত বলিলেন,—তুমি নিজ বুদ্ধিতে যাহা করিতেছ; সে কাজ অশক্য, তোমার ও তোমার পিতার নিকট বেদবিদ্যা প্রতিভাত হইবে, কিন্তু সকল ব্রাহ্মণের নিকট হইবে না।২৫-২৬

যবক্রীত বলিলেন,—যদি আপনি আমার অভীষ্ট পূরণ না করেন, তবে আমি উগ্র নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক আরও ঘোরতর তপস্যা করিব।২৭

দেবরাজ! আপনি যদি এই তপস্যা দ্বারা আমার সমস্ত অভীষ্ট পূরণ না করেন, তবে হে মঘবন্! আমি প্রজ্বলিত অগ্নিতে আমার এক এক অঙ্গ কাটিয়া সম্পূর্ণ অঙ্গই আহুতি দিব।২৮

লোমশ বলিলেন,—সর্ব্বজ্ঞ ইন্দ্র তখন মহাত্মা মুনির অসম্ভাব্য অটল সঙ্কল্প চিন্তা করিয়া তাঁহাকে নিবারণ করিবার জন্য উপায়ান্তর স্থির করিলেন। তিনি এক অনেক শতবর্ষ বয়স্ক যক্ষ্মারোগাক্রান্ত দুর্ব্বল তপস্বী ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিলেন।২৯-৩০

যদাস্য বদতো বাক্যং ন স চক্রে দ্বিজোত্তমঃ।
বালুকাভিস্ততঃ শক্রো গঙ্গাং সমভিপূরয়ন্ ॥৩২
বালুকামুষ্টিঃ নিশং ভাগীরথ্যাং ব্যসর্জয়ৎ।
সেতুমভ্যারভচ্ছক্রো যবক্রীতং নিদর্শয়ন্ ॥৩৩
তদ্ দদর্শ যবক্রীতো যত্নবন্তং নিবন্ধনে।
প্রহসংশ্চাব্রবীদ্ বাক্যমিদং স মুনিপুঙ্গবঃ ॥৩৪
কিমিদং বর্ততে ব্রহ্মন্ কিঞ্চ তেহ চিকীর্ষিতম্।
অতীব হি মহান্ যত্নঃ ক্রিয়তেঽয়ং নিরর্থকঃ ॥৩৫

ইন্দ্র উবাচ।

বন্ধিষ্যে সেতুনা গঙ্গাং সুখঃ পন্থা ভবিষ্যতি।
ক্লিশ্যতে হি জনস্তাত তরমাণঃ পুনঃ পুনঃ ॥৩৬

যবক্রীত উবাচ।

নায়ং শক্যস্ত্বয়া বদ্ধুং মহানোঘস্তপোধন।
অশক্যাদ্ বিনিবর্ত্তস্ব শক্যমর্থং সমারভ ॥৩৭

ইন্দ্র উবাচ।

যথৈব ভবতা চেদং তপো বেদার্থমুদ্যতম্।
অশক্যং তদ্বদস্মাভিরয়ং ভারঃ সমাহিতঃ ॥৩৮

যবক্রীত উবাচ।

যথা তব নিরর্থোঽয়মারম্ভস্ত্রিদশেশ্বর।
তথা যদি মমাপীদং মন্যসে পাকশাসন ॥৩৯
ক্রিয়তাং যদ্ ভবেচ্ছক্যং ত্বয়া সুরগণেশ্বর।
বরাংশ্চ মে প্রযচ্ছান্যান্ যৈরন্যান্ ভবিতাস্ম্যতি ॥৪০

লোমশ উবাচ।

তস্মৈ প্রাদাদ্ বরানিন্দ্র উক্তবান্ যান্ মহাতপাঃ।
প্রতিভাস্যন্তি তে বেদাঃ পিত্রা সহ যথেপ্সিতাঃ ॥৪১
যচ্চান্যৎ কাঙ্ক্ষসে কামং যবক্রীর্গম্যতামিতি।
স লব্ধকামঃ পিতরং সমেত্যাথেদমব্রবীৎ ॥৪২

তারপর যবক্রীত যে তীর্থে (ঘাটে) প্রতিদিন স্নানাদি শৌচকার্য্য সম্পন্ন করিতেন, সেই স্থানে ভাগীরথীর উপরে বালুকার দ্বারা একটি সেতু নির্মাণ করিতে লাগিলেন।৩১

যবক্রীত যখন তাঁহার কথা শুনিলেন না, তখন ইন্দ্র তাহার বুদ্ধির পরিবর্ত্তনের জন্য এই উপায় স্থির করিলেন। তিনি বালুকাদ্বারা গঙ্গা পূর্ণ করিবার ইচ্ছায় বালুকা নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তিনি যবক্রীতকে দেখাইয়া দেখাইয়া মুষ্টি মুষ্টি বালুকা গঙ্গায় নিক্ষেপ করত সেতু নির্ম্মাণের প্রচেষ্টা করিতে লাগিলেন।৩২-৩৩

মুনিশ্রেষ্ঠ যবক্রীত তাঁহার সেতুবন্ধনের ঐ প্রচেষ্টা দর্শনে হাসিতে হাসিতে এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।৩৪

হে ব্রহ্মন্! তুমি ইহা কি করিতেছ? তোমার উদ্দেশ্য কি? তুমি নিরর্থক কেন এইরূপ অতিশয় যত্ন করিতেছ?৩৫

ইন্দ্র বলিলেন,—বৎস! মানুষ তাড়াতাড়ি গঙ্গা পার হইতে ইচ্ছা করিয়াও পার হইতে না পারিয়া বার বার কষ্ট পায়; এজন্য আমি বালুকার দ্বারা গঙ্গার উপর সেতু নির্ম্মাণ করিতে চাই।৩৬

যবক্রীত বলিলেন,—হে তপোধন! গঙ্গায় জলস্রোত তীব্র; (সুতরাং প্রদত্ত বালি স্থানচ্যুত হইতেছে); এজন্য তোমার এই প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইতেছে। এই ব্যর্থ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সার্থক কর্ম্ম আরম্ভ কর।৩৭

ইন্দ্র বলিলেন,—যেমন তুমি সকল ব্রাহ্মণের বেদজ্ঞান লাভের জন্য এই ব্যর্থ তপস্যা করিতেছ, তেমনই তোমার ন্যায় আমিও এই অসাধ্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি।৩৮

যবক্রীত বলিলেন,—হে পাকশাসন! হে ত্রিদশেশ্বর! আপনার ন্যায় আমার এই কার্য্যও যদি নিরর্থক মনে করেন, তবে আমার পক্ষে যাহা লাভ করা সম্ভব, আপনি তাহাই করুন। দেবরাজ! আমাকে এমন অন্য বর দান করুন, যেন বিদ্যায় আমি সকলকে অতিক্রম করিতে পারি।৩৯-৪০

যবক্রীত উবাচ।

প্রতিভাস্যন্তি বৈ বেদা মম তাতস্য চোভয়োঃ।
অতি চান্যান্ ভবিষ্যাবো বরা লব্ধাস্তদা ময়া ॥৪৩

ভরদ্বাজ উবাচ।

দর্পস্তে ভবিতা তাত বরান্ লব্ধ্বা যথেপ্সিতান্।
স দর্পপূর্ণঃ কৃপণঃ ক্ষিপ্রমেব বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥৪৪

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমা গাথা দেবৈরুদাহৃতাঃ।
মুনিরাসীৎ পুরা পুত্র বালধির্নাম বীর্য্যবান্ ॥৪৫

স পুত্রশোকাদুদ্বিগ্নস্তপস্তেপে সুদুষ্করম্।
ভবেন্মম সুতোঽমর্ত্য ইতি তং লব্ধবাংশ্চ সঃ ॥১৬

তস্য প্রসাদো বৈ দেবৈঃ কৃতো ন ত্বমরৈঃ সমঃ।
নামর্ত্ত্যো বিদ্যতে মর্ত্ত্যো নিমিত্তায়ুর্ভবিষ্যতি ॥৪৭

বালধিরুবাচ।

যথেমে পর্বতাঃ শশ্বৎ তিষ্ঠন্তি সুরসত্তমাঃ।
অক্ষয়াস্তন্নিমিত্তং মে সুতস্যায়ুর্ভবিষ্যতি ॥৪৮

ভরদ্বাজ উবাচ।

তস্য পুত্রস্তদা যজ্ঞে মেধাবী ক্রোধনস্তদা।
স তচ্ছ্রুত্বাকরোদ্ দর্পমৃষীংশ্চৈবাবমন্যত ॥৪৯
বিকুর্বাণো মুনীনাঞ্চ ব্যচরৎ স মহীমিমাম্।
আসসাদ মহাবীর্য্যং ধনুষাক্ষং মনীষিণম্ ॥৫০
তস্যাপচক্রে মেধাবী তং শশাপ স বীর্য্যবান্।
ভব ভস্মেতি চোক্তঃ স ন ভস্ম সমপদ্যত ॥৫১

লোমশ বলিলেন,—তখন ইন্দ্র মহাতপস্বী যবক্রীতকে এইরূপ বর দিলেন—যবক্রীত! তোমার ও তোমার পিতার নিকট সমস্ত বেদবিদ্যা প্রতিভাত হইবে।৪১

আরও যাহা কিছু তোমার মনের বাসনা আছে, তাহা সবই তোমার পূর্ণ হইবে। যবক্রীত নিজ অভীষ্ট লাভ করিয়া পিতার নিকট গমন করত এইরূপ বলিলেন।৪২

যবক্রীত বলিলেন,—আমি ইন্দ্রের নিকট হইতে এইরূপ বর প্রাপ্ত হইয়াছি যে, আমি ও আপনি উভয়েই বেদবিদ্যায় পারদর্শী হইব এবং সকলকে অতিক্রম করিতে সক্ষম হইব।৪৩

ভরদ্বাজ বলিলেন,—হে বৎস! ইহাতে তোমার মনে অহঙ্কার হইবে এবং এইরূপ দর্পপূর্ণ হইয়া তুমি এমন কৃপণ (উদ্ধত) হইবে যে, উহা তোমার সত্বর বিনাশের কারণ হইবে।৪৪

এই প্রসঙ্গে তোমাকে দেবগণপরিগীতা একটী গাথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে পুত্র! পুরাকালে বালধিনামে একজন প্রভাবশালী মুনি ছিলেন।৪৫

তিনি পুত্রশোকে উদ্বিগ্ন হইয়া দেবোপম পুত্রলাভের জন্য তীব্র তপস্যা করিতে লাগিলেন এবং তপস্যার ফলে এক পুত্র লাভও করিলেন।৪৬

দেবতাগণ তাঁহাকে কৃপা করত পুত্র লাভের বর দিয়া বলিলেন,—মরণধর্মা মনুষ্য দেবতার ন্যায় কখনও অমর হইতে পারে না; সুতরাং তাহার আয়ু নিমিত্তাধীন হইবে।৪৭

বালধি বলিলেন,—হে শ্রেষ্ঠদেবগণ! যেমন এই পর্ব্বতগুলি সদা অক্ষয় হইয়া অবস্থান করিতেছে, সেইরূপ আমার পুত্রও সদা অক্ষয় হইয়া বাঁচিয়া থাকিবে। এই পর্ব্বতগুলিই উহার আয়ুর নিমিত্ত হইবে অর্থাৎ যতদিন এই পর্ব্বতগুলি থাকিবে, ততদিন আমার পুত্র জীবিত থাকিবে।৪৮

ভরদ্বাজ বলিলেন,—তাহার এক পুত্র জন্মিল। সে মেধাবী ও কোপনস্বভাব হইল। সে যখন দেবদত্ত বরের কথা শুনিল, তখন সে দর্পী হইয়া ঋষিগণকে অবমাননা করিতে লাগিল।৪৯

এইভাবে মুনিগণের অবমাননা করিতে করিতে সে পৃথিবী বিচরণ করিতে লাগিল, পরে সে একজন মহাবীর্য্যসম্পন্ন ধনুষাক্ষনামক মনীষীর নিকট উপস্থিত হইল।৫০

ধনুষাক্ষস্তু তং দৃষ্ট্বা মেধাবিনমনাময়ম্ ।
নিমিত্তমস্য মহিষৈর্ভেদয়ামাস বীর্য্যবান্ ॥৫২
স নিমিত্তে বিনষ্টে তু মমার সহসা শিশুঃ ।
তং মৃতং পুত্রমাদায় বিললাপ ততঃ পিতা ॥৫৩
লালপ্যমানং তঃ দৃষ্ট্বা মুনয়ঃ পরমার্ত্তবৎ ।
উচুর্বেদাবদঃ সর্বে গাথাং যাং তাং নিবোধ মে ॥৫৪
ন দিষ্টমর্থমত্যেতুমীশো মর্ত্যঃ কথঞ্চন ।
মহিষৈর্ভেদয়ামাস ধনুষাক্ষো মহীধরান্ ॥৫৫
এবং লব্ধ্বা বরান্ বালা দর্পপূর্ণাস্তপস্বিনঃ ।
ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যন্তি যথা ন স্যাৎ তথা ভবান্ ॥৫৬
এষ রৈভ্যো মহাবীর্য্যঃ পুত্রৌ চাস্য তথাবিধৌ ।
তং যথা পুত্র নাভ্যেষি তথা কুর্য্যাস্ত্বতন্দ্রিতঃ ॥৫৭
স হি ক্রুদ্ধঃ সমর্থস্ত্বাং পুত্র পীড়য়িতুং রুষা ।
রৈভ্যশ্চাপি তপস্বী চ কোপনশ্চ মহানৃষিঃ ॥৫৮

যবক্রীত উবাচ ।

এবং করিষ্যে মা তাপং তাত কার্ষীঃ কথঞ্চন ।
যথা হি মে ভবান্ মান্যস্তথা রৈভ্যঃ পিতা মম ॥৫৯

লোমশ উবাচ ।

উক্ত্বা স পিতরং শ্লক্ষ্ণং যবক্রীরকুতোভয়ঃ ।
বিপ্রকুর্বন্নৃষীনন্যানতুষ্যৎ পরয়া মুদা ॥৬০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশতীর্থযাত্রায়াং যবক্রীতোপাখ্যানে পঞ্চত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৩৫

তাঁহার অবমাননা করিতেই তিনি মেধাবীকে "ভস্মীভূত হও" বলিয়া শাপ দিলেন, কিন্তু দেখিলেন যে, সেই শাপে সে ভস্মীভূত হইল না ।৫১

তখন প্রতাপশালী মুনি ধনুষাক্ষ তাহাকে সুস্থ দেখিয়া নিমিত্ত জানিবার ইচ্ছায় ধ্যানস্থ হইলেন এবং উহাতে জানিতে পারিলেন যে, উক্ত পর্ব্বতই তাহার আয়ুর কারণ, তখন অসংখ্য মহিষের দ্বারা উক্ত পর্ব্বতকে ভাঙ্গিয়া দিলেন ।৫২

তাহার আয়ুর নিমিত্ত পর্ব্বত বিধ্বস্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মেধাবীর মৃত্যু হইল । তখন সেই মৃত পুত্রকে পিতা বালধিমুনি ক্রোড়ে লইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন ।৫৩

তাঁহাকে পরমার্ত্তের ন্যায় অত্যন্ত বিলাপ করিতে দেখিয়া বেদবিদ্ মুনিগণ যে গান গাহিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর ।৫৪

মনুষ্য কখনও দৈববিধানকে কোনরূপে অতিক্রম করিতে পারে না; কারণ; ধনুষাক্ষ মুনি মহিষের দ্বারাই পর্ব্বতগুলিকে ধ্বংস করাইয়াছিলেন ।৫৫

এইরূপ বর লাভ করিয়া তপস্বী বালকগণও দর্পপূর্ণ হইয়া শীঘ্রই বিনষ্ট হয়, তোমার যাহাতে ঐরূপ অবস্থা না হয়, তাহার জন্য সাবধানে থাকিবে ।৫৬

এই রৈভ মুনি ও তাহার দুই পুত্র সকলেই বীর্য্যবান্, হে পুত্র! তুমি ইহাদিগকে অবমানিত করিতে চেষ্টা করিও না, এবিষয়ে সজাগ থাকিবে ।৫৭

তোমাকে সাবধান করিবার উদ্দেশ্য হইতেছে এই যে, কোপনস্বভাব তপস্বী ও মহর্ষি রৈভ্যও ক্রুদ্ধ হইলে তোমার অনিষ্ট করিতে পারেন ।৫৮

যবক্রীত বলিলেন,—হে পিত। আপনি যাহা উপদেশ করিলেন, তাহা আমি মনে করিয়া রাখিব, আপনি উদ্বিগ্ন হইবেন না। আপনি যেমন আমার পিতা বলিয়া সদা মাননীয়, সেইরূপ তপস্বী রৈভ্যও আমার নিকট পিতৃতুল্য ।৫৯

লোমশ বলিলেন,—পিতাকে এইরূপ মধুর বাক্যে সন্তুষ্ট করিয়া যবক্রীত অকুতোভয়ে ঋষিগণের অবমাননা করিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং তাহাতে পরম আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন ।৬০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে যবক্রীত উপাখ্যানবিষয়ক পঞ্চত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।১৩৫

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রৈভ্যমুনেঃ পুত্রবধ্বা সহ যবক্রীতস্য ব্যাভিচারঃ, রৈভ্যমুনেঃ কোপোৎপন্নরাক্ষসেণ তস্য বিনাশশ্চ।]

লোমশ উবাচ।

চঙ্‌ক্রম্যমাণঃ স তদা যবক্রীরকুতোভয়ঃ।
জগাম মাধবে মাসি রৈভ্যাশ্রমপদং প্রতি ॥১

স দদর্শাশ্রমে রম্যে পুষ্পিতদ্রুমভূষিতে।
বিচরন্তীং স্নুষাং তস্য কিন্নরীমিব ভারত ।২

যবক্রীস্তামুবাচেদমুপাতিষ্ঠস্ব মামিতি।
নির্লজ্জো লজ্জয়া যুক্তাং কামেন হৃতচেতনঃ ॥৩

সা তস্য শীলমাজ্ঞায় তস্মাচ্ছাপাচ্চ বিভ্যতী।
তেজস্বিতাঞ্চ রৈভ্যস্য তথেত্যুক্ত্বাজগাম হ ॥৪

তত একান্তমুন্নীয় মজ্জয়ামাস ভারত।
আজগাম তদা রৈভ্যঃ স্বমাশ্রমমরিন্দম ॥৫

রুদতীঞ্চ স্নুষাং দৃষ্ট্বা ভার্য্যামার্ত্তাং পরাবসোঃ।
সান্ত্বয়ন্ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা পর্য্যপৃচ্ছদ্ যুধিষ্ঠির ॥৬

সা তস্মৈ সর্বমাচষ্ট যবক্রীভাষিতং শুভা।
প্রত্যুক্তঞ্চ যবক্রীতং প্রেক্ষাপূর্বং তথাঽত্মনা ॥৭

শৃণ্বানস্যৈব রৈভ্যস্য যবক্রীতবিচেষ্টিতম্।
দহন্নিব তদা চেতঃ ক্রোধঃ সমভবন্মহান্ ॥৮

স তদা মন্যুনাঽবিষ্টস্তপস্বী কোপনো ভৃশম্।
অবলুচ্য জটামেকাং জুহাবাগ্নৌ সুসংস্কৃতে ॥৯

ততঃ সমভবন্নারী তস্যা রূপেণ সম্মিতা।
অবলুচ্যাপরাং চাপি জুহাবাগ্নৌ জটাং পুনঃ ॥১০

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[রৈভ্যমুনির পুত্রবধূর সহিত যবক্রীতের ব্যভিচার এবং রৈভ্যমুনির কোপে উৎপন্ন রাক্ষসের দ্বারা তাহার বিনাশ]।

লোমশ বলিলেন,—সেই যবক্রীত অকুতোভয়ে নিরন্তর বিচরণ করিতে করিতে বৈশাখ মাসে রৈভ্যমুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন।১

হে ভারত। যবক্রীত পুষ্পদ্রুমবিভূষিত সেই আশ্রমে কিন্নরীর ন্যায় বিচরণশীলা ও সুন্দরী রৈভ্যমুনির পুত্রবধূকে দেখিতে পাইলেন।২

যবক্রীত তাহাকে দেখিয়া কামার্ত্ত হইয়া নির্লজ্জভাবে লজ্জাশীলা রৈভ্যের পুত্রবধূকে বলিলেন—তুমি আমার সহিত রমণ কর।৩

সে যবক্রীতের স্বভাব জানিত; সুতরাং অস্বীকার করিলে—শাপ দিতে পারে এই ভয় ছিল, ওদিকে রৈভ্যমুনির তেজস্বিতার কথাও সে জানিত, সুতরাং সে ভাবিল—ইহাকে সন্তুষ্ট করিয়া কিছু সময় লওয়া যাউক, ইতিমধ্যে হয়তো রৈভ্য মুনি আসিয়া যাইতে পারেন, এইরূপ চিন্তা করিয়া সে তাহার কথায় স্বীকৃত হইয়া তাহার নিকটে গেল।৪

হে অরিন্দম ভারতবংশধর। কিন্তু যবক্রীত তাহাকে নির্জ্জনে লইয়া গিয়াই তাহাকে পাপে ডুবাইয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। ইত্যবসরে রৈভ্যমুনিও নিজ আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।৫

হে যুধিষ্ঠির! নিজ পুত্রবধূ পরাবসুর পত্নীকে আর্ত্তভাবে রোদন করিতে দেখিয়া রৈভ্য তাঁহাকে সান্ত্বনাপ্রদানপূর্ব্বক কোমলবাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন কি হইয়াছে ?৬

তখন পরাবসুর সুন্দরী স্ত্রী যবক্রীতের কুপ্রস্তাব এবং তদুত্তরে বুদ্ধি অনুসারে তাহার বক্তব্য এবং যবক্রীতকর্ত্তৃক তাহার সতীত্বনাশ প্রভৃতি সকল কথা শ্বশুরকে বলিল।৭

যবক্রীতের আচরণের কথা শুনিবামাত্রই রৈভ্যের হৃদয় দগ্ধ করিয়াই যেন মহাক্রোধের সঞ্চার হইল।৮

সেই তপস্বী রৈভ্যমুনি অত্যন্ত কোপনস্বভাব ছিলেন, এই কথা শুনিয়া অতীব ক্রোধাবিষ্ট হইয়া

ততঃ সমভবদ্ রক্ষো ঘোরাক্ষং ভীমদর্শনম্ ।
অব্রুতাং তৌ তদা রৈভ্যং কিং কার্য্যং করবাবহৈ ।১
তাবব্রবীদৃষিঃ ক্রুদ্ধো যবক্রীর্বধ্যতামিতি ।
জগ্মতুস্তৌ তথেত্যুক্ত্বা যবক্রীতজিঘাংসয়া ॥১২
ততস্তং সমুপাস্থায় কৃত্যা সৃষ্টা মহাত্মনা ।
কমণ্ডলুং জহারাস্য মোহয়িত্বেব ভারত ॥১৩
উচ্ছিষ্টং তু যবক্রীতমপকৃষ্টকমণ্ডলুম্ ।
তত উদ্যতশূলঃ স রাক্ষসঃ সমুপাদ্রবৎ ॥১৪
তমাপতন্তং সম্প্রেক্ষ্য শূলহস্তং জিঘাংসয়া ।
যবক্রীঃ সহসোত্থায় প্রাদ্রবদ্ যেন বৈ সরঃ ॥১৫
জলহীনং সরো দৃষ্ট্বা যবক্রীস্ত্বরিতঃ পুনঃ ।
জগাম সরিতঃ সর্বাস্তাশ্চাপ্যাসন্ বিশোষিতাঃ ॥১৬

তাহার একটা জটা ছিঁড়িয়া সুসংস্কৃত আগুনে আহুতি দিলেন ।৯

অনন্তর আগ্ন হইতে রৈভ্যের পুত্রবধূসদৃশী নারীরূপিণী এক কৃত্যার উৎপত্তি হইল। তৎপর আবার একটি জটা ছিঁড়িয়া আগুনে আহুতি দিলেন ।১০

তাহা হইতে ভয়ঙ্করনয়ন ও ঘোরদর্শন এক রাক্ষসের আবির্ভাব হইল। তাহারা উভয়ে রৈভ্যকে বলিল—আপনার কি কার্য্য আমরা সম্পাদন করিব ?১১

ক্রুদ্ধ ঋষি তাহাদের দুইজনকে বলিলেন,—যবক্রীতকে ধ্বংস কর। তখন সেই রাক্ষস ও নারী উভয়ে 'তাহাই হইবে' বলিয়া যবক্রীতের বধের জন্য গমন করিলেন ।১২

হে ভারত। তারপর মহাত্মা রৈভ্য কর্ত্তৃক উৎপাদিতা সেই কৃত্যা নারী নিজ অলৌকিকরূপে যবক্রীতকে যেন মোহিত করিয়া তাঁহার কমণ্ডলু হরণ করিল ।১৩

তাঁহার কমণ্ডলু অপহৃত হওয়ায় যবক্রীতের মুখ উচ্ছিষ্ট ছিল। এমন সময় সেই রাক্ষস নিজ শূল উত্তোলন করিয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হইল ।১৪

স কাল্যমানো ঘোরেণ শূলহস্তেন রক্ষসা ।
অগ্নিহোত্রং পিতুর্ভীতঃ সহসা প্রবিবেশ হ ॥১৭
স বৈ প্রবিশমানস্তু শূদ্রেণান্ধেন রক্ষিণা ।
নিগৃহীতো বলাদ্ দ্বারি সোঽবাতিষ্ঠত পার্থিব ॥১৮
নিগৃহীতং তু শূদ্রেণ যবক্রীতং স রাক্ষসঃ ।
তাড়য়ামাস শূলেন স ভিন্নহৃদয়োঽপতৎ ॥১৯
যবক্রীতং স হত্বা তু রাক্ষসো রৈভ্যমাগমৎ ।
অনুজ্ঞাতস্তু রৈভ্যেণ তয়া নার্য্যা সহাবসৎ ॥২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশতীর্থযাত্রায়াং যবক্রীতোপাখ্যানে ষট্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৩৬

তাঁহাকে বিনাশ করিবার জন্য রাক্ষসকে শূলহাতে আসিতে দেখিয়া যবক্রীত সহসা উঠিয়া যেদিকে সরোবর আছে, সেই দিকে ধাবিত হইলেন ।১৫

কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়াই সরোবর শুকাইয়া গেল ; সরোবরকে জলশূন্য দেখিয়া যবক্রীত নদীসমূহের দিকে একে একে ধাবিত হইলেন ; কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া সকল নদীই শুকাইয়া গেল ।১৬

তখন শূলধারী ভয়ঙ্কর রাক্ষস কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া যবক্রীত উপায়ান্তর না দেখিয়া তৎক্ষণাৎ পিতার অগ্নিহোত্রগৃহে প্রবেশের চেষ্টা করিলেন ।১৭

কিন্তু অগ্নিহোত্র গৃহের রক্ষার জন্য এক অন্ধ শূদ্র দ্বারপাল ছিল। সে যবক্রীতকে চিনিতে না পারিয়া তাঁহাকে দ্বারে ধরিয়া ফেলিল ।১৮

হে ভারত। শূদ্র কর্ত্তৃক ধৃত হওয়ার ফলে গৃহে প্রবেশ করিতে না পারিয়া সেই রাক্ষসের শূলাঘাতে যবক্রীত বিদীর্ণহৃদয় হইয়া পতিত হইলেন ।১৯

যবক্রীতকে বধ করিয়া রাক্ষস রৈভ্যের আশ্রমে ফিরিয়া সেই নারীর সহিত তাঁহার আশ্রমে রৈভ্যের অনুমতিক্রমে অবস্থান করিতে লাগিল ।২০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে যবক্রীত উপাখ্যানবিষয়ক ষট্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।১৩৬

সপ্তত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[পুত্রশোকেন ভরদ্বাজস্য বিলাপঃ, রৈভ্যায় শাপদানম্, স্বয়মগ্নৌ প্রবেশশ্চ ।]

লোমশ উবাচ ।

ভরদ্বাজস্তু কৌন্তেয় কৃত্বা স্বাধ্যায়মাহ্নিকম্ ।
সমিৎকলাপমাদায় প্রবিবেশ স্বমাশ্রমম্ ॥১

তং স্ম দৃষ্ট্বা পুরা সর্বে প্রত্যুত্তিষ্ঠন্তি পাবকাঃ।
ন ত্বেনমুপতিষ্ঠন্তি হতপুত্রং তদাগ্নয়ঃ ॥২

বৈকৃতং ত্বগ্নিহোত্রে স লক্ষয়িত্বা মহাতপাঃ ।
তমন্ধং শূদ্রমাসীনং গৃহপালমথাব্রবীৎ ॥৩

কিং নু মে নাগ্নয়ঃ শূদ্র প্রতিনন্দন্তি দর্শনম্ ।
ত্বং চাপি ন যথাপূর্বং কচ্চিৎ ক্ষেমমিহাশ্রমে ॥৪

কচ্চিন্ন রৈভ্যং পুত্রো মে গতবানল্পচেতনঃ ।
এতদাচক্ষ্ব মে শীঘ্রং ন হি শুদ্ধ্যতি মে মনঃ ॥৫

শূদ্র উবাচ ।

রৈভ্যং যাতো নূনময়ং পুত্রস্তে মন্দচেতনঃ ।
তথা হি নিহতঃ শেতে রাক্ষসেন বলীয়সা ॥৬

প্রকাল্যমানস্তেনায়ং শূলহস্তেন রক্ষসা ।
অগ্ন্যাগারং প্রতি দ্বারি ময়া দোর্ভ্যাং নিবারিতঃ ॥৭

ততঃ স বিহতাশোঽত্র জলকামোঽশুচির্ধ্রুবম্ ।
নিহতঃ সোঽতিবেগেন শূলহস্তেন রক্ষসা ॥৮

ভরদ্বাজস্তু তচ্ছ্রুত্বা শূদ্রস্য বিপ্রিয়ং মহৎ ।
গতাসুং পুত্রমাদায় বিললাপ সুদুঃখিতঃ ॥৯

সপ্তত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

[পুত্রশোকে ভরদ্বাজের বিলাপ, রৈভ্যকে শাপদান এবং (নিজের) অগ্নিতে প্রবেশ ।]

লোমশ বলিলেন,—হে কৌন্তেয় ! মহর্ষি ভরদ্বাজ স্বাধ্যায় ও আহ্নিককৃত্য সমাপন করত সমিধসমূহ লইয়া নিজ আশ্রমে প্রবেশ করিলেন ।১

তাঁহাকে দেখিয়া পূর্ব্বে অগ্নিসমূহ ঊর্দ্ধশিখ হইয়া অর্থাৎ উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিতেন, কিন্তু আজ তাঁহাকে পুত্রহীন অতএব অশৌচযুক্ত দেখিয়া তাহারা কেহই তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন না ।২

তারপর মহাতেজস্বী সেই ভরদ্বাজ অগ্নিহোত্রগৃহে এইরূপ বৈপরীত্য দেখিয়া তিনি উপবিষ্ট অন্ধ শূদ্র দ্বারপালকে বলিলেন ।৩

হে শূদ্র ! এই অগ্নিসমূহ পূর্ব্বের ন্যায় আমার সন্দর্শনের অভিনন্দন করিতেছে না কেন ? তুমিই বা কেন পূর্ব্বের ন্যায় স্বাগত করিতেছ না ; এই আশ্রমের সব কুশল তো ?৪

অল্পবুদ্ধি আমার পুত্র যবক্রীত সেই রৈভ্যমুনির আশ্রমে যায় নাই তো ; তুমি শীঘ্র বল, কারণ আমার মন শান্ত হইতেছে না ।৫

শূদ্র বলিল,—নিশ্চিতই আপনার এই পুত্র রৈভ্যমুনির আশ্রমে গিয়াছিল ; কেননা, বলীয়ান্ এক রাক্ষসের দ্বারা সে নিহত হইয়া শয়ন করিয়া আছে ।৬

রাক্ষস শূলহস্তে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিল, তাহাতে সে জলাকাঙ্ক্ষী হইয়া এই অগ্নিহোত্রের গৃহে প্রবেশ করিতেছিল, আমি দুই হাতে ধরিয়া তাহাকে দ্বারে দাঁড় করাইলাম ।৭

তারপর তাহার হোমগৃহের প্রবেশের আশা তিরোহিত হয় । মনে হয় উচ্ছিষ্ট মুখ ছিল বলিয়া অপবিত্র ছিল, তাই সেই সময় সে মুখ-

ভরদ্বাজ উবাচ।

ব্রাহ্মণানাং কিলার্থায় নন্বু ত্বং তপ্তবাংস্তপঃ।
দ্বিজানামনধীতা বৈ বেদাঃ সম্প্রতিভান্ত্বিতি ॥১০

তথা কল্যাণশীলস্ত্বং ব্রাহ্মণেষু মহাত্মসু।
অনাগাঃ সর্বভূতেষু কর্কশত্বমুপেয়িবান্ ॥১১

প্রতিষিদ্ধো ময়া তাত রৈভ্যাবসথদর্শনাৎ।
গতবানেব তং দ্রষ্টুং কালান্তকযমোপমম্ ॥১২

যঃ স জানন্ মহাতেজা বৃদ্ধস্যৈকং মমাত্মজম্।
গতবানেব কোপস্য বশং পরমদুর্মতিঃ ॥১৩

পুত্রশোকমনুপ্রাপ্ত এষ রৈভ্যস্য কর্ম্মণা।
ত্যক্ষ্যামি ত্বামৃতে পুত্র প্রাণানিষ্টতমান্ ভুবি ॥১৪
যথাহং পুত্রশোকেন দেহং ত্যক্ষ্যামি কিল্বিষী।
তথা জ্যেষ্ঠঃ সুতো রৈভ্যং হিংস্যাচ্ছীঘ্রমনাগসম্ ॥১৫
সুখিনো বৈ নরা যেষাং জাত্যা পুত্রো ন বিদ্যতে।
তে পুত্রশোকমপ্রাপ্য বিচরন্তি যথাসুখম্ ॥১৬
যে তু পুত্রকৃতাচ্ছোকাদ্ ভৃশং ব্যাকুলচেতসঃ।
শপন্তীষ্টান্ সখীনার্ত্তাস্তেভ্যঃ পাপতরো নু কঃ ॥১৭
পরাসুশ্চ সুতো দৃষ্টঃ শপ্তশ্চেষ্টঃ সখা ময়া।
ইদৃশীমাপদং কোঽত্র দ্বিতীয়োঽনুভবিষ্যতি ॥১৮

প্রক্ষালনের জন্য হোমগৃহে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। এই সময় রাক্ষস অতিবেগে শূলহাতে আসিয়া তাহাকে বধ করিল।৮

মহর্ষি ভরদ্বাজ তখন শূদ্রের মুখে গুরুতর অপ্রিয় সংবাদ শুনিয়া মৃতপুত্রকে লইয়া অত্যন্ত দুঃখে বিলাপ করিতে লাগিলেন।৯

ভরদ্বাজ বলিলেন,—যবক্রীত! তুমি সকল ব্রাহ্মণের কল্যাণের জন্য তীব্র তপস্যা করিয়াছিলে। উদ্দেশ্য ছিল যে, অনধীত সকল ব্রাহ্মণের নিকটই বেদবিদ্যা প্রতিভাত হউক।১০

সকল মহাত্মা ব্রাহ্মণের কল্যাণে প্রযত্নশীল তুমি সর্ব্বপ্রাণীতে নিরপরাধ হইয়াও কর্কশ-স্বভাব হইয়াছিলে।১১

পুত্র! আমি তোমাকে রৈভ্যের আশ্রম দর্শন করিতে নিষেধ করা সত্ত্বেও তুমি কালান্তক যমের ন্যায় সেই রৈভ্যকে দর্শন করিবার ইচ্ছায় উহার আশ্রমে গিয়াছিলে।১২

সেই পরমদুর্ম্মতি মহাতেজস্বী রৈভ্য আমাকে বৃদ্ধ এবং আমার তুমি একমাত্রপুত্র জানিয়াও ক্রোধের বশীভূত হইল।১৩

সেই রৈভ্যের কর্ম্মের দ্বারা আমি এই ভয়ানক পুত্রশোক পাইলাম। হে পুত্র! তোমার জন্য আমি জগতে সব চেয়ে প্রিয়তম এই প্রাণ পরিত্যাগ করিব।১৪

আমি পাপী, যেমন আমি পুত্রশোকে বিহ্বল হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিব, তেমনই রৈভ্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র নিরপরাধ পিতা রৈভ্যকে হত্যা করিবে।১৫

যাহাদের পুত্র হয় নাই, সেই সকল মনুষ্যই সংসারে সুখী, তাহারা পুত্রশোক না পাইয়া সুখে বিচরণ করে।১৬

যাহারা পুত্রশোকে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া নিজ ইষ্ট মিত্রগণকেও শাপ দেয়; সুতরাং তাহাদের ন্যায় পাপী কে আছে?১৭

হায়, আমার পুত্রকে মৃত দেখিলাম এবং আমার মিত্রকে শাপ দিলাম, এইরূপ বিপদ আমি ভিন্ন কি দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি অনুভব করিয়াছে?১৮

লোমশ উবাচ।

বিলপ্যৈবং বহুবিধং ভরদ্বাজোঽদহৎ সুতম্।
সুসমিদ্ধং ততঃ পশ্চাৎ প্রবিবেশ হুতাশনম্ ॥১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রাপর্ব্বণি
লোমশতীর্থযাত্রায়াং যবক্রীতোপাখ্যানে
সপ্তত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৩৭

লোমশ বলিলেন,—এইরূপে বহু বিলাপ করিয়া ভরদ্বাজমুনি পুত্রের দাহাদি কার্য্য সমাপন করিয়া পরে প্রজ্বলিত অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন।১৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে যবক্রীত উপাখ্যানে সপ্তত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৩৭

অষ্টাত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্বাবসোস্তপঃপ্রভাবেণ পরাবসোর্ব্রহ্মহত্যামুক্তিঃ, রৈভ্য-ভরদ্বাজ-যবক্রীতানাং পুনরুজ্জীবনঞ্চ।]

লোমশ উবাচ।

এতস্মিন্নেব কালে তু বৃহদ্দ্যুম্নো মহীপতিঃ।
সত্রং তেনে মহাভাগো রৈভ্যযাজ্যঃ প্রতাপবান্ ॥১
তেন রৈভ্যস্য বৈ পুত্রাবর্ব্বাবসুপরাবসূ।
বৃতৌ সহায়ৌ সত্রার্থং বৃহদ্দ্যুম্নেন ধীমতা ॥২
তত্র তৌ সমনুজ্ঞাতৌ পিত্রা কৌন্তেয় জগ্মতুঃ।
আশ্রমে ত্বভবদ্ রৈভ্যো ভার্য্যা চৈব পরাবসোঃ ॥৩

অথাবলোককোঽগচ্ছদ্ গৃহানেকঃ পরাবসুঃ।
কৃষ্ণাজিনেন সংবীতং দদর্শ পিতরং বনে ॥৪

জঘন্যরাত্রে নিদ্রান্ধঃ সাবশেষে তমস্যপি।
চরন্তং গহনেঽরণ্যে মেনে স পিতরং মৃগম্ ॥৫

মৃগং তু মন্যমানেন পিতা বৈ তেন হিংসিতঃ।
অকামযানেন তদা শরীরত্রাণমিচ্ছতা ॥৬

অষ্টাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[অর্ব্বাবসুর তপঃপ্রভাবে পরাবসুর ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্তি এবং রৈভ্য, ভরদ্বাজ ও যবক্রীতের পুনরুজ্জীবন।]

লোমশ বলিলেন,—এই সময় রৈভ্যের যজমান প্রতাপশালী মহাতাপ রাজা বৃহদ্দ্যুম্ন সত্রযাগ আরম্ভ করিলেন।১

বুদ্ধিমান্ রাজা সত্রযাগের সহায়তার জন্য রৈভ্যের অর্বাবসু ও পরাবসু নামে দুই পুত্রকে যজ্ঞে বরণ করিলেন।২

হে কৌন্তেয়। অনন্তর তাঁহারা দুইজন পিতার অনুমতি লইয়া রাজার যজ্ঞ করিতে গেলেন; গৃহে কেবল রৈভ্য ও পরাবসুর পত্নী থাকিলেন।৩

অনন্তর একদিন পরাবসু ঘরের দেখাশুনা করিবার জন্য নিশীথ রাত্রিতে গৃহে আসিতেছিলেন, তখন রৈভ্য একটী কৃষ্ণাজিনে শরীরটাকে ঢাকিয়া একাকী আশ্রমমধ্যে বিচরণ করিতেছিলেন।—ইহা তিনি দেখিলেন।৪

রাত্রির তখন শেষ প্রহর ছিল এবং পরাবসুও নিদ্রায় আতুর ছিলেন। সুতরাং অন্ধকারে গভীর বনে বিচরণশীল পিতাকে তিনি মৃগ মনে করিলেন।৫

তস্য স প্রেতকার্য্যাণি কৃত্বা সর্বাণি ভারত।
পুনরাগম্য তৎ সত্রমব্রবীদ্ ভ্রাতরং বচঃ ॥৭
ইদং কর্ম ন শক্তস্ত্বং বোঢ়ুমেকঃ কথঞ্চন।
ময়া তু হিংসিতস্তাতো মন্যমানেন তং মৃগম্ ॥৮
সোঽস্মদর্থে ব্রতং তাত চর ত্বং ব্রহ্মহিংসনম্।
সমর্থোঽপ্যহমেকাকী কর্ম কর্ত্তুমিদং মুনে ॥৯

অর্বাবসুরুবাচ।

করোতু বৈ ভবান্ সত্রং বৃহদ্দ্যুম্নস্য ধীমতঃ।
ব্রহ্মবধ্যাং চরিষ্যেঽহং ত্বদর্থং নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥১০

লোমশ উবাচ।

স তস্য ব্রহ্মবধ্যায়াঃ পারং গত্বা যুধিষ্ঠির।
অর্বাবসুস্তদা সত্রমাজগাম পুনর্মুনিঃ ॥১১

ততঃ পরাবসুর্দৃষ্ট্বা ভ্রাতরং সমুপস্থিতম্।
বৃহদ্দ্যুম্নমুবাচেদং বচনং হর্ষগদ্গদম্ ॥১২

এষ তে ব্রহ্মহা যজ্ঞং মা দ্রষ্টুং প্রবিশেদিতি।
ব্রহ্মহা প্রেক্ষিতেনাপি পীড়য়েৎ ত্বামসংশয়ম্ ॥১৩

লোমশ উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বৈব তদা রাজা প্রেষ্যানাহ স বিট্পতে।
প্রেষ্যৈরুৎসার্য্যমাণস্তু রাজন্নর্বাবসুস্তদা ॥১৪

ন ময়া ব্রহ্মহত্যেয়ং কৃতেত্যাহ পুনঃ পুনঃ।
উচ্যমানোঽসকৃৎ প্রেষ্যৈর্ব্রহ্মহন্নিতি ভারত ॥১৫

নৈব স্ম প্রতিজানাতি ব্রহ্মবধ্যাং স্বয়ংকৃতাম্।
মম ভ্রাত্রা কৃতমিদং ময়া স পরিমোক্ষিতঃ ॥১৬

স তথা প্রবদন্ ক্রোধাৎ তৈশ্চ প্রেষ্যৈঃ
প্রভাষিতঃ।
তূষ্ণীং জগাম ব্রহ্মর্ষির্বনমেব মহাতপাঃ ॥১৭

তিনি তখন আত্মরক্ষার জন্য অনিচ্ছাপূর্ব্বক প্রাণভয়ে পিতাকে মৃগবোধে হত্যা করিলেন।৬

ভারত! পরে বুঝিলেন যে, তিনি পিতাকে বধ করিয়াছেন, তখন পিতার সমস্ত প্রেত কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া পুনরায় যজ্ঞস্থলে আসিয়া কনিষ্ঠ ভাইকে বলিলেন।৭

এত বড় কাজ তুমি একা কোন প্রকারেই সম্পাদন করিতে পারিবে না, কিন্তু আমি অজ্ঞাতসারে মৃগ ভাবিয়া পিতাকে বধ করিয়াছি।৮

হে তাত মুনে! তুমি আমার জন্য ব্রহ্মহত্যা পাপ নাশের উদ্দেশে ব্রত কর। আমি একাই এই কাজ করিতে সমর্থ হইব।৯

অর্ব্বাবসু বলিলেন—আপনি ধীমান্ বৃহদ্দ্যুম্নের যজ্ঞ করুন, আমি সংযতেন্দ্রিয় হইয়া আপনার ব্রহ্মহত্যা পাপনাশের জন্য ব্রত করিতেছি।১০

লোমশ বলিলেন,—হে যুধিষ্ঠির! ব্রহ্মহত্যা ব্রত শেষ করিয়া মুনি অর্বাবসু পুনরায় রাজার সত্রযজ্ঞে আগমন করিলেন।১১

তখন ভ্রাতাকে উপস্থিত দেখিয়া পরাবসু হর্ষ গদ্গদস্বরে রাজা বৃহদ্দ্যুম্নকে এই কথা বলিলেন।১২

"এই ব্রহ্মহত্যাকরী যেন তোমার যজ্ঞ দর্শন করিতে না পারে; কারণ, ব্রহ্মহত্যাকারী যজ্ঞ দর্শন করিলেও যজ্ঞের হানি হয়—ইহাতে সন্দেহ নাই।১৩

লোমশ বলিলেন,—রাজন্ যুধিষ্ঠির! রাজা শুনিয়া ভৃত্যগণকে যজ্ঞবাট্ হইতে অর্ব্বাবসুকে বাহির করিয়া দিতে বলিলেন। ভারত! অর্ব্বাবসু "আমি ব্রহ্মহত্যা করি নাই' একথা বার বার বলিলেও ভৃত্যগণ তাহাকে ব্রহ্মহত্যাকারী বলিয়া তাড়াইয়া দিল।১৪-১৫

"আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি—আমি ব্রহ্মহত্যা করি নাই, আমার দাদা ব্রহ্মহত্যা করিয়াছিলেন, আমি ব্রতানুষ্ঠান করিয়া তাঁহাকে

উগ্রং তপঃ সমাস্থায় দিবাকরমথাশ্রিতঃ।
রহস্যবেদং কৃতবান্ সূর্য্যস্য দ্বিজসত্তমঃ ॥১৮
মূর্তিমাংস্তং দদর্শাথ স্বয়মগ্রভুগব্যয়ঃ।

লোমশ উবাচ।

প্রীতাস্তস্যাভবন্ দেবাঃ কর্ম্মণার্বাবসোর্নৃপ ॥১৯
তং তে প্রবরয়ামাসুর্নিরাসুশ্চ পরাবসুম্।
ততো দেবা বরং তস্মৈ দদুরগ্নিপুরোগমাঃ ॥২০

স চাপি বরয়ামাস পিতুরুত্থানমাত্মনঃ।
অনাগস্ত্বং ততো ভ্রাতুঃ পিতুশ্চাস্মরণং বধে ॥২১

ভরদ্বাজস্য চোত্থানং যবক্রীতস্য চোভয়োঃ।
প্রতিষ্ঠাং চাপি বেদস্য সৌরস্য দ্বিজসত্তমঃ।
এবমস্ত্বিতি তং দেবাঃ প্রোচুশ্চাপি বরান্ দদুঃ ॥২২

ততঃ প্রাদুর্ব্বভূবুস্তে সর্ব এব যুধিষ্ঠির।
অথাব্রবীদ্ যবক্রীতো দেবানগ্নিপুরোগমান্ ॥২৩
সমধীতং ময়া ব্রহ্ম ব্রতানি চরিতানি চ।
কথঞ্চ রৈভ্যঃ শক্তো মামধীয়ানং তপস্বিনম্ ॥
তথাযুক্তেন বিধিনা নিহন্তুমমরোত্তমাঃ ॥২৪

দেবা উচুঃ।

মৈবং কৃথা যবক্রীত যথা বদসি বৈ মুনে।
ঋতে গুরুমধীতা হি সুখং বেদাস্ত্বয়া পুরা ॥২৫

অনেন তু গুরূন্ দুঃখাৎ তোষয়িত্বাত্মকর্ম্মণা।
কালেন মহতা ক্লেশাদ্ ব্রহ্মাধিগতমুত্তমম্ ॥২৬

লোমশ উবাচ।

যবক্রীতমথোক্ত্বৈবং দেবাঃ সাগ্নিপুরোগমাঃ।
সঞ্জীবয়িত্বা তান্ সর্বান্ পুনর্জগ্মুস্ত্রিবিষ্টপম্ ॥২৭

সেই পাপ হইতে মুক্ত করিয়াছি,—এ কথা বলিলেও রাজপুরুষগণ তাহা বিশ্বাস করিল না, বরং ক্রুদ্ধ হইয়া তিরস্কার করত তাহাকে তাড়াইয়া দিল, তখন সেই মহাতপস্বী ব্রহ্মর্ষি মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক বনে চলিয়া গেলেন।১৬-১৭

তখন দ্বিজশ্রেষ্ঠ অর্বাবসু সূর্য্যদেবের শরণাগত হইয়া বেদপ্রসিদ্ধ বৈদিক মন্ত্রে তীব্রভাবে তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলেন। তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া অগ্রভুক্ অবিনাশী সূর্য্যদেব স্বয়ং সশরীরে দর্শন দিলেন।

লোমশ বলিলেন—হে রাজন্! তাঁহার তপস্যায় সূর্য্যাদি সকল দেবতাই অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং তাঁহারা স্বয়ং রাজাকে বলিয়া তাঁহার যজ্ঞে তাঁহাকে পুনরায় বরণ করাইলেন এবং অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ তখন তাঁহাকে অভিলাষানুরূপ বর দিতে চাহিলেন।১৮-২০

সে তখন বর চাহিয়া—"আমার পিতা জীবিত হউন; আমার দাদা অপরাধশূন্য হউন এবং পিতা যেন দাদা তাঁহাকে বধ করিয়াছিলেন—একথা ভুলিয়া যান। ভরদ্বাজ মুনি ও তাঁহার পুত্র যবক্রীত জীবিত হউন এবং সূর্য্যদেবের এই বেদমন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হউক। তখন দেবগণ 'তথাস্তু' বলিয়া তাঁহার অভিলষিত সমস্ত বর তাঁহাকে দিলেন।২১-২২

হে যুধিষ্ঠির! তখন রৈভ্য, ভরদ্বাজ ও যবক্রীত সকলেই জীবিত হইলেন। যবক্রীত জীবিত হইয়া অগ্ন্যাদি দেবগণকে বলিলেন,—দেবশ্রেষ্ঠগণ! আমি বেদ সমগ্র অধ্যয়ন করিয়াছি এবং ব্রতও আচরণ করিয়াছি, এমতাবস্থায় রৈভ্য আমাকে কি করিয়া ঐরূপে রাক্ষসের দ্বারা আমাকে বধ করিলেন?২৩-২৪

দেবগণ বলিলেন—যবক্রীতমুনি! যেরূপ আপনি বলিতেছেন, সেরূপ মনে করিবেন না। কারণ, আপনি পূর্ব্বে গুরু ব্যতীত সুখে বেদলাভ করিয়াছিলেন।২৫

আর, রৈভ্যমুনি পরিচর্য্যা দ্বারা অতিকষ্টে গুরু-

আশ্রমস্তস্য পুণ্যোঽয়ং সদাপুষ্পফলদ্রুমঃ।
অত্রোষ্য রাজশার্দূল সর্বং পাপং প্রমোক্ষ্যসি ॥২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়াং যবক্রীতোপাখ্যানে অষ্টাত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৩৮

দিগকে সন্তুষ্ট করিয়া দীর্ঘকালে বহুক্লেশে বেদলাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং আপনার বেদলাভ অপেক্ষা রৈভ্যমুনির বেদলাভ মার্গ উৎকৃষ্ট ছিল।২৬

লোমশ বলিলেন,—অগ্নি প্রভৃতি দেবতারা যবক্রীতকে এইরূপ বলিয়া ভরদ্বাজ প্রভৃতি সকলকেই সঞ্জীবিত করিয়া পুনরায় স্বর্গে চলিয়া গেলেন।২৭

রাজশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির! এই সেই পবিত্র রৈভ্য-মুনির আশ্রম, এ আশ্রমের বৃক্ষসকল সর্ব্বদাই পুষ্পবান্ ও ফলবান্ থাকে। তুমি এখানে বাস করিয়া সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইবে।২৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে অগস্ত্যমাহাত্ম্যকথনে অষ্টত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৩৮

একোনচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবানামুত্তরদিগ্‌যাত্রা, লোমশকর্ত্তৃকং তস্যা দুর্গমতাকথনঞ্চ।]

লোমশ উবাচ।
উশীরবীজং মৈনাকং গিরিং শ্বেতঞ্চ ভারত।
সমতীতোঽসি কৌন্তেয় কালশৈলঞ্চ পার্থিব ॥১
এষা গঙ্গা সপ্তবিধা রাজতে ভরতর্ষভ।
স্থানং বিরজসং পুণ্যং যত্রাগ্নির্নিত্যমিধ্যতে ॥২
এতদ্বৈ মানুষেণাদ্য ন শক্যং দ্রষ্টুমদ্ভুতম্।
সমাধিং কুরুতাব্যগ্রাস্তীর্থান্যেতানি দ্রক্ষ্যথ ॥৩

এতদ্ দ্রক্ষ্যসি দেবানামাক্রীড়ং চরণাঙ্কিতম্।
অতিক্রান্তোঽসি কৌন্তেয় কালশৈলঞ্চ পর্বতম্॥৪

শ্বেতং গিরিং প্রবেক্ষ্যামো মন্দরং চৈব পর্বতম্।
যত্র মাণিবরো যক্ষঃ কুবেরশ্চৈব যক্ষরাট্ ॥৫
অষ্টাশীতিসহস্রাণি গন্ধর্বাঃ শীঘ্রগামিনঃ।
তথা কিংপুরুষা রাজন্ যক্ষাশ্চৈব চতুর্গুণাঃ ॥৬

একোনচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[পাণ্ডবগণের উত্তরদিকে গমন এবং লোমশ-কর্ত্তৃক তাহার দুর্গমতা কথন।]

লোমশ বলিলেন,—হে ভরতবংশীয় কুন্তীনন্দন রাজন্! তুমি উশীরবীজ, মৈনাক ও শ্বেতগিরি এবং কালশৈল অতিক্রম করিয়াছ।১

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! এই সপ্তপ্রবাহান্বিতা গঙ্গা শোভা পাইতেছেন; এই স্থানটী নির্ম্মল ও পবিত্র; এ স্থানে সর্ব্বদাই অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছেন।২

এই অদ্ভুত তীর্থ সাধারণ মানুষ দেখিতে পায় না। একাগ্রচিত্তে তোমরা এই তীর্থগুলিকে দর্শন করিবে।৩

ইহা দেবতাগণের ক্রীড়াস্থলী, এখানে তাঁহাদের চরণচিহ্নসমূহ অঙ্কিত আছে। এখন তুমি কাল-পর্ব্বতকে অতিক্রম করিয়াছ। হে কুন্তীনন্দন! এখন আমরা শ্বেতগিরি (কৈলাস) ও মন্দর পর্ব্বতে প্রবেশ করিব; যেখানে মাণিবর যক্ষ ও যক্ষরাজ কুবের বাস করেন।৪-৫

LIBRARY
No............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

অনেকরূপসংস্থানা নানাপ্রহরণাশ্চ তে।
যক্ষেন্দ্রং মনুজশ্রেষ্ঠ মাণিভদ্রমুপাসতে ॥৭
তেষামৃদ্ধিরতীবাত্র গতৌ বায়ুসমাশ্চ তে।
স্থানাৎ প্রচ্যাবয়েয়ুর্যে দেবরাজমপি ধ্রুবম্ ॥৮
তৈস্তাত বলিভির্গুপ্তা যাতুধানৈশ্চ রক্ষিতাঃ।
দুর্গমাঃ পর্বতাঃ পার্থ সমাধিং পরমং কুরু ॥৯
কুবেরসচিবাশ্চান্যে রৌদ্রা মৈত্রাশ্চ রাক্ষসাঃ।
তৈঃ সমেষ্যাম কৌন্তেয় সংযত্তা বিক্রমেণ চ ॥১০
কৈলাসঃ পর্বতো রাজন্ ষড্‌যোজনসমুচ্ছ্রিতঃ।
যত্র দেবা সমায়ান্তি বিশালা যত্র ভারত ॥১১
অসংখ্যেয়াস্তু কৌন্তেয় যক্ষ-রাক্ষস-কিন্নরাঃ।
নাগাঃ সুপর্ণা গন্ধর্বাঃ কুবেরসদনং প্রতি ॥১২

তান্ বিগাহস্ব পার্থাদ্য তপসা চ দমেন চ।
রক্ষ্যমাণো ময়া রাজন্ ভীমসেন বলেন চ ॥১৩

স্বস্তি তে বরুণো রাজা যমশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
গঙ্গা চ যমুনা চৈব পর্বতশ্চ দধাতু তে ॥১৪

মরুতশ্চ সহাশ্বিভ্যাং সরিতশ্চ সরাংসি চ।
স্বস্তি দেবাসুরেভ্যশ্চ বসুভ্যশ্চ মহাদ্যুতে ॥১৫

ইন্দ্রস্য জাম্বূনদপর্বতাদ্ বৈ
শৃণোমি ঘোষং তব দেবি গঙ্গে।
গোপায়েনং ত্বং সুভগে গিরিভ্যঃ
সর্বাজমীঢ়াপচিতং নরেন্দ্রম্ ॥১৬

হে নরশ্রেষ্ঠ! দ্রুতগগতিসম্পন্ন আশী হাজার গন্ধর্ব্ব এবং উহার চারগুণ অর্থাৎ তিন লক্ষ বিশ হাজার কিন্নর ও যজ্ঞ, অনেক প্রকার রূপ ও নানা অস্ত্র ধারণ করিয়া যক্ষরাজ মাণিভদ্রের সেবায় নিযুক্ত আছেন।৬-৭

এখানে তাঁহার সমৃদ্ধি খুবই বেশী। এখানে তাঁহার গতিও বায়ুবেগতুল্য। তিনি ইচ্ছা করিলে এখানে ইন্দ্রকেও পরাভূত করিতে পারেন।৮

তাত যুধিষ্ঠির! সেই সকল বলশালী যক্ষ ও রাক্ষসগণের দ্বারা রক্ষিত এই সকল পর্ব্বত অত্যন্ত দুর্গম। অতএব হে রাজন্! তুমি অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন কর।৯

কুবেরের সচিবগণ এবং অন্যান্য রৌদ্র ও মৈত্র-নামক রাক্ষসগণের সম্মুখে আমাদিগকে অবতীর্ণ হইতে হইবে; তোমরা সংযম-সহকারে পরাক্রম প্রকাশের জন্য প্রস্তুত থাক।১০

হে রাজন্! কৈলাস পর্ব্বত ছয় যোজন (২৪ ক্রোশ) উন্নত, যেখানে দেবতা যাতায়াত করিয়া থাকেন। হে ভারত! উহারই নিকটে বিশালা (বদরিকাশ্রম) পুরী।১১

হে কুন্তীনন্দন! অসংখ্যেয় যক্ষ, রাক্ষস, কিন্নরগণ, নাগ, সুপর্ণ ও গন্ধর্ব্বগণ কুবের-সদনে বাস করেন।১২

রাজন্ পার্থ! তুমি আমার ও ভীমসেনের বলে, তপস্যা ও ইন্দ্রিয়সংযমের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া ঐ সকল তীর্থে স্নান করিবে।১৩

রাজা বরুণ, যুদ্ধজয়ী যম, গঙ্গা, যমুনা এবং এই পর্ব্বত তোমাকে কল্যাণ দান করুন।১৪

হে মহাতেজস্বিন্! মরুদ্গণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, নদী ও সরোবরসমূহ তোমার কল্যাণ করুন। দেবতা অসুরগণ এবং অষ্টাবসু—ইহাদের নিকট হইতে তোমার কল্যাণলাভ হউক।১৫

হে দেবি গঙ্গে! ইন্দ্রের সুবর্ণময় মেরুপর্ব্বত হইতে তোমার শব্দ আমি শুনিতে পাইতেছি। হে সৌভাগ্যশালিনি! তুমি পর্ব্বতগণ হইতে অজমীঢবংশীয়গণকর্তৃক আদরণীয় এই নরপতি যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা কর।১৬

দদস্ব শর্ম প্রবিবিক্ষতোঽস্য
শৈলানিমান্ শৈলসুতে নৃপস্য।
উক্ত্বা তথা সাগরগাং স বিপ্রো
যত্তো ভবস্বেতি শশাস পার্থম্ ॥১৭

যুধিষ্ঠির উবাচ।

অপূর্বোঽয়ং সম্ভ্রমো লোমশস্য
কৃষ্ণাঞ্চ সর্বে রক্ষত মা প্রমাদম্।
দেশো হ্যয়ং দুর্গতমো মতোঽস্য
তস্মাৎ পরং শৌচমিহাচরধ্বম্ ॥১৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততোঽব্রবীদ্ ভীমমুদারবীর্য্যং
কৃষ্ণাং যত্তঃ পালয় ভীমসেন।
শূন্যেঽর্জুনেঽসন্নিহিতে চ তাত
ত্বামেব কৃষ্ণা ভজতে ভয়েষু ॥১৯

ততো মহাত্মা স যমৌ সমেত্য
মূর্ধন্যুপাঘ্রায় বিমৃজ্য গাত্রে।
উবাচ তৌ বাষ্পকলং স রাজা
মা ভৈষ্টমাগচ্ছতমপ্রমত্তৌ ॥২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়াং কৈলাসাদিগিরিপ্রবেশে একোনচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৩৯

শৈলপুত্রি! এই সকল পর্ব্বতশ্রেণীতে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক এই রাজাকে কল্যাণ দান কর। সমুদ্রগামিনী গঙ্গাকে এই কথা বলিয়া বিপ্রাগ্রগণ্য লোমশ পার্থকে আদেশ দিয়া বলিলেন,—এইবার সংযম অবলম্বন কর।১৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—লোমশমুনিকে আজ বড়ই সম্ভ্রমযুক্ত দেখিতেছি। তোমরা সকলে অনাবধান না হইয়া দ্রৌপদীকে রক্ষা কর। এই দেশ ভয়ানক দুর্গম বলিয়া ইঁহার মনে হইতেছে, সুতরাং তোমরা সকলে পরম পবিত্রতা অবলম্বন কর।১৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির মহাবলশালী ভীমসেনকে বলিলেন—ভীমসেন! তুমি সাবধান হইয়া দ্রৌপদীকে রক্ষা কর। হে বৎস! যে নির্জ্জন স্থানে অর্জ্জুন নিকটে থাকে না, সে-স্থানে কৃষ্ণা ভীতা হইয়া তোমাকেই আশ্রয় করে।১৯

তারপর মহাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেবের নিকট গিয়া তাহাদের মস্তক আঘ্রাণ করত শরীরে হাত বুলাইলেন এবং বাষ্পপূর্ণ নয়নে বলিলেন,—তোমরা ভয় পাইও না এবং সাবধান হইয়া অগ্রসর হও।২০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশ-তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে কৈলাসপর্ব্বতপ্রবেশবিষয়ে একোনচত্বারিংশত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৩৯

চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[ভীমসেনস্যোৎসাহঃ, কুলিন্দরাজসুবাহো রাজ্যমতিক্রম্য মহর্ষিভিঃ সহ পাণ্ডবানাং গন্ধমাদনপর্ব্বতে গমনম্ ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ ।

অন্তর্হিতানি ভূতানি বলবন্তি মহান্তি চ ।
অগ্নিনা তপসা চৈব শক্যং গন্তুং বৃকোদর ।১
সংনির্বতয় কৌন্তেয় ক্ষুৎপিপাসে বলাশ্রয়াৎ ।
ততো বলঞ্চ দাক্ষ্যঞ্চ সংশ্রয়স্ব বৃকোদর ॥২
ঋষেস্ত্বয়া শ্রুতং বাক্যং কৈলাসং পর্বতং প্রতি ।
বুদ্ধ্যা প্রপশ্য কৌন্তেয় কথং কৃষ্ণা গমিষ্যতি ॥৩
অথবা সহদেবেন ধৌম্যেন চ সমং বিভো ।
সূতৈঃ পৌরোগবৈশ্চৈব সর্বৈশ্চ পরিচারকৈঃ ॥৪
রথৈরশ্বৈশ্চ যে চান্যে বিপ্রাঃ ক্লেশাসহাঃ পথি ।
সর্বৈস্তং সহিতো ভীম নিবর্তস্বায়তেক্ষণ ॥৫

ত্রয়ো বয়ং গমিষ্যামো লঘ্বাহারা যতব্রতাঃ ।
অহঞ্চ নকুলশ্চৈব লোমশশ্চ মহাতপাঃ ॥৬
মমাগমনমাকাঙ্ক্ষন্ গঙ্গাদ্বারে সমাহিতঃ ।
বসেহ দ্রৌপদীং রক্ষন্ যাবদাগমনং মম ॥৭

ভীম উবাচ ।

রাজপুত্রী শ্রমেণার্ত্তা দুঃখার্ত্তা চৈব ভারত ।
ব্রজত্যেব হি কল্যাণী শ্বেতবাহদিদৃক্ষয়া ॥৮
তব চাপ্যরতিস্তীব্রা বর্ততে তমপশ্যতঃ ।
গুড়াকেশং মহাত্মানং সংগ্রামেষ্বপলায়িনম্ ॥৯
কিং পুনঃ সহদেবঞ্চ মাঞ্চ কৃষ্ণাঞ্চ ভারত ।
দ্বিজাঃ কামং নিবর্তন্তাং সর্বে চ পরিচারকাঃ ॥১০

চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

[ভীমসেনের উৎসাহ এবং পাণ্ডবগণের কুলিন্দরাজ সুবাহুর রাজ্য অতিক্রম করিয়া মহর্ষিবৃন্দের সহিত গন্ধমাদনপর্ব্বতে গমন ।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে বৃকোদর ! এখানে অতিশয় বলবান্ ও বিশালকায় রাক্ষসাদি প্রাণী গুপ্তভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। অগ্নিহোত্র ও তপস্যার প্রভাবেই আমরা এই স্থানে গমন করিতে সক্ষম হইব ।১

হে বৃকোদর ! ক্ষুধা ও পিপাসাকে বলপূর্ব্বক দমন করত তেজস্বিতা ও দক্ষতাকে অবলম্বন কর ।২

কুন্তীনন্দন ! কৈলাসপর্ব্বত সম্বন্ধে ঋষি লোমশের কথা তো শুনিয়াছ ; এখন চিন্তা করিয়া দেখ, কৃষ্ণা কি করিয়া তথায় গমন করিবে ?৩

প্রভাবশালী বিস্তৃতনয়ন ভীমসেন ! অথবা ধৌম্য, সহদেব, পরিচারক, সারথি ও পাচকগণ, সকল রথ, অশ্ব এবং অন্যান্য ক্লেশাসহিষ্ণু বিপ্রগণকে লইয়া তুমি নিবৃত্ত হও ।৪-৫

আমি, নকুল ও মহাতপা লোমশ মুনি—এই তিন জন লঘু আহার করিয়া সংযতচিত্তে গমন করিব ।৬

তুমি হরিদ্বারে আমার আগমনের প্রতীক্ষা এবং কৃষ্ণাকে রক্ষা করিতে থাকিয়া সাবধান চিত্তে আমাদের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর ।৭

ভীম বলিলেন,—হে ভারত ! এই কল্যাণী রাজপুত্রী পরিশ্রম ও দুঃখে আর্ত্ত হইলেও শ্বেতবাহ অর্জুনের দর্শনের ইচ্ছায় যাইতে ইচ্ছুক ।৮

ভরতনন্দন ! তাহাকে বহুদিন না দেখায় আপনারও সংগ্রামে অপলায়নপর গুড়াকেশ অর্জ্জুনকে দর্শন করিবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে ।৯

ভারত ! সুতরাং আপনি সহদেব, কৃষ্ণা ও আমাকে কেন পরিত্যাগ করিতে চাহিতেছেন ? যদি

সূতাঃ পৌরোগবাশ্চৈব যঞ্চ মন্যেত নো ভবান্।
ন হ্যহং হাতুমিচ্ছামি ভবন্তমিহ কর্হিচিৎ ॥১১
শৈলেঽস্মিন্ রাক্ষসাকীর্ণে দুর্গেষু বিষমেষু চ।
ইয়ং চাপি মহাভাগা রাজপুত্রী পতিব্রতা ॥১২
ত্বামৃতে পুরুষব্যাঘ্র নোৎসহেদ্ বিনিবর্তিতুম্।
তথৈব সহদেবোঽয়ং সততং ত্বামনুব্রতঃ ॥১৩
ন জাতু বিনিবর্তেত মনোজ্ঞো হ্যহমস্য বৈ।
অপি চাত্র মহারাজ সব্যসাচিদিদৃক্ষয়া ॥১৪
সর্বে লালসভূতাঃ স্ম তস্মাদ্ যাস্যামহে সহ।
যদ্যশক্যো রথৈর্গন্তুং শৈলোঽয়ং বহুকন্দরঃ ॥১৫
পদ্ভিরেব গমিষ্যামো মা রাজন্ বিমনা ভব।
অহং বহিষ্যে পাঞ্চালীং যত্র যত্র ন শক্ষ্যতি ॥১৬
ইতি মে বর্ততে বুদ্ধির্মা রাজন্ বিমনা ভব।
সুকুমারৌ তথা বীরৌ মাদ্রীনন্দিকরাবুভৌ।
দুর্গে সন্তারয়িষ্যামি যত্রাশক্তৌ ভবিষ্যতঃ ॥১৭

যুধিষ্ঠির উবাচ।

এবং তে ভাষমাণস্য বলং ভীমাভিবর্ধতাম্।
যৎ ত্বমুৎসহসে বোঢ়ুং পাঞ্চালীঞ্চ যশস্বিনীম্ ॥১৮
যমজৌ চাপি ভদ্রং তে নৈতদন্যত্র বিদ্যতে।
বলং তব যশশ্চৈব ধর্মঃ কীর্তিশ্চ বর্ধতাম্ ॥১৯
যৎ ত্বমুৎসহসে নেতুং ভ্রাতরৌ সহ কৃষ্ণয়া।
মা তে গ্লানির্মহাবাহো মা চ তেঽস্তু পরাভবঃ ॥২০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ কৃষ্ণাব্রবীদ্ বাক্যং প্রহসন্তী মনোরমা।
গমিষ্যামি ন সন্তাপঃ কার্য্যো মাং প্রতি ভারত ॥২১

লোমশ উবাচ।

তপসা শক্যতে গন্তুং পর্বতো গন্ধমাদনঃ।
তপসা চৈব কৌন্তেয় সর্বে যোক্ষ্যামহে বয়ম্ ॥২২
নকুলঃ সহদেবশ্চ ভীমসেনশ্চ পার্থিব।
অহঞ্চ ত্বঞ্চ কৌন্তেয় দ্রক্ষ্যামঃ শ্বেতবাহনম্ ॥২৩

আপনি চাহেন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণ, পরিচারকগণ, সারথি ও পাচকগণ—ইহারা নিবৃত্ত হউক। আমি রাক্ষস পরিপূর্ণ উঁচু-নীচু পর্ব্বতের এই দুর্গম প্রদেশে আপনাকে ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছুক নহি। পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই মহাভাগা পতিব্রতা রাজপুত্রীও আপনাকে ছাড়িয়া যাইতে উৎসাহ বোধ করিতেছে না। আমি সহদেবেরও মনের কথা জানি, সেও আপনাকে ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছুক নয়। মহারাজ! অধিকন্তু সব্যসাচীর দর্শনের ইচ্ছায় আমরা সকলেই যাইতে অত্যন্ত ইচ্ছুক। বহু গুহাযুক্ত পর্ব্বত মধ্যে যদি রথে করিয়া যাওয়া না যায়, তবে আমরা সকলেই পায়ে হাঁটিয়া যাইব, আপনি দুশ্চিন্তা করিবেন না। রাজন্! দ্রৌপদী যে স্থানে হাঁটিতে পারিবে না, আমি সেখানে তাহাকে বহন করিয়া লইয়া যাইব।১০-১৬

রাজন্! এই আমার বিচার, আপনি বিমনা হইবেন না, এই বীর সুকুমার মাদ্রীপুত্রদ্বয়ও যেখানে যাইতে অসমর্থ হইবে, আমি তাহাদিগকেও দুর্গমস্থানে বহন করিব।১৭

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ভীম! তুমি যখন এইরূপ বলিতেছ, তখন তোমার বল বর্দ্ধিত হউক। তুমি যখন যশস্বিনী পাঞ্চালী এবং নকুল ও সহদেবকেও বহন করিতে উৎসাহ বোধ করিতেছ; তখন তোমার মঙ্গল যশ, ধর্ম্ম ও বল বর্দ্ধিত হউক। এরূপ অন্যত্র দেখা যায় না। যেহেতু তুমি দুই ভাই-সহ কৃষ্ণাকে বহন করিতে উৎসাহিত হইতেছ, সেহেতু ভগবানের কৃপায় গ্লানি ও পরাভব যেন তোমায় স্পর্শ না করে।১৮-২০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! তখন মনোরমা কৃষ্ণা হাসিতে হাসিতে বলিলেন—হে ভারত! আমি নিজেই যাইতে পারিব, আপনি আমার জন্য চিন্তা করিবেন না।২১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং সম্ভাষমাণাস্তে সুবাহুবিষয়ং মহৎ।
দদৃশুর্মুদিতা রাজন্ প্রভূতগজবাজিমৎ ॥২৪

কিরাততঙ্গণাকীর্ণং পুলিন্দশতসঙ্কুলম্।
হিমবত্যমরৈর্জুষ্টং বহ্বাশ্চর্য্যসমাকুলম্ ॥২৫

সুবাহুশ্চাপি তান্ দৃষ্ট্বা পূজয়া প্রত্যগৃহ্লত।
বিষয়াস্তে কুলিন্দানামীশ্বরঃ প্রীতিপূর্বকম্ ॥২৬

ততস্তে পূজিতাস্তেন সর্ব এব সুখোষিতাঃ।
প্রতস্থুর্বিমলে সূর্য্যে হিমবন্তং গিরিং প্রতি ॥২৭

ইন্দ্রসেনমুখাংশ্চাপি ভৃত্যান্ পৌরোগবাংস্তথা।
সূদাংশ্চ পারিবর্হাংশ্চ দ্রৌপদ্যাঃ সর্বশো নৃপ ॥২৮
রাজ্ঞঃ কুলিন্দাধিপতে পরিদায় মহারথাঃ।
পদ্ভিরেব মহাবীর্য্যা যযুঃ কৌরবনন্দনাঃ ॥২৯
তে শনৈঃ প্রাদ্রবন্ সর্বে কৃষ্ণয়া সহ পাণ্ডবাঃ।
তস্মাদ্ দেশাৎ সুসংহৃষ্টা দ্রষ্টুকামা ধনঞ্জয়ম্ ॥৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি
লোমশতীর্থযাত্রায়াং গন্ধমাদনপ্রবেশে
চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৪০

লোমশ বলিলেন,—যুধিষ্ঠির! তপস্যা দ্বারাই গন্ধমাদন পর্ব্বতে যাওয়া সম্ভব। অতএব হে কৌন্তেয়! আমরা সকলেই তপস্যাযুক্ত হইব।২২

হে রাজন্ কৌন্তেয়! নকুল, সহদেব, ভীমসেন, আমি ও তুমি—আমরা সকলেই শ্বেতবাহন অর্জ্জুনকে দর্শন করিব।২৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ জনমেজয়! এইরূপে নানা কথা বলিতে বলিতে তাঁহারা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে সুবাহু রাজার প্রভূত হস্তী ও অশ্ব-পরিপূর্ণ বিশাল রাজ্য দেখিতে পাইয়া আনন্দিত হইলেন। তাঁহার প্রভূত হস্তী ও অশ্ব ছিল; তাঁহার কিরাত, তঙ্গণ পুলিন্দ প্রভৃতি বহু অন্ত্যজ জাতির প্রজা ছিল। তাঁহার রাজ্যের হিমালয়ভাগে দেবগণ বিচরণ করেন এবং সেখানে বহু আশ্চর্য্য বস্তু আছে।২৪-২৫

পুলিন্দরাজ সুবাহু তাঁহাদিগকে রাজ্যপ্রান্তে দেখিয়া প্রীতিপূর্ব্বক যথোচিত অভ্যর্থনা করিয়া গ্রহণ করিলেন।২৬

তারপর তাঁহারা সুবাহু কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া রাত্রিতে সুখে বাস করিলেন এবং প্রভাতকালে নির্মল সূর্য্য উদিত হইলে হিমালয় পর্ব্বতের দিকে প্রস্থান করিলেন।২৭

রাজন্! ইন্দ্রসেন প্রভৃতি ভৃত্যগণ, পাকশালার অধ্যক্ষগণ, পাচকগণ এবং দ্রৌপদীর সব জিনিষপত্র পুলিন্দরাজের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া দ্রৌপদীর সহিত মহাবীর পাণ্ডবগণ পদব্রজেই প্রস্থান করিলেন।২৮-২৯

সেই পাণ্ডবগণ সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া ধনঞ্জয়ের দর্শনলালসায় দ্রৌপদীর সহিত ধীরে ধীরে সেই স্থান হইতে গমন করিতে লাগিলেন।৩০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশ-তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে গন্ধমাদনপ্রবেশবিষয়ক চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৪০

একচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনায় ভীমসেনসমীপে যুধিষ্ঠিরস্য চিন্তা-দুঃখপূর্ণোক্তিঃ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ভীমসেন যমৌ চোভৌ পাঞ্চালি চ নিবোধত।
নাস্তি ভূতস্য নাশো বৈ পশ্যতাস্মান্ বনেচরান্ ॥১
দুর্বলাঃ ক্লেশিতাঃ স্মেতি যদ্ ব্রুবামেতরেতম্।
অশক্যেঽপি ব্রজামো যদ্ ধনঞ্জয়দিদৃক্ষয়া ॥২
তন্মে দহতি গাত্রাণি তূলরাশিমিবানলঃ।
যচ্চ বীরং ন পশ্যামি ধনঞ্জয়মুপান্তিকাৎ ॥৩
তস্য দর্শনতৃষ্ণং মাং সানুজং বনমাস্থিতম্।
যাজ্ঞসেন্যাঃ পরামর্শঃ স চ বীর দহত্যুত ॥৪
নকুলাৎ পূর্বজং পার্থং ন পশ্যাম্যমিতৌজসম্।
অজেয়মুগ্রধন্বানং তেন তপ্যে বৃকোদর ॥৫
তীর্থানি চৈব রম্যাণি বনানি চ সরাংসি চ।
চরামি সহ যুষ্মাভিস্তস্য দর্শনকাঙ্ক্ষয়া ॥৬
পঞ্চ বর্ষাণ্যহং বীর সত্যসন্ধং ধনঞ্জয়ম্।
যন্ন পশ্যামি বীভৎসুং তেন তপ্যে বৃকোদর ॥৭
তং বৈ শ্যামং গুড়াকেশং সিংহবিক্রান্তগামিনম্।
ন পশ্যামি মহাবাহুং তেন তপ্যে বৃকোদর ।৮
কৃতাস্ত্রং নিপুণং যুদ্ধেঽপ্রতিমানং ধনুষ্মতাম্।
ন পশ্যামি কুরুশ্রেষ্ঠ তেন তপ্যে বৃকোদর ॥৯
চরন্তমরিসঙ্ঘেষু কালে ক্রুদ্ধমিবান্তকম্।
প্রভিন্নমিব মাতঙ্গং সিংহস্কন্ধং ধনঞ্জয়ম্ ।১০
যঃ স শক্রাদনবরো বীর্য্যেণ দ্রবিণেন চ।
যময়োঃ পূর্বজঃ পার্থঃ শ্বেতাশ্বোঽমিতবিক্রমঃ ॥১১

একচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[অর্জ্জুনের জন্য ভীমসেনের নিকট যুধিষ্ঠিরের চিন্তা ও দুঃখপূর্ণ উক্তি।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ভীম! নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদী তোমরা সকলে একাগ্রচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম ভোগ না করিয়া কোন প্রাণীর মৃত্যু হয় না; নতুবা দেখ, আমরা রাজকুমার হইয়াও বনে বনে আমাদের বিচরণ করিতে হইতেছে।১

আমরা দুর্ব্বল ও ক্লিষ্ট হইয়াও পরস্পর বেশ কথাবার্ত্তা বলিতেছি এবং অশক্য হইলেও শুধু ধনঞ্জয়ের দর্শন লালসায় হিমালয়ের মধ্যে যাইতে ইচ্ছা করিতেছি।২

আজ পর্য্যন্ত বীর ধনঞ্জয়কে নিকটে দেখিতে না পাইয়া আমার সমস্ত শরীর শোকে অগ্নির দ্বারা তূলারশির দগ্ধ হওয়ার ন্যায় দগ্ধ হইতেছে।৩

হে বীর! অর্জ্জুনের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অনুজগণের সহিত আমি বনে আসিয়াছি। হে বীর ভীমসেন! তারপর দুঃশাসন কর্ত্তৃক যাজ্ঞসেনীর লাঞ্ছনা স্মরণ করিয়া আরও দগ্ধ হইতেছি।৪

হে বৃকোদর! নকুলের জ্যেষ্ঠভ্রাতা অজেয় অমিততেজা উগ্রধন্বা পার্থকে (অর্জুনকে) না দেখিয়া বড়ই অনুতপ্ত হইতেছি।৫

এই যে আমি তোমাদের জন্য রমণীয় তীর্থ, বন ও সরোবরসমূহ দর্শন করিয়া ঘুরিতেছি, ইহা কেবল অর্জ্জুনের দর্শনের জন্যই।৬

হে বৃকোদর! আজ দীর্ঘ পাঁচ বৎসর যাবৎ যে সত্যপ্রতিজ্ঞ বীর ভ্রাতা অর্জ্জুনকে দেখিতেছি না, এজন্য বড়ই কষ্ট অনুভব করিতেছি।৭

ভীমসেন! সেই সুন্দর গুড়াকেশ (জিতেন্দ্রিয়), সিংহবিক্রমে গমনশীল, মহাবাহু ও শ্যামবর্ণ অর্জ্জুনকে দেখিতে না পাইয়া বড়ই অনুতপ্ত হইতেছি।৮

হে কুরুশ্রেষ্ঠ! অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী, যুদ্ধনিপুণ, ধনুর্দ্ধরগণের মধ্যে অতুলনীয় অর্জ্জুনকে যে দেখিতে পাইতেছি না, সেইজন্য সন্তাপভোগ করিতেছি।৯

দুঃখেন মহতাবিষ্টস্তং ন পশ্যামি ফাল্গুনম্ ।
অজেয়মুগ্রধন্বানং তেন তপ্যে বৃকোদর ॥১২
সততং যঃ ক্ষমাশীলঃ ক্ষিপ্যমাণোঽপ্যণীয়সা ।
ঋজুমার্গপ্রপন্নস্য শর্মদাতাভয়স্য চ ॥১৩
স তু জিহ্মপ্রবৃত্তস্য মায়য়াভিজিঘাংসতঃ ।
অপি বজ্রধরস্যাপি ভবেৎ কালবিষোপমঃ ॥১৪
শত্রোরপি প্রপন্নস্য সোঽনৃশংসঃ প্রতাপবান্ ।
দাতাভয়স্য বীভৎসুরমিতাত্মা মহাবলঃ ॥১৫
সর্ব্বেষামাশ্রয়োঽস্মাকং রণেঽরীণাং প্রমর্দ্দিতা ।
আহর্ত্তা সর্ব্বরত্নানাং সর্ব্বেষাং নঃ সুখাবহঃ ॥১৬
রত্নানি যস্য বীর্য্যেণ দিব্যান্যাসন্ পুরা মম ।
বহূনি বহুজাতীনি যানি প্রাপ্তঃ সুযোধনঃ ॥১৭

বৃকোদর! যে যুদ্ধের সময় শত্রুসৈন্যের মধ্যে ক্রুদ্ধ যমের ন্যায় বিচরণ করে, মদধারায় মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় যাহার গতি এবং যাহার স্কন্ধ সিংহের ন্যায়, যে ইন্দ্র হইতে পরাক্রম ও ধনে অল্পও ন্যূন নহে, যে নকুল ও সহদেবের বড়, শ্বেত অশ্বগণ যাহাকে বহন করে এবং যাহার বিক্রম অপরিমিত, সেই অজেয় উগ্রধন্বা অর্জ্জুনকে না দেখিয়া অতিশয় কষ্ট পাইতেছি ও অত্যন্ত অনুতপ্ত হইতেছি।১০-১২

ক্ষুদ্র লোকও তিরস্কার করিলে যে তাহাকে ক্ষমা করে, সরলভাবে শরণাপন্ন হইলে যে তাহাকে অভয় ও মঙ্গল দান করে, অথচ যে ব্যক্তি কুটিলপথে তাহার অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা করে, সে বজ্রধর হইলেও তাহার নিকট যে কালের ন্যায় ভয়ঙ্কর, শরণাগত শত্রুর প্রতিও যে প্রতাপশালী হইয়াও দয়ালু, যে বীভৎসু মহাবল, অমিতাত্মা ও অভয়দাতা, যে রণে শত্রুমর্দ্দনকারী, যে সর্ব্বরত্নের আহরণকারী, আমাদের সকলের সুখবহনকারী এবং আশ্রয়স্বরূপ (তাহাকে না দেখিয়া আমি বড়ই শোকসন্তপ্ত হইতেছি)।১৩-১৬

যস্য বাহুবলাদ্ বীর সভা চাসীৎ পুরা মম ।
সর্ব্বরত্নময়ী খ্যাতা ত্রিষু লোকেষু পাণ্ডব ॥১৮
বাসুদেবসমং বীর্য্যে কার্ত্তবীর্য্যসমং যুধি ।
অজেয়মমিতং যুদ্ধে তং ন পশ্যামি ফাল্গুনম্ ॥১৯
সঙ্কর্ষণং মহাবীর্য্যং ত্বাঞ্চ ভীমাপরাজিতম্ ।
অনুযাতঃ সবীর্য্যেণ বাসুদেবঞ্চ শত্রুহা ॥২০
যস্য বাহুবলে তুল্যঃ প্রভাবে চ পুরন্দরঃ ।
জবে বায়ুর্মুখে সোমঃ ক্রোধে মৃত্যুঃ সনাতনঃ ॥২১
তে বয়ং তং নরব্যাঘ্রং সর্ব্বে বীর দিদৃক্ষবঃ ।
প্রবেক্ষ্যামো মহাবাহো পর্ব্বতং গন্ধমাদনম্ ॥২২
বিশালা বদরী যত্র নরনারায়ণাশ্রমঃ ।
তং সদাধ্যুষিতং যক্ষৈর্দ্রক্ষ্যামো গিরিমুত্তমম্ ॥২৩

পূর্ব্বে যাহার বীর্য্যবলে বহুজাতীয় দিব্য রত্নরাশিতে আমার ধনভাণ্ডার পূর্ণ হইয়াছিল, যাহা এখন দুর্য্যোধন পাইয়াছে।১৭

হে বীর ভীমসেন! যাহার বাহুবলে পূর্ব্বে আমার সভা সর্ব্বরত্নময়ী হইয়া ত্রিভুবনে খ্যাতিলাভ করিয়াছিল।১৮

যে পরাক্রমে বাসুদেবতুল্য এবং যুদ্ধে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের সমান, যে যুদ্ধে সর্ব্বদা অজেয়, অপ্রমেয়, সেই ফাল্গুনকে আমি দেখিতে পাইতেছি না।১৯

শত্রুনাশী অর্জ্জুন নিজ পরাক্রমে মহাবীর্য্যশালী বলরাম, অপরাজিত তুমি ভীম এবং অতুলনীয় বাসুদেব তোমাদের সকলের সমানতা দাবী করিতে পারে।২০

হে বীর মহাবাহো ভীমসেন! যাহার বাহুবল ও প্রভাব পুরন্দর-তুল্য, যাহার বেগে বায়ু, মুখে চন্দ্র এবং ক্রোধে সনাতন মৃত্যু অধিষ্ঠান করেন, আমরা আজ সকলেই সেই নরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকে

কুবেরনলিনীং রম্যাং রাক্ষসৈরভিসেবিতাম্।
পদ্ভিরেব গমিষ্যামস্তপ্যমানা মহৎ তপঃ ॥২৪
ন চ যানবতা শক্যো গন্তুং দেশো বৃকোদর।
ন নৃশংসেন লুব্ধেন নাপ্রশান্তেন ভারত ॥২৫
তত্র সর্ব্বে গমিষ্যামো ভীমার্জ্জুনগবেষিণঃ।
সায়ুধা বদ্ধনিস্ত্রিংশাঃ সার্ধং বিপ্রৈর্মহাব্রতৈঃ ॥২৬
মক্ষিকাদংশমশকান্ সিংহান্ ব্যাঘ্রান্ সরীসৃপান্।
প্রাপ্নোত্যনিয়তঃ পার্থ নিয়তস্তান্ ন পশ্যতি ॥২৭
তে বয়ং নিয়তাত্মানঃ পর্ব্বতং গন্ধমাদনম্।
প্রবেক্ষ্যামো মিতাহারা ধনঞ্জয়দিদৃক্ষবঃ ॥২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রাপর্ব্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়াং গন্ধমাদনপ্রবেশে একচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৪১

দর্শনের জন্য গন্ধমাদন পর্ব্বতে প্রবেশ করিব।২১-২২

যে পর্ব্বতে নরনারায়ণের বদরী নামক বিশাল আশ্রম আছে, সেখানে সর্ব্বদাই যক্ষগণ বাস করেন, আজ আমরা সেই শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতকে দর্শন করিব।২৩

যেখানে রাক্ষসগণ সর্ব্বদা বসবাস করে এবং কুবেরের রমণীয় পুষ্করিণী আছে, আমরাও মহাতপস্যা করিতে করিতে পদব্রজেই তথায় গমন করিব।২৪

হে ভারতবংশধর বৃকোদর! আমরা যানবাহনের সাহায্যে ঐ প্রদেশে যাইতে পারিব না এবং নৃশংস, লুব্ধ ও অস্থিরচিত্ত অবস্থাতেও তথায় যাইতে পারিব না।২৫

হে ভীম! অসিধারণ করত অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া অর্জ্জুনের অন্বেষণের জন্য এই ব্রতধারী ব্রাহ্মণগণের সহিত আমরা গমন করিব।২৬

হে পার্থ! যাহারা মন ও ইন্দ্রিয়সংযমশূন্য, তাহারাই এই পথে কেবল মক্ষিকা, দংশ, মশক, সিংহ ও ব্যাঘ্রসমূহের দর্শন লাভ করে, কিন্তু যাঁহারা সংযতেন্দ্রিয়, তাঁহারা ইহাদের দর্শন পান নাই।২৭

অতএব আমরা সংযত ও মিতাহার হইয়া ধনঞ্জয়ের দর্শন লালসায় গন্ধমাদন পর্ব্বতে প্রবেশ করিব।২৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশ-তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে গন্ধমাদনপ্রবেশবিষয়ক একচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৪১

দ্বিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবানাং গঙ্গাবন্দনম্, শ্রীবিষ্ণুনা নরকাসুরস্য বধঃ, ভগবতা বরাহেণ পৃথিব্যা উদ্ধারস্য বৃত্তান্তবর্ণনঞ্চ।]

লোমশ উবাচ।
দ্রষ্টারঃ পর্ব্বতাঃ সর্ব্বে নদ্যঃ সপুরকাননাঃ।
তীর্থানি চৈব শ্রীমন্তি স্পৃষ্টঞ্চ সলিলং করৈঃ ॥১
পর্ব্বতং মন্দরং দিব্যমেষ পন্থাঃ প্রযাস্যতি।
সমাহিতা নিরুদ্বিগ্নাঃ সর্ব্বে ভবত পাণ্ডবাঃ ॥২

দ্বিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[পাণ্ডবগণের গঙ্গাবন্দনা, শ্রীবিষ্ণু কর্ত্তৃক নরকাসুরবধ এবং ভগবান্ বরাহ কর্ত্তৃক পৃথিবীকে উদ্ধারের বৃত্তান্ত বর্ণন।]

লোমশ বলিলেন,—হে পাণ্ডবগণ! তীর্থসমূহ এবং নগর ও কাননসহ নদী ও পর্ব্বতসমূহ তোমাদের

অয়ং দেবনিবাসো বৈ গন্তব্যো বো ভবিষ্যতি।
ঋষীণাং চৈব দিব্যানাং নিবাসঃ পুণ্যকর্ম্মণাম্ ॥৩
এষা শিবজলা পুণ্যা যাতি সৌম্য মহানদী।
বদরীপ্রভবা রাজন্ দেবর্ষিগণসেবিতা ॥৪
এষা বৈহায়সৈর্নিত্যং বালখিল্যৈর্মহাত্মভিঃ।
অর্চিতা চোপযাতা চ গন্ধর্বৈশ্চ মহাত্মভিঃ ॥৫
অত্র সাম স্ম গায়ন্তি সামগাঃ পুণ্যনিঃস্বনাঃ।
মরীচিঃ পুলহশ্চৈব ভৃগুশ্চৈবাঙ্গিরাস্তথা ॥৬
অত্রাহ্নিকং সুরশ্রেষ্ঠো জপতে সমরুদ্গণঃ।
সাধ্যাশ্চৈবাশ্বিনৌ চৈব পরিধাবন্তি তং তদা ॥৭
চন্দ্রমা সহ সূর্য্যেণ জ্যোতীংষি চ গ্রহৈঃ সহ।
অহোরাত্রবিভাগেন নদীমেনামনুব্রজন্ ॥৮

এতস্যাঃ সলিলং মূর্দ্ধ্নি বৃষাঙ্কঃ পর্য্যধারয়ৎ।
গঙ্গাদ্বারে মহাভাগ যেন লোকস্থিতির্ভবেৎ ॥৯
এতাং ভগবতীং দেবীং ভবন্তঃ সর্ব এব হি।
প্রয়তেনাত্মনা তাত প্রতিগম্যাভিবাদত ॥১০
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা লোমশস্য মহাত্মনঃ।
আকাশগঙ্গাং প্রয়তাঃ পাণ্ডবাস্তেঽভ্যবাদয়ন্ ॥১১
অভিবাদ্য চ তে সর্বে পাণ্ডবা ধর্মচারিণঃ।
পুনঃ প্রয়াতাঃ সংহৃষ্টাঃ সর্বৈর্ঋষিগণৈঃ সহ ॥১২
ততো দূরাৎ প্রকাশন্তং পাণ্ডুরং মেরুসন্নিভম্।
দদৃশুস্তে নরশ্রেষ্ঠা বিকীর্ণং সর্বতোদিশম্ ॥১৩
তান্ প্রষ্টুকামান্ বিজ্ঞায় পাণ্ডবান্ স তু লোমশঃ।
উবাচ বাক্যং বাক্যজ্ঞঃ শৃণুধ্বং পাণ্ডুনন্দনাঃ ॥১৪

দর্শন করা হইয়াছে এবং উত্তম তীর্থসমূহের জলও তোমরা করের দ্বারা স্পর্শ করিয়াছ।১

এখন এই পথ দিব্য মন্দর পর্ব্বতের দিকে যাইবে, হে পাণ্ডবগণ। তোমরা সকলে নিরুদ্বিগ্ন ও সমাহিত হও। পুণ্যকর্ম্মা দিব্য ঋষিগণের ও দেবতাগণের নিবাসভূমি এই মন্দরে তোমাদিগকে প্রবেশ করিতে হইবে।২-৩

হে সৌম্য রাজন্। এই যে পুণ্যসলিলা পুণ্যময়ী মহানদী প্রবাহিত হইতেছে, উহা বদরিকাশ্রম হইতে নির্গতা ও দেবর্ষিগণসেবিতা অলকানন্দা (গঙ্গা) নাম্নী মহানদী।৪

গগনচারী মহাত্মা বালখিল্য ঋষিগণ ও মহামনা গন্ধর্ব্বগণ এই নদীর তটে নিত্যই আসেন এবং তাঁহার পূজা করেন।৫

ইহার তীরে সামগানকারী মরীচি, পুলহ, ভৃগু, অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণ পুণ্যময় ধ্বনিতে (স্বরে) সামগান করিয়া থাকেন।৬

এখানে দেবরাজ ইন্দ্র মরুদ্গণের সহিত যখন জপ ও আহ্নিক করিয়া থাকেন; তখন অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও সাধ্যগণও তথায় তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে ধাবিত হন।৭

সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ও গ্রহসমূহ অহোরাত্র বিভাগ করত এই নদীর অনুগমন করেন।৮

হে মহাভাগ। গঙ্গাদ্বারে (হরিদ্বারে) এই নদীর জল স্বয়ং ভগবান্ শঙ্কর মস্তকে ধারণ করেন, যাহাতে এই লোকের স্থিতি সম্ভব হয়।৯

হে তাত। তোমরা সকলে সংযতচিত্তে প্রতিগমন পূর্ব্বক এই দেবী ভগবতী অলকানন্দাকে অভিবাদন কর।১০

মহাত্মা লোমশের এই বাক্য শুনিয়া পাণ্ডবগণ সংযতমনে আকাশগঙ্গাকে (অলকানন্দাকে) অভিবাদন করিলেন।১১

অভিবাদন করত ধার্ম্মিক পাণ্ডবগণ আনন্দিত-হৃদয়ে পুনরায় ঋষিগণের সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলেন।১২

তারপর দূর হইতে নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ মেরুপর্ব্বত সদৃশ সর্ব্বদিকে বিস্তীর্ণ পাণ্ডুরবর্ণ একটি বস্তু প্রকাশিত দেখিতে পাইলেন।১৩

এতদ্ বিকীর্ণং সুশ্রীমৎ কৈলাসশিখরোপমম্।
যৎ পশ্যসি নরশ্রেষ্ঠ পর্ব্বতপ্রতিমং স্থিতম্ ॥১৫

এতান্যস্থীনি দৈত্যস্য নরকস্য মহাত্মনঃ।
পর্ব্বতপ্রতিমং ভাতি পর্ব্বতপ্রস্তরাশ্রিতম্ ॥১৬

পুরাতনেন দেবেন বিষ্ণুনা পরমাত্মনা।
দৈত্যো বিনিহতস্তেন সুররাজহিতৈষিণা ॥১৭

দশবর্ষসহস্রাণি তপস্তপ্যন্ মহামনাঃ।
ঐন্দ্রং প্রার্থয়তে স্থানং তপঃস্বাধ্যায়বিক্রমাৎ ॥১৮

তপোবলেন মহতা বাহুবেগবলেন চ।
নিত্যমেব দুরাধর্ষো ধর্ষয়ন্ স দিতেঃ সুতঃ ॥১৯

স তু তস্য বলং জ্ঞাত্বা ধর্মে চ চরিতব্রতম্।
ভয়াভিভূতঃ সংবিগ্নঃ শক্র আসীৎ তদানঘ ॥২০

তেন সঞ্চিন্তিতো দেবো মনসা বিষ্ণুরব্যয়ঃ।
সর্বত্রগঃ প্রভুঃ শ্রীমানাগতশ্চ স্থিতো বভৌ ॥২১

ঋষয়শ্চাপি তং সর্বে তুষ্টুবুশ্চ দিবৌকসঃ।
তং দৃষ্ট্বা জ্বলমানশ্রীর্ভগবান্ হব্যবাহনঃ ॥২২

নষ্টতেজাঃ সমভবৎ তস্য তেজোঽভিভর্ৎসিতঃ।
তং দৃষ্ট্বা বরদং দেবং বিষ্ণুং দেবগণেশ্বরম্ ॥২৩

প্রাঞ্জলিঃ প্রণতো ভূত্বা নমস্কৃত্য চ বজ্রভৃৎ।
প্রাহ বাক্যং ততস্তত্ত্বং যতস্তস্য ভয়ং ভবেৎ ॥২৪

বিষ্ণুরুবাচ।

জানামি তে ভয়ং শক্র দৈত্যেন্দ্রান্নরকাৎ ততঃ।
ঐন্দ্রং প্রার্থয়তে স্থানং তপঃসিদ্ধেন কর্মণা ॥২৫

সোঽহমেনং তব প্রীত্যা তপঃসিদ্ধমপি ধ্রুবম্।
বিযুনজ্মি দেহাদ্ দেবেন্দ্র মুহূর্ত্তং প্রতিপালয় ॥২৬

পাণ্ডবগণ জিজ্ঞাসু বুঝিতে পারিয়া বাক্যবিশারদ লোমশমুনি তাঁহাদিগকে বলিলেন—হে পাণ্ডুনন্দনগণ। তোমরা শ্রবণ কর।১৪

হে নরশ্রেষ্ঠ। এই যে সুশ্রী কৈলাসশিখর-সদৃশ পর্ব্বতাকার চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ বস্তুটি দেখিতে পাইতেছ, উহা পর্ব্বতের প্রস্তরসমূহে আশ্রিত পর্ব্বততুল্য বিশালদেহ দৈত্য নরকাসুরের রাশীকৃত অস্থিসমূহ।১৫-১৬

দেবরাজ ইন্দ্রের হিতার্থে পুরাণপুরুষ পরমাত্মা ভগবান্ বিষ্ণু এই দৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন।১৭

এই মহামনা দৈত্য দশ হাজার বৎসর তপস্যা করত তপস্যা ও স্বাধ্যায়ের বলে ইন্দ্রত্ব-প্রার্থনা করিয়াছিল।১৮

তপোবল ও বাহুবেগ বলের দ্বারা সেই দিতি-পুত্র দুর্দ্ধর্ষ নরকাসুর নিত্যই দেবগণকে ধর্ষণ করিত।১৯

নিষ্পাপ যুধিষ্ঠির! ইন্দ্র তাহার বল ও উত্তম ধর্মাচরণের বিষয় জানিয়া ভয়ে ভীত হইয়া সদাই উদ্বিগ্ন থাকিতেন।২০

তখন দেবরাজ মনে মনে কাতরভাবে অবিনাশী ভগবান্ বিষ্ণুর চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন সর্বগত ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন।২১

তখন ঋষিগণ ও দেবতাগণ সকলে স্তুতি করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া প্রজ্বলিতকান্তিতে সুশোভিত অগ্নির তেজ নষ্ট হইল। তখন অগ্নির তেজ তাঁহার তেজে অভিভূত হইল। সকল দেবতার ঈশ্বর ও বরদায়ক ভগবান্ বিষ্ণুকে দেখিয়া তখন দেবরাজ ইন্দ্র প্রণাম করত কৃতাঞ্জলি হইয়া যে কারণে তাঁহার ভয় হইয়াছে, তাহা যথার্থরূপে বলিলেন।২২-২৪

বিষ্ণু বলিলেন,—হে ইন্দ্র! আমি দৈত্যরাজ নরকাসুর হইতে প্রাপ্ত তোমার ভয়ের কথা জানি। সে তাঁহার তপস্যাসিদ্ধ কর্ম্মের দ্বারা ইন্দ্রত্ব কামনা করিতেছে।২৫

হে দেবেন্দ্র। তোমার উপর প্রীতিবশতঃ আমি তপঃসিদ্ধ হইলেও এই দৈত্যকে বধ করিব; তুমি কিছুকাল অপেক্ষা কর।২৬

তস্য বিষ্ণুর্মহাতেজাঃ পাণিনা চেতনাং হরৎ।
স পপাত ততো ভূমৌ গিরিরাজ ইবাহতঃ ॥২৭
তস্যৈতদস্থিসঙ্ঘাতং মায়াবিনিহতস্য বৈ।
ইদং দ্বিতীয়মপরং বিষ্ণোঃ কর্ম প্রকাশতে ॥২৮
নষ্টা বসুমতী কৃৎস্না পাতালে চৈব মজ্জিতা।
পুনরুদ্ধরিতা তেন বারাহেণৈকশৃঙ্গিণা ॥২৯

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ভগবন্ বিস্তরেণেমাং কথাং কথয় তত্ত্বতঃ।
কথং তেন সুরেশেন নষ্টা বসুমতী তদা ॥৩০

যোজনানাং শতং ব্রহ্মন্ পুনরুদ্ধরিতা তদা।
কেন চৈব প্রকারেণ জগতো ধরণী ধ্রুবা ॥৩১

শিবা দেবী মহাভাগা সর্বশস্যপ্ররোহিণী।
কস্য চৈব প্রভাবাদ্ধি যোজনানাং শতং গতা ॥৩২

কেন তদ্ বীর্য্যসর্বস্বং দর্শিতং পরমাত্মনঃ।
এতৎ সর্ব্বং যথাতত্ত্বমিচ্ছামি দ্বিজসত্তম।
শ্রোতুং বিস্তরশঃ সর্বং ত্বং হি তস্য প্রতিশ্রয়ঃ ॥৩৩

লোমশ উবাচ।

যৎ তেঽহং পরিপৃষ্টোঽস্মি কথামেতাং যুধিষ্ঠির।
তৎসর্বমখিলেনেহ শ্রূয়তাং মম ভাষতঃ ॥৩৪

পুরা কৃতযুগে তাত বর্ত্তমানে ভয়ঙ্করে।
যমত্বং কারয়ামাস আদিদেবঃ পুরাতনঃ ॥৩৫

যমত্বং কুর্বতস্তস্য দেবদেবস্য ধীমতঃ।
ন তত্র ম্রিয়তে কশ্চিজ্জায়তে বা তথাপ্যুত ॥৩৬

বর্ধন্তে পক্ষিসঙ্ঘাশ্চ তথা পশুগবেড়কম্।
গবাশ্বঞ্চ মৃগাশ্চৈব সর্বে তে পিশিতাশনাঃ ॥৩৭

এই কথা বলিয়া ভগবান্ বিষ্ণু হাত দিয়া স্পর্শ করত তাহার চৈতন্য হরণ করিলেন। তখন সে প্রাণশূন্য হইয়া বজ্রাহত পর্বতশ্রেষ্ঠের ন্যায় ভূমিতে পতিত হইল।২৭

শ্রীবিষ্ণুর মায়ার দ্বারা নিহত সেই নরকাসুরের এই অস্থিসমূহ দেখা যাইতেছে; সর্ব্বত্র প্রকাশমান বিষ্ণুর আরও অপর একটি কর্ম্মের ফল প্রকাশ পাইতেছে।২৮

পুরাকালে এক সময়ে পৃথিবী মহাসমুদ্রে নিমজ্জিতা হইয়া পাতালে প্রবেশ করত অদৃশ্য হইয়াছিলেন; শ্রীবিষ্ণু বরাহমূর্ত্তি ধারণ করত তাঁহার এক শৃঙ্গের দ্বারা পৃথিবীকে পুনরায় উদ্ধার করিয়াছিলেন।২৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ভগবন্। আপনি এই কাহিনী যথাযথরূপে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করুন। ব্রহ্মন্। কেনই বা এই পৃথিবী জলে শতযোজন নীচে ডুবিয়া গিয়াছিলেন এবং দেবেশ্বর বিষ্ণু কিরূপেই বা তাহাকে পুনরুদ্ধার করিলেন?৩০-৩১

মঙ্গলময়ী সর্ব্বশস্যপ্রসবকারিণী মহাভাগা এই পৃথিবীদেবী কাহার প্রভাবে শতযোজন জলের নীচে ডুবিয়া গিয়াছিলেন?৩২

কোন ব্যক্তি পরমাত্মা ভগবানের এইরূপ অদ্ভুত বীর্য্য প্রকাশ করিতে দর্শন করিয়াছিল? হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ। আপনি যথার্থরূপে বিস্তৃতিসহকারে এই কাহিনী আমাদিগকে বলুন; কারণ, আপনিই এই বৃত্তান্তের আশ্রয় অর্থাৎ জ্ঞাতা।৩৩

লোমশ বলিলেন,—যুধিষ্ঠির। তুমি যে বিষয় জানিবার জন্য প্রশ্ন করিয়াছ, আমি সেই বিষয়ে সব কথা বিস্তারিতভাবে বলিতেছি—শ্রবণ কর।৩৪

তাত। পুরাকালে সত্যযুগে এক সময় এমন ভয়ানক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইল যে, স্বয়ং পুরাতন আদিদেব শ্রীবিষ্ণু যমরূপ ধারণ করিয়া যমের কাজ করিতে লাগিলেন।৩৫

তথা পুরুষশার্দূল মানুষাশ্চ পরন্তপ।
সহস্রশো হ্যযুতশো বর্দ্ধন্তে সলিলং যথা ॥৩৮
এতস্মিন্ সঙ্কুলে তাত বর্ত্তমানে ভয়ঙ্করে।
অতিভারাদ্ বসুমতী যোজনানাং শতং গতা ॥৩৯
সা বৈ ব্যথিতসর্বাঙ্গী ভারেণাক্রান্তচেতনা।
নারায়ণং বরং দেবং প্রপন্না শরণং গতা ॥৪০

পৃথিব্যুবাচ।

ভগবংস্ত্বৎপ্রসাদাদ্ধি তিষ্ঠেয়ং সুচিরং ত্বিহ।
ভারেণাস্মি সমাক্রান্তা ন শক্নোমি স্ম বর্ত্তিতুম্ ॥৪১
মমেমং ভগবন্ ভারং ব্যপনেতুং ত্বমর্হসি।
শরণাগতাস্মি তে দেব প্রসাদং কুরু মে বিভো ॥৪২

তস্যাস্তদ্ বচনং শ্রুত্বা ভগবানক্ষরঃ প্রভুঃ।
প্রোবাচ বচনং হৃষ্টঃ শ্রব্যাক্ষরসমীরিতম্ ॥৪৩

বিষ্ণুরুবাচ।

ন তে মহি ভয়ং কার্য্যং ভারার্ত্তে বসুধারিণি।
অহমেবং তথা কুমি যথা লঘ্বী ভবিষ্যসি ॥৪৪

লোমশ উবাচ।

স তাং বিসর্জয়িত্বা তু বসুধাং শৈলকুণ্ডলাম্।
ততো বরাহঃ সংবৃত্ত একশৃঙ্গো মহাদ্যুতিঃ ॥৪৫
রক্তাভ্যাং নয়নাভ্যাং তু ভয়মুৎপাদয়ন্নিব।
ধূমঞ্চ জ্বলয়ন্ লক্ষ্ম্যা তত্র দেশে ব্যবর্ধত ॥৪৬
স গৃহীত্বা বসুমতীং শৃঙ্গেণৈকেন ভাস্বতা।
যোজনানাং শতং বীর সমুদ্ধরতি সোঽক্ষরঃ ॥৪৭

সর্ব্বজ্ঞ দেবদেব ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু যখন যমের কাজ করিতেছিলেন, তখন কোন মানুষ মরে নাই, পরন্তু পূর্বের ন্যায় তাহাদের জন্ম হইতে লাগিল।৩৬

তখন পশু, পক্ষী, গাভী, মেষ, অশ্ব, ষাঁড়, মৃগ ও মাংসাশী প্রাণীসমূহ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।৩৭

শত্রুতাপন নরশ্রেষ্ঠ! যেরূপ বর্ষাকালে জলের বৃদ্ধি হয়, সেইরূপ হাজার হাজার এবং দশ হাজার দশ হাজার করিয়া সংখ্যায় তাহারা বাড়িতে লাগিল।৩৮

বৎস! এইরূপ সকল প্রাণীর বৃদ্ধিতে এমন ভয়ঙ্কর অবস্থা আসিল, যাহাতে তাহাদের ভারে পৃথিবী একশত যোজন জলের নীচে চলিয়া গেলেন।৩৯

সেই পৃথিবীর তখন সকল অঙ্গে অত্যন্ত পীড়া হইতে লাগিল। অতিভারে পৃথিবী আক্রান্তা হইয়া লুপ্তচেতন হইলেন, তখন তিনি ভগবান্ নারায়ণের শরণাগতা হইলেন।৪০

পৃথিবী বলিলেন,—হে ভগবন্! আপনার কৃপায় (আমি এত জলের উপরেও) দীর্ঘকাল অবস্থান করিতেছি; কিন্তু বর্তমানে অতিশয় ভারাক্রান্তা হইয়া আর অবস্থান করিতে পারিতেছি না।৪১

হে দেব! আমি আপনার শরণ গ্রহণ করিলাম। হে বিভো! আপনি আমার উপর প্রসন্ন হউন। আপনিই আমার এই ভার অপনোদন করিতে সমর্থ।৪২

পৃথিবীর এই কথা শুনিয়া তখন অবিনাশী প্রভু ভগবান্ নারায়ণ সন্তুষ্ট হইয়া শ্রবণ-মধুর ভাষায় তাঁহাকে বলিলেন।৪৩

বিষ্ণু বলিলেন,—ভারপীড়িতে বসুধারিণি মহি! তুমি কোন ভয় করিও না; যাহাতে তোমার ভারের লাঘব হয়, আমি তাহাই করিব।৪৪

লোমশ বলিলেন,—তিনি পর্ব্বতরূপ কুণ্ডলে সুশোভিতা বসুধাকে বিদায় দিয়া মহাতেজস্বী এক শৃঙ্গধারী বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিলেন।৪৫

আরক্ত নয়নদ্বয়ের দ্বারা সকলের ভয় উৎপাদন করিয়াই যেন তিনি নিজ প্রজ্জ্বলিত অঙ্গকান্তিতে ধূম

LIBRARY
No..........
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS. ১১০৭

তস্যাং চোদ্ধার্য্যমাণায়াং সংক্ষোভঃ সমজায়ত।
দেবাঃ সংক্ষুভিতাঃ সর্ব্বে ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ॥৪৮

হাহাভূতমভূৎ সর্বং ত্রিদিবং ব্যোমভূস্তথা।
ন পর্য্যবস্থিতঃ কশ্চিদ্ দেবো বা
মানুষোঽপি বা ॥৪৯

ততো ব্রহ্মাণমাসীনং জ্বলমানমিব শ্রিয়া।
দেবাঃ সর্ষিগণাশ্চৈব উপতস্থুরনেকশঃ ॥৫০

উপসর্প্য চ দেবেশং ব্রহ্মাণং লোকসাক্ষিকম্।
ভূত্বা প্রাঞ্জলয়ঃ সর্ব্বে বাক্যমুচ্চারয়ংস্তদা ॥৫১

লোকাঃ সংক্ষোভিতাঃ সর্ব্বে ব্যাকুলঞ্চ চরাচরম্।
সমুদ্রাণাঞ্চ সংক্ষোভস্ত্রিদশেশ প্রকাশতে ॥৫২

সৈষা বসুমতী কৃৎস্না যোজনানাং শতং গতা।
কিমেতদ্ কিং প্রভাবেণ যেনেদং ব্যাকুলং জগৎ।
আখ্যাতু নো ভবান্ শীঘ্রং বিসংজ্ঞাঃ স্মেহ সর্বশঃ॥৫৩

ব্রহ্মোবাচ।

অসুরেভ্যো ভয়ং নাস্তি যুষ্মাকং কুত্রচিৎ ক্বচিৎ।
শ্রূয়তাং যৎকৃতেষ্বেষ সংক্ষোভো জায়তেঽমরাঃ ॥৫৪

যোঽসৌ সর্বত্রগঃ শ্রীমানক্ষরাত্মা ব্যবস্থিতঃ।
তস্য প্রভাবাৎ সংক্ষোভস্ত্রিদিবস্য প্রকাশতে ॥৫৫

যৈষা বসুমতী কৃৎস্না যোজনানাং শতং গতা।
সমুদ্ধৃতা পুনস্তেন বিষ্ণুনা পরমাত্মনা ॥৫৬

তস্যামুদ্ধার্য্যমাণায়াং সংক্ষোভঃ সমজায়ত।
এবং ভবন্তো জানন্তু ছিদ্যতাং সংশয়শ্চ বঃ ॥৫৭

দেবা ঊচুঃ।

ক্ব তদ্ ভূতং বসুমতীং সমুদ্ধরতি হৃষ্টবৎ।
তং দেশং ভগবন্ ব্রূহি তত্র যাস্যামহে বয়ম্ ॥৫৮

উদ্গিরণ করিতে করিতে সেই স্থানেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন।৪৬

বীর যুধিষ্ঠির! অবিনাশী ভগবান্ বিষ্ণু তেজোময় একটিমাত্র শৃঙ্গের দ্বারাই বসুমতীকে ধারণ করিয়া জলের শতযোজন উপরে স্থাপিত করিলেন।৪৭

তৎকর্ত্তৃক পৃথিবীর উদ্ধারের সময় গুরুতর ক্ষোভ (কম্পন) উৎপন্ন হইল। তখন দেবতাগণ, তপোধন ঋষিগণ এবং মনুষ্যগণ সকলেই অত্যন্ত সংক্ষুভিত হইয়াছিলেন।৪৮

তাহার ফলে চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল। তখন স্বর্গবাসী দেব, আকাশচারী বা মানুষ কেহই স্থিরতা লাভ করিতে পারেন নাই।৪৯

দেবগণ ও অনেক ঋষিগণ সমবেতভাবে নিজকান্তিতে প্রকাশমান ও আসনে উপবিষ্ট ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইলেন।৫০

তাঁহারা সকলে লোকসাক্ষী দেবেশ্বর ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া করজোড়ে (প্রণামপূর্ব্বক) বলিলেন।৫১

সমস্ত লোক অত্যন্ত ক্ষুভিত হইয়াছে এবং চরাচর জগৎ ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। হে দেবেশ! সমুদ্রসমূহেরও সংক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে।৫২

এই সমগ্রা বসুমতী শত যোজন নীচে ডুবিয়া গিয়াছিল; কাহার প্রভাবে এইরূপ অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইল, আমরা তাহা জানি না। কিন্তু তাহাতে সমস্ত জগৎ ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। আমরা প্রায় চেতনাহীন হইয়া পড়িয়াছি। আপনি শীঘ্রই ইহার প্রকৃত কারণ আমাদের বলুন।৫৩

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দেবগণ! তোমাদের এখন কোথাও কোনও অসুর হইতে ভয় নাই। যে জন্য এই সংক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা শ্রবণ কর।৫৪

যিনি সর্ব্বব্যাপক, অসাধারণ ঐশ্বর্য্যশালী এবং সর্ব্বজগতের অবিনাশী ঈশ্বর পরমাত্মা; তাঁহার প্রভাবেই স্বর্গের এই সংক্ষোভ প্রকটিত হইয়াছে।৫৫

এই বসুমতী শত যোজন জলের নীচেতে যে ডুবিয়া গিয়াছিল, পরমাত্মা শ্রীবিষ্ণু পুনরায় তাহাকে

ব্রহ্মোবাচ।

হন্ত গচ্ছত ভদ্রং বো নন্দনে পশ্যত স্থিতম্।
এষোঽত্র ভগবান্ শ্রীমান্ সুপর্ণঃ সম্প্রকাশতে ॥৫৯
বারাহেণৈব রূপেণ ভগবান্ লোকভাবনঃ।
কালানল ইবাভাতি পৃথিবীতলমুদ্ধরন্ ॥৬০
এতস্যোরসি সুব্যক্তং শ্রীবৎসমভিরাজতে।
পশ্যধ্বং বিবুধাঃ সর্বে ভূতমেতদনাময়ম্ ॥৬১

লোমশ উবাচ।

ততো দৃষ্ট্বা মহাত্মানং শ্রুত্বা চামন্ত্র্য চামরাঃ।
পিতামহং পুরস্কৃত্য জগ্মুর্দেবা যথাগতম্ ॥৬২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শ্রুত্বা তু তাং কথাং সর্বে পাণ্ডবা জনমেজয়।
লোমশাদেশিতেনাশু পথা জগ্মুঃ প্রহৃষ্টবৎ ॥৬৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশতীর্থযাত্রায়াং গন্ধমাদনপ্রবেশে দ্বিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৪২

উদ্ধার করিয়াছেন।৫৬

বিষ্ণুকর্ত্তৃক পৃথিবী সমুদ্ধরণের ফলেই এই সংক্ষোভ উৎপন্ন হইয়াছে। এই তথ্য তোমরা অবগত হও, ইহাতে তোমাদের সকল সংশয় ছিন্ন হউক।৫৭

দেবগণ বলিলেন,—হে ভগবন্। প্রসন্ন হইয়া যেস্থানে শ্রীভগবান্ পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছেন, সেই স্থানটি আমাদিগকে বলুন, আমরা সেখানে গমন করিব।৫৮

ব্রহ্মা বলিলেন,—হে দেবগণ। তোমাদের কল্যাণ হউক। তোমরা নন্দন বনে যাও, ভগবান্ সেইখানে বিরাজমান আছেন; সেখানে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে। সেই বনে সুবর্ণতুল্য রোমযুক্ত পরম কান্তিমান্ লোকভাবন ভগবান্ বরাহরূপে পৃথিবীতলকে উদ্ধার করত প্রলয়কালীন অগ্নির ন্যায় উদ্ভাসিত হইতেছেন।৫৯-৬০

তাঁহার বক্ষঃস্থলে সুস্পষ্টরূপে শ্রীবৎসচিহ্ন বিরাজ করিতেছে। হে দেবগণ। তোমরা সকলে রোগ-শোকরহিত সাক্ষাৎ ভগবান্ বরাহরূপের সেই মূর্ত্তি দর্শন কর।৬১

লোমশ বলিলেন,—তারপর দেবগণ ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া সেই বরাহরূপী পরমাত্মা ভগবানের মূর্ত্তি দর্শন করত তাঁহার মহিমা শ্রবণ করিয়া তাঁহার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক যে স্থান হইতে আসিয়াছিলেন, সেইস্থানে চলিয়া যাইলেন।৬২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়। লোমশমুনির মুখে ঐ কাহিনী শুনিয়া আনন্দিতহৃদয়ে পাণ্ডবগণ সকলে লোমশের আদিষ্ট পথে সত্বর অগ্রসর হইতে লাগিলেন।৬৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে-লোমশতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে গন্ধমাদনপ্রবেশবিষয়ক দ্বিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৪২

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[গন্ধমাদনযাত্রায়াং পাণ্ডবানামুপরি প্রচণ্ডবাতেন সহ প্রবলং বর্ষণম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তে শূরাস্ততধন্বানস্তূণবন্তঃ সমার্গণাঃ।
বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রাণাঃ খড়্গবন্তোঽমিতৌজসঃ ॥১
পরিগৃহ্য দ্বিজশ্রেষ্ঠান্ জ্যেষ্ঠাঃ সর্বধনুষ্মতাম্।
পাঞ্চালীসহিতা রাজন্ প্রযযুর্গন্ধমাদনম্ ॥২
সরাংসি সরিতশ্চৈব পর্বতাংশ্চ বনানি চ।
বৃক্ষাংশ্চ বহুলচ্ছায়ান্ দদৃশুর্গিরিমূর্ধনি ॥৩
নিত্যপুষ্পফলান্ দেশান্ দেবর্ষিগণসেবিতান্।
আত্মন্যাত্মানমাধায় বীরা মূলফলাশিনঃ ।৪
চেরুরুচ্চাবচাকারান্ দেশান্ বিষমসঙ্কটান্।
পশ্যন্তো মৃগজাতানি বহূনি বিবিধানি চ ॥৫
ঋষিসিদ্ধামরযুতং গন্ধর্বাপ্সরসাং প্রিয়ম্।
বিবিশুস্তে মহাত্মানঃ কিন্নরাচরিতং গিরিম্ ॥৬
প্রবিশৎস্বথ বীরেষু পর্বতং গন্ধমাদনম্।
চণ্ডবাতং মহদ্ বর্ষং প্রাদুরাসীদ্ বিশাম্পতে ॥৭
ততো রেণুঃ সমুদ্ভূতঃ সপত্রবহুলো মহান্।
পৃথিবীং চান্তরিক্ষঞ্চ দ্যাং চৈব সহসাবৃণোৎ ॥৮

ন স্ম প্রজ্ঞায়তে কিঞ্চিদাবৃতে ব্যোম্নি রেণুনা।
ন চাপি শেকুস্তৎ কর্তুমন্যোন্যস্যাভিভাষণম্ ॥৯

ন চাপশ্যংস্ততোঽন্যোন্যং তমসাবৃতচক্ষুষঃ।
আকৃষ্যমাণা বাতেন সাশ্মচূর্ণেন ভারত ॥১০

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[গন্ধমাদন পর্ব্বতে যাইবার পথে পাণ্ডবগণের উপর প্রচণ্ড বাতের সহিত প্রবল বর্ষণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে রাজন্ জনমেজয়! ধনুর্দ্ধরাগ্রগণ্য অমিততেজা সেই বীর পাণ্ডবগণ, ধনু, তূণ, বাণ, কবচ, গোধা (গুণের আঘাত নিবারক চর্ম্মকোষ), অঙ্গুলিত্রাণ, খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্র ধারণপূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণকে অগ্রে রাখিয়া পাঞ্চালীর সহিত গন্ধমাদন পর্ব্বতের দিকে প্রস্থান করিলেন।১-২

তাঁহারা পর্ব্বতশিখরে বহু সরোবর, নদী, পর্ব্বত, বন ও নিবিড় ছায়াবিতরণকারী বৃক্ষসমূহ দর্শন করিলেন।৩

সেই বীরগণ বুদ্ধি দ্বারা নিজ নিজ মনকে সংযত করিয়া ফল ও মূল আহার করত দেবর্ষিগণসেবিত সদাপুষ্প ও ফলসমন্বিত বহু দেশ ও বহুবিধ মৃগসমূহ দর্শন করিতে করিতে উচ্চনীচ, বিষম ও ভয়ঙ্কর বহু স্থান অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলেন।৪-৫

ঋষি, সিদ্ধ ও দেবগণের নিবাসস্থান, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরাদিগের প্রিয়ভূমি এবং কিন্নরগণের ক্রীড়াস্থল সেই পর্ব্বতে মহাত্মা পাণ্ডবগণ প্রবেশ করিলেন।৬

রাজন্! বীর পাণ্ডবগণ যেমন সেই গন্ধমাদন পর্ব্বতে প্রবেশ করিয়াছেন, অমনই প্রবল বর্ষণের সহিত প্রচণ্ড বায়ু বহিতে লাগিল।৭

অনন্তর বৃক্ষের পত্রসহিত এমন ধূলি উড়িতে লাগিল যে, সহসাই উহা পৃথিবী, স্বর্গ ও অন্তরীক্ষকে আবৃত করিয়া ফেলিল।৮

সেই ধূলিদ্বারা আকাশ আচ্ছন্ন হওয়ায় তাঁহারা কেহ কাহারও সহিত পরস্পর কোন কথাবার্ত্তা বলিতে পারিলেন না।৯

হে ভারত! পাথরের চূর্ণের সহিত মিশ্রিত ধূলির বর্ষণের দ্বারা চক্ষু আচ্ছন্ন হওয়ায় ও অন্ধকারে

দ্রুমাণাং বাতভগ্নানাং পততাং ভূতলেঽনিশম্।
অন্যেষাঞ্চ মহীজানাং শব্দঃ সমভবন্মহান্ ॥১১

দ্যৌঃ স্বিৎ পতাতি কিং ভূমির্দীর্য্যতে পর্বতো নু কিম্।
ইতি তে মেনিরে সর্বে পবনেনাপি মোহিতাঃ ॥১২

তে পথানন্তরান্ বৃক্ষান্ বল্মীকান্ বিষমাণি চ।
পাণিভিঃ পরিমার্গন্তো ভীতা বায়োর্নিলিল্যিরে ॥১৩

ততঃ কার্ম্মুকমাদায় ভীমসেনো মহাবলঃ।
কৃষ্ণামাদায় সঙ্গম্য তস্থাবাশ্রিত্য পাদপম্ ॥১৪

ধর্মরাজশ্চ ধৌম্যশ্চ নিলিল্যাতে মহাবনে।
অগ্নিহোত্রাণ্যুপাদায় সহদেবস্তু পর্বতে ॥১৫

নকুলো ব্রাহ্মণাশ্চান্যে লোমশশ্চ মহাতপাঃ।
বৃক্ষানাসাদ্য সংত্রস্তাস্তত্র তত্র নিলিল্যিরে ॥১৬

মন্দীভূতে তু পবনে তস্মিন্ রজসি শাম্যতি।
মহদ্ভির্জলধারৌঘৈর্বর্ষমভ্যাজগাম হ ॥১৭

ভৃশং চটচটাশব্দো বজ্রাণাং ক্ষিপ্যতামিব।
ততস্তাশ্চঞ্চলাভাসশ্চেরুরভ্রেষু বিদ্যুতঃ ॥১৮

ততোঽশ্মসহিতা ধারাঃ সংবৃণ্বন্ত্যঃ সমন্ততঃ।
প্রপেতুরনিশং তত্র শীঘ্রবাতসমীরিতাঃ ॥১৯

তত্র সাগরগা হ্যাপঃ কীর্য্যমাণাঃ সমন্ততঃ।
প্রাদুরাসন্ সকলুষাঃ ফেনবত্যো বিশাম্পতে ॥২০

বহন্ত্যো বারি বহুলং ফেনোড়ুপপরিপ্লুতম্।
পরিসস্রুর্মহাশব্দাঃ প্রকর্ষন্ত্যো মহীরুহান্ ॥২১

তস্মিন্ উপরতে শব্দে বাতে চ সমতাং গতে।
গতে হ্যম্ভসি নিম্নানি প্রাদুর্ভূতে দিবাকরে ॥২২

চারিদিক্ ছাইয়া যাওয়ায় তাঁহারা পরস্পরকে দেখিতেও পাইলেন না।১০

নিরন্তর বায়ুর ঝাপ্টায় ভগ্ন বৃক্ষসমূহ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষসমূহ ভূমিতে পড়িতে লাগিল এবং চারিদিকে তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল।১১

বায়ুর দ্বারা বিভ্রান্ত হইয়া তাঁহারা মনে করিতে লাগিলেন—এ কি আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, কিংবা পৃথিবী বা পর্ব্বত বিদীর্ণ হইতেছে?১২

তাঁহারা পথের আশেপাশে স্তূপীকৃত বৃক্ষ ও বল্মীকপিণ্ডসমূহ এবং উচ্চ-নিম্ন স্থানসমূহ হাতড়াইয়া কোন প্রকারে তাহাদের আড়ালে বায়ুর ভয়ে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন।১৩

তখন মহাবল ভীমসেন ধনুক লইয়া কৃষ্ণাকে নিজের কাছে টানিয়া লইয়া একটা বৃক্ষের আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করত দাঁড়াইয়া রহিলেন।১৪

ধর্ম্মরাজ ও পুরোহিত ধৌম্য অগ্নিহোত্রের উপকরণসমূহ লইয়া মহাবনের মধ্যে আত্মগোপন করিলেন এবং সহদেব পর্ব্বতের সুরক্ষিত কোন স্থানে আত্মগোপন করিলেন।১৫

নকুল ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের সহিত মহাতপস্বী লোমশমুনি সন্ত্রস্ত হইয়া বৃক্ষসমূহের আড়ালে কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন।১৬

তারপর যখন বায়ুর বেগ শান্ত হইল ও ধূলির নিবিড়তা যখন কমিল, তখন প্রবল বারিধারা বর্ষণ হইতে লাগিল।১৭

সেই সময় চারিদিকে যেন বজ্রনিক্ষেপের ধ্বনির চটচট শব্দ শুনা যাইতে লাগিল এবং মেঘসমূহে চপলকান্তি বিদ্যুৎসমূহ খেলা করিতে লাগিল।১৮

তদনন্তর বেগবান্ বায়ুর দ্বারা প্রেরিত হইয়া শিলাসহিত প্রবল জলধারা চতুর্দ্দিক্ সমাচ্ছন্ন করিয়া আকাশ-মার্গ হইতে বর্ষিত হইতে লাগিল।১৯

রাজন্! তখন সাগরগামী পর্ব্বতীয় নদীগুলি চারিদিকে জলে পরিপূর্ণ হইয়া ফেন ও ময়লা বহন করিতে থাকিলে বন্যার প্রাদুর্ভাব হইল।২০

ফেনরূপ নৌকায় পূর্ণ অগাধ জলরাশি বহন

নির্জগ্মুস্তে শনৈঃ সর্বে সমাজগ্মুশ্চ ভারত ।
প্রতস্থিরে পুনর্বীরাঃ পর্ব্বতং গন্ধমাদনম্ ॥২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশতীর্থযাত্রায়াং গন্ধমাদনপ্রবেশে ত্রিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৪৩

করিতে করিতে নদীগুলি প্রবল বেগে ভগ্ন বৃক্ষসমূহকে আকর্ষণ করত নিম্নাভিমুখে ধাবিত হইতে লাগিল ।২১

হে ভারত ! যখন বায়ু শান্ত হইল, চারিদিকে শব্দসমূহ নিস্তব্ধ হইল, সমস্ত জল যখন বহিয়া নিম্নে চলিয়া যাইল এবং সূর্য্যের পুনর্দ্দর্শন সম্ভব হইল, তখন বীর পাণ্ডবগণ নিজ নিজ আত্মরক্ষার স্থান হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সকলে একত্রিত হইলেন এবং পুনরায় গন্ধমাদন পর্ব্বতের দিকে প্রস্থান করিতে লাগিলেন ।২২-২৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে গন্ধমাদনপর্ব্বতপ্রবেশবিষয়ে ত্রিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।১৪৩

চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[দ্রৌপদ্যা মূর্চ্ছাপ্রাপ্তিঃ, পাণ্ডবানাং পরিচর্য্যয়া তস্যাঃ সংজ্ঞালাভঃ, ভীমসেনেন স্মৃতস্য ঘটোৎকচস্যাগমনঞ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ক্রোশমাত্রং প্রযাতেষু পাণ্ডবেষু মহাত্মসু ।
পদ্ভ্যামনুচিতা গন্তুং দ্রৌপদী সমুপাবিশৎ ॥১
শ্রান্তা দুঃখপরীতা চ বাতবর্ষেণ তেন চ ।
সৌকুমার্য্যাচ্চ পাঞ্চালী সম্মুমোহ তপস্বিনী ॥২
সা কম্পমানা মোহেন বাহুভ্যামসিতেক্ষণা ।
বৃত্তাভ্যামনুরূপাভ্যামূরূ সমবলম্বত ॥৩
আলম্বমানা সহিতাবূরূ গজকরোপমৌ ।
পপাত সহসা ভূমৌ বেপন্তী কদলী যথা ॥৪
তাং পতন্তীং বরারোহাং ভজ্যমানাং লতামিব ।
নকুলঃ সমভিদ্রুত্য পরিজগ্রাহ বীর্য্যবান্ ॥৫

নকুল উবাচ ।

রাজন্ পঞ্চালরাজস্য সুতেয়মসিতেক্ষণা ।
শ্রান্তা নিপতিতা ভূমৌ তামবেক্ষস্ব ভারত ॥৬

চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

[দ্রৌপদীর মূর্চ্ছাপ্রাপ্তি, পাণ্ডবগণের পরিচর্য্যায় তাঁহার চেতনালাভ এবং ভীমসেনের স্মরণে ঘটোৎকচের আগমন ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এক ক্রোশমাত্র মহাত্মা পাণ্ডবগণ অগ্রসর হইয়াছেন, ইতিমধ্যে হাঁটিতে অনভ্যস্থা দ্রৌপদী যাইতে না পারিয়া বসিয়া পড়িলেন ।১

বায়ু ও বর্ষায় শ্রান্তা, তপস্বিনী পাঞ্চালরাজদুহিতা সৌকুমার্য্যবশতঃ দুঃখমগ্না হইয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন ।২

কৃষ্ণনয়না দ্রৌপদী মোহের আবেশে কাঁপিতে কাঁপিতে সুগোল ও সুন্দর বাহুর দ্বারা নিজ উরুদ্বয়কে ধরিয়া ফেলিলেন ।৩

অদুঃখার্হা পরং দুঃখং প্রাপ্তেয়ং মৃদুগামিনী।
আশ্বাসয় মহারাজ তামিমাং শ্রমকর্শিতাম্ ॥৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

রাজা তু বচনাৎ তস্য ভৃশং দুঃখসমন্বিতঃ।
ভীমশ্চ সহদেবশ্চ সহসা সমুপাদ্রবন্ ॥৮
তামবেক্ষ্য তু কৌন্তেয়ো বিবর্ণবদনাং কৃশাম্।
অঙ্কমানীয় ধর্ম্মাত্মা পর্য্যদেবয়দাতুরঃ ॥৯

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কথং বেশ্মসু গুপ্তেষু স্বাস্তীর্ণশয়নোচিতা।
ভূমৌ নিপতিতা শেতে সুখার্হা বরবর্ণিনী ॥১০
সুকুমারৌ কথং পাদৌ মুখঞ্চ কমলেক্ষণম্।
মৎকৃতেঽদ্য বরার্হায়াঃ শ্যামতাং সমুপাগতম্ ॥১১
কিমিদং দ্যুতকামেন ময়া কৃতমবুদ্ধিনা।
আদায় কৃষ্ণাং চরতা বনে মৃগগণায়ুতে ॥১২
সুখং প্রাপ্স্যসি কল্যাণি পাণ্ডবান্ প্রাপ্য বৈ পতীন্।
ইতি দ্রুপদরাজেন পিত্রা দত্তায়তেক্ষণা ॥১৩
তৎ সর্বমনবাপ্যেয়ং শ্রমশোকাধ্বকর্শিতা।
শেতে নিপতিতা ভূমৌ পাপস্য মম কর্ম্মভিঃ ॥১৪

হস্তিশুণ্ডের মত ক্রমমাংসল উরু দুইটি একসঙ্গে ধরিয়া তিনি সহসা বায়ুতাড়িত কদলী বৃক্ষের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে ভূমিতে পড়িয়া গেলেন।৪

সুন্দরাঙ্গী দ্রৌপদীকে ভগ্নলতার ন্যায় ভূমিতে পতিতা হইতে দেখিয়া বলবান্ নকুল দৌড়াইয়া গিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন।৫

নকুল বলিলেন,—হে রাজন্ ভরতনন্দন! দেখুন কৃষ্ণলোচনা পাঞ্চাল-রাজকন্যা দ্রৌপদী শ্রান্তা হইয়া মাটিতে পড়িয়া গিয়াছেন।৬

মহারাজ! দুঃখ সহ্য করিতে অনভ্যস্তা মৃদুগামিনী এই দ্রৌপদী অত্যন্ত দুঃখপীড়িতা হইয়াছেন। পথ চলায় অতিশয় শ্রান্তা ইঁহাকে আপনি আশ্বাস প্রদান করুন।৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! রাজা যুধিষ্ঠির নকুলের এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং ভীম ও সহদেবের সহিত সহসা দ্রৌপদীর দিকে ধাবিত হইলেন।৮

তখন ধর্ম্মরাজ কুন্তীনন্দন তাঁহাকে কৃশা ও বিবর্ণবদনা দেখিয়া তাঁহাকে নিজ ক্রোড়ে লইয়া আতুরের ন্যায় বিলাপ করিতে লাগিলেন।৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—সুরক্ষিত গৃহমধ্যস্থিত সুসজ্জিত শয্যাতে শয়নের যোগ্যা, সুখভোগের অধিকারিণী ও পরমা সুন্দরী কৃষ্ণা আজ কেমন করিয়া মাটিতে শুইয়া আছে?১০

হায়! (যে সমস্ত সুখের সাধনসমূহের উপভোগযোগ্যা), আজ আমার জন্য বরবর্ণিনীর সুকোমল চরণদ্বয় ও কমলসদৃশ মুখ বিবর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে।১১

আমি নির্বুদ্ধিতাবশতঃ পাশা খেলার মোহে কি কুকর্ম্মই না করিয়াছি, যাহার ফলে কৃষ্ণাকে সঙ্গে করিয়া নানাবিধ পশুতে পরিপূর্ণ বনে বনে ঘুরিতে হইতেছে।১২

“হে কল্যাণি! তুমি পাণ্ডবগণের কাছে সুখ পাইবে” এই কথা বলিয়া পিতা দ্রুপদরাজ তাঁহার কন্যা বিশালনয়না তোমাকে আমাদের নিকট দিয়াছিলেন।১৩

কিন্তু এই পাঞ্চালী সেই সমস্ত সুখ না পাইয়া পথশ্রম ও শোকে কাতরা হইয়া আমারই পাপকর্ম্মের জন্য ভূমিতে পতিত হইয়া শুইয়া আছে।১৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তথা লালপ্যমানে তু ধর্মরাজে যুধিষ্ঠিরে।
ধৌম্যপ্রভৃতয়ঃ সর্বে তত্রাজগ্মুর্দ্বিজোত্তমাঃ ॥১৫
তে সমাশ্বাসয়ামাসুরাশীর্ভিশ্চাপ্যপূজয়ন্।
রক্ষোঘ্নাংশ্চ তথা মন্ত্রান্ জেপুশ্চক্রুশ্চ তে
ক্রিয়াঃ ॥১৬
পঠ্যমানেষু মন্ত্রেষু শান্ত্যর্থং পরমর্ষিভিঃ।
স্পৃশ্যমানা করৈঃ শীতৈঃ পাণ্ডবৈশ্চ মুহুর্মুহুঃ ॥১৭
সেব্যমানা চ শীতেন জলমিশ্রেণ বায়ুনা।
পাঞ্চালী সুখমাসাদ্য লেভে চেতঃ শনৈঃ শনৈঃ ॥১৮
পরিগৃহ্য চ তাং দীনাং কৃষ্ণামজনিসংস্তরে।
পার্থা বিশ্রাময়ামাসুর্লব্ধসংজ্ঞাং তপস্বিনীম্ ॥১৯
তস্যা যমৌ রক্ততলৌ পাদৌ পূজিতলক্ষণৌ।
করাভ্যাং কিণজাতাভ্যাং শনকৈঃ সংববাহতুঃ ॥২০
পর্য্যাশ্বাসয়দপ্যেনাং ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
উবাচ চ কুরুশ্রেষ্ঠো ভীমসেনমিদং বচঃ ॥২১
বহবঃ পর্বতা ভীম বিষমা হিমদুর্গমাঃ।
তেষু কৃষ্ণা মহাবাহো কথং নু বিচরিষ্যাত ॥২২

ভীমসেন উবাচ।

ত্বাং রাজন্ রাজপুত্রীঞ্চ যমৌ চ পুরুষর্ষভ।
স্বয়ং নেষ্যামি রাজেন্দ্র মা বিষাদে মনঃ কৃথাঃ ॥২৩
হৈড়িম্বশ্চ মহাবীর্য্যো বিহগো মদ্বলোপমঃ।
বহেদনঘ সর্বান্নো বচনাৎ তে ঘটোৎকচঃ ॥২৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অনুজ্ঞাতো ধর্মরাজ্ঞা পুত্রং সস্মার রাক্ষসম্।
ঘটোৎকচস্তু ধর্মাত্মা স্মৃতমাত্রঃ পিতুস্তদা ॥২৫
কৃতাঞ্জলিরুপাতিষ্ঠদভিবাদ্যাথ পাণ্ডবান্।
ব্রাহ্মণাংশ্চ মহাবাহুঃ স চ তৈরভিনন্দিতঃ ॥২৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যখন ঐরূপে অত্যন্ত বিলাপ করিতেছিলেন, তখন ধৌম্য প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।১৫

তাঁহারা মহারাজকে আশ্বাস দান করিলেন এবং বহু আশীর্ব্বচন দ্বারা সম্মানিত করিলেন এবং বহু রক্ষোঘ্ন মন্ত্রসমূহ জপ করিতে লাগিলেন। তারপর তাঁহারা নানাবিধ শান্তিকর্ম্ম করিলেন।১৬

শান্তির জন্য মহর্ষিগণ মন্ত্র পাঠ করিতে থাকিলে, পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর শরীরে পুনঃ পুনঃ শীতল হাত বুলাইতে থাকিলে এবং শীতল-জলসম্পৃক্ত বায়ুর স্পর্শে ধীরে ধীরে তাঁহার আবার সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল।১৭-১৮

সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে পাণ্ডবগণ দীনভাবাপন্না তপস্বিনী দ্রৌপদীকে মৃগচর্ম্মের আসনে শয়ন করাইয়া বিশ্রাম করাইতে লাগিলেন।১৯

তারপর নকুল ও সহদেব ধনুর গুণের ঘর্ষণে উৎপন্ন ক্ষতচিহ্নযুক্ত দুই হস্তদ্বারা তাঁহার পাদদ্বয় ধীরে ধীরে সংবাহন করিতে লাগিলেন।২০

কুরুশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহাকে আশ্বাস দিতে দিতে ভীমসেনকে এই কথা বলিলেন।২১

মহাবাহু ভীম। এখানে বহু উঁচু-নীচু পর্ব্বত আছে। এই ভয়ানক দুর্গম হিমময় পর্ব্বতে কৃষ্ণা কি করিয়া যাইবে ?২২

ভীমসেন বলিলেন,—পুরুষশ্রেষ্ঠ মহারাজ। আপনি চিন্তা করিবেন না ; আমি স্বয়ং রাজপুত্রী দ্রৌপদী, নকুল, সহদেব ও আপনাকে বহন করিয়া লইব।২৩

উবাচ ভীমসেনং স পিতরং ভীমবিক্রমম্।
স্মৃতোহস্মি ভবতা শীঘ্রং শুশ্রূষুরহমাগতঃ ॥২৭
আজ্ঞাপয় মহাবাহো সর্বং কর্তাস্ম্যসংশয়ম্।
তচ্ছ্রুত্বা ভীমসেনস্তু রাক্ষসং পরিষস্বজে ॥২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশতীর্থযাত্রায়াং গন্ধমাদনপ্রবেশে চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৪৪

হে নিষ্পাপ। হিড়িম্বানন্দন ঘটোৎকচ মহাপরাক্রমী এবং আমার সদৃশ বলবান্, আপনি অনুমতি করিলে সে অনায়াসে আমাদের সকলকে লইয়া আকাশ পথে যাইতে পারিবে।২৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ জনমেজয়। ধর্ম্মরাজের অনুমতিক্রমে ভীম পুত্র রাক্ষসকে স্মরণ করিলেন। পিতার স্মরণমাত্রই ধর্ম্মাত্মা ঘটোৎকচ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া পাণ্ডবগণকে ও ব্রাহ্মণগণকে অভিবাদন করিলে তাঁহারা মহাবাহু ঘটোৎকচকে অভিনন্দিত করিলেন।২৫-২৬

তারপর তিনি ভীমবিক্রম পিতা ভীমসেনকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি আপনার স্মরণমাত্রই শুশ্রূষা করিতে ইচ্ছুক হইয়া এখানে সত্বর উপস্থিত হইয়াছি।২৭

হে মহাবাহো। আপনি আজ্ঞা করুন, আমি নিঃসংশয়ে তাহা পালন করিব। তাহা শুনিয়া ভীমসেন রাক্ষসপুত্রকে আলিঙ্গন করিলেন।২৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে গন্ধমাদনপ্রবেশবিষয়ক চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৪৪

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

[ঘটোৎকচস্য তৎসঙ্গিনাঞ্চ সাহায্যেন পাণ্ডবানাং গন্ধমাদনপর্ব্বতে বদরিকাশ্রমে চ প্রবেশঃ, বদরীবৃক্ষ-নর-নারায়ণাশ্রম-গঙ্গানাং বর্ণনঞ্চ।]

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ধর্মজ্ঞো বলবান্ শূরঃ সত্যো রাক্ষসপুঙ্গবঃ।
ভক্তোহস্মানৌরসঃ পুত্রো ভীম গৃহ্নাতু মা চিরম্ ॥১

তব ভীম সুতেনাহমতিভীমপরাক্রম।
অক্ষতঃ সহ পাঞ্চাল্যা গচ্ছেয়ং গন্ধমাদনম্ ॥২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ভ্রাতুর্বচনমাজ্ঞায় ভীমসেনো ঘটোৎকচম্।
আদিদেশ নরব্যাঘ্রস্তনয়ং শত্রুকর্শনম্ ॥৩

ভীমসেন উবাচ।

হৈড়িম্বেয় পরিশ্রান্তা তব মাতাপরাজিত।
ত্বঞ্চ কামগমস্তাত বলবান্ বহ তাং খগ ॥৪

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[ঘটোৎকচ এবং তাঁহার সঙ্গীদিগের সহায়তায় পাণ্ডবগণের গন্ধমাদন পর্ব্বত ও বদরিকা আশ্রমে প্রবেশ, বদরীবৃক্ষ, নর-নারায়ণ আশ্রম ও গঙ্গার বর্ণন।]

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ভীম। তোমার ঔরসজাত এই পুত্র ধর্ম্মজ্ঞ, বলবান্, বীর, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ এবং আমাদের ভক্ত। বিলম্ব না করিয়া

স্কন্ধমারোপ্য ভদ্রং তে মধ্যেঽস্মাকং বিহায়সা।
গচ্ছ নীচিকয়া গত্যা যথা চৈনাং ন পীড়য়েঃ ॥৫

ঘটোৎকচ উবাচ।

ধর্মরাজঞ্চ ধৌম্যঞ্চ কৃষ্ণাঞ্চ যমজৌ তথা।
একোঽপ্যহমলং বোঢ়ং কিমুতাদ্য সহায়বান্ ॥৬

অন্যে চ শতশঃ শূরা বিহঙ্গাঃ কামরূপিণঃ।
সর্বান্ বো ব্রাহ্মণৈঃ সার্ধং বক্ষ্যন্তি সহিতানঘ ॥৭

এবমুক্ত্বা ততঃ কৃষ্ণামুবাহ স ঘটোৎকচঃ।
পাণ্ডূনাং মধ্যগো বীরঃ পাণ্ডবানপি চাপরে ॥৮

লোমশঃ সিদ্ধমার্গেণ জগামানুপমদ্যুতিঃ।
স্বেনৈব স প্রভাবেণ দ্বিতীয় ইব ভাস্করঃ ॥৯

ব্রাহ্মণাংশ্চাপি তান্ সর্বান্ সমুপাদায় রাক্ষসাঃ।
নিয়োগাদ্ রাক্ষসেন্দ্রস্য জগ্মুর্ভীমপরাক্রমাঃ ॥১০

এবং সুরমণীয়ানি বনান্যুপবনানি চ।
আলোকয়ন্তস্তে জগ্মুর্বিশালাং বদরীং প্রতি ॥১১

তে ত্বাশুগতিভির্বীরা রাক্ষসৈস্তৈর্মহাজবৈঃ।
উহ্যমানা যযুঃ শীঘ্রং দীর্ঘমধ্বানমল্পবৎ ॥১২

দেশান্ ম্লেচ্ছজনাকীর্ণান্ নানারত্নাকরায়ুতান্।
দদৃশুর্গিরিপাদাংশ্চ নানাধাতুসমাচিতান্ ॥১৩

সে আমাদের শীঘ্র উঠাইয়া লউক।১

ভীমপরাক্রম ভীম! যাহাতে পাঞ্চালীর সহিত আমরা অক্ষত শরীরে গন্ধমাদন পর্ব্বতে যাইতে পারি (সেইরূপ উপদেশ কর)।২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কথা শুনিয়া তখন নরশ্রেষ্ঠ ভীমসেন শত্রুদমন ঘটোৎকচকে এইরূপ আদেশ করিলেন।৩

ভীম বলিলেন,—হে অপরাজিত হিড়িম্বানন্দন! তোমার মাতা অত্যন্ত পরিশ্রান্তা হইয়াছেন। বৎস আকাশবিহারিন্! তুমি বলবান্ ও ইচ্ছানুসারে সর্ব্বত্র যাইতে সমর্থ, তুমি ইহাকে বহন করিয়া লইয়া চল।৪

পুত্র! তোমার কল্যাণ হউক। তুমি আমাদের মাঝখানে ইহাকে স্কন্ধে রাখিয়া আমাদের সকলকে ধীরে ধীরে বহন করিয়া এমন ভাবে চল, যাহাতে ইহার কোন কষ্ট না হয়।৫

ঘটোৎকচ বলিল,—ধর্ম্মরাজ, ধৌম্য, কৃষ্ণা, নকুল ও সহদেব প্রভৃতি সকলকেই আমি একাই বহন করিতে সক্ষম, সহায়যুক্ত হইলে তো কোন কথাই নাই।৬

হে নিষ্পাপ! আমার সাথী আরও অন্যান্য শত শত বীর রাক্ষস আছেন, যাঁহারা ইচ্ছানুসারে নানাবিধ রূপ ধারণে সমর্থ ও গগনচারী; তাঁহারাও আমার সহায়করূপে সকল ব্রাহ্মণকে বহন করিবেন।৭

অনন্তর এই কথা বলিয়া সেই বীর ঘটোৎকচ কৃষ্ণাকে স্কন্ধে লইয়া পাণ্ডবগণের মাঝখানে থাকিয়া বহন করিতে লাগিলেন এবং অন্যান্য রাক্ষসগণ অন্যান্য পাণ্ডবগণকে বহন করিতে লাগিলেন।৮

কিন্তু লোমশ নিজ যোগশক্তি-বলেই সিদ্ধগণের মার্গকে (আকাশ পথকে) অবলম্বন করিয়া অনুপম-তেজে সূর্য্যের ন্যায় দীপ্যমান হইয়া চলিতে লাগিলেন।৯

রাক্ষসেন্দ্র ঘটোৎকচের আদেশে অন্যান্য ভীমপরাক্রম রাক্ষসগণ ব্রাহ্মণগণকে বহন করিয়া চলিতে লাগিলেন।১০

এইরূপে রমণীয় বন, উপবনসমূহ দর্শন করিতে করিতে তাঁহারা বিশালা বদরীর অভিমুখে (বদরিকা আশ্রমের দিকে) চলিতে লাগিলেন।১১

মহাবেগশালী ও তীব্র গতিতে গমনকারী রাক্ষসগণের দ্বারা বাহিত হইয়া বীর পাণ্ডবগণ

বিত্তাধরসমাকীর্ণান্ যুতান্ বানরকিন্নরৈঃ।
তথা কিম্পুরুষৈশ্চৈব গন্ধর্বৈশ্চ সমন্ততঃ ॥১৪
ময়ূরৈশ্চমরৈশ্চৈব বানরৈ রুরুভিস্তথা।
বরাহৈর্গবয়ৈশ্চৈব মহিষৈশ্চ সমাবৃতান্ ॥১৫
নদীজালসমাকীর্ণান্ নানাপক্ষিযুতান্ বহূন্।
নানাবিধমৃগৈর্জুষ্টান্ বানরৈশ্চোপশোভিতান্ ॥১৬

সমদেশ্চাপি বিহগৈঃ পাদপৈরন্বিতাস্তথা।
তেঽবতীর্য্য বহূন্ দেশানুত্তমচ্ছিসমন্বিতান্ ॥১৭
দদৃশুর্বিবিধাশ্চর্য্যং কৈলাসং পর্বতোত্তমম্।
তস্যাভ্যাশে তু দদৃশুর্নরনারায়ণাশ্রমম্ ॥১৮
উপেতং পাদপৈর্দিব্যৈঃ সদাপুষ্পফলোপগৈঃ।
দদৃশুস্তাঞ্চ বদরীং বৃত্তস্কন্ধাং মনোরমাম্ ॥১৯

স্নিগ্ধামবিরলচ্ছায়াং শ্রিয়া পরময়া যুতাম্।
পত্রৈঃ স্নিগ্ধৈরবিরলৈরুপেতাং মৃদুভিঃ শুভাম্ ॥২০
বিশালশাখাং বিস্তীর্ণামতিদ্যুতিসমন্বিতাম্।
ফলৈরুপচিতৈর্দিব্যৈরাচিতাং স্বাদুভির্ভৃশম্ ॥২১
মধুস্রবৈঃ সদা দিব্যাং মহর্ষিগণসেবিতাম্।
মদপ্রমুদিতৈর্নিত্যং নানাদ্বিজগণৈর্যুতাম্ ॥২২
অদংশমশকে দেশে বহুমূলফলোদকে।
নীলশাদ্বলসংচ্ছন্নে দেবগন্ধর্বসেবিতে ॥২৩
সুসমীকৃতভূভাগে স্বভাববিহিতে শুভে।
জাতাং হিমমৃদুস্পর্শে দেশেঽপহতকণ্টকে ॥২৪
তামুপেত্য মহাত্মানঃ সহ তৈর্ব্রাহ্মণর্ষভৈঃ।
অবতেরুস্ততঃ সর্বে রাক্ষসস্কন্ধতঃ শনৈঃ ॥২৫

এরূপ শীঘ্রগতিতে যাইতে লাগিলেন যে, অতি দূরের পথও সহসাই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল।১২

তাঁহারা ম্লেচ্ছগণের আবাসভূমি, নানা রত্নের আকর দেশসমূহ এবং বিত্তাধর, বানর ও কিম্পুরুষগণনিষেবিত নানা ধাতুময় শাখাপর্ব্বতসমূহ দেখিতে লাগিলেন।১৩-১৪

ঐ শাখাপর্ব্বতগুলি ময়ূর, চমর, বানর, রুরুমৃগ, বরাহ, গবয়, মহিষ প্রভৃতি পশুর বিচরণভূমি, নদী ও নানা পক্ষিগণ ও বিবিধ পশুগণে পরিপূর্ণ ছিল।১৫-১৬

নানা প্রকার মত্ত পক্ষী ও অগণিত বৃক্ষে পূর্ণ শাখাপর্ব্বতগুলি দেখিলেন। পাণ্ডবগণ উত্তম সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ পার্ব্বত্য দেশসমূহ অতিক্রম করিয়া সম্মুখে বিবিধ আশ্চর্য্যময় পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ কৈলাস-পর্ব্বত দেখিতে পাইলেন। তাহারই নিকটে তাঁহারা সর্ব্বপুষ্পফলদায়ী দিব্য বৃক্ষসমূহে পরিপূর্ণ নরনারায়ণ ঋষির বদরিকাশ্রম দেখিতে পাইলেন। সেই আশ্রমে স্নিগ্ধ ও ঘনপত্রবিশিষ্টা, স্নিগ্ধ-ঘন-ছায়াযুক্তা ও সুগোলস্কন্ধবিশিষ্টা মনোরমা বদরী বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। ঐ বৃক্ষের শাখাগুলি বিশালা, অতিদূর পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণা এবং দিব্য কান্তিযুক্তা ছিল। উহা অত্যন্ত সুমিষ্ট দিব্য সুস্বাদু ফলসমূহে সুশোভিতা, সদা ঐ ফল হইতে মধুধারা নির্গত হইতেছিল। নিত্য ঐ বৃক্ষের নিম্নে ও সন্নিধানে বহু ঋষি বাস করেন এবং বহুবিধ মদোন্মত্ত ও আনন্দে বিভোর পক্ষীও সেই বৃক্ষে বাস করে।১৯-২২

যেস্থানে ঐ বদরী বৃক্ষ বর্ত্তমান, সেই স্থানে দংশ (ডাঁস), মশক (মশা) নাই, প্রচুর ফুল ও ফল আছে; উহা প্রচুর হরিদ্বর্ণ তৃণের দ্বারা আবৃত, ঐ প্রদেশের ভূভাগ সমতল, দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণ তথায় বাস করেন এবং উহা স্বভাবতঃই মঙ্গলময়; তথায় মৃদু ও শীতল বায়ু বহিতেছে এবং কোন কণ্টকপূর্ণ বৃক্ষ দেখা যায় নাই।২৩-২৪

তারপর সেই বদরিকা আশ্রম প্রাপ্ত হইয়া মহাত্মা পাণ্ডবগণ উত্তম ব্রাহ্মণগণের সহিত রাক্ষসগণের স্কন্ধ হইতে তথায় ধীরে ধীরে অবতীর্ণ

ততস্তমাশ্রমং রম্যং নরনারায়ণাশ্রিতম্ ।
দদৃশুঃ পাণ্ডবা রাজন্ সহিতা দ্বিজপুঙ্গবৈঃ ॥২৬

তমসা রহিতং পুণ্যমনামৃষ্টং রবেঃ করৈঃ ।
ক্ষুত্তৃট্শীতোষ্ণদোষৈশ্চ বর্জিতং শোকনাশনম্ ॥২৭

মহর্ষিগণসংবাধং ব্রাহ্ম্যা লক্ষ্ম্যা সমন্বিতম্ ।
দুষ্প্রবেশং মহারাজ নরৈর্ধর্মবহিষ্কৃতৈঃ ॥২৮

বলিহোমার্চিতং দিব্যং সুসংমৃষ্টানুলেপনম্ ।
দিব্যপুষ্পোপহারৈশ্চ সর্বতোঽভিবিরাজিতম্ ॥২৯

বিশালৈরগ্নিশরণৈঃ স্রুগ্ভাণ্ডৈরাচিতং শুভৈঃ ।
মহদ্ভিস্তোয়কলসৈঃ কঠিনৈশ্চোপশোভিতম্ ॥৩০

শরণ্যং সর্বভূতানাং ব্রহ্মঘোষনিনাদিতম্ ।
দিব্যমাশ্রয়ণীয়ং তমাশ্রমং শ্রমনাশনম্ ॥৩১

শ্রিয়া যুতমনির্দেশ্যং দেবচর্যোপশোভিতম্ ।
ফলমূলাশনৈর্দান্তৈশ্চারুকৃষ্ণাজিনাম্বরৈঃ ॥৩২

সূর্য্যবৈশ্বানরসমৈস্তপসা ভাবিতাত্মভিঃ ।
মহর্ষিভির্মোক্ষপরৈর্যতিভির্নিয়তেন্দ্রিয়ৈঃ ॥৩৩

ব্রহ্মভূতৈর্মহাভাগৈরুপেতং ব্রহ্মবাদিভিঃ ।
সোঽভ্যগচ্ছন্মহাতেজাস্তানৃষীন্ প্রয়তঃ শুচিঃ ॥৩৪

ভ্রাতৃভিঃ সহিতো ধীমান্ ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ।
দিব্যজ্ঞানোপপন্নাস্তে দৃষ্ট্বা প্রাপ্তং যুধিষ্ঠিরম্ ॥৩৫

অভ্যগচ্ছন্ত সুপ্রীতাঃ সর্ব এব মহর্ষয়ঃ ।
আশীর্বাদান্ প্রযুঞ্জানাঃ স্বাধ্যায়নিরতা ভৃশম্ ॥৩৬

প্রীতাস্তে তস্য সৎকারং বিধিনা পাবকোপমাঃ ।
উপাজহ্রুশ্চ সলিলং পুষ্পমূলফলং শুচি ॥৩৭

হইলেন।২৫

হে রাজন্! তারপর শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণের সহিত পাণ্ডবগণ নরনারায়ণ ঋষির সেই রমণীয় আশ্রম দর্শন করিলেন।২৬

ঐ পুণ্য আশ্রম অন্ধকার ও তমোগুণরহিত, সূর্য্যকিরণের স্পর্শশূন্য এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, উষ্ণাদি দোষ-বর্জ্জিত এবং শোকনাশক ছিল।২৭

মহারাজ! ঐ পবিত্র তীর্থ মহর্ষিগণের দ্বারা পরিপূর্ণ ব্রাহ্মী শ্রীসমন্বিত ও অধার্ম্মিকগণের পক্ষে দুষ্প্রবেশ্য ছিল।২৮

ঐ দিব্য আশ্রমে দেবতাগণের উদ্দেশ্যে বলিদান ও হোম করা হইয়া থাকে; উহা মার্জ্জন, অনুলেপন, চতুর্দ্দিকে দিব্য পুষ্পসমূহের উপহারে সুশোভিত ছিল।২৯

বিশাল অগ্নিহোত্রগৃহ, স্রুক্, স্রুব প্রভৃতি সুন্দর যজ্ঞপাত্রসমূহ ও কঠিন বৃহৎ কলসসমূহ উহার শোভা বর্দ্ধন করিতেছে।৩০

বেদধ্বনি দ্বারা নিনাদিত ঐ দিব্য রমণীয় আশ্রম সকল প্রাণীর শরণযোগ্য ছিল এবং উহা সকলেরই আশ্রয়স্থল এবং পথশ্রমনাশক ছিল।৩১

এই সর্ব্ববিধ শোভাসম্পন্ন আশ্রম অবর্ণনীয় ছিল। দেবোচিত কার্য্যানুষ্ঠান উহার শোভা বর্দ্ধিত করিত। ঐ আশ্রমে ফলমূলাহারী জিতেন্দ্রিয়, কৃষ্ণমৃগচর্ম্মধারী, সূর্য্য ও অগ্নিসদৃশ তেজস্বী, তপস্বী, মোক্ষপরায়ণ, ইন্দ্রিয়সংযমী, সন্ন্যাসী ও মহাসৌভাগ্যশালী ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মভূত মহর্ষিগণ বাস করিতেন। মহাতেজস্বী, বুদ্ধিমান্ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির পবিত্র ও একাগ্রচিত্ত হইয়া ভ্রাতৃগণের সহিত সেই আশ্রমনিবাসী মহর্ষিগণের নিকট গমন করিলেন। দিব্যজ্ঞানসম্পন্ন সেই মহর্ষিবৃন্দ "যুধিষ্ঠির আসিয়াছেন" ইহা পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পারিয়া প্রীতমনে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন এবং তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সদা বেদসমূহের স্বাধ্যায়ে নিরত অগ্নিতুল্য তেজস্বী মহাত্মাগণ প্রসন্ন মনে বিধিপূর্ব্বক সৎকার করিলেন এবং তাঁহাদের

স তৈঃ প্রীত্যাথ সংকারমুপনীতং মহর্ষিভিঃ।
প্রয়তঃ প্রতিগৃহ্যাথ ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৩৮

তং শক্রসদনপ্রখ্যং দিব্যগন্ধং মনোরমম্।
প্রীতঃ স্বর্গোপমং পুণ্যং পাণ্ডবঃ সহ কৃষ্ণয়া ॥৩৯

বিবেশ শোভয়া যুক্তং ভ্রাতৃভিশ্চ সহানঘ।
ব্রাহ্মণৈর্বেদবেদাঙ্গপারগৈশ্চ সহস্রশঃ ॥৪০

তত্রাপশ্যত ধর্মাত্মা দেবদেবর্ষিপূজিতম্।
নরনারায়ণস্থানং ভাগীরথ্যোপশোভিতম্ ॥৪১

পশ্যন্তস্তে নরব্যাঘ্রা রেমিরে তত্র পাণ্ডবাঃ।
মধুস্রবফলং দিব্যং ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতম্ ॥৪২

তদুপেত্য মহাত্মানস্তেঽবসন্ ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
মুদা যুক্তা মহাত্মানো রেমিরে তত্র তে তদা ॥৪৩

আলোকয়ন্তো মৈনাকং নানাদ্বিজগণায়ুতম্।
হিরণ্যশিখরং চৈব তচ্চ বিন্দুসরঃ শিবম্ ॥৪৪

তস্মিন্ বিহরমাণাশ্চ পাণ্ডবাঃ সহ কৃষ্ণয়া।
মনোজ্ঞে কাননবরে সর্বর্তুকুসুমোজ্জ্বলে ॥৪৫

পাদপৈঃ পুষ্পবিকচৈঃ ফলভারাবনামিভিঃ।
শোভিতে সর্বতো রম্যৈঃ পুংস্কোকিলগণায়ুতৈঃ ॥৪৬

স্নিগ্ধপত্রৈরবিরলৈঃ শীতচ্ছায়ৈর্মনোরমৈঃ।
সরাংসি চ বিচিত্রাণি প্রসন্নসলিলানি চ ॥৪৭

কমলৈঃ সোৎপলৈশ্চৈব ভ্রাজমানানি সর্বশঃ।
পশ্যন্তশ্চারুরূপাণি রেমিরে তত্র পাণ্ডবাঃ ॥৪৮

পুণ্যগন্ধঃ সুখস্পর্শো ববৌ তত্র সমীরণঃ।
হ্লাদয়ন্ পাণ্ডবান্ সর্বান্ দ্রৌপদ্যা সহিতান্
প্রভো ॥৪৯

ভাগীরথীং সুতীর্থাঞ্চ শীতাং বিমলপঙ্কজাম্।
মণিপ্রবালপ্রস্তারাং পাদপৈরুপশোভিতাম্ ॥৫০

জন্য ফল-মূল ও জল প্রদান করিলেন।৩২-৩৭

হে নিষ্পাপ। ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই মহর্ষিগণ-কর্ত্তৃক প্রীতিভরে কৃত আতিথ্য সৎকার শ্রদ্ধাচিত্তে গ্রহণ করত ভ্রাতৃগণ ও সহস্র সহস্র বেদ-বেদাঙ্গ-পারদর্শী ব্রাহ্মণগণ সহ ইন্দ্রপুরীতুল্য মনোরম ও দিব্য গন্ধময় সেই আশ্রমে কৃষ্ণার সহিত দর্শনের নিমিত্ত প্রবেশ করিলেন।৩৮-৪০

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির সেখানে ভাগীরথী গঙ্গার দ্বারা সুশোভিত দেবর্ষিগণসেবিত নরনারায়ণ ঋষির স্থান দর্শন করিলেন।৪১

নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ ঐ স্থান দর্শন করিতে করিতে উহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মর্ষিগণ-সেবিত মধুর রসময় ফলসমূহে পরিপূর্ণ সেই দিব্য আশ্রম দর্শন করত মহাত্মা পাণ্ডবগণ পরম আনন্দিত হইয়া সেই স্থানেই বাস করিতে লাগিলেন।৪২-৪৩

নানা পক্ষীনিষেবিত সুবর্ণময় শৃঙ্গবিশিষ্ট মৈনাক পর্ব্বত, মঙ্গলময় বিন্দু সরোবর ও একটি বন সেখানে আছে। পাণ্ডবগণ কৃষ্ণার সহিত সেখানে বিহার করিতে করিতে সেই প্রসিদ্ধ সর্ব্ব ঋতুতে পুষ্পসমন্বিত, ফলভারাবনত বৃক্ষসমূহের দ্বারা শোভিত, কোকিলগণের কলরবে নিনাদিত, স্নিগ্ধ পত্র ও শীতচ্ছায়াবিশিষ্ট বৃক্ষসমূহের দ্বারা পরিশোভিত কাননরাজি এবং চারিদিকে বিচিত্র কমলে ও উৎপলে পরিপূর্ণ নির্ম্মলজলবিশিষ্ট সরোবর-সমূহের দর্শন ও উহার তীরে বিহার করত পরম আনন্দ অনুভব করিলেন।৪৪-৪৮

সর্ব্বকর্ম্মকুশল রাজন্। সেখানকার পুণ্য-গন্ধময় ও সুখস্পর্শবিশিষ্ট বায়ু প্রবাহিত হইয়া দ্রৌপদীর সহিত পাণ্ডবগণকে পরম

দিব্যপুষ্পসমাকীর্ণাং মনঃপ্রীতিবিবর্ধিনীম্।
বীক্ষমাণা মহাত্মানো বিশালাং বদরীমনু ॥৫১
তস্মিন্ দেবর্ষি চরিতে দেশে পরমদুর্গমে।
ভাগীরথীপুণ্যজলে তর্পয়াঞ্চক্রিরে তদা ॥৫২
দেবানৃষীংশ্চ কৌন্তেয়াঃ পরমং শৌচমাস্থিতঃ।
তত্র তে তর্পয়ন্তশ্চ জপন্তশ্চ কুরূদ্বহাঃ ॥৫৩
ব্রাহ্মণৈঃ সহিতা বীরা হ্যবসন্ পুরুষর্ষভাঃ।
কৃষ্ণায়াস্তত্র পশ্যন্তঃ ক্রীড়িতান্যমরপ্রভাঃ।
বিচিত্রাণি নরব্যাঘ্রা রেমিরে তত্র পাণ্ডবাঃ ॥৫৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশতীর্থযাত্রায়াং গন্ধমাদনপ্রবেশে পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৪৫

তৃপ্তি প্রদান করিল।৪৯

তথায় বিশাল বদরী বৃক্ষের নিকট দিয়া প্রবাহমানা ভাগীরথী মণিপ্রবালাদি রত্নময়ী, তীরে পুষ্পফলসমন্বিত বৃক্ষসমূহে পরিপূর্ণা ও সুশীতল এবং নির্ম্মল জলবিশিষ্টা ছিলেন। তাঁহার তীরে বহু সুন্দর ঘাট ছিল এবং তিনি সকলের চিত্তের প্রসন্নতা সম্পাদন করিতেছিলেন। মহাত্মা পাণ্ডবগণ দেবর্ষিগণসেবিত ও পরম দুর্গম স্থানে ভাগীরথীর পুণ্যময় জলে স্নান করত অত্যন্ত পবিত্রচিত্তে পিতৃপুরুষ ও দেবগণের তর্পণ করিলেন। কুরুবংশধর নরশ্রেষ্ঠ বীর পাণ্ডবগণ তর্পণ করিয়া ও ব্রাহ্মণগণের সহিত স্বাধ্যায় অভ্যাস করত সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। দ্রৌপদী আনন্দে অধীরা হইয়া নানা রূপ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন; তাহা দেখিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ দেবোপম পাণ্ডবগণ পরম আনন্দ উপভোগ করত তথায় বিহার করিতে লাগিলেন।৫০-৫৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে গন্ধমাদনপ্রবেশবিষয়ক পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৪৫

ষট্চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সৌগন্ধিকপদ্মানয়নায় ভীমসেনস্য গমনম্, হনুমতা সহ তস্য সাক্ষাৎকারশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তত্র তে পুরুষব্যাঘ্রাঃ পরমং শৌচমাস্থিতাঃ।
ষড়্রাত্রমবসন্ বীরা ধনঞ্জয়দিদৃক্ষবঃ ॥১
ততঃ পূর্বোত্তরে বায়ুঃ প্লবমানো যদৃচ্ছয়া।
সহস্রপত্রমর্কাভং দিব্যং পদ্মমুপাহরৎ ॥২
তদপশ্যত পাঞ্চালী দিব্যগন্ধং মনোরমম্।
অনিলেনাহৃতং ভূমৌ পতিতং জলজং শুচি ॥৩

তচ্ছুভা শুভমাসাদ্য সৌগন্ধিকমনুত্তমম্।
অতীব মুদিতা রাজন্ ভীমসেনমথাব্রবীৎ ॥৪

ষট্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

[সৌগন্ধিক আনয়নের জন্য ভীমসেনের গমন এবং তাঁহার হনুমানের সহিত সাক্ষাৎকার।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডববীরগণ পরম শুচিতা অবলম্বনপূর্ব্বক ধনঞ্জয়ের দর্শনলালসায় সেই স্থানে ছয় রাত্রি বাস করিলেন।১

পশ্য দিব্যং সুরুচিরং ভীম পুষ্পমনুত্তমম্।
গন্ধসংস্থানসম্পন্নং মনসো মম নন্দনম্ ॥৫
ইদঞ্চ ধর্মরাজায় প্রদাস্যামি পরন্তপ।
হরেদং মম কামায় কাম্যকে পুনরাশ্রমে ॥৬
যদি তেঽহং প্রিয়া পার্থ বহূনীমান্যুপাহর।
তান্যহং নেতুমিচ্ছামি কাম্যকং পুনরাশ্রমম্ ॥৭
এবমুক্ত্বা শুভাপাঙ্গী ভীমসেনমনিন্দিতা।
জগাম পুষ্পমাদায় ধর্মরাজায় তৎ তদা ॥৮
অভিপ্রায়ং তু বিজ্ঞায় মহিষ্যাঃ পুরুষর্ষভঃ।
প্রিয়ায়াঃ প্রিয়কামঃ স প্রায়াদ্ ভীমো মহাবলঃ ॥৯
বাতং তমেবাভিমুখো যতস্তৎ পুষ্পমাগতম্।
আজিহীর্ষুর্জগামাশু স পুষ্পাণ্যপরাণ্যপি ॥১০
রুক্মপৃষ্ঠং ধনুর্গৃহ্য শরাংশ্চাশীবিষোপমান্।
মৃগরাডিব সংক্রুদ্ধঃ প্রভিন্ন ইব কুঞ্জরঃ ॥১১
দদৃশুঃ সর্বভূতানি মহাবাণধনুর্ধরম্।
ন গ্লানির্ন চ বৈক্লব্যং ন ভয়ং ন চ সম্ভ্রমঃ ॥১২
কদাচিজ্জুষতে পার্থমাত্মজং মাতরিশ্বনঃ।
দ্রৌপদ্যাঃ প্রিয়মন্বিচ্ছন্ স বাহুবলমাশ্রিতঃ ॥১৩

ব্যপেতভয়সম্মোহঃ শৈলমভ্যপতদ্ বলী।
স তং দ্রুমলতাগুল্মচ্ছন্নং নীলশিলাতলম্ ॥১৪

গিরিং চচারারিহরঃ কিন্নরাচরিতং শুভম্।
নানাবর্ণধরৈশ্চিত্রং ধাতুদ্রুমমৃগাণ্ডজৈঃ ॥১৫

তারপর ঈশান কোণ হইতে প্রবল বায়ু বহিতে থাকিলে সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী স্বর্গীয় একটি সহস্রদল পদ্ম বায়ুতাড়িত হইয়া সেখানে উপস্থিত হইল।২

পাঞ্চালী সেই দিব্য গন্ধময়, মনোরম, বায়ুর দ্বারা আনীত ও পবিত্র পদ্মটি দেখিতে পাইলেন।৩

রাজন্! তখন শুভময়ী পাঞ্চালী সেই সুগন্ধি শুভসূচক ও অত্যুত্তম পদ্মটি লাভ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিতা হইলেন এবং ভীমসেনকে বলিলেন।৪

হে ভীম! এই সুন্দর অত্যুত্তম দিব্য পদ্মটি দেখ, ইহার সৌরভও চমৎকার এবং আকৃতিও সুন্দর। ইহা আমার মনে আনন্দ জন্মাইতেছে।৫

আমি এটি ধর্ম্মরাজকে দিতেছি। হে শত্রুদমন! তুমি আমার জন্য আর একটি লইয়া আইস; আমি তাহা কাম্যকবনে আশ্রমে লইয়া যাইব।৬

পৃথাপুত্র! যদি তুমি আমাকে সত্যই ভালবাস, তবে এইরূপ আরও অনেক পদ্ম লইয়া আইস; আমি সেগুলিকে কাম্যক বনে লইয়া যাইব।৭

ভীমসেনকে এই কথা বলিয়া সেই শুভাপাঙ্গী অনিন্দ্যসুন্দরী দ্রৌপদী ঐ পদ্মটি ধর্ম্মরাজকে দিবার জন্য লইয়া গেলেন।৮

প্রিয়া মহিষী দ্রৌপদীর অভিপ্রায় বুঝিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাবলশালী ভীম প্রিয়ার প্রীতির জন্য সেই পদ্ম আনিবার উদ্দেশ্যে গমন করিলেন।৯

যে দিক্ হইতে বায়ু আসিতেছিল, সেই দিক্ লক্ষ্য করিয়া ঐরূপ আরও অনেক পুষ্প আনিবার জন্য ভীম সত্বর প্রস্থান করিলেন।১০

পৃষ্ঠভাগে সুবর্ণমণ্ডিত এক ধনু ও সর্পসদৃশ বাণসমূহ লইয়া ক্রুদ্ধ সিংহ ও মদমত্ত হস্তীর ন্যায় নির্ভয়ে ভীম চলিতে লাগিলেন।১১

তত্রত্য সকল প্রাণীই সেই মহাবাণ ও ধনুর্দ্ধর ভীমকে লক্ষ্য করিয়া দেখিল যে, গ্লানি, বৈক্লব্য, ভয় বা সম্ভ্রম কখনও এই বায়ুপুত্রকে স্পর্শ করে না। দ্রৌপদীর প্রিয় করিতে ইচ্ছা করিয়া নিজ বাহুবল মাত্র আশ্রয় করত ভয় ও সম্ভ্রমশূন্য সেই বলী ভীম পর্ব্বতের মধ্যে চলিতে লাগিলেন। বৃক্ষ, লতা ও গুল্মে আচ্ছন্ন নীলবর্ণ শিলাতলবিশিষ্ট কিন্নরনিষেবিত নানাবর্ণের ধাতু, বৃক্ষ, পশু ও পক্ষিগণের দ্বারা বিচিত্রিত সেই শুভপ্রদ পর্ব্বতে শত্রুনাশন ভীম বিচরণ করিতে লাগিলেন।১২-১৫

সর্বভূষণসম্পূর্ণং ভূমের্ভুজমিবোচ্ছ্রিতম্ ।
সর্বত্র রমণীয়েষু গন্ধমাদনসানুষু ॥১৬

সক্তচক্ষুরভিপ্রায়ান্ হৃদয়ে নানুচিন্তয়ন্ ।
পুংস্কোকিলনিনাদেষু ষট্পদাচরিতেষু চ ॥১৭

বদ্ধশ্রোত্রমনশ্চক্ষুর্জগামামিতবিক্রমঃ ।
আজিঘ্রন্ স মহাতেজাঃ সর্বর্তুকুসুমোদ্ভবম্ ॥১৮

গন্ধমুদ্ধতমুদ্দামো বনে মত্ত ইব দ্বিপঃ ।
বীজ্যমানঃ সুপুণ্যেন নানাকুসুমগন্ধিনা ॥১৯

পিতুঃ সংস্পর্শশীতেন গন্ধমাদনবায়ুনা ।
হ্রিয়মাণশ্রমঃ পিত্রা সম্প্রহৃষ্টতনূরুহঃ ॥২০

স যক্ষ-গন্ধর্ব্ব-সুর-ব্রহ্মর্ষিগণসেবিতম্ ।
বিলোকয়ামাস তদা পুষ্পহেতোররিন্দমঃ ॥২১

বিষমচ্ছদৈরচিতৈরনুলিপ্ত ইবাঙ্গুলৈঃ ।
বলিভির্ধাতুবিচ্ছেদৈঃ কাঞ্চনাঞ্জনরাজতৈঃ ।
সপক্ষমিব নৃত্যন্তং পার্শ্বলগ্নৈঃ পয়োধরৈঃ ॥২২

মুক্তাহারৈরিব চিতং চ্যুতৈঃ প্রস্রবণোদকৈঃ ।
অভিরামদরীকুঞ্জনির্ঝরোদককন্দরম্ ॥২৩

অপ্সরোনূপুররবৈঃ প্রনৃত্তবরবর্হিণম্ ।
দিগ্বারণবিষাণাগ্রৈর্ঘৃষ্টোপলশিলাতলম্ ॥২৪

স্রস্তাংশুকমিবাক্ষোভ্যৈর্নিম্নগানিঃসৃতৈর্জলৈঃ ।
সশষ্পকবলৈঃ স্বস্থৈরদূরপরিবর্তিভিঃ ॥২৫

ভয়ানভিজ্ঞৈর্হরিণৈঃ কৌতূহলনিরীক্ষিতঃ ।
চালয়ন্নূরুবেগেন লতাজালান্যনেকশঃ ॥২৬

আক্রীড়মানো হৃষ্টাত্মা শ্রীমান্ বায়ুসুতো যযৌ ।
প্রিয়ামনোরথং কর্ত্তুমুদ্যতশ্চারুলোচনঃ ॥২৭

সেই পর্ব্বত সর্ব্বভূষণে ভূষিত ছিল এবং দেখিতে উর্দ্ধোত্থিত পৃথিবীর একটি বাহুর ন্যায় মনে হইতেছিল। গন্ধমাদন পর্ব্বতের রমণীয় সকল সানুদেশের উপর তীক্ষ্ণ চক্ষু নিবিষ্ট করিয়া মনে মনে দ্রৌপদীর অভিপ্রেত পদ্মের কথা চিন্তা করিতে করিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তখন ভ্রমর ও কোকিলের ধ্বনিতে মুখরিত সেই সানুসমূহে অমিতবিক্রম ভীমের কর্ণ, চক্ষু ও মন নিবিষ্ট হইয়া যাইল। অর্থাৎ সেই সময় তাঁহার কর্ণ সেখানকার বিচিত্র শব্দ শুনিতে লাগিল, চক্ষু সেখানকার অদ্ভুত দৃশ্য সমূহ দেখিতে লাগিল এবং মন সেখানকার অলৌকিক বিষয়সমূহ চিন্তা করিতে লাগিল। সর্ব্বঋতুর পুষ্পসমূহ হইতে সমুদ্ভূত উগ্র গন্ধ আঘ্রাণ করিতে করিতে নানা কুসুমের সুগন্ধযুক্ত পরম পবিত্র বায়ুর দ্বারা যেন বীজিত হইতে হইতে সেই মহাতেজস্বী ভীমসেন উদ্দামগতিতে বিচরণকারী মদমত্ত হস্তীর ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। যেরূপ পিতার নিকট পুত্রের স্পর্শ শীতল ও সুখদ বলিয়া প্রতীত হয়, সেইরূপই গন্ধমাদন বায়ুর স্পর্শে ভীমসেনের সুখ অনুভূত হইল এবং পিতা পবনদেব তাঁহার সমস্ত শ্রম অপহরণ করিলেন, তখন আনন্দাতিশয্যে তাঁহার শরীরে রোমাঞ্চ হইতে লাগিল।১৬-২০

তখন সেই অরিমর্দ্দনকারী ভীম দেবতা, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও ব্রহ্মর্ষিনিষেবিত সেই পর্ব্বতে পদ্ম পুষ্পের জন্য চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।২১

অনেক ধাতুরঞ্জিত সপ্তপর্ণ বৃক্ষসমূহ যেন পত্রদ্বারা তাঁহার ললাটদেশকে বিভিন্ন ধাতুর স্বর্ণ, কৃষ্ণ ও শুভ্র বর্ণে চিত্রিত করিয়া দিল। তাহাতে মনে হইল—যেন অঙ্গুলিসমূহদ্বারা ত্রিপুণ্ড্র চন্দন লেপিত হইয়াছে। ঐ পর্ব্বতশিখরের উভয় পার্শ্বে সংলগ্ন মেঘমণ্ডলীর দ্বারা তাহার এমন শোভা হইল যেন সে পক্ষধারী হইয়া নৃত্য করিতে

প্রাংশুঃ কনকবর্ণাভঃ সিংহসংহননো যুবা ।
মত্তবারণবিক্রান্তো মত্তবারণবেগবান্ ॥২৮
মত্তবারণতাম্রাক্ষো মত্তবারণবারণঃ ।
প্রিয়পার্শ্বোপবিষ্টাভির্ব্যাবৃত্তাভির্বিচেষ্টিতৈঃ ॥২৯
যক্ষগন্ধর্বযোষাভিরদৃশ্যাভির্নিরীক্ষিতঃ ।
নবাবতারো রূপস্য বিক্রীড়ন্নিব পাণ্ডবঃ ॥৩০
চচার রমণীয়েষু গন্ধমাদনসানুষু ।
সংস্মরন্ বিবিধান্ ক্লেশান্ দুর্য্যোধনকৃতান্ বহূন্ ॥৩১
দ্রৌপদ্যা বনবাসিন্যাঃ প্রিয়ং কর্ত্তুং সমুদ্যতঃ ।
সোঽচিন্তয়দ্ গতে স্বর্গমর্জুনে ময়ি চাগতে ॥৩২
পুষ্পহেতোঃ কথং ত্বার্য্যঃ করিষ্যতি যুধিষ্ঠিরঃ ।
স্নেহান্নরবরো নূনমবিশ্বাসাদ্ বলস্য চ ॥৩৩ ॥

নকুলং সহদেবঞ্চ ন মোক্ষ্যতি যুধিষ্ঠিরঃ ।
কথং তু কুসুমাবাপ্তিঃ স্যাচ্ছীঘ্রমিতি চিন্তয়ন্ ॥৩৪
প্রতস্থে নরশার্দূলঃ পক্ষিরাড়িব বেগিতঃ ।
সজ্জমানমনোদৃষ্টিঃ ফুল্লেষু গিরিসানুষু ॥৩৫
দ্রৌপদীবাক্যপাথেয়ো ভীমঃ শীঘ্রতরং যযৌ ।
কম্পয়ন্ মেদিনীং পদ্ভ্যাং নির্ঘাত ইব পর্বসু ॥৩৬
ত্রাসয়ন্ গজযূথানি বাতরংহা বৃকোদরঃ ।
সিংহ-ব্যাঘ্র-মৃগাংশ্চৈব মর্দয়ানো মহাবলঃ ॥৩৭
উন্মূলয়ন্ মহাবৃক্ষান্ পোথয়ংস্তরসা বলী ।
লতাবল্লীশ্চ বেগেন বিকর্ষন্ পাণ্ডুনন্দনঃ ।
উপর্য্যুপরি শৈলাগ্রমারুরুক্ষুরিব দ্বিপঃ ॥৩৮

লাগিল ।২২

নিরন্তর নিঃসৃত প্রস্রবণসমূহের জল ঐ পর্ব্বতের গলদেশে মুক্তার মালার ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ঐ পর্ব্বতের গুহা, কুঞ্জ, নির্ঝর, সলিল ও কন্দরসমূহ অত্যন্ত সুন্দর ছিল ।২৩

অপ্সরাগণের নূপুরধ্বনিতে ময়ূরগুলি তথায় নৃত্য করিতেছিল এবং ঐ পর্ব্বতের এক এক রত্ন ও শিলাখণ্ডের উপর দিগ্‌হস্তিগণের দন্ত-ঘর্ষণের চিহ্ন ছিল ।২৪

নিম্নগামিনী নদীসমূহের অক্ষোভ্য জল এমনভাবে নীচুতে পতিত হইতেছিল যেন বিস্রস্ত হইয়া নিম্নে পড়িয়া যাইতেছিল। অদূরে বর্ত্তমান ভয়ানভিজ্ঞ স্বস্থচিত্ত হরিণসমূহ মুখে ঘাস লইয়া কৌতূহলবশতঃ ভীমকে নিরীক্ষণ করিতেছিল। সুন্দরনয়ন, শোভাশালী বায়ুপুত্র ভীম উহাদের দ্বারা নিরীক্ষিত অবস্থায় তীব্র বেগে নাগজাতীয় লতাজালকে চালিত করত যেন খেলিতে খেলিতেই হৃষ্টচিত্তে নিজ প্রিয়া দ্রৌপদীর অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য উদ্যত হইয়া চলিতে লাগিলেন ।২৫-২৭

উন্নতস্কন্ধ, সুবর্ণের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট, সিংহসদৃশ সুদৃঢ় সর্ব্বাঙ্গ, যুবক ভীমের মত্তহস্তীর ন্যায় বেগ ও বিক্রম ছিল ।২৮

মত্তহস্তীর ন্যায় তাম্রচক্ষু, যুদ্ধে মত্তহস্তীকেও প্রতিরোধ করিতে সক্ষম, রূপের নবীনতায় সেই দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম প্রিয়ের পার্শ্বে উপবিষ্ট যক্ষ ও গন্ধর্ব্বগণের পত্নীগণের দ্বারা অলক্ষ্যে নিরীক্ষিত হইয়া যেন ক্রীড়া করিতে করিতেই সেই রমণীয় গন্ধমাদনের সানুসমূহে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি সেই অবস্থায় দুর্য্যোধনকৃত বহু ক্লেশের কথা ভাবিতে ভাবিতে বনবাসিনী দ্রৌপদীর প্রিয় কার্য্য করিতে যত্নবান্ হইলেন। তিনি আরও চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, অর্জ্জুন স্বর্গে গমন করিয়াছে, এদিকে আমি পুষ্পের জন্য এখানে আসিয়াছি। পূজ্য রাজা যুধিষ্ঠির এই অবস্থায় কোন কার্য্য করিবেন ? নরশ্রেষ্ঠ মহারাজ যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেবের উপর অত্যন্ত স্নেহবান্, ঐ

বিনর্দমানোঽতিভৃশং সবিদ্যুদিব তোয়দঃ ।
তেন শব্দেন মহতা ভীমস্য প্রতিবোধিতাঃ ॥৩৯
গুহাং সন্তত্যজুর্ব্যাঘ্রা নিলিল্যুর্বনবাসিনঃ ।
সমুৎপেতুঃ খগাস্ত্রস্তা মৃগযূথানি দুদ্রুবুঃ ॥৪০
ঋক্ষাশ্চোৎসসৃজুর্বৃক্ষাংস্তত্যজুর্হরয়ো গুহাম্ ।
ব্যজৃম্ভন্ত মহাসিংহা মহিষাশ্চাবলোকয়ন্ ॥৪১
তেন বিত্রাসিতা নাগাঃ করেণুপরিবারিতাঃ ।
তদ্ বনং স পরিত্যজ্য জগ্মুরন্যন্মহাবনম্ ॥৪২

বরাহ-মৃগসঙ্ঘাশ্চ মহিষাশ্চ বনেচরাঃ ।
ব্যাঘ্র-গোমায়ুসঙ্ঘাশ্চ প্রণেদুর্গবয়ৈঃ সহ ॥৪৩
রথাঙ্গ-সাহ্ব-দাত্যূহা হংস-কারণ্ডব-প্লবাঃ ।
শুকাঃ পুংস্কোকিলাঃ ক্রৌঞ্চা বিসংজ্ঞা
ভেজিরে দিশঃ ॥৪৪

তথান্যে দর্পিতা নাগাঃ করেণুশরপীড়িতাঃ ।
সিংহ-ব্যাঘ্রাশ্চ সংক্রুদ্ধা ভীমসেনমথাদ্রবন্ ॥৪৫

শকৃন্মূত্রঞ্চ মুঞ্চানা ভয়বিভ্রান্তমানসাঃ ।
ব্যাদিতাস্যা মহারৌদ্রা ব্যনদন্ ভীষণান্ রবান্ ॥৪৬

ততো বায়ুসুতঃ ক্রোধাৎ স্ববাহুবলমাশ্রিতঃ ।
গজেনান্যান্ গজান্ শ্রীমান্ সিংহং সিংহেন
বা বিভুঃ ॥৪৭

তলপ্রহারৈরন্যাংশ্চ ব্যহনৎ পাণ্ডবো বলী ।
তে বধ্যমানা ভীমেন সিংহ-ব্যাঘ্র-তরক্ষবঃ ॥৪৮

ভয়াদ্ বিসসৃজুর্ভীমং শকৃন্মূত্রঞ্চ সুস্রুবুঃ ।
প্রবিবেশ ততঃ ক্ষিপ্রং তানপাস্য মহাবলঃ ॥৪৯

দুইজনের বলের উপর উঁহার বিশ্বাস নাই; সুতরাং তাহাদের দুইজনকে কোথাও পাঠাইবেন না। সুতরাং আমি কিভাবে সত্বর সেই পুষ্প প্রাপ্ত হইব—এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে নরশ্রেষ্ঠ ভীম কুসুমিত গিরিসানুসমূহে মন ও দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া পক্ষীরাজ গরুড়ের ন্যায় বেগে গমন করিতে লাগিলেন।৩১-৩৫

দ্রৌপদীর বাক্যকে পাথেয় করিয়া ভীম শীঘ্র গমন করিতে লাগিলেন। তিনি পূর্ণিমাদি পর্ব্বকালে সঞ্জাত নির্ঘাত শব্দের (আকাশে প্রবল বায়ুর পরস্পর সঙ্ঘাতে উৎপন্ন শব্দের) ন্যায় পাদদ্বয়ে পৃথিবীকে কম্পিত করিতে করিতে চলিতে লাগিলেন।৩৬

বায়ুতুল্য বেগবান্ মহাবল ভীম পশুগণকে ভীত করিয়া হস্তিযূথ সিংহ ও ব্যাঘ্রসমূহকে পদদলিত করিয়া বড় বড় বৃক্ষ ও লতাসমূহ উন্মূলিত করিয়া মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত করিতে করিতে ক্রমশঃ হস্তীর ন্যায় বেগে পর্ব্বতের উপরের দিকে আরোহণ করিতে লাগিলেন।৩৭-৩৮

বিদ্যুদ্বিজড়িত মেঘের ন্যায় সেই ভীম এরূপ ভয়ানক শব্দ করিতে করিতে চলিতেছিলেন যে, বনজাত ব্যাঘ্রাদি জন্তুসমূহ নিজ নিজ গুহা ছাড়িয়া পলাইতে লাগিল, পক্ষিগণ বৃক্ষ ছাড়িয়া উড়িয়া গেল এবং মৃগসমূহ ত্রস্ত হইয়া ছুটিতে লাগিল।৩৯-৪০

ভল্লুকসমূহ বৃক্ষ ছাড়িয়া এবং সিংহসমূহ গুহা ছাড়িয়া পলাইল। মহাসিংহসমূহ জাগিয়া উঠিয়া জৃম্ভণ পরিত্যাগ করিতে লাগিল এবং মহিষসমূহ ভীমকে দেখিতে লাগিল।৪১

বড় বড় হাতীগুলি হস্তিনীসহ ভীত হইয়া ঐ বন পরিত্যাগ করিয়া অন্য এক মহাবনে প্রবেশ করিল।৪২

বনেচর বরাহ, মৃগ, মহিষ, ব্যাঘ্র, গোমায়ু ও গবয়সমূহ ভীষণ চীৎকার করিতে লাগিল। চক্রবাক্, চাতক, ডাকপাখী হংস, কারণ্ডব, প্লব, শুক, পুরুষ কোকিল, ক্রৌঞ্চ প্রভৃতি পক্ষীসমূহ ভয়ে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া নানাদিকে উড়িয়া যাইতে লাগিল।৪৩-৪৪

হস্তিনীর কটাক্ষবাণে পীড়িত মহাহস্তিসমূহ,

বনং পাণ্ডুসুতঃ শ্রীমান্ শব্দেনাপূরয়ন্ দিশঃ।
অথাপশ্যন্মহাবাহুর্গন্ধমাদনসানুষু ॥৫০
সুরম্যং কদলীষণ্ডং বহুযোজনবিস্তৃতম্।
তমভ্যগচ্ছদ্ বেগেন ক্ষোভয়িষ্যন্ মহাবলঃ ॥৫১
মহাগজ ইবাস্রাবী প্রভঞ্জন্ বিবিধান্ দ্রুমান্।
উৎপাট্য কদলীস্তম্ভান্ বহুতালসমুচ্ছ্রয়ান্ ॥৫২
চিক্ষেপ তরসা ভীমঃ সমন্তাদ্ বলিনাং বরঃ।
বিনদন্ সুমহাতেজা নৃসিংহ ইব দর্পিতঃ ॥৫৩

ততঃ সত্ত্বান্যুপাক্রামদ্ বহূনি সুমহান্তি চ।
রুরুবানরসিংহাংশ্চ মহিষাংশ্চ জলাশয়ান্ ॥৫৪
তেন শব্দেন চৈবাথ ভীমসেনরবেণ চ।
বনান্তরগতাশ্চাপি বিত্রেসুর্মৃগপক্ষিণঃ ॥৫৫
তং শব্দং সহসা শ্রুত্বা মৃগপক্ষিসমীরিতম্।
জলার্দ্রপক্ষা বিহগাঃ সমুৎপেতুঃ সহস্রশঃ ॥৫৬

তানৌদকান্ পক্ষিগণান্ নিরীক্ষ্য ভরতর্ষভঃ।
তানেবানুসরন্ রম্যং দদর্শ সুমহৎ সরঃ ॥৫৭
কাঞ্চনৈঃ কদলীষণ্ডৈর্মন্দমারুতকম্পিতৈঃ।
বীজ্যমানমিবাক্ষোভ্যং তীরাৎ তীরবিসর্পিভিঃ ॥৫৮
তৎ সরোঽথাবতীর্য্যাশু প্রভূতনলিনোৎপলম্।
মহাগজ ইবোদ্দামশ্চিক্রীড় বলবদ্ বলী ॥৫৯

সিংহ ও ব্যাঘ্রসমূহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সকলে ভীমসেনের দিকে ধাবিত হইল। মহাভয়ঙ্কর সেই প্রাণীরা ভয়ে বিভ্রান্ত হইয়া মুখব্যাদান করত মূত্র ও বিষ্ঠা পরিত্যাগ করিতে করিতে ভীষণ চীৎকার করিতে লাগিল।৪৫-৪৬

বায়ুপুত্র প্রভাবশালী বলবান্ শ্রীমান্ ভীম ক্রুদ্ধ হইয়া নিজ বাহুবলকে আশ্রয় করত হাতীর দ্বারা হাতীকে এবং সিংহের দ্বারা সিংহকে মারিতে লাগিলেন এবং কতকগুলিকে চপেটাঘাতেই বধ করিতে লাগিলেন। সিংহ, ব্যাঘ্র ও চিতাবাঘগুলি ভীমের চপেটাঘাতে কাতর হইয়া ভয়ে বিষ্ঠা ও মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিল। তখন মহাবলী পাণ্ডুনন্দন তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া দ্রুতগতিতে বনে প্রবেশ করিলেন।৪৭-৪৯

অনন্তর গন্ধমাদনের সানুদেশে ভীষণ শব্দে বনের দশদিক্ মুখরিত করত মহাবাহু পাণ্ডুপুত্র শ্রীমান্ ভীম বহুযোজন বিস্তৃত অত্যন্ত রমণীয় কদলীবন দেখিয়া প্রবিষ্ট হইলেন। মহাবল ভীম কদলীবনকে ক্ষুভিত করিয়া মদমত্ত মহাগজের ন্যায় বড় বড় বৃক্ষসমূহ ও তালবৃক্ষের ন্যায় উচ্চ বহু কদলীবৃক্ষ উৎপাটন করিতে লাগিলেন। বলবান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীম নিজবেগে উহা চারিদিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। অতিশয় তেজস্বী ভীম দর্পিত সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। তারপর ভীম বিশালকায় বাহু প্রাণীর নিকট ধাবিত হইলেন। রুরু, বানর, সিংহ ও বহু মহিষ জলজন্তু ভীমসেনের গর্জ্জনে ভীত হইয়া বনান্তরে পলায়ন করিয়াও ভয়মুক্ত হইল না।৫০-৫৫

মৃগ ও পক্ষীসমূহের ভীষণ আর্ত্তনাদ শুনিয়া সহস্র সহস্র জলচর পাখীগুলিও ভয়ে জলার্দ্র পক্ষ লইয়াই আকাশে উড়িল। ভরতশ্রেষ্ঠ ভীম সেই জলচর পাখীগুলিকে দেখিতে দেখিতে তাহাদের দিকে অনুসরণ করিয়া চলিতেই একটা বড় রমণীয় সরোবর দেখিতে পাইলেন।৫৬-৫৭

সুবর্ণবর্ণ তীরস্থ কদলীবৃক্ষসমূহ মন্দবায়ুর দ্বারা চালিত হইয়া যেন সেই সরোবরকে পাখা করিতেছিল। সেই সরোবরে বহু পদ্ম ও উৎপল বিকসিত ছিল। বলবান্ ভীম মহাগজের ন্যায় উহার মধ্যে দ্রুত অবতীর্ণ হইয়া বলপূর্ব্বক ক্রীড়া করিতে লাগিলেন।৫৮-৫৯

বিক্রীড্য তস্মিন্ সুচিরমুত্তারামিতদ্যুতিঃ।
ততোহভ্যগমত্তং বেগেন তদ্ বনং বহুপাদপম্ ॥৬০

দধ্মৌ চ শঙ্খং স্বনবৎ সর্বপ্রাণেন পাণ্ডবঃ।
আস্ফোটয়চ্চ বলবান্ ভীমঃ সন্নাদয়ন্ দিশঃ ॥৬১

তস্য শঙ্খস্য শব্দেন ভীমসেনরবেণ চ।
বাহুশব্দেন চোগ্রেণ নদন্তীব গিরের্গুহাঃ ॥৬২

তং বজ্রনিষ্পেষসমমাস্ফোটিতমহারবম্।
শ্রুত্বা শৈলগুহাসুপ্তৈঃ সিংহৈর্মুক্তো মহাস্বনঃ ॥৬৩

সিংহনাদভয়ত্রস্তৈঃ কুঞ্জরৈরপি ভারত।
মুক্তো বিরাবঃ সুমহান্ পর্বতো যেন পূরিতঃ ॥৬৪

তং তু নাদং ততঃ শ্রুত্বা মুক্তং বারণপুঙ্গবৈঃ।
ভ্রাতরং ভীমসেনং তু বিজ্ঞায় হনূমান্ কপিঃ ॥৬৫

দিবঙ্গমং রুরোধাথ মার্গং ভীমস্য কারণাৎ।
অনেন হি পথা মা বৈ গচ্ছেদিতি বিচার্য্য সঃ ॥৬৬

আস্ত একায়নে মার্গে কদলীষণ্ডমণ্ডিতে।
ভ্রাতুর্ভীমস্য রক্ষার্থং তং মার্গমবরুধ্য বৈ ॥৬৭

মাত্র প্রাপ্স্যতি শাপং বা ধর্ষণাং বেতি পাণ্ডবঃ।
কদলীষণ্ডমধ্যস্থো হ্যেবং সংচিন্ত্য বানরঃ ॥৬৮

প্রাজৃম্ভত মহাকায়ো হনূমান্ নাম বানরঃ।
কদলীষণ্ডমধ্যস্থো নিদ্রাবশগতস্তদা ॥৬৯

জৃম্ভমাণঃ সুবিপুলং শক্রধ্বজমিবোচ্ছ্রিতম্।
আস্ফোটয়চ্চ লাঙ্গূলমিন্দ্রাশনিসমস্বনম্ ॥৭০

তস্য লাঙ্গূলনিনদং পর্বতঃ সুগুহামুখৈঃ।
উদ্গারমিব গৌর্নর্দন্নুৎসসর্জ সমন্ততঃ ॥৭১

সেই সরোবরে জলে খেলার ছলে অমিততেজস্বী ভীম খুব সাঁতার কাটিয়া উঠিয়া আসিলেন এবং পরে পুনরায় বহুবৃক্ষে সুশোভিত কদলীবনে বেগে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন।৬০

সেই সময় পাণ্ডুপুত্র বলবান্ ভীমসেন সর্ব্বশক্তিতে শঙ্খ বাজাইতে লাগিলেন এবং দশদিক্ সিংহধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত করিয়া আস্ফালন করিতে লাগিলেন।৬১

ভীমসেনের গর্জ্জন, শঙ্খের ধ্বনি এবং তাঁহার বাহুর আস্ফালন শব্দ পর্ব্বতের গুহাসমূহের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইয়া অধিক উগ্র হইল।৬২

বজ্রপাতের শব্দের ন্যায় সেই আস্ফালনের ভয়ানক শব্দ শ্রবণ করিয়া পর্ব্বতের গুহায় নিদ্রিত সিংহসমূহও (ভীত হইয়া) ভীষণ চীৎকার করিতে লাগিল।৬৩

হে ভারত। সিংহের চীৎকারে ভীত হাতীগুলিও চীৎকার করিতে লাগিল। তাহার ফলে সেই বিশাল পর্ব্বত ভয়ানক শব্দে পরিপূর্ণ হইল।৬৪

বড় বড় হাতীদিগের সেই বিকট চীৎকারে কদলীবনস্থ বানর হনুমান্ বুঝিয়া লইলেন যে, ইহা তাঁহার ভ্রাতা ভীমসেনের কাজ, নিশ্চিতই ভীম এখানে আসিয়াছে।৬৫

তখন তিনি ভীমের কল্যাণ কামনা করিয়া স্বর্গারোহণের মার্গকে রুদ্ধ করিলেন। যাহাতে এই পথে ভীম না যাইতে পারে, তিনি সেইরূপ বিচার পূর্ব্বক ভ্রাতা ভীমের রক্ষার জন্য একজন মানুষের গমনাগমনোপযোগী সেই কদলী বনে পরিপূর্ণ বনগমন মার্গ রুদ্ধ করিয়া এক পার্শ্বে পড়িয়া রহিলেন।৬৬-৬৭

এই কদলীবনপরিপূর্ণ পথে গমন করিলে ঋষিগণ শাপ দিতে পারেন বা তাহাকে তিরস্কার করিতে পারেন—এইরূপ চিন্তা করিয়া বানর মহাকায় হনুমান্ কদলীবন মধ্যে অবস্থান করত, যেন নিদ্রাবশে কাতর হইয়াছেন এইরূপ ছল করিয়া

লাঙ্গূলাস্ফোটশব্দাচ্চ চলিতঃ স মহাগিরিঃ।
বিঘূর্ণমানশিখরঃ সমন্তাৎ পর্য্যশীর্য্যত ॥৭২
স লাঙ্গুলরবস্তস্য মত্তবারণনিঃস্বনম্।
অন্তর্ধায় বিচিত্রেষু চচার গিরিসানুষু ॥৭৩
স ভীমসেনস্তচ্ছ্রুত্বা সম্প্রহৃষ্টতনূরুহঃ।
শব্দপ্রভবমন্বিচ্ছংশ্চচার কদলীবনম্ ॥৭৪

কদলীবনমধ্যস্থমথ পীনে শিলাতলে।
দদর্শ সুমহাবাহুর্বানরাধিপতিং তদা ॥৭৫
বিদ্যুৎসম্পাতদুষ্প্রেক্ষং বিদ্যুৎসম্পাতপিঙ্গলম্।
বিদ্যুৎসম্পাতনিনদং বিদ্যুৎসম্পাতচঞ্চলম্ ॥৭৬

বাহুস্বস্তিকবিন্যস্তপীনহ্রস্বশিরোধরম্।
স্কন্ধভূয়িষ্ঠকায়ত্বাৎ তনুমধ্যকটীতটম্ ॥৭৭
কিঞ্চিচ্চাভুগ্নশীর্ষেণ দীর্ঘরোমাঞ্চিতেন চ।
লাঙ্গূলেনোর্ধ্বগতিনা ধ্বজেনেব বিরাজিতম্ ॥৭৮
হ্রস্বোষ্ঠং তাম্রজিহ্বাস্যং রক্তকর্ণং চলদ্ভ্রুবম্।
বিবৃতদংষ্ট্রাদশনং শুক্লতীক্ষ্ণাগ্রশোভিতম্ ॥৭৯
অপশ্যদ্ বদনং তস্য রশ্মিবন্তমিবোড়ুপম্।
বদনাভ্যন্তরগতৈঃ শুক্লৈর্দন্তৈরলঙ্কৃতম্ ॥৮০
কেসরোৎকরসম্মিশ্রমশোকানামিবোৎকরম্।
হিরণ্ময়ীনাং মধ্যস্থং কদলীনাং মহাদ্যুতিম্ ॥৮১
দীপ্যমানেন বপুষা স্বর্চিষ্মন্তমিবানলম্।
নিরীক্ষন্তমমিত্রঘ্নং লোচনৈর্মধুপিঙ্গলৈঃ ॥৮২
তং বানরবরং ধীমানতিকায়ং মহাবলম্।
স্বর্গপন্থানমাবৃত্য হিমবন্তমিব স্থিতম্ ॥৮৩

জৃম্ভণ পরিত্যাগ করিতে করিতে ইন্দ্রধনুর ন্যায় উচ্চ ও বিশাল লাঙ্গূলের দ্বারা বজ্রের ন্যায় অস্ফোটন করিতে লাগিলেন।৬৮-৭০

তাঁহার লাঙ্গূলের শব্দ পর্বত হইতে গুহামুখে প্রতিধ্বনিত হইয়া উদ্গারের ন্যায় নির্গত হইতেছিল, মনে হইতেছিল যেন কোন ষাঁড় ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতেছে।৭১

লাঙ্গুলের অস্ফোটন শব্দে সেই মহাগিরি কম্পিত হইয়া উঠিল। উহার শিখরদেশ ঘুরিতে লাগিল এবং তাহা হইতে শিলাসকল বিদীর্ণ হইয়া চারিদিকে নিক্ষিপ্ত হইতেছিল।৭২

লাঙ্গূলের সেই শব্দ মত্তহস্তীর শব্দকেও দাবাইয়া দিয়া পর্ব্বতের বিচিত্র সানুদেশসমূহে ছড়াইয়া পড়িল।৭৩

ভীমসেন সেই শব্দ শুনিয়া আনন্দে রোমাঞ্চিত-শরীর হইলেন এবং কোথা হইতে সেই শব্দ আসিতেছে তাহা জানিবার জন্য কদলীবনে বিচরণ করিতে লাগিলেন।৭৪

কদলীবনের মধ্যস্থিত এই বৃহৎ শিলাতলের উপরে সুমহাবাহু ভীম বানরাধিপতি হনুমান্‌কে দেখিতে পাইলেন।৭৫

তখন তিনি বিদ্যুৎ চমকাইলে যেমন উহা দুর্দ্দর্শ হয়, সেইরূপ দুর্দ্দর্শ এবং বিদ্যুতের স্ফুরণের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ ও বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল এবং বিদ্যুতের বিকাশে যেমন মেঘ নিনাদিত হয়, তৎতুল্য নিনাদবিশিষ্ট ছিলেন।৭৬

হনুমান্ তখন স্বীয় বাহুকে উপাধান (বালিশ) করিয়া তাহার উপর স্থূল গ্রীবা রাখিয়া শয়ন করত অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার স্কন্ধভাগে বিশাল দেহ ন্যস্ত ছিল, তাঁহার শরীরের মধ্যভাগ ও কটিদেশ ক্ষীণ, লেজটা দীর্ঘরোমরাজিতে পূর্ণ ও মোড়ান এবং উর্দ্ধোত্থিত ধ্বজার ন্যায় উর্দ্ধে উত্থিত ছিল।৭৭-৭৮

তাঁহার ওষ্ঠদ্বয় হ্রস্ব, জিহ্বা ও বদন তাম্রবর্ণ, কর্ণ রক্তবর্ণ এবং ভ্রূযুগল চঞ্চল ছিল। তাঁহার মুখ বিবৃত থাকায় শ্বেতবর্ণ ধারাল দন্তগুলি দেখা যাইতেছিল। মুখ-মধ্যস্থিত শুভ্র দন্তসমূহের দ্বারা

দৃষ্ট্বা চৈনং মহাবাহুরেকং তস্মিন্ মহাবনে ।
অথোপসৃত্য তরসা বিভীর্ভীমস্ততো বলী ॥৮৪
সিংহনাদং চকারোগ্রং বজ্রাশনিসমং বলী ।
তেন শব্দেন ভীমস্য বিত্রেসুর্মৃগপক্ষিণঃ ॥৮৫
হনুমাংশ্চ মহাসত্ত্ব ঈষদুন্মীল্য লোচনে ।
দৃষ্ট্বা তমথ সাবজ্ঞং লোচনৈর্মধুপিঙ্গলৈঃ ।
স্মিতেন চৈনমাসাদ্য হনূমানিদমব্রবীৎ ॥৮৬

হনুমানুবাচ ।

কিমর্থং সরুজস্তেঽহং সুখসুপ্তঃ প্রবোধিতঃ ।
ননু নাম ত্বয়া কার্য্যা দয়া ভূতেষু জানতা ৮৭
বয়ং ধর্মং ন জানীমস্তির্য্যগ্ যোনিমুপাশ্রিতাঃ ।
নরাস্তু বুদ্ধিসম্পন্না দয়াং কুর্বন্তি জন্তুষু ॥৮৮

ক্রূরেষু কর্মসু কথং দেহ-বাক্-চিত্তদূষিষু ।
ধর্মঘাতিষু সজ্জন্তে বুদ্ধিমন্তো ভবদ্বিধাঃ ॥৮৯
ন ত্বং ধর্মং বিজানাসি বুধা নোপাসিতাস্ত্বয়া ।
অল্পবুদ্ধিতয়া বাল্যাদুৎসাদয়সি যন্মৃগান্ ॥৯০
ব্রূহি কস্ত্বং কিমর্থং বা কিমিদং বনমাগতঃ ।
বর্জিতং মানুষৈর্ভাবৈস্তথৈব পুরুষৈরপি ॥৯১
ক চ ত্বয়াদ্য গন্তব্যং প্রব্রূহি পুরুষর্ষভ ।
অতঃ পরমগম্যোঽয়ং পর্বতঃ সুদুরারুহঃ ॥৯২
বিনা সিদ্ধগতিং বীর গতিরত্র ন বিদ্যতে ।
দেবলোকস্য মার্গোঽয়মগম্যো মানুষৈঃ সদা ॥৯৩
কারুণ্যাৎ ত্বমহং বীর বারয়ামি নিবোধ মে ।
নাতঃ পরং ত্বয়া শক্যং গন্তুমাশ্বসিহি প্রভো ॥৯৪

অলঙ্কৃত তাহার বদনমণ্ডল কিরণরাজি সুশোভিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতেছিল ।৭৯-৮০

সুবর্ণবর্ণ কদলীবন-মধ্যস্থিত মহাতেজস্বী হনুমান্‌কে কেসরের উদ্যানে প্রস্ফুটিত অশোক পুষ্পের ন্যায় দেখাইতেছিল ।৮১

তাঁহার দীপ্যমান শরীরের দ্বারা শত্রুদমন হনুমান্‌কে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় মনে হইতেছিল। মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ লোচনদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া তিনি তখন তাকাইয়া ছিলেন ।৮২

ঐ মহাবন মধ্যে সেই মহাবলবান্ বিশালদেহ বানরশ্রেষ্ঠকে একাকী স্বর্গগমনের পথকে রুদ্ধ করিয়া হিমালয়ের ন্যায় অবস্থিত দেখিয়া পরম বুদ্ধিমান্ বলবান্ মহাবাহু ভীমসেন দ্রুত তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়া নির্ভীকভাবে বজ্রধ্বনির ন্যায় ভয়ঙ্কর সিংহনাদ করিলেন। ভীমের সেই সিংহনাদে পশুপক্ষিগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল ।৮৩-৮৫

তখন মহাতেজস্বী হনুমান্ মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ স্বীয় লোচনদ্বয় ঈষৎ উন্মীলন করিয়া অবজ্ঞাভরে ভীমের দিকে দৃষ্টিপাত করত তাঁহাকে নিকটে পাইয়া মৃদু হাস্য সহকারে এই কথা বলিলেন ।৮৬

হনুমান্ বলিলেন,—রুগ্ন আমি আরামে ঘুমাইয়াছিলাম, তুমি আমাকে অনর্থক জাগাইলে কেন? তুমি তো সবই জান, তাই সর্ব্বপ্রাণীকেই তোমার দয়া করা কর্ত্তব্য ।৮৭

আমরা তির্য্যক্ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সুতরাং আমরা ধর্ম্ম না জানিতে পারি, কিন্তু বুদ্ধিমান্ মনুষ্যগণ তো প্রাণিগণের প্রতি দয়াই প্রদর্শন করেন ।৮৮

তোমাদের ন্যায় বুদ্ধিমান্ মনুষ্য শরীর, বাক্য ও মনকে দূষিত করে এবং ধর্ম্মকে নাশ করে, এইরূপ ক্রূর কার্য্যে কেন প্রবৃত্ত হইবে ?৮৯

বোধ হয় তুমি ধর্ম্মও জান না এবং বিদ্বান্ লোকের সেবাও কর নাই; সেইজন্য

স্বাগতং সর্বথৈবেহ তবাদ্য মনুজর্ষভ।
ইমান্যমৃতকল্পানি মূলানি চ ফলানি চ ॥৯৫
ভক্ষয়িত্বা নিবর্ত্তস্ব মা বৃথা প্রাপ্স্যসে বধন্।
গ্রাহ্যং যদি বচো মহ্যং হিতং মনুজপুঙ্গব ॥৯৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশতীর্থযাত্রায়াং ভীমকদলীষণ্ডপ্রবেশে ষট্চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।১৪৬

অল্পবুদ্ধিবশতঃ শিশুভাবের ন্যায় এই সকল পশুগণকে কষ্ট দিতেছ।৯০

বল তুমি কে? কেন এবং কিসের জন্য এই বনে আসিয়াছ? তোমার মধ্যে মানুষোচিত ও পুরুষোচিত কোন ভাব দেখিতে পাইতেছি না।৯১

হে পুরুষপ্রবর। তুমি আজ কোথায় যাইবে বল; ইহার পর হইতে পর্ব্বত অত্যন্ত দুরারোহ এবং অগম্য।৯২

হে বীর। সিদ্ধ পুরুষ ভিন্ন অন্য কেহ এ পথে গমন করিতে পারে না; ইহা দেবলোকের মার্গ; ইহা মানুষগণের সদা অগম্য।৯৩

বীর। আমি করুণাবশতঃ তোমাকে এ পথে যাইতে নিষেধ করিতেছি; তুমি ইহা অবগত হও। হে প্রভাবসম্পন্ন। অতঃপর এ পথে যাওয়া তোমার পক্ষে অশক্য।৯৪

হে নরবর। আজ তোমার আগমন সর্ব্বপ্রকারে শুভ হউক। অমৃততুল্য এই সকল ফল ও মূল ভক্ষণ করিয়া ফিরিয়া যাও; বৃথা মৃত্যুকে বরণ করিও না। হে নরশ্রেষ্ঠ। আমার এই কথাগুলি যদি হিতকর বলিয়া মনে কর, তবে উহা গ্রহণ করিও।৯৫-৯৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে ভীমকদলীবনপ্রবেশবিষয়ক ষট্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৪৬

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[হনুমদ্-ভীমসেনয়োরালাপঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এতচ্ছ্রুত্বা বচস্তস্য বানরেন্দ্রস্য ধীমতঃ।
ভীমসেনস্তদা বীরঃ প্রোবাচামিত্রকর্ষণঃ ॥১

ভীম উবাচ।
কো ভবান্ কিং নিমিত্তং বা বানরং বপুরাস্থিতঃ।
ব্রাহ্মণানন্তরো বর্ণঃ ক্ষত্রিয়স্ত্বাং তু পৃচ্ছতি ॥২

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[হনুমান্ ও ভীমসেনের আলাপ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়। সেই সময় পরম বুদ্ধিমান্ বানররাজ হনুমানের এই কথা শুনিয়া তখন শত্রুসূদন বীরবর ভীম তাঁহাকে বলিলেন।১

ভীম বলিলেন,—আপনি কে? কেনই বা এই বানর রূপ ধারণ করিয়া এখানে অবস্থান করিতেছেন? আমি ব্রাহ্মণের পরবর্ত্তী ক্ষত্রিয় জাতি। আমি আপনাকে আপনার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতেছি।২

কৌরবঃ সোমবংশীয়ঃ কুন্ত্যা গর্ভেণ ধারিতঃ।
পাণ্ডবো বায়ুতনয়ো ভীমসেন ইতি শ্রুতঃ ॥৩

স বাক্যং কুরুবীরস্য স্মিতেন প্রতিগৃহ্য তৎ।
হনূমান্ বায়ুতনয়ো বায়ুপুত্রমভাষত ॥৪

হনুমানুবাচ।

বানরোহহং ন তে মার্গং প্রদাস্যামি যথেপ্সিতম্।
সাধু গচ্ছ নিবর্ত্তস্ব মাং ত্বং প্রাপ্স্যসি বৈশসম্ ॥৫

ভীমসেন উবাচ।

বৈশসং বাস্তু যদ্বান্যন্ন ত্বাং পৃচ্ছামি বানর।
প্রযচ্ছ মার্গমুত্তিষ্ঠ মা মত্তঃ প্রাপ্স্যসে ব্যথাম্ ॥৬

হনুমানুবাচ।

নাস্তি শক্তির্মমোত্থাতুং ব্যাধিনা ক্লেশিতো হ্যহম্।
যদ্যবশ্যং প্রযাতব্যং লঙ্ঘয়িত্বা প্রযাহি মাম্ ॥৭

ভীম উবাচ।

নির্গুণঃ পরমাত্মা তু দেহং ব্যাপ্যাবতিষ্ঠতে।
তমহং জ্ঞানবিজ্ঞেয়ং নাবমন্যে ন লঙ্ঘয়ে ॥৮

যদ্যাগমৈর্ন বিদ্যাঞ্চ তমহং ভূতভাবনম্।
ক্রমেয়ং ত্বাং গিরিং চৈব হনূমানিব সাগরম্ ॥৯

হনুমানুবাচ।

ক এষ হনুমান্ নাম সাগরো যেন লঙ্ঘিতঃ।
পৃচ্ছামি ত্বাং নরশ্রেষ্ঠ কথ্যতাং যদি শক্যতে ॥১০

ভীম উবাচ।

ভ্রাতা মম গুণশ্লাঘ্যো বুদ্ধিসত্ত্ববলান্বিতঃ।
রামায়ণেহতিবিখ্যাতঃ শ্রীমান্ বানরপুঙ্গবঃ ॥১১

রামপত্নীকৃতে যেন শতযোজনবিস্তৃতঃ।
সাগরঃ প্লবগেন্দ্রেণ ক্রমেণৈকেন লঙ্ঘিতঃ ॥১২

আমি চন্দ্রবংশজাত কুরুবংশীয় ক্ষত্রিয়, কুন্তীর গর্ভে বায়ুর ঔরসে জাত আমি পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন এই নামে খ্যাত।৩

বায়ুতনয় হনুমান্ কুরুবীর ভীমসেনের কথা মৃদুহাস্যে গ্রহণ করত বায়ুনন্দন ভীমকে বলিলেন।৪

হনুমান্ বলিলেন,—আমি বানর। আমি তোমাকে ঈপ্সিত পথ ছাড়িয়া দিব না, তুমি ভালভাবে ফিরিয়া যাও; এ পথে গেলে তুমি প্রাণসঙ্কটরূপ বিপদে পড়িবে।৫

ভীম বলিলেন,—বানর! আমার প্রাণ সঙ্কটে পড়িবে কি অন্য কোন বিপদ হইবে ইহা তো আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি নাই। তুমি উঠ এবং আমাকে পথ ছাড়িয়া দাও; তাহা হইলে আমার নিকট হইতে তুমি কোন ব্যথা পাইবে না।৬

হনুমান্ বলিলেন,—আমার উঠিবার শক্তি নাই; আমি রোগে পীড়িত; তোমাকে যদি অবশ্যই যাইতে হয়, তবে আমাকে ডিঙ্গাইয়া যাও।৭

ভীম বলিলেন,—নির্গুণ পরমাত্মা তোমার শরীরকে ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন; তাহা জানিয়া আমি জ্ঞনমাত্রজ্ঞেয় তাঁহাকে অবমাননা করিতে পারি না, সুতরাং আমি তোমাকে লঙ্ঘন করিব না।৮

যদি আমি শাস্ত্র হইতে ইহা না জানিতাম যে ভূতভাবন ভগবান্ সর্ব্বব্যাপক; তাহা হইলে হনুমান্ যেমন সাগর উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, আমিও তেমনই তোমাকে কেন—এই পর্ব্বতকেও উল্লঙ্ঘন করিতে পারিতাম।৯

হনুমান্ বলিলেন,—হে নরশ্রেষ্ঠ। এই হনুমান্ নামে লোকটি কে; যে সাগর উল্লঙ্ঘন করিয়াছিল? তুমি যদি তাহা জান, তবে আমায় বল।১০

স মে ভ্রাতা মহাবীর্য্যস্তুল্যোঽহং তস্য তেজসা।
বলে পরাক্রমে যুদ্ধে শক্তোঽহং তব নিগ্রহে ॥১৩

উত্তিষ্ঠ দেহি মে মার্গং পশ্য মে চাদ্য পৌরুষম্।
মচ্ছাসনমকুর্বাণং ত্বাং বা নেষ্যে যমক্ষয়ম্ ॥১৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বিস্ময় তং বলোন্মত্তং বাহুবীর্য্যেণ দর্পিতম্।
হৃদয়েনাবহস্যৈনং হনুমান্ বাক্যমব্রবীৎ ॥১৫

হনুমানুবাচ।

প্রসীদ নাস্তি মে শক্তিরুত্থাতুং জরয়ানঘ।
মমানুকম্পয়া ত্বেতৎ পুচ্ছমুৎসার্য্য গম্যতাম্ ॥১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তে হনুমতা হীনবীর্য্যপরাক্রমম্।
মনসাচিন্তয়দ্ ভীমঃ স্ববাহুবলদর্পিতঃ ॥১৭
পুচ্ছে প্রগৃহ্য তরসা হীনবীর্য্যপরাক্রমম্।
সালোক্যমস্তকস্যৈনং নয়াম্যদ্যেহ বানরম্ ॥১৮
সাবজ্ঞমথ বামেন স্ময়ন্ জগ্রাহ পাণিনা।
ন চাশকচ্চালয়িতুং ভীমঃ পুচ্ছং মহাকপেঃ ॥১৯
উচ্চিক্ষেপ পুনর্দোর্ভ্যামিন্দ্রায়ুধমিবোচ্ছ্রিতম্।
নোদ্ধর্তুমশকদ্ ভীমো দোর্ভ্যামপি মহাবলঃ ॥২০
উৎক্ষিপ্তভ্রূর্বিবৃত্তাক্ষঃ সংহতভ্রূকুটীমুখঃ।
স্বিন্নগাত্রোঽভবদ্ ভীমো ন চোদ্ধর্তুং শশাক তম্ ॥২১

ভীম বলিলেন,—বানরশ্রেষ্ঠ শ্রীমান্ হনুমান্ আমার ভ্রাতা, তিনি গুণের দ্বারা প্রশংসনীয়; তাঁহার বুদ্ধি, বল ও ওজঃশক্তি জগদ্‌বিখ্যাত। এই বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ শ্রীরামপত্নী সীতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়া শতযোজন বিস্তৃত সাগর এক লম্ফেই উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন।১২

সেই মহাবীর্য্যশালী হনুমান্ আমার ভ্রাতা; আমি তেজস্বিতায়, বল, পরাক্রম ও যুদ্ধে তাঁহারই তুল্য; সুতরাং আমি তোমার নিগ্রহে সমর্থ।১৩

তুমি উঠ, আমাকে পথ দাও; নতুবা তুমি আমার পৌরুষ দেখ; আমার কথা না শুনিলে তোমাকে আমি যমালয়ে প্রেরণ করিব।১৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হনুমান্ তাঁহাকে বলোন্মত্ত ও নিজ বাহুপরাক্রমে দর্পিত দেখিয়া মনে মনে হাসিলেন এবং তাঁহাকে এই কথা বলিলেন।১৫

হনুমান্ বলিলেন,—হে নিষ্পাপ। তুমি প্রসন্ন হও; আমি জরাজীর্ণ; আমার উঠিবার শক্তি নাই; তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমার লেজটি উঠাইয়া উহার নীচে দিয়া চলিয়া যাও।১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে জনমেজয়! হনুমান্ এইরূপ বলিলে স্ববাহুবলে দর্পিত ভীম মনে মনে চিন্তা করিলেন যে, সে বল ও পরাক্রমহীন।১৭

সুতরাং আমি এই বলহীন ও পরাক্রমহীন বানরকে সবেগে লেজ ধরিয়াই আজ সাক্ষাৎ যমালয়ে প্রেরণ করিব।১৮

এই মনে করিয়া ঈষৎ হাস্য করত অবজ্ঞাভরে বাম হস্তে তাঁহার লেজ ধরিয়া উঠাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সেই মহাকপির লেজটিকে (বিন্দুমাত্রও) নাড়াইতে পারিলেন না।১৯

তখন মহাবল ভীম দুই হাতে সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করিয়া তাঁহার ইন্দ্রধনুসদৃশ ঊর্দ্ধমুখী লেজকে উঠাইবার চেষ্টা করিলেন, তিনি তাহা উঠাইতে সমর্থ হইলেন না।২০

তখন ভীমসেনের ভ্রূ ঊর্দ্ধক্ষিপ্ত হইল, চক্ষুর্দ্বয় বিস্ফারিত হইল, কপোলদেশে ভ্রূকুটি দেখা দিল; তিনি গলদ্‌ঘর্ম্ম হইলেন; তথাপি তাঁহার লেজ উঠাইতে পারিলেন না।২১

যত্নবানপি তু শ্রীমাল্লাঁঙ্গূলোদ্ধরণোদ্ধরঃ।
কপেঃ পার্শ্বগতো ভীমস্তস্থৌ ব্রীড়ানতাননঃ ॥২২

প্রণিপত্য চ কৌন্তেয়ঃ প্রাঞ্জলির্বাক্যমব্রবীৎ।
প্রসীদ কপিশার্দূল দুরুক্তং ক্ষম্যতাং মম ॥২৩

সিদ্ধো বা যদি বা দেবো গন্ধর্বো বাথ গুহ্যকঃ।
পৃষ্টঃ সন্ কাম্যয়া ব্রূহি কস্ত্বং বানররূপধৃক্ ॥২৪

ন চেদ্ গুহ্যং মহাবাহো শ্রোতব্যং চেদ্ ভবেন্মম।
শিষ্যবৎ ত্বাং তু পৃচ্ছামি উপপন্নোঽস্মি তেঽনঘ ॥২৫

হনুমানুবাচ।

যৎ তে মম পরিজ্ঞানে কৌতূহলমরিন্দম।
তৎ সর্বমখিলেন ত্বং শৃণু পাণ্ডবনন্দন ॥২৬

অহং কেশরিণঃ ক্ষেত্রে বায়ুনা জগদায়ুষা।
জাতঃ কমলপত্রাক্ষ হনূমান্ নাম বানরঃ ॥২৭

সূর্য্যপুত্রঞ্চ সুগ্রীবং শক্রপুত্রঞ্চ বালিনম্।
সর্বে বানররাজানস্তথা বানরযূথপাঃ ॥২৮

উপতস্থুর্মহাবীর্য্যা মম চামিত্রকর্ষণ।
সুগ্রীবেণাভবৎ প্রীতিরনিলস্যাগ্নিনা যথা ॥২৯

নিকৃতঃ স ততো ভ্রাত্রা কস্মিংশ্চিৎ কারণান্তরে।
ঋষ্যমূকে ময়া সার্ধং সুগ্রীবো ন্যবসচ্চিরম্ ॥৩০

অথ দাশরথির্বীরো রামো নাম মহাবলঃ।
বিষ্ণুর্মানুষরূপেণ চচার বসুধাতলম্ ॥৩১

স পিতুঃ প্রিয়মন্বিচ্ছন্ সহভার্য্যঃ সহানুজঃ।
সধনুর্ধন্বিনাং শ্রেষ্ঠো দণ্ডকারণ্যমাশ্রিতঃ ॥৩২

যদিও শ্রীমান্ ভীম ঐ পুচ্ছ উত্তোলন করিতে সমর্থ ছিলেন এবং উহার জন্য সর্ব্বপ্রকারে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তথাপি যখন ভীম হনুমানের লেজটি উঠাইতে পারিলেন না, তখন তিনি বানরের পাশে গিয়া লজ্জাবনত মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।২২

তারপর কুন্তীপুত্র ভীম প্রণাম করিয়া করযোড়ে বলিলেন,—হে কপিশার্দ্দূল। আপনি প্রসন্ন হউন; আমার দুর্ব্বাক্যকে ক্ষমা করুন।২৩

স্বেচ্ছায় বানররূপ ধারণ করিয়া কে আপনি দেবতা, সিদ্ধ, যক্ষ বা গন্ধর্ব্ব আজ এখানে উপস্থিত হইয়াছেন? আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি আপনার পরিচয় দিন।২৪

হে মহাবাহো। যদি আপনার পরিচয় আমার নিকট গোপনীয় মনে না করেন, তবে আমি শিষ্যের ন্যায় আপনার শরণাগত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি। হে নিষ্পাপ। আপনি কৃপা করিয়া বলুন।২৫

হনুমান্ বলিলেন,—হে পাণ্ডবদিগের আনন্দবর্ধনকারী শত্রুদমন ভীম। আমার পরিচয় জানিতে তোমার যখন এত কৌতূহল হইতেছে, তবে আমি সমস্তই বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর।২৬

হে কমললোচন। আমি কেশরী বানরের ক্ষেত্রে (পত্নীতে) জগতের আয়ু বায়ুর ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; আমার নাম বানর হনুমান্।২৭

সূর্য্যের পুত্র সুগ্রীব এবং ইন্দ্রের পুত্র বালী—এই দুইজনের সেবা সকল বানররাজগণ এবং মহাবলবান্ বানরযূথপতিগণ করিতেন। হে শত্রুদমন ভীম। ঐ সময় বায়ুর সহিত অগ্নির প্রীতির ন্যায় আমার সহিত সুগ্রীবের অত্যন্ত প্রীতি ছিল।২৮-২৯

কোন এক কারণে বালী নিজ ভাই সুগ্রীবকে নির্ব্বাসিত করিলেন, তখন আমার সহিত সুগ্রীব ঋষ্যমূক পর্ব্বতে বহুকাল ধরিয়া বাস করিতে লাগিলেন।৩০

তখন দশরথনন্দন মহাবলশালী বীর শ্রীরাম বিষ্ণুর অবতাররূপে বসুধাতলে বিচরণ করিতেছিলেন।৩১

তস্য ভার্য্যা জনস্থানাচ্ছলেনাপহৃতা বলাৎ।
রাক্ষসেন্দ্রেণ বলিনা রাবণেন দুরাত্মনা ॥৩৩
সুবর্ণরত্নচিত্রেণ মৃগরূপেণ রক্ষসা।
বঞ্চয়িত্বা নরব্যাঘ্রং মারীচেন তদানঘ ॥৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়াং হনুমদ্ভীমসংবাদে সপ্তচত্বা-রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৪৭

তিনি পিতার প্রিয়কার্য্য সত্যপালনের জন্য নিজ ভার্য্যা সীতা এবং অনুজ লক্ষ্মণের সহিত ধানুষ্কিশ্রেষ্ঠ শ্রীরাম দণ্ডকারণ্যে উপস্থিত হইলেন।৩২

হে নিষ্পাপ ভীম। রাবণের মাতুল মারীচ স্বর্ণমৃগের রূপ ধরিয়া নরোত্তম রামচন্দ্রকে বঞ্চনা করত গভীর বনে লইয়া গেলে বলবান্ দুরাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণ শ্রীরামের ভার্য্যা সীতাকে জনস্থান হইতে ছলে ও বলে হরণ করিয়াছিল।৩৩-৩৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে হনুমান্ ও ভীমসেনের আলাপবিষয়ক সপ্তচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৪৭

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসমীপে হনুমতঃ সংক্ষেপেণ শ্রীরামচরিত্রবর্ণনম্।]

হনুমানুবাচ।

হৃতদারঃ সহ ভ্রাত্রা পত্নীং মার্গন্ স রাঘবঃ।
দৃষ্টবান্ শৈলশিখরে সুগ্রীবং বানরর্ষভম্ ॥১

তেন তস্যাভবৎ সখ্যং রাঘবস্য মহাত্মনঃ।
স হত্বা বালিনং রাজ্যে সুগ্রীবমভিষিক্তবান্ ॥২

স রাজ্যং প্রাপ্য সুগ্রীবঃ সীতায়াঃ পরিমার্গণে।
বানরান্ প্রেষয়ামাস শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥৩
ততো বানরকোটীভিঃ সহিতোঽহং নরর্ষভ।
সীতাং মার্গন্ মহাবাহো প্রযাতো দক্ষিণাং দিশম্ ॥৪
ততঃ প্রবৃত্তিঃ সীতায়া গৃধ্রেণ সুমহাত্মনা।
সম্পাতিনা সমাখ্যাতা রাবণস্য নিবেশনে ॥৫

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[ভীমের নিকট হনুমানের সংক্ষেপে
রামচরিত্র বর্ণন।]

হনুমান্ বলিলেন,—সেই শ্রীরামচন্দ্র অনুজ ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত হৃতভার্য্যা সীতাদেবীর অন্বেষণ করিতে করিতে ঋষ্যমূক পর্ব্বতের শিখরে বানররাজ সুগ্রীবকে দেখিতে পাইলেন।১

এই সুগ্রীবের সহিত (আমারই দৌত্যে) মহাত্মা শ্রীরামচন্দ্রের বন্ধুত্ব হইল এবং শ্রীরাম বালীকে বধ করিয়া সুগ্রীবকে বানররাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন।২

রাজ্যলাভ করিয়া সেই সুগ্রীব সীতার অন্বেষণের জন্য চারিদিকে শত শত সহস্র সহস্র বানর প্রেরণ করিলেন।৩

হে নরশ্রেষ্ঠ মহাবাহো ভীমসেন! তখন কোটি কোটি বানরের সহিত আমি সীতার অন্বেষণের জন্য দক্ষিণ দিকে গেলাম।৪

তারপর মহেন্দ্র পর্ব্বতে জটায়ুর ভাই

ততোঽহং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থং রামস্যাক্লিষ্টকর্ম্মণঃ।
শতযোজনবিস্তীর্ণমর্ণবং সহসাপ্লুতঃ ॥৬
অহং স্ববীর্য্যাদুত্তীর্য্য সাগরং মকরালয়ম্।
সুতাং জনকরাজস্য সীতাং সুরসুতোপমাম্ ॥৭
দৃষ্টবান্ ভরতশ্রেষ্ঠ রাবণস্য নিবেশনে।
সমেত্য তামহং দেবীং বৈদেহীং রাঘবপ্রিয়াম্ ॥৮
দগ্ধ্বা লঙ্কামশেষেণ সাট্টপ্রাকারতোরণাম্।
প্রত্যাগতশ্চাস্য পুনর্নাম তত্র প্রকাশ্য বৈ ॥৯
মদ্বাক্যং চাবধার্য্যাশু রামো রাজীবলোচনঃ।
স বুদ্ধিপূর্বং সৈন্যস্য বদ্ধ্বা সেতুং মহোদধৌ ॥১০
বৃতো বানরকোটীভিঃ সমুত্তীর্ণো মহার্ণবম্।
ততো রামেণ বীরেণ হত্বা তান্ সর্বরাক্ষসান্ ॥১১
রণে তু রাক্ষসগণং রাবণং লোকরাবণম্।
নিশাচরেন্দ্রং হত্বা তু সভ্রাতৃ-সুত-বান্ধবম্ ॥১২

রাজ্যেঽভিষিচ্য লঙ্কায়াং রাক্ষসেন্দ্রং বিভীষণম্।
ধার্ম্মিকং ভক্তিমন্তঞ্চ ভক্তানুগতবৎসলম্ ॥১৩

ততঃ প্রত্যাহৃতা ভার্য্যা নষ্টা বেদশ্রুতির্যথা।
তয়ৈব সহিতঃ সাধ্ব্যা পত্ন্যা রামো মহাযশাঃ ॥১৪

গত্বা ততোঽতিত্বরিতঃ স্বাং পুরীং রঘুনন্দনঃ।
অধ্যাবসৎ ততোঽযোধ্যামযোধ্যাং দ্বিষতাং প্রভুঃ॥১৫

ততঃ প্রতিষ্ঠিতো রাজ্যে রামো নৃপতিসত্তমঃ।
বরং ময়া যাচিতোঽসৌ রামো রাজীবলোচনঃ ॥১৬

যাবদ্ রাম কথেয়ং তে ভবেল্লোকেষু শত্রুহন্।
তাবজ্জীবেয়মিত্যেবং তথাস্ত্বিতি চ সোঽব্রবীৎ ॥১৭

সীতাপ্রসাদাচ্চ সদা মামিহস্থমরিন্দম।
উপতিষ্ঠন্তি দিব্যা হি ভোগা ভীম যথেপ্সিতাঃ ॥১৮

সুবিশাল শরীরধারী গৃধ্র সম্পাতি আমাদিগকে বলিল যে, সীতা রাবণের লঙ্কাপুরীতে আছেন।৫

অনন্তর অনায়াসে মহৎকর্ম্মকারী শ্রীরামচন্দ্রের কার্য্যসিদ্ধির জন্য আমি শতযোজন বিস্তৃত সমুদ্রকে সহসাই উল্লঙ্ঘন করিলাম।৬

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি নিজ বীর্য্যে মকরালয় সাগরকে উল্লঙ্ঘন করত জনকদুহিতা দেবকন্যাসদৃশী শ্রীসীতাদেবীকে রাবণের গৃহে (অশোকবনে) দেখিলাম। রাঘবপ্রিয়া বিদেহরাজকন্যা দেবী সীতার সহিত তথায় মিলিত হইয়া বৃহৎ প্রাচীর, অট্টালিকা ও তোরণদ্বারবিশিষ্ট লঙ্কাপুরীকে নিঃশেষে দগ্ধ করিয়া শ্রীরামের নাম উদ্ঘোষণ করত তাঁহার নিকটে ফিরিয়া আসিলাম।৭-৯

আমার কথা শুনিয়া রাজীবলোচন শ্রীরাম অতি সত্বর বানরসৈন্য সমভিব্যাহারে সমুদ্রে সেতুবন্ধন করত কোটি কোটি বানরের সহিত সমুদ্র পার হইলেন এবং বীরবর শ্রীরাম যুদ্ধে সবংশে নিশাচরেন্দ্র লোকপীড়ক রাবণকে রাক্ষসগণ এবং ভ্রাতৃবন্ধু ও পুত্রগণের সহিত বধ করিলেন।১০-১২

তারপর ধর্ম্মাত্মা, ভক্তিমান্ এবং ভক্ত ও সেবকগণের উপর স্নেহপরায়ণ রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণকে লঙ্কা রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া ক্ষয়প্রাপ্ত বৈদিকী শ্রুতির ন্যায় হৃতা সীতাকে উদ্ধার করত মহাযশস্বী শ্রীরাম সেই সাধ্বী পত্নীর সহিত ত্বরান্বিত হইয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন। তারপর শত্রুগণকে বশীভূতকারী শ্রীরাম অযোধ্যার রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া অজেয় রাজপুরীতে বাস করিতে লাগিলেন। নৃপশ্রেষ্ঠ রাম রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলে তখন আমি কমলনয়ন শ্রীরামের নিকট বর চাহিয়াছিলাম যে, হে রাম! হে শত্রুদমন! যতদিন আপনার কথা জগতে প্রচলিত থাকিবে, ততদিন আমি এই সংসারে জীবিত থাকিব। তিনিও 'তথাস্তু' বলিয়া আমাকে সেই বরই দিয়াছিলেন।১৩-১৭

দশবর্ষ সহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
রাজ্যং কারিতবান্ রামস্ততঃ স্বভবনং গতঃ ॥১৯

তদিহাপ্সরসস্তাত গন্ধর্বাশ্চ সদানঘ।
তস্য বীরস্য চরিতং গায়ন্তো রময়ন্তি মাম্ ॥২০

অয়ঞ্চ মার্গো মর্ত্যানামগম্যঃ কুরুনন্দন।
ততোহহং রুদ্ধবান্ মার্গং তবেমং দেবসেবিতম্ ॥২১

ধর্ষয়েদ্ বা শপেদ্ বাপি মা কশ্চিদিতি ভারত।
দিব্যো দেবপথো হ্যেষ নাত্র গচ্ছন্তি মানুষাঃ।
যদর্থমাগতশ্চ'সি অতএব সরশ্চ তৎ ॥২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়াং হনুমদ্ভীমসংবাদে অষ্টচত্বারিংশ-দধিকশততমোহধ্যায়ঃ ॥১৪৮

হে শত্রুদমন ভীম! সীতাদেবীর কৃপায় এইখানে বসবাসকারী আমার নিকট সদা আমার ইচ্ছানুসারে দিব্য ভোগসমূহ উপস্থিত হয়।১৮

এগার হাজার বৎসর রাজত্ব করিবার পর শ্রীরাম স্বভবন বৈকুণ্ঠধামে চলিয়া যান।১৯

হে নিষ্পাপ! তদবধি এখানে গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা-গণ নিত্যই আমাকে শ্রীরামচন্দ্রের নাম, লীলা ও গুণগান করত শুনাইয়া পরম আনন্দ দান করে।২০

হে কুরুনন্দন! এই পথ মানুষের পক্ষে অগম্য; এজন্য আমি দেবসেবিত তোমার এই মার্গ রুদ্ধ করিয়া অবস্থিত ছিলাম।২১

হে ভারত! এ পথে গেলে তোমাকে কেহ শাপ দান করিতে পারেন বা তিরস্কার করিতে পারেন। এটি দিব্য দেবপথ, এখানে মনুষ্যগণ আসে না। যেজন্য এখানে আসিয়াছ; সেই কমলের সরোবর তো এই তোমার সম্মুখেই বিরাজমান।

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে হনুমান্ ও ভীমসেনের আলাপবিষয়ক অষ্টচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৪৮

একোনপঞ্চাশদধিকশততমোহধ্যায়ঃ।

[হনুমতা চতুর্যুগধর্মাণাং বর্ণনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমুক্তো মহাবাহুর্ভীমসেনঃ প্রতাপবান্।
প্রণিপত্য ততঃ প্রীত্যা ভ্রাতরং হৃষ্টমানসঃ ॥১

উবাচ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা হনূমন্তং কপীশ্বরম্।
ময়া ধন্যতরো নাস্তি যদার্য্যং দৃষ্টবানহম্ ॥২

একোনপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

[হনুমান্‌কর্ত্তৃক চারিযুগের ধর্ম্ম বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হনুমান্ এই কথা বলিলে প্রতাপশালী মহাবাহু ভীমসেন ভ্রাতা পবননন্দনকে হৃষ্টচিত্তে প্রণাম করিয়া মধুর বাক্যে কপিরাজ হনুমান্‌কে বলিলেন,—আমার ন্যায় ভাগ্যবান্ কেহ নাই; কেননা, আমি আজ পূজ্য আপনার দর্শন পাইয়াছি।১-২

অনুগ্রহো মে সুমহাংস্তৃপ্তিশ্চ তব দর্শনাৎ।
একং তু কৃতমিচ্ছামি ত্বয়াদ্য প্রিয়মাত্মনঃ ॥৩
যৎ তে তদাসীৎ প্লবতঃ সাগরং মকরালয়ম্।
রূপমপ্রতিমং বীর তদিচ্ছামি নিরীক্ষিতুম্ ॥৪
এবং তুষ্টো ভবিষ্যামি শ্রদ্ধাস্যামি চ তে বচঃ।
এবমুক্তঃ স তেজস্বী প্রহস্য হরিরব্রবীৎ ॥৫
ন তচ্ছক্যং ত্বয়া দ্রষ্টুং রূপং নান্যেন কেনচিৎ।
কালাবস্থা তদা হ্যন্যা বর্ত্ততে সা ন সাম্প্রতম্ ॥৬
অন্যঃ কৃতযুগে কালস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরঃ।
অয়ং প্রধ্বংসনঃ কালো নাদ্য তদ্ রূপমস্তি মে ॥৭
ভূমির্নদ্যো নগাঃ শৈলাঃ সিদ্ধা দেবা মহর্ষয়ঃ।
কালং সমনুবর্ত্তন্তে যথা ভাবা যুগে যুগে ॥৮

বলবর্ষ্ম প্রভাবা হি প্রহীয়ন্ত্যুদ্ভবন্তি চ।
তদলং বত তদ্ রূপং দ্রষ্টুং কুরুকুলোদ্বহ।
যুগং সমনুবর্তামি কালো হি দুরতিক্রমঃ ॥৯

ভীম উবাচ।

যুগসংখ্যাং সমাচক্ষ্ব আচারঞ্চ যুগে যুগে।
ধর্ম-কামার্থভাবাংশ্চ কর্ম-বীর্য্যে ভবাভবৌ ॥১০

হনুমানুবাচ।

কৃতং নাম যুগং তাত যত্র ধর্মঃ সনাতনঃ।
কৃতমেব ন কর্তব্যং তস্মিন্ কালে যুগোত্তমে ॥১১
ন তত্র ধর্মাঃ সীদন্তি ক্ষীয়ন্তে ন চ বৈ প্রজাঃ।
ততঃ কৃতযুগং নাম কালেন গুণতাং গতম্ ॥১২

আমার প্রতি আপনার অনুগ্রহও যেমন অপরিসীম, তেমনই আপনার দর্শনে আমার তৃপ্তিও অপরিসীম। আপনার দ্বারা আমার একটি প্রিয় কার্য্য করাইতে চাই। বীর। আপনি যে বিরাট শরীরে মকরালয়সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, আমি সেই অতুলনীয় রূপ দর্শন করিতে চাই।৩-৪

ইহাতে যেমন আমার আনন্দও হইবে, তেমনই আপনার সামর্থ্য সম্বন্ধে বিশ্বাসও উৎপন্ন হইবে। ভীমের কথা শুনিয়া তখন হনুমান্ উচ্চহাস্য করিয়া বলিলেন।৫

আমার সেরূপ দর্শন করিবার সামর্থ্য তোমার বা অন্য কোন মানুষেরই নাই। সেই সময়ে অবস্থা ভিন্ন ছিল, কিন্তু কালের পরিবর্ত্তনবশতঃ এখন তাহা নাই।৬

সত্যযুগে কালপ্রভাব একরূপ, ত্রেতায় আবার অন্যরূপ এবং পুনরায় দ্বাপরে তাহা হইতে ভিন্নরূপ, আবার এখন কাল হইল ধ্বংসাত্মক, সেইজন্য আমার সেরূপ রূপ নাই।৭

প্রতিযুগের ভাবানুসারে ভূমি, নদী, পর্ব্বত, সিদ্ধ, দেবতা ও মহর্ষিগণ সকলেই কালের অনুবর্ত্তন করেন।৮

বল, শরীর ও প্রভাব কাল অনুসারে হ্রাস পায় এবং বর্দ্ধিতও হয়। হে কুরুকুলজাত। সেই হেতু অবিকল আমার সে রূপ তুমি দেখিতে পাইবে না। আমিও যুগেরই অনুবর্ত্তন করিয়া থাকি; যেহেতু কাল দুরতিক্রমণীয়।৯

ভীম বলিলেন,—আপনি যুগের সংখ্যা, যুগোচিত আচার এবং যুগানুসারে ধর্ম্ম, অর্থ কামের যে তত্ত্ব, (শুভাশুভ) কার্য্য ও শক্তি এবং উৎপত্তি ও বিনাশ—এই সকল আমার নিকট কীর্ত্তন করুন।১০

হনুমান্ বলিলেন,—তাত! কৃতনামক যে প্রথম যুগ, ঐ যুগে সনাতন ধর্ম্ম চারিপাদেই পূর্ণরূপে অবস্থিত ছিল। ঐ উত্তম যুগে মানুষ নিজ কর্ত্তব্য শুভ কর্ম্মসকল করিয়াই ফেলিত, কিছুই অবশিষ্ট রাখিত না। (সেইজন্য "কৃতম্ এব সর্ব্বং শুভং কর্ম যস্মিন্ যুগে, স কৃতঃ যুগঃ" এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে কৃতযুগ নাম কথিত হয়।)।১১

দেব-দানব-গন্ধর্ব-যক্ষ-রাক্ষস-পন্নগাঃ।
নাসন্ কৃতযুগে তাত তদা ন ক্রয়বিক্রয়ঃ ॥১৩

ন সামঋগ্-যজুর্বর্ণাঃ ক্রিয়া নাসীচ্চ মানবী।
অভিধ্যায় ফলং তত্র ধর্মঃ সন্ন্যাস এব চ ॥১৪

ন তস্মিন্ যুগসংসর্গে ব্যাধয়ো নেন্দ্রিয়ক্ষয়ঃ।
নাসূয়া নাপি রুদিতং ন দর্পো নাপি বৈকৃতম্ ॥১৫

ন বিগ্রহঃ কুতস্তন্দ্রী ন দ্বেষো ন চ পৈশুনম্।
ন ভয়ং নাপি সন্তাপো ন চের্ষ্যা ন চ মৎসরঃ ॥১৬

ততঃ পরমকং ব্রহ্ম সা গতির্যোগিনাং পরা।
আত্মা চ সর্বভূতনাং শুক্লো নারায়ণস্তদা ॥১৭

ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চ কৃতলক্ষণাঃ।
কৃতে যুগে সমভবন্ স্বকর্মনিরতাঃ প্রজাঃ ॥১৮

সমাশ্রয়ং সমাচারং সমজ্ঞানঞ্চ কেবলম্।
তদা হি সমকর্মাণো বর্ণা ধর্মানবাপ্নুবন্ ॥১৯

একদেবসদাযুক্তা একমন্ত্রবিধিক্রিয়াঃ।
পৃথগ্ধর্মাস্ত্বেকবেদা ধর্মমেকমনুব্রতাঃ ॥২০

ঐ যুগে ধর্ম্মের হ্রাস হইত না। পিতা মাতা বর্ত্তমান থাকিতে সন্তানের নাশ হইত না। তারপর কাল-ধর্ম্মানুসারে ঐ কৃত যুগের গৌণতা আসিল।১২

দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও নাগ ছিল না অর্থাৎ ইহাদের যোনিগত ভেদ থাকিলেও সকলেই ধর্ম্মপরায়ণ হওয়ায় আচরণে কোন ভেদ ছিল না এবং সেই যুগে ক্রয় ও বিক্রয়রূপ বাণিজ্যও ছিল না।১৩

ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ব এই চারিবেদের মন্ত্রসমূহের পৃথক্ বিভাগ ছিল না, কৃষিপ্রভৃতি মানবী ক্রিয়াও ছিল না। ঐ সময় চিন্তনমাত্রেই অভীষ্ট ফলের প্রাপ্তি হইত এবং সন্ন্যাস অর্থাৎ স্বার্থত্যাগই ছিল একমাত্র ধর্ম্ম।১৪

ঐ যুগে কোন প্রকার ব্যাধি ছিল না, ইন্দ্রিয়ের অপটুতা দেখা যাইত না, কেহ কাহারও গুণে দোষারোপ করিত না, দুঃখপ্রযুক্ত ক্রন্দন এবং দর্প অথবা অন্য কোন প্রকার বিকার ছিল না।১৫

কলহ, আলস্য, দ্বেষ, পৈশুন (একের বিরুদ্ধে অপরের নিকটে বলা), ভয়, সন্তাপ, ঈর্ষা ও মাৎসর্য্য ছিল না। (এই শ্লোকে কথিত দোষগুলি সত্যযুগে অধিকাংশ মানুষের মধ্যেই ছিল না—ইহাই বুঝিতে হইবে)।১৬

তখন যোগিগণের পরমা গতি এবং সর্ব্বভূতের আত্মা পরংব্রহ্মস্বরূপ ভগবান্ নারায়ণের বর্ণ ছিল শুক্ল।১৭

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র সকলেই শমদমাদি স্বভাবসিদ্ধ শুভ লক্ষণসম্পন্ন ছিলেন। সত্যযুগে সকল প্রজাই নিজ নিজ বর্ণাশ্রমোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিরত ছিল।১৮

পরব্রহ্ম পরমাত্মাই সকলের একমাত্র আশ্রয় ছিল, তাঁহার প্রাপ্তির জন্যই সকলে সদাচার পালন করিত, সকলের জ্ঞেয়ও একমাত্র তিনিই ছিলেন এবং তাঁহার প্রাপ্তির জন্যই সকলে সৎকর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করিত এইরূপে সকলে উত্তম ধর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হইত।১৯

একমাত্র দেবতা পরব্রহ্মেই সকলের চিত্ত সংলগ্ন ছিল, এক পরব্রহ্মেরই (বিভিন্ন) মন্ত্রের উপাসনা এবং তাঁহারই সেবা ও পূজা করিত; বর্ণাশ্রমানুসারে পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও সকলে একমাত্র বেদকেই এবং বেদপ্রতিপাদ্য সনাতন ধর্ম্মকেই মানিত।২০

চাতুরাশ্রম্যযুক্তেন কর্মণা কালযোগিনা ।
অকামফলসংযোগাৎ প্রাপ্নুবন্তি পরাং গতিম্ ॥২১

আত্মযোগসমাযুক্তো ধর্মোহয়ং কৃতলক্ষণঃ ।
কৃতে যুগে চতুষ্পাদশ্চাতুর্বর্ণ্যস্য শাশ্বতঃ ॥২২

এতৎ কৃতযুগং নাম ত্রৈগুণ্যপরিবর্জিতম্ ।
ত্রেতামপি নিবোধ ত্বং যস্মিন্ সত্রং প্রবর্ততে ॥২৩

পাদেন হ্রসতে ধর্মো রক্ততাং যাতি চাচ্যুতঃ ।
সত্যপ্রবৃত্তাশ্চ নরাঃ ক্রিয়াধর্মপরায়ণাঃ ॥২৪

ততো যজ্ঞাঃ প্রবর্তন্তে ধর্মাশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ ।
ত্রেতায়াং ভাবসঙ্কল্পাঃ ক্রিয়াদানফলোপগাঃ ॥২৫

প্রচলন্তি ন বৈ ধর্মাৎ তপোদানপরায়ণাঃ ।
স্বধর্মস্থাঃ ক্রিয়াবন্তো নরাস্ত্রেতাযুগেহভবন্ ॥২৬

দ্বাপরে চ যুগে ধর্মো দ্বিভাগোনঃ প্রবর্ত্ততে ।
বিষ্ণুর্বৈ পীততাং যাতি চতুর্ধা বেদ এব চ ॥২৭

ততোহন্যে চ চতুর্বেদাস্ত্রিবেদাশ্চ তথাপরে ।
দ্বিবেদাশ্চৈকবেদাশ্চাপ্যনৃচশ্চ তথাপরে ॥২৮

এবং শাস্ত্রেষু ভিন্নেষু বহুধা নীয়তে ক্রিয়া ।
তপোদানপ্রবৃত্তা চ রাজসী ভবতি প্রজা ॥২৯

একবেদস্য চাজ্ঞানাদ্ বেদাস্তে বহবঃ কৃতাঃ ।
সত্ত্বস্য চেহ বিভ্রংশাৎ সত্যে কশ্চিদবস্থিতঃ ॥৩০

সত্যাৎ প্রচ্যবমানানাং ব্যাধয়ো বহবোহভবন্ ।
কামাশ্চোপদ্রবাশ্চৈব তদা বৈ দৈবকারিতাঃ ॥৩১

যৈরর্দ্যমানাঃ সুভৃশং তপস্তপ্যন্তি মানবাঃ ।
কামকামাঃ স্বর্গকামা যজ্ঞাংস্তন্বন্তি চাপরে ॥৩২

যথাসময়ে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারি আশ্রমের ধর্ম্ম নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠান করিয়া সকল মানুষই পরমা গতি প্রাপ্ত হয় ।২১

পরমাত্মাতে চিত্তবৃত্তি স্থাপিত করিয়া তাঁহার সহিত একতাপ্রাপ্তিকারক যোগই সত্যযুগের বিশেষ লক্ষণ । এই যুগে চারিবর্ণের বিহিত ধর্ম্মই চারিপাদে পূর্ণরূপে নিত্যই বর্ত্তমান ছিল ।২২

ত্রৈগুণ্যবর্জ্জিত এই কৃতযুগের কথা বলা হইল । এখন যে যুগে যাগযজ্ঞাদির বিশেষ প্রবর্ত্তন হইয়াছিল, সেই ত্রেতাযুগের কথা শুন ।২৩

এ যুগে ধর্ম্মের একপাদ হ্রাস হয় এবং নারায়ণ রক্তবর্ণ রূপ ধারণ করেন । মানুষ সত্যনিষ্ঠ ও ক্রিয়াত্মক ধর্ম্মপরায়ণ হয় ।২৪

ত্রেতাযুগেই বিশেষ করিয়া যজ্ঞরূপ ধর্ম্ম এবং নানা প্রকার সৎকর্ম্ম প্রসিদ্ধি ও প্রচার লাভ করে । ত্রেতাযুগে ভাবনা ও সঙ্কল্প অনুসারে কর্ম্ম ও দানের ফল লাভ হয় ।২৫

এই যুগে মানুষ তপস্যা ও দানে নিরত হইয়া ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হয় না; সকলেই স্ব স্ব ধর্ম্মনিষ্ঠ ক্রিয়াবান্ হইয়া থাকে ।২৬

দ্বাপরযুগে ধর্ম্মের দুইপাদ হ্রাস পায় এবং বিষ্ণুও পীতবর্ণ প্রাপ্ত হন এবং বেদও চারিভাগে বিভক্ত হন ।২৭

ঐ যুগে কিছু সংখ্যক ব্রাহ্মণ চারিবেদের, কিছু সংখ্যক তিন বেদের, কিছু সংখ্যক দুই বেদের, কিছু সংখ্যক একবেদের জ্ঞান লাভ করেন এবং অন্য কিছু সংখ্যক ব্রাহ্মণ বেদজ্ঞানশূন্য হন ।২৮

এইরূপে শাস্ত্রভেদানুসারে কর্ম্মভেদ হয়; প্রজাও তপস্যা ও দান এই দুইটি মাত্র ধর্ম্মে বিশেষভাবে প্রবৃত্ত হইয়া রাজসস্বভাব প্রাপ্ত হয় ।২৯

সম্পূর্ণ এক বেদের জ্ঞান লাভ করা সাধ্যায়ত্ত না হওয়ায় প্রত্যেক বেদেরই শাখা ভেদ করিয়া উহার রক্ষার ব্যবস্থা করা হয় । অধিকাংশ লোকই সত্ত্বগুণ হইতে বিচলিত হয় এবং অল্পসংখ্যক লোকই সত্যকে অবলম্বন করিয়া অবস্থান করেন ।৩০

এবং দ্বাপরমাসাদ্য প্রজাঃ ক্ষীয়ন্ত্যধর্মতঃ।
পাদেনৈকেন কৌন্তেয় ধর্মঃ কলিযুগে স্থিতঃ ॥৩৩
তামসং যুগমাসাদ্য কৃষ্ণো ভবতি কেশবঃ।
বেদাচারাঃ প্রশাম্যন্তি ধর্মযজ্ঞক্রিয়াস্তথা ॥৩৪
ঈতয়ো ব্যাধয়স্তন্দ্রী দোষাঃ ক্রোধাদয়স্তথা।
উপদ্রবাঃ প্রবর্ত্তন্তে আধয়ঃ ক্ষুদ্ভয়ং তথা ॥৩৪
যুগেষ্বাবর্ত্তমানে তু লোকো ব্যাবর্ত্ততে পুনঃ।
ধর্মে ব্যাবর্ত্তমানে তু লোকো ব্যাবর্ত্ততে পুনঃ ॥৩৬
লোকে ক্ষীণে ক্ষয়ং যান্তি ভাবা লোকপ্রবর্ত্তকাঃ।
যুগক্ষয়কৃতা ধর্মাঃ প্রার্থনানি বিকুর্বতে ॥৩৭

সত্য হইতে বিচ্যুত হওয়ায় প্রজাগণের মধ্যে বহু প্রকার ব্যাধির আবির্ভাব হয় এবং অনেক প্রকার কামনার জালে পড়িয়া দৈব উৎপাতের কবলিত হয়।৩১

উক্ত ব্যাধি ও দৈব উপদ্রবে পীড়িত হইয়াই লোক তপস্যায় প্রবৃত্ত হয় এবং স্বর্গাদি নানা প্রকার কামনায় বশীভূত হইয়া যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে।৩২

এইরূপে দ্বাপরযুগে অধর্ম্মের প্রভাবে প্রজা ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। হে কুন্তীপুত্র! কিন্তু কলিযুগে ধর্ম্ম একপাদমাত্রে অবস্থান করে।৩৩

এই তামস যুগে ভগবান্ কেশব কৃষ্ণরূপ প্রাপ্ত হন। বৈদিক আচার এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম ও যজ্ঞাদি কর্ম্ম নষ্টপ্রায় হয়।৩৪

ঈতি*, ব্যাধি, আলস্য, ক্রোধাদি দোষ, মানস রোগ এবং ক্ষুধা ও পিপাসার ভয় বৃদ্ধি পায়।৩৫

এতং কলিযুগং নাম অচিরাদ্ যৎ প্রবর্ত্ততে।
যুগানুবর্ত্তনং ত্বেতৎ কুর্বন্তি চিরজীবিনঃ ॥৩৮
যচ্চ তে মৎপরিজ্ঞানে কৌতূহলমরিন্দম।
অনর্থকেষু কো ভাবঃ পুরুষস্য বিজানতঃ ॥৩৯
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি।
যুগসংখ্যাং মহাবাহো স্বস্তি প্রাপ্নুহি গম্যতাম্ ॥৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশতীর্থযাত্রায়াং কদলীষণ্ডে হনুমদ্ভীমসংবাদে একোনপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।১৪৯

যুগসমূহের পরিবর্ত্তন অনুসারে ধর্ম্মের হ্রাস হয়। ধর্ম্মের হ্রাস হওয়ায় লোকের সুখও ক্ষীণ হয়।৩৬

লোকের সুখ ক্ষীণ হইলে লোকস্থিতির মূল মানুষের সদ্ভাবগুলি হ্রাস প্রাপ্ত হয়। যুগক্ষয়-জনিত ধর্ম্ম মানুষের প্রার্থনার বিপরীত ফল প্রদান করে।৩৭

এই কলিযুগ শীঘ্রই আসিয়া উপস্থিত হইবে। চিরজীবিগণও ইহার অনুবর্ত্তন করেন।৩৮

আমার পূর্ব্বরূপ দর্শনে তোমার যে এই কৌতূহল, ইহা অনর্থক; বুদ্ধিমান্ মানুষের এইরূপ অনর্থক কৌতূহল হওয়া উচিত নয়।৩৯

হে মহাবাহো! যুগসংখ্যার বিষয়ে তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা আমি তোমাকে বলিলাম। তোমার মঙ্গল হউক, তুমি এখন যাও।৪০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে কদলীবনে হনুমান্ ও ভীমসেনের সংবাদবিষয়ক একোনপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৪৯

---

* অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টিঃ শলভা মূষিকাঃ খগাঃ।
প্রত্যাসন্নাশ্চ রাজানঃ ষড়েতে ঈতয়ঃ স্মৃতাঃ॥

পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[ভীমসেনাগ্রহেণ তৎসমীপে হনুমতো স্বীয় বিশালদেহস্য প্রকটীকরণম্, চাতুর্বর্ণ্যধর্মাণাং প্রতিপাদনঞ্চ ।]

ভীমসেন উবাচ ।

পূর্বরূপমদৃষ্ট্বা তে ন যাস্যামি কথঞ্চন ।
যদি তেঽহমনুগ্রাহ্যো দর্শয়াত্মানমাত্মনা ॥১

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

এবমুক্তস্তু ভীমেন স্মিতং কৃত্বা প্লবঙ্গমঃ ।
তদ্ রূপং দর্শয়ামাস যদ্ বৈ সাগরলঙ্ঘনে ॥২

ভ্রাতুঃ প্রিয়মভীপ্সন্ বৈ চকার সুমহদ্ বপুঃ ।
দেহস্তস্য ততোঽতীব বর্ধত্যায়ামবিস্তরৈঃ ॥৩

সক্রমং কদলীষণ্ডং ছাদয়ন্নমিতদ্যুতিঃ ।
গিরেশ্চোচ্ছ্রয়মাক্রম্য তস্থৌ তত্র চ বানরঃ ॥৪

সমুচ্ছ্রিতমহাকায়ো দ্বিতীয় ইব পর্বতঃ ।
তাম্রেক্ষণস্তীক্ষ্ণদংষ্ট্রো ভ্রুকুটীকুটিলাননঃ ॥৫
দীর্ঘলাঙ্গুলমাবিধ্য দিশো ব্যাপ্য স্থিতঃ কপিঃ ।
তদ্ রূপং মহদালক্ষ্য ভ্রাতুঃ কৌরবনন্দনঃ ॥৬
বিসিস্মিয়ে তদা ভীমো জহৃষে চ পুনঃ পুনঃ ।
তমর্কমিব তেজোভিঃ সৌবর্ণমিব পর্বতম্ ॥৭
প্রদীপ্তমিব চাকাশং দৃষ্ট্বা ভীমো ন্যমীলয়ৎ ।
আবভাষে চ হনুমান্ ভীমসেনং স্ময়ন্নিব ॥৮
এতাবদিহ শক্তস্ত্বং দ্রষ্টুং রূপং মমানঘ ।
বর্ধেঽহং চাপ্যতো ভূয়ো যাবন্মে মনসি স্থিতম্
ভীমশত্রুষু চাত্যর্থং বর্ধতে মূর্তিরোজসা ॥৯

পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় ।

[ভীমসেনের আগ্রহে তাঁহার সমীপে হনুমানের নিজ বিশাল দেহের প্রকটীকরণ এবং চাতুর্ব্বর্ণবিহিত ধর্ম্মের প্রতিপাদন।]

ভীমসেন বলিলেন,—আমি আপনার পূর্ব্বরূপ দর্শন না করিয়া যাইব না। আপনি যদি আমাকে অনুগ্রহের যোগ্য মনে করেন, তবে আপনি আপনার সেই রূপ দেখান।১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভীমসেন এই কথা বলিলে তখন বানর মৃদু হাস্য করিয়া সাগর-লম্ফনের সেই প্রসিদ্ধ রূপ দর্শন করাইলেন।২

ভ্রাতা ভীমের প্রীতির জন্য তিনি তাঁহার শরীরকে ক্রমশঃ বাড়াইতে লাগিলেন। অমিত-তেজস্বী সেই হনুমান্ নিজ শরীর বাড়াইতে বাড়াইতে কদলীবনকে ঢাকিয়া ফেলিয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গকেও ছাড়াইয়া উপরে উঠিলেন।৩-৪

তাঁহার অত্যুচ্চ শরীর দ্বিতীয় গন্ধমাদন পর্ব্বতের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল। তাহার মধ্যে তাঁহার তাম্রবর্ণ চক্ষু ও তীক্ষ্ণ দাঁত এবং ললাটে ভ্রূকুটি দেখা যাইতে লাগিল।৫

সুদীর্ঘ লেজটি হিলাইতে দুলাইতে তিনি চারিদিক ব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভ্রাতার সেই বিরাট্ শরীর দেখিয়া কৌরবগণের আনন্দবর্ধন ভীম বিস্মিত হইলেন এবং পুনঃ পুনঃ হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার সূর্য্যতুল্য তেজস্বী সুবর্ণময় পর্ব্বতসদৃশ সেই রূপ তখন সমগ্র আকাশ-মণ্ডলকে যেন আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিল। ভীম সেই রূপ দেখিয়া দুই চক্ষু নিমীলিত করিলেন। তখন হনুমান্ যেন মৃদু হাস্য করিতে করিতেই ভীমকে বলিলেন।৬-৮

হে অনঘ। তুমি এই পর্য্যন্তই আমার রূপ দেখিতে সমর্থ। আমি পুনরায় আমার ইচ্ছানুসারে আরও বর্দ্ধিত হইতে পারি। ভীম। আমার শত্রুর নিকট আমি আরও অধিক ভয়ানক রূপ ধারণ করিতে পারি।৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তদদ্ভুতং মহারৌদ্রং বিন্ধ্যপর্বতসন্নিভম্।
দৃষ্ট্বা হনূমতো বর্ষ্ম সন্ত্রান্তঃ পবনাত্মজঃ ॥১০
প্রত্যুবাচ ততো ভীমঃ সম্প্রাহৃষ্টতনূরুহঃ।
কৃতাঞ্জলিরদীনাত্মা হনূমন্তমবস্থিতম্ ॥১১
দৃষ্টং প্রমাণং বিপুলং শরীরস্যাস্য তে বিভো।
সংহরস্ব মহাবীর্য্য স্বয়মাত্মানমাত্মনা ॥১২
ন হি শক্নোমি ত্বাং দ্রষ্টুং দিবাকরমিবোদিতম্।
অপ্রমেয়মনাধৃষ্যং মৈনাকমিব পর্বতম্ ॥১৩
বিস্ময়শ্চৈব মে বীর সুমহান্ মনসোঽদ্য বৈ।
যদ্ রামস্ত্বয়ি পার্শ্বস্থে স্বয়ং রাবণমভ্যগাৎ ॥১৪
ত্বমেব শক্তস্তাং লঙ্কাং সযোধাং সহবাহনাম্।
স্ববাহুবলমাশ্রিত্য বিনাশয়িতুমঞ্জসা ॥১৫
ন হি তে কিঞ্চিদপ্রাপ্যং মারুতাত্মজ বিদ্যতে।
তব নৈকস্য পর্য্যাপ্তো রাবণঃ সগণো যুধি ॥১৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্তু ভীমেন হনূমান্ প্লবগোত্তমঃ।
প্রত্যুবাচ ততো বাক্যং স্নিগ্ধগম্ভীরয়া গিরা ॥১৭

হনুমানুবাচ।

এবমেতন্মহাবাহো যথা বদসি ভারত।
ভীমসেন ন পর্য্যাপ্তো মমাসৌ রাক্ষসাধমঃ ॥১৮
ময়া তু নিহতে তস্মিন্ রাবণে লোককণ্টকে।
কীর্তির্নশ্যেদ্ রাঘবস্য তত এতদুপেক্ষিতম্ ॥১৯
তেন বীরেণ তং হত্বা সগণং রাক্ষসাধমম্।
আনীতা স্বপুরং সীতা কীর্তিশ্চাথ্যাপিতা নৃষু ॥২০
তদ্ গচ্ছ বিপুলপ্রজ্ঞ ভ্রাতুঃ প্রিয়হিতে রতঃ।
অরিষ্টং ক্ষেমমধ্বানং বায়ুনা পরিরক্ষিতঃ ॥২১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! হনুমানের সেই অদ্ভুত বিন্ধ্যপর্ব্বতসদৃশ মহাভয়ানক শরীর দর্শন করিয়া উদারচিত্ত পবননন্দন ভীম পুলকিত হইয়া রোমাঞ্চিতদেহে সসম্ভ্রমে করযোড়ে সম্মুখে অবস্থিত হনুমান্‌কে বলিলেন।১০-১১

হে বিভো! আমি আপনার এই শরীরের বিপুল প্রমাণ দর্শন করিলাম। হে মহাবীর্য্য! আপনি স্বয়ং আপনার এই রূপের উপসংহার করুন।১২

আমি আপনার মৈনাকপর্ব্বতসদৃশ, উদিত সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, অপ্রমেয় ও অনাধৃষ্য রূপ দর্শন করিতে পারিতেছি না।১৩

হে বীর! আমি এই কথা ভাবিয়া মনে মনে বিস্মিত হইতেছি যে, আপনি পার্শ্বে থাকিতে যুদ্ধে স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রকে রাবণের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল।১৪

আপনি একাকীই নিজ বাহুবলেই বাহনসকল ও যোদ্ধাগণের সহিত লঙ্কাপুরীকে অনায়াসে বিনাশ করিতে সক্ষম ছিলেন।১৫

হে মারুতাত্মজ! আপনার অপ্রাপ্য ও অসাধ্য কিছুই নাই। যুদ্ধে সকল রাক্ষসদল সহিত রাবণকে তো আপনি একাই বধ করিতে সক্ষম ছিলেন।১৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভীমের ঐ কথা শুনিয়া তখন বানররাজ হনুমান্ স্নেহযুক্ত মধুর গম্ভীর স্বরে প্রত্যুত্তর করিলেন।১৭

হনুমান্ বলিলেন,—হে ভারত! হে মহাবাহু ভীমসেন! তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা ঠিকই। হে ভীমসেন! ঐ রাক্ষসাধম বস্তুতঃ আমার সম্মুখীন হইবার যোগ্য ছিল না।১৮

আমি যদি লোকসকলের কণ্টকস্বরূপ রাবণকে বিনাশ করিতাম, তবে শ্রীরামের কীর্ত্তি নষ্ট হইত; এজন্য আমি উহাকে উপেক্ষা করিয়াছি।১৯

বীরবর শ্রীরামচন্দ্র সৈন্যগণের সহিত ঐ রাক্ষসাধম রাবণকে বধ করিয়া সীতাদেবীকে উদ্ধার করিয়া

এষ পন্থাঃ কুরুশ্রেষ্ঠ সৌগন্ধিকবনায় তে।
দ্রক্ষ্যসে ধনদোদ্যানং রক্ষিতং যক্ষ-রাক্ষসৈঃ ॥২২

ন চ তে তরসা কার্য্যঃ কুসুমাবচয়ঃ স্বয়ম্।
দৈবতানি হি মান্যানি পুরুষেণ বিশেষতঃ ॥২৩

বলি-হোম-নমস্কারৈর্মন্ত্রৈশ্চ ভরতর্ষভ।
দৈবতানি প্রসাদং হি ভক্ত্যা কুর্বন্তি ভারত ॥২৪

মা তাত সাহসং কার্ষীঃ স্বধর্মং পরিপালয়।
স্বধর্মস্থঃ পরং ধর্মং বুধ্যস্ব গময়স্ব চ ॥২৫

ন হি ধর্মমবিজ্ঞায় বৃদ্ধাননুপসেব্য চ।
ধর্মার্থৌ বেদিতুং শক্যৌ বৃহস্পতিসমৈরপি ॥২৬

অধর্মো যত্র ধর্মাখ্যো ধর্মশ্চাধর্মসংজ্ঞিতঃ।
স বিজ্ঞেয়ো বিভাগেন যত্র মুহ্যন্ত্যবুদ্ধয়ঃ ॥২৭

আচারসম্ভবো ধর্মো ধর্মে বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ।
বেদৈর্যজ্ঞাঃ সমুৎপন্না যজ্ঞৈর্দেবাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥২৮

বেদাচারবিধানোক্তৈর্যজ্ঞৈর্ধার্য্যন্তি দেবতাঃ।
বৃহস্পত্যুশনঃপ্রোক্তৈর্নয়ৈর্ধার্য্যন্তি মানবাঃ ॥২৯

পণ্যাকরবণিজ্যাভিঃ কৃষ্যাপোজাবিপোষণৈঃ।
বিত্তয়া ধার্য্যতে সর্বং ধর্মৈরেতৈর্দ্বিজাতিভিঃ ॥৩০

ত্রয়ী বার্তা দণ্ডনীতিস্তিস্রো বিদ্যা বিজানতাম্।
তাভিঃ সম্যক্ প্রযুক্তাভির্লোকযাত্রা বিধীয়তে ॥৩১

জানাতেই মনুষ্যলোকে তাঁহার কীর্ত্তি বিস্তৃত হইয়াছে।২০

হে মহাপ্রজ্ঞ! এখন তুমি ভ্রাতাদের প্রিয় ও হিতকর কার্য্যে তৎপর থাকিয়া বায়ুর দ্বারা সুরক্ষিত ও ক্লেশহীন মার্গে কুশলে গমন কর।২১

কুরুশ্রেষ্ঠ! সৌগন্ধিক পদ্মের বনে যাইবার এই পথ। তুমি সেখানে দেখিতে পাইবে যক্ষ ও রাক্ষসগণের দ্বারা সুরক্ষিত কুবেরের বন আছে।২২

তুমি সহসাই সেই উদ্যান হইতে পুষ্প চয়ন করিবে না; কারণ, দেবতাগণ মানুষের নিকট সর্ব্বদাই বিশেষরূপে সম্মাননীয়।২৩

হে ভরতর্ষভ! বলি, হোম, নমস্কার ও মন্ত্রের দ্বারা ভক্তিসহকারে মনুষ্যগণ দেবগণকে সন্তুষ্ট করিয়া থাকে।২৪

বৎস! তুমি দুঃসাহস করিও না, নিজ ধর্ম্মের পরিপালন কর; স্বধর্ম্মস্থিত হইয়া পরম ধর্ম্মকে জান এবং উহার আচরণ করিতে যত্ন কর।২৫

ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু না জানিয়া ও বৃদ্ধ জ্ঞানী পুরুষের সেবা না করিয়া বৃহস্পতিতুল্য জ্ঞানী মানুষও ধর্ম্ম ও অর্থকে জানিতে পারে না।২৬

যে স্থলে অধর্ম্মকেই ধর্ম্ম বলা হয় এবং যে স্থলে ধর্ম্মকেই অধর্ম্ম বলা হয়, সেইস্থলে ধর্ম্ম বা অধর্ম্মের পৃথক্ ভাবে বিভাগানুসারে প্রকৃত তত্ত্ব বিশেষরূপে জানা প্রয়োজন। কেননা, ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিষয়ে বুদ্ধিহীন লোক মোহিত হইয়া পড়ে।২৭

আচার হইতেই ধর্ম্মের উৎপত্তি এবং ধর্ম্মেই বেদসমূহ প্রতিষ্ঠিত। সেই বেদসমূহ হইতে যজ্ঞসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে এবং যজ্ঞের দ্বারাই দেবতাগণের স্থিতি লাভ হয়।২৮

বেদ, শিষ্টাচার ও স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের বিধান হইতে প্রাপ্ত যজ্ঞাদির দ্বারা দেবতাগণ জীবন ধারণ করেন এবং মানুষ জীবন ধারণ করে বৃহস্পতি, উশনাঃ প্রভৃতির উক্ত নীতিশাস্ত্রের দ্বারা।২৯

ক্রয়-বিক্রয়, করগ্রহণ, বাণিজ্য, কৃষি, গো, ছাগ ও মেষ প্রভৃতির পালন এবং শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এই সকল ধর্ম্মানুকূল বৃত্তি দ্বারা দ্বিজাতিগণ সমস্ত জগৎকে রক্ষা করেন।৩০

সা চেদ্ ধর্মকৃতা ন স্যাৎ ত্রয়ীধর্মমৃতে ভুবি।
দণ্ডনীতিমৃতে চাপি নির্মর্য্যাদমিদং ভবেৎ ॥৩২

বার্ত্তাধর্মে হ্যবর্ত্তন্ত্যো বিনশ্যেয়ুরিমাঃ প্রজাঃ।
সুপ্রবৃত্তৈস্ত্রিভির্হ্যেতৈর্ধর্মং সূয়ন্তি বৈ প্রজাঃ ॥৩৩

দ্বিজাতীনামৃতং ধর্মো হ্যেকশ্চৈবৈকলক্ষণঃ।
যজ্ঞাধ্যয়ন-দানানি ত্রয়ঃ সাধারণাঃ স্মৃতাঃ ॥৩৪

যাজনাধ্যাপনং বিপ্রে ধর্মশ্চৈব প্রতিগ্রহঃ।
পালনং ক্ষত্রিয়াণাং বৈ বৈশ্যধর্মশ্চ পোষণম্ ॥৩৫

শুশ্রূষা চ দ্বিজাতীনাং শূদ্রাণাং ধর্ম উচ্যতে।
ভৈক্ষ্যহোমব্রতৈর্হীনাস্তথৈব গুরুবাসিতাঃ ॥৩৬

ক্ষত্রধর্মোঽত্র কৌন্তেয় তব ধর্মোঽত্র রক্ষণম্
স্বধর্মং প্রতিপদ্যস্ব বিনীতো নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥৩৭

বৃদ্ধৈঃ সম্মন্ত্র্য সদ্ভিশ্চ বুদ্ধিমদ্ভিঃ শ্রুতান্বিতৈঃ।
আস্থিতঃ শাস্তি দণ্ডেন ব্যসনী পরিভূয়তে ॥৩৮

নিগ্রহানুগ্রহৈঃ সম্যগ্ যদা রাজা প্রবর্ত্ততে।
তদা ভবন্তি লোকস্য মর্য্যাদাঃ সুব্যবস্থিতাঃ ॥৩৯

তস্মাদ্ দেশে চ দুর্গে চ শত্রু-মিত্র-বলেষু চ।
নিত্যং চারেণ বোদ্ধব্যং স্থানং বৃদ্ধিঃ ক্ষয়স্তথা ॥৪০

রাজ্ঞামুপায়শ্চারশ্চ বুদ্ধিমন্ত্রপরাক্রমাঃ।
নিগ্রহ-প্রগ্রহৌ চৈব দাক্ষ্যং বৈ কার্য্যসাধকম্ ॥৪১

ঋক্, যজুঃ ও সাম—এই বেদত্রয়ী, বার্ত্তা (কৃষি-বাণিজ্যাদি) এবং দণ্ডনীতি—এই তিনটী বিদ্বদ্গণপ্রসিদ্ধ বিদ্যা (ইহার মধ্যে বেদাধ্যয়ন ব্রাহ্মণের, বার্ত্তা বৈশ্যের এবং দণ্ডনীতি ক্ষত্রিয়ের জীবিকাবৃত্তি)। ইহাদের যথার্থরূপে প্রয়োগ হইলেই সমস্ত লোকযাত্রা নির্ব্বাহিত হয়।৩১

এই লোকযাত্রা যদি ধর্ম্মমূলিকা না হয়, বেদোক্ত ধর্ম্মের যদি পালন না হয় এবং দণ্ডনীতির যদি যথাযথ প্রয়োগ না হয়, তবে সমস্ত জগৎ মর্য্যাদাহীন অর্থাৎ বিশৃঙ্খলাপূর্ণ হইবে।৩২

প্রজা যদি বার্ত্তা ও ধর্ম্মকে মানিয়া না চলে, তবে প্রজা অচিরেই বিনাশের সম্মুখীন হইবে। পক্ষান্তরে, এই তিনটীর সুষ্ঠুরূপে প্রয়োগ হইলে প্রজা ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে।৩৪

দ্বিজাতিগণের মুখ্য ধর্ম্ম হইল সত্য (সত্য ভাষণ, সত্য ব্যবহার ও সদ্ভাব), ইহাই ধর্মের এক প্রধান লক্ষণ। যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান এই তিনটি ধর্ম দ্বিজাতিগণের সাধারণ ধর্ম্ম।৩৪

ব্রাহ্মণের বিশেষ ধর্ম্ম—যাজন, অধ্যাপনা ও প্রতিগ্রহ; ক্ষত্রিয়ের বিশেষ ধর্ম্ম—প্রজার পালন এবং বৈশ্যের বিশেষ ধর্ম্ম—পশুপালন।৩৫

দ্বিজাতিগণের সেবাই শূদ্রের বিশেষ ধর্ম্ম; ভিক্ষা, হোম ও গুরুকুলে বাস করিয়া ব্রত পালন ইহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ।৩৬

হে কুন্তীনন্দন! সকলকে রক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, সুতরাং তোমারও ধর্ম্ম ইহাই। তুমি নিজ ধর্ম পালন কর। তুমি বিনয়শীল হও ও ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত কর।৩৭

বেদাদিশাস্ত্রে বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, বহুশ্রুত মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়াই রাজা প্রজাশাসন করিবে; নতুবা ব্যসনী হইলে রাজা পরাভব প্রাপ্ত হইবে।৩৮

রাজা যখন যথাশাস্ত্র নিগ্রহ ও অনুগ্রহের দ্বারা প্রজাগণের শাসন করিবে; তখনই লোক যথার্থ মর্য্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে।৩৯

রাজা দেশস্থ ও দুর্গস্থ জনগণের শত্রু এবং ও মিত্রগণের সেনাবাহিনীর স্থিতি, বৃদ্ধি ও ক্ষয় চারসমূহের দ্বারা সর্ব্বদাই জানিতে সচেষ্ট থাকিবে।৪০

সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চারি উপায়, গুপ্তচর, উত্তম বুদ্ধি সুরক্ষিত মন্ত্রণা, নিগ্রহ, অনুগ্রহ ও দক্ষতা এইগুলি রাজার পক্ষে কার্য্যসিদ্ধির পরম সাধন।৪১

সাম্না দানেন ভেদেন দণ্ডেনোপেক্ষণেন চ।
সাধনীয়ানি কর্ম্মাণি সমাস-ব্যাসযোগতঃ ॥৪২

মন্ত্রমূলা নয়াঃ সর্ব্বে চারাশ্চ ভরতর্ষভ।
সুমন্ত্রিতেন যা সিদ্ধিস্তাং দ্বিজৈঃ সহ মন্ত্রয়েৎ ॥৪৩

স্ত্রিয়া মূঢ়েন বালেন লুব্ধেন লঘুনাপি বা।
ন মন্ত্রয়ীত গুহ্যানি যেষু চোন্মাদলক্ষণম্ ॥৪৪

মন্ত্রয়েৎ সহ বিদ্বদ্ভিঃ শক্তৈঃ কর্মাণি কারয়েৎ।
স্নিগ্ধৈশ্চ নীতিবিন্যাসান্ মূর্খান্ সর্বত্র বর্জয়েৎ ॥৪৫

ধার্মিকান্ ধর্মকার্য্যেষু অর্থকার্য্যেষু পণ্ডিতান্।
স্ত্রীষু ক্লীবান্ নিযুঞ্জীত ক্রূরান্ ক্রূরেষু কর্মসু ॥৪৬

স্বেভ্যশ্চৈব পরেভ্যশ্চ কার্য্যাকার্য্য সমুদ্ভবা।
বুদ্ধিঃ কর্মসু বিজ্ঞেয়া রিপূণাঞ্চ বলাবলম্ ॥৪৭

বুদ্ধ্যা স্বপ্রতিপন্নেষু কুর্য্যাৎ সাধুষ্বনুগ্রহম্।
নিগ্রহং চাপ্যশিষ্টেষু নির্মর্য্যাদেষু কারয়েৎ ॥৪৮
নিগ্রহে প্রগ্রহে সম্যগ্ যদা রাজা প্রবর্ততে।
তদা ভবতি লোকস্য মর্য্যাদা সুব্যবস্থিতা ॥৪৯
এষ তেঽভিহিতঃ পার্থ ঘোরো ধর্মো দুরন্বয়ঃ।
তং স্বধর্মবিভাগেন বিনয়স্থোঽনুপালয় ॥৫০
তপো-ধর্ম-দমেজ্যাভির্বিপ্রা যান্তি যথা দিবম্।
দানাতিথ্যক্রিয়াধর্মৈর্যান্তি বৈশ্যাশ্চ সদ্গতিম্ ॥৫১
ক্ষত্রং যাতি তথা স্বর্গং ভুবি নিগ্রহপালনৈঃ।
সম্যক্ প্রণীতদণ্ডা হি কামদ্বেষবিবর্জিতাঃ।
অলুব্ধা বিগতক্রোধা সতাং যান্তি সলোকতাম্ ॥৫২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি
লোমশতীর্থযাত্রায়াং হনুমদ্ভীমসেনসংবাদে
পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৫০

সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড—এই চারিটী উপায়ের একটী, দুইটী, তিনটী অথবা যুগপৎ চারিটীর প্রয়োগ দ্বারা কার্য্যসমূহ সাধন করা কর্ত্তব্য।৪২

ভরতশ্রেষ্ঠ! সমস্ত নীতিই মন্ত্রণামূলিকা, গুপ্তচর-বৃত্তিও সম্পূর্ণ মন্ত্রমূলিকা; সুমন্ত্রিত উপায়-সমূহের দ্বারাই কার্য্যসিদ্ধি হয়; কিন্তু এই মন্ত্রণা বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণের সহিত করিবে।৪৩

স্ত্রীলোক, মূঢ়, বালক, লোভী, নীচ এবং উন্মাদ ইহাদের সহিত কখনও গুপ্ত মন্ত্রণা করিবে না।৪৪

বিদ্বান্‌গণের সহিত মন্ত্রণা, সমর্থ লোকের দ্বারা কার্য্যসাধন এবং সুহৃদ্‌গণের দ্বারা নীতিবিন্যাস করিবে; কিন্তু মূর্খকে সর্ব্বকার্য্যে বর্জ্জন করিবে।৪৫

ধর্ম্মকার্য্যে ধার্ম্মিকগণকে, অর্থকার্য্যে পণ্ডিত-গণকে, স্ত্রীগণের নিকট ক্লীবের নিয়োগ করিবে এবং ক্রূর ব্যক্তিগণকে ক্রূর কার্য্যে নিযুক্ত করিবে, কার্য্যাকার্য্য বিষয়ে মিত্র ও শত্রু উভয়ের নিকট হইতেই কার্য্যটী করা উচিত কিনা এ বিষয়ে পরামর্শ করিবে এবং শত্রুগণের বলাবল জানিবার চেষ্টা করিবে।৪৭

বুদ্ধির দ্বারা বিচার করত সাধু বলিয়া প্রতিপন্ন ব্যক্তিগণের প্রতি অনুগ্রহ এবং মর্য্যাদা (নীতি) লঙ্ঘনকারী অসাধুগণে প্রতি নিগ্রহের প্রয়োগ করিবে।৪৮

যখন রাজা নিগ্রহ ও অনুগ্রহে যথাযথরূপে প্রবৃত্ত হন, তখনই জগতে মর্য্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।৪৯

হে পার্থ! রাজগণের এই কঠোর ও দুর্বোধ্য ধর্মের কথা বলিলাম, তুমি নিজ ধর্ম্মের বিভাগানুসারে স্থিত হইয়া বিনয়পূর্ব্বক ইহাদের পালন করিবে ॥৫০

যেরূপে তপস্যা, স্বধর্ম্ম, ইন্দ্রিয় সংযম ও যজ্ঞের দ্বারা ব্রাহ্মণগণ উত্তমলোকে গমন করেন, যেরূপে দান, অতিথিসৎকাররূপ স্বধর্ম্ম দ্বারা বৈশ্যগণ সদ্‌গতি পাইয়া থাকেন, সেইরূপ ক্ষত্রিয়গণও এই লোকে নিগ্রহ ও অনুগ্রহের যথাযথ প্রয়োগে স্বর্গলোকে গমন করেন। যাঁহারা দণ্ডনীতি যথোচিত প্রয়োগ করেন, যাঁহারা লোভ ও

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে হনুমান্-ভীমসেনসংবাদবিষয়ে পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৫০

একপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[ভীমায় হনুমত আশ্বাসদানম্, তস্মৈ গমনানুমতিপ্রদায়ান্তর্ধানঞ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ সংহৃত্য বিপুলং তদ্ বপুঃ কামতঃ কৃতম্ ।
ভীমসেনং পুনর্দোর্ভ্যাং পর্য্যষজত বানরঃ ॥১

পরিষক্তস্য তস্যাশু ভ্রাত্রা ভীমস্য ভারত ।
শ্রমো নাশমুপাগচ্ছৎ সর্বং চাসীৎ প্রদক্ষিণম্ ॥২

বলং চাতিবলো মেনে ন মেঽস্তি সদৃশো মহান্ ।
ততঃ পুনরথোবাচ পর্য্যশ্রুনয়নো হরিঃ ॥৩

ভীমমাভাষ্য সৌহার্দাদ্ বাষ্পগদ্গদয়া গিরা ।
গচ্ছ বীর স্বমাবাসং স্মর্তব্যোঽস্মি কথান্তরে ॥৪

ইহস্থশ্চ কুরুশ্রেষ্ঠ ন নিবেদ্যোঽস্মি কর্হিচিৎ ।
ধনদস্যালয়াচ্চাপি বিসৃষ্টানাং মহাবল ॥৫

দেশকাল ইহায়াতুং দেব-গন্ধর্ব-যোষিতাম্ ।
মমাপি সফলং চক্ষুঃ স্মারিতশ্চাস্মি রাঘবম্ ॥৬

রামাভিধানং বিষ্ণুং হি জগদ্ধৃদয়নন্দনম্ ।
সীতাবক্ত্রারবিন্দার্কং দশাস্যধ্বান্তভাস্করম্ ॥৭

মানুষং গাত্রসংস্পর্শং গত্বা ভীম ত্বয়া সহ ।
তদস্মদ্দর্শনং বীর কৌন্তেয়ামোঘমস্তু তে ॥৮

ক্রোধশূন্য এবং রাগ ও দোষবর্জিত, তাঁহারাই সৎপুরুষগণের প্রাপ্য লোকে গমন করেন অর্থাৎ সদ্গতি প্রাপ্ত হন ।৫১-৫২

একপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় ।

[ভীমকে হনুমানের আশ্বাসদান এবং
তাঁহাকে বিদায় দিয়া অন্তর্ধান ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর হনুমান্ স্বেচ্ছাকৃতভাবে বর্দ্ধিত বিশাল শরীর উপসংহার করত দুই বাহুর দ্বারা পুনরায় ভীমসেনকে আলিঙ্গন করিলেন ।১

হে ভারত ! ভ্রাতা হনুমান্ কর্তৃক আলিঙ্গিত হওয়ামাত্রই ভীমের সকল শ্রান্তি তৎক্ষণাৎ দূরীভূত হইল এবং সবকিছুই তাঁহার নিকট অনুকূল বোধ হইতে লাগিল ।২

বলবান্ ভীমসেনের নিজেকে অত্যধিক বলশালী বলিয়া মনে হইতে লাগিল এবং তিনি ভাবিতে লাগিলেন “আমার ন্যায় বলশালী কেহ নাই ।” তারপর হনুমান্ সাশ্রুনয়নে পুনরায় ভীমকে সম্বোধন করিয়া সৌহার্দবশতঃ বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে বলিলেন—হে বীর ! তুমি নিজ আবাসে গমন কর । এবং কথাপ্রসঙ্গে আমার কথা স্মরণ রাখিও ।৩-৪

হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! আমি এই স্থানে বাস করি,—ইহা কাহাকেও বলিবে না । মহাবল ! এখন কুবেরভবন হইতে প্রেরিত দেবাঙ্গনা ও গন্ধর্বরমণীগণের এখানে আসিবার সময় হইয়াছে । তোমাকে দেখিয়া আমার চক্ষু সফল হইয়াছে, তোমাকে স্পর্শ করিয়া আমার বিষ্ণুর অবতার প্রাণিমাত্রের হৃদয়ানন্দদায়ক সীতার বদনকমলের বিকাশকারী ও রাবণরূপ অন্ধকাররাশিনাশকারী সূর্য্যস্বরূপ, লীলাচ্ছলে মানুষবিগ্রহধারী শ্রীরামচন্দ্রের কথা স্মরণ হইতেছে । হে বীর কুন্তীতনয় ভীমসেন ! তুমি যে আমাকে দর্শন করিয়াছ, তাহা অব্যর্থ হউক ।৫-৮

ভ্রাতৃত্বং ত্বং পুরস্কৃত্য বরং বরয় ভারত ।
যদি তাবন্ময়া ক্ষুদ্রা গত্বা বারণসাহ্বয়ম্ ॥৯
ধার্তরাষ্ট্রা নিহন্তব্যা যাবদেতৎ করোম্যহম্ ।
শিলয়া নগরং বাপি মর্দিতব্যং ময়া যদি ॥১০
বদ্ধ্বা দুর্য্যোধনং চাদ্য আনয়ামি তবান্তিকম্ ।
যাবদেতৎ করোম্যদ্য কামং তব মহাবল ॥১১

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ভীমসেনস্তু তদ্ বাক্যং শ্রুত্বা তস্য মহাত্মনঃ ।
প্রত্যুবাচ হনূমন্তং প্রহৃষ্টেনান্তরাত্মনা ॥১২
কৃতমেব ত্বয়া সর্বং মম বানরপুঙ্গব ।
স্বস্তি তেঽস্তু মহাবাহো কাময়ে ত্বাং প্রসীদ মে ॥১৩
সনাথাঃ পাণ্ডবাঃ সর্বে ত্বয়া নাথেন বীর্য্যবান্ ।
তবৈব তেজসা সর্বান্ বিজেষ্যামো বয়ং পরান্ ॥১৪

হে ভারত। আমাকে বড় ভাই মনে করিয়া তুমি আমার নিকট হইতে বর প্রার্থনা কর। যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে আমি হস্তিনাপুরে গিয়া ক্ষুদ্রচিত্ত ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণকে বধ করিতে পারি অথবা সমস্ত নগরটিকে প্রস্তর দ্বারা চূর্ণ করিতে পারি। হে মহাবল। অথবা তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তবে দুর্য্যোধনকে বাঁধিয়া তোমার নিকট আজই উপস্থিত করিতে পারি।৯-১১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভীমসেন সেই মহাত্মা হনুমানের কথা শুনিয়া হৃষ্টচিত্ত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তরে বলিলেন।১২

হে বানরপুঙ্গব। আপনি আমার সমস্ত কার্য্যই সম্পাদন করিয়াই দিয়াছেন বলিয়া আমি মনে করি। শ্রীভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন। হে মহাবাহো। আমার প্রার্থনা—আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।১৩

এবমুক্তস্তু হনুমান্ ভীমসেনমভাষত ।
ভ্রাতৃত্বাৎ সৌহৃদাচ্চৈব করিষ্যামি প্রিয়ং তব ॥১৫
চমূং বিগাহ্য শত্রূণাং শরশক্তিসমাকুলাম্ ।
যদা সিংহরবং বীর করিষ্যসি মহাবল ॥১৬
তদাহং বৃংহয়িষ্যামি স্বরবেণ রবং তব ।
বিজয়স্য ধ্বজস্থশ্চ নাদান্ মোক্ষ্যামি দারুণান্ ॥১৭
শত্রূণাং যে প্রাণহরাঃ সুখং যেন হনিষ্যথ ।
এবমাভাষ্য হনুমাংস্তদা পাণ্ডবনন্দনম্ ॥১৮
মার্গমাখ্যায় ভীমায় তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-
তীর্থযাত্রায়াং গন্ধমাদনপ্রবেশে হনুমদ্ভীমসংবাদে
একপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৫১

হে শক্তিশালী বীর। আপনাকে আমরা নাথরূপে (রক্ষকরূপে) পাইয়া আমরা সকল পাণ্ডবেই আমাদিগকে সনাথ মনে করিতেছি এবং আপনারই তেজে আমরা শত্রুগণকে জয় করিব।১৪

ভীম এই কথা বলিলে হনুমান্ তখন তাঁহাকে বলিলেন,—তুমি আমার ভাই ও সুহৃদ্; সুতরাং তোমার প্রিয় কার্য্য আমি সম্পাদন করিব।১৫

হে বীর মহাবল। তুমি যখন শত্রুর সৈন্যবাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করত শরজালে আচ্ছন্ন করিয়া সিংহনাদ করিবে, তখন আমিও সিংহনাদের দ্বারা তোমার সিংহনাদকে আরও বর্দ্ধিত করিব। আমি অর্জ্জুনের রথের ধ্বজায় বসিয়া এমন ভীষণ গর্জ্জন করিব যে, সেই শব্দই শত্রুগণের প্রাণহরণ করিবে, তাহাতে তোমরা অনায়াসেই তাহাদিগকে বিনাশ করিতে পারিবে। হনুমান্ পাণ্ডবগণের আনন্দবর্দ্ধনকারী ভীমকে এই কথা বলিয়া তাঁহাকে গমনের পথ দেখাইয়া দিয়া সেইস্থানেই অন্তর্দ্ধান করিলেন।১৬-১৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে হনুমান্-ভীম-সংবাদবিষয়ক একপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৫১

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[ভীমসেনস্য সৌগন্ধিকবনে প্রবেশঃ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

গতে তস্মিন্ হরিবরে ভীমোঽপি বলিনাং বরঃ ।
তেন মার্গেণ বিপুলং ব্যচরদ্ গন্ধমাদনম্ ॥১
অনুস্মরন্ বপুস্তস্য শ্রিয়ং চাপ্রতিমাং ভুবি ।
মাহাত্ম্যমনুভাবঞ্চ স্মরন্ দাশরথের্যযৌ ॥২
স তানি রমণীয়ানি বনান্যুপবনানি চ ।
বিলোকয়ামাস তদা সৌগন্ধিকবনেপ্সরা ॥৩
ফুল্লদ্রুমবিচিত্রাণি সরাংসি সরিতস্তথা ।
নানাকুসুমচিত্রাণি পুষ্পিতানি বনানি চ ॥৪
মত্তবারণযূথানি পঙ্কক্লিন্নানি ভারত ।
বর্ষতামিব মেঘানাং বৃন্দানি দদৃশে তদা ॥৫
হরিণৈশ্চপলাপাঙ্গৈর্হরিণীসহিতৈর্বনম্ ।
সশষ্পকবলৈঃ শ্রীমান্ পথি দৃষ্ট্বা দ্রুতং যযৌ ॥৬
মহিষৈশ্চ বরাহৈশ্চ শার্দূলৈশ্চ নিষেবিতম্ ।
ব্যপেতভীর্গিরিং শৌর্য্যাদ্ ভীমসেনো ব্যগাহত ॥৭

কুসুমানন্তগন্ধৈশ্চ তাম্রপল্লবকোমলৈঃ ।
যাচ্যমান ইবারণ্যে দ্রুমৈর্মারুতকম্পিতৈঃ ॥৮
কৃতপদ্মাঞ্জলিপুটা মত্তষট্পদসেবিতাঃ ।
প্রিয়তীর্থবনা মার্গে পদ্মিনীঃ সমতিক্রমন্ ॥৯
সজ্জমানমনোদৃষ্টিঃ ফুল্লেষু গিরিসানুষু ।
দ্রৌপদীবাক্যপাথেয়ো ভীমঃ শীঘ্রতরং যযৌ ॥১০

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায় ।

[ভীমসেনের সৌগন্ধিকবনে প্রবেশ ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ অন্তর্দ্ধান করিলে মহাবল ভীম সেই পথেই বিশাল গন্ধমাদন পর্ব্বতে বিচরণ করিতে লাগিলেন ।১

পথে ভীমসেন হনুমানের সেই বিপুল শরীর ও অনুপম সৌন্দর্য্য এবং শ্রীরামচন্দ্রের অলৌকিক মহিমা ও প্রভাবের কথা চিন্তা করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন ।২

ভীমসেন সৌগন্ধিক বনের দিকে অগ্রসর হইতে হইতে রমণীয় বন, উপবন, প্রস্ফুটিত বৃক্ষসমূহে বিচিত্র শোভাধারণকারী কত সরোবর ও কত নদী এবং নানা বর্ণের পুষ্পে চিত্রিত ও পুষ্পিত বনসমূহ দর্শন করিলেন ।৩-৪

হে ভারত । তিনি দেখিলেন কোথাও মদমত্ত হস্তিযূথ কর্দ্দমাক্ত শরীরে গমন করিতে থাকায় বর্ষণোন্মুখ মেঘসমূহের ন্যায় প্রতীত হইতেছে ।৫

শোভাশালী ভীমসেন দেখিলেন—কোথাও বা তৃণগুচ্ছ মুখে লইয়া চপলনয়ন হরিণসমূহ হরিণীগণের সহিত বিরাজিত আছে । ইহা দেখিতে দেখিতে তিনি বেগে গমন করিতে লাগিলেন ।৬

নিজ শৌর্য্যে নির্ভয় হইয়া ভীমসেন মহিষ, বরাহ, শার্দ্দূলাদি নিষেবিত সেই পর্ব্বতের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন ।৭

পুষ্পসমূহের অনন্ত গন্ধে সুগন্ধিত, তাম্রবর্ণপল্লবে শোভিত ও বায়ুর দ্বারা চালিত বৃক্ষসমূহ যেন বনপ্রবেশের জন্য ভীমের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল ।৮

যাহারা পদ্মরূপ অঞ্জলি বন্ধন করিয়াছিল, নয়নের ন্যায় মত্ত ভ্রমরগুলি যাহাদের উপর

LIBRARY
No..........
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

পরিবৃত্তেঽহনি ততঃ প্রকীর্ণহরিণে বনে।
কাঞ্চনৈর্বিমলৈঃ পদ্মৈর্দদর্শ বিপুলাং নদীম্ ॥১১
হংসকারণ্ডবযুতাং চক্রবাকোপশোভিতাম্।
রচিতামিব তস্যাদ্রের্মালাং বিমলপঙ্কজাম্ ॥১২
তস্যাং নদ্যাং মহাসত্ত্বঃ সৌগন্ধিকবনং মহৎ।
অপশ্যৎ প্রীতিজননং বালার্কসদৃশদ্যুতি ॥১৩
তদ্ দৃষ্ট্বা লব্ধকামঃ স মনসা পাণ্ডুনন্দনঃ।
বনবাসপরিক্লিষ্টাং জগাম মনসা প্রিয়াম্ ॥১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি, তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশতীর্থযাত্রায়াং সৌগন্ধিকাহরণে দ্বিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৫২

ঘুরিতেছিল এবং যাহাদের ঘাটগুলি সুন্দর ছিল ও তীরস্থ বনভূমি মনোরম ছিল, সেই পদ্মপূর্ণ সরোবর সকল অতিক্রম করিতে করিতে দ্রৌপদীর বাক্যমাত্র পাথেয় করিয়া অর্থাৎ কেবল তাঁহার কথাই চিন্তা করিতে থাকিয়া পুষ্পসুশোভিত পর্ব্বতের সানুদেশে দৃষ্টি ও মন নিবদ্ধ করিয়া ভীম শীঘ্র গমন করিতে লাগিলেন।৯-১০

তারপর মধ্যাহ্নকাল অতীত হইলে ভীম হরিণে পরিব্যাপ্ত বনের ভিতরে সুবর্ণময় নির্ম্মল কমলসমূহে পরিপূর্ণ একটি বিশাল নদী দেখিতে পাইলেন; যাহার তীরে হরিণসমূহ ছুটোছুটি করিতেছিল, যাহার জলে হংস-কারণ্ডবাদি পক্ষিসমূহ বিচরণ করিতেছিল এবং বিধাতা যেন সেই নদীটিকে এই পর্ব্বতের বিমল কমলমালার ন্যায় নির্মাণ করিয়াছেন।১১-১২

অত্যন্ত অধ্যবসায়শীল ভীমসেন ঐ নদীতে হৃদয়ানন্দকর উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় রক্তবর্ণ বিশাল সৌগন্ধিকবন দেখিতে পাইলেন।১৩

সেই পদ্মবন দেখিয়া পাণ্ডুনন্দন ভীমের মনোরথ পূর্ণ হইল। তখন তিনি বনবাসে পরিক্লিষ্টা দ্রৌপদীর কথা মনে মনে স্মরণ করিতে লাগিলেন।১৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সৌগন্ধিকাহরণে দ্বিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৫২

ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কুবেরস্য পুষ্করিণীদর্শনেন ভীমসেনস্য প্রীতিঃ, ক্রোধবশানাং ভীমং প্রতি তত্রাগমনহেতুজিজ্ঞাসা চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

স গত্বা নলিনীং রম্যাং রাক্ষসৈরভিরক্ষিতাম্।
কৈলাসশিখরাভ্যাসে দদর্শ শুভকাননাম্ ॥১
কুবেরভবনাভ্যাসে জাতাং পর্বতনির্ঝরৈঃ।
সুরম্যাং বিপুলচ্ছায়াং নানাদ্রুমলতাকুলাম্ ॥২

ত্রিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

[কুবেরের পুষ্করিণী দেখিয়া ভীমসেনের প্রীতি এবং ক্রোধবশ-রাক্ষসগণকর্ত্তৃক ভীমকে সেখানে আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তিনি কৈলাসশিখরের নিকটে অবস্থিত রাক্ষসগণকর্ত্তৃক রক্ষিতা, শুভবনশোভিতা রমণীয়া দিব্যা পুষ্করিণী দেখিতে পাইলেন। কুবের-ভবনের সমীপে পর্ব্বতের

হরিতাম্বুজসংছন্নাং দিব্যাং কনকপুষ্করাম্।
নানাপক্ষিজনাকীর্ণাং সূপতীর্থামকর্দমাম্ ॥৩

অতীবরম্যাং সুজলাং জাতাং পর্বতসানুষু।
বিচিত্রভূতাং লোকস্য শুভামদ্ভুতদর্শনাম্ ॥৪
তত্রামৃতরসং শীতং লঘু কুন্তীসুতঃ শুভম্।
দদর্শ বিমলং তোয়ং পিবংশ্চ বহু পাণ্ডবঃ ॥৫
তাং তু পুষ্করিণীং রম্যাং দিব্যসৌগন্ধিকাবৃতাম্।
জাতরূপময়ৈঃ পদ্মৈশ্ছন্নাং পরমগন্ধিভিঃ ॥৬
বৈদূর্য্যবরনালৈশ্চ বহুচিত্রৈর্মনোরমৈঃ।
হংসকারণ্ডবোদ্ধূতৈঃ সৃজদ্ভিরমলং রজঃ ॥৭
আক্রীড়ং রাজরাজস্য কুবেরস্য মহাত্মনঃ।
গন্ধর্বৈরপ্সরোভিশ্চ দেবৈশ্চ পরমাচিতাম্ ॥৮
সেবিতামৃষিভির্দিব্যৈর্যক্ষৈঃ কিম্পুরুষৈস্তথা।
রাক্ষসৈঃ কিন্নরৈশ্চাপি গুপ্তাং বৈশ্রবণেন চ ॥৯
তাঞ্চ দৃষ্ট্বৈব কৌন্তেয়ো ভীমসেনো মহাবলঃ।
বভূব পরমপ্রীতো দিব্যং সম্প্রেক্ষ্য তৎসরঃ ॥১০

তচ্চ ক্রোধবশা নাম রাক্ষসা রাজশাসনাৎ।
রক্ষন্তি শতসাহস্রাশ্চিত্রায়ুধপরিচ্ছদাঃ ॥১১
তে তু দৃষ্ট্বৈব কৌন্তেয়মজিনৈঃ প্রতিবাসিতম্।
রুক্মাঙ্গদধরং বীরং ভীমং ভীমপরাক্রমম্ ॥১২
সায়ুধং বদ্ধনিস্ত্রিংশমশঙ্কিতমরিন্দমম্।
পুষ্করেপ্সুমুপায়ান্তমন্যোন্যমভিচুক্রুশুঃ ॥১৩
অয়ং পুরুষশার্দূলঃ সায়ুধোঽজিনসংবৃতঃ।
যচ্চিকীর্ষুরিহ প্রাপ্তস্তৎ সম্প্রষ্টুমিহার্হথ ॥১৪

নির্ঝরিণীসমূহ হইতে নির্গতা সুরম্যা ঐ পুষ্করিণী চারিদিকে নানা বৃক্ষ ও লতাসমূহে আচ্ছন্ন ছিল। সেই সমস্ত বৃক্ষের ছায়া তাহাতে পড়িয়াছিল। সবুজবর্ণের কমলে ও দিব্য স্বর্ণপদ্মসমূহে উহা পরিপূর্ণ ছিল; নানা পক্ষিগণে ব্যাপ্ত ঐ পুষ্করিণীতে সুন্দর সুন্দর ঘাট ছিল। উহার তীরদেশ পরিচ্ছন্ন ছিল এবং উহার জলে কর্দ্দম ছিল না। পর্ব্বতের সানুদেশে স্থিত অতিশয় বিচিত্র ঐ পুষ্করিণী দেখিতে অতীব রমণীয় ছিল; উহার জল অতিশয় নির্ম্মল ও শুভদায়ক ছিল। ১-৪

পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন ঐ সরোবরের শীতল ও অমৃতের ন্যায় স্বাদু নির্ম্মল জল আনন্দচিত্তে যথেষ্ট পরিমাণে পান করিলেন। ঐ পুষ্করিণী দিব্য সুগন্ধযুক্ত সৌগন্ধিক নামে সুবর্ণময় কমলে আবৃত ছিল। ঐ পদ্মগুলির নাল ছিল বৈদূর্য্যমণিয় এবং বিচিত্র ও মনোহর। হংস-কারণ্ডবাদি বিচিত্র পক্ষিসমূহের পক্ষবায়ুতে কম্পিত হইয়া সেই সমস্ত পদ্মই নির্ম্মল রেণুসকল নিক্ষেপ করিতেছিল। রাজরাজ মহাত্মা কুবের সেই পুষ্করিণীর জলে ক্রীড়া করিতেন। দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরাগণ উহাকে অত্যন্ত আদর করিতেন। যক্ষ, কিন্নর, রাক্ষস, সিদ্ধর্ষিগণ উহার জল ব্যবহার করিতেন। রাক্ষস ও কিন্নরগণ এবং স্বয়ং কুবেরের দ্বারা উহা সুরক্ষিত ছিল। ৫-৯

সেই পুষ্করিণীকে দেখিয়া এবং তাহার নিকটে একটি দিব্য সরোবর প্রত্যক্ষ করিয়া কুন্তীপুত্র মহাবল ভীমসেন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে মনে করিয়া পরম প্রীত হইলেন। ১০

সেখানে ক্রোধবশ নামে শতসহস্র রাক্ষস রাজা কুবেরের আদেশে বিচিত্র নানা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া উহাকে রক্ষা করিতেছিল। ১১

তাহারা অজিনপরিহিত, অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত, সুবর্ণাঙ্গদধারী শত্রুমর্দ্দনকারী, নির্ভীক, ভীম-পরাক্রমশালী ভীমকে পদ্মগ্রহণে ইচ্ছুক দেখিয়া পরস্পরকে ডাকিয়া কোলাহল করিতে লাগিল। ১২-১৩

ততঃ সর্বে মহাবাহুং সমাসাদ্য বৃকোদরম্।
তেজোযুক্তমপৃচ্ছন্ত কস্ত্বমাখ্যাতুমর্হসি ॥১৫
মুনিবেষধরশ্চৈব সায়ুধশ্চৈব লক্ষ্যসে।
যদর্থমভিসম্প্রাপ্তস্তদাচক্ষ্ব মহামতে ॥১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়াং সৌগন্ধিকাহরণে ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৫৩

এই পুরুষশ্রেষ্ঠ একদিকে যেমন অজিনপরিধান করিয়াছেন, অন্যদিকে আবার অস্ত্রশস্ত্রেও সজ্জিত হইয়াছেন; সুতরাং উনি কি করিতে এখানে আসিয়াছেন, তাহাই জিজ্ঞাসা করা উচিত।১৪

তখন সকলে সমবেত হইয়া তেজস্বী মহাবাহু বৃকোদরের নিকট গমন করত তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—আপনি কে? তাহা বলুন।১৫

হে মহামতে। আপনি মুনির বেশ ধারণ করিয়াছেন অথচ অস্ত্র-শস্ত্রও সঙ্গে আছে—দেখিতেছি। আপনি যেজন্য এখানে আসিয়াছেন তাহা বলুন।১৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশ-তীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সৌগন্ধিকাহরণবিষয়ক ত্রিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৫৩

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীমসেনেন ক্রোধবশানাং রাক্ষসানাং পরাজয়ঃ, সৌগন্ধিকপদ্মানামাহরণঞ্চ।]

ভীম উবাচ।

পাণ্ডবো ভীমসেনোঽহং ধর্মরাজাদনন্তরঃ।
বিশালাং বদরীং প্রাপ্তো ভ্রাতৃভিঃ সহ রাক্ষসাঃ ॥১
অপশ্যৎ তত্র পাঞ্চালী সৌগন্ধিকমনুত্তমম্।
অনিলোঢ়মিতো নূনং সা বহূনি পরীপ্সতি ॥২
তস্যা মামনবদ্যাঙ্গ্যা ধর্মপত্ন্যাঃ প্রিয়ে স্থিতম্।
পুষ্পাহারমিহ প্রাপ্তং নিবোধত নিশাচরাঃ ॥৩

রাক্ষসা ঊচুঃ।

আক্রীড়োঽয়ং কুবেরস্য দয়িতঃ পুরুষর্ষভ।
নেহ শক্যং মনুষ্যেণ বিহর্তুং মর্ত্যধর্মণা ॥৪

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

[ভীমসেন কর্ত্তৃক ক্রোধবশনামক রাক্ষসগণের পরাজয় এবং সৌগন্ধিক পদ্মসমূহের আহরণ।]

ভীম বলিলেন,—হে রাক্ষসগণ। আমি ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের অনুজ দ্বিতীয় পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন। আমি ভ্রাতৃগণের সহিত বদরী বিশালা তীর্থে আসিয়াছি।১

সেখানে পাঞ্চালরাজপুত্রী দ্রৌপদী বায়ুর দ্বারা আনীত একটি অনুত্তম সৌগন্ধিক পদ্ম দেখিতে পায়। উহা দেখিয়া সে আরও এইরূপ অনেক পদ্ম লাভ করিতে চায়।২

হে নিশাচরগণ। তোমরা ইহা অবগত হও যে, সেই অনবদ্যাঙ্গী ধর্ম্মপত্নীর প্রিয় মনোরথ পূর্ণ করিতে উদ্যত হইয়া আমি সেই পুষ্প আহরণ করিবার জন্যই এখানে আসিয়াছি।৩

রাক্ষসগণ বলিল,—হে পুরুষশ্রেষ্ঠ। এই সরোবর যক্ষরাজ কুবেরের প্রিয় ক্রীড়াস্থল। এখানে মরণশীল মনুষ্য বিচরণ করিতে সমর্থ নহে।৪

দেবর্ষয়স্তথা যক্ষা দেবাশ্চাত্র বৃকোদর ।
আমন্ত্র্য যক্ষপ্রবরং পিবন্তি রময়ন্তি চ ।
গন্ধর্বাপ্সরসশ্চৈব বিহরন্ত্যত্র পাণ্ডব ॥৫
অন্যায়েনেহ যঃ কশ্চিদবমান্য ধনেশ্বরম্ ।
বিহর্ত্তুমিচ্ছেদ্ দুর্বৃত্তঃ স বিনশ্যেন্ন সংশয়ঃ ॥৬
তমনাদৃত্য পদ্মানি জিহীর্ষসি বলাদিতঃ ।
ধর্মরাজস্য চাত্মানং ব্রবীষি ভ্রাতরং কথম্ ॥৭
আমন্ত্র্য যক্ষরাজং বৈ ততঃ পিব হরস্ব চ ।
নাতোহন্যথা ত্বয়া শক্যং কিঞ্চিৎ পুষ্করমীক্ষিতুম্ ॥৮

ভীমসেন উবাচ ।

রাক্ষসাস্তং ন পশ্যামি ধনেশ্বরমিহান্তিকে ।
দৃষ্ট্বাপি চ মহারাজং নাহং যাচিতুমুৎসহে ॥৯
ন হি যাচন্তি রাজান এষ ধর্মঃ সনাতনঃ ।
ন চাহং হাতুমিচ্ছামি ক্ষাত্রধর্মং কথঞ্চন ॥১০
ইয়ঞ্চ নলিনী রম্যা জাতা পর্বতনির্ঝরে ।
নেয়ং ভবনমাসাদ্য কুবেরস্য মহাত্মনঃ ॥১১
তুল্যা হি সর্বভূতানামিয়ং বৈশ্রবণস্য চ ।
এবং গতেষু দ্রব্যেষু কঃ কং যাচিতুমর্হতি ॥১২

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ইত্যুক্ত্বা রাক্ষসান্ সর্বান্ ভীমসেনো হ্যমর্ষণঃ ।
ব্যগাহত মহাবাহুর্নলিনীং তাং মহাবলঃ ॥১৩
ততঃ স রাক্ষসৈর্বাচা প্রতিষিদ্ধঃ প্রতাপবান্ ।
মা মৈবমিতি সক্রোধৈর্ভৎসয়দ্ভিঃ সমন্ততঃ ॥১৪
কদর্থীকৃত্য তু স তান্ রাক্ষসান্ ভীমবিক্রমঃ ।
ব্যগাহত মহাতেজাস্তে তং সর্বে ন্যবারয়ন্ ॥১৫

হে বৃকোদর! দেবর্ষি, যক্ষ ও দেবতাগণ যক্ষরাজ কুবেরের অনুমতি লইয়া এখানে আসিয়া সরোবরের জলপান করেন এবং ইহার তীরে বিহার করেন। হে পাণ্ডব! গন্ধর্ব্ব এবং অপ্সরাগণও এখানে বিহার করেন। যে ব্যক্তি অন্যায়পূর্ব্বক ধনেশ্বর কুবেরকে অবমাননা করিয়া এখানে বিহার করিতে চায়, সেই দুর্বৃত্ত অচিরেই বিনাশ লাভ করে—ইহাতে সংশয় নাই।৫-৬

তুমি তাঁহাকে অনাদর করিয়া এই পথ গ্রহণ করিতে চাহিতেছ, অথচ তুমি নিজেকে ধর্ম্মরাজের অনুজ ভাই বলিতেছ—ইহা কেমন কথা ?৭

প্রথমে যক্ষরাজের অনুমতি গ্রহণ কর, পরে এখানে বিহার কর, ইহার জল পান কর, নতুবা তুমি এই পদ্ম নিরীক্ষণ করিতেও পারিবে না।৮

ভীমসেন বলিলেন,—হে রাক্ষসগণ। আমি নিকটে তো ধনেশ্বর কুবেরকে দেখিতে পাইতেছি না, কি করিয়া চাহিব ? তা ছাড়া, আমি মহারাজ কুবেরকে দেখিতে পাইলেও তাঁহার নিকট আমি চাহিতাম না।৯

কারণ, ক্ষত্রিয়গণ কাহারও নিকট যাচ্ঞা করেন না, ইহাই হইল ক্ষত্রিয়ের সনাতন ধর্ম্ম। সুতরাং আমি কোনরূপে ক্ষাত্রধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক নহি।১০

এই রমণীয়া পুষ্করিণী পর্ব্বতের নির্ঝরিণীসমূহ হইতে উৎপন্না হইয়াছে ; ইহা তো মহাত্মা কুবেরের ভবনের অন্তর্গত নয়।১১

সুতরাং ইহাতে সকল প্রাণী এবং কুবেরের সমান অধিকার। এতাদৃশ সার্ব্বজনীন বস্তুর জন্য কে কাহার নিকট যাচ্ঞা করিবে ?১২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—সকল রাক্ষসগণকে এই কথা বলিয়া অসহিষ্ণু ভীমসেন সেই পুষ্করিণীতে নামিতে উপক্রম করিলেন।১৩

তখন রাক্ষসগণ ক্রুদ্ধ হইয়া চারিদিক্ হইতে প্রতাপী ভীমকে ভর্ৎসনা করত বাক্যের দ্বারা

গৃহ্ণীত বধ্নীত বিকর্ত্ততেমং
পচাম খাদাম চ ভীমসেনম্ ।
ক্রুদ্ধা ব্রুবন্তোঽভিযযুর্দ্রুতং তে
শস্ত্রাণি চোদম্য বিবৃতনেত্রাঃ ॥১৬

ততঃ স গুর্বীং যমদণ্ডকল্পাং
মহাগদাং কাঞ্চনপট্টনদ্ধাম্ ।
প্রগৃহ্য তানভ্যপতৎ তরস্বী
ততোঽব্রবীৎ তিষ্ঠত তিষ্ঠতেতি ॥১৭

তে তং গদা তোমর-পট্টিশাদ্যৈ-
র্ব্যাবিদ্ধশস্ত্রৈঃ সহসা নিপেতুঃ ।
জিঘাংসবঃ ক্রোধবশাঃ সুভীমা
ভীমং সমন্তাৎ পরিবব্রুরুগ্রাঃ ॥১৮

বাতেন কুন্ত্যাং বলবান্ সুজাতঃ
শূরস্তরস্বী দ্বিষতাং নিহন্তা ।
সত্যে চ ধর্মে চরতঃ সদৈব
পরাক্রমে শত্রুভিরপ্রধৃষ্যঃ ॥১৯

তেষাং স মার্গান্ বিবিধান্ মহাত্মা
বিহত্য শস্ত্রাণি চ শাত্রবাণাম্ ।
যথা প্রবীরান্ নিজঘান ভীমঃ
পরং শতং পুষ্করিণীসমীপে ॥২০

তে তস্য বীর্য্যঞ্চ বলঞ্চ দৃষ্ট্বা
বিদ্যাবলং বাহুবলং তথৈব ।
অশক্নুবন্তঃ সহিতুং সমন্তাদ্
দ্রুতং প্রবীরাঃ সহসা নিবৃত্তাঃ ॥২১

বিদীর্য্যমাণাস্তত এব তূর্ণ-
মাকাশমাস্থায় বিমূঢ়সংজ্ঞাঃ ।
কৈলাসশৃঙ্গাণ্যভিদুদ্রুবুস্তে
ভীমার্দিতাঃ ক্রোধবশাঃ প্রভগ্নাঃ ॥২২

নিষেধ করিতে লাগিল—না, না, এইরূপ করিবেন না ।১৪

পরন্তু ভয়ঙ্কর পরাক্রমী মহাতেজস্বী ভীমসেন সেই রাক্ষসগণকে অগ্রাহ্য করিয়াই উক্ত জলাশয়ে প্রবেশ করিতে লাগিলেন এবং রাক্ষসগণও সকলে সমবেতভাবে তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিল ।১৫

তোমরা ভীমসেনকে ধর, বাঁধিয়া ফেল এবং কাটিয়া ফেল ; আমরা উহাকে পাক করিয়া খাইব” —এই বলিয়া রাক্ষসগণ ক্রোধে বিস্ফারিতচক্ষু হইয়া অস্ত্র-শস্ত্র উত্তোলন করত তাঁহার দিকে ধাবিত হইল ।১৬

তখন ভীমসেন সোনার পাতে মোড়া ভারী যমদণ্ডকল্প মহাগদা লইয়া ‘দাড়াও’ ‘দাড়াও’ বলিতে বলিতে দ্রুতবেগে তাহাদের দিকে অগ্রসর হইলেন ।১৭

তখন ভয়ঙ্কর উগ্রপ্রকৃতি রাক্ষসগণ শত্রুর অস্ত্র প্রতিহতকারী তোমর, পট্টিশ আদি অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া ক্রোধবশে ভীমকে বধ করিবার জন্য ধাবিত হইয়া তাহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিল ।১৮

কুন্তীর গর্ভে বায়ুর ঔরসে জাত, বলবান, শৌর্য্যশালী, সত্যে ও ধর্মে নিরত এবং শত্রুহন্তা ভীমসেন অত্যন্ত বেগবান্ ছিলেন। তিনি পরাক্রমে শত্রুগণের দ্বারা অপ্রধৃষ্য ।১৯

সেই মহাত্মা ভীমসেন রাক্ষসগণের সকল বাণ ও অন্যান্য অস্ত্রসমূহ প্রতিহত করিয়া সেই পুষ্করিণীর নিকটে শতাধিক বীর রাক্ষসগণকে বধ করিলেন ।২০

যাহারা তাহাদের মধ্যে জীবিত থাকিল, তাহারা তাঁহার পরাক্রম, শারীরিক বল, বিদ্যাবল ও বাহুবল দেখিয়া একসঙ্গে সমবেতভাবে সংগঠিত হইয়াও তাঁহার বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া সেই বীরগণ যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল ।২১

ভীমের দ্বারা পীড়িত ও ক্ষত বিক্ষত সেই রাক্ষস-

স শক্রবদ্ দানব-দৈত্যসঙ্ঘান্
বিক্রম্য জিত্বা চরণেঽহরিসঙ্ঘান্।
বিগাহ্য তাং পুষ্করিণীং জিতারিঃ
কামায় জগ্রাহ ততোঽম্বুজানি ॥২৩

ততঃ স পীত্বামৃতকল্পমম্ভো
ভূয়ো বভূবোত্তমবীর্য্যতেজাঃ।
উৎপাট্য জগ্রাহ চ সোঽম্বুজানি
সৌগন্ধিকান্যুত্তমগন্ধবন্তি ॥২৪

ততস্তু তে ক্রোধবশাঃ সমেত্য
ধনেশ্বরং ভীমবলপ্রণুন্নাঃ।
ভীমস্য বীর্য্যঞ্চ বলঞ্চ সংখ্যে
যথাবদাচখ্যুরতীব ভীতাঃ ॥২৫

তেষাং বচস্তৎ তু নিশম্য দেবঃ
প্রহস্য রক্ষাংসি ততোঽভ্যুবাচ।
গৃহ্ণাতু ভীমো জলজানি কামাৎ
কৃষ্ণানিমিত্তং বিদিতং ময়ৈতৎ ॥২৬

ততোঽভ্যনুজ্ঞাপ্য ধনেশ্বরং তে
জগ্মুঃ কুরূণাং প্রবরং বিরোষাঃ।
ভীমঞ্চ তস্যাং দদৃশুর্নলিন্যাং
যথোপজোষং বিহরন্তমেকম্ ॥২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্ব্বণি তীর্থযাত্রাপর্ব্বণি লোমশতীর্থযাত্রায়াং সৌগন্ধিকাহরণে চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৫৪

গণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। সেই ক্রোধবশ রাক্ষসগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া দ্রুত গতিতে আকাশমার্গে কৈলাস পর্ব্বতের শিখর অভিমুখে পলায়ন করিল।২২

ইন্দ্র যেমন দৈত্য ও দানবগণকে পরাজিত করেন, তেমনই নিজ পরাক্রমে সংগ্রামে রাক্ষসগণকে পরাজিত করিয়া জিতশত্রু ভীমও পুষ্করিণীতে নামিয়া ইচ্ছামত কমল তুলিতে লাগিলেন।২৩

অনন্তর সেই সরোবরের অমৃততুল্য জল পান করিয়া ভীমও উত্তম বীর্য্য ও তেজ লাভ করত সর্ব্বোৎকৃষ্ট গন্ধযুক্ত সৌগন্ধিক পদ্মগুলি তুলিতে তুলিতে একত্রিত করিতে লাগিলেন।২৪

তারপর সেই ক্রোধবশ রাক্ষসগণ ভীমের বলে নিমর্দ্দিত ও ভীত হইয়া ধনেশ্বরের নিকট ভীমের রণবীর্য্য ও বলের কথা বর্ণনা করত সমস্ত ঘটনা বলিল।২৫

তাহাদের কথা শুনিয়া হাস্য করত ধনেশ্বর কুবের তাহাদিগকে বলিলেন,—কৃষ্ণার জন্য ভীম যত খুসী কমল তুলিয়া লউক; আমি ইহা পূর্ব্ব হইতেই জানি।২৬

তখন ধনেশ্বরের কথায় রাক্ষসগণ ভীমের প্রতি ক্রোধশূন্য হইয়া তথায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিল যে, ভীম একাকীই সেই সরোবরে স্বেচ্ছানুসারে বিহার করিতেছেন।২৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশতীর্থযাত্রাপ্রসঙ্গে সৌগন্ধিকহরণবিষয়ক চতুঃপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৫৪

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভয়ঙ্করোৎপাতং দৃষ্ট্বা যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতীনাং চিন্তা, গন্ধমাদনপর্ব্বতোপরি সৌগন্ধিকবনে ভীমসমীপে সর্ব্বেষাং গমনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তানি মহার্হাণি দিব্যানি ভরতর্ষভ।
বহূনি বহুরূপাণি বিরজাংসি সমাদদে ॥১

ততো বায়ুর্মহান্ শীঘ্রো নীচৈঃ শর্করকর্ষণঃ।
প্রাদুরাসীদ্ খরস্পর্শঃ সংগ্রামমভিচোদয়ন্ ॥২

পপাত মহতী চোল্কা সনির্ঘাতা মহাভয়া।
নিষ্প্রভশ্চাভবৎ সূর্য্যশ্ছন্নরশ্মিস্তমোবৃতঃ ॥৩

নির্ঘাতশ্চাভবদ্ ভীমো ভীমে বিক্রমমাস্থিতে।
চচাল পৃথিবী চাপি পাংশুবর্ষং পপাত চ ॥৪

সলোহিতা দিশশ্চাসন্ খরবাচো মৃগ-দ্বিজাঃ।
তমোবৃতমভূৎ সর্বং ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥৫

অন্যে চ বহবো ভীমা উৎপাতাস্তত্র জজ্ঞিরে।
তদদ্ভুতমভিপ্রেক্ষ্য ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥৬

উবাচ বদতাং শ্রেষ্ঠঃ কোঽস্মানভিভবিষ্যতি।
সজ্জীভবত ভদ্রং বঃ পাণ্ডবা যুদ্ধদুর্মদাঃ ॥৭

যথারূপাণি পশ্যামি স্বভ্যগ্রো নঃ পরাক্রমঃ।
এবমুক্ত্বা ততো রাজা বীক্ষাঞ্চক্রে সমন্ততঃ ॥৮

অপশ্যমানো ভীমং তু ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
ততঃ কৃষ্ণাং যমৌ চাপি সমীপস্থানরিন্দমঃ ॥৯

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

[ভয়ঙ্কর উৎপাত দেখিয়া যুধিষ্ঠির প্রভৃতির চিন্তা এবং গন্ধমাদপর্ব্বতে সৌগন্ধিক বনে ভীমের নিকট সকলের গমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে ভরতর্ষভ জনমেজয়! ভীম দিব্য মহামূল্য বহু বর্ণের বিমল কমল-সমূহ উত্তোলন করিলেন।১

এদিকে ভীমের সহিত যখন রাক্ষসদের যুদ্ধ হইতেছিল, তখন ভয়ানক বেগে মহাবায়ু প্রবাহিত হইয়া নীচে প্রস্তরকণা বর্ষণ করিতে লাগিল। ইহা ঘোরতর যুদ্ধের সূচক ছিল।২

প্রবল বায়ুর পরস্পর আঘাতজনিত নির্ঘাত শব্দের সহিত মহাভয়ঙ্করী উল্কাসমূহ নিপতিত হইতে লাগিল। তখন ধূলি সমুত্থিত হইয়া রশ্মিসহ সূর্য্যকে ঢাকিয়া ফেলিল এবং চারিদিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল।৩

ভীম যখন বিক্রম প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন আকাশে ঘন ঘন গর্জ্জন শব্দ ও পৃথিবী কম্পিতা হইতেছিল এবং চারিদিকে ধূলিবর্ষণ হইতেছিল।৪

দিক্‌সকল লোহিত বর্ণ ধারণ করিল, পশু ও পক্ষিগণ কর্কশ রব করিতে লাগিল; চারিদিক্ অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ায় কিছুই বুঝা যাইতেছিল না।৫

আরও অন্যান্য অনেক মহাভয়ঙ্কর উৎপাত দেখা যাইতে লাগিল। বাগ্মিশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ঐরূপ অদ্ভুত উৎপাত দর্শনে তখন বলিলেন—আমাদিগকে কেহ বোধ হয় অভিভূত করিবে। হে যুদ্ধকুশল পাণ্ডবগণ! তোমাদের কল্যাণ হউক, তোমরা সকলে প্রস্তুত হও। যে রকম সব উৎপাত দেখিতেছি, তাহাতে মনে হয় আমাদের পরাক্রম প্রকাশ করিবার সময় আসিয়াছে। এই বলিয়া রাজা যুধিষ্ঠির চারিদিকে তাকাইতে লাগিলেন।৬-৮

ধর্ম্মপুত্র শত্রুদমন যুধিষ্ঠির ভীমকে দেখিতে না পাইয়া নিকটস্থ কৃষ্ণা ও যমজদ্বয় নকুল-সহদেবকে

পপ্রচ্ছ ভ্রাতরং ভীমং ভীমকর্মাণমাহবে।
কচ্চিৎ ক্ব ভীমঃ পাঞ্চালি কিঞ্চিৎ কৃত্যং
চিকির্ষতি ॥১০

কৃতবানপি বা বীরঃ সাহসং সাহসপ্রিয়ঃ।
ইমে হ্যকস্মাদুৎপাতা মহাসমরদর্শনাঃ ॥১১

দর্শয়ন্তো ভয়ং তীব্রং প্রাদুর্ভূতাঃ সমন্ততঃ।
তং তথাবাদিনং কৃষ্ণা প্রত্যুবাচ মনস্বিনী।
প্রিয়া প্রিয়ং চিকীর্ষন্তী মহিষী চারুহাসিনী ॥১২

দ্রৌপদ্যুবাচ।

যৎ তৎ সৌগন্ধিকং রাজন্নাহৃতং মাতরিশ্বনা।
তন্ময়া ভীমসেনস্য প্রীতয়াদ্যোপপাদিতম্ ॥১৩

অপি চোক্তো ময়া বীরো যদি পশ্যের্বহূন্যপি।
তানি সর্বাণ্যুপাদায় শীঘ্রমাগম্যতামিতি ॥১৪

রণে ভয়ানককর্মকারী ভীমের উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে পাঞ্চালি! ভীমসেন কোথায়? সে কি কোন সাহসিক কাজ করিতে চাহিতেছে?৯-১০

সেই সাহসপ্রিয় বীর অনেকবার দুঃসাহসিক কাজ করিয়াছে; এই যে আকস্মিক উৎপাতগুলি দেখা যাইতেছে, ইহারা মহাযুদ্ধের সূচক।১১

তীব্র ভয়ের সূচনা করিয়া এই সকল উৎপাত চারিদিকে দেখা দিয়াছে, মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে এইরূপ বলিতে দেখিয়া তখন চারুহাসিনী মনস্বিনী পতিপ্রিয়া কৃষ্ণা তাঁহার প্রিয় করিতে ইচ্ছা করিয়া ইহা বলিলেন।১২

দ্রৌপদী বলিলেন,—রাজন্! সেই যে সৌগন্ধিক পুষ্পটি বায়ুর দ্বারা আনীত হইয়াছিল, তাহা আমি আজ বীর ভীমসেনকে দিয়াছি এবং বলিয়াছি যে, এই পুষ্প যদি কোথাও অনেক সংখ্যায় পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা সবই লইয়া শীঘ্রই আসিবে।১৩-১৪

স তু নূনং মহাবাহুঃ প্রিয়ার্থং মম পাণ্ডবঃ।
প্রাগুদীচীং দিশং রাজংস্তান্যাহর্তুমিতো গতঃ ॥১৫

উক্তস্ত্বেবং তয়া রাজা যমাবিদমথাব্রবীৎ।
গচ্ছাম সহিতাস্তূর্ণং যেন যাতো বৃকোদরঃ ॥১৬

বহন্তু রাক্ষসা বিপ্রান্ যথাশ্রান্তান্ যথাকৃশান্।
ত্বমপ্যমরসঙ্কাশ বহ কৃষ্ণাং ঘটোৎকচ ॥১৭

ব্যক্তং দূরমিতো ভীমঃ প্রবিষ্ট ইতি মে মতিঃ।
চিরঞ্চ তস্য কালোঽয়ং স চ বায়ুসমো জবে ॥১৮

তরস্বী বৈনতেয়স্য সদৃশো ভুবি লঙ্ঘনে।
উৎপতেদপি চাকাশং নিপতেচ্চ যথেচ্ছকম্ ॥১৯

তমন্বিয়াম ভবতাং প্রভাবাদ্ রজনীচরাঃ।
পুরা স নাপরাধ্নোতি সিদ্ধানাং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥২০

রাজন্! সেই মহাবাহু পাণ্ডুকুমার নিশ্চিতই আমার প্রিয় কার্য্য করিবার জন্য এ স্থান হইতে পূর্ব্বোত্তর দিকে গিয়াছে।১৫

দ্রৌপদীর এই কথা শুনিয়াই রাজা যুধিষ্ঠির নকুল ও সহদেবকে বলিলেন,—“চল, আমরা শীঘ্রই যে পথে বৃকোদর গিয়াছে, সেই পথে যাইব।১৬

হে দেবোপম ঘটোৎকচ! তুমি কৃষ্ণাকে বহন করিয়া লইয়া চল, অন্যান্য রাক্ষসগণ যে সকল বিপ্র শ্রান্ত ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের বহন করুক।১৭

আমার মনে হয়, ভীমসেন অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে, কারণ, তাহার যাওয়ার পর অনেকক্ষণ হইয়াছে। সে বেগে বায়ুর সমান এবং এই পৃথিবীকে লঙ্ঘন করিতে সে গরুড়ের ন্যায় দ্রুতগামী, সে ইচ্ছা করিলে লাফাইয়া শূন্যে উঠিতে পারে এবং নিজের ইচ্ছামত যেখানে সেখানে লাফাইয়া পড়িতেও পারে।১৮-১৯

তথেত্যুক্ত্বা তু তে সর্বে হৈড়িম্বপ্রমুখাস্তদা।
উদ্দেশজ্ঞাঃ কুবেরস্য নলিন্যা ভরতর্ষভ ॥২১
আদায় পাণ্ডবাংশ্চৈব তাংশ্চ বিপ্রাননেকশঃ।
লোমশেনৈব সহিতাঃ প্রযযুঃ প্রীতমানসাঃ ॥২২
তে সর্বে ত্বরিতা গত্বা দদৃশুঃ শুভকাননাম্।
পদ্মসৌগন্ধিকবতীং নলিনীং সুমনোরমাম্ ॥২৩
তঞ্চ ভীমং মহাত্মানং তস্যাস্তীরে মনস্বিনম্।
দদৃশুর্নিহতাংশ্চৈব যক্ষাংশ্চ বিপুলেক্ষণান্ ॥২৪
ভিন্নকায়াক্ষিবাহূরূন্ সংচূর্ণিত শিরোধরান্।
তঞ্চ ভীমং মহাত্মানং তস্যাস্তীরে ব্যবস্থিতম্ ॥২৫
সক্রোধং স্তব্ধনয়নং সন্দষ্টদশনচ্ছদম্।
উদ্যম্য চ গদাং দোর্ভ্যাং নদীতীরেষবস্থিতম্ ॥২৬
প্রজাসংক্ষেপসময়ে দণ্ডহস্তমিবান্তকম্।
তং দৃষ্ট্বা ধর্মরাজস্তু পরিষজ্য পুনঃ পুনঃ ॥২৭
উবাচ শ্লক্ষ্ণয়া বাচা কৌন্তেয় কিমিদং কৃতম্।
সাহসং বত ভদ্রং তে দেবানামথ চাপ্রিয়ম্ ॥১৮
পুনরেবং ন কর্ত্তব্যং মম চেদিচ্ছসি প্রিয়ম্।
অনুশিষ্য তু কৌন্তেয়ং পদ্মানি পরিগৃহ্য চ ॥২৯
তস্যামেব নলিন্যাং তু বিজহ্রুরমরোপমাঃ।
এতস্মিন্নেব কালে তু প্রগৃহীতশিলায়ুধাঃ ॥৩০
প্রাদুরাসন্ মহাকায়াস্তস্যোদ্যানস্য রক্ষিণঃ।
তে দৃষ্ট্বা ধর্মরাজানং মহর্ষিং চাপি লোমশম্ ॥৩১
নকুলং সহদেবঞ্চ তথান্যান্ ব্রাহ্মণর্ষভান্।
বিনয়েন নতাঃ সর্বে প্রণিপত্য চ ভারত ॥৩২

হে রজনীচরগণ। যাহাতে সে সিদ্ধ ও ব্রহ্মবাদগণের প্রতি কোন অপরাধ না করিতে পারে, আমরা তাহার পূর্ব্বেই তোমাদের প্রভাবে তাহার অন্বেষণ করিব।২০

হে ভরতশ্রেষ্ঠ জনমেজয়। "তাহাই হউক" বলিয়া কুবেরের সেই পুষ্করিণীর বিষয়ে অভিজ্ঞ হিড়িম্বানন্দন ঘটোৎকচপ্রমুখ রাক্ষসগণ পাণ্ডবগণকে ও অনেকানেক ব্রাহ্মণগণকে লইয়া লোমশমুনির সহিত প্রীতমনে ভীমের উদ্দেশ্যে চলিতে লাগিল।২১-২২

তাঁহারা সকলে দ্রুতগতিতে যাইয়া সুন্দর বনভূমিতে সুশোভিতা সেই সৌগন্ধিক পদ্মবিশিষ্টা অতিশয় মনোরমা পুষ্করিণী দেখিতে পাইলেন।২৩

উহার তীরে মনস্বী মহাত্মা ভীমকেও লক্ষ্য করিলেন। তাঁহারা আরও দেখিলেন যে, তথায় বহু বিশালনেত্র যক্ষ নিহত হইয়া পড়িয়া আছে। তাহাদের কাহারও মস্তক চূর্ণ হইয়াছে, কাহারও শরীর, বাহু, জঙ্ঘা ও চক্ষু ছিন্ন ভিন্ন হইয়াছে। মহাত্মা ভীম সেই সরোবরের তীরে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।২৪-২৫

তখনও তাঁহার ক্রোধ শান্ত হয় নাই, তিনি সেই সময়ে স্তব্ধনয়নে দাঁতে ঠোঁট কামড়াইয়া দুই হাতে গদা উদ্যত করত সেই নদীর তীরে অবস্থান করিতেছেন।২৬

তাঁহাকে তখন প্রজা-সংহারকারী দণ্ডহস্ত যমের ন্যায় দেখাইতেছিল। ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে দেখিয়া পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করত মধুর ভাষায় বলিলেন—হে কুন্তীনন্দন। তুমি এ কি করিয়াছ? তোমার মঙ্গল হউক, তুমি অত্যন্ত দুঃসাহসের সহিত দেবতাগণেরও এতাদৃশ অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছ।২৭-২৮

যদি আমার প্রিয় করিতে ইচ্ছা কর, তবে আর কখনও এরূপ করিবে না। ভীমকে এই কথা বলিয়া দেবোপম পাণ্ডবগণ সৌগন্ধিক পদ্ম লইয়া সেই সরোবরের তীরে বেড়াইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে শিলায়ুধধারী বিশালদেহ বহু সরোবর-রক্ষী সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা

সান্ত্বিতা ধর্মরাজেন প্রণেদুঃ ক্ষণদাচরাঃ।
বিদিতাশ্চ কুবেরস্য তত্র তে কুরুপুঙ্গবাঃ ॥৩৩
ঊষুর্নাতিচিরং কালং রমমাণাঃ কুরূদ্বহাঃ।
প্রতীক্ষমাণা বীভৎসুং গন্ধমাদনসানুষু ॥৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি লোমশ-তীর্থযাত্রায়াং সৌগন্ধিকাহরণে পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।১৫৫

অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের সহিত লোমশমুনিকে এবং নকুল ও সহদেবের সহিত ধর্ম্মরাজকে দেখিয়া বিনয়ের সহিত প্রণাম করিল। হে ভারত! তখন ধর্ম্মরাজ তাহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। তাহাতে রাক্ষসগণ প্রসন্ন হইল। তদনন্তর কুরুশ্রেষ্ঠগণ কুবেরকে জানাইয়া সেই সরোবরের তীরে কিছুক্ষণ আনন্দের সহিত অবস্থান করিলেন এবং গন্ধমাদন পর্ব্বতের শিখরে বীভৎসুর (অর্জ্জুনের) আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন ।২৯-৩৪

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে লোমশ-তীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে সৌগন্ধিক আহরণবিষয়ে পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত ।১৫৫

ষট্পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[আকাশবাণীনিদেশেন পাণ্ডবানাং নর-নারায়ণাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্মিন্ নিবসমানোঽথ ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
কৃষ্ণয়া সহিতান্ ভ্রাতৄনিত্যুবাচ সহদ্বিজান্ ॥১

দৃষ্টানি তীর্থান্যস্মাভিঃ পুণ্যানি চ শিবানি চ।
মনসো হ্লাদনীয়ানি বনানি চ পৃথক্ পৃথক্ ॥২
দেবৈঃ পূর্বং বিচীর্ণানি মুনিভিশ্চ মহাত্মভিঃ।
যথাক্রমবিশেষেণ দ্বিজৈঃ সম্পূজিতানি চ ॥৩
ঋষীণাং পূর্বচরিতং তথা কর্ম বিচেষ্টিতম্।
রাজর্ষীণাঞ্চ চরিতং কথাশ্চ বিবিধাঃ শুভাঃ ॥৪
শৃণ্বানাস্তত্র তত্র স্ম আশ্রমেষু শিবেষু চ।
অভিষেকং দ্বিজৈঃ সার্ধং কৃতবন্তো বিশেষতঃ ॥৫

ষট্পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

[আকাশবাণীর আদেশে পাণ্ডবগণের নর-নারায়ণাশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ঐ সৌগন্ধিক সরোবরের তীরে বাস করিতে করিতে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির একদিন কৃষ্ণা ও ব্রাহ্মণগণের সহিত ভ্রাতৃগণকে বলিলেন ।১

আমরা অনেক পুণ্যদায়ক ও মঙ্গলকারক তীর্থ দেখিয়াছি। মনের আহ্লাদকারী পৃথক্ পৃথক্ (ভিন্ন ভিন্ন) বহু বনভূমিও দর্শন করিয়াছি ।২

ঐ সকল তীর্থ ও বনভূমি এইরূপ ছিল যে, পুরাকালে দেবগণ ও মহাত্মা মুনিগণ সেখানে বিচরণ করিয়াছেন এবং ক্রমশঃ বহু ব্রাহ্মণও তাহাদের বিশেষ সমাদর করিয়াছেন ।৩

আমরা ঋষিগণের পূর্ব্বচরিত্র, কর্ম ও প্রযত্ন-সমূহের কথা শুনিয়াছি এবং রাজর্ষিগণের পবিত্র চরিত্রও শুনিয়াছি ও বহু মঙ্গলময় আশ্রমে বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের সহিত স্নান করিয়াছি ।৪-৫

অর্চিতাঃ সততং দেবাঃ পুষ্পৈরদ্ভিঃ সদা চ বঃ।
যথাগতৈর্মূলফলৈঃ পিতরশ্চাপি তর্পিতাঃ ॥৬

পর্বতেষু চ রম্যেষু সর্বেষু চ সরঃসু চ।
উদধৌ চ মহাপুণ্যে সূপস্পৃষ্টং মহাত্মভিঃ ॥৭
ইলা সরস্বতী সিন্ধুর্যমুনা নর্মদা তথা।
নানাতীর্থেষু রম্যেষু সূপস্পৃষ্টং সহ দ্বিজৈঃ ॥৮
গঙ্গাদ্বারমতিক্রম্য বহবঃ পর্বতাঃ শুভাঃ।
হিমবান্ পর্বতশ্চৈব নানাদ্বিজগণাযুতঃ ॥৯
বিশালা বদরী দৃষ্ট্বা নরনারায়ণাশ্রমঃ।
দিব্যা পুষ্করিণী দৃষ্টা সিদ্ধ-দেবর্ষিপূজিতা ॥১০
যথাক্রমবিশেষেণ সর্বাণ্যায়তনানি চ।
দর্শিতানি দ্বিজশ্রেষ্ঠা লোমশেন মহাত্মনা ॥১১

ইমং বৈশ্রবণাবাসং পুণ্যং সিদ্ধনিষেবিতম্।
কথং ভীম গমিষ্যামো গতিরন্তরধীয়তাম্ ॥১২

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবং ব্রুবতি রাজেন্দ্রে বাগুবাচাশরীরিণী।
ন শক্যো দুর্গমো গন্তুমিতো বৈশ্রবণাশ্রমাৎ ॥১৩

অনেনৈব পথা রাজন্ প্রতিগচ্ছ যথাগতম্।
নরনারায়ণস্থানং বদরীত্যভিবিশ্রুতম্ ॥১৪

তস্মাদ্ যাস্যসি কৌন্তেয় সিদ্ধ-চারণসেবিতম্।
বহুপুষ্পফলং রম্যমাশ্রমং বৃষপর্বণঃ ॥১৫

অতিক্রম্য চ তং পার্থ ত্বার্ষ্টিষেণাশ্রমে বসেঃ।
ততো দ্রক্ষ্যসি কৌন্তেয় নিবেশং ধনদস্য চ ॥১৬

আমরা সদা পুষ্পসমূহ ও জলদ্বারা দেবতাগণের পূজা করিয়াছি এবং যথাপ্রাপ্ত ফল-মূলের দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিয়াছি।৬

রমণীয় বহু পর্ব্বত ও সমস্ত সরোবরে বিশেষতঃ পরমপবিত্র সমুদ্রের জলে এই মহাত্মাগণের সহিত উত্তমরূপে স্নান ও আচমন করিয়াছি।৭

ইলা, সরস্বতী, সিন্ধু, যমুনা ও নর্ম্মদা আদি নানা রমণীয় তীর্থসমূহেও ব্রাহ্মণগণের সহিত যথাবিধি স্নান ও আচমন করিয়াছি।৮

হরিদ্বারকে অতিক্রম করিয়া হিমালয়স্থ বহু মঙ্গলময় পর্ব্বতসমূহ দর্শন করিয়াছি এবং বহু ব্রাহ্মণযুক্ত হিমালয় পর্ব্বতও দেখিয়াছি।৯

অবশেষে বিশালা বদরীতীর্থ দেখিয়া নরনারায়ণাশ্রমে আসিয়া তথাকার দর্শনীয় সব কিছুই দর্শন করিয়াছি। এখন এই সিদ্ধগণনিষেবিত সৌগন্ধিক পুষ্করিণীও দেখিলাম।১০

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ। মহাত্মা লোমশমুনি আমাদিগকে সমস্ত পুণ্যস্থান যথাক্রমে বিশেষরূপে দর্শন করাইয়াছেন।১১

ভীমসেন। এখন এই কুবেরের সিদ্ধগণসেবিত পুণ্যময় বাসভূমিতে কি করিয়া যাইব—ইহার উপায় চিন্তা কর।১২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ যুধিষ্ঠির এই কথা বলিতেই অশরীরিণী আকাশবাণী হইল—কুবেরের এই আশ্রম হইতে অগ্রে যাওয়া সম্ভব নয়; কারণ ঐ পথ অতি দুর্গম।১৩

হে রাজন্। তোমরা যে পথে আসিয়াছ, সেই পথেই বিশালা বদরীনামে প্রসিদ্ধ নারায়ণাশ্রমে ফিরিয়া যাও।১৪

কুন্তীনন্দন। সেখান হইতে সিদ্ধচারণসেবিত প্রচুর ফল ও পুষ্পে পরিপূর্ণ বৃষপর্ব্বার রমণীয় আশ্রমে যাইবে।১৫

হে পার্থ! সেই তীর্থ অতিক্রম করিয়া রাজর্ষি আর্ষ্টিষেণের আশ্রমে যাইবে ও সেখানে বাস করিবে। কুন্তীকুমার। সেইখান থেকেই কুবেরের ভবন দেখিতে পাইবে।১৬

এতস্মিন্নন্তরে বায়ুর্দিব্যগন্ধবহঃ শুচিঃ।
সুখপ্রহ্লাদনঃ শীতঃ পুষ্পবর্ষং ববর্ষ চ ॥১৭
শ্রুত্বা তু দিব্যামাকাশাদ্ বাচং সর্বে বিসিস্মিয়ুঃ।
ঋষীণাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ পার্থিবানাং বিশেষতঃ ॥১৮
শ্রুত্বা তন্মহদাশ্চর্য্যং দ্বিজো ধৌম্যোঽব্রবীৎ তদা।
ন শক্যমুত্তরং বক্তুমেবং ভবতু ভারত ॥১৯
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা প্রতিজগ্রাহ তদ্ বচঃ।
প্রত্যাগম্য পুনস্তং তু নরনারায়ণাশ্রমম্ ॥২০
ভীমসেনাদিভিঃ সর্বৈর্ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ।
পাঞ্চাল্যা ব্রাহ্মণৈশ্চৈব ন্যবসন্ত সুখং তদা ॥২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি তীর্থযাত্রাপর্বণি
লোমশতীর্থযাত্রায়াং পুনর্নরনারায়ণাশ্রমাগমনে
ষট্পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৫৬

আকাশবাণী এই কথা বলিতে বলিতেই দিব্য-গন্ধবহনকারী পবিত্র শীতল বায়ু বহিতে লাগিল ও তাহার সহিত পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।১৭

এই দিব্য আকাশবাণী শুনিয়া সকলেই বিশেষতঃ ঋষি, ব্রাহ্মণ ও রাজর্ষিগণ বড়ই বিস্মিত হইলেন।১৮

হে ভারত। ঐ মহাশ্চর্য্যজনক কথা শুনিয়া ধৌম্য বলিলেন—'ইহার প্রতিবাদ করা চলে না; চল, আকাশবাণীর অনুরূপই করা যাউক।১৯

তারপর রাজা যুধিষ্ঠির আকাশবাণীর কথা গ্রহণ করিয়া ভীমসেনাদি সকল ভ্রাতৃগণ, ব্রাহ্মণগণ এবং পাঞ্চালীর সহিত নরনারায়ণাশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন।২০-২১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রাপর্ব্বে
লোমশতীর্থযাত্রা-প্রসঙ্গে পুনরায় নর-নারায়ণাশ্রমে আগমনে ষট্পঞ্চাশদধিকশততম
অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৫৬

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(জটাসুরবধপর্ব্ব)

[জটাসুরেণ দ্রৌপদী-যুধিষ্ঠির-নকুল-সহদেবানামপহরণম্, ভীমসেনস্য জটাসুরবধশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততস্তান্ পরিবিশ্বস্তান্ বসতস্তত্র পাণ্ডবান্।
পর্বতেন্দ্রে দ্বিজৈঃ সার্ধং পার্থাগমনকাঙ্ক্ষয়া ॥১
গতেষু তেষু রক্ষঃসু ভীমসেনাত্মজেঽপি চ।
রহিতান্ ভীমসেনেন কদাচিৎ তান্ যদৃচ্ছয়া ॥২
জহার ধর্মরাজানং যমৌ কৃষ্ণাঞ্চ রাক্ষসঃ।
ব্রাহ্মণো মন্ত্রকুশলঃ সর্বশাস্ত্রবিদুত্তমঃ ॥৩

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

(জটাসুরবধ পর্ব্ব)

[জটাসুর কর্ত্তৃক দ্রৌপদী, যুধিষ্ঠির, নকুল ও
সহদেবকে অপহরণ, ভীমসেনের
জটাসুর বধ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—অনন্তর গন্ধমাদন পর্ব্বতে নর-নারায়ণাশ্রমে পাণ্ডবগণ অর্জুনের আগমনের প্রতীক্ষায় ব্রাহ্মণগণের সহিত নিশ্চিন্তে বাস করিতেছিলেন। এদিকে ভীমসেনপুত্র ঘটোৎকচ ও অন্যান্য রাক্ষসগণ চলিয়া গিয়াছে। ভীমসেনও যদৃচ্ছাক্রমে অন্যদিকে বেড়াইতে গিয়াছেন।

ইতি ব্রুবন্ পাণ্ডবেয়ান্ পর্য্যুপাস্তে স্ম নিত্যদা।
পরীপ্সমানঃ পার্থানাং কলাপানি ধনূংষি চ ॥৪

অন্তরং সম্পরিপ্রেপ্সুর্দ্রৌপদ্যা হরণং প্রতি।
দুষ্টাত্মা পাপবুদ্ধিঃ স নাম্না খ্যাতো জটাসুরঃ ॥৫

পোষণং তস্য রাজেন্দ্র চক্রে পাণ্ডবনন্দনঃ।
বুবুধে ন চ তং পাপং ভস্মচ্ছন্নমিবানলম্ ॥৬

স ভীমসেনে নিষ্ক্রান্তে মৃগয়ার্থমরিন্দম।
ঘটোৎকচং সানুচরং দৃষ্ট্বা বিপ্রদ্রুতং দিশঃ ॥৭

লোমশপ্রভৃতীংস্তাংস্তু মহর্ষীংশ্চ সমাহিতান্।
স্নাতুং বিনির্গতান্ দৃষ্টা পুষ্পার্থঞ্চ তপোধনান্ ॥৮

রূপমন্যৎ সমাস্থায় বিকৃতং ভৈরবং মহৎ।
গৃহীত্বা সর্বশস্ত্রাণি দ্রৌপদীং পরিগৃহ্য চ ॥৯

প্রাতিষ্ঠত স দুষ্টাত্মা ত্রীন্ গৃহীত্বা চ পাণ্ডবান্।
সহদেবস্তু যত্নেন ততোঽপক্রম্য পাণ্ডবঃ ॥১০

বিক্রম্য কৌশিকং খড়্গং মোক্ষয়িত্বা গ্রহং রিপোঃ।
আক্রন্দদ্ ভীমসেনং বৈ যেন যাতো মহাবলঃ ॥১১

তমব্রবীদ্ ধর্মরাজো হ্রিয়মাণো যুধিষ্ঠিরঃ।
ধর্মস্তে হীয়তে মূঢ় ন তত্ত্বং সমবেক্ষসে ॥১২

যেঽন্যে কচিন্মনুষ্যেষু তির্য্যগ্‌যোনিগতাশ্চ যে।
ধর্মং তে সমবেক্ষন্তে রক্ষাংসি চ বিশেষতঃ ॥১৩

ধর্মস্য রাক্ষসা মূলং ধর্মং তে বিদুরুত্তমম্।
এতৎ পরীক্ষ্য সর্বং ত্বং সমীপে স্থাতুমর্হসি ॥১৪

দেবাশ্চ ঋষয়ঃ সিদ্ধাঃ পিতরশ্চাপি রাক্ষস।
গন্ধর্বোরগরক্ষাংসি বয়াংসি পশবস্তথা ॥১৫

ইত্যবসরে এক রাক্ষস নকুল, সহদেব ও কৃষ্ণাসহ যুধিষ্ঠিরকে হরণ করিল। ঐ রাক্ষস মন্ত্রকুশল ও সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ উত্তম ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া নিত্য পাণ্ডবগণের সেবা করিতেছিল। সে পাণ্ডবগণের ধনু এবং অস্ত্রশস্ত্রও হরণ করিতে ইচ্ছুক ছিল। পরে সেই দুষ্টাত্মা দ্রৌপদীকেই হরণ করিবার অবসর খুঁজিতেছিল। ঐ পাপবুদ্ধি অসুরের নাম ছিল জটাসুর ১-৫

হে রাজেন্দ্র। পাণ্ডবগণের আনন্দপ্রদ যুধিষ্ঠির উহার পোষণ করিতেছিলেন। তিনি ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় সেই পাপীকে চিনিতে পারেন নাই।৬

হে অরিন্দম। ভীমসেন মৃগয়ার জন্য বহির্গত হইয়াছেন। ঘটোৎকচ প্রভৃতি রাক্ষসগণও নানাদিকে চলিয়া গিয়াছে। লোমশাদি কতিপয় মহর্ষি সমাহিত অবস্থায় ছিলেন। অন্যান্য তপোধনগণের মধ্যে কেহ স্নান করিতে গিয়াছেন, কেহ পুষ্পচয়ন করিতে গিয়াছেন। এই অবসরে দুষ্টাত্মা জটাসুর ভয়ানক বিকৃত বিশাল রূপ ধারণ করিয়া সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও দ্রৌপদীসহ যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব এই তিন পাণ্ডবকে লইয়া প্রস্থান করিল। সহদেব বল প্রদর্শন পূর্ব্বক কোন প্রকারে নিজেকে শত্রুর কবল হইতে মুক্ত করিলেন এবং পরাক্রম প্রকাশ করত একখানি কোষমুক্ত তরবারিও ছিনাইয়া লইলেন। তারপর মহাবল ভীমসেন যে পথে গিয়াছে, সেই দিকে গিয়া খুব জোরে চীৎকার করিয়া ভীমকে ডাকিতে লাগিলেন।৭-১১

ধর্ম্মরাজ হ্রিয়মাণ অবস্থায় সেই রাক্ষসকে বলিতে লাগিলেন,—মূর্খ। তুমি যাহা করিতেছ, তাহাতে তোমার ধর্ম্ম নষ্ট হইতেছে, তুমি প্রকৃত ধর্ম্মের তত্ত্বকে লক্ষ্য করিতেছ না।১২

যাহারা কোন মনুষ্য অথবা পশুপক্ষীর যোনিতে জন্মগ্রহণ করে, তাহারাও নিজ নিজ ধর্ম্মে দৃষ্টি রাখে। রাক্ষসগণ তো (পশুপক্ষী অপেক্ষা) বিশেষরূপে নিজ ধর্ম্মেতেই অবস্থিত থাকেন।১৩

রাক্ষসগণই ধর্ম্মের মূল, তাঁহারা ধর্ম্মের রহস্য ভাল করিয়া জানেন। এইসব বিচার করত তোমার উচিত আমাদের সহিত একত্রে বাস করা।১৪

তির্য্যগ্‌যোনিগতাশ্চৈব অপি কীট-পিপীলিকাঃ।
মনুষ্যানুপজীবন্তি ততস্ত্বমপি জীবসি ॥১৬
সমৃদ্ধ্যা হ্যস্য লোকস্য লোকো যুষ্মাকমৃধ্যতি।
ইমঞ্চ লোকং শোচন্তমনুশোচন্তি দেবতাঃ ॥১৭
পূজ্যমানাশ্চ বর্ধন্তে হব্য-কব্যৈর্যথাবিধি।
বয়ং রাষ্ট্রস্য গোপ্তারো রক্ষিতারশ্চ রাক্ষস ॥১৮
রাষ্ট্রস্যারক্ষ্যমাণস্য কুতো ভূতিঃ কুতঃ সুখম্।
ন চ রাজাবমন্তব্যো রক্ষসা জাত্বনাগসি ॥১৯
অণুরপ্যপচারশ্চ নাস্ত্যস্মাকং নরাশন।
বিঘসাশান্ যথাশক্ত্যা কুর্মহে দেবতাদিষু ॥২০
গুরূংশ্চ ব্রাহ্মণাংশ্চৈব প্রণামপ্রবণাঃ সদা।
দ্রোগ্ধব্যং ন চ মিত্রেষু ন বিশ্বস্তেষু কর্হিচিৎ ॥২১

যেষাং চান্নানি ভুঞ্জীত যত্র চ স্যাৎ প্রতিশ্রয়ঃ।
স ত্বং প্রতিশ্রয়েঽস্মাকং পূজ্যমানঃ সুখোষিতঃ ॥২২
ভুক্ত্বা চান্নানি দুষ্প্রজ্ঞ কথমস্মান্ জিহীর্ষসি।
এবমেব বৃথাচারো বৃথাবৃদ্ধো বৃথামতিঃ ॥২৩
বৃথামরণমর্হশ্চ বৃথাদ্য ন ভবিষ্যসি।
অথ চেদ্ দুষ্টবুদ্ধিস্ত্বং সর্বৈর্ধর্মৈর্বিবর্জিতঃ ॥২৪
প্রদায় শস্ত্রাণ্যস্মাকং যুদ্ধেন দ্রৌপদীং হর।
অথ চেৎ ত্বমবিজ্ঞানাদিদং কর্ম করিষ্যসি ॥২৫
অধর্মং চাপ্যকীর্তিঞ্চ লোকে প্রাপ্স্যসি কেবলম্।
এতামদ্য পরামৃশ্য স্ত্রিয়ং রাক্ষস মানুষীম্ ॥২৬
বিষমেতৎ সমালোড্য কুম্ভেন প্রাশিতং ত্বয়া।
ততো যুধিষ্ঠিরস্তস্য গুরুকঃ সমপদ্যত ॥২৭

হে রাক্ষস! দেবতা, সিদ্ধ, ঋষি, পিতৃগণ, গন্ধর্ব্ব, নাগ, রাক্ষস, পশু, পক্ষী, কীট, পিপীলিকা প্রভৃতি সমস্ত প্রাণীই মনুষ্যকে অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া থাকে, তুমিও সেইরূপেই বাঁচিয়া আছ।১৫-১৬

এই মনুষ্যলোকের সমৃদ্ধিতেই তোমাদের সকল লোকের সমৃদ্ধি; এই মনুষ্যলোকের অবস্থা শোচনীয় হইলে দেবতাগণেরও অবস্থা শোচনীয় হইবে।১৭

মনুষ্যগণ হব্য ও কব্যের দ্বারা যথাবিধি অর্চ্চনা করিলেই দেবতা ও পিতৃগণের বলবৃদ্ধি হয়। রাক্ষস! আমরা রাষ্ট্রের রক্ষক ও পালক।১৮

রাষ্ট্র যদি রক্ষিত না হয়, তবে কোথা হইতে সুখ ও ঐশ্বর্য্য আসিবে? সুতরাং রাক্ষসেরও উচিত হইল—বিনা অপরাধে কোন রাজাকে অপমান না করা।১৯

হে নরখাদক রাক্ষস! তোমার উপর আমাদের অল্পপরিমাণও কোন অপরাধ নাই। আমরা দেবতাদিগকে যথাশক্তি ভোজন করাইয়া অবশিষ্ট প্রসাদস্বরূপ অন্ন নিজেরা ভোজন করি।২০

আমরা গুরুজন ও ব্রাহ্মণগণকে সদাই প্রণাম করিয়া থাকি। কোনও ব্যক্তিরই নিজ মিত্র ও বিশ্বাসীর প্রতি দ্রোহ করা উচিত নয়।২১

তুমি যাহাদের অন্ন খাইয়াছ এবং যাহাদের আশ্রয়ে বাস করিয়াছ এবং যে তুমি আমাদের আশ্রয়ে পূজিত হইয়া সুখে বাস করিতেছিলে।২২

হে দুর্ব্বুদ্ধে! তুমি আমাদের অন্ন খাইয়া আজ আমাদিগকেই হরণ করিতে চাহিতেছ? আজ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণের ন্যায় তোমার পূর্ব্ব আচরণ, অভ্যুদয়, জ্ঞানিস্মন্যতা—এ সবই তোমার ব্যর্থ হইয়াছে; তোমার বুদ্ধিও ব্যর্থ।২৩

এই অবস্থায় তুমি বৃথা মৃত্যুর অধিকারী; আজ বৃথাই তোমার প্রাণ নষ্ট হইবে। যদি সর্ব্ব ধর্ম্ম বর্জ্জন করিয়া তোমার বুদ্ধি দুষ্টতাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে; তাহা হইলে তুমি আমাদিগকে অস্ত্র প্রদান কর ও যুদ্ধ করিয়া দ্রৌপদীকে হরণ কর। আর যদি অজ্ঞানবশতঃ এইরূপ কুকর্ম্ম আচরণ কর, তবে জগতে তুমি শুধু অধর্ম্ম ও অপকীর্ত্তিই

স তু ভারাভিভূতাত্মা ন তথা শীঘ্রগোঽভবৎ।
অথাব্রবীদ্ দ্রৌপদীঞ্চ নকুলঞ্চ যুধিষ্ঠিরঃ ॥২৮
মা ভৈষ্ট রাক্ষসান্মূঢ়াদ্ গতিরস্য ময়া হৃতা।
নাতিদূরে মহাবাহুর্ভবিতা পবনাত্মজঃ ॥২৯
অস্মিন্ মুহূর্ত্তে সম্প্রাপ্তে ন ভবিষ্যতি রাক্ষসঃ।
সহদেবস্তু তং দৃষ্ট্বা রাক্ষসং মূঢ়চেতনম্ ॥৩০
উবাচ বচনং রাজন্ কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।
রাজন্ কিংনাম সৎকৃত্যং ক্ষত্রিয়স্যাস্ত্যতোঽধিকম্ ॥৩১
যদ্ যুদ্ধেঽভিমুখঃ প্রাণাংস্ত্যজেচ্ছত্রুং জয়েত্তত্র বা।
এব চাস্মান্ বয়ং চৈনং যুদ্ধ্যমানাঃ পরন্তপ ॥৩২
সূদয়েম মহাবাহো দেশকালো হ্যয়ং নৃপ।
ক্ষত্রধর্মস্য সম্প্রাপ্তঃ কালঃ সত্যপরাক্রমঃ ॥৩৩

জয়ন্তো হন্যমানা বা প্রাপ্তুমর্হাম সদ্গতিম্।
রাক্ষসে জীবমানেঽদ্য রবিরস্তমিয়াদ্ যদি ॥৩৪
নাহং ব্রূয়াং পুনর্জাতু ক্ষত্রিয়োঽস্মীতি ভারত।
ভো ভো রাক্ষস তিষ্ঠস্ব সহদেবোঽস্মি পাণ্ডবঃ ॥৩৫
হত্বা বা মাং নয়স্বৈনাং হতো বাদ্যেহ স্বপ্স্যসি।
তদা ব্রুবতি মাদ্রেয়ে ভীমসেনো যদৃচ্ছয়া ॥৩৬
প্রত্যদৃশ্যদ্ গদাহস্তঃ সবজ্র ইব বাসবঃ।
সোঽপশ্যদ্ ভ্রাতরৌ তত্র দ্রৌপদীঞ্চ যশস্বিনীম্ ॥৩৭
ক্ষিতিস্থং সহদেবঞ্চ ক্ষিপন্তং রাক্ষসং তদা।
মার্গাচ্চ রাক্ষসং মূঢ়ং কালোপহতচেতসম্ ॥৩৮
ভ্রমন্তং তত্র তত্রৈব দৈবেন বিনিবারিতম্।
ভ্রাতৄংস্তান্ হ্রিয়তো দৃষ্ট্বা দ্রৌপদীঞ্চ মহাবলঃ ॥৩৯

লাভ করিবে। রাক্ষস! তুমি যে এই মানুষী স্ত্রীকে স্পর্শ করিয়াছ, ইহা তোমার পক্ষে এক ঘড়া বিষ গুলাইয়া পান করার তুল্য হইয়াছে। এই কথা বলিতে বলিতে যুধিষ্ঠির নিজেকে ভারী করিয়া ফেলিলেন।২৪-২৭

তখন সেই রাক্ষস ভারের দ্বারা অভিভূত হইয়া দ্রুত গমন করিতে অক্ষম হইল। অতঃপর যুধিষ্ঠির নকুল ও দ্রৌপদীকে বলিলেন।২৮

তোমরা এই মূঢ় রাক্ষসকে ভয় করিও না; আমি ইহার গতিকে হরণ করিয়াছি, বায়ুপুত্র মহাবাহু ভীমসেনও বেশী দূরে নাই।২৯

এই আগামী মুহূর্ত্তেই এ রাক্ষস প্রাণ হারাইবে। সহদেব তখন রাক্ষসকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় দেখিয়া কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,—হে রাজন্! সম্মুখ-যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করা বা জয়লাভ করা—ইহা হইতে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর কি হইতে পারে? হে পরন্তপ মহাবাহু রাজন্! এই রাক্ষস আমাদের সহিত অথবা আমরা মিলিতভাবে এই রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিয়া ইহাকে বধ করিব। ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের অনুকূল উপযুক্ত দেশ ও কাল উপস্থিত হইয়াছে। সুতরাং আমাদের আজ পরাক্রম প্রকাশ করিবার এই যথার্থ সময় আসিয়াছে।৩০-৩৩

ভারত! আমরা ইহাকে যুদ্ধে জয় করি অথবা যুদ্ধে আমরা প্রাণ হারাই, উভয় অবস্থাতেই আমরা সদ্‌গতি লাভ করিব। যদি এই রাক্ষস জীবিত থাকিতেই সূর্য্য অস্তমিত হয়, তাহা হইলে আমি আমাকে আর ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিব না। হে রাক্ষস! একটু দাঁড়াও; আমি পাণ্ডুপুত্র সহদেব; আমাকে আগে বধ কর, তারপর এই নারীকে হরণ কর অথবা নিজে এখানে চির-শয্যা গ্রহণ কর। মাদ্রীপুত্র সহদেব এই কথা বলিতে বলিতেই যদৃচ্ছাক্রমে ভীম তথায় বজ্রধারী বাসবের (ইন্দ্রের) ন্যায় গদাহস্তে উপস্থিত হইয়া

ক্রোধমাহারয়দ্ ভীমো রাক্ষসং চেদমব্রবীৎ।
বিজ্ঞাতোঽসি ময়া পূর্বং পাপ শস্ত্রপরীক্ষণে ॥৪০
আস্থা তু ত্বয়ি মে নাস্তি যতোঽসি ন হতস্তদা।
ব্রহ্মরূপপ্রতিচ্ছন্নো ন নো বদসি চাপ্রিয়ম্ ॥৪১
প্রিয়েষু রমমাণং ত্বাং ন চৈবাপ্রিয়কারিণম্।
অতিথিং ব্রহ্মরূপঞ্চ কথং হন্যামনাগসম্ ॥৪২
রাক্ষসং জানমানোঽপি যো হন্যান্নরকং ব্রজেৎ।
অপক্কস্য চ কালেন বধস্তব ন বিদ্যতে ॥৪৩
নূনমদ্যাসি সম্পক্কো যথা তে মতিরীদৃশী।
দত্তা কৃষ্ণাপহরণে কালেনাদ্ভুতকর্ম্মণা। ৪৪

বড়িশোঽয়ং ত্বয়া গ্রস্তঃ কালসূত্রেণ লম্বিতঃ।
মৎস্যোঽন্তর্জলীব স্যূতাস্যঃ কথমদ্য ভবিষ্যসি ॥৪৫

যং চাপি প্রস্থিতো দেশং মনঃ পূর্বং গতঞ্চ তে।
ন তং গন্তাসি গন্তাসি মার্গং বক-হিড়িম্বয়োঃ ॥৪৬
এবমুক্তস্তু ভীমেন রাক্ষসঃ কালচোদিতঃ।
ভীত উৎসৃজ্য তান্ সর্বান্ যুদ্ধায় সমুপস্থিতঃ ॥৪৭
অব্রবীচ্চ পুনর্ভীমং রোষাৎ প্রস্ফুরিতাধরঃ।
ন মে মূঢ়া দিশঃ পাপ ত্বদর্থং মে বিলম্বিতম্ ॥৪৮
শ্রুতা মে রাক্ষসা যে যে ত্বয়া বিনিহতা রণে।
তেষামদ্য করিষ্যামি তবাস্রেণোদকক্রিয়াম্ ॥৪৯
এবমুক্তস্ততো ভীমঃ সৃক্কিণী পরিসংলিহন্।
স্ময়মান ইব ক্রোধাৎ সাক্ষাৎ কালান্তকোপমঃ ॥৫০
(ব্রুবন্ বৈ তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।)
বাহুসংরম্ভমেবৈক্ষমভিদুদ্রাব রাক্ষসম্।
রাক্ষসোঽপি তদা ভীমং যুদ্ধার্থিনমবস্থিতম্ ॥৫১

দেখিলেন নকুল ও যুধিষ্ঠির দুই ভাই এবং যশস্বিনী দ্রৌপদী রাক্ষসের কবলিত।৩৪-৩৭

সেই সময় ভূমিতে দাঁড়াইয়া সহদেব রাক্ষসকে তিরস্কার করিতেছে; আর মূঢ় রাক্ষস কালকবলিত-চিত্ত হইয়া পথভ্রষ্ট হইয়াছে এবং দৈবকর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। রাক্ষস ভ্রাতৃদ্বয় ও দ্রৌপদীকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে দেখিয়া মহাবল ভীম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাহাকে বলিলেন,—রে পাপী রাক্ষস! যখন তুই আমাদের অস্ত্রগুলি পূর্ব্বে পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিলি, তখনই আমি তোকে বুঝিতে পারিয়াছিলাম।৩৮-৪০

তোমার উপর তখনই আমার কোন আস্থা ছিল না, তবে তোমাকে যে তখন আমি কিছু অপ্রিয় বলি নাই বা তোমাকে মারিয়া ফেলি নাই, ইহা তোমার ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশের জন্যই।৪১

তখন তুমি আমাদের প্রিয় কার্য্যই করিতে, অপ্রিয় কখনও করিতে না, সুতরাং অনপরাধী ব্রাহ্মণবেশী অতিথি বলিয়াই তোমাকে বধ করি নাই; রাক্ষস বলিয়া জানিলেও তখন তোমাকে বধ করিলে নরকে যাইতে হইত। মৃত্যুর কাল পরিপক্ক না হইলে তাহাকে বধ করা যায় না। এজন্যও তোমাকে বধ করা সম্ভব হয় নাই।৪২-৪৩

অদ্ভুতকর্ম্মা কাল যখন তোমাকে দ্রৌপদী-হরণের বুদ্ধি দিয়াছে, তখনই বুঝিয়াছি যে, তোমার মৃত্যুর সময় পরিপক্ক হইয়াছে।৪৪

আজ তুমি কালসূত্রের দ্বারা গ্রথিত এই বড়িশ (কাঁটা) কিভাবে গিলিয়াছ দেখ। জলমধ্যে বড়িশে আবদ্ধকণ্ঠ মৎস্যের ন্যায় তুমি আজ কেমন করিয়া বাঁচিবে?৪৫

তুমি যে দেশে পলাইবার জন্য মনঃস্থির করিয়াছ, সে দেশে তোমার যাওয়া হইবে না; তোমাকে বক ও হিড়িম্বের পথে যাইতে হইবে।৪৬

ভীম কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইয়া রাক্ষস ভয়ে

মুহুর্মুহুর্ব্যাদদানঃ সৃক্কিণী পরিসংলিহন্ ।
অভিদুদ্রাব সংরব্ধো বলির্বজ্রধরং যথা ॥৫২

(ভীমসেনোঽপ্যবষ্টব্ধো নিযুদ্ধায়াভবৎ স্থিতঃ ।
রাক্ষসোঽপি চ বিস্রব্ধো বাহুযুদ্ধমকাঙ্ক্ষত ॥)

বর্তমানে তদা তাভ্যাং বাহুযুদ্ধে সুদারুণে ।
মাদ্রীপুত্রাবতিক্রুদ্ধাবুভাবপ্যভ্যধাবতাম্ ॥৫৩

ন্যবারয়ৎ তৌ প্রহসন্ কুন্তীপুত্রো বৃকোদরঃ ।
শক্তোঽহং রাক্ষসস্যেতি প্রেক্ষধ্বমিতি চাব্রবীৎ ॥৫৪

আত্মনা ভ্রাতৃভিশ্চৈব ধর্মেণ সুকৃতেন চ ।
ইষ্টেন চ শপে রাজন্ সূদয়িষ্যামি রাক্ষসম্ ॥৫৫

ইত্যেবমুক্তা তৌ বীরৌ স্পর্ধমানৌ পরস্পরম্ ।
বাহুভ্যাং সমসজ্জেতামুভৌ রক্ষো-বৃকোদরৌ ॥৫৬

তয়োরাসীৎ সম্প্রহারঃ ক্রুদ্ধয়োর্ভীম-রক্ষসোঃ ।
অমৃষ্যমাণয়োঃ সংখ্যে দেব-দানবয়োরিব ॥৫৭

আরুজ্যারুজ্য তৌ বৃক্ষানন্যোন্যমভিজঘ্নতুঃ ।
জীমূতাবিব গর্জন্তৌ নিনদন্তৌ মহাবলৌ ॥৫৮

বভঞ্জতুর্মহাবৃক্ষানূরুভির্বলিনাং বরৌ ।
অন্যোন্যেনাভিসংরব্ধৌ পরস্পরবধৈষিণৌ ॥৫৯

তদ্ বৃক্ষযুদ্ধমভবন্মহীরুহবিনাশনম্ ।
বালি-সুগ্রীবয়োর্ভ্রাত্রোঃ পুরা স্ত্রীকাঙ্ক্ষিণোর্যথা ॥৬০

আবিধ্যাবিধ্য তৌ বৃক্ষান্ মুহূর্তমিতরেতরম্ ।
তাড়য়ামাসতুরুভৌ বিনদন্তৌ মুহুর্মুহুঃ ॥৬১

সকলকে ছাড়িয়া দিয়া কালপ্রেরিত হইয়াই যেন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল ।৪৭

রাক্ষস তখন ক্রোধে কম্পিত অধরে ভীমকে বলিল,—রে পাপী ! আমি পথ ভুলিয়া যাই নাই, তোমার জন্যই অপেক্ষা করিতেছিলাম ।৪৮

তুমি যে যে রাক্ষসকে পূর্ব্বে যুদ্ধে বধ করিয়াছ, তাহা আমি শুনিয়াছি, আজ তোমার রক্তের দ্বারা তাহাদের তর্পণ করিব ।৪৯

রাক্ষসের এই কথা শুনিয়া ভীম ক্রোধে আরক্তনয়ন হইলেন এবং জিহ্বা দ্বারা ওষ্ঠপ্রান্ত লেহন করিতে করিতে ঈষৎ হাস্য করিয়াই যেন কালান্তক যমের ন্যায় বাহুদ্বয়ের আস্ফালন করিতে থাকিয়া রাক্ষসের দিকে তাকাইয়া তাহার দিকে ধাবিত হইলেন। তখন রাক্ষস ভীমকে যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী হইয়া অবস্থান করিতে দেখিয়া পুনঃ পুনঃ মুখব্যাদন করত মুখের দুই প্রান্ত জিহ্বার দ্বারা লেহন করিতে করিতে ক্রোধান্ধ হইয়া বলিরাজ যেরূপ বজ্রধর ইন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছিল, সেইরূপ রাক্ষস ভীমের দিকে ধাবিত হইল ।৫০-৫২

যখন উভয়েই ভয়ঙ্কর বাহুযুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল, তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ মাদ্রীপুত্রদ্বয় রাক্ষসের দিকে ধাবিত হইলেন ।৫৩

কুন্তীপুত্র বৃকোদর তখন তাহাদিগকে নিবারণ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—আমি একাকীই ইহাকে বধ করিতে সমর্থ ; তোমরা দাঁড়াইয়া দেখ ।৫৪

হে রাজন্ ! আমি আমার ইষ্টদেব, ধর্ম্ম, সুকৃতি, ভ্রাতৃগণ এবং নিজের প্রাণের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি—আমি এক্ষণই এই রাক্ষসকে বধ করিব ।৫৫

এই কথা বলিয়াই বীর ভীমসেন ও রাক্ষস উভয়ে পরস্পরকে স্পর্দ্ধা করত দুই বাহুর দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে চাপিয়া ধরিল ।৫৬

তখন ক্রুদ্ধ ভীম ও রাক্ষস উভয়ের দেবদানবের ন্যায় যুদ্ধ চলিতে লাগিল। তখন উভয়ে যুদ্ধে পরস্পরের প্রতি তুমুল প্রহার করিতে

তস্মিন্ দেশে যদা বৃক্ষাঃ সর্ব এব নিপাতিতাঃ ।
পুঞ্জীকৃতাশ্চ শতশঃ পরস্পরবধেপ্সয়া ॥৬২
ততঃ শিলাঃ সমাদায় মুহূর্ত্তমিব ভারত ।
মহাভ্রৈরিব শৈলেন্দ্রৌ যুযুধাতে মহাবলৌ ॥৬৩

শিলাভিরুগ্ররূপাভির্বৃহতীভিঃ পরস্পরম্ ।
বজ্রৈরিব মহাবেগৈরাজঘ্নতুরমর্ষণৌ ॥৬৪
অভিদ্রুত্য চ ভূয়স্তাবন্যোন্যং বলদর্পিতৌ ।
ভুজাভ্যাং পরিগৃহ্যাথ চকার্ষতে গজাবিব ॥৬৫
মুষ্টিভিশ্চ মহাঘোরৈরন্যোন্যমভিজঘ্নতুঃ ।
ততঃ কটকটাশব্দো বভূব সুমহাত্মনোঃ ॥৬৬

ততঃ সংহৃত্য মুষ্টিং তু পঞ্চশীর্ষমিবোরগম্ ।
বেগেনাভ্যহনদ্ ভীমো রাক্ষসস্য শিরোধরাম্ ॥৬৭
ততঃ শ্রান্তং তু তদ্ রক্ষো ভীমসেনভুজাহতম্ ।
সুপরিশ্রান্তমালক্ষ্য ভীমসেনোঽভ্যবর্ত্তত ॥৬৮
তত এনং মহাবাহুর্বাহুভ্যামমরোপমঃ ।
সমুৎক্ষিপ্য বলাদ্ ভীমো বিনিষ্পিষ্য মহীতলে ॥৬৯

তস্য গাত্রাণি সর্ব্বাণি চূর্ণয়ামাস পাণ্ডবঃ ।
অরত্নিনা চাভিহত্য শিরঃ কায়াদপাহরৎ ॥৭০
সন্দষ্টৌষ্ঠং বিবৃত্তাক্ষং ফলং বৃক্ষাদিব চ্যুতম্ ।
জটাসুরস্য তু শিরো ভীমসেনবলাদ্ধৃতম্ ॥৭১

লাগিল ।৫৭

মহাবলবান্ উভয়ে মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে ও সিংহধ্বনি করিতে করিতে বৃক্ষ উৎপাটন করত পরস্পরকে প্রহার করিতে লাগিল ।৫৮

বলবান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উভয়েই তীব্রবেগে বৃক্ষসমূহ ভগ্ন করিতে করিতে পরস্পরের বধের ইচ্ছায় পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইতে লাগিল ।৫৯

পূর্ব্বে স্ত্রীর জন্য বালী ও সুগ্রীবের যেমন যুদ্ধ হইয়াছিল, তেমনই তাহাদের উভয়ের মধ্যে বৃক্ষরাশিবিনাশক ভয়ানক বৃক্ষযুদ্ধ আরম্ভ হইল ।৬০

উভয়েই মুহূর্ত্ত মধ্যে বড় বড় বৃক্ষসকল হেলাইয়া হেলাইয়া উৎপাটন ও পুনঃপুনঃ ভয়ানক গর্জ্জন করিতে করিতে উভয়ের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিল ।৬১

তাহারা উভয়ে উভয়ের বধাকাঙ্ক্ষী হইয়া সেই স্থানের সমস্ত বৃক্ষ উৎপাটন করত নিক্ষেপ করিয়া শত শত রাশি উৎপন্ন করিল ।৬২

ভারত ! তারপর এক মুহূর্ত্তকাল মধ্যে সেই মহাবলবান্ উভয়ে শিলা লইয়া দুই শ্রেষ্ঠ পর্ব্বতের বড় বড় মেঘখণ্ডদ্বারা যুদ্ধের ন্যায় তাহাদের শিলাযুদ্ধ আরম্ভ হইল ।৬৩

ঐ শিলাসমূহ দেখিতে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও বিশাল ছিল। মহাবেগশালী বজ্রের ন্যায় সেই শিলাখণ্ড লইয়া অতীব ক্রুদ্ধ দুই যোদ্ধা একে অপরকে আঘাত করিতে লাগিল ।৬৪

তারপর উভয়েই বলদর্পে মদমত্ত গজদ্বয়ের ন্যায় ধাবিত হইয়া বাহুদ্বারা ধরিয়া উভয়কে আকর্ষণ করিতে লাগিল ।৬৫

উভয়েই ভয়ানক মুষ্টির দ্বারা উভয়কে আঘাত করিতে লাগিল। ঐ দুই বিশালকায় বীরের আঘাতে তথায় ভীষণ কটকটা শব্দ সমুত্থিত হইল ।৬৬

অনন্তর ভীম পঞ্চশীর্ষ সর্পের ন্যায় নিজ পঞ্চ অঙ্গুলির দ্বারা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রাক্ষসের মস্তকে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন ।৬৭

তখন ভীমসেনের পুনঃ পুনঃ মুষ্ট্যাঘাতে রাক্ষস পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। রাক্ষসকে শ্রান্ত দেখিয়া ভীমসেন বেগে ধাবিত হইলেন ।৬৮

তখন দেবতুল্য তেজস্বী মহাবাহু ভীম তাহাকে

পপাত রুধিরাদিগ্ধং সন্দষ্টদশনচ্ছদম্।
তং নিহত্য মহেম্বাসো যুধিষ্ঠিরমুপাগমৎ ॥
স্তূয়মানো দ্বিজাগ্র্যৈস্তু মরুদ্ভিরিব বাসবঃ ॥৭২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি জটাসুরবধপর্ব্বণি
সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৫৭

উভয় বাহুর দ্বারা বলপূর্ব্বক উঠাইয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়া নিষ্পেষণ করিতে লাগিলেন।৬৯

উহার শরীরের সমস্ত অঙ্গ পাণ্ডুপুত্র ভীমসেন আঘাতে আঘাতে চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন এবং আর এক চপেটাঘাতে শরীর হইতে তাহার মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন।৭০

বৃক্ষ হইতে বিচ্যুত ফলের ন্যায় ভীমসেনের বলে বিচ্ছিন্ন জটাসুরের মস্তকটি শোভা পাইতে লাগিল। তখন অসুরের ওষ্ঠ দাঁতের দ্বারা সন্দষ্ট এবং চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত ছিল।৭১

তাহার রুধিরলিপ্ত ও দন্তদ্বারা সন্দষ্ট-ওষ্ঠ মস্তকটি ভূমিতে পতিত হইল। মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেন এইরূপে সেই অসুরকে বধ করিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকটে গেলেন। তখন দেবগণ যেমন ইন্দ্রের স্তুতি করেন, তেমনই দ্বিজশ্রেষ্ঠগণও ভীমের স্তুতি করিতে লাগিলেন।৭২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত জটাসুরবধপর্ব্বে
সপ্তপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৫৭

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(যক্ষযুদ্ধপর্ব্ব)

[পাণ্ডবানাং নর-নারায়ণাশ্রমতো বৃষপর্ব্বণঃ সমীপে গমনম্, ততোঽপি আর্ষ্টিসেনাশ্রমে আগমনঞ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

নিহতে রাক্ষসে তস্মিন্ পুনর্নারায়ণাশ্রমম্।
অভ্যেত্য রাজা কৌন্তেয়ো নিবাসমকরোৎ প্রভুঃ ॥১
স সমানীয় তান্ সর্ব্বান্ ভ্রাতৄনিত্যব্রবীদ্ বচঃ।
দ্রৌপদ্যা সহিতান্ কালে সংস্মরন্ ভ্রাতরং জয়ম্ ॥২

সমাশ্চতস্রোঽভিগতাঃ শিবেন চরতাং বনে।
কৃতোদ্দেশঃ স বীভৎসুঃ পঞ্চমীমভিতঃ সমাম্ ॥৩

প্রাপ্য পর্ব্বতরাজানং শ্বেতং শিখরিণাং বরম্।
পুষ্পিতৈর্দ্রুমষণ্ডৈশ্চ মত্তকোকিলষট্পদৈঃ ॥৪

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

(যক্ষযুদ্ধপর্ব্ব)

[পাণ্ডবগণের নরনারায়ণ আশ্রম হইতে বৃষপর্ব্বার
নিকটে গমন এবং সেখান হইতে আর্ষ্টি-
সেনের আশ্রমে আগমন।]

রাক্ষস নিহত হইলে কুন্তীনন্দন প্রভাবশালী রাজা যুধিষ্ঠির সকলের সহিত পুনরায় নরনারায়ণাশ্রমে ফিরিয়া আসিয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন।১

একদিন তিনি দ্রৌপদীর সহিত সকল ভ্রাতৃগণকে ডাকিয়া ভ্রাতা অর্জ্জুনকে স্মরণ করিতে করিতে বলিলেন।২

কুশলের সহিত বনে বনে বাস করিতে করিতে আমাদের চার বৎসর সম্পূর্ণ অতীত হইল।

ময়ূরৈশ্চাতকৈশ্চাপি নিত্যোৎসববিভূষিতম্ ।
ব্যাঘ্রৈর্বরাহৈর্মহিষৈর্গবয়ৈর্হরিণৈস্তথা ॥৫
শ্বাপদৈর্ব্যালরূপৈশ্চ রুরুভিশ্চ নিষেবিতম্ ।
ফুল্লৈঃ সহস্রপত্রৈশ্চ শতপত্রৈস্তথোপলৈঃ ॥৬
প্রফুল্লৈঃ কমলৈশ্চৈব তথা নীলোৎপলৈরপি ।
মহাপুণ্যং পবিত্রঞ্চ সুরাসুরনিষেবিতম্ ॥৭
তত্রাপি চ কৃতোদ্দেশঃ সমাগমদিদৃক্ষুভিঃ ।
কৃতশ্চ সময়স্তেন পার্থেনামিততেজসা ॥৮
পঞ্চবর্ষাণি বৎস্যামি বিদ্যার্থীতি পুরা ময়ি ।
অত্র গাণ্ডীবধন্বানমবাপ্তাস্ত্রমরিন্দমম্ ॥৯
দেবলোকাদিমং লোকং দ্রক্ষ্যামঃ পুনরাগতম্ ।
ইত্যুক্ত্বা ব্রাহ্মণান্ সর্বানামন্ত্রয়ত পাণ্ডবঃ ॥১০

কারণঞ্চৈব তৎ তেষামাচচক্ষে তপস্বিনাম্ ।
তানুগ্রতপসঃ প্রীতান্ কৃত্বা পার্থাঃ প্রদক্ষিণাম্ ॥১১
ব্রাহ্মণাস্তেঽন্বমোদন্ত শিবেন কুশলেন চ ।
সুখোদর্কমিমং ক্লেশমচিরাদ্ ভরতর্ষভ ॥১২
ক্ষত্রধর্ম্মেণ ধর্মজ্ঞ তীর্ত্বা গাং পালয়িষ্যসি ।
তত্তু রাজা বচস্তেষাং প্রতিগৃহ্য তপস্বিনাম্ ॥১৩
প্রতস্থে সহ বিপ্রৈস্তৈর্ভ্রাতৃভিশ্চ পরন্তপঃ ।
রাক্ষসৈরনুযাতো বৈ লোমশেনাভিরক্ষিতঃ ॥১৪
ক্বচিৎ পদ্ভ্যাং ততোঽগচ্ছদ্ রাক্ষসৈরুহ্যতে ক্বচিৎ ।
তত্র তত্র মহাতেজা ভ্রাতৃভিঃ সহ সুব্রতঃ ॥১৫
ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা বহূন্ ক্লেশান্ বিচিন্তয়ন্ ।
সিংহ-ব্যাঘ্র-গজাকীর্ণামুদীচীং প্রযযৌ দিশম্ ॥১৬

বীভৎসু (অর্জুন) এইরূপ সঙ্কেত প্রেরণ করিয়াছিল যে, আমি পঞ্চম বৎসরে ফিরিয়া আসিব।৩

পর্ব্বতসমূহ-শ্রেষ্ঠ গিরিরাজ শ্বেতবর্ণ কৈলাস-পর্ব্বতে আসিয়া আমরা অর্জ্জুনের প্রতীক্ষায় বাস করিতেছি। ঐ পর্ব্বত পুষ্পিত বৃক্ষরাজিতে সুশোভিত। এখানে মত্ত কোকিলের কলরব ও ভ্রমরের গুঞ্জন এবং ময়ূর ও চাতকের মধুর বাণীতে যেন নিত্য উৎসব হইতেছে। এই পর্ব্বতে বহু ব্যাঘ্র, বরাহ, মহিষ, গবয়, হরিণ, হিংস্র জন্তু এবং সর্প ও রুরুমৃগ বাস করে। বিকশিত নানা-বর্ণের সহস্রদল, শতদল, উৎপল, প্রফুল্ল কমল ও নীলোৎপল দ্বারা পরিপূর্ণ সরোবরসমূহে পরিশোভিত পর্ব্বতরাজ গন্ধমাদন পরম পুণ্যময় ও পবিত্র। দেবতা ও অসুরগণ এখানে বাস করেন।৪-৭

তাহার আগমন দেখিতে অত্যন্ত উৎসুক আমাদের নিকট পূর্ব্বে অমিততেজস্বী অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য দেবলোকে বাস করিব। আমরা অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া পুনরাগত শত্রুদমন গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনকে দেবলোক হইতে আসিতে দেখিব। এই কথা বলিয়া তিনি ব্রাহ্মণগণকে ডাকাইয়া আনিলেন।৮-১০

তিনি সেই তপস্বীদিগকে ডাকিবার কারণও নিবেদন করিলেন। অনন্তর কুন্তীপুত্রগণ সেই কঠোর তপস্বীদিগকে প্রসন্ন করত প্রদক্ষিণ করিয়া প্রণাম করিলেন।১১

তখন সেই ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে মঙ্গল ও কুশল-সহ আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—হে ভরতর্ষভ। অচিরেই আপনি এইরূপ কষ্ট হইতে মুক্ত হইবেন।১২

হে ধর্ম্মজ্ঞ। আপনি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মানুসারে সমস্ত ক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় পৃথিবীকে শাসন করিবেন। তখন শত্রুদমন রাজা যুধিষ্ঠির তপস্বিগণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করত ভ্রাতৃগণ, ব্রাহ্মণগণ এবং ঘটোৎকচাদি বাহক রাক্ষসগণের সহিত লোমশমুনির দ্বারা সর্ব্বতোভাবে রক্ষিত হইয়া তথা

অবেক্ষমাণঃ কৈলাসং মৈনাকং চৈব পর্ব্বতম্ ।
গন্ধমাদনপাদাংশ্চ শ্বেতঞ্চাপি শিলোচ্চয়ম্ ॥১৭
উপর্য্যুপরি শৈলস্য বহ্বীশ্চ সরিতঃ শিবাঃ ।
পৃষ্ঠং হিমবতঃ পুণ্যং যযৌ সপ্তদশেঽহনি ॥১৮
দদৃশুঃ পাণ্ডবা রাজন্ গন্ধমাদনমন্তিকাৎ ।
পৃষ্ঠে হিমবতঃ পুণ্যে নানাদ্রুমলতাবৃতে ॥১৯

সলিলাবর্তসঞ্জাতৈঃ পুষ্পিতৈশ্চ মহীরুহৈঃ ।
সমাবৃতং পুণ্যতমমাশ্রমং বৃষপর্ব্বণঃ ॥২০
তমুপাগম্য রাজর্ষিং ধর্মাত্মানমরিন্দমাঃ ।
পাণ্ডবা বৃষপর্বাণমবন্দন্ত গতক্লমাঃ ॥২১
অভ্যনন্দৎ স রাজর্ষিঃ পুত্রবদ্ ভরতর্ষভান্ ।
পূজিতাশ্চাবসংস্তত্র সপ্তরাত্রমরিন্দমাঃ ॥২২

অষ্টমেঽহনি সম্প্রাপ্তে তমৃষিং লোকবিশ্রুতম্ ।
আমন্ত্র্য বৃষপর্ব্বাণং প্রস্থানং প্রত্যরোচয়ন্ ॥২৩
একৈকশশ্চ তান্ বিপ্রান্ নিবেদ্য বৃষপর্ব্বণি ।
ন্যাসভূতান্ যথাকালং বন্ধূনিব সুসৎকৃতান্ ॥২৪
পারিবর্হঞ্চ তং শেষং পরিদায় মহাত্মনে ।
ততস্তে যজ্ঞপাত্রাণি রত্নান্যাভরণানি চ ॥২৫

ন্যদধুঃ পাণ্ডবা রাজন্নাশ্রমে বৃষপর্বণঃ ।
অতীতানাগতে বিদ্বান্ কুশলঃ সর্বধর্মবিৎ ॥২৬

অন্বশাসৎ স ধর্মজ্ঞঃ পুত্রবদ্ ভরতর্ষভান্ ।
তেঽনুজ্ঞাতা মহাত্মানঃ প্রযযুর্দিশমুত্তরাম্ ॥২৭

তান্ প্রস্থিতানভ্যগচ্ছদ্ বৃষপর্ব্বা মহীপতিঃ ।
উপন্যস্য মহাতেজা বিপ্রেভ্যঃ পাণ্ডবাংস্তদা ॥২৮

হইতে প্রস্থান করিলেন।১৩-১৪

উত্তমব্রতপালনকারী মহাতেজস্বী যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের সহিত কোথাও পায়ে হাঁটিয়া কোথাও বা রাক্ষসগণের কাঁধে চড়িয়া যাইতে লাগিলেন।১৫

অনন্তর রাজা বহু ক্লেশের কথা চিন্তা করিতে করিতে সিংহ-ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুসমূহে পরিপূর্ণ উত্তরদিকে চলিতে লাগিলেন।১৬

যুধিষ্ঠির কৈলাস মৈনাক প্রভৃতি পর্ব্বত, গন্ধমাদনের পাদদেশসমূহ, শ্বেতপর্ব্বত (হিমালয়) এবং পর্ব্বতের উপরে উপরে কল্যাণময়ী বহু পার্ব্বত্য নদী দর্শন করিতে করিতে সতের দিনে হিমালয়ের একটি পুণ্যময় পৃষ্ঠভাগে উপস্থিত হইলেন।১৭-১৮

রাজন্! সেখানে পাণ্ডবগণ অতি নিকট হইতে গন্ধমাদন পর্ব্বতকে দর্শন করিলেন। নানা বৃক্ষ ও লতার দ্বারা আচ্ছাদিত সেই হিমালয়ের পুণ্য পৃষ্ঠভাগে জলের আবর্ত্তসঞ্জাত বহু পুষ্পিত বৃক্ষসমূহের দ্বারা সমাবৃত রাজর্ষি বৃষপর্ব্বার পুণ্যতম আশ্রম দেখিতে পাইলেন। শত্রুদমন পাণ্ডবগণ তখন ধর্ম্মাত্মা রাজর্ষি বৃষপর্ব্বার নিকট গমন করত ক্লেশশূন্য হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।১৯-২১

রাজর্ষি বৃষপর্ব্বা ভরতকুলভূষণ পাণ্ডবগণকে পুত্রের ন্যায় অভিনন্দিত করিলেন। তাঁহার দ্বারা সম্মানিত হইয়া অরিন্দম পাণ্ডবগণ সেখানে সাত রাত্রি বাস করিলেন।২২

অষ্টম দিনে তাঁহারা বিশ্ববিখ্যাত রাজর্ষি বৃষপর্ব্বার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিতে ইচ্ছা করিলেন।২৩

রাজন্! রাজা যুধিষ্ঠির বন্ধুর ন্যায় সুসংকৃত তাঁহার সাথী ব্রাহ্মণগণকে বৃষপর্ব্বার হাতে একে একে সঁপিয়া দিয়া এবং নিজেদের অবশিষ্ট দ্রব্যগুলি এবং যজ্ঞপাত্র আভরণাদি যাবতীয় সামগ্রীগুলিও মহামনা বৃষপর্ব্বার আশ্রমে গচ্ছিত রাখিলেন। ভূত ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে অভিজ্ঞ, সর্ব্ববিষয়ে দক্ষ, সর্ব্বধর্ম্মবিদ্ এবং অতীন্দ্রিয়দৃষ্টিসম্পন্ন রাজর্ষি বৃষপর্ব্বা পুত্রের ন্যায় পাণ্ডবগণকে নানা বিষয়ে উপদেশ করিলেন। অনন্তর

অনুসংসার্য্য কৌন্তেয়ানাশীর্ভিরভিনন্দ্য চ।
বৃষপর্বা নিববৃতে পন্থানমুপদিশ্য চ ॥২৯

নানামৃগগণৈর্জুষ্টং কৌন্তেয়ঃ সত্যবিক্রমঃ।
পদাতির্ভ্রাতৃভিঃ সার্দ্ধং প্রাতিষ্ঠত যুধিষ্ঠিরঃ ॥৩০

নানাদ্রুমনিরোধেষু বসন্তঃ শৈলসানুষু।
পর্বতং বিবিশুঃ শ্বেতং চতুর্থেঽহনি পাণ্ডবাঃ ॥৩১

মহাভ্রঘনসঙ্কাশং সলিলোপহিতং শুভম্।
মণিকাঞ্চনরূপ্যস্ত শিলানাঞ্চ সমুচ্চয়ম্ ॥৩২

(রূপং হিমবতঃ প্রস্থং বহুকন্দরনির্ঝরম্।
শিলাবিভঙ্গবিকটং লতাপাদপসঙ্কুলম্ ॥)
তে সমাসাদ্য পন্থানং যথোক্তং বৃষপর্বণা।
অনুসস্রুর্যথাদেশং পশ্যন্তো বিবিধান্নগান্ ॥৩৩

উপর্য্যুপরি শৈলস্য গুহাঃ পরমদুর্গমাঃ।
সুদুর্গমাংস্তে সুবহূন্ সুখেনৈবাভিচক্রমুঃ ॥৩৪

ধৌম্য কৃষ্ণা চ পার্থাশ্চ লোমশশ্চ মহানৃষিঃ।
অগচ্ছন্ সহিতাস্তত্র ন কশ্চিদবহীয়তে ॥৩৫

তে মৃগ-দ্বিজসঙ্ঘুষ্টং নানাদ্রুমলতাযুতম্।
শাখামৃগগণৈশ্চৈব সেবিতং সুমনোরমম্ ॥৩৬

পুণ্যং পদ্মসরোযুক্তং সপল্বলমহাবনম্।
উপতস্থুর্মহাভাগা মাল্যবন্তং মহাগিরিম্ ॥৩৭

ততঃ কিম্পুরুষাবাসং সিদ্ধ-চারণসেবিতম্।
দদৃশুর্হৃষ্টরোমাণঃ পর্বতং গন্ধমাদনম্ ॥৩৮

বিদ্যাধরানুচরিতং কিন্নরীভিস্তথৈব চ।
গজসঙ্ঘসমাবাসং সিংহ-ব্যাঘ্রগণাযুতম্ ॥৩৯

তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করত মহাত্মা পাণ্ডবগণ উত্তরদিকে চলিলেন।২৪-২৭

তাঁহারা প্রস্থান করিলে মহাতেজস্বী রাজর্ষি বৃষপর্ব্বা তাঁহাদের সহিত কিছুদূর গেলেন এবং সেখানকার ব্রাহ্মণগণের হস্তে সমর্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদের দ্বারা তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিলেন। তারপর পথের নির্দ্দেশ দিয়া নিজ আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।২৮-২৯

সত্যবিক্রম কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির নানা মৃগে পরিপূর্ণ সেই পথে ভ্রাতৃগণের সহিত পায়ে হাঁটিয়া চলিতে লাগিলেন।৩০

নানা বৃক্ষে সমাকীর্ণ পর্ব্বতের সানুদেশ-সমূহে বাস করিতে করিতে পাণ্ডবগণ চতুর্থ দিনে শ্বেতপর্ব্বতে প্রবেশ করিলেন।৩১

প্রচুর জলবিশিষ্ট, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতুখচিত, প্রস্তরবিশিষ্ট সেই মঙ্গলকর পর্ব্বত পুঞ্জীভূত মহামেঘসমূহের ন্যায় দেখাইতেছিল।৩২

তাঁহারা নানাবিধ পর্ব্বত দর্শন করিতে করিতে বৃষপর্ব্বার উপদিষ্ট পথের আশ্রয় গ্রহণ করত অগ্রসর হইতে লাগিলেন।৩৩

পর্ব্বতের উপরে অবস্থিত বহু দুর্গম গুহা ও অত্যন্ত দুর্গম নানা দেশসমূহ তাঁহারা অনায়াসেই অতিক্রম করিলেন।৩৪

ধৌম্য, কৃষ্ণা, পার্থগণ ও মহর্ষি লোমশ সকলেই একসঙ্গে চলিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই পথশ্রমে অবসন্ন হইলেন না।৩৫

এইরূপে চলিতে চলিতে মহাভাগগণ নানা পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, নির্ঝরিণী, পদ্মসরোবর, মহাবন ও বানরগণে পরিপূর্ণ মাল্যবান্ নামক মহাপর্ব্বতে পৌঁছিলেন।৩৭

তথা হইতে কিম্পুরুষ, সিদ্ধ ও চারণগণের আবাসভূমি গন্ধমাদন পর্ব্বতকে আনন্দে পুলকিতচিত্ত হইয়া দর্শন করিলেন।৩৮

শরভোন্মাদসঙ্ঘুষ্টং নানামৃগনিষেবিতম্ ।
তে গন্ধমাদনবনং তন্নন্দনবনোপমম্ ॥৪০
মুদিতাঃ পাণ্ডুতনয়া মনোহৃদয়নন্দনম্ ।
বিবিশুঃ ক্রমশো বীরাঃ শরণ্যং শুভকাননম্ ॥৪১
দ্রৌপদীসহিতা বীরাস্তৈশ্চ বিপ্রৈর্মহাত্মভিঃ ।
শৃণ্বন্তঃ প্রীতিজননান্ বল্গূন্ মদকলান্ শুভান্ ॥৪২
শ্রোত্ররম্যান্ সুমধুরান্ শব্দান্ খগমুখেরিতান্ ।
সর্বর্তুফলভারাঢ্যান্ সর্বর্তুকুসুমোজ্জ্বলান্ ॥৪৩
পশ্যন্তঃ পাদপাংশ্চাপি ফলভারাবনামিতান্ ।
আম্রানাম্রাতকান্ ভব্যান্ নারিকেলান্ সতিন্দুকান্ ॥৪৪
মুঞ্জাতকাংস্তথাঞ্জীরান্ দাড়িমান্ বীজপূরকান্ ।
পনসান্ লকুচান্ মোচান্ খর্জ্জূরানম্লবেতসান্ ॥৪৫
পারাবতাংস্তথা ক্ষৌদ্রান্ নীপাংশ্চাপি মনোরমান্
বিল্বান্ কপিত্থান্ জম্বূংশ্চ কাশ্মরীর্বদরীস্তথা ॥৪৬
প্লক্ষানুদুম্বরবটানশ্বত্থান্ ক্ষীরিকাংস্তথা ।
ভল্লাতকানামলকীর্হরীতক-বিভীতকান্ ॥৪৭
ইঙ্গুদান্ করমর্দাংশ্চ তিন্দুকাংশ্চ মহাফলান্ ।
এতানন্যাংশ্চ বিবিধান্ গন্ধমাদনসানুষু ॥৪৮
ফলৈরমৃতকল্পৈস্তানাচিতান্ স্বাদুভিস্তরূন্ ।
তথৈব চম্পকাশোকান্ কেতকান্ বকুলাংস্তথা ॥৪৯
পুন্নাগান্ সপ্তপর্ণাংশ্চ কর্ণিকারান্ সকেতকান্ ।
পাটলান্ কুটজান্ রম্যান্ মন্দারেন্দীবরাংস্তথা ॥৫০
পারিজাতান্ কোবিদারান্ দেবদারুদ্রুমাংস্তথা ।
শালাংস্তালাংস্তমালাংশ্চ পিপ্পলান্ হিঙ্গুকাংস্তথা ॥৫১
শাল্মলীঃ কিংশুকাশোকান্ শিংশপাঃ সরলাংস্তথা ।
চকোরৈঃ শতপত্রৈশ্চ ভৃঙ্গরাজৈস্তথা শুকৈঃ ॥৫২
কোকিলৈঃ কলবিঙ্কৈশ্চ হারীতৈর্জীবজীবিকৈঃ ।
প্রিয়কৈশ্চাতকৈশ্চৈব তথান্যৈর্বিবিধৈঃ খগৈঃ ॥৫৩

ঐ পর্ব্বতে বিদ্যাধরগণ বিহার করেন, কিন্নরীগণ ক্রীড়া করেন এবং হস্তীর বহু সত্ত্ব, অনেক ব্যাঘ্র ও সিংহ বাস করে ।৩৯

শরভের শব্দে নিনাদিত, নানা মৃগনিষেবিত, নন্দনবনসদৃশ চিত্তহৃদয়ানন্দবর্দ্ধন গন্ধমাদন পর্ব্বতের এই মঙ্গলকর বন সকলের শরণযোগ্য ছিল। বীর পাণ্ডবগণ হৃষ্টচিত্তে এই বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন ।৪০-৪১

দ্রৌপদী ও মহাত্মা ব্রাহ্মণগণের সহিত বীর পাণ্ডবগণ পক্ষিসমূহের মুখোত্থিত শ্রবণমধুর মনঃপ্রীতিকর অব্যক্ত শুভ শব্দসমূহ শ্রবণ করিতে করিতে এবং সকল ঋতুর ফলভারে অবনত ও সকল ঋতুর কুসুমে সুশোভিত বৃক্ষসমূহ দর্শন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। আম্র, আম্রাতক, সুন্দর নারিকেল, তিন্দুক, মুঞ্জাতক, আঞ্জীর, দাড়িম, বীজপূরক, পনস, লকুচ, মোচ, খর্জ্জূর, অম্লবেতস, পারাবত, ক্ষৌদ্র, মনোরম কদম্ব, বিল্ব, কপিত্থ, জম্বূ, কাশ্মরী, বদরী, প্লক্ষ, উদুম্বর, বট, অশ্বত্থ, ক্ষীরিক, ভল্লাতক, আমলকী, হরীতকী, বিভীতক, ইঙ্গুদ, করমর্দ্দ, বড় বড় ফলে সুশোভিত তিন্দুক প্রভৃতি এবং অন্যান্য নানা বৃক্ষসমূহ—যাহাতে অমৃত তুল্য ও সুস্বাদু ফলরাজি ছিল—সেই বৃক্ষশ্রেণী গন্ধমাদনের সানুদেশস্থিত ঐ বনের মধ্যে শোভা পাইতেছিল। ইহা ছাড়া চম্পক, অশোক, বকুল, পুন্নাগ, সপ্তপর্ণ, কর্ণিকার, কেতক, পাটল, কুটজ, রমণীয় মন্দার, ইন্দীবর (নীল কমল), পারিজাত পুষ্পবৃক্ষ এবং দেবদারু, শাল, তমাল, পিপ্পল, হিঙ্গুক, শাল্মলি, কিংশুক, অশোক, শিংশপা, সরল প্রভৃতি বৃক্ষও ঐ বনের মধ্যে বিরাজ করিতেছিল।

চকোর, শতপত্র, ভৃঙ্গরাজ, শুক, কোকিল, কলবিঙ্ক, হারীত, জীবজীবিক, প্রিয়ক, চাতক

শ্রোত্ররম্যং সুমধুরং কূজদ্ভিশ্চাত্যধিষ্ঠিতান্।
সরাংসি চ মনোজ্ঞানি সমন্তাজ্জলচারিভিঃ ॥৫৪

কুমুদৈঃ পুণ্ডরীকৈশ্চ তথা কোকনদোৎপলৈঃ।
কহ্লারৈঃ কমলৈশ্চৈব আচিতানি সমন্ততঃ ॥৫৫

কাদম্বৈশ্চক্রবাকৈশ্চ কুররৈর্জলকুক্কুটৈঃ।
কারণ্ডবৈঃ প্লবৈর্হংসৈর্বকৈর্মদ্গুভিরেব চ ॥৫৬

এতৈশ্চান্যৈশ্চ কীর্ণানি সমন্তাজ্জলচারিভিঃ।
হৃষ্টৈস্তথা তামরসরসাসবমদালসৈঃ ॥৫৭

পদ্মোদরচ্যুতরজঃকিঞ্জল্কারুণরঞ্জিতৈঃ।
মঞ্জুস্বরৈর্মধুকরৈর্বিরুতান্ কমলাকরান্ ॥৫৮

অপশ্যংস্তে নরব্যাঘ্রা গন্ধমাদনসানুষু।
তথৈব পদ্মষণ্ডৈশ্চ মণ্ডিতাংশ্চ সমন্ততঃ ॥৫৯

শিখণ্ডিনীভিঃ সহিতাঁল্লতামণ্ডলকেষু চ।
মেঘতূর্য্যরবোদ্দামমদনাকুলিতান্ ভৃশম্ ॥৬০

কৃত্বৈব কেকামধুরং সঙ্গীতং মধুরস্বরম্।
চিত্রান্ কলাপান্ বিস্তীর্য্য সবিলাসান্ মদালসান্ ॥৬১

ময়ূরান্ দদৃশুর্হৃষ্টান্ নৃত্যতো বনলালসান্।
কাংশ্চিৎ প্রিয়াভিঃ সহিতান্ রমমাণান্
কলাপিনঃ ॥৬২

বল্লীলতাসঙ্কটেষু কুটজেষু স্থিতাংস্তথা।
কাংশ্চিচ্চ কুটজানাং তু বিটপেষূৎকটানিব ॥৬৩
কলাপরুচিরাটোপনিচিতান্ মুকুটানিব।
বিবরেষু তরূণাঞ্চ রুচিরান্ দদৃশুশ্চ তে ॥৬৪

সিন্ধুবারাংস্তথোদারান্ মন্মথস্যেব তোমরান্।
সুবর্ণবর্ণকুসুমান্ গিরীণাং শিখরেষু চ ॥৬৫

কর্ণিকারান্ বিকসিতান্ কর্ণপূরানিবোত্তমান্।
তথাপশ্যন্ কুরবকান্ বনরাজিষু পুষ্পিতান্ ॥৬৬

প্রভৃতি জলচারী বিবিধ পক্ষিসমূহ নানা সরোবরের চতুর্দ্দিকে শ্রোত্র সুখকর মধুর শব্দ করিতেছিল। ঐ সকল সরোবরে কুমুদ, পুণ্ডরীক, কোকনদ, উৎপল, কহ্লার, কমল প্রভৃতি সুন্দর পুষ্পসমূহও চারিদিকে প্রস্ফুটিত ছিল এবং কদম্ব, চক্রবাক, কুরর, জলকুক্কুট, কারণ্ডব, প্লব, হংস, বক, মদ্‌গু প্রভৃতি নানা জলচর পক্ষিসমূহ পদ্মের মৃণালরসের আস্বাদনে উন্মত্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে উহার জলে বিচরণ করিতেছিল।৪২-৫৭

পদ্মের কেসরের মধ্য হইতে বিচ্যুত পরাগের রক্তিম রঙে রঞ্জিত ভ্রমরসমূহের গুণগুণ রবে মুখরিত অনেক পুষ্করিণী এবং পদ্মরাজিতে বিভূষিত চারিদিকে বহু সরোবর গন্ধমাদনের সানুদেশে অবস্থিত ছিল—নরশ্রেষ্ঠগণ ইহাও দেখিলেন।৫৮-৫৯

বনের লতামণ্ডপসমূহের মধ্যে মেঘের মৃদঙ্গতুল্য ধ্বনি শ্রবণে অত্যন্ত কামাকুলিতচিত্ত ময়ূরগণ মধুর কেকাধ্বনি করত মধুর স্বরে সঙ্গীত রচনাপূর্ব্বক কেলিরত ময়ূরীগণের সহিত বিচিত্র পেখম বিস্তার করিয়া বিলাসযুক্ত মদালসভরে বনবিহারের জন্য নৃত্য করিতেছিল। কতকগুলি ময়ূর লতাবল্লীতে সমাচ্ছন্ন কুটজাদি পুষ্পবৃক্ষের কুঞ্জে থাকিয়া নিজ প্রিয়া ময়ূরীগণের সহিত রমণ করিতেছিল এবং কতকগুলি আবার কুটজবৃক্ষের উপরে বসিয়া সুন্দর পুচ্ছ মেলিয়া উহাদের মুকুটের শোভা বিস্তার করিতেছিল, আবার কতকগুলি ময়ূর বৃক্ষকোটরে বসিয়াছিল। এইরূপ অপূর্ব্ব শোভা পাণ্ডবগণ দর্শন করিতে লাগিলেন।৬০-৬৪

স্বর্ণবর্ণ প্রস্ফুটিত কুসুমনিচয়ে সুশোভিত সিন্ধুবার প্রভৃতি বৃক্ষসমূহ পর্ব্বতের শিখরে মদনের

কামবশ্যৌৎসুক্যকরান্ কামস্যেব শরোৎকরান্।
তথৈব বনরাজীনামুদারান্ রচিতানিব ॥৬৭
বিরাজমানাংস্তেঽপশ্যংস্তিলকাংস্তিলকানিব।
তথানঙ্গশরাকারান্ সহকারান্ মনোরমান্ ॥৬৮
অপশ্যন্ ভ্রমরারাবান্ মঞ্জরীভির্বিরাজিতান্।
হিরণ্যসদৃশৈঃ পুষ্পৈর্দাবাগ্নিসদৃশৈরপি ॥৬৯
লোহিতৈরঞ্জনাভৈশ্চ বৈদূর্য্যসদৃশৈরপি।
অতীব বৃক্ষা রাজন্তে পুষ্পিতাঃ শৈলসানুষু ॥৭০
তথা শালাংস্তমালাংশ্চ পাটলান্ বকুলানপি।
মালা ইব সমাসক্তাঃ শৈলানাং শিখরেষু চ ॥৭১
বিমলস্ফাটিকাভানি পাণ্ডুরচ্ছদনৈর্দ্বিজৈঃ।
কলহংসৈরুপেতানি সারসাভিরুতানি চ ॥৭২
সরাংসি বহুশঃ পার্থাঃ পশ্যন্তঃ শৈলসানুষু।
পদ্মোৎপলবিমিশ্রাণি সুখ-শীতজলানি চ ॥৭৩
এবং ক্রমেণ তে বীরা বীক্ষমাণাঃ সমন্ততঃ।
গন্ধবন্ত্যথ মাল্যানি রসবন্তি ফলানি চ ॥৭৪
সরাংসি চ মনোজ্ঞানি বৃক্ষাংশ্চাতিমনোরমান্।
বিবিশুঃ পাণ্ডবাঃ সর্বে বিস্ময়োৎফুল্ললোচনাঃ ॥৭৫
কমলোৎপলকহ্লার-পুণ্ডরীকসুগন্ধিনা।
সেব্যমানা বনে তস্মিন্ সুখস্পর্শেন বায়ুনা ॥৭৬
ততো যুধিষ্ঠিরো ভীমমাহেদং প্রীতিমদ্ বচঃ।
অহো শ্রীমদিদং ভীম গন্ধমাদনকাননম্ ॥৭৭
বনে হ্যস্মিন্ মনোরম্যে দিব্যাঃ কাননজা দ্রুমাঃ।
লতাশ্চ বিবিধাকারাঃ পত্রপুষ্পফলোপগাঃ ॥৭৮

তোমর বাণের ন্যায় শোভা বিস্তার করিয়াছিল।৬৫

বিকসিত কর্ণিকার পুষ্প উত্তম কর্ণপূরের (কর্ণভূষণ) ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। এইরূপে বনশ্রেণীতে বিকসিত কুরবক নামক বৃক্ষরাজিও তাঁহারা দেখিলেন, যাহা কামাসক্ত পুরুষগণের উৎকণ্ঠা উৎপাদন করিয়া কামদেবের বাণসমূহের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। এইভাবে তাঁহাদের তিলকবৃক্ষসমূহও দৃষ্টিগোচর হইল, যাহা বনশ্রেণীর ললাটভাগে রচিত সুন্দর তিলকের ন্যায় শোভিত ছিল। কোথাও মনোহর মঞ্জরীগুচ্ছ সুশোভিত মনোরম আম্রবৃক্ষ দেখিলেন, যাহারা কামদেবের সাক্ষাদ্ বাণের আকার ধারণ করিয়াছিল। ঐ বৃক্ষের ডালে ডালে ভ্রমরগণ গুঞ্জন করিয়া বেড়াইতেছিল। এই পর্ব্বতের শিখরে কত যে এইরূপ বৃক্ষ ছিল, যাহাতে সুবর্ণসদৃশ পুষ্পসমূহ বিকসিত ছিল। আবার কোন কোন বৃক্ষের পুষ্প দেখিলেই দাবানল বলিয়া ভ্রম হইত। কোন কোন বৃক্ষের পুষ্প আবার লাল, কাল এবং বৈদূর্য্যমণির ন্যায় ধূম্রবর্ণ ছিল। এইরূপে সেই পর্ব্বতের শিখরে বিভিন্নপ্রকার পুষ্পবিভূষিত বৃক্ষ শোভা পাইতেছিল।৬৬-৭০

এইভাবে শাল, তমাল, পাটল ও বকুল প্রভৃতি বৃক্ষসমূহ পর্ব্বতের শিখরে মালার ন্যায় শোভা বিস্তার করিয়াছিল।৭১

তথায় কুন্তীপুত্রগণ এমন বহু সরোবর দেখিলেন, যাহা স্ফটিকের ন্যায় সুশোভিত ছিল। তাহাতে শুভ্রবর্ণ পক্ষযুক্ত পক্ষী কলহংস আদি বিচরণ করিতেছিল। পাণ্ডুরবর্ণ বহু সারস পাখীর রবে মুখরিত এবং যাহা পদ্ম ও উৎপল মিশ্রিত সুশীতল জলে পরিপূর্ণ ছিল।৭২-৭৩

এইরূপে সেই বীরগণ চারিদিকে সুগন্ধি পুষ্প, সুরস ফল, মনোহর সরোবর এবং অতি মনোরম বৃক্ষসমূহ দেখিতে দেখিতে বিস্ময়ে উৎফুল্ললোচন হইয়া পর্ব্বতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিলেন।৭৪-৭৫

কমল, উৎপল, কহ্লার, পদ্ম প্রভৃতির সুগন্ধ বহনকারী সুখস্পর্শ বায়ু সেবন করিতে করিতে তাঁহারা গমন করিতে লাগিলেন।৭৬

ভান্ত্যেতে পুষ্পবিকচাঃ পুংস্কোকিলকুলাকুলাঃ।
নাত্র কণ্টকিনঃ কেচিন্ন চ বিদ্যন্ত্যপুষ্পিতাঃ ॥৭৯
স্নিগ্ধপত্রফলা বৃক্ষা গন্ধমাদনসানুষু।
ভ্রমরারাবমধুরা নলিনীঃ ফুল্লপঙ্কজাঃ ॥৮০
বিলোড্যমানাঃ পশ্যেমাঃ করিভিঃ সকরেণুভিঃ।
পশ্যেমাং নলিনীং চান্যাং কমলোৎপলমালিনীম্ ॥৮১

স্রগ্ধরাং বিগ্রহবতীং সাক্ষাচ্ছ্রিয়মিবাপরান্।
নানাকুসুমগন্ধাঢ্যাস্তস্থেমাঃ কাননোত্তমে ॥৮২
উপগীয়মানা ভ্রমরৈ রাজন্তে বনরাজয়ঃ।
পশ্য ভীম শুভান্ দেশান্ দেবক্রীড়ান্ সমন্ততঃ ॥৮৩
অমানুষগতিং প্রাপ্তা সংসিদ্ধাঃ স্ম বৃকোদর।
লতাভিঃ পুষ্পিতাগ্রাভিঃ পুষ্পিতাঃ
পাদপোত্তমাঃ ॥৮৪

সংশ্লিষ্টাঃ পার্থ শোভন্তে গন্ধমাদনসানুষু।
শিখণ্ডিনীভিশ্চরতাং সহিতানাং শিখণ্ডিনাম্ ॥৮৫
নদতাং শৃণু নির্ঘোষং ভীম পর্বতসানুষু।
চকোরাঃ শতপত্রাশ্চ মত্তকোকিলশারিকাঃ ॥৮৬

পত্রিণঃ পুষ্পিতানেতান্ সম্পতন্তি মহাদ্রুমান্।
রক্তপীতারুণাঃ পার্থ পাদপাগ্রগতাঃ খগাঃ ॥৮৭

পরস্পরমুদীক্ষন্তে বহবো জীবজীবকাঃ।
হরিতারুণবর্ণানাং শাদ্বলানাং সমীপতঃ ॥৮৮
সারসাঃ প্রতিদৃশ্যন্তে শৈলপ্রস্রবণেষ্বপি।
বদন্তি মধুরা বাচঃ সর্বভূতমনোরমাঃ ॥৮৯
ভৃঙ্গরাজোপচক্রাশ্চ লোহপৃষ্ঠাঃ পতৎত্রিণঃ।
চতুর্বিষাণাঃ পদ্মাভাঃ কুঞ্জরাঃ সকরেণবঃ ॥৯০

তারপর যুধিষ্ঠির ভীমকে এইরূপ প্রীতিপূর্ণ বাক্যে বলিলেন,—হে ভীম! দেখ, এই গন্ধমাদনের বন কেমন সুন্দর ও কেমন অদ্ভুত।৭৭

এই মনোরম বনের বৃক্ষ ও নানাপ্রকার লতা সবই দিব্য, ইহারা পত্র, পুষ্প ও ফলসমূহে অধিকরূপে বিস্তৃত রহিয়াছে।৭৮

এইসব বৃক্ষ পুষ্পগুচ্ছে শোভা পাইতেছে, ইহারা কোকিলকুলে আকুলিত হইয়া কিরূপ শোভা পাইতেছে। এখানে কোন কণ্টকীবৃক্ষ এবং কোন বৃক্ষও অপুষ্পিত নাই।৭৯

গন্ধমাদন পর্ব্বতে যত বৃক্ষ আছে, সেই সমস্ত বৃক্ষ স্নিগ্ধ পুষ্প ও ফলে সুশোভিত এবং ভ্রমরের মধুর গুঞ্জনে নিনাদিত। এখানকার সকল পুষ্করিণীতেই পদ্মসমূহ বিকসিত আছে।৮০

দেখ, এই সব সরোবরকে হস্তিনীর সহিত হস্তিগণ কিরূপ বিলোড়িত করিয়াছে।

এদিকে দেখ, এই পুষ্করিণীগুলি কেমন উৎপল ও কমলমালা দ্বারা সুশোভিতা আছে।

আবার এই পুষ্করিণীগুলিকে দেখিয়া মনে হইতেছে, পদ্মমালাধারিণী সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মীও যেন অন্য এক বিগ্রহ ধারণ করিয়া এখানে অধিষ্ঠান করিয়াছেন।

এই সকল বনবৃক্ষরাজি সুগন্ধি কুসুমের মধুপানমত্ত ভ্রমরসমূহের গুঞ্জনে গুঞ্জরিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিয়াছে।

হে ভীম। এই দেখ, এখানকার সুন্দর প্রদেশের চারিদিকে দেবগণের ক্রীড়াস্থল রহিয়াছে।

হে বৃকোদর। আমরা এমন স্থানে আসিয়াছি, যাহা মানুষের অগম্য; মনে হইতেছে, আমরা যেন সিদ্ধ হইয়া গিয়াছি।

কুন্তীনন্দন। পুষ্পিত লতা ও বৃক্ষসমূহ পরস্পর মিলিত হইয়া সানুসমূহের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিয়াছে।

ঐ শুন ভীম। এই পর্ব্বতের শিখরে ময়ূরীর সহিত ময়ূরগণ কেকাধ্বনি করত বিচরণ করিতেছে;

এতে বৈদূর্য্যবর্ণাভং ক্ষোভয়ন্তি মহৎ সরঃ।
বহুতালসমুৎসেধাঃ শৈলশৃঙ্গপরিচ্যুতাঃ ॥৯১
নানাপ্রস্রবণেভ্যশ্চ বারিধারাঃ পতন্তি চ।
ভাস্করাভাঃ প্রভাভিশ্চ শারদাভ্রঘনোপমাঃ ॥৯২

শোভয়ন্তি মহাশৈলং নানারজতধাতবঃ।
ক্বচিদঞ্জনবর্ণাভাঃ ক্বচিৎ কাঞ্চনসন্নিভাঃ ॥৯৩

ধাতবো হরিতালস্য ক্বচিদ্ধিঙ্গুলকস্য চ।
মনঃশিলাগুহাশ্চৈব সন্ধ্যাভ্রনিকরোপমাঃ ॥৯৪

শশলোহিতবর্ণাভাঃ ক্বচিদ্গৈরিকধাতবঃ।
সিতাসিতাভ্রপ্রতিমা বালসূর্য্যসমপ্রভাঃ ॥৯৫

এতে বহুবিধাঃ শৈলং শোভয়ন্তি মহাপ্রভাঃ।
গন্ধর্বাঃ সহ কান্তাভির্যথোক্তং বৃষপর্ব্বণা ॥৯৬
দৃশ্যন্তে শৈলশৃঙ্গেষু পার্থ কিম্পুরুষৈঃ সহ।
গীতানাং সমতালানাং তথা সাম্নাঞ্চ নিঃস্বনঃ ॥৯৭

শ্রূয়তে বহুধা ভীম সর্বভূতমনোহরঃ।
মহাগঙ্গামুদীক্ষস্ব পুণ্যাং দেবনদীং শুভাম্ ॥৯৮

কলহংসগণৈর্জুষ্টামৃষিকিন্নরসেবিতাম্।
ধাতুভিশ্চ সরিদ্ভিশ্চ কিন্নরৈর্মৃগপক্ষিভিঃ ॥৯৯

গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিশ্চ কাননৈশ্চ মনোরমৈঃ।
ব্যালৈশ্চ বিবিধাকারৈঃ শতশীর্ষৈঃ সমস্ততঃ ॥১০০

চকোর, শতপত্র, মত্ত কোকিল, সারিক প্রভৃতি পক্ষিসমূহ পুষ্পিত বৃক্ষশ্রেণীতে উড়িয়া পড়িতেছে।

হে পার্থ! রক্ত, পীত ও অরুণ প্রভৃতি বিভিন্ন বর্ণের জীবজীবক পাখীগুলি বৃক্ষের অগ্রভাগে যাইয়া পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছে।

সবুজ ও লাল রঙের ঘাসে পরিপূর্ণ ভূমিতে ও পর্ব্বতীয় নির্ঝরিণীর সমীপে সারসসমূহ বিচরণ করিতেছে।

ভৃঙ্গরাজ, চক্রবাক, লোহপৃষ্ঠ (কঙ্ক) প্রভৃতি পাখীগুলি মধুর রব করিয়া সকল প্রাণীর মনহরণ করিতেছে।

ঐ দেখ, চারিটী করিয়া দন্তবিশিষ্ট হস্তিসমূহ হস্তিনীসমভিব্যাহারে বৈদূর্য্যমণির ন্যায় সুশোভিত বিশাল বিশাল সরোবরকে আলোড়িত করিতেছে।

বহু তালবৃক্ষের সমান উচ্চ শৈলশৃঙ্গ হইতে নির্গত নানা প্রস্রবণসমূহ হইতে বারিধারা নীচে পাতিত হইতেছে।

নানাপ্রকারের রজতময় ধাতু এই মহান্ পর্ব্বতের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে।

এই সকল ধাতুর মধ্যে কতকগুলি নিজ প্রভায় শরৎকালের মেঘের ন্যায়, কতকগুলি সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল দেখা যাইতেছে, কতকগুলি কাজলের ন্যায় কাল এবং কতকগুলি আবার স্বর্ণের ন্যায় পীতবর্ণ।৯১-৯৩

কোথাও হরিতাল ধাতু, কোথাও বা হিঙ্গুলক ধাতু, কোথাও বা মনঃশিলার গুহাসমূহ সন্ধ্যাকালীন মেঘের ন্যায় শোভা পাইতেছে।৯৪

কোন স্থলে গৈরিক ধাতু, যাহা দেখিতে লাল খরগোসের ন্যায়, কোনও স্থলে সাদা মেঘের ন্যায় ধাতু আছে। কোনও স্থলে কাল মেঘের ন্যায়; আবার কোনও স্থলে প্রাতঃকালীন সূর্য্যের ন্যায় আরক্তবর্ণ।৯৫

এইরূপ বহুপ্রকার পরম কান্তিমান্ ধাতু এই পর্ব্বতরাজের শোভা বিস্তার করিতেছে।

পার্থ! রাজর্ষি বৃষপর্ব্বা যেরূপ বলিয়াছিলেন, সেইরূপই এখানে দেখিতে পাইতেছি।

দেখ, গন্ধর্ব্বগণ ও কিন্নরগণ স্ব স্ব পত্নী সমভিব্যাহারে এখানে বিচরণ করিতেছে।

ভীম! এখানে তাল ও লয় সহকারে গীত গান

উপেতং পশ্য কৌন্তেয় শৈলরাজমরিন্দম।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তে প্রীতমনসঃ শূরাঃ প্রাপ্তা গতিমনুত্তমাম্ ॥১০১

নাতৃপ্যন্ পর্বতেন্দ্রস্য দর্শনেন পরন্তপাঃ।
উপেতমথ মাল্যৈশ্চ ফলবদ্ভিশ্চ পাদপৈঃ ॥১০২
অর্ষ্টিষেণস্য রাজর্ষেরাশ্রমং দদৃশুস্তদা।
ততস্তে তিগ্মতপসং কৃশং ধমনিসন্ততম্।
পারগং সর্বধর্ম্মাণামার্ষ্টিষেণামুপাগমন্ ॥১০৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি যুদ্ধপর্বণি গন্ধমাদনপ্রবেশে অষ্টপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৫৮

এবং মধুর সামগান শুনা যাইতেছে—যাহা সকল প্রাণীর চিত্ত আকর্ষণ করে।

ঐ পুণ্যময়ী মহাগঙ্গানাম্নী শুভপ্রদা দেবনদীকে দর্শন কর—ইহাতে কলহংসগণ বিচরণ করিতেছে এবং ঋষি ও কিন্নরগণ ইহার সেবা করিতেছেন।

ধাতু, নদী, কিন্নর, মৃগ, পক্ষী, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, মনোরম কানন, বিবিধাকার হিংস্র জন্তু, শতশীর্ষ সর্পসমূহের দ্বারা এই পর্ব্বতরাজ কিরূপ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে—অরিন্দম ভীমসেন। তাহা দর্শন কর।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—এইরূপে শৌর্য্যশালী পাণ্ডবগণ পর্ব্বতশোভা দর্শন করিতে করিতে পরম আনন্দিতচিত্তে তাঁহাদের উত্তম লক্ষ্যস্থলে পৌঁছিলেন।৯৬-১০১

শত্রুদমন পাণ্ডবগণ পর্ব্বতরাজ গন্ধমাদনের শোভা দর্শন করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিতেছিলেন না। তারপর পুষ্পমাল্য ও ফলবান্ বৃক্ষে পরিপূর্ণ রাজর্ষি আর্ষ্টিষেণের আশ্রম দেখিতে পাইলেন। তখন তাঁহারা সর্ব্বধর্ম্মপারদর্শী, কঠোর তপস্বী, কৃশ ও ধমনিসার আর্ষ্টিষেণের নিকটে উপস্থিত হইলেন।১০২-১০৩

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত যক্ষযুদ্ধপর্ব্বে গন্ধমাদন প্রবেশবিষয়ক অষ্টপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৫৮

একোনষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[প্রশ্নরূপেণ যুধিষ্ঠিরায়ার্ষ্টিষেণস্যোপদেশঃ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

যুধিষ্ঠিরস্তমাসাদ্য তপসা দগ্ধকিল্বিষম্।
অভ্যবাদয়ত প্রীতঃ শিরসা নাম কীর্ত্তয়ন্ ॥১
ততঃ কৃষ্ণা চ ভীমশ্চ যমৌ চ সুতপস্বিনৌ।
শিরোভিঃ প্রাপ্য রাজর্ষিং পরিবার্য্যোপতস্থিরে ॥২

একোনষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের প্রতি প্রশ্নরূপে আর্ষ্টিষেণের উপদেশ।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—তপস্যার দ্বারা পাপশূন্য আর্ষ্টিসেনের নিকট গিয়া যুধিষ্ঠির পরম প্রীত মনে নিজের নামকীর্ত্তন করত মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিলেন।১

তত্রৈব ধৌম্যো ধর্মজ্ঞঃ পাণ্ডবানাং পুরোহিতঃ ।
যথান্যায়মুপক্রান্তস্তমৃষিং সংশিতব্রতম্ ॥৩
অভ্যজানাৎ সধর্মজ্ঞো মুনির্দিব্যেন চক্ষুষা ।
পাণ্ডোঃ পুত্রান্ কুরুশ্রেষ্ঠানাস্যতামিতি চাব্রবীৎ ॥৪

কুরূণামৃষভং পার্থং পূজয়িত্বা মহাতপাঃ ।
সহ ভ্রাতৃভিরাসীনং পর্য্যপৃচ্ছদনাময়ম্ ॥৫

নানৃতে কুরুষে ভাবং কচ্চিদ্ ধর্ম্মে প্রবর্ত্তসে ।
মাতাপিত্রোশ্চ তে বৃত্তিঃ কচ্চিৎ পার্থ ন সীদতি ॥৬

কচ্চিৎ তে গুরবঃ সর্ব্বে বৃদ্ধা বৈদ্যাশ্চ পূজিতাঃ ।
কচ্চিন্ন কুরুষে ভাবং পার্থ পাপেষু কর্ম্মসু ॥৭
সুকৃতং প্রতিকর্ত্তুঞ্চ কচ্চিদ্বাতুঞ্চ দুষ্কৃতম্ ।
যথান্যায়ং কুরুশ্রেষ্ঠ জানাসি ন বিকত্থসে ॥৮

যথার্হং মানিতাঃ কচ্চিৎ ত্বয়া নন্দন্তি সাধবঃ ।
বনেষ্বপি বসন্ কচ্চিদ্ ধর্মমেবানুবর্ত্তসে ॥৯
কচ্চিদ্ ধৌম্যস্ত্বদাচারৈর্ন পার্থ পরিতপ্যতে ।
দান-ধর্ম-তপঃ-শৌচৈরার্জবেন তিতিক্ষয়া ॥১০

পিতৃপৈতামহং বৃত্তং কচ্চিৎ পার্থানুবর্ত্তসে ।
কচ্চিদ্ রাজর্ষিযাতেন পথা গচ্ছসি পাণ্ডব ॥১১

স্বে স্বে কিল কুলে জাতে পুত্রে নপ্তরি বা পুনঃ ।
পিতরঃ পিতৃলোকস্থাঃ শোচন্তি চ হসন্তি চ ॥১২

কিং তস্য দুষ্কৃতেঽস্মাভিঃ সম্প্রাপ্তব্যং ভবিষ্যতি ।
কিঞ্চাস্য সুকৃতেঽস্মাভিঃ প্রাপ্তব্যমিতি
শোভনম্ ॥১৩

অনন্তর দ্রৌপদী, ভীমসেন এবং পরমতপস্বী নকুল ও সহদেব সকলেই মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করত রাজর্ষি আর্ষ্টিসেনের চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া দণ্ডায়মান হইলেন।২

পাণ্ডবগণের পুরোহিত ধর্ম্মজ্ঞ ধৌম্যমুনিও যথোচিত শিষ্টাচার প্রদর্শনপূর্ব্বক কঠোর ব্রত-পালনকারী সেই রাজর্ষির নিকট উপস্থিত হইলেন।৩

ধর্ম্মজ্ঞ মুনি আর্ষ্টিসেন পূর্ব্বেই দিব্যদৃষ্টিতে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, কুরুশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ তথায় আসিতেছেন ; তিনি তাঁহাদিগকে আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন।৪

মহাতপা আর্ষ্টিসেন ভ্রাতৃগণসহ কুরুশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের যথোচিত সৎকার করিলে তাঁহারা যখন উপবেশন করিলেন, তখন তিনি তাঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন।৫

হে পার্থ! তোমার মিথ্যার দিকে মন যায় না তো? ধর্ম্মে তোমার প্রবৃত্তি আছে তো? মাতাপিতার প্রতি তোমার ভক্তিপূর্ণ আচরণ কখনও শিথিল হয় না তো?৬

তুমি গুরুগণ, জ্ঞানিগণ ও বৈদ্যগণের সম্মান কর তো? হে পার্থ। পাপকর্ম্মে তোমার কখনও প্রবৃত্তি হয় না তো?৭

হে কুরুশ্রেষ্ঠ। উপকারীর প্রত্যুপকার ও অপকারীকে পরিহার করিবার কৌশল তোমার জানা আছে তো? তুমি নিজের আত্মশ্লাঘা কখনও কর নাই তো?৮

তোমার দ্বারা সম্মানিত হইয়া সাধুগণ আনন্দ লাভ করেন তো? বনে বাস করিয়াও তুমি ধর্ম্মের অনুবর্ত্তন কর তো?৯

পার্থ। তোমার আচার-ব্যবহারে ধৌম্য-মুনি পরিতাপ করেন না তো? কুন্তীকুমার! তুমি দান, ধর্ম্ম, তপস্যা, শৌচ, সরলতা ও তিতিক্ষার দ্বারা মণ্ডিত তোমার পিতৃ-পিতামহগণের আচরণ-ব্যবহারের অনুবর্ত্তন কর তো? পাণ্ডুনন্দন। রাজর্ষিগণ যে পথে গিয়াছেন, তুমিও সেই পথেই গমন কর তো?১০-১১

পিতা মাতা তথৈবাগ্নির্গুরুরাত্মা চ পঞ্চমঃ।
যস্যৈতে পূজিতাঃ পার্থ তস্য লোকাবুভৌ জিতৌ ॥

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ভগবন্নার্য্য মাহৈতদ্ যথাবদ্ ধর্মনিশ্চয়ম্।
যথাশক্তি যথান্যায়ং ক্রিয়তে বিধিবন্ময়া ॥১৫

আর্ষ্টিষেণ উবাচ।

অব্ভক্ষা বায়ুভক্ষাশ্চ প্লবমানা বিহায়সা।
জুষন্তে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠমৃষয়ঃ পর্বসন্ধিষু ॥১৬
কামিনঃ সহ কান্তাভিঃ পরস্পরমনুব্রতাঃ।
দৃশ্যন্তে শৈলশৃঙ্গস্থা যথা কিম্পুরুষা নৃপ ॥১৭

অরজাংসি চ বাসাংসি বসানাঃ কৌশিকানি চ।
দৃশ্যন্তে বহবঃ পার্থ গন্ধর্বাপ্সরসাং গণাঃ ॥১৮

বিদ্যাধরগণাশ্চৈব স্রগ্বিণঃ প্রিয়দর্শনাঃ।
মহোরগগণাশ্চৈব সুপর্ণাশ্চোরগাদয়ঃ ॥১৯

অস্য চোপরি শৈলস্য শ্রূয়তে পর্বসন্ধিষু।
ভেরী-পণব-শঙ্খানাং মৃদঙ্গানাঞ্চ নিঃস্বনঃ ॥২০

ইহস্থৈরেব তৎ সর্বং শ্রোতব্যং ভরতর্ষভাঃ।
ন কার্য্যা বঃ কথঞ্চিৎ স্যাৎ তত্রাভিগমনে মতিঃ ॥২১

নিজ নিজ কুলে পুত্র, পৌত্র ও নপ্তৃগণ যখন উৎপন্ন হয়, তখন পিতৃলোকবাসী পিতৃপুরুষগণ আনন্দিতও হন, আবার শোকও করেন। তাঁহারা শোক করেন এই ভাবিয়া যে, হায়! "ইহাদের পাপের ভাগ আমাদিগকেও লইতে হইবে"। আর তাঁহারা আনন্দিত হন এই ভাবিয়া যে, "ইহাদের পুণ্যের ভাগ আমরাও পাইব"—ইহা অতি উত্তম কথা।১২-১৩

হে পার্থ! পিতা, মাতা, গুরু, ইষ্ট ও অগ্নি—এই পাঁচজন যাঁহার পূজায় সন্তুষ্ট থাকেন, বুঝিতে হইবে তিনি ইহলোক ও পরলোক এই উভয় লোকই জয় করিয়াছেন।১৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ভগবন্! হে আর্য্য! আপনি যেরূপ ধর্ম্মের কথা বলিলেন, আমি ন্যায়ানুসারে যথাশক্তি তাহার বিধিপূর্ব্বক আচরণ করিয়া থাকি।১৫

আর্ষ্টিষেণ বলিলেন,—এখানে পর্ব্বের সন্ধিকালে (অমাবস্যা ও প্রতিপদ্ এবং পূর্ণিমা ও প্রতিপদ্) বহু ঋষি আকাশমার্গে আসিয়া এই পর্ব্বতশ্রেষ্ঠকে সেবা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা কেবল বায়ু আহার করেন, আবার কেহ বা কেবল জল আহার করেন।১৬

রাজন্! বহু কামুক কিন্নর নিজ প্রিয়ার সহিত পরস্পর অনুরক্ত ভাবে এখানে ক্রীড়া করিতে আসেন এবং তাহাদের সহিত এখানে বিহার করেন।১৭

হে পার্থ! পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বস্ত্র ও কৌশিক বস্ত্রসমূহ পরিধান করত বহু গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণকে এখানে বিহার করিতে দেখা যায়।১৮

সুন্দর মাল্য পরিহিত প্রিয়দর্শন বিদ্যাধর, মহোরগ (বড় বড় সর্প), সুপর্ণজাতীয় পক্ষী ও সর্পগণকেও এখানে দেখিতে পাওয়া যায়।১৯

পূর্ণিমার সহিত প্রতিপদের ও অমাবস্যার সহিত প্রতিপদের সন্ধিকালে এই পর্ব্বতের উপরে ভেরী, পণব, শঙ্খ ও মৃদঙ্গসমূহের ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।২০

হে ভরতর্ষভ পাণ্ডবগণ! তোমরা আমার এই আশ্রমে থাকিয়াই এই সব বস্তু দেখাশোনা কর; অন্যত্র যাইবার বুদ্ধি করিও না।২১

ন চাপ্যতঃ পরং শক্যং গন্তুং ভরতসত্তমাঃ।
বিহারো হ্যত্র দেবানামমানুষগতিস্তু সা ॥২২

ঈষচ্চপলকর্ম্মাণং মনুষ্যমিহ ভারত।
দ্বিষন্তি সর্ব্বভূতানি তাড়য়ন্তি চ রাক্ষসাঃ ॥২৩

অস্যাতিক্রম্য শিখরং কৈলাসস্য যুধিষ্ঠির।
গতিঃ পরমসিদ্ধানাং দেবর্ষীণাং প্রকাশতে ॥২৪

চাপলাদিহ গচ্ছন্তং পার্থ যানমিতঃ পরম্।
অয়ঃশূলাদিভির্ঘ্নন্তি রাক্ষসাঃ শত্রুসূদন ॥২৫

অপ্সরোভিঃ পরিবৃতঃ সমৃদ্ধ্যা নরবাহনঃ।
ইহ বৈশ্রবণস্তাত পর্বসন্ধিষু দৃশ্যতে ॥২৬

শিখরস্থং সমাসীনমধিপং যক্ষ-রক্ষসাম্।
প্রেক্ষন্তে সর্ব্বভূতানি ভানুমন্তমিবোদিতম্ ॥২৭

দেব-দানব-সিদ্ধানাং তথা বৈশ্রবণস্য চ।
গিরেঃ শিখরমুদ্যানমিদং ভরতসত্তম ॥২৮

উপাসীনস্য ধনদং তুম্বুরোঃ পর্বসন্ধিষু।
গীতসামস্বনস্তাত শ্রূয়তে গন্ধমাদনে ॥২৯

এতদেবংবিধং চিত্রমিহ তাত যুধিষ্ঠির।
প্রেক্ষন্তে সর্বভূতানি বহুশঃ পর্ব্বসন্ধিষু ॥৩০

ভুঞ্জানা মুনিভোজ্যানি রসবন্তি ফলানি চ।
বসধ্বং পাণ্ডবশ্রেষ্ঠা যাবদর্জ্জুনদর্শনাৎ ॥৩১

হে ভরতশ্রেষ্ঠগণ! এস্থান হইতে আর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইবে না; কারণ, ইহার পর আর মানুষের গতি নাই, দেবতারাই মাত্র যাতায়াত করিতে পারেন।২২

ভারত! এখানে ঈষৎ কারণেই চপলকর্ম্মা মানুষকে সমস্ত প্রাণিগণই দ্বেষ করে এবং রাক্ষসগণ তাহাকে দেখিলেই তাড়না করে।২৩

যুধিষ্ঠির! এই কৈলাসের শিখরকে অতিক্রম করিয়া যাইলে পরমসিদ্ধ ও দেবর্ষিগণের গতি প্রকাশিত হয়।২৪

হে শত্রুমর্দ্দন পার্থ! অত:পর চাপল্যবশতঃ আগের দিকে গেলে রাক্ষসগণ লৌহনির্ম্মিত শূলাদি অস্ত্রসমূহের দ্বারা বধ করে।২৫

তাত! অপ্সরাগণে পরিবৃত হইয়া নরবাহন যক্ষরাজ কুবের অতুল বৈভবের সহিত এখানে পর্ব্বসন্ধিতে * বিহার করিতে আসেন।২৬

এই পর্ব্বতের শিখরে বিরাজমান যক্ষ ও রাক্ষসগণের অধিপতি কুবেরের উদিত সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতির্ম্ময়রূপ সকল প্রাণীই এখানে দর্শন করিয়া থাকে।২৭

হে ভরতসত্তম! দেব, দানব ও সিদ্ধগণের এবং কুবেরের উদ্যান হইতেছে এই গন্ধমাদন পর্ব্বতের শিখর।২৮

তাত! পর্ব্বসন্ধিতে এই গন্ধমাদনে তুম্বুরুনামা গন্ধর্ব্ব যখন সামগানের দ্বারা ধনেশ্বরকে স্তুতি করেন, তখন তাহা এখান হইতে শুনিতে পাওয়া যায়।২৯

হে তাত যুধিষ্ঠির! এখানে এইরূপ অনেক বিচিত্র বস্তু পর্ব্বসন্ধিতে সকল প্রাণী বহুবার দর্শন করিয়াছে।৩০

শ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ! মুনিভোজ্য অন্ন ও সুরস ফলসমূহ ভক্ষণ করত যতক্ষণ না তোমরা অর্জ্জুনের দর্শন পাও, ততক্ষণ এখানেই বাস কর।৩১

---

* ১৬ সংখ্যক অনুবাদে 'পর্ব্বসন্ধির' ব্যাখ্যা দেওয়া আছে।

ন তাত চপলৈর্ভাব্যমিহ প্রাপ্তৈঃ কথঞ্চন।
উষিত্বেহ যথাকামং যথাশ্রদ্ধং বিহৃত্য চ।
ততঃ শস্ত্রজিতাং তাত পৃথিবীং পালয়িষ্যসি ॥৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি যক্ষযুদ্ধপর্বণি আর্ষ্টিষেণ-যুধিষ্ঠির সংবাদে একোনষষ্ট্যধিক-শততমোঽধ্যায়ঃ।১৫৯

তাত। তোমরা এস্থানে আসিয়াছ, সুতরাং আর চপলতা প্রকাশ করিও না। শ্রদ্ধার সহিত ইচ্ছামত বিহার করিয়া পরে শস্ত্রের দ্বারা বিজিতা পৃথিবীকে পালন করিবে।৩২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত যক্ষযুদ্ধপর্ব্বে আর্ষ্টিসেন-যুধিষ্ঠির সংবাদবিষয়ক একোনষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৫৯

ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[আর্ষ্টিসেনাশ্রমে পাণ্ডবানাং বাসঃ, দ্রৌপদ্যা অনুরোধেন ভীমস্য পর্ব্বতশিখরে গমনম্, যক্ষৈ রাক্ষসৈঃ সহ যুদ্ধং কৃত্বা মণিমতো বিনাশশ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।
আর্ষ্টিষেণাশ্রমে তস্মিন্ মম পূর্ব্বপিতামহঃ।
পাণ্ডোঃ পুত্রা মহাত্মানঃ সর্ব্বে দিব্যপরাক্রমাঃ ॥১
কিয়ন্তং কালমবসন্ পর্ব্বতে গন্ধমাদনে।
কিঞ্চ চক্রুর্মহাবীর্য্যাঃ সর্ব্বেঽতিবলপৌরুষাঃ ॥২
কানি চাভ্যবহার্য্যাণি তত্র তেষাং মহাত্মনাম্।
বসতাং লোকবীরাণামাসংস্তদ্ ব্রূহি সত্তম ॥৩
বিস্তরেণ চ মে শংস ভীমসেনপরাক্রমম্।
যদ্ যচ্চক্রে মহাবাহুস্তস্মিন্ হৈমবতে গিরৌ ॥৪

ন খল্বাসীৎ পুনর্যুদ্ধং তস্য যক্ষৈর্দ্বিজোত্তম।
কচ্চিৎ সমাগমস্তেষামাসীদ্ বৈশ্রবণস্য চ ॥৫

তত্র হ্যায়াতি ধনদ আর্ষ্টিষেণো যথাব্রবীৎ।
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং বিস্তরেণ তপোধন ॥৬

ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

[আর্ষ্টিসেনের আশ্রমে পাণ্ডবগণের বাস, দ্রৌপদীর অনুরোধে ভীমের পর্ব্বতের শিখরে গমন এবং যক্ষ ও রাক্ষসগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া মণিমানের বিনাশ।]

জনমেজয় বলিলেন,—হে মুনে। আমার পূর্ব্ব পিতামহ মহাবীর অমিত বল ও পৌরুষসম্পন্ন দিব্য পরাক্রমশালী মহাত্মা পাণ্ডবগণ রাজর্ষি আর্ষ্টিসেনের আশ্রমে কতদিন বাস করিলেন এবং সেখানে থাকিয়া কি কি কার্য্য করিলেন?১-২

সাধুশ্রেষ্ঠ। সেখানে মহাত্মা বিশ্ববিখ্যাত বীর পাণ্ডবগণ কি ভক্ষণ করিতেন—তাহা বলুন?৩

মহাবাহু ভীমসেন সেই হিমালয় পর্ব্বতে কি কি অদ্ভুত পরাক্রমপ্রকাশক কাজ করিলেন, তাহা আমার নিকট সবিস্তারে বলুন।৪

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ। পুনরায় যক্ষগণের সহিত ভীমসেনের যুদ্ধ হয় নাই তো? ধনেশ্বর কুবেরের সহিত তাঁহার কোনদিন সমাগম হইয়াছিল কি?৫

কারণ, হে তপোধন। মহর্ষি আর্ষ্টিসেন এইরূপ বলিলেন যে, ধনেশ্বর সেখানে পর্ব্বসন্ধিতে আগমন

LIBRARY
No..........
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

ন হি মে শৃণ্বতস্তৃপ্তিরস্তি তেষাং বিচেষ্টিতম্ ।
বৈশম্পায়ন উবাচ ।
এতদাত্মহিতং শ্রুত্বা তস্যাপ্রতিমতেজসঃ ॥৭
শাসনং সততং চক্রুস্তথৈব ভরতর্ষভাঃ ।
ভুঞ্জানা মুনিভোজ্যানি রসবন্তি ফলানি চ ॥৮
মেধ্যানি হিমবৎপৃষ্ঠে মধূনি বিবিধানি চ ।
এবং তে ন্যবসংস্তত্র পাণ্ডবা ভরতর্ষভাঃ ॥৯
তথা নিবসতাং তেষাং পঞ্চমং বর্ষমভ্যগাৎ ।
শৃণ্বতাং লোমশোক্তানি বাক্যানি বিবিধান্যুত ॥১০
কৃত্যকাল উপস্থাস্য ইতি চোক্ত্বা ঘটোৎকচঃ ।
রাক্ষসৈঃ সহ সর্ব্বৈশ্চ পূর্ব্বমেব গতঃ প্রভো ॥১১
আর্ষ্টিষেণাশ্রমে তেষাং বসতাং বৈ মহাত্মনাম্ ।
আগচ্ছন্ বহবো মাসাঃ পশ্যতাং মহদদ্ভুতম্ ॥১২

তৈস্তত্র বিহরদ্ভিশ্চ রমমাণৈশ্চ পাণ্ডবৈঃ ।
প্রীতিমন্তো মহাভাগা মুনয়শ্চারণাস্তথা ॥১৩

আজগ্মুঃ পাণ্ডবান্ দ্রষ্টুং শুদ্ধাত্মানো যতব্রতাঃ ।
তে তৈঃ সহ কথাং চক্রুর্দিব্যাং ভরতসত্তমাঃ ॥১৫

ততঃ কতিপয়াহস্য মহাহ্রদনিবাসিনম্ ।
ঋদ্ধিমন্তং মহানাগং সুপর্ণঃ সহসাহরৎ ॥১০
প্রাকম্পত মহাশৈলঃ প্রামৃদ্যন্ত মহাদ্রুমাঃ ।
দদৃশুঃ সর্ব্বভূতানি পাণ্ডবাশ্চ তদদ্ভুতম্ ॥১৬
ততঃ শৈলোত্তমস্যাগ্রাৎ পাণ্ডবান্ প্রতি মারুতঃ ।
অবহৎ সর্বমাল্যানি গন্ধবন্তি শুভানি চ ॥১৭

তত্র পুষ্পাণি দিব্যানি সুহৃদ্ভিঃ সহ পাণ্ডবাঃ ।
দদৃশুঃ পঞ্চবর্ণানি দ্রৌপদী চ যশস্বিনী ॥১৮

করেন। আমি এই কথা সবিস্তারে শুনিতে ইচ্ছা করি ।৬

যেহেতু পাণ্ডবগণের পুণ্য চরিত্র শ্রবণ করিয়াও আমি তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছি না।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—নিজের হিতকর মনে করিয়া ভরতশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ অমিততেজস্বী আর্ষ্টিষেণের উপদেশ সততই মানিয়া চলিতে চেষ্টা করিতেন। দিব্য মুনিভোজ্য,, সুরস ফল, হিমালয়ে জাত পবিত্র মধু প্রভৃতি নানা উত্তম বস্তুসমূহ ভক্ষণ করত ভরতশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ সেখানে বাস করিতে লাগিলেন ।৭-৯

এইভাবে নিত্য কর্ত্তব্যকর্ম্মগুলি যথাকালে সম্পাদন করিয়া অবসর সময়ে লোমশমুনির কথা শুনিতে শুনিতে তথায় বসবাসকারী সেই পাণ্ডবগণের পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল ।১০

প্রভো রাজন্! ‘প্রয়োজন হইলে স্মরণ করিলেই আসিব’ এই কথা বলিয়া ঘটোৎকচ রাক্ষসগণের সাহত পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছে ।১১.

আর্ষ্টিসেনের আশ্রমে বাস করিয়া মহাশ্চর্য্য বস্তুসমূহ দর্শন করিতে করিতে মহাত্মা পাণ্ডবগণের বহু মাস কাটিয়া গেল ।১২

সেখানে আনন্দে বিহরণকারী পাণ্ডবগণের দ্বারা মহাভাগ মুনিগণ ও চারণগণ অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন ।১৩

পাণ্ডবগণের সহিত দেখা করিবার জন্য শুদ্ধচিত্ত এবং সংযম ও নিয়ম সহকারে উত্তমব্রতপালনকারী মুনি ও চারণগণ তথায় আগমন করিতে লাগিলেন। ভরতশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ তাঁহাদের সহিত দিব্য কথার চর্চ্চা করিতে লাগিলেন ।১৪

তারপর কয়েকদিন পরেই একদিন গরুড় আসিয়া সহসাই মহাহ্রদনিবাসী ঋদ্ধিমান্‌নামক এক নাগকে ধরিয়া ফেলিলেন ।১৫

তাহাতে মহাগিরি গন্ধমাদন কম্পিত হইল এবং বড় বড় বৃক্ষসমূহ চূর্ণ হইল। তখন সেখানকার সমস্ত প্রাণী ও পাণ্ডবগণ অতীব আশ্চর্য্য সেই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিলেন ।১৬

ভীমসেনং ততঃ কৃষ্ণা কালে বচনমব্রবীৎ ।
বিবিক্তে পর্বতোদ্দেশে সুখাসীনং মহাভুজম্ ॥১৯
সুপর্ণানিলবেগেন শ্বসনেন মহাচলাৎ ।
পঞ্চবর্ণানি পাত্যন্তে পুষ্পাণি ভরতর্ষভ ॥২০
প্রত্যক্ষং সর্বভূতানাং নদীমশ্বরথাং প্রতি ।
খাণ্ডবে সত্যসন্ধেন ভ্রাত্রা তব মহাত্মনা ॥২১
গন্ধর্বোরগ-রক্ষাংসি বাসবশ্চ নিবারিতঃ ।
হতা মায়াবিনশ্চোগ্রা ধনুঃ প্রাপ্তঞ্চ গাণ্ডিবম্ ॥২২
তবাপি সুমহৎ তেজো মহদ্ বাহুবলঞ্চ তে ।
অবিষহ্যমনাধৃষ্যং শক্রতুল্যপরাক্রম ॥২৩

ত্বদ্বাহুবলবেগেন ত্রাসিতাঃ সর্বরাক্ষসাঃ ।
হিত্বা শৈলং প্রপদ্যন্তাং ভীমসেন দিশো দশ ॥২৪
ততঃ শৈলোত্তমস্যাগ্রং চিত্রমাল্যধরং শিবম্ ।
ব্যপেতভয়সম্মোহাঃ পশ্যন্তু সুহৃদস্তব ॥২৫
এবং প্রণিহিতং ভীম চিরাৎপ্রভৃতি মে মনঃ ।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি শৈলাগ্রং ত্বদ্‌বাহুবলপালিতা ॥২৬
ততঃ ক্ষিপ্তমিবাত্মানং দ্রৌপদ্যা স পরন্তপ ।
নামৃষ্যত মহাবাহুঃ প্রহারমিব সদ্বৃষঃ ॥২৭
সিংহর্ষভগতিঃ শ্রীমানুদারঃ কনকপ্রভঃ ।
মনস্বী বলবান্ দৃপ্তো মানী শূরশ্চ পাণ্ডবঃ ॥২৮

তারপর পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে এমন এক ঝাপ্টা আসিল, তাহাতে সুগন্ধি পুষ্পে গ্রথিত বহু সুন্দর মালা আসিয়া পাণ্ডবগণের নিকট পড়িল।১৭

তখন সুহৃদ্‌গণসহ পাণ্ডবগণ ও দ্রৌপদী ঐ সকল মালাতে গ্রথিত দিব্য পুষ্পগুলি দেখিলেন; উহাতে পাঁচ প্রকার বর্ণের পুষ্প ছিল।১৮

পরে একদিন মহাবাহু ভীমসেন পর্ব্বতের একদেশে আরামে বসিয়া আছেন, তখন দ্রৌপদী তাঁহাকে নির্জ্জনে পাইয়া বলিলেন।১৯

হে ভরতর্ষভ! গরুড়ের পাখার ঝাপ্টায় বায়ুর দ্বারা তাড়িত হইয়া পাঁচ প্রকার পুষ্প আসিয়া অশ্বরথা নদীর তীরে পড়িয়াছিল, আমরা সকলেই তাহা দেখিয়াছি। তোমার ভাই সত্যসন্ধ মহাত্মা অর্জ্জুন খাণ্ডব বন দাহের সময় যুদ্ধে গন্ধর্ব্ব, নাগ ও রাক্ষসগণ এবং দেবরাজ ইন্দ্রের অগ্রগমন রোধ করিয়াছিলেন। বহু মায়াবী রাক্ষস তখন তাঁহার হাতে বিনষ্ট হয় এবং তাহার জন্য তিনি গাণ্ডীব ধনুও পাইয়াছিলেন।২০-২২

আর্য্যপুত্র! তোমারও বাহুবল মহৎ, অবিষহ্য ও অনাধৃষ্য, তুমিও ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমশালী বলিয়া আমি মনে করি।২৩

ভীমসেন! তোমার বাহুবলের বেগে ভীত হইয়া রাক্ষসগণ এই পর্ব্বত ছাড়িয়া দশদিকে শরণগ্রহণ করুক—ইহা আমি দেখিতে চাই।২৪

তাহা হইলে তোমার সুহৃদ্‌গণ সকলে ভয় ও মোহশূন্য হইয়া ঐরূপ বিচিত্র মাল্যবিশিষ্ট মঙ্গলকর ঐ পর্ব্বতশিখর দর্শন করিতে পারিবে।২৫

ভীম! বহুদিন হইতেই আমি মনে মনে চিন্তা করিতেছি যে, তোমার বাহুবলে রক্ষিতা হইয়া আমি ঐ পর্ব্বতশিখর দর্শন করিব।২৬

উত্তম বৃষ যেমন প্রভুর প্রহারকে সহ্য করিতে পারে না, শত্রুদমন মহাবাহু ভীমও তেমনই দ্রৌপদীর কথাকে নিজ বলবীর্য্যের উপর আক্ষেপ মনে করিয়া সহ্য করিতে পারিলেন না।২৭

তাঁহার গতি শ্রেষ্ঠ সিংহের ন্যায় ছিল। দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম মনস্বী, উদার, কনকতুল্য কান্তিমান্, সুন্দর, বীর, শক্তিশালী, মানী এবং বলদর্পী ছিলেন।২৮

লোহিতাক্ষঃ পৃথুব্যংসো মত্তবারণবিক্রমঃ।
সিংহদংষ্ট্রো বৃহৎস্কন্ধঃ শালপোত ইবোদ্গতঃ ॥২৯
মহাত্মা চারুসর্বাঙ্গঃ কম্বুগ্রীবো মহাভুজঃ।
রুক্মপৃষ্ঠং ধনুঃ খড়গং পূর্ণাংশ্চাপি পরামৃশৎ ॥৩০
স কেসরীব চোৎসিক্তঃ প্রভিন্ন ইব বারণঃ।
ব্যপেতভয়সম্মোহঃ শৈলমভ্যপতদ্ বলী ॥৩১
তং মৃগেন্দ্রমিবায়ান্তং প্রভিন্নমিব বারণম্।
দদৃশুঃ সর্বভূতানি বাণকার্মুকধারিণম্ ॥৬২
দ্রৌপদ্যা বর্ধয়ন্ হর্ষং গদামাদায় পাণ্ডবঃ।
ব্যপেতভয়সম্মোহঃ শৈলরাজং সমাশ্রিতঃ ॥৩৩
ন গ্লানির্ন চ কাতর্য্যং ন বৈক্লব্যং ন মৎসরঃ।
কদাচিজ্জুষতে পার্থমাত্মজং মাতরিশ্বনঃ ॥৩৪
তদেকায়নমাসাদ্য বিষমং ভীমদর্শনম্।
বহুতালোচ্ছ্রয়ং শৃঙ্গমারুরোহ মহাবলঃ ॥৩৫
সকিন্নর-মহানাগ-মুনি-গন্ধর্ব-রাক্ষসান্।
হর্ষয়ন্ পর্বতস্যাগ্রমারুহ্য স মহাবলঃ ॥৩৬
ততো বৈশ্রবণাবাসং দদর্শ ভরতর্ষভঃ।
কাঞ্চনৈঃ স্ফাটিকৈশ্চৈব বেশ্মভিঃ সমলঙ্কৃতম্ ॥৩৭
প্রাকারেণ পরিক্ষিপ্তং সৌবর্ণেন সমন্ততঃ।
সর্বরত্নদ্যুতিমতা সর্ব্বোদ্যানবতা তথা ॥৩৮
শৈলাদভ্যুচ্ছ্রয়বতা চয়াট্টালকশোভিনা।
দ্বারতোরণনির্ব্যূহধ্বজসংবাহশোভিনা ॥৩৯
বিলাসিনীভিরত্যর্থং নৃত্যন্তীভিঃ সমন্ততঃ।
বায়ুনা ধূয়মানাভিঃ পতাকাভিরলঙ্কৃতম্ ॥৪০

তাঁহার লোচন আরক্ত, স্কন্ধ দুইটি বৃহৎ, স্থূল ও উচ্চ, পরাক্রম মদমত্ত হস্তীর ন্যায়, দাঁত সিংহের ন্যায় এবং উচ্চতা শালবৃক্ষের তুল্য ছিল।২৯

তাঁহার সর্ব্বাঙ্গই সুন্দর ও সুঠাম, গ্রীবা শঙ্খের ন্যায় এবং বাহু দীর্ঘ ছিল। সেই মহাত্মা দ্রৌপদীর আক্ষেপ সহ্য করিতে না পারিয়া স্বর্ণপৃষ্ঠ এক ধনু, খড়্গ এবং অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রের উপর হাত বুলাইতে লাগিলেন।৩০

বলবান্ ভীমসেন মদোন্মত্ত সিংহ ও মদধারাবাহী হস্তীর ন্যায় ভয় ও মোহশূন্য হইয়া পর্ব্বতশৃঙ্গের দিকে অগ্রসর হইলেন।৩১

তখন সকল প্রাণীই মদধারাবর্ষী হস্তী ও সিংহের ন্যায় আগমনকারী ভীমকে ধনুর্ব্বাণ হস্তে আসিতে দেখিল।৩২

তখন দ্রৌপদীর আনন্দবর্দ্ধন করিতে করিতে গদাহস্তে দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম ভয় ও মোহ ত্যাগ করত পর্ব্বতরাজ গন্ধমাদনে আরোহণ করিতে লাগলেন।৬৩

কখনও কোনও প্রকার গ্লানি, কাতরতা, ব্যাকুলতা ও মাৎসর্য্য বায়ুর পুত্র ভীমকে স্পর্শ করিত না।৩৪

সেই মহাবল ভীম বহু তালবৃক্ষের ন্যায় উঁচু, উচ্চাবচভূমিবিশিষ্ট, একটিমাত্র পথযুক্ত ও দেখিতে ভয়ঙ্কর সেই পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করিতে লাগিলেন।৩৫

কিন্নর, মহানাগ, মুনি, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসগণের হর্ষবর্দ্ধন করত সেই মহাবল ভীম পর্ব্বতের অগ্রদেশে আরোহণ করিতে লাগিলেন।৩৬

তারপর ভরতশ্রেষ্ঠ ভীম কুবেরের ভবনকে দেখিতে পাইলেন। ঐ কুবেরের ভবনের মধ্যে বহু সুবর্ণ ও স্ফটিকনির্ম্মিত অট্টালিকা ছিল।৩৭

চারিদিকে সর্ব্বপ্রকার রত্নের কান্তিযুক্ত সুবর্ণময় প্রাচীরের দ্বারা উহা পরিবেষ্টিত ছিল। উহার চারিদিকে সর্ব্বস্থানে উদ্যান ছিল। উহা ঐ পর্ব্বত হইতেও অধিক উচ্চে ছিল এবং বহু অট্টালিকা উহার শোভা বিস্তার করিতেছিল। প্রাচীরটি বহু দ্বার, তোরণ ও ধ্বজাসমূহে সুশোভিত ছিল।৩৮-৩৯

ধনুষ্কোটিমবষ্টভ্য বক্রভাবেন বাহুনা।
পশ্যমানঃ স খেদেন দ্রবিণাধিপতেঃ পুরম্ ॥৪১

মোদয়ন্ সর্ব্বভূতানি গন্ধমাদনসম্ভবঃ।
সর্বগন্ধবহস্তত্র মারুতঃ সুসুখো ববৌ ॥৪২

চিত্রা বিবিধবর্ণাভাশ্চিত্রমঞ্জরিধারিণঃ।
অচিন্ত্যা বিবিধাস্তত্র দ্রুমাঃ পরমশোভিনঃ ॥৪৩

রত্নজালপরিক্ষিপ্তং চিত্রমাল্যবিভূষিতম্।
রাক্ষসাধিপতেঃ স্থানং দদৃশে ভরতর্ষভঃ ॥৪৪

গদাখড়গধনুষ্পাণিঃ সমভিত্যক্তজীবিতঃ।
ভীমসেনো মহাবাহুস্তস্থৌ গিরিরিবাচলঃ ॥৪৫

ততঃ শঙ্খমুপাধ্মাসীদ্ দ্বিষতাং লোমহর্ষণম্।
জ্যাঘোষতলশব্দঞ্চ কৃত্বা ভূতান্যমোহয়ৎ ॥৪৬

ততঃ প্রহৃষ্টরোমাণস্তং শব্দমভিদুদ্রুবুঃ।
যক্ষ-রাক্ষস-গন্ধর্ব্বাঃ পাণ্ডবস্য সমীপতঃ ॥৪৭

গদা-পরিঘ-নিস্ত্রিংশ-শূল-শক্তি-পরশ্বধাঃ।
প্রগৃহীতা ব্যরোচন্ত যক্ষরাক্ষসবাহুভিঃ ॥৪৮

ততঃ প্রববৃতে যুদ্ধং তেষাং তস্য চ ভারত।
তৈঃ প্রযুক্তান্ মহামায়ৈঃ শূল-শক্তি-পরশ্বধান্ ॥৪৯

ভল্লৈর্ভীমঃ প্রচিচ্ছেদ ভীমবেগতরৈস্ততঃ।
অন্তরিক্ষগতানাঞ্চ ভূমিষ্ঠানাঞ্চ গর্জতাম্ ॥৫০

শরৈর্বিব্যাধ গাত্রাণি রাক্ষসানাং মহাবলঃ।
সা লোহিতমহাবৃষ্টিরভ্যবর্ষন্মহাবলম্ ॥৫১

গদা-পরিঘপাণীনাং রক্ষসাং কায়সম্ভবাঃ।
কায়েভ্যঃ প্রচ্যুতা ধারা রাক্ষসানাং সমন্ততঃ ॥৫২

উহার সর্ব্বদিকে কত বিলাসিনী অপ্সরাগণ নৃত্য করিতেছিল এবং বায়ুদ্বারা সঞ্চালিত হইয়া বহু পতাকা উহার শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল।৪০

ভীম নিজ বাহুদ্বারা ধনুষ্কোটিতে বক্রভাবে কুবেরভবনের দিকে তাক করিয়া অতি খেদের সহিত ধনপতি কুবেরের ভবনকে দেখিতে লাগিলেন।৪১

তখন গন্ধমাদন পর্ব্বত হইতে সমুদ্ভূত সর্বপ্রকার গন্ধ বহন করিয়া সুখকর বায়ু সকল প্রাণীর আনন্দবর্দ্ধন করত প্রবাহিত হইতে লাগিল।৪২

তথায় বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট বিচিত্রমঞ্জরীধারী অচিন্তনীয় বিচিত্র বৃক্ষসমূহ অলকাপুরীর শোভা বিস্তার করিতেছিল। এইরূপ রত্নজালখচিত বিচিত্র মাল্যবিভূষিত রাক্ষসাধিপতি কুবেরের অলকাপুরী ভরতশ্রেষ্ঠ ভীম দেখিতে পাইলেন।৪৩-৪৪

গদা, খড়্গ ও ধনু ধারণ করিয়া প্রাণের মমতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাবাহু ভীমসেন সেখানে পর্ব্বতের ন্যায় অচল হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।৪৫

অনন্তর ভীমসেন সকল প্রাণীকে মোহিত করিয়া শত্রুগণের রোমহর্ষণকারী জ্যাঘোষ ও শঙ্খধ্বনি করিলেন।৪৬

তাহা শুনিয়া যক্ষ, রাক্ষস ও গন্ধর্ব্বগণ রোমাঞ্চিত কলেবরে সেই শব্দকে লক্ষ্য করিয়া পাণ্ডুপুত্র ভীমের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।৪৭

যক্ষ ও রাক্ষসগণের বাহুসমূহে ধৃত হইয়া গদা, পরিঘ, নিস্ত্রিংশ, শূল, শক্তি ও পরশুসমূহ শোভা পাইতেছিল।৪৮

ভারত। অনন্তর সেই রাক্ষসগণের সঙ্গে ভীমসেনের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অত্যন্ত মায়াবী সেই যক্ষ রাক্ষসগণ যে সকল শূল, শক্তি ও পরশু প্রভৃতি নিক্ষেপ করিতে লাগিল, ভীমসেন সে সমস্তই ভয়ঙ্কর বেগশালী ভল্লের দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। মহাবল পাণ্ডব অন্তরীক্ষস্থ ও ভূমিস্থ সকল যক্ষ-রাক্ষসেরই শরীর ক্ষিপ্রহস্তে এমনভাবে বিদ্ধ করিলেন যে, তাহাদের শরীরের 'প্রবল রুধির-

ভীমবাহুবলোৎসৃষ্টৈরায়ুধৈর্যক্ষ-রক্ষসাম্ ।
বিনিকৃত্তানি দৃশ্যন্তে শরীরাণি শিরাংসি চ ॥৫৩

প্রচ্ছাদ্যমানং রক্ষোভিঃ পাণ্ডবং প্রিয়দর্শনম্ ।
দদৃশুঃ সর্ব্বভূতানি সূর্য্যমভ্রগণৈরিব ॥৫৪

স রশ্মিভিরিবাদিত্যঃ শরৈররিনিঘাতিভিঃ ।
সর্বানাচ্ছর্ম্মহাবাহুর্বলবান্ সত্যবিক্রমঃ ॥৫৫

অভিতর্জয়মানাশ্চ রুবন্তশ্চ মহারবান্ ।
ন মোহং ভীমসেনস্য দদৃশুঃ সর্বরাক্ষসাঃ ॥৫৬

যক্ষা বিকৃত্তসর্বাঙ্গা ভীমসেনভয়ার্দিতাঃ ।
ভীমমার্ত্তস্বরং চক্রুর্বিপ্রকীর্ণমহায়ুধাঃ ॥৫৭

উৎসৃজ্য তে গদাশূলানসিশক্তিপরশ্বধান্ ।
দক্ষিণাং দিশমাজগ্মুস্ত্রাসিতা দৃঢ়ধন্বনা ॥৫৮
তত্র শূলগদাপাণির্ব্যূঢ়োরস্কো মহাভুজঃ ।
সখা বৈশ্রবণস্যাসীন্মণিমান্নাম রাক্ষসঃ ॥৫৯
অদর্শয়দধীকারং পৌরুষঞ্চ মহাবলঃ ।
স তান্ দৃষ্ট্বা পরাবৃত্তান্ স্ময়মান ইবাব্রবীৎ ॥৬০
একেন বহবো সংখ্যে মানুষেণ পরাজিতাঃ ।
প্রাপ্য বৈশ্রবণাবাসং কিং বক্ষ্যথ ধনেশ্বরম্ ॥৬১
এবমাভাষ্য তান্ সর্বানভ্যবর্ত্তত রাক্ষসঃ ।
শক্তি-শূল-গদাপাণিরভ্যধাবৎ স পাণ্ডবম্ ॥৬২
তমাপতন্তং বেগেন প্রভিন্নমিব বারণম্ ।
বৎসদন্তৈস্ত্রিভিঃ পার্শ্বে ভীমসেনঃ সমার্দয়ৎ ॥৬৩

ধারা শক্তিমান্ ভীমের উপর পড়িতে লাগিল। গদা ও পরিঘাস্ত্রধারী রাক্ষসগণের সকল শরীর হইতে চতুর্দ্দিকে শরীরজাত রক্তধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল।৪৯-৫২

ভীমের বাহুবল হইতে নিক্ষিপ্ত অস্ত্রসমূহ দ্বারা যক্ষ ও রাক্ষসগণের শরীর ও মস্তকসকল কর্ত্তিত হইতে দেখা যাইতে লাগিল।৫৩

রাক্ষসগণের দ্বারা পরিবৃত হইয়া প্রিয়দর্শন ভীমসেনকে মেঘাবৃত সূর্য্যের ন্যায় সর্ব্বপ্রাণী দেখিতে লাগিল।৫৪

আদিত্য যেমন রশ্মিসমূহের দ্বারা পৃথিবীকে ছাইয়া ফেলেন, বলবান্ অব্যর্থবিক্রম মহাবাহু ভীমসেনও তদ্রূপ শত্রুনাশী বাণসমূহের দ্বারা সকল রাক্ষসকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন।৫৫

সকল রাক্ষস একসঙ্গে ভীমকে ঘিরিয়া তর্জ্জন-গর্জ্জন ও ভয়ানক রব করিতে থাকিলেও ভীমসেন তাহাতে একটুও বিহ্বলতা প্রাপ্ত হইলেন না—ইহা তাহারা সকলেই দেখিল।৫৬

সর্ব্ব শরীর বিকৃত্ত হওয়ায় যক্ষগণ ভীমসেনের ভয়ে অস্ত্রশস্ত্রসমূহ ফেলিয়া দিয়া ভয়ানক আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।৫৭

দৃঢধন্বা ভীমকর্ত্তৃক ত্রাসিত হইয়া তাহারা গদা, শূল, অসি ও পরশু প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রসমূহ ফেলিয়া দিয়া দক্ষিণ দিকে পলায়ন করিল।৫৮

সেখানে শূল ও গদাধারী বিশালবক্ষা কুবেরের সখা মহাবাহু মণিমান্নামক যক্ষ অবস্থান করিতেছিল।৫৯

ঐ মহাবল সেই স্থানে নিজের অধিকার ও পৌরুষ খ্যাপন করিতেছিল। সে নিজ সৈন্যগণকে প্রত্যাবৃত্ত দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া তাহাদিগকে বলিল।৬০

তোমরা সকলে মিলিয়া একজন মাত্র মানুষের নিকট পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসিলে? কুবের-ভবনে গিয়া ধনপতিকে তোমরা কি বলিবে?৬১

এই কথা বলিয়া তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া সেই রাক্ষস মণিমান্ শক্তি, শূল ও গদা লইয়া পাণ্ডুপুত্র ভীমের দিকে ধাবিত হইল।৬২

মদমত্ত হস্তীর ন্যায় তাহাকে আসিতে দেখিয়া ভীমসেন বৎসদন্তনামক তিনটি বাণদ্বারা তাহার দুই পার্শ্ব বিদ্ধ করিলেন।৬৩

মণিমানপি সংক্রুদ্ধঃ প্রগৃহ্য মহতীং গদাম্ ।
প্রাহিণোদ্ ভীমসেনায় পরিগৃহ্য মহাবলঃ ॥৬৪

বিদ্যুদ্রূপাং মহাঘোরামাকাশে মহতীং গদাম্ ।
শরৈর্বহুভিরভ্যার্চ্ছদ্ ভীমসেনঃ শিলাশিতৈঃ ॥৬৫

প্রত্যহন্যস্ত তে সর্ব্বে গদামাসাদ্য সায়কাঃ ।
ন বেগং ধারয়ামাসুর্গদাবেগস্য বেগিতাঃ ॥৬৬

গদাযুদ্ধসমাচারং বুদ্ধ্যমানঃ স বীর্য্যবান্ ।
ব্যংসয়ামাস তং তস্য প্রহারং ভীমবিক্রমঃ ॥৬৭

ততঃ শক্তিং মহাঘোরাং রুক্মদণ্ডাময়স্ময়ীম্ ।
তস্মিন্নেবান্তরে ধীমান্ প্রজহারাথ রাক্ষসঃ ॥৬৮

সা ভুজং ভীমনির্হ্রাদা ভিত্ত্বা ভীমস্য দক্ষিণম্ ।
সাগ্নিজ্বালা মহারৌদ্রা পপাত সহসা ভুবি ॥৬৯

সোঽতিবিদ্ধো মহেষ্বাসঃ শক্ত্যামিতপরাক্রমঃ ।
গদাং জগ্রাহ কৌন্তেয়ঃ ক্রোধপর্য্যাকুলেক্ষণঃ ॥৭০

রুক্মপট্টপিনদ্ধাং তাং শত্রূণাং ভয়বর্ধিনীম্ ।
প্রগৃহ্যাথ নদন্ ভীমঃ শৈক্যাং সর্বায়সীং গদাম্ ॥৭১

তরসা চাভিদুদ্রাব মণিমন্তং মহাবলম্ ।
দীপ্যমানং মহাশূলং প্রগৃহ্য মণিমানপি ॥৭২

প্রাহিণোদ্ ভীমসেনায় বেগেন মহতা নদন্ ।
ভঙ্‌ক্ত্বা শূলং গদাগ্রেণ গদাযুদ্ধবিশারদঃ ॥৭৩

অভিদুদ্রাব তং হন্তুং গরুত্মানিব পন্নগম্ ।
সোঽন্তরিক্ষমবপ্লুত্য বিধূয় সহসা গদাম্ ॥৭৪

প্রচিক্ষেপ মহাবাহুর্বিনদ্য রণমূর্দ্ধনি ।
সেন্দ্রাশনিরিবেন্দ্রেণ বিসৃষ্টা বাতরংহসা ॥৭৫

হত্বা রক্ষঃ ক্ষিতিং প্রাপ্য কৃত্তেব নিপপাত হ ।
তং রাক্ষসং ভীমবলং ভীমসেনেন পাতিতম্ ॥৭৬

মহাবল মণিমান্‌ও ক্রুদ্ধ হইয়া বিপুল এক গদা লইয়া ভীমসেনের উপর নিক্ষেপ করিল ।৬৪

ঐ বিশাল ও ভয়ঙ্কর গদা আকাশে বিদ্যুতের ন্যায় চমকিত হইতে লাগিল। ভীম শিলাতে ঘষিয়া তীক্ষ্ণীকৃত বহু শর নিক্ষেপ করিয়া সেই গদার উপর আঘাত করিল ।৬৫

কিন্তু সেই সকল বাণই গদায় ঠেকিয়া প্রত্যাহৃত হইল ; উহারা বেগে নিক্ষিপ্ত হইলেও গদার বেগকে ধারণ করিতে সক্ষম হইল না ।৬৬

ভয়ঙ্কর পরাক্রমী মহাবল গদাযুদ্ধকুশলী সেই ভীম ঐ গদার রহস্য বুঝিতে পারিয়া ঐ গদার প্রহারকে ব্যর্থ করিয়া দিলেন ।৬৭

এই অবসরে বুদ্ধিমান্ রাক্ষস মণিমান্ মহাঘোরা সুবর্ণদণ্ডবিশিষ্টা লৌহময়ী শক্তি লইয়া ভীমসেনের উপর নিক্ষেপ করিল ।৬৮

অগ্নির ন্যায় জ্বালাবিশিষ্টা ঐ মহাঘোরা ও ভয়ঙ্কর শব্দকারিণী সেই শক্তি ভীমের দক্ষিণ বাহুকে ভেদ করিয়া সহসা মাটিতে পতিত হইল ।৬৯

উহার দ্বারা অত্যন্ত বিদ্ধ হইয়াও অমিতবিক্রম মহাধনুর্দ্ধর কুন্তীপুত্র ভীম ক্রোধে আরক্তনয়নে সুবর্ণপট্টখচিতা শত্রুগণের ভয়বর্দ্ধনকারিণী শিক্যার ন্যায় সর্ব্বলৌহময়ী গদা লইয়া মহাবল মণিমানের দিকে ধাবিত হইলেন। তখন মণিমান্‌ও প্রকাণ্ড একটা দেদীপ্যমান শূল লইয়া গর্জ্জন করিতে করিতে মহাবেগে ভীমের উপর নিক্ষেপ করিল। গদাযুদ্ধ-বিশারদ ভীম গদার অগ্রভাগ দ্বারা সেই শূলকে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তাহাকে বধ করিবার জন্য সর্পের প্রতি গরুড়ের ধাবিত হওয়ার ন্যায় তাহার প্রতি ধাবিত হইলেন। মহাবাহু ভীমসেন যুদ্ধাগ্রভাগে সিংহধ্বনি করিতে করিতে আকাশে লম্ফপ্রদান করত সেই গদা ঘুরাইয়া বায়ুবেগে ইন্দ্রকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত বজ্রের ন্যায় তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন ।৭০-৭৫

দদৃশুঃ সর্ব্বভূতানি সিংহেনেব গবাং পতিম্।
তং প্রেক্ষ্য নিহতং ভূমৌ হতশেষা নিশাচরাঃ।
ভীমমার্ত্তস্বরং কৃত্বা জগ্মুঃ প্রাচীং দিশং প্রতি ॥৭৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি যক্ষযুদ্ধপর্ব্বণি মণিমদ্বধে
ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৬০

ঐ গদা কৃত্যার ন্যায় সেই রাক্ষসকে বধ করিয়া মাটিতে পড়িল। সকল প্রাণী ভীমসেন কর্ত্তৃক ভয়ঙ্কর বলবান্ রাক্ষস মণিমান্‌কে সিংহকর্ত্তৃক নিহত গোবৃষের ন্যায় পাতিত হইতে দেখিল। নিহত সেই মণিমান্‌কে ভূমিতে পতিত দেখিয়া হতশেষ নিশাচরসমূহ ভয়ানক আর্ত্তনাদ করিতে করিতে পূর্ব্বদিকে পলায়ন করিল।৭৬-৭৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত যক্ষযুদ্ধপর্ব্বে
মণিমান্‌বধবিষয়ে ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৬০

একষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[গন্ধমাদনপর্ব্বতে কুবেরস্যাগমনম্, যুধিষ্ঠিরেণ সহ তস্য সাক্ষাৎকারশ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শ্রুত্বা বহুবিধৈঃ শব্দৈর্নাদ্যমানাং গিরের্গুহাম্।
অজাতশত্রুঃ কৌন্তেয়ো মাদ্রীপুত্রাবুভাবপি ॥১
ধৌম্যঃ কৃষ্ণা চ বিপ্রাশ্চ সর্বে চ সুহৃদস্তথা।
ভীমসেনমপশ্যন্তঃ সর্বে বিমনসোঽভবন্ ॥২
দ্রৌপদীমার্ষ্টিষেণায় সম্প্রধার্য্য মহারথাঃ।
সহিতাঃ সায়ুধাঃ শূরাঃ শৈলমারুরুহুস্তদা ॥৩
ততঃ সম্প্রাপ্য শৈলাগ্রং বীক্ষমাণা মহারথাঃ।
দদৃশুস্তে মহেষ্বাসা ভীমসেনমরিন্দমাঃ ॥৪

স্ফুরতশ্চ মহাকায়ান্ গতসত্ত্বাংশ্চ রাক্ষসান্।
মহাবলান্ মহাসত্ত্বান্ ভীমসেনেন পাতিতান্ ॥৫

শুশুভে স মহাবাহুর্গদা-খড়্গ-ধনুর্দ্ধরঃ।
নিহত্য সমরে সর্ব্বান্ দানবান্ মঘবানিব ॥৬

একষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

[কুবেরের গন্ধমাদন পর্ব্বতে আগমন এবং
যুধিষ্ঠিরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—নানাপ্রকার ভয়ানক শব্দে গিরিগুহা মুখরিত দেখিয়া কুন্তীনন্দন অজাতশত্রু যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, ধৌম্য, কৃষ্ণা, ব্রাহ্মণগণ ও সুহৃদ্‌গণ সকলেই ভীমসেনকে না দেখিয়া বিমনা হইলেন।১-২

তখন মহারথী বীর যুধিষ্ঠির প্রভৃতি তিন ভাই দ্রৌপদীকে আর্ষ্টিষেণের পর্য্যবেক্ষণে রাখিয়া অস্ত্রশস্ত্র লইয়া একসঙ্গে পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিলেন।৩

তারপর শত্রুদমন মহাধনুর্দ্ধর সেই বীরগণ পর্ব্বতশিখরে খুঁজিতে খুঁজিতে ভীমসেনকে দেখিতে পাইলেন।৪

আরও দেখিলেন যে, ভীমসেনের দ্বারা ভূমিতে নিপাতিত হইয়া মহাবল পরমউৎসাহী বহু রাক্ষস প্রাণ হারাইয়াছে, কেহ বা ভূতলে পড়িয়া ছটফট করিতেছে।৫

ইন্দ্র যেমন দানবগণকে বধ করিয়া দীপ্তি

ততস্তে ভ্রাতরং দৃষ্ট্বা পরিষজ্য মহারথাঃ।
তত্রোপবিবিশুঃ পার্থাঃ প্রাপ্তা গতিমনুত্তমাম্ ॥৭

তৈশ্চতুর্ভির্মহেষ্বাসৈর্গিরিশৃঙ্গমশোভত।
লোকপালৈর্মহাভাগৈর্দিবং দেববরৈরিব ॥৮

কুবেরসদনং দৃষ্ট্বা রাক্ষসাংশ্চ নিপাতিতান্।
ভ্রাতা ভ্রাতরমাসীনমব্রবীৎ পৃথিবীপতিঃ ॥৯

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সাহসাদ্ যদি বা মোহাদ্ ভীম পাপমিদং কৃতম্।
নৈতৎ তে সদৃশং বীর মুনেরিব মৃষা বধঃ ॥১০

রাজদ্বিষ্টং ন কর্ত্তব্যমিতি ধর্মবিদো বিদুঃ।
ত্রিদশানামিদং দ্বিষ্টং ভীমসেন ত্বয়া কৃতম্ ॥১১

অর্থ-ধর্মাবনাদৃত্য যঃ পাপে কুরুতে মনঃ।
কর্মণাং পার্থ পাপানাং স ফলং বিন্দতে ধ্রুবম্।
পুনরেবং ন কর্ত্তব্যং মম চেদিচ্ছসি প্রিয়ম্ ॥১২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা স ধর্মাত্মা ভ্রাতা ভ্রাতরমচ্যুতম্।
অর্থতত্ত্ববিভাগজ্ঞঃ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥১৩

বিররাম মহাতেজাস্তমেবার্থং বিচিন্তয়ন্।
ততস্তে হতশিষ্টা যে ভীমসেনেন রাক্ষসাঃ ॥১৪

সহিতাঃ প্রত্যপদ্যন্ত কুবেরসদনং প্রতি।
তে জবেন মহাবেগাঃ প্রাপ্য বৈশ্রবণালয়ম্ ॥১৫
ভীমমার্ত্তস্বরং চক্রুর্ভীমসেনভয়ার্দ্দিতাঃ।
ন্যস্তশস্ত্রায়ুধাঃ ক্লান্তাঃ শোণিতাক্তত্তনুচ্ছদাঃ ॥১৬

পাইয়া থাকেন, মহাবাহু ভীমসেনও সেইরূপ যুদ্ধে রাক্ষসগণকে সংহার করিয়া গদা, খড়্গ ও ধনু ধারণপূর্ব্বক শোভা পাইতেছেন।৬

তখন মহারথ কুন্তীপুত্রগণ উত্তম আশ্রয় পাইয়া ভাই ভীমসেনকে দেখিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করত সেইস্থানে উপবেশন করিলেন।৭

মহাভাগ দেবশ্রেষ্ঠ লোকপালগণের দ্বারা স্বর্গ যেমন শোভা ধারণ করে, তেমনই চার মহা-ধনুর্দ্ধরের দ্বারা পর্ব্বতশৃঙ্গও সেইরূপ শোভা ধারণ করিল।৮

ঐ স্থান হইতে কুবের-ভবন এবং নিপাতিত রাক্ষসগণকে দেখিয়া রাজা যুধিষ্ঠির নিজ পার্শ্বে উপবিষ্ট ভ্রাতা ভীমসেনকে ব'ললেন।৯

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—বীর ভীম! তুমি দুঃসাহস বা মোহবশতঃ এই যে পাপকর্ম্ম করিয়াছ, ইহা মুনির ন্যায় বৃত্তিঅবলম্বনকারী তোমার পক্ষে উচিত হয় নাই। তুমি বৃথা ইহাদিগকে বধ করিয়াছ।১০

ধর্ম্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন,—রাজদ্রোহ করা উচিত নয়; হে ভীমসেন! তুমি যাহা করিয়াছ, তাহাতে দেবগণের প্রতিই দ্বেষ করা হইয়াছে।১১

পার্থ! অর্থনীতি ও ধর্ম্মকে অনাদর করিয়া যে পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সে নিশ্চিতই সেই পাপ-কর্ম্মসমূহের ফল ভোগ করে; যদি আমার প্রিয় কাজ করাই তোমার অভিপ্রেত হয়, তবে এইরূপ কার্য্য আর করিও না।১২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ধর্ম্ম হইতে অবিচ্যুত ভ্রাতা ভীমসেনকে এই কথা বলিয়া মহাতেজস্বী জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধর্ম্মাত্মা অর্থনীতিবিশারদ যুধিষ্ঠির ঐ কথা চিন্তা করিতে করিতে বিরত হইলেন। এদিকে ভীমসেনকর্ত্তৃক হতাবশিষ্ট রাক্ষসগণ মিলিত হইয়া কুবেরভবনের দিকে গমন করিল। মহাবেগশালী ঐ রাক্ষসগণ

প্রকীর্ণমূর্ধজা রাজন্ যক্ষাধিপতিমব্রুবন্ ।
গদা-পরিঘ-নিস্ত্রিংশ-তোমর-প্রাসযোধিনঃ ॥১৭

রাক্ষসা নিহতাঃ সর্বে তব দেব পুরঃসরাঃ ।
প্রমৃদ্য তরসা শৈলং মানুষেণ ধনেশ্বর ॥১৮

একেন সহিতাঃ সংখ্যে রণে ক্রোধবশা গণাঃ ।
প্রবরা রাক্ষসেন্দ্রাণাং যক্ষাণাঞ্চ নরাধিপ ॥১৯

শেরতে নিহতা দেব গতসত্ত্বাঃ পরাসবঃ ।
লব্ধশেষা বয়ং মুক্তা মণিমাংস্তে সখা হতঃ ॥২০

মানুষেণ কৃতং কর্ম বিধৎস্ব যদনন্তরম্ ।
স তচ্ছ্রুত্বা তু সংক্রুদ্ধঃ সর্বযক্ষগণাধিপঃ ॥২১

কোপসংরক্তনয়নঃ কথমিত্যব্রবীদ্ বচঃ ।
দ্বিতীয়মপরাধ্যন্তং ভীমং শ্রুত্বা ধনেশ্বরঃ ॥২২

চুক্রোধ যক্ষাধিপতির্যুজ্যতামিতি চাব্রবীৎ ।
অথাভ্রঘনসঙ্কাশং গিরিশৃঙ্গমিবোচ্ছ্রিতম্ ॥২৩

রথং সংযোজয়ামাসুর্গন্ধর্ব্বৈর্হেমমালিভিঃ ।
তস্য সর্বগুণোপেতা বিমলাক্ষা হয়োত্তমাঃ ॥২৪

তেজোবলগুণোপেতা নানারত্নবিভূষিতাঃ ।
শোভমানা রথে যুক্তাস্তরিষ্যন্ত ইবাশুগাঃ ॥২৫
হ্রেষয়ামাসুরন্যোন্যং হ্রেষিতৈর্বিজয়াবহৈঃ ।
স সমাস্থায় ভগবান্ রাজরাজো মহারথম্ ॥২৬
প্রযযৌ দেব-গন্ধর্ব্বৈঃ স্তূয়মানো মহাদ্যুতিঃ ।
তং প্রয়ান্তং মহাত্মানং সর্বে যক্ষা ধনাধিপম্ ॥২৭
রক্তাক্ষা হেমসঙ্কাশা মহাকায়া মহাবলাঃ ।
সায়ুধা বদ্ধনিস্ত্রিংশা যক্ষা দশশতাবরাঃ ॥২৮
তে জবেন মহাবেগাঃ প্লবমানা বিহায়সা ।
গন্ধমাদনমাজগ্মুঃ প্রকর্ষন্ত ইবাম্বরম্ ॥২৯

ধনপতি-ভবনে গমন করত ভীমসেনের ভয়ে পীড়িত হইয়া ক্লান্তচিত্তে অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া রক্তাক্ত কলেবরে ভয়ানক আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল ।১৩-১৬

রাজন্! উর্দ্ধকেশ হইয়া তাহারা রাক্ষসাধিপতিকে বলিল,—হে দেব! যাহারা যুদ্ধে সদা অগ্রবর্ত্তী স্থানে থাকে, গদা, পরিঘ, নিস্ত্রিংশ, তোমর, প্রাস প্রভৃতি অস্ত্রধারণকারী আপনার অনুচর সেই সকল রাক্ষসই নিহত হইয়াছে। ধনেশ্বর! একজন মাত্র মানুষ শৈলশৃঙ্গে আরোহণ করত যুদ্ধে ক্রোধবশনামক সমস্ত রাক্ষসকে নিহত করিয়াছে। রাজন্! শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ যত যক্ষ ও রাক্ষস ছিল, তাহারা সকলে উৎসাহশূন্য ও নিষ্প্রাণ হইয়া রণভূমিতে শায়িত হইয়াছে। আপনার সখা মণিমান্‌ও নিহত হইয়াছে; আমরাই হতাবশিষ্ট কয়েকজন আপনাকে সংবাদ দিতে আসিয়াছি ।১৭-২০

একজন মানুষ এই কাজ করিয়াছে, এখন আপনি যাহা কর্ত্তব্য মনে করেন, তাহাই করুন। তাহা শুনিয়া যক্ষ ও রাক্ষসগণের অধিপতি কুবের অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ক্রোধে আরক্তনয়ন হইয়া এই কথা বলিলেন—“কেমন করিয়া ইহা সম্ভব হইয়াছে ?” ভীমের দ্বিতীয়বার অপরাধের কথা শ্রবণ করত ধনপতি কুবের অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বলিলেন—“এখনই রথ যোজনা কর।” তখন সুবর্ণহারপরিহিত উত্তম গন্ধর্ব্বগণ বর্ষাকালীন মেঘতুল্য ও গিরিশৃঙ্গের ন্যায় উচ্চ রথে সর্ব্বগুণসম্পন্ন উত্তম অশ্বসমূহ যোজনা করিল। ঐ অশ্বগুলি শীঘ্রগামী, বিমলনয়নবিশিষ্ট, তেজস্বী, বলবান্ ও নানারত্নে সুশোভিত ছিল। রথে যুক্ত ঐ অশ্বগুলিকে দেখিয়া মনে হইতেছিল যে, ইহারা এখনই সব কিছুই লঙ্ঘন করিয়া ফেলিবে ।২১-২৫

তারপর পরস্পর বিজয়সূচক হ্রেষারবকারী অশ্বযোজিত সেই বিশাল রথে আরোহণ করিয়া মহাতেজস্বী রাজরাজ ভগবান্ কুবের দেবতা ও গন্ধর্ব্বগণের দ্বারা স্তুত হইয়া পুরী হইতে প্রস্থান করিলেন।

তৎ কেসরিমহাজালং ধনাধিপতিপালিতম্।
কুবেরঞ্চ মহাত্মানং যক্ষ-রক্ষোগণাবৃতম্ ॥৩০

দদৃশুর্হৃষ্টরোমাণঃ পাণ্ডবাঃ প্রিয়দর্শনম্।
কুবেরস্তু মহাসত্ত্বান্ পাণ্ডোঃ পুত্রান্ মহারথান্ ॥৩১

আত্তকার্মুকনিস্ত্রিংশান্ দৃষ্ট্বা প্রীতোহভবৎ তদা।
দেবকার্য্যং চিকীর্ষন্ স হৃদয়েন তুতোষ হ ॥৩২

তে পক্ষিণ ইবাপেতুর্গিরিশৃঙ্গং মহাজবাঃ।
তস্থুস্তেষাং সমভ্যাশে ধনেশ্বরপুরঃসরাঃ ॥৩৩

ততস্তং হৃষ্টমনসং পাণ্ডবান্ প্রতি ভারত।
সমীক্ষ্য যক্ষ-গন্ধর্ব্বা নির্ব্বিকারমবস্থিতাঃ ॥৩৪

পাণ্ডবাশ্চ মহাত্মানঃ প্রণম্য ধনদং প্রভুম্।
নকুলঃ সহদেবশ্চ ধর্মপুত্রশ্চ ধর্মবিৎ ॥৩৫

অপরাদ্ধমিবাত্মানং মন্যমানা মহারথাঃ।
তস্থুঃ প্রাঞ্জলয়ঃ সর্বে পরিবার্য্য ধনেশ্বরম্ ॥৩৬

স হ্যাসনবরং শ্রীমৎ পুষ্পকং বিশ্বকর্মণা।
বিহিতং চিত্রপর্য্যন্তমাতিষ্ঠত ধনাধিপঃ ॥৩৭

তমাসীনং মহাকায়াঃ শঙ্কুকর্ণা মহাজবাঃ।
উপোপবিবিশুর্যক্ষা রাক্ষসাশ্চ সহস্রশঃ ॥৩৮

শতশশ্চাপি গন্ধর্ব্বাস্তথৈবাপ্সরসাং গণাঃ।
পরিবার্য্যোপতিষ্ঠন্ত যথা দেবাঃ শতক্রতুম্ ॥৩৯

সেই মহাত্মা ধনপতিকে বহির্গত হইতে দেখিয়া রক্তবর্ণ চক্ষু, স্বর্ণতুল্য কান্তিমান্, মহাকায় ও মহাবল মহাবেগশালী অনূ্যন এক সহস্র যক্ষ তরবারি ধরিয়া ও অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হইয়া তাঁহার অনুগমন করিলেন এবং তাঁহারা আকাশপথে দ্রুত আসিয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। তখন মনে হইতেছিল যেন তাঁহারা সমগ্র আকাশকেই আকর্ষণ করিয়া আনিতেছেন।২৬-২৯

কুবেরপালিত সুন্দর অশ্বগুলি এবং সাক্ষাৎ যক্ষ ও রাক্ষসগণ পরিবৃত, প্রিয়দর্শন মহাত্মা ধনাধিপকে দেখিয়া পাণ্ডবগণ আনন্দে পুলকিত-শরীর হইলেন। কুবেরও ধনু ও অসিধারী শক্তিশালী মহারথ পাণ্ডুতনয়গণকে দেখিয়া প্রীত হইলেন। তিনি দেবকার্য্য সিদ্ধির ইচ্ছা করিতেছিলেন, তাই মনে মনে তিনি পাণ্ডবগণের উপর প্রসন্ন হইলেন।৩০-৩২

তীব্রবেগগামী কুবেরাদি যক্ষ ও রাক্ষসগণ পক্ষিগণের ন্যায় উড়িতে উড়িতে গন্ধমাদন পর্ব্বতের শিখরে আসিলেন এবং পাণ্ডবগণের নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন।৩৩

হে ভারত! পাণ্ডবগণের প্রতি তাঁহাকে সন্তুষ্ট দেখিয়া অন্যান্য যক্ষ ও গন্ধর্ব্বগণ নির্ব্বিকারভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।৩৪

ধর্ম্মজ্ঞ ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, নকুল ও সহদেব—এই মহারথী মহামনা পাণ্ডবগণ ভগবান্ কুবেরকে প্রণাম করিয়া নিজেদের অপরাধ স্মরণ করত করযোড়ে ধনেশ্বরকে ঘিরিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।৩৫-৩৬

ধনেশ্বর কুবের বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মিত সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ আসনযুক্ত পুষ্পক বিমানে উপবিষ্ট ছিলেন। ঐ পুষ্পক বিমান বিচিত্র নির্ম্মাণকৌশলের পরাকাষ্ঠা ছিল।৩৭

বিমানে উপবিষ্ট কুবেরের চারিদিকে শঙ্কুর ন্যায় কর্ণবিশিষ্ট বিশালদেহ, মহাবেগশালী, সহস্র সহস্র যক্ষ ও রাক্ষসগণ উপবেশন করিলেন।৩৮

শত শত গন্ধর্ব্ব এবং অসংখ্য অপ্সরাগণ দেবরাজ ইন্দ্রের চারিদিকে দেবগণের ন্যায় তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।৩৯

কাঞ্চনীং শিরসা বিভ্রদ্ ভীমসেনঃ স্রজং শুভাম্।
পাশ-খড়্গ-ধনুষ্পাণিরুদৈক্ষত ধনাধিপম্ ॥৪০
ভীমসেনস্য ন গ্লানির্বিক্ষতস্যাপি রাক্ষসৈঃ।
আসীৎ তস্যামবস্থায়াং কুবেরমপি পশ্যতঃ ॥৪১
আদদানং শিতান্ বাণান্ যোদ্ধুকামমবস্থিতম্।
দৃষ্ট্বা ভীমং ধর্মসুতমব্রবীন্নরবাহনঃ ॥৪২
বিদুস্ত্বাং সর্বভূতানি পার্থ ভূতহিতে রতম্।
নির্ভয়শ্চাপি শৈলাগ্রে বস ত্বং ভ্রাতৃভিঃ সহ ॥৪৩
ন চ মন্যুস্ত্বয়া কার্য্যো ভীমসেনস্য পাণ্ডব।
কালেনৈতে হতাঃ পূর্বং নিমিত্তমনুজস্তব ॥৪৪
ব্রীড়া চাত্র ন কর্ত্তব্যা সাহসং যদিদং কৃতম্।
দৃষ্টশ্চাপি সুরৈঃ পূর্বং বিনাশো যক্ষ-রক্ষসাম্ ॥৪৫
ন ভীমসেনে কোপো মে প্রীতোহস্মি ভরতর্ষভ।
কর্মণঃ ভীমসেনস্য মম তুষ্টিরভূৎ পুরা ॥৪৬

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা তু রাজানং ভীমসেনমভাষত।
নৈতন্মনসি মে তাত বর্ততে কুরুসত্তম ॥৪৭
যদিদং সাহসং ভীম কৃষ্ণার্থে কৃতবানসি।
মামনাদৃত্য দেবাংশ্চ বিনাশং যক্ষ-রক্ষসাম্ ॥৪৮
স্ববাহুবলমাশ্রিত্য তেনাহং প্রীতিমাংস্ত্বয়ি।
শাপাদদ্য বিনির্মুক্তো ঘোরাদস্মি বৃকোদর ॥৪৯
অহং পূর্বমগস্ত্যেন ক্রুদ্ধেন পরমর্ষিণা।
শপ্তোহপরাধে কস্মিংশ্চিৎ তস্যৈষা
নিষ্কৃতিঃ কৃতা ॥৫০

মস্তকে সুন্দর সুবর্ণমাল্যধারণকারী ভীমসেন গদা, খড়্গ ও ধনুর্হস্তে ধনপতি কুবেরকে দেখিতে লাগিলেন।৪০

সেই অবস্থায় রাক্ষসগণের দ্বারা শরীর ক্ষতবিক্ষত হইলেও ভীমের মধ্যে যে কোন গ্লানি আছে, তাহা বুঝা যাইতেছিল না, এমন কি কুবেরকে দেখিয়াও তিনি বিন্দুমাত্র গ্লানি অনুভব করেন নাই।৪১

তীক্ষ্ণ বাণসমূহ লইয়া ভীমকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত দেখিয়া নরবাহন কুবের ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন।৪২

হে পার্থ। সকল প্রাণী তোমাকে সর্ব্বজীবের হিতে নিরত বলিয়া জানে; অতএব তুমি ভ্রাতৃগণ সহ এই পর্ব্বতে নির্ভয়ে বাস কর।৪৩

হে পাণ্ডব। তুমি ভীমসেনের উপর ক্রুদ্ধ হইও না; কালই ইহাদিগকে বধ করিয়াছে, তোমার অনুজভ্রাতা ভীম এখানে নিমিত্ত মাত্র।৪৪

ভীমসেন এই যে দুঃসাহস কর্ম করিয়াছে, ইহাতে লজ্জা অনুভব করিও না; কারণ, দেবগণ পূর্ব্বেই যক্ষ-রাক্ষসগণের এই বিনাশ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।৪৫

হে ভরতশ্রেষ্ঠ। ভীমসেনের উপর আমার কোন ক্রোধ নাই, বরং প্রীতিই আছে; আমি পূর্ব্বেও সৌগন্ধিক সরোবরের ব্যাপারে তাহার উপর সন্তুষ্টই হইয়াছিলাম।৪৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া কুবের ভীমসেনকে বলিলেন,—তাত কুরুশ্রেষ্ঠ ভীম। তুমি কৃষ্ণার জন্য যে দুঃসাহস কর্ম করিয়াছ, ইহাতে আমার মনে কোন ক্ষোভ নাই। তুমি আমাকে ও দেবগণকে অবজ্ঞা করত নিজ বাহুবলের আশ্রয় লইয়া এই যে যক্ষ ও রাক্ষসগণকে বিনাশ করিয়াছ, তাহাতে আমি সন্তুষ্টই হইয়াছি। কারণ, হে বৃকোদর! আজ আমি তোমার দ্বারা ঘোর শাপ হইতে মুক্ত হইয়াছি।৪৭-৪৯

আমি পূর্ব্বে কোন এক অপরাধের জন্য ক্রুদ্ধ মহর্ষি অগস্ত্য কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়াছি। আজ তোমার দ্বারা সেই শাপ হইতে মুক্ত হইলাম।৫০

দৃষ্টো হি মম সংক্লেশঃ পুরা পাণ্ডবনন্দন।
ন তবাত্রাপরাধোঽস্তি কথঞ্চিদপি পাণ্ডব ॥৫১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কথং শপ্তোঽসি ভগবন্নগস্ত্যেন মহাত্মনা।
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং দেব তবৈতচ্ছাপকারণম্ ॥৫২

ইদং চাশ্চর্য্যভূতং মে যৎ ক্রোধাৎ তস্য ধীমতঃ।
তদৈব ত্বং ন নির্দগ্ধঃ সবলঃ সপদানুগঃ ॥৫৩

ধনেশ্বর উবাচ।

দেবতানামভূন্মন্ত্রঃ কুশবত্যাং নরেশ্বর।
বৃতস্তত্রাহমগমং মহাপদ্মশতৈস্ত্রিভিঃ ॥৫৪

যক্ষাণাং ঘোররূপাণাং বিবিধায়ুধধারিণাম্।
অধ্বন্যহমথাপশ্যমগস্ত্যমৃষিসত্তমম্ ॥৫৫

উগ্রং তপস্তপ্যমানং যমুনাতীরমাশ্রিতম্।
নানাপক্ষিগণাকীর্ণং পুষ্পিতদ্রুমশোভিতম্ ॥৫৬

তমূর্ধ্ববাহুং দৃষ্ট্বৈব সূর্য্যস্যাভিমুখে স্থিতম্।
তেজোরাশিং দীপ্যমানং হুতাশনমিবৈধিতম্ ॥৫৭

রাক্ষসাধিপতিঃ শ্রীমান্ মণিমান্নাম মে সখা।
মৌর্খ্যাদজ্ঞানভাবাচ্চ দর্পান্মোহাচ্চ পার্থিব ॥৫৮

ন্যষ্ঠীবদাকাশগতো মহর্ষেস্তস্য মূর্ধনি।
স কোপন্মামুবাচেদং দিশঃ সর্বা দহন্নিব ॥৫৯

মামবজ্ঞায় দুষ্টাত্মা যস্মাদেষ সখা তব।
ধর্ষণাং কৃতবানেতাং পশ্যতস্তে ধনেশ্বর ॥৬০

তস্মাৎ সহৈভিঃ সৈন্যৈস্তে বধং প্রাপ্স্যতি মানুষাৎ।
ত্বং চাপ্যেভির্হতৈঃ সৈন্যৈঃ ক্লেশং প্রাপ্যেহ দুর্মতিঃ।
তমেব মানুষং দৃষ্ট্বা কিল্বিষাদ্ বিপ্রমোক্ষ্যসে ॥৬১

হে পাণ্ডবগণের আনন্দবর্ধন পাণ্ডুপুত্র ভীম। এইরূপ ক্লেশ আমাকে অনুভব করিতে হইবে—ইহা পূর্ব্ব হইতেই জানা ছিল। সুতরাং এ বিষয়ে তোমার কোন অপরাধ নাই।৫১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে ভগবন্! মহর্ষি অগস্ত্য আপনাকে কেন শাপ দিলেন? হে দেব! আমি আপনার শাপের সেই কারণ শুনিতে ইচ্ছা করি।৫২

আপনি পূর্ব্বে পরম জ্ঞানী অগস্ত্যমুনির ক্রোধে যে বল ও বাহনসহ ভস্মীভূত হইয়া যান নাই—ইহা আমার কাছে বড়ই আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইতেছে।৫৩

ধনেশ্বর বলিলেন,—হে নরেশ্বর। কুশবতীতে প্রাচীনকালে দেবতাগণের এক মন্ত্রণাসভা হইয়াছিল। উহাতে আমারও নিমন্ত্রণ ছিল। আমি তিনশত মহাপদ্মসংখ্যক যক্ষকে সঙ্গে করিয়া তথায় যাইতেছিলাম।৫৪

ভয়ঙ্কররূপধারী ঐ সকল যক্ষ নানা অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করিয়াছিল। পথে অগস্ত্যমুনিকে যমুনা নদীর তীরে তীব্র তপস্যা করিতে দেখিলাম। যমুনার তীরভূমি তখন বহু পুষ্পিত ও ফলিত বৃক্ষে পরিপূর্ণ ছিল।৫৫-৫৬

সূর্য্যের অভিমুখে উর্দ্ধবাহু হইয়া দণ্ডায়মান অগস্ত্যমুনি তখন প্রজ্বলিত অগ্নির তেজঃপুঞ্জের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছিলেন।৫৭

হে রাজন্। আমার সখা শ্রীমান্ মণিমান্ নামক রাক্ষসাধিপতি অজ্ঞানতা ও মূর্খতাবশতঃ এবং দর্প ও মোহবশতঃ আকাশ হইতে তাঁহার মস্তকের উপর থুথু ফেলিলেন। তখন তিনি ক্রোধে যেন সকল দিক্ দগ্ধ করিতে করিতেই এই কথা বলিলেন।৫৮-৫৯

হে ধনেশ্বর। যহেতু তোমার সখা এই দুষ্টাত্মা তোমার সম্মুখেই আমাকে অবজ্ঞা করত এইরূপ তিরস্কার করিল, তাহার ফলে সে সসৈন্যে মানুষের হাতে নিহত হইবে এবং তুমিও দুর্ম্মতিবশতঃ

সৈন্যান্যাং তু ভবৈস্তেষাং পুত্র-পৌত্রবলান্বিতম্ ।
ন শাপং প্রাপ্যতে ঘোরং তৎ ভবাজ্ঞাং করিষ্যতি ॥৬২

এষ শাপো ময়া প্রাপ্তঃ প্রাক্ তস্মাদৃষিসত্তমাৎ ।
স ভীমেন মহারাজ ভ্রাত্রা তব বিমোক্ষিতঃ ॥৬৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং বনপর্বণি যক্ষযুদ্ধপর্বণি কুবেরদর্শনে
একষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১৬১

ইহাদের বিনাশে ক্লেশ পাইবে, পরে সেই বিনাশকারী মানুষকে দর্শন করিয়াই এই পাপ হইতে মুক্ত হইবে।৬০-৬১

সৈন্যগণের মধ্যে যাহারা তোমার আজ্ঞা পালন করিবে, তাহারা পুত্র, পৌত্র ও সেনার সহিত এই ভয়ঙ্কর শাপের প্রভাবে পড়িবে না।৬২

মহারাজ যুধিষ্ঠির! সেই ঋষিশ্রেষ্ঠ কর্ত্তৃক পূর্ব্বে এইরূপে আমি অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম এবং তোমার ভাই ভীমকর্ত্তৃক এখন তাহা হইতে মুক্ত হইলাম।৬৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত যক্ষযুদ্ধপর্ব্বে
কুবেরদর্শনবিষয়ক একষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।১৬১

দ্বিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতিভ্যঃ কুবেরস্যোপদেশদানম্, তান্ সান্ত্বয়িত্বা স্বভবনে গমনঞ্চ ।]

ধনদ উবাচ ।

যুধিষ্ঠির ধৃতির্দাক্ষ্যং দেশ-কাল-পরাক্রমাঃ ।
লোকতন্ত্রবিধানানামেষ পঞ্চবিধো বিধিঃ ॥১

ধৃতিমন্তশ্চ দক্ষাশ্চ স্বে স্বে কর্মণি ভারত ।
পরাক্রমবিধানজ্ঞা নরা কৃতযুগেঽভবন্ ॥২

ধৃতিমান্ দেশকালজ্ঞঃ সর্বধর্মবিধানবিৎ ।
ক্ষত্রিয়ঃ ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ প্রশাস্তি পৃথিবীং চিরম্ ॥৩

য এবং বর্ত্ততে পার্থ পুরুষঃ সর্বকর্মসু ।
স লোকে লভতে বীর যশঃ প্রেত্য চ সদ্গতিম্ ॥৪

দেশকালান্তরপ্রেপ্সুঃ কৃত্বা শক্রঃ পরাক্রমম্ ।
সম্প্রাপ্তস্ত্রিদিবে রাজ্যং বৃত্রহা বসুভিঃ সহ ॥৫

দ্বিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠির প্রভৃতিকে কুবেরের উপদেশ প্রদান
এবং তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া স্বভবনে গমন।]

কুবের বলিলেন,—হে যুধিষ্ঠির। ধৈর্য্য, দক্ষতা, দেশ, কাল ও পরাক্রম—এই পাঁচটি লৌকিক কার্য্যসিদ্ধির কারণ বলিয়া কথিত হয়।১

হে ভারত। সত্যযুগে সকল মনুষ্যই ধৈর্য্যশীল, নিজ নিজ কার্য্যে দক্ষ এবং পরাক্রমবিষয়ে বিধিজ্ঞ ছিলেন।২

হে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ। ধৃতিমান্, দেশকালজ্ঞ এবং সর্ব্বধর্ম্মবিধানের জ্ঞাতা ক্ষত্রিয় পুরুষই এই সমগ্র পৃথিবীকে দীর্ঘকাল ধরিয়া শাসন করিতে পারেন।৩

বীর পার্থ! যে ব্যক্তি এইভাবে সর্ব্ব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সেই ব্যক্তিই ইহলোকে যশ ও পরলোকে উত্তম গতি প্রাপ্ত হয়।৪

দেশ ও কালের মধ্যে সুযোগসন্ধানী বৃত্রাসুরহন্তা ইন্দ্র বসুগণের সহিত পরাক্রম প্রকাশ করিয়া স্বর্গরাজ্য লাভ করিয়াছেন।৫

যস্তু কেবলসংরম্ভাৎ প্রপাতং ন নিরীক্ষতে।
পাপাত্মা পাপবুদ্ধির্যঃ পাপমেবানুবর্ত্ততে ॥৬
কর্ম্মণামবিভাগজ্ঞঃ প্রেত্য চেহ বিনশ্যতি।
অকালজ্ঞঃ সুদুর্মেধাঃ কার্য্যাণামবিশেষবিৎ ॥৭
বৃথাচারসমারম্ভঃ প্রেত্য চেহ বিনশ্যতি।
সাহসে বর্ত্তমানানাং নিকৃতীনাং দুরাত্মনাম্ ॥৮
সর্ব্বসামর্থ্যলিপ্সূনাং পাপো ভবতি নিশ্চয়ঃ।
অধর্ম্মজ্ঞোঽহবলিপ্তশ্চ বালবুদ্ধিরমর্ষণঃ ॥৯
নির্ভয়ো ভীমসেনোঽয়ং তং শাধি পুরুষর্ষভ।
আর্ষ্টিষেণস্য রাজর্ষেঃ প্রাপ্য ভূয়স্ত্বমাশ্রমম্ ॥১০
তামিস্রং প্রথমং পক্ষং বীতশোকভয়ো বস।
অলকাঃ সহ গন্ধর্ব্বৈর্যক্ষাশ্চ সহ কিন্নরৈঃ ॥১১

ঋদ্ধিযুক্তা মনুষ্যেন্দ্র সর্ব্বে চ গিরিবাসিনঃ।
রক্ষিষ্যন্তি মহাবাহো সহিতং দ্বিজসত্তমৈঃ ॥১২
সাহসাদমুসম্প্রাপ্তঃ প্রতিবুধ্য বৃকোদরঃ।
বার্য্যতাং সাধ্বয়ং রাজংস্ত্বয়া ধর্ম্মভৃতাং বর ॥১৩
অতঃপরঞ্চ বো রাজন্ দ্রক্ষ্যন্তি বনগোচরাঃ।
উপস্থাস্যন্তি বো রাজন্ রক্ষিষ্যন্তে চ বঃ সদা ॥১৪
তথৈব চান্নপানানি স্বাদূনি চ বহূনি চ।
আহরিষ্যন্তি মৎপ্রেষ্যাঃ সদা বঃ পুরুষর্ষভাঃ ॥১৫
যথা জিষ্ণুর্মহেন্দ্রস্য যথা বায়োর্বৃকোদরঃ।
ধর্ম্মস্য ত্বং যথা তাত যোগোৎপন্নো নিজঃ সুতঃ ॥১৬
আত্মজাবাত্মসম্পন্নৌ যমৌ চোভৌ যথাশ্বিনোঃ।
রক্ষ্যাস্তদ্বন্মমাপীহ যূয়ং সর্ব্বে যুধিষ্ঠির ॥১৭
অর্থতত্ত্ববিধানজ্ঞঃ সর্ব্বধর্ম্মবিধানবিৎ।
ভীমসেনাদবরজঃ ফাল্গুনঃ কুশলী দিবি ॥১৮

যে কেবল ক্রোধের বশীভূত হইয়া নিজের পতনকে দেখিতে পায় না, সেই পাপবুদ্ধি ও পাপাত্মা পুরুষ কেবল পাপেরই অনুবর্ত্তন করে।৬

যে ব্যক্তি কর্ম্মের বিভাগ জানে না এবং কোন সময় কোন কার্য্য করিতে হইবে, তাহাও বুঝে না, সেই সুদুর্ম্মেধা অবশ্যই ইহলোক ও পরলোক উভয়ত্রই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত, শঠ, সময় সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ পুরুষের সকল কর্ম্মই ইহলোক ও পরলোকে ব্যর্থ হয়। সর্ব্বপ্রকার সামর্থ্যের লিপ্সা যাহার থাকে, তাহার বুদ্ধি পাপে লিপ্ত হয়। তোমার ভাই এই ভীমসেন ধর্ম্মের রহস্য জানে না, অসহনশীলস্বভাব, বালবুদ্ধি, দর্পিত ও নির্ভয়—ইহাকে শাসন করিয়া রাখিবে। হে রাজন্! পুনরায় আর্ষ্টিষেণের আশ্রমে গিয়া কৃষ্ণপক্ষ পর্য্যন্ত শোক ও ভয়রহিত হইয়া সেখানে অবস্থান কর। অলকাপুরীনিবাসী গন্ধর্ব্ব ও যক্ষগণ কিন্নরগণের সহিত তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। হে মহাবাহো মনুষ্যেন্দ্র! আমার আদেশে এই পর্ব্বতনিবাসী সকলেই ব্রাহ্মণগণের সহিত তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন।৭-১২

হে ধর্ম্মাত্মগণশ্রেষ্ঠ রাজন্! দুঃসাহস করিয়া ভীমসেন এখানে আসিয়াছে; তুমি ইহাকে বারণ করিবে যেন এইরূপ অপরাধ পুনরায় না করে।১৩

হে রাজন্! অতঃপর এই বনবাসী সকল যক্ষই তোমাদের দেখাশুনা ও সর্ব্বদা রক্ষা করিবে।১৪

হে পুরুষশ্রেষ্ঠগণ! তোমাদের অন্ন, পানীয়, বহু সুস্বাদু ফল ইহা আমার ভৃত্যগণ আনিয়া দিবে।১৫

পুত্রহেতু যেমন অর্জ্জুন ইন্দ্রের, বৃকোদর বায়ুর, ধর্ম্মের যোগবলোৎপন্ন পুত্র তুমি ধর্ম্মের এবং নকুল ও সহদেব অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের পালনীয়, তেমনই হে যুধিষ্ঠির! তোমরা সকলেই আমার রক্ষণীয়।১৬-১৭

অর্থনীতি ও সর্ব্বধর্ম্মের বিধানে পারদর্শী ভীমসেনের কনিষ্ঠ ফাল্গুন (অর্জ্জুন) স্বর্গে কুশলেই আছে।১৮

কামধেনু, আমি পুত্রোৎপত্তিহেতু মদন, আমি সর্পগণের মধ্যে বাসুকি, আমি নাগগণের মধ্যে অনন্ত, আমি জলচরসকলের মধ্যে বরুণ, আমি পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা, আমি নিয়মিগণের যম, আমি দৈত্যসমূহের মধ্যে প্রহ্লাদ, গননাকারীদিগের মধ্যে কাল, আমি পক্ষিগণের মধ্যে গরুড়, আমি পবিত্রকারীবৃন্দের মধ্যে পবন, শস্ত্রধারিগণের মধ্যে দাশরথি-রাম, আমি মৎস্যগণের মধ্যে মকর, আমি সৃষ্টপদার্থসকলের আদি-অন্ত-মধ্য, আমি স্রোতস্বতীসকলের মধ্যে জাহ্নবী, আমি বিদ্যাসমূহের মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা, আমি বাদিগণের মধ্যে বাদ।

আমি অক্ষর সকলের মধ্যে অকার, আমি সমাসের মধ্যে দ্বন্দ্ব, আমি অক্ষয় কাল, আমি সর্ব্বতোমুখ বিধাতা, আমি সর্ব্বসংহারক মৃত্যু, আমি অভ্যুদয়লাভের যোগ্য প্রাণীদের অভ্যুদয়, আমি নারীগণের মধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা, আমি সামবেদের মধ্যে বৃহৎসাম, ছন্দ বিশিষ্ট-মন্ত্রের মধ্যে আমি গায়ত্রী, আমি মাসসকলের মধ্যে মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ), আমি ঋতুর মধ্যে বসন্ত। আমি প্রতারকদিগের দ্যূত, আমি তেজস্বীবৃন্দের তেজঃ, আমি জয়, আমি অধ্যবসায়, আমি সাত্ত্বিকগণের সত্ত্ব, আমি বৃষ্ণিদিগের বাসুদেব, পাণ্ডবগণের মধ্যে ধনঞ্জয়, আমি মুনিসকলের মধ্যে ব্যাস, আমি কবিগণের মধ্যে শুক্রাচার্য্য, আমি শাসনকর্ত্তাদিগের দণ্ড, আমি জয়ার্থিগণের নীতি, আমি গুহ্যসকলের মধ্যে মৌন, আমি জ্ঞানীদিগের জ্ঞান, আমি সকল ভূতের বীজ, এই চরাচর ভূতসকল আমি, আমার বিভূতির অন্ত

নাই। যে যে বস্তু ঐশ্বর্য্যযুক্ত ও প্রভাব-বলসম্পন্ন, সেই সমস্তই আমার তেজের অংশের দ্বারা সম্ভূত হয়েছে। আমি একপদের দ্বারা পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হয়ে অবস্থান করছি।. আমি সব, আমি সব, আমি সব। এক আমি যখন লীলা করবার ইচ্ছা হয় ; তখন বহুরূপ ধরে লীলা করি, লীলান্তে সব উপসংহৃত করি— আমি আমি আমি। আমি কমলনয়ন, আমি পরমেশ্বর, আমি পুরুষোত্তম, আমি যোগেশ্বর, আমি হরি, আমি মহাযোগেশ্বর, আমি সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, আমি জ্যোতির্ম্ময়, আমি অনন্ত, আমি বিশ্বতোমুখ, আমি ব্রহ্মা, আমি ঈশান, আমি ঋষিসমূহ, আমি সর্পসমুদয়, আমি বিশ্বেশ্বর, আমি বিশ্বরূপ, আমি, আমি, আমি।